সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র

১৮৪০-১৯০৫

সাময়িকপত্রে

বাংলার সমাজচিত্র

১৮৪০-১৯০৫

প্রথম খণ্ড

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনা-সংকলন
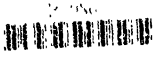
বিনয় ঘোষ

সম্পাদিত ও সংকলিত

ভূমিকা

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

আশুতোষ অধ্যাপক, ইতিহাস-বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১২

ভারত সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় প্রদত্ত আর্থিক সাহায্যের জন্য এই পুস্তকের সুলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে।

প্রথম প্রকাশ (২২০০)—জানুয়ারি ১৯৬০

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-১২

মুদ্রক—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৩

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

উৎসর্গ

"আমার একান্তই অভিলাষ ছিল, একাল পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা একত্র সঙ্কলন করত সংশোধন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে এক এক-খানি পুস্তক প্রকাশ করিব, তদ্ব্যতীত যথাশক্তি ও সাধ্যমত মধ্যে মধ্যে মন হইতে অতি প্রয়োজনীয় নূতন নূতন উত্তম উত্তম বিষয় সকল গদ্য পদ্যে রচনা করিয়া গ্রন্থ করিব। শরীরের ব্যাঘাতে তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না, এই বড় খেদ রহিল, বর্ত্তমান দেহের ভাবে যখন আমিই আমার হইয়া কিছুদিন অবস্থান করিতে পারিলাম না, তখন আমার এই অভিলাষ সুষিদ্ধ হওনের আশার উপর আর কি প্রকারে ভরসা করিতে পারি?"

[এই গ্রন্থের ৪৪০-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য : সংবাদ প্রভাকর, ২ পৌষ ১২৬৩ : ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬]

গুপ্ত-কবির স্মৃতি উদ্দেশে

সম্পাদক

লেখকের অন্যান্য বই :

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি
(রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত)
বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
(তিন খণ্ড)
বিদ্রোহী ডিরোজিও
সুতানুটি সমাচার
টাউন কলিকাতার কড়চা
জনসভার সাহিত্য
বাদশাহী আমল
কলকাতা কালচার
কালপেঁচার নকশা
কালপেঁচার বৈঠকে
কালপেঁচার দু'কলম
ইত্যাদি—

ভূমিকা

স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" প্রকাশিত হওয়ার পর আর এ ধরনের কোনও উল্লেখযোগ্য রচনা-সংকলন প্রকাশিত হয় নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ শ্রীরামপুরের মিশনারীদের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকা হইতে তথ্য সংকলন করিয়াছিলেন। শ্রীবিনয় ঘোষ "সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র" নাম দিয়া কয়েকটি খণ্ডে বাঙালীদের পরিচালিত প্রধান পত্রপত্রিকাগুলির রচনা-সংকলন প্রকাশ করিবেন পরিকল্পনা করিয়াছেন। তাঁহার দুরূহ কাজ শেষ হইলে আধুনিক যুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি অতি মূল্যবান আকরগ্রন্থ পড়ার সৌভাগ্য হইবে। বর্তমান প্রথম খণ্ড বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনা-সংকলন।

'সংবাদ প্রভাকর'-এর পুরাতন সংখ্যাগুলি দুষ্প্রাপ্য। অনেকগুলির পাঠোদ্ধার কিছুদিন পরে প্রায় অসম্ভব হইবে। যদি মাইক্রোফিল্ম-কপি করিয়া 'সংবাদ প্রভাকর'-এর যে সব সংখ্যা পাওয়া যায় তাহা রক্ষার ব্যবস্থাও হয়—হইয়াছে বা হইবে কিনা আমরা জানি না—তাহা হইলেও যাঁহারাই মাইক্রোফিল্ম পড়িয়াছেন তাঁহারাই স্বীকার করিবেন যে গবেষণার কার্যে ছোট ছোট এই ফিল্মগুলি পড়ার ফ্যাসাদ অনেক। এই ধরনের সুসম্পাদিত রচনা-সংকলন বাংলার পুরাতন সাময়িক পত্রগুলি রক্ষার সুষ্ঠু উপায় তো বটেই, গবেষক ও সাধারণ পাঠকদের পক্ষেও সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার সমাজচিত্রের অন্য অনেক উপাদান আছে। কিন্তু সাময়িকপত্রে যে চিত্র আমরা পাই তাহার মতো স্পষ্ট চিত্র অন্যত্র পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর চিন্তাধারার সঙ্গে এই রচনা-সংকলন আমাদের খানিকটা পরিচয় করাইয়া দেয়। কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তখনকার আলোচনার ধারা আমরা বিশেষভাবে জানিতে পাই—নূতন শিক্ষাব্যবস্থা, নীলকরের অত্যাচার, সিপাহী বিদ্রোহ, লিটনের তুলাজাত দ্রব্যের উপর আমদানি-শুল্ক রহিত করার ব্যবস্থা, বাঙালী মধ্যপদস্থ সরকারী কর্মচারিদের সাফল্য, জমিদার-প্রজা সম্পর্ক ইত্যাদি। সম্পাদকীয় স্তম্ভে ও চিঠিপত্রে এই সব বিষয় সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্যও আছে। সে হিসাবে সংবাদ প্রভাকরের আলোচনা উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর চিন্তাধারার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ।

স্যার উইলিয়ম জোন্স-এর পাণ্ডিত্য ও সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ, কেরী, মার্শমান ও ওয়ার্ডের শ্রীরামপুরে ক্রিশ্চিয়ান বারাণসীর কল্পনা এবং গবর্ণমেণ্টের ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ চেষ্টা বাংলার নবজাগরণে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু উনবিংশ

শতাব্দীর প্রথম তিন দশকের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্বতঃপ্রণোদিত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে এই নবজাগরণের উৎস ছিল। বাংলায় যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা আর কোনও প্রদেশে হয় নাই। কিন্তু যে শিক্ষা সরকারী বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছিল তাহার গলদ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই চোখে পড়িতে দেখা যায়। 'সংবাদ প্রভাকরে' তাহা বিলক্ষণ ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "সাহসহীনতা, দুর্বলতা, ভীরুতার" কারণ অনুধাবনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। "উন্নত, সভ্য, কৃতবিদ্য ইয়ং বেঙ্গলগণ" সম্পর্কে একটু যেন অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে (২৪. ১২. ১৮৭৮)। বঙ্গভাষা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উদ্‌গ্রীব হওয়ার লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই—"যেহেতু জাতি মাত্রেই আপনাপন জাতীয় ভাষার প্রতি যত্ন করেন এবং বিশিষ্টরূপে তাহা শিক্ষা করিতে অনুরাগিত হয়েন।" "রাজবিচারে অশুদ্ধ বাংলা ভাষা ব্যবহার" সংবাদ প্রভাকর সম্পাদককে বিশেষ পীড়া দেয় (৫. ৪. ১৮৪৮)। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ১৮৪৭ সালে সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। "বিজ্ঞান বিদ্যার প্রাদুর্ভাব না হইলে কোনরূপেই দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই" (২২. ৭. ১৮৪৭)—এই মত প্রচারের চেষ্টা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হইয়া থাকিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইতে কত দেরী হইয়াছিল তাহা আমাদের অজানা নাই। কৃষি উৎকর্ষের অভাবের কথা বলিতে গিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন "এদেশে হলধর যে হলধারণ করিয়া গিয়াছেন এবং রাজা মান্ধাতার সময়ে যে নিড়ান ও কাস্তে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং কৃষকেরা জল সেচনার্থে যে তালের ও চেয়াড়ির সিউনি ব্যবহার করিয়া গিয়াছে কৃষিকার্য্যে তাহারই ব্যবহার হইয়া আসিতেছে" (২২. ১২. ৬৩)। যুগ পরিবর্তন হওয়াতেও তাহার কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই ধরনের চিন্তার বিশেষ কোন ফল স্বদেশী আন্দোলনের আগে দেখিতে পাওয়া যায় না। শিক্ষার গলদ বুঝিয়াও দীর্ঘকাল কিছুই করা হয় নাই। বাংলা ভাষায় ভাল বই-এর বিশেষ অভাব ছিল বলিয়া মাতৃভাষায় ভাল ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদ করার প্রয়োজন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জানান হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বলা হইয়াছিল যে তিনি সে কাজের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। কারণ তিনি "সংস্কৃত, বঙ্গ ও ইংরাজী ভাষায় অতি সুনিপুণ।"

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের উৎসাহের সঙ্গে দক্ষিণারঞ্জনের দানের কথা উল্লেখ করিয়া প্রভাকর সম্পাদক বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য কতটা আগ্রহ ছিল তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। প্রভাকর সম্পাদক এই বালিকা বিদ্যালয়কে বারংবার "বিকটরিয়া বালিকা বিদ্যালয়" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি জানিতেন না (এবং অনেকেই হয়ত এখনও জানেন না) যে বেথুনের সঙ্গে তদানীন্তন 'বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের' প্রেসিডেণ্ট হবহাউসের সম্প্রীতি ছিল না। বেথুন ছিলেন ভারতের আইনসচিব।

তিনি শিক্ষা-সংসদেরও (Council of Education) সভাপতি ছিলেন। আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে হবহাউসের সঙ্গে বেথুনের নানারূপ মতভেদ হইয়াছিল। বেথুন অনেক ব্যাপারে সরকারী নিয়মকানুন মানিয়া চলিতেন না। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার সম্পর্কে তাঁহার উৎসাহ এত বেশি ছিল যে তিনি রাণীর নাম স্কুলের সহিত যোগ করার জন্য সরকারী নিয়মকানুন ঠিক মানিয়া চলেন নাই। বেথুন ইংলণ্ডে তাঁহার ভগ্নীকে লেখেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী একজন Lady-in-waiting-কে রাণীর নিকট এই প্রস্তাব করিতে বলেন। রাণীর সম্মতি পাওয়া যাইতে পারে জানিয়া বেথুন 'বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের' প্রেসিডেণ্ট হবহাউসকে সব কথা খুলিয়া লেখেন। হবহাউস পূর্ব হইতেই বেথুনের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই ধরনের নিয়মবহির্ভূত কাজ করার জন্য তিনি বেথুনকে জানান যে রাণীর Lady-in-waiting-এর সাহায্য লইয়া কেহ কেহ কাজ হাসিল করিতেন রাণী অ্যানের আমলে যখন Mrs. Masham ছিলেন তাঁহার সহচরী। ভিক্টোরিয়ার নাম এই কারণে স্কুলের সহিত যুক্ত করিতে অনুমতি দেওয়া হয় নাই। হবহাউস বেথুনের এই প্রচেষ্টাকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন "carving out idols for himself to play with and others to laugh at." হবহাউসের ঠাট্টা বেথুনকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। তাঁহার কাজ স্থায়ী হইয়াছে। ভিক্টোরিয়ার নামে এই স্কুল স্থাপিত না হওয়ায় ভালই হইয়াছিল।

নীলকরের অত্যাচার সম্পর্কে যে আলোচনা 'সংবাদ প্রভাকরে' পাওয়া যায় তাহা বিশেষ মূল্যবান। বাংলা ও বিহারের ইতিহাস হইতে মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় 'stain of indigo' মুছিয়া ফেলা কঠিন। নীল কুঠিয়ালদের সম্পর্কে Buchanan Hamilton ১৮০৮ সালে লিখিয়াছিলেন যে বাংলাদেশের চাষীরা নীলকরদের উপরে যে বিরূপ তাহার বিশেষ কারণ এই যে একবার দাদন দিলে নীলকর সাহেবরা তাহাদের সঙ্গে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার করিতেন। টাকা শোধ দেওয়ার সুযোগ তাহাদের দিতেন না, জোর করিয়া দাদন লইতে বাধ্য করিতেন এবং তাহাদের দুই দিক দিয়া ঠকাইতেন—জমির মাপে এবং ফসলের মাপে। হয়ত এইজন্য নীল কুঠিয়ালদের এদেশীয় কর্মচারীরাই বেশি দায়ী ছিলেন। জমির সব ফসল নীলকরদের দিয়াও জমিদারের প্রাপ্য খাজনা শোধ হইত না। কারণ নীলচাষ আরম্ভ করিলেই জমিদার সে জমির খাজনা বাড়াইতেন। জমিদারদের নীলকুঠির সাহেবদের সম্পর্কে আপত্তি ছিল এই যে তাঁহারা এতটা উদ্ধত ও দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন যে কেহই তাঁহাদের কাছাকাছি স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেন না। জমিদাররা বলিতেন, নীলকর সাহেবরা জমিদার ও প্রজার মধ্যে এতটা হস্তক্ষেপ করিতেন যে নীলকরদের দাদন-দেওয়া-প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিত। নীলকর সাহেবরা বলিতেন যে জমিদাররা তাঁহাদের সান্নিধ্য পছন্দ করিতেন না। তাহার কারণ, তাঁহারা কাছাকাছি থাকিলে জমিদারদের আধিপত্য আপনাআপনি কমিয়া যাইত।

তাঁহারা কোনও গ্রামে নীলকুঠি স্থাপন করিলে কাছাকাছি কোনও গ্রামে প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া অধিক খাজনা আদায় জমিদারদের পক্ষে সম্ভব হইত না। সেইজন্য জমিদাররা তাঁহাদের বিরুদ্ধে সবসময় দাঁড়াইতেন। জমিদাররা চাষীদের নীলচাষ করিতে বাধা দিতেন এবং নীলচাষ করিলে খাজনা বাড়াইতেন।

বুকানন হ্যামিলটনের এই বর্ণনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে প্রভাকর সম্পাদক এবং তাঁহাকে যাঁহারা মধ্যে মধ্যে চিঠিপত্র দিয়াছিলেন তাঁহাদের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে অত্যাচার কতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, কৃষ্ণনগর, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি সব জিলাতেই নীলকরের অত্যাচার প্রবল হয়। ব্রিটিশ শাসন ও বিচারব্যবস্থা এ অত্যাচার দমন করিতে একেবারে অক্ষম হয়। 'সংবাদ প্রভাকরের' মতে তাহার কারণ এই—"নীলকর সাহেবদের মধ্যে অনেকেই ম্যাজিস্ট্রেটের হস্ত ধরিয়া সেকহ্যাণ্ড করেন, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে ঘরের লোক বোধ করিয়া থাকেন" (২৩. ১২. ১২৫৫)। দুঃখী প্রজাদের বেগাঁর ধরিয়া নীল বীজ বপন করিয়া, বলের দ্বারা জমিদারের জমিতে চাষ করিয়া লাঠির বলে তাহা কাটিয়া লওয়া হইত। এই সব নীলকরের মোকদ্দমায় পক্ষপাত প্রভৃতি অনাচার গভর্ণমেণ্ট বিশেষ লক্ষ্য করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই······কতকগুলি দুর্ব্বল চোর ডাকাত ধরিলেই কি রাজ্য শাসিত হয়(সম্পাদকীয় ১. ১০. ১২৬১)। নীলকুঠি সংক্রান্ত নিষ্ঠুরতা ও হত্যাঘটিত মোকদ্দমা কতবার সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত হইয়াছে। সদর নিজামতের দফতরখানা এ বিষয়ে নথিতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু শাদা হাকিমের দ্বারা শাদা নীলকরেরা কোনমতেই শাসিত হইবেন না। কালা ব্যতীত এই জালা নিবারণ হইবার নহে (১. ১০. ১২৬৫)। নীলকর সাহেবরা বিচারকদের কানে কানে যে মন্ত্র প্রদান করেন তাহাই বিচারকদের ইষ্টমন্ত্র স্বরূপ হইয়া উঠে। বাঙালীদের রাজনিয়মানুসারে অর্পিত আবেদনে যাহা না হয় নীলকরদের এক গুপ্ত পত্রে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল হয়। সেই পত্রের প্রতি পংক্তি তাহাদিগের নিকট একটি শাস্ত্রবচনের ন্যায় মনে হয় (২৭. ১২. ১২৫৮)। নীলপ্রধান প্রদেশের মধ্যে প্রজাদের অবস্থা আমেরিকার ক্রীতদাসদের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হইবে (৩০. ৩. ১৮৬৪, ১৮. ১২. ১২৭০)।

'সংবাদ প্রভাকর' হইতে আমরা জানিতে পাই যে যেখানেই উপযুক্ত বাঙালী রাজকর্মচারী শাসনবিভাগের ভার পাইয়াছিলেন সেখানেই নীলকরের অত্যাচার প্রশমিত হইয়াছে—কার্যতৎপর চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যখন মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন ঐ জিলা অত্যাচার হইতে মুক্ত হইয়াছিল (১. ১০. ১২৬৫)। জিলা রাজসাহীর পূর্বতন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ঐ জিলার নীলকরদের অনেক দমন করিয়াছিলেন। বাবু গোপালচন্দ্র মিত্রের প্রতাপে নাটোরের কুঠিয়ালেরা অনেকাংশে দুর্বল হইয়াছিলেন (১. ১০. ১২৬৫)। প্রজারাও স্থানে স্থানে নীলকরের অত্যাচারে

জর্জরিত হইয়া একত্র বাধাদানের চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নীলকরের অত্যাচার প্রশমিত করার জন্য বাংলার মধ্যবিত্তশ্রেণীর আন্দোলন বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। বাঙালী সরকারী কর্মচারিরাও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু মিত্র ও পাদরী জেমস লং বাংলার চাষীকে এই দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা সর্বজনবিদিত। ডেভিড হেয়ার ও রামমোহন রায়, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র ও জেমস লং—বাঙালী ও ইংরেজের এই সহযোগিতা বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবজনক একটি অধ্যায়।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাঙালীর উৎসাহের যে অভাব ছিল তাহা প্রভাকর পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝা যায়। এই সময়ে বাঙালীর মুখে রাজভক্তির বুলি খুবই হাস্যকর মনে হয়। সম্পাদকীয় স্তম্ভে বারংবার এই ধরনের লেখা—'বৃটিশের রাজলক্ষ্মী স্থির যেন রয়'—দেখিলে মনে হয় যেন সত্যই বাঙালীর মনে সাহসের বড়ই অভাব বলিয়া বোধ হয় এইরূপভাবে রাজভক্তি প্রচার করা হইতেছিল। প্রভুভক্তি প্রকাশের বাড়াবাড়ি যেন দেশদ্রোহিতার সামিল। কিন্তু বাঙালী সিপাহী বিদ্রোহকে ঠিক জাতীয় আন্দোলন বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহার বই *Swadeshi and Swaraj*-এ লিখিয়াছেন নূতন ধরনের দেশপ্রেমের অভ্যুদয়ের কথা—rise of new patriotism. এই দেশপ্রেমের ধারক ও বাহক হওয়ার সব লক্ষণই এই যুগে বাঙালীর মধ্যে পাওয়া যায়। ব্রিটেনের সঙ্গে যে রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বিরোধ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল তাহা নূতন দেশাত্মবোধের উৎস বলিয়া মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। তাহার সঙ্গে এ যুগের সাময়িক পত্রের লেখাতে আমাদের পরিচয় হয়।

তুলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে আমদানি-কর রহিত করিবার যে ব্যবস্থা লর্ড লিটন করেন তাহার বিরোধিতা ১৮৭৯ সালের একটি বিশেষ ঘটনা। ম্যাঞ্চেস্টারের বণিকসমাজ তুলাজাত বস্ত্রের শুল্ক রহিত করিবার দাবী করেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের সেজন্য ৮৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইলেও লিটন তাহা মানিয়া লন। ম্যাঞ্চেস্টারের যত বস্ত্র প্রস্তুত হইত তাহার এক-তৃতীয়াংশ যাহাতে ভারতে বিক্রয় করা যায় তাহার জন্য এই ব্যবস্থা। বিলাতের সংবাদপত্র 'টাইমস'-এর এই মত ছিল যে এই শুল্ক রহিত করিবার জন্য যদি ভারতীয়দের করভার বর্ধিত হয় তাহার জন্য নিবৃত্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। 'সংবাদ প্রভাকর' লিখিয়াছেন যে টোরীদের মঙ্গলের জন্য ভারতের ভাগ্যে এই বজ্রাঘাত। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাশোসিয়েশনের পক্ষ হইতে আবেদনপত্রে কোন ফল হয় নাই। তাহারা বলিয়াছিলেন, দক্ষিণভারতে দুই বৎসর ধরিয়া দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, উত্তরভারতেও স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট আছে। গভর্ণমেণ্ট তিনকোটি টাকার নূতন কর স্থাপন করিয়াছেন। ব্যয়-সংক্ষেপের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয় নাই। ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্বের আট অংশের একাংশ চীনবাসীদের অহিফেন সেবনের উপর নির্ভর করিতেছে। 'হোম চার্জ' বৃদ্ধি

হইয়া রাজস্বের অনেক কোটি টাকা তাহাতেও ব্যয় হইতেছে। দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতের উপর চাপাইয়াছেন। এই ধরনের সহজলব্ধ কর বর্তমান অবস্থায় রহিত করা উচিত নয়। ভারত গভর্ণমেণ্ট যদিও এ আবেদনে কর্ণপাত করেন নাই, তবুও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে শিক্ষিত জনমত এইভাবে সংঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। জমিদার-প্রজা সম্পর্ক প্রসঙ্গে এই গ্রন্থে আমরা বিশেষ কোন আলোচনা লক্ষ্য করি না। তবে পঞ্চম ও সপ্তম আইনের কঠোরতার উল্লেখ আমরা পাই। ভূম্যধিকারী দুর্দান্ত হইলে কালেকটর তাঁহাদের প্রজাদের রক্ষা করিতে যে অসমর্থ হন, তাহাও জানিতে পারা যায়। সে সময়ে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে কুলি চালান দেওয়ার সময়ে যে সব অত্যাচার ও অনাচার হইত তাহার বিরুদ্ধে বাঙালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী যে আন্দোলন করিয়াছিলেন, এই রচনা-সংকলনের মধ্যে তাহা পাই নাই। সেই আন্দোলন এবং সেই অনাচারের উল্লেখ আশা করা বোধ হয় স্বাভাবিক। তবে আন্দোলনের প্রথম পর্ব ১৮৪৫ সালের আগেই শেষ হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় এই রচনা-সংকলনে সে প্রসঙ্গ আসে নাই।

শ্রীবিনয় ঘোষ অন্যান্য পত্রপত্রিকার রচনা-সংকলনের বাকী খণ্ডগুলি প্রকাশ করিলে নিঃসন্দেহে আমাদের ঐতিহাসিক সচেতনতা জাগ্রত করিতে বিশেষ সাহায্য করিবেন। পরিশেষে এই মূল্যবান সংকলনের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ সম্পাদনকার্যে ও গ্রন্থপ্রকাশে যে অর্থসাহায্য করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাদের আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

সংকলন ও সম্পাদন প্রসঙ্গে

সযত্ন প্রচেষ্টা সত্বেও সংকলন ও সম্পাদন কার্যের যে-সব ত্রুটীবিচ্যুতি থেকে গেল তার জন্য পাঠকরা মার্জনা করবেন। যে পদ্ধতিতে এবং যে রকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই সংকলন ও সম্পাদনের দুরূহ কাজ নিছক জিদের বশে করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে সামান্য দু-চার কথা পাঠকদের কাছে আবশ্যকবোধে বলছি।

প্রথম কথা, যে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার রচনা এই খণ্ডে সংকলিত হয়েছে, তা কোন একটি পাঠাগারে বা প্রতিষ্ঠানে একত্রে নেই, সম্পূর্ণ তো নেই-ই। এই বিচ্ছিন্নতা ও অসংলগ্নতার জন্য সংকলনকর্মে অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সময়ও অতিবাহিত হয়েছে বেশি।

দ্বিতীয় কথা, প্রভাকর পত্রিকা যা এখনও পাওয়া যায় তার অবস্থা এত শোচনীয় যে অধিকাংশ পৃষ্ঠা হাতে ধরে তোলা মাত্রই কাগজ গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ে। অর্থাৎ গবেষক, ছাত্র ও পাঠকদের ব্যবহারের প্রায় অযোগ্য বলা চলে। স্বভাবতঃই পাঠাগারিকরা পত্রিকাগুলি কপিস্টদের কাছে দিতে বহুবার আপত্তি করেছেন এবং তাঁদের আপত্তি খুবই যুক্তিসঙ্গত। তা সত্বেও, অনেক দায়িত্ব নিয়ে কলিকাতার 'ন্যাশানাল লাইব্রেরি', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ লাইব্রেরি ও সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ ও পাঠাগারিকরা এই কাজে যে ভাবে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

নিতান্ত 'স্থানীয়' বলে যা মনে হয়েছে ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে তার কিছু মূল্য থাকলেও, অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংকলনের স্বার্থে তা বাতিল করতে হয়েছে।

বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হতে পারে মনে করে কিছু রচনা বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ গুরুবিষয় ছাড়া (যেমন সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকর, হিন্দু কলেজ ইত্যাদি) অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের একাধিক রচনা গৃহীত হয়নি সংকলনের কলেবরবৃদ্ধির সম্ভাবনায়। একথা ঠিক যে পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত রচনা, নোটিশ ইস্তাহার বিজ্ঞাপন পর্যন্ত, সংকলন করতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। কিন্তু নানারকম সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য তা করা সম্ভব হয়নি। যেটুকু করা হয়েছে তা একেবারে কিছু না-করা বা না-থাকার চেয়ে খানিকটা ভাল বলে বিদ্বজ্জন ও পাঠকবর্গ গ্রহণ করবেন আশা করি।

এই সংকলনের সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে—'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র'। নাম দেখেই বোঝা যায়, সম্পাদক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন নবযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণগুলির প্রতি বেশি। একাধিক খণ্ডে উনিশ শতকের বিভিন্ন বাংলা-সাময়িক পত্রের রচনাবলী এই নামে সংকলিত হবে।

সম্পাদকের নির্দেশ অনুযায়ী জরাজীর্ণ পত্রিকার প্রতিটি পৃষ্ঠা খুঁজে যাঁরা রচনাগুলি 'কপি' করেছেন, শ্রম ও ধৈর্যের জন্য তাঁরা কেবল সম্পাদকের নন, সকলেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন।

কপি করার আগে বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে সম্পাদক কপিস্টদের নির্দেশ দিয়েছেন, এবং কপি করার সময় প্রত্যক্ষভাবে কপিস্টদের কাজে সাহায্য করেছেন। এক-একটি রচনা পত্রিকা থেকে কপি করার পরেই একবার মিলিয়ে দেখা হয়েছে। মুদ্রণকালে 'প্রুফ' অবস্থায় দ্বিতীয়বার পত্রিকার সঙ্গে কপি মিলিয়ে 'প্রুফ' সংশোধনের কাজ করেছেন শ্রী সনৎকুমার গুপ্ত। সম্পাদনার অন্যান্য কাজে সাহায্য করেছেন সাহিত্যিক শ্রী রাম বসু।

রচনার বিষয়-বিভাগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্পাদকের, এবং তা 'সুনির্দিষ্ট' বলে গ্রহণ না করাই সঙ্গত। 'অর্থনীতির' বিষয়ভুক্ত হতে পারে এমন অনেক রচনা 'সমাজ'-বিভাগে আছে, এবং 'শিক্ষা'-বিভাগের অনেক রচনাও স্বচ্ছন্দে 'সমাজ' বিষয়ভুক্ত হতে পারে। অতএব বিষয়-বিভাগ কেবল বিষয়-বিন্যাসের প্রচেষ্টা মাত্র, সঠিক বিষয়-নির্দেশ নয়। রচনা-সংগ্রহের ব্যাপারে সম্পাদক তাঁর নিজের বিচারবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছেন।

সংকলনের অন্যান্য খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র রচনা-সংকলন।

তৃতীয় খণ্ড : 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'বিদ্যাদর্শন', 'সম্বাদ ভাস্কর' ও 'সর্বশুভকরী' পত্রিকার রচনা-সংকলন।

চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড : 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার রচনা-সংকলন।

আশা করা যায়, এই গ্রন্থ প্রকাশের বর্তমান ব্যবস্থাদি ঠিক থাকলে, প্রতি বছরে অন্ততঃ একটি করে খণ্ড প্রকাশ করার কোন অসুবিধা হবে না।

বিনয় ঘোষ

বিষয়সূচী

বিষয়ভেদে রচনাগুলিকে চারশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে—অর্থনীতি ১, সমাজ ২, শিক্ষা ৩, বিবিধ ৪।

অনুসন্ধানী পাঠকদের সুবিধার জন্য প্রত্যেক শ্রেণীর বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় মূল-রচনাক্রমে প্রথমে 'বিষয়-পরিচয়' বিভাগে দেওয়া হয়েছে, এবং তার পরে সন্নিবেশিত হয়েছে মূল রচনাগুলি।

'বিষয়সূচী'তে মূল রচনা কি বিষয়ে তার ইঙ্গিত (আসল শিরোনাম নয়) এবং এই সংকলনের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হল।

সম্পাদকের ধারণা, প্রথমে 'বিষয়সূচী' এবং পরে 'বিষয়-পরিচয়' পাঠ করলে অনুসন্ধানীরা সাধারণ 'নির্দেশিকা' অপেক্ষা বেশি উপকৃত হবেন।

গ্রন্থের শেষে 'নির্দেশিকা' দেওয়া হয়েছে।

বাংলা সনের বৈশাখ থেকে চৈত্র—এক থেকে বারো পর্যন্ত মাস গণনা করা হয়েছে। যেমন ৩০. ৫. ১২৫৪ হল ৩০ ভাদ্র, ১২৫৪।

সম্পাদক

অর্থনীতি [৪৯-১৩৬ পৃঃ]

বিষয়-পরিচয় : ৪৯-৬৫ পৃঃ ॥ রচনা-সংকলন : ৬৬-১৩৬ পৃঃ

সমাজ [১৩৭—২৬৭ পৃঃ]

শিক্ষা [২৬৮-৩৮৮ পৃঃ]

বিষয়-পরিচয় : ২৬৮-২৮৮ পৃঃ ॥ রচনা-সংকলন : ২৮৯-৩৮৮ পৃঃ

বিবিধ [৩৮৯-৪৮৫ পৃঃ]

সতাংমনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ
উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ

॥ নক্তং চন্দ্রকরেণ ভিন্নমুকুলেষ্বিন্দীবরেষু কচিদ্ভ্রামংভ্রাম মতন্দ্রমীপ্সিতমধু পীত্বা সুধাকান্তরাঃ ॥
॥ অদ্যোদ্যদ্বিমল প্রভাকর কর প্রোদ্ভিন্নপদ্মোদরে স্বচ্ছন্দং ভ্রমরা পিবন্তু চতুরস্বাত্তবিরেকান্তরং ॥

৫৮০১ সংখ্যা] মঙ্গলবার ১০ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ২১ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ তঙ্কামাত্র।

'সংবাদ প্রভাকর' ও সেকালের বাঙালী সমাজ

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় সন্ধিক্ষণে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১১ জানুয়ারি, ১৮৩১ লাইসেন্স মঞ্জুর হবার পর ২৮ জানুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকর' প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রাকারে।* ২০ আগস্ট, ১৮২৮ রামমোহন রায় 'ব্রহ্মসভা' স্থাপন করেন। ৪ ডিসেম্বর, ১৮২৮ উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সতীদাহ-নিষেধ আইন জারী করেন। ১৭ জানুয়ারি, ১৮৩০ রক্ষণশীল হিন্দুরা দলবদ্ধ হয়ে 'অশাস্ত্রীয়' সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য 'ধর্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। ২৩ জানুয়ারি, ১৮৩০ জোড়াসাঁকোর

* গবর্ণমেন্টের কাছে লাইসেন্সের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন সেটি নিম্নে উদ্‌ধৃত হল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা সাময়িক-পত্র' গ্রন্থে (৪৫ পৃষ্ঠা) লিখেছেন, "আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লেখা, কিন্তু গুপ্ত-কবি তাহাতে বাংলায় স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।" কিন্তু গুপ্ত-কবি স্বাক্ষর ইংরেজীতেই করেছিলেন দেখা যায়। স্বাক্ষর যে তিনি ইংরেজীতে করতেও অভ্যস্ত ছিলেন তা হিন্দু কলেজের নথিপত্রে সংরক্ষিত তাঁর ২৩ এপ্রিল ১৮৩১ তারিখের পত্রের কপি থেকেও বোঝা যায় ('প্রাসঙ্গিক তথ্য' দ্রষ্টব্য)।

(Home Dept. Public Consultations, 11 January 1831. No. 74)

To

G. A. Bushby Esq.

Officiating Secretary to Govcinment in the General Department.

Sir,

I have the honour to enclose in original an affidait by me on a solemn declaration before Mr. A. S. L. McMohan one of the Magistrates for the Town of Calcutta and to request that I may be permitted under the authority of the Right Hon'ble the Governor General in Council with a Licence authorizing me to print in the Bengallee Languages entitled the Sambad Provakur.

I have the honor to be
Sir
Yours most obedient Servant
Iser Chunder Gooptoo

Calcutta
The 7 Jan 1831

নবনির্মিত গৃহে ব্রহ্মসভার উদ্‌বোধন হয়; ২৭ মে পাদ্রি আলেকজাণ্ডার ডাফ খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সস্ত্রীক কলকাতায় আসেন; ১৯ নবেম্বর রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৩১-এর গোড়া থেকে হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের পাশ্চাত্ত্যমুখী নীতি ও জীবনাদর্শ নিয়ে হিন্দুসমাজে প্রবল আলোড়ন চলতে থাকে, ২৫ এপ্রিল শিক্ষক ডিরোজিও তার জন্য পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ডিরোজীয়ান বা 'ইয়ং বেঙ্গল' দল পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে সংস্কার-সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই সময় পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর বয়স তখন উনিশ বছর। "এই প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্বিতীয় কীর্তি" (বঙ্কিমচন্দ্র)।

সামাজিক সন্ধিক্ষণ

উনিশ শতকের প্রথম পর্বে রামমোহনের ধর্মসংস্কার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজীশিক্ষা ও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রচলন বাংলার নিস্তরঙ্গ সমাজে ধীরে ধীরে তরঙ্গের সঞ্চার করতে থাকে। দ্বিতীয় পর্বের গোড়ায় তিরিশে খ্রীষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্ত্য আদর্শের প্রত্যক্ষ সংঘাতের ফলে সমাজ-জীবনে এক প্রবল ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়। এই আলোড়নকালে রামমোহন বিদায় নেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সংস্কারপন্থীরা প্রায় কাণ্ডারীহীন হয়ে পড়েন। রামমোহনের অনুগামীদের ব্যক্তিত্ব ও মনোবলের অভাব না থাকলেও হিন্দুসমাজের গোঁড়ামির লৌহপ্রাচীরে সোজাসুজি আঘাত করতে তাঁরা দ্বিধাবোধ করতে লাগলেন। কেউ কেউ কঠোর ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে লোকাচরিত প্রতিমাপূজার প্রথা পালন করে একটা আপস করার প্রয়াস পেলেন জনমতের সঙ্গে। এমন সময় হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত তরুণেরা শিক্ষক ডিরোজিওর কাছে পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ ও অবাধ-চিন্তার মন্ত্রে দীক্ষা পেয়ে সমাজ-সংস্কারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। নবীন বাংলার এই নির্ভীক অভিযান বিদেশযাত্রার আগে রামমোহন লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু তার গতি নির্দেশ করার সুযোগ তিনি পাননি। কতকটা তাই নোঙরহীন নৌকার মতন নবীনেরা উত্তাল ভাবতরঙ্গে ভাসতে আরম্ভ করেছিলেন। নবাদর্শের প্রথম জোয়ারে তাঁরা আত্মসংবরণ করতে পারেননি। প্রবীণ ও রক্ষণশীল হিন্দুরাও তখন দলবদ্ধ, এবং সামাজিক সংস্কারের প্রতি খড়্গহস্ত।

'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশের মাস তিনেকের মধ্যে প্রবীণ-নবীনের সংঘর্ষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। ২৫ এপ্রিল, ১৮৩১ ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজের শিক্ষকের পদ থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ছাত্রদের মধ্যে নির্বিচারে তিনি হিন্দুধর্মবিরোধী মতামত ও নাস্তিক্যবাদ প্রচার করেছেন। হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের আচার-ব্যবহার ও ডিরোজিওর পদচ্যুতি কেন্দ্র করে প্রবীণ-নবীনের প্রচণ্ড বাদ-প্রতিবাদে পরিবেশ বেশ সরগরম হয়ে ওঠে। এই সুযোগে পাদ্রি ডাফ ও তাঁর সহযোগী

মিশনারীরা রীতিমত তৎপর হয়ে ওঠেন তরুণদের ধর্মান্তরিত করার জন্য। ডাফের নিজের স্বীকারোক্তি পাঠ করলেই বোঝা যায় (*India and India Missions* গ্রন্থের পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এ-সুযোগ কেন তাঁদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ মনে হয়েছিল। প্রথম কারণ, সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানেরাই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দলে দলে ধর্মান্তরিত করার চেয়ে তাঁদের একজনকে ধর্মান্তরিত করার সামাজিক 'সুফল' শতগুণ বেশি। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দু যুবকরা পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের প্রেরণায় উদ্‌ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত, পারিবারিক ও সামাজিক শাসনে বিক্ষুব্ধ। এই বিভ্রান্তি ও ক্ষোভের সুযোগ নিয়ে ডাফ প্রমুখ ধুরন্ধর পাদ্রিরা মহেশচন্দ্র ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনকে তাড়াতাড়ি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে ফেললেন। পরিবেশ আরও বেশি সরগরম হয়ে উঠল।

প্রভাকর ও গুপ্ত-কবি কি রক্ষণশীল ? তাৎকালিক সমাজের মতগোষ্ঠী

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কাঞ্চনপল্লীর (চব্বিশ পরগণার কাঁচরাপাড়া) মধ্যবিত্ত বৈদ্য পরিবারের সন্তান। দশ বছর বয়স থেকে কলকাতা শহরে মাতুলালয়ে তিনি বাস করছেন, প্রায় আট নয় বছর হবে। হিন্দু কলেজের সিনিয়র ছাত্রদের সমবয়সী তিনি, কিন্তু কোন অভিজাত ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। সামাজিক ও পারিবারিক ঐতিহ্যের নিবিড় আনুগত্যের মধ্যে তিনি প্রতিপালিত হয়েছেন এবং শহরের একজন ধনীর দুলালের সঙ্গে শৌখিন বন্ধুত্বের ফলে তাঁর সম্পাদকতায় প্রভাকর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই অবস্থায় কি মনোভাব নিয়ে প্রথমদিকে তাঁর পক্ষে 'সংবাদ প্রভাকর' পরিচালনা করা সম্ভব তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। প্রধানত খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রতি এবং তাঁদের প্রচারমুগ্ধ ও পাশ্চাত্ত্য ভাবোন্মত্ত ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রতি প্রথমদিকে প্রভাকর অত্যন্ত বিরূপভাবাপন্ন ছিল দেখা যায়। কিন্তু এই বিরূপভাব কতটা তরুণ প্রভাকর-সম্পাদকের স্বভাবজাত স্বজাতি-স্বধর্মের মর্যাদাবোধ-সম্ভূত, আর কতটাই বা তদানীন্তন কলকাতার রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দলগত প্রভাব-প্রসূত, তা সংবাদ প্রভাকরের রচনাবলী পাঠ করলে সহজে বলা যায় না।

রক্ষণশীল হিন্দুদলভুক্ত বলে প্রভাকর-সম্পাদককে চিহ্নিত করার আগে সেকালের হিন্দুসমাজের আদর্শগত গড়ন সম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। আগেই বলেছি, উনিশ শতকের তিরিশে সমাজের এই আদর্শগত রূপ খুব পরিষ্কার ছিল না। রামমোহনের বিলেত যাত্রার পর তাঁর সময়ে সমাজে যে নতুন একটা রূপ রেখায়িত হয়ে উঠছিল তা খুব দ্রুত ঘোঁয়াটে হয়ে যেতে থাকে। সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে রামমোহনপন্থীরা মানসিক দৌর্বল্য প্রকাশ করতে থাকেন। কলকাতা শহরের নতুন অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই তখন রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ছিলেন, ক্ষুদ্র একটা গোষ্ঠী ছিলেন কিছুটা

নাতিশীতোষ্ণ উদারপন্থী। সংখ্যায় তাঁরা এত অল্প ছিলেন যে তাঁদের একটা 'গোষ্ঠী' বা 'গ্রুপ' বলা যেতে পারে। উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেও হিন্দুভাব তখন যথেষ্ট প্রবল ছিল। হিন্দুধর্মের জন্মগত সংস্কারবন্ধন থেকে নবজাত ব্রহ্মসভাপন্থীরাও তখন মুক্ত হতে পারেননি। নতুন ইংরেজীশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে কয়েকজন মাত্র পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের প্রথম হাতছানিতে বেশ কিছুটা হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। এঁদের 'ডিরোজীয়ান', 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'ইয়ং ক্যালকাটা' বলা হত। আধুনিক রাজনীতির ভাষায় এই তরুণদলকে রেডিক্যাল বা বামপন্থী বলা যায়। বাকি হিন্দুসমাজ দুই দলে বিভক্ত ছিল—রক্ষণশীল ও উদার। রক্ষণশীলরাই দলে সবচেয়ে ভারি ছিলেন, বৈভব ও প্রভাব দুইই তাঁদের বেশি ছিল। উদার ব্রহ্মসভাপন্থীদের বৈভব থাকলেও প্রভাব তেমন ছিল না, এবং মতামতও তাঁদের সমাজভয় ও মানসিক সংশয়ের আবর্তে সাধারণত ঘোলাটে হয়ে থাকত। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকা তদানীন্তন উদারসমাজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছে: "A Bruhmu Shubha, or Hindoo Theistical Society, has been formed by Rammohun Roy and his friends, who besides have the command of several presses and conduct several periodical publications both into English and Bengalee languages. Those youngmen who have received their education at Hindoo College and have embraced liberalism, have not united with the former party; nor do they agree perfectly among themselves, but have apparently divided into two classes, according as they are more or less disposed to encounter all risks in their opposition to the prevailing system; the more moderate division have not any organ for the communication and defence of their sentiments; while the Ultra or Radical Party have boldly taken the field, and are carrying on an active warfare against their opponents."—*India Gazette*, Editorial, 21 October, 1831.

'ইণ্ডিয়া গেজেট' যাঁদের 'মডারেট' বলেছেন, অর্থাৎ যাঁরা রামমোহনের ব্রহ্মসভাপন্থী, ১৮৩১ সালে তাঁদের যে একটিও মুখপত্র ছিল না একথা ঠিক নয়। 'সম্বাদ কৌমুদী' পত্রিকা তখন দ্বিসাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হচ্ছিল এবং রামমোহনের বিলেতযাত্রার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাধাপ্রসাদ রায় 'কৌমুদী' পরিচালনা করছিলেন। সম্ভবত ১৮৩১ সালের গোড়ায় সম্বাদ কৌমুদী পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এ ছাড়া ১৮৩১ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ইংরেজী 'রিফর্মার' ও তার বাংলা 'অনুবাদিকা' পত্রিকাও প্রকাশিত হত। সুতরাং উদার মডারেটদের মতামত প্রকাশের মুখপত্রের আধিক্য না থাকলেও অভাব ছিল না। বরং সেই তুলনায় তরুণ রেডিক্যালদের দুখানি মাত্র মুখপত্র ১৮৩১ সালের দ্বিতীয়ভাগে

প্রকাশিত হয়েছিল—ইংরেজী 'এনকয়ারার' ও বাংলা 'জ্ঞানান্বেষণ'। এদিক দিয়ে মডারেটরা অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন, কারণ নিজেদের পত্রিকা ছাড়াও ইংরেজ পরিচালিত ও সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'বেঙ্গল হরকরা' প্রভৃতি পত্রিকাতেও তাঁদের মতামত ও নরম উদারনীতি সমর্থিত হত। মডারেট ও রেডিক্যালদের মধ্যে এই বিভেদ ছিল বলে রক্ষণশীলরা যে তুষ্ট ছিলেন তা নয়। সমস্যাটা রাজনৈতিক ক্ষমতা-দখলের মধ্যে আবদ্ধ থাকলে হয়ত কূটবুদ্ধি খাটিয়ে রক্ষণশীলরা চেষ্টা করতেন মডারেটদের কিছুটা তোষণ করে রেডিক্যালদের কোণঠাসা বা 'isolate' করতে। কিন্তু বিরোধটা যেহেতু সমাজনীতির মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল তাই মডারেট বা রেডিক্যাল কারও প্রতি রক্ষণশীলরা প্রীত ছিলেন না, উভয়ের বিরুদ্ধে সমান আক্রোশে তাঁদের খড়্গ উদ্যত হত। ব্রহ্মসভাপন্থীরা ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিমাপূজা একেবারে বর্জন করতে না পারলেও, কাগজে-কলমে পৌত্তলিকতা-বিরোধী ছিলেন। সতীদাহ নিবারণ আইন তাঁদেরই উদ্‌যোগে ৪ ডিসেম্বর, ১৮২৯ বিধিবদ্ধ হয়েছিল। সেইজন্য মডারেটদের সুনজরে দেখা রক্ষণশীলদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না, অন্ধ হিন্দুধর্মবিদ্বেষী রেডিক্যালদের তো নয়ই।

বাংলার নবযুগের এই দ্বন্দ্বমুখর সন্ধিক্ষণে যুবক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যখন সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা প্রকাশ করেন, কলকাতার একটি বিখ্যাত ধনিকবংশের সন্তানের পৃষ্ঠ-পোষকতায় (পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অর্থসাহায্যে) তখন রক্ষণশীল, উদারপন্থী ও চরম বামপন্থী—হিন্দুসমাজের এই তিনটি প্রধান দলের মধ্যে স্বভাবতঃই তাঁর পক্ষে প্রথমটির দিকে বেশি ঝুঁকে পড়া নিরাপদ ছিল। 'নিরাপদ' কথার যাথার্থ্য তাঁর জীবনধারা থেকেই প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মসভাপন্থী বা হিন্দু কলেজের নব্যশিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গল দল—সমাজের এই দুই গোষ্ঠীর কোনটিতেই প্রবেশাধিকার লাভের যোগ্য শিক্ষা বা আর্থিক সঙ্গতি তাঁর ছিল না। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙালী বৈদ্য পরিবারে তাঁর জন্ম এবং আবাল্য গ্রাম্য পরিবেশেই তিনি প্রতিপালিত। তাই ১৮৩১ সালের সামাজিক ঘূর্ণাবর্তে বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ বা পাশ্চাত্ত্য ভাবোন্মত্ততা, কোনটাই তাঁর পক্ষে সহজপাচ্য ছিল না। সহজ ছিল হিন্দু সমাজের সাধারণ জনস্রোতে (যা অবশ্যই রক্ষণশীল) কিছুদূর ভেসে যাওয়া। প্রভাকরের প্রথম পর্যায়ে দেখা যায়, বেশ খানিকটা এই জনস্রোতে তিনি ভেসে গিয়েছিলেন। তবে অচৈতন্যের মতন একেবারে যে তিনি গা ভাসিয়ে দেননি তা অল্প-কালের মধ্যে সামাজিক মতামতের ক্ষেত্রে তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা থেকে বোঝা যায়। দুঃখের বিষয়, উনিশ শতকের তিরিশে 'সংবাদ প্রভাকর' আমরা চোখে দেখবার বিশেষ সুযোগ পাইনি। তা না পেলেও, সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকায় উদ্ধৃত ও সংক্ষেপিত প্রভাকরের এই পর্বের রচনার যে সব নিদর্শন পাওয়া যায় (যেমন 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' দ্রষ্টব্য), তা

থেকেও এই সিদ্ধান্ত করা অসংগত বলে মনে হয় না। তবে তিনি কোনদিন ধর্মসভাপন্থী সনাতনবাদী হিন্দুদের অন্ধ সমর্থক ছিলেন কিনা সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

তিরিশের গোড়ার দিকে ব্রহ্মবাদী ও পাশ্চাত্ত্যবাদীদের শ্লেষাত্মক সমালোচনায় তিনি প্রবৃত্ত হয়েছেন, এবং তাতে সনাতনবাদীরা হয়ত লাভবান হয়েছেন, কিন্তু তাঁকে একেবারে উদরসাৎ করতে পারেননি। ১৮৫৩ সালে গবর্নমেণ্ট যখন হিন্দু কলেজে জাতি-নির্বিশেষে সকলের শিক্ষার অধিকারের সংকল্প ঘোষণা করেন, তখন তার সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রভাকর-সম্পাদক লেখেন, "আমারদিগের এই প্রভাকরের জন্মকালীন 'ড্রোজু সাহেবি' হেঙ্গামায় একবার হিন্দু কলেজের বিরুদ্ধে লেখনী ধরিতে হইয়াছিল, এইক্ষণে ২২ বৎসরের পর পুনরায় 'মুসলমানি', 'খ্রীষ্টানি', এবং 'জারজী' এই ত্রিদোষ জন্য সেই লেখনীকে আবার কর সদনে নৃত্য করাইতে হইল" (৬৩৮ পৃষ্ঠা)। ১৮৩১ সালে ডিরোজিওকে যখন পদচ্যুত করা হয়েছিল সেই সময় প্রভাকরে হিন্দু কলেজের স্বধর্ম-বিরোধী শিক্ষার বিরুদ্ধে যে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল, এখানে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য সম্পাদককে তখন রীতিমত নাজেহাল হতে হয়েছিল (প্রাসঙ্গিক তথ্য, —পৃষ্ঠা)। তিরিশের গোড়ার কথা স্মরণ করে সম্পাদক-কবি যা বলেছেন তাতে আমাদের বক্তব্যই সমর্থিত হয়।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের লক্ষ্য করে প্রভাকর-সম্পাদক এই সময় প্রায়ই বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করতেন, ব্রহ্মবাদীরাও রেহাই পেতেন না। কবির দলে গান বাঁধার ফলে তাঁর বিদ্রূপ-প্রবণতা বেশ সজাগ ছিল এবং প্রথম যৌবনে তার আতিশয্য প্রকাশ হওয়াও বিচিত্র নয়। ডিরোজিও সাহেবের হাঙ্গামার মতন সমসাময়িক পত্রিকা থেকে প্রভাকরের আরও একটি বাদানুবাদের সংবাদ পাওয়া যায়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা শিক্ষা শেষ হলে নিজেরা উদ্‌যোগী হয়ে সাধারণ স্বল্পবিত্ত পরিবারের ছেলেদের ইংরেজীশিক্ষার জন্য 'হিন্দু ফ্রি স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রধানত মাধবচন্দ্র মল্লিকই ছিলেন তার উৎসাহী প্রতিষ্ঠাতা। হেয়ার সাহেব ও ডিরোজিও মধ্যে মধ্যে তাঁদের ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলে নিজেরা গিয়ে উৎসাহ বর্ধন করতেন। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও হিন্দু কলেজের অন্যান্য শিক্ষিত ছাত্ররা মাধবচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। ১৮৩১ সালের মাঝামাঝি স্কুলটি স্থাপিত হয়। এর প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা উপলক্ষে তরুণদলের মুখপত্র 'এনকয়ারার' লেখে: "The natives have been hitherto indebted to European charity for education ; they have had hitherto no schools to attend but such as were established by the benevolence of foreigners. Time has produced a happy change..." (৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১ তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় মুদ্রিত)। এই স্কুল সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' লেখে (১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩১) যে গঙ্গাচরণ সেন, রাধানাথ পাল, মাধবচন্দ্র মল্লিক ও অন্যান্য

পরিচালকরা সভা করে ঠিক করেছেন যে হিন্দুধর্মবিদ্বেষী যাঁরা তাঁদের বিদ্যালয়ের কোন কাজকর্মের ব্যাপারে সংযুক্ত থাকতে দেওয়া হবে না। এই কারণে পরিচালকদের সাধুবাদও জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু ঘটনাটি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অপপ্রচার বলে মাধবচন্দ্র মল্লিক 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় পত্র লিখে প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন: "...the Editor of the Probhakar attempts to prove in some ingenious way, that the greater number of Directors of the Hindoo Free School have re-embraced Hindooism, and are endeavouring to prevent the propagation of sentiments opposed to its tenets. I was indeed seized with surprise when I first read the above passage...the Directors of the Hindoo Free School have ever cherished a desire to cooperate with all those 'who are destroying religion by conduct hostile to Hindoo faith..."—*India Gazette*, 1 October 1831.

প্রভাকরের কবি-সম্পাদকের বাণে বিষ থাকত যথেষ্ট। সেই বিষে প্রগতিবাদীরা, বিশেষ করে তরুণ রেডিক্যালরা, জর্জরিত হয়ে মধ্যে মধ্যে নিজেদের মুখপত্রে উল্টো বাণ ছাড়তেন। 'এনকয়ারার' পত্রিকা এইসময় একবার লেখে: "The Probhakur has brought himself to the notice of the public by the indecencies his columns abound with, and his intemperate abuses against the Liberal Party. His example has fired others with a desire of gaining the same influence among the orthodox community, pursuing the track he has pointed out...we do not know what terms to use in our notice of these people. The absurdities they advocate prevent us from being serious with them. The indecencies they bring forward disarm us and render us incapable of handling them...we patiently look out for the day when they will tire themselves and their readers, and fall off from their vulgarisms."—১৫ আগস্ট, ১৮৩১ তারিখের 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় 'Hindoo Orthodoxy' নামে পুনর্মুদ্রিত।

সেকালের তরুণ প্রগতিবাদীদের মনে 'সংবাদ প্রভাকর' কোন নতুন আশার সঞ্চার করতে পারেনি, বরং সংস্কারকর্মের বিদ্রূপাত্মক সমালোচনায় হতাশারই উদ্রেক করেছিল। ধর্মসভার মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকার' ঠিক প্রতিধ্বনি প্রভাকর না হলেও, কার্যক্ষেত্রে কিছুটা তারই সহযাত্রীর ভূমিকায় তাকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। সমাজের সমস্ত গতিপ্রকৃতি বিচার করে কোন স্থির মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা গুপ্ত-কবির পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি। তিরিশের শেষ দিক থেকে সমাজের ভিন্নমুখী গতিধারা তাঁর কাছে

অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায় এবং পত্রিকার পরবর্তী রচনাবলী থেকে মনে হয়, এই সময় থেকে তাঁর নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাধারার সুস্পষ্ট বিকাশ হতে থাকে। চল্লিশ থেকে প্রভাকর স্বতন্ত্র উদারপন্থী হিন্দু মধ্যবিত্তের মুখপত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এই স্বতন্ত্র উদারপন্থীরাও হিন্দুসমাজে তখন সংখ্যায় অল্প ছিলেন, প্রভাবও তাঁদের ব্যাপক ছিল না। রক্ষণশীল পত্রিকার প্রভাব ও জনপ্রিয়তা তখন নিঃসন্দেহে সর্বাধিক ছিল। প্রভাকর সেই জনপ্রিয়তা তার স্বাতন্ত্র্য বা উদারতার জন্য অর্জন করতে পারে নি, কেবল সরস সাহিত্যিক লিখনভঙ্গির জন্য পঠনক্ষম পাঠকসমাজের চিত্ত জয় করেছিল। বাংলার নব্যশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের বেশ বড় একটা অংশ প্রভাকরের মতন স্বতন্ত্র উদারপন্থী ছিলেন এবং বিকাশোন্মুখ বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রীতিবশতঃ প্রভাকরের প্রতি তাঁদের অনুরাগও ছিল যথেষ্ট। পঞ্চাশের শেষে প্রভাকরের রচনার সাময়িক অবনতি লক্ষ্য করে জনৈক পাঠক সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে একখানি চিঠিতে (২৩ মে, ১৮৫৭) লেখেন (২২১-২ পৃষ্ঠা): "আপনকার প্রভাকর পত্র পূর্ব্বে বিবিধ প্রকার সৎসন্দর্ভ সুরচিত প্রবন্ধাদি পরিপুরিত হইয়া প্রত্যহ উদয় হইত, তাহাতে সাধারণজন সন্নিধানে আদরের আর পরিসীমা ছিল না, সকলে 'প্রভাকর পত্র' নাম শুনিলে অমনি প্রীতিপূর্ণ চিত্তে আগ্রহাতিশয় পুরঃসর পাঠ করিত, কেহই অনাদর বা অশ্রদ্ধা মাত্র করিত না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইদানীন্তন কতিপয় লেখকের দোষে সে প্রভাকর ক্রমে পূর্ব্বকার খর-করবিহীন হইয়া নিতান্ত মলিন হইয়া উঠিয়াছে, ফলে তাদৃশ আদর ও মান্যতা উভয় লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে।" অতঃপর পত্রলেখক গুপ্ত-কবিকে অনুরোধ করেন, 'সুলেখক বুদ্ধিমন্ত যুবক' যাঁরা প্রভাকরের নিয়মিত লেখক ছিলেন, তাঁদের লেখার জন্য পুনরায় উৎসাহ দিতে। প্রভাকরের যুবক লেখকদের নামও প্রসঙ্গত তিনি উল্লেখ করে দেন। নামগুলি এই: দ্বারকানাথ অধিকারী, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাধামাধব মিত্র, গোঁসাইদাস গুপ্ত, শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রামকমল মজুমদার, যাদবচন্দ্র রায়, শ্যামানন্দ গুপ্ত, চন্দ্রনাথ বরাট, যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ মুখোপাধ্যায়, বলদেব পালিত। নাম দেখে বোঝা যায়, উনিশ শতকের তিরিশের শিক্ষিত তরুণসমাজকে আকর্ষণ করতে না পারলেও, পঞ্চাশের শিক্ষিত তরুণদের একদল প্রভাকরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কেবল সাহিত্যপ্রীতি যে এই আকর্ষণের কারণ ছিল তা নয়, প্রভাকরের স্বতন্ত্র উদারমতও তাঁদের এই সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহিত করেছিল।

সামাজিক শ্রেণীরূপ ও প্রভাকরের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রভাকরের এই সামাজিক শ্রেণীরূপের কথা মনে রাখলে তার সমসাময়িক সমস্যা বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিও আমাদের কাছে অনেক বেশি সহজবোধ্য হবে। কেন 'সিপাহী বিদ্রোহ' সম্বন্ধে প্রভাকর ভয়ার্ত কণ্ঠে শ্রুতিকটু ভাষায় ব্রিটিশ রাজভক্তির আতিশয্য প্রকাশ করেছে; কেন 'বিধবা-বিবাহের' আন্দোলন ও বিধান সম্বন্ধে অনুদার সমালোচনা করতে তার

বাধেনি, অথচ স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের কথা পঞ্চমুখে সে প্রচার করেছে; কেন বিজ্ঞান শিল্পকলা প্রভৃতি আধুনিক বিদ্যাশিক্ষা তার কাছে সামাজিক কল্যাণের প্রধান সহায় বলে মনে হয়েছে; কেন বর্ধিষ্ণু শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের আর্থনীতিক স্বার্থের খাতিরে নির্ভয়ে ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতির বারংবার সমালোচনা করতে সে কুণ্ঠিত হয়নি; কেন শিল্পবাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও ক্রমোন্নতি ভিন্ন সত্যকার জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয় বলে নানাপ্রসঙ্গে সে যুক্তিজাল বিস্তার করেছে; বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর স্বাধিকার, বাঙালীর সরকারি চাকরি, বাঙালীর বলবৃদ্ধি, বাণিজ্যিক শ্রীবৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয় আলোচনায় কেন তার হৃদয়াবেগ মধ্যে মধ্যে ভাষার কূল ছাপিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে,—এই সব প্রশ্নের এবং অনুরূপ আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে। নবযুগের নতুন পরিবেশে বাংলার হিন্দুপ্রধান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, ব্রিটিশ রাজশক্তির আনুকূল্যে, তার ঐতিহাসিক শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে যখন সচেতন হয়ে উঠেছে, তখন তার সামাজিক উদার-দৃষ্টির মধ্যে আলোছায়ার এই বিরোধ থাকা স্বাভাবিক। এই নবজাত মধ্যবিত্তের অন্যতম মুখপত্ররূপে প্রভাকরের উদারদৃষ্টির মধ্যেও এই বিরোধ আগাগোড়া ছিল দেখা যায়। অবশ্য উনিশ শতকের তিরিশে নয়, চল্লিশ থেকে। তিরিশের প্রত্যক্ষ ও প্রবল সামাজিক সংঘাতের ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে প্রভাকর স্থির বিচারবুদ্ধির হাল ধরে রাখতে পারেনি।

আনুমানিক ১৮৩৯-৪০ সাল থেকে প্রভাকরের পর্বান্তর হতে থাকে। এই সময় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনও বাঁক ফিরতে থাকে মনে হয়। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভার' সংস্পর্শে আসেন এবং তার উদারমতের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিতও হন। অন্তত তা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। ৬ অক্টোবর, ১৮৩৯ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপিত হয়। প্রথমে জোড়া-সাঁকোয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির একতলার একটি ঘরে সভার অধিবেশন হত, কিছুদিন পরে সভার কাজকর্মের জন্য সুকিয়া স্ট্রীটে লাহাদের বাড়ি ভাড়া করা হয়। এইসময়, ১৮৩৯ সালের শেষে অথবা ১৮৪০ সালের প্রথমে, অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। আত্মজীবনীতে দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন।" দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে মনে হয় গুপ্ত-কবির সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই পরিচয় ছিল। কতদিন আগে বা কি সূত্রে পরিচয় হয়েছিল তা তিনি বলেননি বা অন্যসূত্রেও জানা যায় না। তবে দেবেন্দ্রনাথ বা তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভার কার্যকলাপের প্রতি বিরূপ মনোভাব থাকলে গুপ্ত-কবি তাঁর সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় করিয়ে দিতে অতটা উৎসাহী হতেন কিনা সন্দেহ।

২ অক্টোবর, ১৮৪১ সভার তৃতীয় জন্মতিথি উপলক্ষে যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাতে দেখা যায় গুপ্ত-কবি উপস্থিত ছিলেন এবং বক্তৃতাও করেছিলেন। উৎসবের বিবরণ দিয়ে 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' লিখেছেন: "গত ২ অক্টোবরে উক্ত সভার তৃতীয় জন্মতিথির উপলক্ষে

যে বৈঠক হয় তাহাতে আমরা উপস্থিত ছিলাম, তৎসভার সভ্যদিগের যে কতিপয় বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলাম তাহা গুণ ও তর্ক প্রকাশক বটে। তদ্দিবষীয় সভাতে প্রথমত সভাপতি শ্রীযুত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদান্ত দর্শনের প্রতি বক্তৃতা করেন, তৎপরে শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা করণের আবশ্যকতা বিষয় বক্তৃতা করেন" (*The Bengal Spectator,* Vol. II, No. I, January 1, 1843)। 'আত্মজীবনীতে' দেবেন্দ্রনাথ এই তৃতীয় জন্মতিথি উৎসবের যে বিবরণ দিয়েছেন (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) তাতে বক্তাদের মধ্যে শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য, চন্দ্রনাথ রায়, উমেশচন্দ্র রায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয়কুমার দত্ত, রমাপ্রসাদ রায়ের নাম উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, "ইহাতেই রাত্রি প্রায় ১২টা বাজিয়া গেল। এইসব কাজ শেষ হইলে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একটা ব্যাখ্যান দিলেন। তাহার পর সঙ্গীত। ২টা বাজিয়া গেল।" বক্তা হিসেবে ঈশ্বর গুপ্তের নাম দেবেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেননি। কেন করেননি তা তিনিই জানেন। তিনি লিখেছেন, "আমার বক্তৃতার পর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য বক্তৃতা করিলেন," কিন্তু 'বেঙ্গল স্পেকটেটরের' বিবরণে দেখা যায় যে তাঁর বক্তৃতার পর গুপ্ত-কবি বক্তৃতা করেছিলেন, তারপর শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য। দেবেন্দ্রনাথের রচনায় তারিখের ভুল আছে, বিবরণেরও ভুল আছে। কিন্তু তার জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার নীতি ও আদর্শের প্রতি গুপ্ত-কবির সহানুভূতি সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ জাগার কারণ আছে কি ?

প্রমাণ আরও আছে। প্রভাকরে তিনি একাধিকবার 'দেশহিতৈষি তত্ত্ববোধিনী সভা'র কাছে অনেক বিষয়ে আবেদন করেছেন (৩০৩ পৃষ্ঠা)। ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষার সপক্ষে সভার আন্দোলনের সময় তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছেন (৩৬৬-৭ পৃষ্ঠা)। তত্ত্ববোধিনী সভায় ও তার কার্যালয়ে তাঁর যে নিয়মিত যাতায়াত ছিল, প্রভাকরের বিক্ষিপ্ত সংবাদ থেকেও তা বোঝা যায়। যেমন 'কায়স্থ কৌস্তুভ' প্রণেতা রাজনারায়ণ মিত্রজ সম্বন্ধে সম্পাদকীয়তে (৪১৪ পৃষ্ঠা) প্রভাকর-সম্পাদক লিখছেন (২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮) : "ইহার মধ্যে কোন দিবস তত্ত্ববোধিনী সভায় তাহার সহিত প্রভাকর সম্পাদকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল······এক দিবস বৈকালে উক্ত সভার কর্ম্মালয়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সভা মধ্যে নহে, বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নানাবিধ কথোপকথনান্তর মিত্র মহাশয়কে কহিলেন, আপনার কৌস্তুভ গ্রন্থের বিরুদ্ধে প্রভাকর পত্রে যাহা লিখিত হইতেছে তাহা দৃষ্টি করিয়াছেন কিনা ? গ্রন্থকার এই কথায় যে উত্তর করিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ দুই প্রকার ভাব ব্যক্ত হইল অর্থাৎ প্রথমে কহিলেন 'না, আমি দেখি নাই, কারণ এইক্ষণে আমি ওই পত্রের গ্রাহক নহি,' আবার ইহার পরক্ষণেই কহিলেন, 'প্রভাকরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই ২ শ্লোক এবং এই ২ কথায় এই ২ রূপ দোষ আছে, আমি তাহার উত্তর লিখিব কখনই ছাড়িব না···' অপিচ তিনি আমাকে কহিলেন 'আপনি পৌত্তলিক নহেন, আমিও নহি, উভয়েই ব্রাহ্ম অতএব আমার প্রণীত পুস্তকের প্রতি

প্রতিকূলতা কেন করিতেছেন,' আমি…কৌতুকচ্ছলে কহিলাম 'পৌত্তলিক এবং ব্রাহ্ম উভয়কে তুল্যরূপে হীন বলিয়া বোধ করি'।"

গুপ্ত-কবি কৌতুক করতে ভালবাসতেন এবং কৌতুক করেই হয়ত মিত্রজের কথার তিনি উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু "পৌত্তলিক এবং ব্রাহ্ম উভয়কে তুল্যরূপে হীন বলিয়া বোধ করি," এই কথার মধ্যে তাঁর চরিত্র ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষত্বটুকু ফুটে উঠেছে। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিজস্ব হিন্দুত্বের ভিত্তির উপরেই স্থাপিত হয়েছিল। হিন্দুধর্মের ও হিন্দুসমাজের বহু কুসংস্কার তিনি পরিত্যাজ্য মনে করলেও, স্বধর্মের সীমানা লংঘন করে ব্রাহ্মদের মতন কোন পৃথক ধর্মচক্র সংস্থাপন তিনি হয়ত অনাবশ্যক মনে করতেন। আবার ধর্মসভার অন্ধ সনাতনবাদীদের মতন ধর্মের নামে যাবতীয় অধর্মকে আশ্রয় দেওয়াও তিনি সঙ্গত বলে মনে করতেন না। গুপ্ত-কবির সঙ্গে অন্যান্য নানাদিক থেকে পার্থক্য থাকলেও, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গিও অনুরূপ ছিল বলা চলে। ব্রাহ্মধর্মের ঋষিতুল্য রাজনারায়ণ বসুও নিজেকে স্বতন্ত্র ব্রাহ্ম অপেক্ষা একজন উন্নত হিন্দুই মনে করতেন বেশি। 'আত্মচরিতে' তিনি লিখেছেন, "হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি।" গোঁড়া ব্রাহ্মরা যখন খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে তার উৎকৃষ্টতার কথা প্রচার করতে থাকেন, তখন রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় বিভ্রান্ত ব্রাহ্মদের প্রকৃতিস্থ করার চেষ্টা করেন। অতএব সমাজকল্যাণ-কর্মে আন্তরিক উৎসাহী ব্রাহ্মদের সঙ্গে যথাসম্ভব সহযোগিতা করেও ঈশ্বর গুপ্ত যদি নিজের হিন্দুত্ব বজায় রেখে থাকেন তাহলে তাঁকে পশ্চাদ্‌মুখী বা প্রতিক্রিয়াশীল বলে নিন্দা করা যায় না। নব্যশিক্ষিত হিন্দুদের কাছে প্রগতির দু'টি তকমা তখন খুবই আকর্ষণীয় ছিল—একটি ব্রাহ্মধর্মের, আর একটি খ্রীষ্টধর্মের। কিন্তু কোন তকমা না এঁটেই সমাজের সংস্কার-কর্মে যে আত্মনিয়োগ করা যায় তা উনিশ শতকের অনেক মহাপুরুষ তাঁদের কর্মজীবনে প্রমাণ করে গেছেন।

গুপ্ত-কবির ধর্মগত মনোভাব

হিন্দুদের ধর্মসভার প্রতি প্রভাকরের মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয় পরে। ধর্মসভার কঠোর সমালোচনাও প্রভাকরে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৪৮ সালে প্রভাকর লেখে: "ধর্ম্মসভা এই শব্দ শুনিতে অতি উত্তম, কারণ ধর্ম্ম শব্দ অতিশয় জাঁকজমকে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের ধর্ম্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, কারণ এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করিয়াছিল।" তারপর ধর্মসভার ইতিহাস আলোচনা করে বলা হয় যে "সতীরীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত" যখন সভার উৎপত্তি হয় তখন দেশের হিন্দুরা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে "পরস্পর বিবাদ কলহে প্রমত্ত" হন, তাতে সকলেরই প্রায় "আত্মপর ও

হিতাহিত বিবেচনা রহিত" হয়। কিন্তু "জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য ইচ্ছা, সত্যের কি নির্ম্মম প্রতিভা," দলাধ্যক্ষরা যে অভিপ্রায়ে সভা করে দ্বেষানলে দগ্ধ হলেন সে ব্যাপারে তাঁরা কৃতকার্য হতে পারলেন না। "ধর্ম্ম আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাহারদিগের মর্ম্মভেদ ও শর্ম্মচ্ছেদ করিলেন।" অর্থাৎ বিলেতে আপীলের মোকদ্দমায় তাঁদের পরাজয় হল, এবং চাঁদার দ্বারা যে প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয়েছিল তা "ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, জলে ফেলিলে বরং ভুড়ভুড়ি কাটিত, তাহা না হইয়া কেবল ধর্ম্মসভার ব্যথার ব্যথী ব্যথী সাহেবের উদরায় স্বাহা হইল" (১৬৮-৯ পৃষ্ঠা)। বেথী নামে একজন সাহেব ধর্মসভার আবেদনপত্র নিয়ে বিলেতযাত্রা করেছিলেন, তাঁর পকেটেই হিন্দু বড়লোকদের সমস্ত টাকাটা অদৃশ্য হয়ে গেল বলে সম্পাদক "ব্যথার ব্যথী ব্যথী সাহেবের উদরায় স্বাহা হইল" বলেছেন। ধর্মসভার সভ্যদের তিনি 'স্থূলবুদ্ধি' বলেছেন এবং "সভার কাঁদুনি করিয়া ছাঁদুনি ও বাঁধুনি মাত্র সার হইল, মনসার কাঁদুনি কত গাহিলেন" ইত্যাদি ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন। ধর্মসভার উপর নির্মম বিদ্রূপবাণ যেরকম অজস্রধারায় তিনি বর্ষণ করেছেন তাতে মনে হয় না তার প্রতি কোন সহানুভূতি তাঁর ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "ঈশ্বর গুপ্ত ধর্ম্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী।" তিনি লিখেছেন, "ঈশ্বর গুপ্ত মেকির বড় শত্রু। মেকি মানুষের শত্রু এবং মেকি ধর্ম্মের শত্রু।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সঙ্গে আরও একটু যোগ করে বলা যায়, ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মাত্মা হিন্দু, কিন্তু খাঁটি বাঙালী, এবং কেবল মেকি ধর্ম ও মানুষের শত্রু নন, তাঁর মানদণ্ডে বিচারিত মেকি প্রগতিরও ঘোর শত্রু। কোন আধুনিক বিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা না পেয়েও তাঁর মানসপ্রকৃতি যে এইটুকু কালানুধর্মী হতে পেরেছিল, এইটাই আশ্চর্য। নবযুগের নতুন পরিবর্তনশীল সমাজ ছিল তাঁর সারাজীবনের পাঠশালা। নিজের সচেতন বুদ্ধি ও একাগ্রতা দিয়ে তিনি এই সমাজ থেকে তাঁর আত্মোৎকর্ষের উপাদান উন্মুখ হয়ে সংগ্রহ করেছিলেন। তাই তাঁর কবিয়ালী মন যুক্তিপ্রধান যুগে ক্রমে অনেকটা যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিল। গ্রাম্য কবিয়াল একজন আধুনিক পত্রিকার সম্পাদক হতে পেরেছিলেন। অর্থনীতি, শিল্পবাণিজ্য, সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রভাকরের নবকালচেতনা যে-রূপে প্রকাশ পেয়েছে তা সর্বক্ষেত্রে আধুনিকতা ও অগ্রগামিতার কষ্টিতে উত্তীর্ণ না হলেও, নৈরাশ্য ও পশ্চাদ্‌মুখী দৃষ্টির বিকৃত বিলাসের আভাস বিশেষ তার মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রভাকরের আর্থনীতিক দৃষ্টি

অর্থনীতিবিষয়ে প্রভাকরের রচনাগুলির মধ্যে অতীতকাতর মনোভাবের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ এ-মনোভাব সম্পাদকের কাছ থেকে প্রত্যাশিত। সমাজবিষয়ে মধ্যে মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধা দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে, রাজনীতিবিষয়েও বলিষ্ঠতার বেশ অভাব ঘটেছে, অথচ শিক্ষা ও অর্থনীতি বিষয়ে মনে হয় যেন কালোপযোগী চিন্তার

ঋজুতা কোথাও একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি, দৃষ্টি কোথাও বাঁকেনি, চিন্তাও কোথাও কুয়াশাবৃত হয়নি। প্রভাকরের আর্থনীতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে এদিক দিয়ে 'আধুনিক' ও কালানুবর্তী বলতে বাধা নেই।

প্রভাকরের আন্তরিক অভিলাষ ছিল বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হোক। তখন অধিকাংশ লোকই অবশ্য শিল্পবাণিজ্যের প্রসার বলতে মধ্যযুগের চাঁদ-সদাগরী বাণিজ্যের প্রসার বুঝতেন। আধুনিক বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও কলকারখানার সাহায্যে পণ্যোৎপাদনের ও শিল্পবিস্তারের গুরুত্ব তখন অনেকেই উপলব্ধি করতে পারেননি। শিল্পবাণিজ্যের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা সকলে ধনপতি, শ্রীমন্ত ও চাঁদ-সদাগরের আদর্শ ধ্যান করতেন মনে মনে। প্রভাকর বা তার সম্পাদক এই ধরনের পুরাতন বাণিজ্যিক আদর্শ ধ্যান করেননি। শিল্প বলতে প্রভাকর আধুনিক যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা কামনা করত, এবং কেবল সেকালের সদাগরী পণ্য-বিনিময় বাণিজ্যের প্রসারে যে দেশের কল্যাণ বা উন্নতি হবে একথা বিশ্বাস করত না। তাই আমাদের দেশে 'মেকানিকস ইনস্টিটিউশনের' ক্রমাবনতির জন্য প্রভাকর আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছে (৬৭-৮ পৃষ্ঠা)।

ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের পর 'মেকানিক্স ইনস্টিটিউটের' প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হতে থাকে। প্রধানত সুদক্ষ কারিগর ও ইঞ্জিনিয়াররা বৈজ্ঞানিক বিদ্যা আয়ত্ত করার জন্য এই ইনস্টিটিউট স্থাপনে উদ্‌যোগী হন। এঁদের শিল্পবিপ্লবের 'এলিট'-শ্রেণী বলা যায়—"The men who made and mended the machines were the elite of the Industrial Revoluiton" (Trevelyan)। ইংলণ্ডে বয়স্কদের শিক্ষার আন্দোলনও আরম্ভ হয় শিল্পবিপ্লবের পর থেকে, কারিগর ও ইঞ্জিনিয়ারদের বৈজ্ঞানিক বিদ্যাশিক্ষার তাগিদে (Trevelyan : *English Social History*, ৪৭৮-৮১)। আমাদের দেশে কলকাতায় ১৮৩৯ সালে 'মেকানিকস ইনস্টিটিউশন' স্থাপিত হয়। বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্যে এদেশে কিভাবে কারিগরীবিদ্যা ও শ্রমশিল্পের উন্নতি করা যায়, তারই উপায় নির্ধারণ করা এই সভা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল (প্রাসঙ্গিক তথ্য, ৪৯২ পৃষ্ঠা)। কিন্তু এদেশে যেহেতু শিল্পবিপ্লব হয়নি এবং সমাজে ইঞ্জিনিয়ার-কারিগরদের আবির্ভাবও ঘটেনি, তাই নব্য-ইংরেজীশিক্ষিত মধ্যবিত্তরাই মেকানিক্স ইনস্টিটিউটের উৎসাহী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। স্বভাবতঃই অল্পদিনের মধ্যে উৎসাহে ভাঁটা পড়েছিল। কেন যন্ত্রবিদ্যার অনুশীলনে আমাদের দেশে কোন উৎসাহের সঞ্চার হল না, প্রভাকর তার বিচার-বিশ্লেষণ করেনি। তবে শিল্পক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ভিন্ন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি যে সম্ভব নয়, একথা নিঃসংশয়ে সে বলেছে (৯৩-৪ পৃষ্ঠা)।

প্রভাকরের এই অভিমতের মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। পশ্চিমের ইংরেজ ও অন্যান্য জাতি বিজ্ঞানবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে সমাজের উন্নতি সাধন করেছেন। আমাদের দেশেও সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও যন্ত্রের অনুশীলন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

"বিজ্ঞান বিদ্যার প্রাদুর্ভাব না হইলে কোন রূপেই দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই" (৭১ পৃষ্ঠা)। কেবল পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষা করে দেশে যত বিদ্বানের সংখ্যা বাড়বে, দুঃখকষ্ট তত বাড়বে, কারণ বিদ্বানেরা বেকার থাকতে বাধ্য হবেন—"বর্ত্তমান নিয়মে বিদ্বানের দল যত বৃদ্ধি হইবেক, ততই দুঃখের শরীর বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক, তাহার প্রমাণ পদের স্বল্পতা।" দুঃখ করে সম্পাদক লিখেছেন যে "একজন অক্ষরজীবীর" আবশ্যক হলে "সহস্র ব্যক্তি আসিয়া আবেদন পত্র অর্পণ করেন," কিন্তু একজন প্রকৃত কর্মী বা সেবকের প্রয়োজন হলে দ্বিগুণ বেতন দিয়েও মাথা খুঁড়ে লোক পাওয়া যায় না (৭১-২ পৃষ্ঠা)। ১৮৪৭ সালেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবিকার আসল সমস্যা প্রভাকরের কাছে এত স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছিল যে আজকের দিনেও তার একবর্ণ মিথ্যা নয়। মনে হয় যেন কোন সাম্প্রতিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পাঠ করছি।

স্বাধীন বাণিজ্যের অন্তরায়

স্বাধীন বাণিজ্য ও যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভাকর দেশবাসীর কাছে বহুবার মুক্তকণ্ঠে আবেদন করেছে। বাংলাদেশে বাণিজ্যের সমৃদ্ধি ও শিল্পোন্নতির পথে অন্তরায় কি তাও স্থিরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখাতে সে কুণ্ঠিত হয়নি। প্রভাকর লিখেছে যে বাণিজ্যের দ্বারা দেশের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হলেও, বাংলাদেশে তা হবার পথে "বিবিধপ্রকার প্রতিবন্ধক আছে"। যেমন, "জাহাজারোহণ পূর্ব্বক বিলাত গমনের নিয়ম না থাকাতে বিদেশের বাণিজ্য বিষয়ে কেহই সাহস করিতে পারেন না।" সমুদ্রপথে বিদেশযাত্রা করা শাস্ত্রমতবিরুদ্ধ বলে এদেশের লোক বাণিজ্যের জন্য ইংলণ্ডে বা ইয়োরোপে যেতে চান না, এই হল প্রভাকরের বক্তব্য। এছাড়া এদেশের বৃত্তিকেন্দ্রিক জাতিবিন্যাসও স্বাধীন বাণিজ্যের পথে অন্যতম অন্তরায়—"অপিচ এই রাজ্য মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাণিজ্য করণের নিয়ম বহুকালাবধি প্রচলিত থাকাতে এক জাতি অন্য জাতির বাণিজ্য করিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন" (৯২ পৃষ্ঠা)। মধ্যযুগীয় সমাজের অনুশাসন উনিশ শতকের মধ্যপর্বেও যে কত প্রবল ছিল বাংলাদেশে, প্রভাকরের এই উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। কুলগত ও জাতিগত বৃত্তি ছেড়ে ভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করলে জাতিচ্যুত হতে হয় বলে কোন জাতির লোক স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করবার সাহস পেতেন না। 'সংবাদ প্রভাকর' কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের স্বার্থে, দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য, এই সামাজিক অনুশাসন অমান্য করার পক্ষপাতী ছিল। এটা বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার, কারণ এতকালের প্রাচীন 'সংস্কার' আর্থনীতিক স্বার্থে প্রভাকরের কাছে পরিহার্য মনে হলেও অন্যান্য অনেক 'সংস্কার' তার কাছে সমাজকল্যাণের জন্য বর্জনীয় মনে হয়নি। এই বিচিত্র মত-বৈপরীত্য আগাগোড়া প্রভাকরের মধ্যে দেখা যায়।

প্রভাকর বিত্তশালী বাঙালীদের বাণিজ্য-বিমুখতাও শিল্পোন্নতির পথে অন্যতম বাধা বলে নির্দেশ করেছে। ইংরেজ আমলে ভাগ্যবান বাঙালীরা ধনসঞ্চয় করেছেন প্রধানত দেওয়ানী, বেনিয়ানি, মুচ্ছুদ্দিগিরি ও ইজারাদারী করে। সেইজন্য তাঁদের হাড়েমজ্জায় দাসত্ব ও মোসাহেবির বিষ ঢুকে রয়েছে এবং অনায়াসলব্ধ অর্থের প্রতি লোভও তাঁরা ছাড়তে পারেন না। ব্যবসায়ী দূরদৃষ্টি, বলিষ্ঠ কল্পনা বা সাহস বলে কোন পদার্থ তাঁদের নেই। অতএব দেশের শিল্পোন্নতি ধনিক বাঙালীদের দ্বারা কদাচ সম্ভব নয় (৯২-৩ পৃষ্ঠা)।

বাঙালীর বাণিজ্যবিরাগ

কোম্পানির কাগজকেই ধনিক বাঙালীরা ভাল করে চিনেছেন, একথা বলার অর্থ হল মহাজনী মনোবৃত্তি তাঁদের মধ্যে প্রবল। সঞ্চিত ধন তাঁরা যক্ষের মতন আগলে রাখতে চান, এবং সেইজন্য অনিশ্চিত মুনাফার লোভে অনির্দিষ্ট কালের জন্য শিল্পক্ষেত্রে তা নিয়োগ করার চেয়ে নিশ্চিন্ত সুদ-প্রসবিনী কোম্পানির কাগজ কেনাই বেশি নিরাপদ মনে করেন। গচ্ছিত মূলধনের প্রতি ধনিক বাঙালীর এই কৃপণ মনোভাব যে উনিশ শতকের মধ্যভাগেই সত্য ছিল তা নয়, বিশ শতকের মধ্যভাগে আজও বোধ হয় অনেকটা সত্য।

স্বাধীন শিল্পবাণিজ্যের প্রতি বাঙালীর বৈরাগ্য উনিশ শতকের অগ্রগতির সঙ্গে ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল মনে হয়। কারণ ১৮৯২ সালেও প্রভাকর এ বিষয়ে লিখেছে : "এদেশের লোক লক্ষ্মীহারা হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দাসত্বের শরণ লইয়াছে। তবে যে লোকে ইতস্ততঃ চীনাকোট, চাঁদনীর জুতা, শীল আংটী, গার্ড চেইন ও বাঁকা সিঁতি দর্শন করিয়া অহংকার করে সেটি কেবল অধঃপাত ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র···বঙ্গমাতা এক্ষণে কেবল কতকগুলি মুটে ও চাকর প্রসব করিতেছেন। মুটেরা তাহাদিগের মাতৃগর্ভজাত মহামূল্য রত্নজাত মাথায় করিয়া বিদেশীয় বাণিজ্যপোতে তুলিয়া দিতেছে, চাকরেরা সহাস্য বদনে বৈদেশিক সওদাগরী হাউসে সেই সকল রপ্তানী তেরজি জমাখরচাদি শুদ্ধ রোকড় সই হিসাব রাখিতেছে" (বঙ্গীয় বাণিজ্য, ২৫ নবেম্বর ১৮৯২, ১৩৩-৪ পৃষ্ঠা)।

অতএব অর্থনীতিক্ষেত্রে বাঙালীর সমস্যা উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই বেশ জটিল রূপ ধারণ করছিল দেখা যায়। একশ বছর আগেই শিক্ষিত বাঙালীর উপযুক্ত চাকরির সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বেকার জীবনের বিভীষিকা ঠিক আজকের মতন ভয়াবহ রূপ ধারণ না করলেও, কিছুটা যে তা শিক্ষিত বাঙালীদের উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছিল তা বোঝা যায়। বাঙালীরা 'মুটে' কখনও অবশ্য হয়নি, ওটা প্রভাকর-সম্পাদকের শ্লেষোক্তি মাত্র। 'চাকর' বলতে প্রধানত বাঙালী কেরানীদের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেরানীগিরি ছাড়া শিক্ষকতাও তখন বাঙালীদের অন্যতম বৃত্তি হয়ে উঠেছিল। প্রভাকর লিখেছে, "টিচার্স অর্থাৎ শিক্ষকের কার্য্যে অনেকে নিযুক্ত হইতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম অধিক অথচ বেতন অল্প সুতরাং তৎপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণের ক্লেশ নিবারণ হয় না।"

আশা ছিল যে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার কিঞ্চিৎ প্রসার হলে হয়ত এ-সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে, কিন্তু "সংপ্রতি মেডিকেল কলেজ হইতে অধিক বাঙ্গালি ডাক্তার বহিষ্কৃত হওয়াতে সেই প্রত্যাশারও শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে।" তাহলে সমস্যা সমাধানের আর উপায় কি?

সুদখোর মহাজনী মনোবৃত্তি বর্জন না করলে এবং অবাধ বাণিজ্যের পথে সমাজের জাতিকুলগত অন্তরায় দূর না হলে বাঙালীর সৌভাগ্যের উদয় হবে না—"বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রসাদে বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালি হইয়াছেন তাহারা সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধির দ্বারা উপার্জন করণেই অধিক যত্নশীল, সুতরাং স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করণের নিয়ম এদেশে একেবারে রহিত হইয়াছে যে পর্য্যন্ত বাণিজ্য প্রতিযোগী ঘৃণিত নিয়মাদির উচ্ছেদ না হইবেক সেই পর্য্যন্ত এই বঙ্গদেশবাসি প্রজাবৃন্দের সৌভাগ্যের উদ্দীপন হইবেক না" (সম্পাদকীয়, আগস্ট ১৮৫৪, ৯৭ পৃষ্ঠা)।

বাঙালীর চাকরি-সমস্যা

কেবল অবাধ বাণিজ্য ও শিল্পের প্রসারের জন্য ওকালতি করে প্রভাকর ক্ষান্ত হয়নি। সুযোগ্য শিক্ষিত বাঙালীর চাকরির জন্য (বিশেষ করে সরকারী চাকরি) প্রভাকর যথাসাধ্য লেখালেখি করেছে। শিল্পবাণিজ্য ধনিক ও বণিক বাঙালীর জন্য, সরকারী চাকরি শিক্ষিত বাঙালীর জন্য। তাই প্রভাকর লিখেছে, "যে পর্য্যন্ত আমারদিগের রাজপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য লোকদিগকে নিযুক্ত করণের নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিবেন এবং সাধারণে স্বাধীন রূপে বাণিজ্য করণে প্রবৃত্ত না হইবেন তদবধি এই বঙ্গরাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবেক না" (সম্পাদকীয়, নবেম্বর ১৮৫৩, ৯৩ পৃষ্ঠা)। এদেশের কৃতবিদ্য লোকদের 'সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে' নিয়োগের জন্য প্রভাকর সর্বপ্রকারে সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে কুণ্ঠিত হয়নি। তার জন্য একাধিকবার 'বেঙ্গল হরকরা' প্রভৃতি ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রের সঙ্গে তার প্রচণ্ড মতসংঘর্ষ হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত করার জন্য প্রভাকর আনন্দিত হয়ে সরকারকে সাধুবাদ জানিয়ে লিখেছে, "বঙ্কিমবাবু অতিশয় সদ্বিদ্বান, সুধীর, বিচার কার্য্যে যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ পাইবে তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, আমরা বঙ্কিমবাবুকে বিশিষ্টরূপে অবগত আছি, গবর্ণমেণ্ট বঙ্কিমবাবুকে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটী পদাভিষিক্ত করাতে অতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, এই প্রকার ব্যবহার দ্বারাই যথার্থ পক্ষে গুণের গৌরব প্রকাশ পায়" (বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ., আগস্ট ১৮৫৮, ২৪৩-৪ পৃষ্ঠা)। সিভিল-অডিটার পামর সাহেব অবসর গ্রহণ করার পর তাঁর সহকারী ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় যখন মাসিক ১৫০০৲ টাকা বেতনে সেই পদে নিযুক্ত হবেন বলে সংবাদ পাওয়া যায় তখন 'বেঙ্গল হরকরা' তাই নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেন এবং শিক্ষিত বাঙালীদের দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ-রাজপদে নিয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয় বলে গবর্ণমেণ্টকে সাবধান

করে দেন। প্রভাকর তার নিজস্ব বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে 'হরকরার' তীব্র সমালোচনা করে (ডিসেম্বর ১৮৫৮, ২৪৮-৫০ পৃষ্ঠা ; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তখন জীবিত, লেখার স্টাইল দেখে মনে হয় এটি তাঁর স্বরচিত)।

উদীয়মান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থের দিকে প্রভাকরের প্রখর দৃষ্টি থাকত সবসময়, এবং তা প্রধানত চাকরির স্বার্থ বলে তার জন্য ক্রমাগত সংগ্রাম করতে প্রভাকর কখনও পশ্চাদ্‌পদ হয়নি। কিন্তু সরকারী বা বে-সরকারী চাকরির দ্বারা যে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের, অথবা তার চেয়েও বৃহত্তর বাঙালী জাতির আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হবে না, সে সম্বন্ধে প্রভাকর বিলক্ষণ সচেতন ছিল। উনিশ শতকের চতুর্থ পর্ব থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালীর শিক্ষাভিমান ও চাকুরিপ্রবণতা ক্রমেই যখন প্রকট হয়ে উঠতে থাকে তখনই প্রভাকর সমগ্র বাঙালী জাতিকে তার ভবিষ্যৎ সংকট সম্বন্ধে সাবধান করে দেয় ('বাঙ্গালীর বলবৃদ্ধির উপায়', ২৪ ডিসেম্বর ১৮৭৮, ২৫৭-৯ পৃষ্ঠা)।

প্রায় ৯০ বছর পূর্বে প্রভাকরের এই ভবিষ্যদ্বাণী আজ অনেকের কাছে বিস্ময়কর বলে মনে হবে না কি ?

কৃষক ও জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি

ধনিক মালিকের পোষকতায় প্রভাকর দীর্ঘকাল পরিচালিত হলেও, দেশের ধনিকশ্রেণীর নির্লজ্জ স্তাবকতা প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অথবা তাঁর উত্তরাধিকারী কখনও করেননি। মধ্যে মধ্যে দেশের জমিদারদের স্বার্থে দু'চার কথা যে কয়েকটি রচনায় প্রকাশ পেয়েছে তা মূল বক্তব্যের কাছে আদৌ প্রাধান্য পায়নি। যেমন ২৮ ভাদ্র ১২৫৯ সনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (৮৪-৫ পৃষ্ঠা) কৃষকদের দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে যে অনেকে এর জন্য জমিদারদের দায়ী করে থাকেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও নিলামের আইনের ফলে জমিদারদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে উঠেছে। প্রভাকরের এ যুক্তি একেবারে ভিত্তিহীন বলে বাতিল করা যায় না। তাছাড়া রচনার প্রতিপাদ্য এখানেই শেষ করা হয়নি। পরিষ্কার করে বলা হয়েছে যে গবর্ণমেণ্টের ভূমিরাজস্ব-সংক্রান্ত আইনই বাংলা-দেশের কৃষক ও জমিদার উভয় শ্রেণীর চরম দুরবস্থার জন্য দায়ী। তারপর সম্পাদক এই বলে তাঁর রচনা শেষ করেছেন—"হা পরমেশ্বর! যাঁহারদিগের অধীনস্থ প্রজামণ্ডলীর ঈদৃশ দুরবস্থা তাঁহারদিগের সুসভ্য ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতে কি লজ্জাবোধ হয় না? যে পর্য্যন্ত কৃষকদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইবেক সে পর্য্যন্ত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞ সমাজে কদাচ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবেন না।"

দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন উচ্চশ্রেণীমুখী ঝোঁক নেই কোথাও। বহু রচনার মধ্যে বাংলার কৃষকদের দুঃখদুর্দশার প্রতি প্রভাকরের গভীর সমবেদনা ফুটে উঠেছে। চব্বিশ

পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নীলকরদের পক্ষ অবলম্বন করে প্রজাদের প্রতি অবিচার করায় একবার চার-পাঁচশত কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করে গবর্ণমেণ্ট হাউসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল। তার পরদিন দেওয়ানী আদালতের সামনে গিয়ে সংঘবদ্ধভাবে তাদের দাবীও তারা নিবেদন করতে ভয় পায়নি। এবিষয়ে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে প্রভাকর কৃষকদের দাবী সমর্থন করেছে এবং লিখেছে—"দুঃখি কৃষাণরা অতিশয় যন্ত্রণা না পাইলে কদাচ এতদূর পর্যন্ত আদ্দাস করণে সাহসবিশিষ্ট হইত না" (২৩ ফাল্গুন ১২৫৮ সন, ৮১-২ পৃষ্ঠা)।

জমিদার-কৃষকের সম্পর্ক অথবা ব্রিটিশ আমলে জমিদারশ্রেণীর রূপান্তর, কোনটাই প্রভাকরের দৃষ্টি এড়ায়নি। সেকালের জমিদারীও নেই, জমিদারও নেই, দুইই যে ব্রিটিশ আমলে লোপ পেয়েছে প্রভাকর তা জানত ও বুঝত। নতুন জমিদাররা টাকা দিয়ে যেমন কোম্পানির কাগজ বা অন্যান্য অর্থকরী সম্পত্তি কেনেন, তেমনি জমিদারীও কিনেছেন। সুতরাং টাকায় টাকাবৃদ্ধির চেষ্টা করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। টাকা ও মুনাফাটা হয়ে উঠেছে মুখ্য, জমি, ফসল, প্রজা ইত্যাদি গৌণ। জমিদাররা তাই বহু মধ্যস্বত্বভোগী সৃষ্টি করে নিজেরা মাথার উপরে বসে লগ্নী টাকার সুদের মতন জমিদারীর মুনাফা ভোগ করছেন। তার ফলে জমির উপর নির্ভরশীল বিরাট একটা নিষ্ক্রিয় ও অপদার্থ মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে বাংলার গ্রাম্যসমাজে। তার সম্পূর্ণ বোঝাটা বহন করতে হচ্ছে সমাজের তলাকার কৃষকশ্রেণীকে। গ্রামে শোষকের সংখ্যা যত বাড়ছে, শোষিত কৃষকদের দুঃখকষ্টও তত দুঃসহ হয়ে উঠছে। প্রভাকর লিখেছে: "জমিদার পত্তনিদার তালুকদার দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগির সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন-গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা স্বহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য্য কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্তৃত্ব করে, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি কৃষকের দুর্দ্দশা সমস্ত সন্দর্শনপূর্ব্বক যদ্যপি রাজনিয়মাদির সংশোধন করেন, তবে কৃষকের দুঃখ অনেক মোচন হইতে পারে" (২০ আগস্ট ১৮৫৭, ১০০-১০২ পৃষ্ঠা)।

কৃষকদের প্রতি তো বটেই, দেশের জনসাধারণের প্রতিও প্রভাকরের সহানুভূতিশীল সমদৃষ্টির অভাব ছিল না। সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় সম্পাদকের শক্তিশালী লেখনীতে প্রায়ই মুখর হয়ে উঠত। গবর্ণমেণ্ট একটার-পর-একটা 'কর' (Tax) চাপিয়ে রাজস্ববৃদ্ধির চেষ্টা করছেন দেখে প্রভাকর তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে লেখে: "এইক্ষণে বাড়ীর কর, গাড়ীর কর, পথের কর, গুদামের কর, লবণের কর, ষ্ট্যাম্পের কর প্রভৃতি বিবিধপ্রকার কর স্থাপন করিয়া রাজ্যেশ্বরের সহস্রকর প্রভাকরের ন্যায় ক্লেশকর প্রচণ্ডকর বিস্তারপূর্ব্বক প্রজানিকরের শোণিত শোষণ করিয়া দুঃখাকর হইতেছেন,

তাহার উপর আবার এই নূতন প্রকার কর গ্রহণের নিয়ম হইলে প্রজাদিগের ক্লেশের সীমা থাকিবেক না" (২৫ আগস্ট ১৮৫৯, ১০৮ পৃষ্ঠা)। 'কর' কথার ঘাত-প্রতিঘাতে এরকম নির্ভীক শ্লেষাত্মক সমালোচনা করা প্রভাকরের পক্ষেই তখন সম্ভব ছিল।

নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ

নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও প্রভাকর তাই অবিশ্রান্ত লেখনী চালনা করেছে (৯৮, ১০২, ১০৯, ১১২, ১১৯ পৃষ্ঠা)। নীলকর সাহেবরা দুঃখী প্রজাদের বেগার ধরে নীলবীজ বপন, জলসেচন ইত্যাদি কাজ করান, কোন পারিশ্রমিক দেন না; জোর করে জমিদারদের জমি চাষ করে লাঠির বলে তা কেটে আনেন (৯৮ পৃষ্ঠা); মুর্শিদাবাদ, রাজশাহী, কৃষ্ণনগর, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি সকল জেলাতেই নীলকরদের অত্যাচার প্রবল হয়েছে; "নীলকুঠী সংক্রান্ত নিষ্ঠুরতা ও হত্যাঘটিত মোকদ্দমা" কতবার সুপ্রীমকোর্টে উপস্থিত হয়েছে, সদর নিজামতের ঘর এবিষয়ের নথিতে ভর্তি হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে এ পর্যন্ত কোনই উপকার হল না। কারণ "শাদা হাকিমের দ্বারা শাদা নীলকরেরা কোনমতেই শাসিত হইবেন না, কালা ব্যতীত প্রজাদিগের ঐ জ্বালা নিবারণ হইবার নাই" (১০৩ পৃষ্ঠা)। বাঙালী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (মুর্শিদাবাদ), কিশোরীচাঁদ মিত্র (রাজশাহী), গোপালচন্দ্র মিত্র (নাটোর) প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে এঁদের শাসনে নীলকর সাহেবরা কিছুটা সায়েস্তা হয়েছিলেন। তার জন্য বাঙালী হাকিমদের প্রশংসাও করা হয়েছে। কিন্তু বাঙালীপ্রীতির আধিক্যে অন্ধ হয়ে প্রভাকর অত্যাচারী বাঙালী নীলকরদের সঙ্গে সাহেব নীলকরদের কোন পার্থক্য স্বীকার করেনি (১০৬ পৃষ্ঠা)।

এ-হেন প্রভাকরের দৃষ্টি কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপারে একেবারে কিম্ভূতকিমাকার-রূপে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল। একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিদ্রোহের বিরূপ সমালোচনা করে প্রভাকর বিদ্রোহীদের নির্মমভাবে দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করেছে। সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি প্রভাকরের এই দুর্বল মনোভাবের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রশ্ন জাগে মনে, একি কেবল ভীরুতা? কেবল বিদেশী ব্রিটিশ শাসকের প্রতি দাস-সুলভ আনুগত্যের প্রকাশ? চিন্তার বিষয়। একবাক্যে একে মধ্যবিত্ত-সুলভ কাপুরুষতা, অথবা সংকটকালের দেশদ্রোহিতা বলে ব্যাখ্যা করা বোধ হয় সমীচীন নয় ('প্রাসঙ্গিক তথ্য' দ্রষ্টব্য)।

পাদ্রিদের ধর্মপ্রচারের বিরোধিতা

খ্রীষ্টান পাদ্রিদের সম্বন্ধে প্রভাকর বরাবরই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছে দেখা যায়। শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে পাদ্রিরা যে সব সৎকার্য করেছেন তা তাঁদের

হিন্দুধর্মবিরোধী কার্যকলাপের জন্য প্রভাকরের কাছে উপেক্ষণীয় মনে হয়েছে। দেশের ভাল ভাল ছেলেরা পাদ্রিদের প্রভাবে পড়ে বিজাতীয় ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে এবং তার ফলে সমাজে ও পরিবারে ভাঙন ধরছে, প্রভাকরের কাছে এই সমাজচিত্র কখনও মঙ্গলময় বলে মনে হয়নি। প্রভাকর লিখেছে, "আমরা বিপুল বিলাপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিতেছি সংপ্রতি ওলাউঠার হেঙ্গামা অপেক্ষা 'ঈশু খ্রীষ্টী' হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল···আমরা দস্যুদিগ্যে অধিক ভয় করি না, যেহেতু তাহারা শাসনের শঙ্কা করে। পাদ্রিরূপ দস্যুগণ শাসনের ভয় রাখে না" (৯ বৈশাখ ১২৬০, ১৯৪ পৃষ্ঠা)। পাদ্রিদের স্কুলে হিন্দুরা যাতে ছেলেদের শিক্ষা না দেন সে সম্বন্ধে প্রভাকর সকলকে সাবধান করে দিয়ে বলেছে, "হে হিন্দুগণ! তোমরা অবিবেচনাপূর্ব্বক আপনারদিগের মস্তকে আপনারা কুঠারাঘাত করিলে আমরা কি করিতে পারি। পাদ্রির স্কুলে পুত্র সমর্পণের গুণ বারম্বার প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ তথাচ তাহাতে বিরত হওয়া, জেনে শুনে, ঠেকে শিখে ডাইনের হস্তে সন্তান সুপিতেছে" (১৯৫ পৃষ্ঠা)। যাঁরা বিনা বেতনে ছেলেদের পড়াতে চান তাঁদের মতিলাল শীলের হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে পড়ানোর কথা বলা হয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার প্রতিরোধ করার জন্য ভবানীপুরে (চক্রবেড়ে) 'সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা' স্থাপিত হবার পর চিঠিপত্রে বলা হয়েছে, "এইক্ষণে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে 'সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা' চিরস্থায়িনী হইয়া সত্যজ্ঞান-সঞ্চারণ করুন এবং মিসেনরি সাহেবদিগের দর্প খর্ব করুন" (১৯৬ পৃষ্ঠা)। "মহাপ্রভু মেরিনন্দনের মহামন্ত্র প্রদানকারি মিসনারিদিগের কুহকজালে" বদ্ধ হয়ে চন্দ্রমোহন ঠাকুর কিছুদিন খ্রীষ্টান হবার পর পুনরায় যখন প্রায়শ্চিত্ত করে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন, তখন প্রভাকর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে (২১৩-৪ পৃষ্ঠা)। খ্রীষ্টান পাদ্রিদের প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে তৎকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, তত্ত্বোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না।

মধ্যপন্থী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি

সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে প্রভাকরকে উদার মধ্যপন্থী বলা যেতে পারে। যেমন বিধবাদের পুনর্বিবাহ সংবাদ প্রভাকর সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য মনে না করলেও, কেবল শাস্ত্রীয় অজুহাতে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলেও মনে করেনি। অবশ্য বিধবা-বিবাহের বিরোধিতাই করেছে প্রভাকর, তবে তার মধ্যে অন্ধ গোঁড়ামি ত্যাগ করে এইটুকু শুধু স্বীকার করেছে যে অক্ষতযোনি বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ দিলেও দেওয়া যেতে পারে। ১২৬৩ সন, ১ মাঘ তারিখে প্রকাশিত 'স্ত্রীশিক্ষা তথা বিধবাবিবাহ' নামে দীর্ঘ প্রবন্ধে (২১৬-২০ পৃষ্ঠা) প্রশ্ন করা হয়েছে যে সমাজের প্রকৃত সংস্কারের জন্য আগে বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, না স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন? প্রশ্নের বিচার করে বলা হয়েছে যে স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা করাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। গুপ্ত-কবি ও প্রভাকর বরাবরই স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এদেশবাসীরা যখন প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রীশিক্ষার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন থেকেই প্রভাকর তার অন্যতম প্রবক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে দেখা যায়। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর প্রভাকর সানন্দে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে (৭ মে ১৮৪৯, 'স্ত্রীবিদ্যা' প্রবন্ধ, ৩০৪-৭ পৃষ্ঠা)। উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিজ গ্রামে যখন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন প্রভাকর লেখে : "হে শুভাদৃষ্ট, তুমি শীঘ্র আগমন কর, শীঘ্র আগমন কর, হে কুসংস্কার, তুমি আর এদেশে অবস্থান করিও না, ত্বরায় প্রস্থান কর, দেশীয় পুরুষ সকল স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দূর করিতে যত্নবান হউন" (৩১০ পৃষ্ঠা)। ধর্মসভার মুখপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা' বিদ্যালয়ে বালিকাদের প্রেরণ করা সম্বন্ধে কুশ্রী মন্তব্য করে রঙ্গরসিকতা করে। প্রভাকর-সম্পাদক এই বদ-রসিকতার যে জবাব দেন স্বকীয় ভঙ্গিতে, ব্যঙ্গরস-সাহিত্যে তা অনুপম। প্রবীণ চন্দ্রিকা-সম্পাদককে লক্ষ্য করে গুপ্ত-কবি লেখেন : "সম্পাদক মহাশয় প্রবীণ, আমাদের পিতামহ তুল্য পূজ্য, অতএব তাঁহার অবয়বে কালের করাল আক্রমণ হইলেও তিনি অদ্যাপি হাস্যরসে রসিক হইতে অক্ষম নহেন, তাহা দেখিয়া অতিশয় চিত্ত সন্তোষ জন্মিল, আমরা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম দাদা মহাশয় বুঝি হাস্যরস কৌতুক প্রভৃতি যৌবনের লক্ষণ সকলি ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বালিকা শব্দ শ্রবণে তাঁহার যেরূপ রঙ্গরস দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় বীর্য্য বিক্রমের হ্রাস মাত্র হয় নাই" (৩১০ পৃষ্ঠা)। ব্যঙ্গ করে বলেন, দাদামশায় বয়সের বৈগুণ্যে অথবা রঙ্গরসের মত্ততায় বিলক্ষণ হতচেতন হয়েছেন বলে বিদ্যালয়ে বালিকা-প্রেরণে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, এবং বাঘ-ছাগলের মতন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক ছাড়া চোখে আর কিছু না দেখতে পেয়ে সমাজের অধঃপতনের দুশ্চিন্তায় বড় বেশি কাতর হয়ে পড়েছেন।

এদেশের 'ভূম্যধিকারী সভা' ধনপতিদের সভা। নিজেদের ধনসম্পত্তি রক্ষার স্বার্থেই প্রধানত ধনবানেরা এই সভা স্থাপন করেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন কতকটা তাঁদের শ্রেণীস্বার্থবিরোধী বলে তাঁরা বিরোধিতা করেন, এবং সভার দু-একজন সভ্য বিদ্যালয়ে বালিকা পাঠানোর অপরাধে বহিষ্কৃত হন। গোপন ভৈরবীচক্রের চেয়েও ভয়ংকর দলচক্রের ব্যূহ রচনায় সভার সভ্যরা সর্বদা মত্ত হয়ে থাকতেন, সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ সম্বন্ধে চিন্তা করার তাঁদের অবকাশ থাকত না। এ-হেন প্রতিপত্তিশালী সভার সভ্যদের স্ত্রী-শিক্ষা-বিরোধিতায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রভাকর-সম্পাদক কঠোর সমালোচনা করেন (৩১৪ পৃষ্ঠা)।

ন্যায্য কথা নিঃসংকোচে প্রকাশ করতে গুপ্ত-কবি কোনদিন দ্বিধা করেননি। দেশের ধনবানদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে তিনি ভয় করে চলতেন না। স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে এদেশের শ্রেষ্ঠ বিত্তবানদের এই সমালোচনা তার প্রমাণ।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পবাণিজ্য, দর্শন প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে আধুনিক কালোপযোগী শিক্ষার পর্যাপ্ত প্রসার না হলে যে দেশের ও দশের কল্যাণ হবে না, এ বিষয়ে প্রভাকরের

কোন সংশয় ছিল না। মধ্যে মধ্যে অবশ্য তার শিক্ষাচিন্তার প্রসারে সংকীর্ণ হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা বাধার সৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্তরূপে হিন্দু কলেজকে অসাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়ে পরিণত করার সরকারী প্রচেষ্টার সমালোচনা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিয়ম ছিল যে হিন্দু কলেজে কেবল হিন্দু পরিবারের ছেলেরাই লেখাপড়া শিখতে পারবে। শিক্ষা-কাউন্সিল কলেজের দায়িত্ব নেবার পর এই সাম্প্রদায়িক বাধা দূর করে দেন। এইসময় প্রভাকর একাধিক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে হিন্দু কলেজের হিন্দুত্বনাশের আশংকা প্রকাশ করে। প্রভাকর লেখে: "পরন্তু হিন্দু কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ে যখন সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বি বালকদিগের নিযুক্ত হইবার নিয়ম হইল ইহার পরে আবার মিসনরি সাহেবেরা তথাকার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, তাহা হইলেই চূড়ান্ত হইয়া উঠিবেক, বাইবেল পুস্তকের অধ্যয়ন হইবার আর বড় বিলম্ব থাকিবেক না, অতএব স্বধর্ম্মতৎপর হিন্দু মণ্ডলী এই সময়ে সতর্ক হউন" (২১ ডিসেম্বর ১৮৫২, ৩৩৫-৬ পৃষ্ঠা); "এই স্থলে 'হিন্দু কালেজ' এই শব্দটী উল্লেখ করিয়াই চতুর্দ্দিগ্ শূন্য দেখিতেছি, যেহেতু হিন্দু কালেজের হিন্দুত্ব আর রক্ষা হয় না" (১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩, ৩৩৭ পৃষ্ঠা); "কি আশ্চর্য ! কি পরিতাপ ! যাঁহারদিগের ধনদ্বারা হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল তাঁহারা কোথায় ? ঐ মহাশয়ের উত্তরাধিকারিরা যাঁহারা মেনেজিং কমিটির মেম্বর হইয়াছেন তাঁহারা 'দাদার মতে আমার মত' বলিয়া হিন্দু কালেজের হিন্দুনাম লোপ করিয়া বসিলেন। এই পরিতাপ-জনক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করিতে লেখনী ধারণ করণে তাঁহারা কি লজ্জিত হইলেন না ?" (২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)। এই সব উক্তির মধ্যে প্রভাকরের যে সাম্প্রদায়িক দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে তা তার বলিষ্ঠ ও প্রগতিশীল শিক্ষাচিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খায় না। তবে এইটুকু বোঝা যায় যে খ্রীষ্টান পাদ্রিরা ঢুকে পড়বেন, ছাত্রদের বাইবেল পড়ানো হবে, এইসব চিন্তাতেই প্রভাকর কাতর হয়েছিল বেশি। শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুত্ব রক্ষার চেতনাও যে তার জাগ্রত হয়েছিল তা পাদ্রিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ও হিন্দুবিদ্বেষ প্রতিরোধ করার জন্য।

মাতৃভাষায় শিক্ষার জন্য সংগ্রাম

নব্যশিক্ষার সৌধ মাতৃভাষার দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার জন্য প্রভাকর আগাগোড়া অবিরাম সংগ্রাম করেছে। প্রভাকর লিখেছে, নব্যশিক্ষিত বাঙালীরা নিজের মাতৃভাষাকে সমাদর করেন না বলে বাংলাভাষার বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছে (২৯৪-৫ পৃষ্ঠা); কোন্ ভাষায় এদেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া উচিত, ইংরেজীতে না বাংলায়, এ-বিষয় নিয়ে যখন দেশী-বিদেশী শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক চলতে থাকে, প্রভাকর তখন মুক্তকণ্ঠে মাতৃভাষার সপক্ষে প্রচারে প্রবৃত্ত হয় (৫ এপ্রিল ১৮৪৮, ২৯৭-৯ পৃষ্ঠা)। ব্রিটিশ সরকার এদেশে ইংরেজীভাষার প্রসারের জন্য যে অর্থব্যয় করছেন, প্রভাকরের মতে তা অপব্যয়

ছাড়া কিছু নয়, এবং তার কিয়দংশও যদি বাংলাভাষার জন্য তাঁরা ব্যয় করতেন তাহলে দেশবাসীর অজ্ঞানতা এতদিনে অনেকটা দূর হত (৩০১ পৃষ্ঠা)। "বহুশাস্ত্রজ্ঞ সুবিজ্ঞোত্তম" রেভারেণ্ড জে. লঙ সাহেব এদেশের ভাষা ও শিক্ষার উন্নতিকল্পে সর্বত্যাগী হয়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করতেন বলে প্রভাকর-সম্পাদক তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে এই ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করেছেন, "যৎকালীন আমরা ভিন্নদেশীয় কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ভিন্নদেশের কোন উপকারের কার্য্যে বিশেষ উৎসুক দেখিতে পাই, আহা! তৎকালীন আমারদিগের অন্তঃকরণ কি এক অদ্ভুত আহ্লাদ মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইতে থাকে" (১৮ জানুয়ারি ১৮৫১, ৩২৬-৭ পৃষ্ঠা)।

বাংলাভাষায় উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রসারের পথে প্রধান অন্তরায়। এ অন্তরায় আজও দূর হয়নি, সুতরাং প্রায় শতাধিক বছর আগে তা যে প্রায় দুরতিক্রম্য ছিল তা বলাই বাহুল্য। এইজন্য প্রভাকর বাংলাভাষায় বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদের জন্য বারংবার ব্রিটিশ সরকার ও শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে আবেদন করেছে। প্রভাকর লিখেছে, বাংলাভাষায় "দ্বাদশখানি জ্ঞানদ পুস্তক" সংগ্রহ করা সুকঠিন, এবং "ইংলণ্ডীয় ভাষা হইতে অনুবাদ ব্যতীত পাওয়া দুষ্কর।" কিন্তু অনুবাদ করার মতন ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত ব্যক্তি কোথায়? এই প্রসঙ্গে প্রভাকর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম উল্লেখ করে লিখেছে, "সংস্কৃত, বঙ্গ ও ইংরাজী ভাষায় অতি সুনিপুণ" এই একব্যক্তিই এই কাজের যোগ্য হতে পারেন (৩০৩-৪ পৃষ্ঠা)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর প্রভাকর বহুবার তার কাছে বাংলাভাষার সম্যক অনুশীলনের জন্য আবেদন করেছে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাকর লিখেছে, প্রায় তিন বছর হয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু বাঙালী সমাজের কি উপকার হয়েছে তা বিবেচনা করে দেখা উচিত। তিন বছরে বাংলাদেশে প্রায় ২১০ জন ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং ২২জন ছাত্র বি.এ. উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এটাই কি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান ফল? প্রভাকর আবেদন করেছে এই বলে যে গবর্ণমেণ্ট ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাগ্রে কর্তব্য, দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন করা। ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় যে রকম উপাধি পরীক্ষার রীতি আছে, বাংলা ভাষাতেও সেই রীতি প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। তাহলে দেশের সাধারণ বালকেরা অনায়াসে মাতৃভাষার এই উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরবর্তী ইংরেজী ভাষার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। মাতৃ-ভাষায় পারদর্শী হয়ে ইংরেজী শিখতে পারলে "কি এক পরমাহ্লাদেরই বিষয় হইবে!" অর্থাৎ তাহলে শিক্ষিত বাঙালীদের, প্রভাকরের ভাষায়, বিলেতী বাংলা ও স্বদেশী ইংরেজী দুয়েরই দোষ কেটে যাবে (৩৮০-৮১ পৃষ্ঠা)। মাতৃভাষার সমৃদ্ধির জন্য প্রভাকরের এই আন্দোলন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মর্তব্য।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এসব বিষয় ছাড়া আরও নানারকমের সংবাদ ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠকরা 'বিবিধ' ও 'বিজ্ঞাপন' বিভাগে তার কিছু নিদর্শন দেখতে পাবেন। এখানে আমরা দু'টি মাত্র বিষয়ের কথা উল্লেখ করে সম্পাদকীয় বক্তব্য শেষ করব। একটি বাংলাদেশের লুপ্তপ্রায় কবিজীবনী ও কবিসঙ্গীত সংগ্রহের জন্য প্রভাকরপত্রে গুপ্ত-কবির একাধিক আবেদন, অন্যটি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও প্রভাকর পত্রিকার ঝড়ঝঞ্ঝা দুঃখকষ্ট সম্বন্ধে দেশের জনসাধারণের কাছে আবেদন। ১৫ জুলাই, ১৮৫৪ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি" কবিজীবনী ও সঙ্গীত সংগ্রহের জন্য এই আবেদনটি প্রকাশ করেন ·

> এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষি দলের প্রধান শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিব। এই মহা মঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার জন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথা সাধ্য ও যথা সম্ভব তৎপ্রদানেও বিরত হইব না। জগদীশ্বর অস্মদাদিকে ধন দেন নাই, কেবল এক মন দিয়াছেন, সুতরাং ধনের দ্বারা কিছুই করিতে পারি না, শুদ্ধ মনের দ্বারা পণের ব্যাপার যতদূর পর্য্যন্ত করিতে পারি তাহাই করিয়া থাকি। অস্মদ্দেশীয় ধনী মহাশয়দিগের এ বিষয়ে অনুরাগ থাকিলে আমারদিগের এই দারুণ দুঃখ সহজেই দূর হইত ও দেশের এত দুর্দ্দশা কখনই হইত না।···যাহা হউক যদবধি এই দেহের সৎকার্য্য না হয়, তদবধি এই সৎকার্য্য সাধনে যদ্যপি সর্ব্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় তথাচ আমরা এই কর্ত্তব্য কল্পে কখনই ক্ষান্ত হইব না" (৪৩৩ পৃষ্ঠা)।

যাঁরা ঘুরে ঘুরে পরিশ্রম করে জীবনী ও কবিতা সংগ্রহ করে পাঠাবেন তাঁদের যথা-সাধ্য পারিশ্রমিক দিতেও গুপ্ত-কবি স্বীকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু এত বড় কাজের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর ক্ষমতাতীত ছিল। তাই তিনি আবেদনে বলেছেন, আমার কোন. ধনসম্বল নেই, কেবল মনটুকুই সম্বল আছে। তাই মনের জোরেই এই দুরূহ কর্তব্য পালন করব ঠিক করেছি। লক্ষ্য করার বিষয় হল, দেশের ধনিক ব্যক্তিদের কাছে তিনি আবেদন করেননি, অথবা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে তাঁদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াননি। এর পর 'প্রাচীন কবি' নাম দিয়ে তাঁর আরও একটি দীর্ঘ রচনা প্রভাকরে প্রকাশিত হয় (১৩ নবেম্বর ১৮৫৪, ৪৩৫-৮ পৃষ্ঠা)। দেশীয় সাহিত্যের লুপ্ত রত্নোদ্ধারের জন্য তিনি দেশের সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করেছিলেন। বাংলাদেশে সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রাচীন কীর্তি পুনরুদ্ধারের কাজে প্রভাকর-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম পথপ্রদর্শক।

মৃত্যুর বছর দুই আগে ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬ (৪৪০-৪ পৃষ্ঠা) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত "সর্ব্ব-সাধারণ হিতকারী আশ্রয়দাতা বন্ধুবান্ধব গুণগ্রাহক গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক পাঠকগণের প্রতি" একটি ব্যক্তিগত আবেদন প্রভাকরপত্রে প্রকাশ করেন। এই আবেদনটি শুধু মর্মস্পর্শী বলে নয়, গুপ্তকবির আত্মচরিততুল্য বলেও উল্লেখ্য। এই আবেদনটিতেই তিনি দুঃখ করে বলেছেন, "আমার একান্তই অভিলাষ ছিল, একাল পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা একত্র সঙ্কলন করতঃ সংশোধন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে পৃথক পৃথক খণ্ডে এক একখানি পুস্তক প্রকাশ করিব," কিন্তু "শরীরের ব্যাঘাতে তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না, এই বড় খেদ রহিল।"

গুপ্ত-কবি তাঁর জীবদ্দশায় অন্তত ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রভাকর পত্রিকার রচনা-সংকলন প্রকাশ করতে পারতেন এবং প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে তা করতে পারলে আমাদের এই বর্তমান সংকলনের চেয়ে তা নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্য হত। প্রভাকরের গোড়ার দিকের ২৬।২৭ বছরের ফাইলও তিনি কাছে পেতেন এবং প্রধানত নিজের রচনার সংকলনের কাজও তিনি নিজে ভালভাবে করতে পারতেন। আমরা অবশ্য ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পরেও আরও প্রায় ৩২।৩৩ বছরের 'সংবাদ প্রভাকরের' রচনা এই সংকলনে সংগ্রহ করেছি। তাতে উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকে শেষ চতুর্থ পর্ব পর্যন্ত বাংলার সমাজ-জীবনে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার ভূমিকা বিচারের প্রশস্ত সুযোগ পাওয়া যাবে। নবযুগের বাংলার পূর্ণাঙ্গ সমাজচিত্র আঁকতে হলে প্রভাকরের এইসব রচনা বিবিধ রেখা ও রঙের আঁচড় টানতে সাহায্য করবে। যদি তা করে তাহলে আমাদের এই ক্লান্তিকর নীরস কর্ম কতকটা সার্থক হবে। এই সার্থকতা ছাড়াও গুপ্ত-কবির অচরিতার্থ 'অভিলাষ' এই সংকলনের মধ্যে, বহু ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও, অন্তত একশ বছর পরেও যে কিছুটা পূর্ণ করা সম্ভব হল সেটাও সংকলয়িতার পক্ষে তো বটেই, বাংলাদেশবাসীর পক্ষেও কম আনন্দের কথা নয়।

বিনয় ঘোষ

সংবাদ প্রভাকর

বিষয়-পরিচয়। অর্থনীতি

২৮ চৈত্র ১২৫৩। ৯ এপ্রিল ১৮৪৭

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক॥

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের লোন ও ডিসকাউণ্ট সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হইয়াছে।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪। ৮ জুন ১৮৪৭

সম্পাদকীয়॥

শিল্পবিদ্যার সূচনাতেই পৃথিবীর উন্নতি। এই বিদ্যার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ও জাতির কিরূপ বিকাশ হয় তাহা উদাহরণসহ প্রমাণ করা হইয়াছে। এই প্রমাণ হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ঈশ্বর যখন পৃথিবী সৃষ্টি করেন তখন তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে সৃজিত সকল পদার্থকে মানুষ কৌশলে আয়ত্ত করিয়া আপন প্রয়োজনে ব্যবহার করিবে। আদিম মানুষ এই কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে নাই। মানুষের জ্ঞান যতই বাড়িতেছে ততই সে কৌশল আয়ত্ত করিতেছে এবং ঈশ্বরের পৃথিবীর তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইতেছে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে শিল্পকলার উন্নতি ছাড়া কোন জাতির উন্নতি অসম্ভব। যে উপায় অবলম্বন করিলে শিল্পকলার উন্নতি হয়, সেই উপায়ই গ্রহণযোগ্য। কলিকাতায় 'মিকানিক ইনিষ্টিটিউশন' নামে একটি শিল্প-বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু জনসাধারণের অবহেলায় সেই বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। এদেশের লোকের চরিত্রের প্রধান দোষ হইল আলস্য। তাহারা অল্প সুখের মুখ দেখিলে পরিশ্রম করিতে চায় না। অথচ এই দেশে এমন পণ্য উৎপন্ন হয় যাহা শিল্পবিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। তাহার প্রমাণ ইংরাজদের বাণিজ্য। দেশের উন্নতির জন্য দেশবাসীকে শিল্পে অনুরাগী হইতে এবং শিল্প-বিদ্যালয়কে আবার প্রতিষ্ঠিত করিতে আহ্বান জানানো হইয়াছে।

৭ শ্রাবণ ১২৫৪। ২২ জুলাই ১৮৪৭

সম্পাদকীয়॥

এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য। সম্পাদকের মতে দেশের উন্নতির জন্য শিল্পকর্ম ও বাণিজ্যে অনুরাগী হইতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ।

অথচ সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। এদেশের লোক পরিশ্রমকে দুঃখ এবং আলস্যকে সুখ বলিয়া মনে করে। বহির্বাণিজ্য তো দূরের কথা, অন্তর্বাণিজ্যেও কাহারও তেমন আগ্রহ নাই। কারণ এদেশের মানুষ দাসত্বকে ভালবাসিয়াছে। তাহারা আপন অর্থ দিয়া 'সাহেব কিনিযা বসে।' নিজেরা নিজের অর্থে ব্যবসা না করিযা সাহেবের গোলামি করে। তাই সহায়সম্পদহীন সাহেবেরা বিত্তবান হয, আব বিত্তবান স্বদেশী গরীব হইতে থাকে। আবাব কোন কোন বাবু 'সিপমেণ্ট' কবিতে আরম্ভ করিযাছেন। কিন্তু জাহাজে চডিযা দূরদেশে যাইতে না পাবিলে লাভ থাকে না। এখানে জাতিভেদেব প্রতিবন্ধকতা আছে। জাহাজে চডিলে জাত যাইবে। কিন্তু মাঝিমাল্লাবা যদি হিন্দু হয, তবে জাত যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। প্রতিকার হিসাবে বলা হইযাছে যে হিন্দুদের জাহাজ চালানো শিখিতে হইবে, মাঝিমাল্লা হইতে হইবে। প্রাচীন ইতিহাসে হিন্দুদের জাহাজ চডাব অনেক প্রমাণ আছে। অন্যদিকে আবার শিক্ষিতদেব মধ্যে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। কারণ পদের সংখ্যা কম, প্রার্থীর স খ্যা বেশী। বিচাব কবিলে দেখা যাইবে শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা অশিক্ষিত ইতব ব্যক্তি অনেক বেশী সুখে থাকে। তাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা কল্যাণকব হইতে পাবে নাই। কাবণ এই শিক্ষাব্যবস্থায শিল্প ও বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব আরোপ কবা হয নাই। এই শিক্ষায শিক্ষিত লোকেব সংখ্যা যতই বাডিবে, দুঃখ ততই বাডিতে থাকিবে।

১৮ চৈত্র ১২৫৪ । ৩০ মার্চ ১৮৪৮

বিজ্ঞাপন ॥

কালেকটিং সরকাবের পদের জন্য দরখাস্ত আহ্বান কবা হইয়াছে।

২২ চৈত্র ১২৫৪ । ৩ এপ্রিল ১৮৪৮

সম্পাদকীয় ॥

কালেকটিং সবকাবের পদপ্রার্থীকে পাঁচ শত টাকা রাখিতে হইবে। সরকারেব বেতন হইবে পনেরো টাকা। এই পদ্ধতিতে সরকারী নিযোগেব রীতিকে সমালোচনা করা হইযাছে।

২ আষাঢ় ১২৫৫ । জুন ১৮৪৮

সম্পাদকীয় ॥

নীলকর সাহেববা প্রজাদেব উৎপীডন করেন। যে সব কৃষক দাদন গ্রহণ করে, তাহাদের রক্ষা থাকে না। এই সাহেবদের বিরুদ্ধে ম্যাজিস্ট্রেটদেব নিকট বিচাব প্রার্থনা করিয়া কোন ফল পাওয়া যায় না। কারণ প্রজারা হুজুরকে যমের মতো ভয় করে।

হুজুরের সহিত নীলকর সাহেবদের খুবই খাতির। তাই সেখানে সুবিচারের আশা নাই। তাহার উপর আইনবলে ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহারা পনেরো দিনের জন্য কারাবাস এবং পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করিতে পারেন। তাঁহাদের সেই আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলে না। এই আইনের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

২০ বৈশাখ ১২৫৭। ১ মে ১৮৫০

সম্পাদকীয় ॥

ব্রিটিশ রাজত্ব কল্যাণকর কিনা তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই প্রবন্ধে তাহা আলোচনা করা হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজত্বে শাসনযন্ত্র কার্যকর হইয়াছে এবং নানা দিকে নানান সুযোগ-সুবিধা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে প্রজাদের যথার্থ সুখ হয় নাই। ব্রিটিশ জাতি এই দেশ হইতে যে পরিমাণ উপকার পাইয়াছে, সেই পরিমাণ প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ হইয়াছে। নানা প্রকারে কর চাপাইয়া তাহারা এই দেশ হইতে যত রাজস্ব আদায় করিতেছে তাহা প্রজার মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা হয় না। সেই অর্থ অপচয় হয় বিলাতী সিবিলিয়ান পুষিতে। এদেশের লোক রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া খুবই অল্প বেতন পায়। দ্বিতীয়ত, রাজার পক্ষে ব্যবসা করা অন্যায়, বিশেষত একচেটিয়া ব্যবসা। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি সেই অন্যায় কাজ অকাতরে করিয়া যাইতেছে। এইদিক হইতে বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ব্রিটিশ জাতি রাজকার্যে ব্যয়সংক্ষেপ, একচেটিয়া ব্যবসা ত্যাগ, সিবিলিয়ানদের বেতন কর্তন এবং এদেশের যোগ্য ব্যক্তিকে উচ্চতর পদে নিযুক্ত না করিলে এই রাজত্ব প্রজাদের পক্ষে যথার্থ কল্যাণকর বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

৬ ফাল্গুন ১২৫৭। ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৫১

সম্পাদকীয় ॥

গাড়ি-ঘোড়ার উপর ট্যাক্স রহিত করিয়া কলিকাতার বাড়ির উপর বর্ধিত হারে ট্যাক্স ধার্য করা হইয়াছে। যে সকল বাড়ির ভাড়া মাসিক ৩৲ টাকা হইতে ২০৲ টাকার নীচে তাহার শতকরা ৫।০, যে বাড়ির ভাড়া ২০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকার নীচে, তাহার শতকরা ৬।০ এবং যে সকল বাড়ির ভাড়া ৬০৲ টাকার বেশী তাহার শতকরা ৭।০ হিসাবে কর বাড়তি দিতে হইবে। এই নিয়মের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কারণ, প্রথমত ইতিমধ্যেই ট্যাক্স বাড়িয়া গিয়াছে। ইহার উপর আরো ট্যাক্স বাড়ানো অন্যায়। দ্বিতীয়ত, এই আইনের ফলে এদেশের লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কারণ ভাড়া-বাড়িতে থাকে ইংরেজ। তাই তাহাদের কর দিতে হয় না। গাড়ি-ঘোড়ার জন্য তাহাদের যে কর দিতে হইত তাহাও রহিত হওয়াতে তাহাদের

লাভ হইয়াছে আরো বেশী। গরুর গাড়ির গাড়োয়ানরা অন্যায় আইনের প্রতিবাদে কাজ বন্ধ করিয়া সরকারী আইন রদ করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে তাহাদের সাধুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

১১ আষাঢ় ১২৫৮। জুন ১৮৫১

সম্পাদকীয়॥

পল্লীগ্রামের বাড়িদারদের কথা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। বাড়িদারদের অত্যাচারের স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে। বীজধানের জন্য কৃষককে বপনের আগে বাড়িদারদের কাছে যাইতেই হয়, এবং তাহারা শোষিত হইতে থাকে। এই প্রবন্ধে বাড়িপ্রথা লোপ করিবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে।

২ শ্রাবণ ১২৫৮। জুলাই ১৮৫১

সম্পাদকীয়॥

গাড়ি ঘোড়া গরু মহিষ ইত্যাদি জন্তুর উপর কিরূপ কর ধার্য করা হয় তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে।

২১ শ্রাবণ ১২৫৮। আগস্ট ১৮৫১

সম্পাদকীয়॥

এই প্রবন্ধে সুদের কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে হিন্দু আমলে কর্জ টাকার উপর সুদ গ্রহণের রীতি প্রচলিত ছিল না। এই দেশ পরাধীন হইবার পর হইতেই সুদগ্রহণ রীতি হিসাবে দাঁড়াইয়াছে এবং প্রজাদের দুঃখকষ্ট বাড়িয়াছে। এখন সুদ গ্রহণের রীতি শহর ও গ্রামে প্রচলিত। ইংরেজ আমলে সুদের প্রকোপ আরো বেশী ও ব্যাপক। এই প্রথা বন্ধ করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

১২ মাঘ ১২৫৮। জানুয়ারি ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

প্রজাদের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে। বহু বিত্তবান পরিবার আজ দুঃস্থ। নূতন কোন ধনী পরিবার ইতিমধ্যে আত্মপ্রকাশ করে নাই। এদেশের লোক পূর্বাপেক্ষা শিক্ষিত হইতেছে। কিন্তু এ শিক্ষায় তেমন কোন সুফল হয় নাই। কারণ শিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রধানত চাকরিনির্ভর। ওদিকে আবার প্রয়োজনমত পদের সংখ্যা নাই। সরকারী নিয়মও প্রতিকূল। সরকার নিরপেক্ষতা এবং চার্টারের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। নিয়মানুসারে চাকরি পাইবার সম্ভাবনা নাই বলিয়া প্রার্থীকে

উমেদারি করিতে হয়। লবণ ব্যবসার মতো চাকরিও একচেটিয়া করা সরকারী অভিপ্রায়। রাজকার্য ছাড়া সৌভাগ্য লাভের উপায় ব্যবসা-বাণিজ্য। বাণিজ্যের মধ্যে বহির্বাণিজ্য আরো লাভজনক। কিন্তু জাতিভেদজনিত অভিমান এবং ভীরু স্বভাবের জন্য শিক্ষিত বাঙালী সেই সুযোগ গ্রহণ করিতে অক্ষম। ইহাই সম্পাদকীয়তে আলোচিত হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে রাজা বিদ্যার বিষয়ে বাঙালীকে যেমন উৎসাহিত করিয়াছেন, সৌভাগ্য বিস্তারের বিষয়েও যদি তদ্রূপ করেন তবে দেশের পক্ষে উপকার হয়।

২৩ ফাল্গুন ১২৫৮। মার্চ ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট নীলকর সাহেবদের পক্ষভুক্ত হইয়া প্রজাদের প্রতি সুবিচার না করায়, চার পাঁচ শত কৃষক লাঙল কাঁধে করিয়া 'গবর্ণমেণ্ট হৌসে'র ও দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। সম্পাদকীয়তে কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৯ আষাঢ় ১২৫৯। জুলাই ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

ট্যাক্স আইনে আছে যে সংগৃহীত সমস্ত কর নগর পরিষ্কার এবং আলো-দান ইত্যাদি কারণে ব্যয় করা হইবে। তৎসত্ত্বেও আইন জারি করা হয় যে কলিকাতার বড় বড় বাড়ির মালিককে সারারাত বাড়ির সামনে আলো জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। সুপ্রিম কোর্টের কোন এক উকিল এই আদেশ অমান্য করার জন্য অভিযুক্ত হন। কিন্তু পরে তাঁহার জয় হয় এবং আলো-দানের বিধি রহিত হইয়া যায়।

১৪ শ্রাবণ ১২৫৯। জুলাই ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

নিষ্কর জমির আইনের বিষয়ে বর্ধমানাধিপতি প্রিভি কাউন্সিলে যে আপীল করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার জয় হইয়াছে এবং এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যে সকল জমি একাদিক্রমে ৬০ বৎসর ভোগদখলাধিকার প্রমাণ করা যাইবে, তাহার কোন কাগজপত্র না থাকিলেও সরকার সেই জমির উপর হাত দিতে পারিবেন না।

২৮ ভাদ্র ১২৫৯। সেপ্টেম্বর ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

এই প্রবন্ধে কৃষকদের সমস্যা আলোচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে কৃষকদের দুর্দশার কারণ নির্ণয় করা সম্পাদকের পক্ষে অসাধ্য। অনেকে জমিদারগণকে দায়ী করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা সর্বাংশে সত্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, তাঁহারা আদায়কারী

ছাড়া আর কিছু নন। নিলামের আইনের আওতার মধ্যে থাকিয়া তাঁহাদের কষ্টের সীমা নাই। প্রজাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় হোক কিংবা নাই হোক, সরকারকে প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে হইবে। সেইজন্য জমিদারগণকে মহাজনের নিকট যাইতে হয়। এই প্রসঙ্গে 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার মতামতকে স্বীকার করা হইয়াছে। সম্পাদকের মতে প্রত্যেক দেশেই রাজা নিজে প্রজাদের অবস্থা অনুসন্ধান করেন এবং সেইমত বিধিব্যবস্থা রচিত হয়। ভারতবর্ষেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। কোন রাজপুরুষই প্রজাদের শস্যসম্পদের কোন খবর রাখেন না। তাহার উপর আছে পত্তনিদার, ইজারাদার ইত্যাদি বহু মধ্যস্বত্বভোগী। তাহাদের শোষণে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া যাইতেছে। শেষে মন্তব্য করা হইয়াছে যে যতদিন কৃষকদের অবস্থা ভাল না হইবে, ততদিন ব্রিটিশ সরকারের সুনাম হইবে না।

২৫ আশ্বিন ১২৫৯। অক্টোবর ১৮৫২

সম্পাদকীয় ॥

একবছরের মধ্যে জমিদারি হইতে কত রাজস্ব আদায় হইয়াছে তাহার একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। 'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার সম্পাদক সেই রিপোর্ট অবলম্বনে লিখিত প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে সূর্যাস্ত আইনের ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাহার মতে সূর্যাস্ত আইনকে আগে যত ভয়াবহ বলিয়া মনে হইয়াছিল, কার্যত তাহা নয়। প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে সূর্যাস্ত আইনের জন্য বহু জমিদারি নিলামে চড়িয়াছে এবং প্রজাদের কষ্ট বাড়িয়াছে।

২ ফাল্গুন ১২৫৯। ফেব্রুয়ারী ১৮৫৩

সম্পাদকীয় ॥

সরকারের বিনা অনুমতিতে লবণ তৈয়ারি বন্ধ করিবার জন্য সরকার যে নিয়ম নির্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে জমিদার ও ইজারাদারদের দায়িত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। কারণ এই নিয়মের ধারা অনুযায়ী কোন প্রজা বে-আইনীভাবে লবণ প্রস্তুত করিতেছে জানিতে পারিলে জমিদার ও ইজারাদারকে সেই খবর রাজপুরুষকে জানাইতে হইবে। অন্যথায় তাহাদের শাস্তি পাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা আলোচনা করা হইয়াছে এবং এই কঠোর আইনের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

২৬ ফাল্গুন ১২৫৯। মার্চ ১৮৫৩

সম্পাদকীয় ॥

এদেশে রাজ্য যতই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ব্যয়ভার বাড়িতেছে ততই। গবর্নর-জেনারেলরা ব্যয়-সংকোচের সাধু প্রতিশ্রুতি দিয়া কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু অচিরেই

তাঁহারা সিবিলিয়ানদের দলে মিশিয়া বিলাসে মত্ত হইয়া ওঠেন। প্রজাদের উপর উৎপীড়ন বাড়িতে থাকে।

৩০ ফাল্গুন ১২৫৯ । মার্চ ১৮৫৩

সম্পাদকীয় ॥

ভাবতবর্ষেব মধ্যে বাংলাদেশই সবচেয়ে বড। এখান হইতে বেশী বাজস্ব আদায় হইযা থাকে। তবু এখানকাব প্রজাবাই কষ্টভোগ কবে সবচেয়ে বেশী। সবকারী আদাযেব সীমা নাই। একদিকে আছে একচেটিযা ব্যবসা, অন্যদিকে বহুবিধ কর। কিন্তু অর্জিত সমস্ত অর্থই বিলাতী অকর্মণ্য স্বজনপোষণে ব্যয়িত হইতেছে বলিযা দুঃখ প্রকাশ কবা হইযাছে।

১১ আশ্বিন ১২৬০ । সেপ্টেম্বব ১৮৫৩

সংবাদ ॥

মেদিনীপুব হইতে সংবাদ আসিযাছে যে সেখানে এক নূতন জমিদার আদেশ জারি কবিযাছেন যে কুম্ভকাবগণকে মাটি ও বন হইতে কাঠ কাটাব জন্য অতিবিক্ত খাজনা দিতে হইবে। এই আদেশের প্রতিবাদে কুম্ভকারগণ কাজ বন্ধ কবিযাছে এবং মেদিনীপুব হইতে উঠিযা যাইতেছে। আশা করা হইযাছে যে এই আদেশ হাকিমেব নিকট গেলে কুম্ভকাবদের জয হইবে।

১৮ আশ্বিন ১২৬০ । অক্টোবর ১৮৫৩

সেলাইয়ের কল ॥

আমেরিকা হইতে সেলাইয়ের কল আসিয়াছে। এই কলের সাহায্যে দ্রুত গতিতে পোশাক তৈয়ারি করা সম্ভব হইবে। সর্বসাধারণের পক্ষে এই কল বিশেষ উপকারী।

২০ আশ্বিন ১২৬০ । অক্টোবর ১৮৫৩

সম্পাদকীয়।

'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার মত অনুসারে বাংলাদেশ অপেক্ষা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জমি সংক্রান্ত নিয়ম ভাল। সম্পাদকীয়তে ইহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কারণ, রাজস্ব আদায়ের দিক হইতে বাংলাদেশের আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ বেশী। সুতরাং জমিদারীব্যবস্থায় কাজ হইয়াছে। তবে প্রজাদের উপর পীড়ন হইতেছে। তাহার কারণ সূর্যাস্ত নিয়মের কঠোরতা। সরকার যদি জমিদারদের প্রতি আরো একটু সদয় হইতেন তবে প্রজাদের এত কষ্ট হইত না।

৯ অগ্রহায়ণ ১২৬০ । নভেম্বর ১৮৫৩

সম্পাদকীয় ॥

এদেশের উন্নতির জন্য কাগজে বহু প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে। কিন্তু সরকার তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। প্রধান প্রধান রাজপদ কৃতবিদ্য বাঙালীর ভাগ্যে জুটিল না। তাঁহাদের জন্য নিম্নপদ রহিয়াছে। এই পদে পরিশ্রম বেশী, বেতন অল্প। দেশের উন্নতির অন্য পথ বাণিজ্য। কিন্তু বাঙালীরা ব্যবসার রীতি জানেন না। স্বভাবত তাঁহারা ভীরু। জাতিভেদপ্রথা ব্যবসার অন্তরায়। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা তাই ব্যবসার দিকে অগ্রসর হন না। তাঁহারা মুচ্ছুদ্দিগিরিতেই খুশী। বাড়তি টাকা দিয়া কোম্পানির কাগজ খরিদ করেন। কিন্তু সেই কাগজের আবার সুদ অল্প। নিলাম আইন প্রবর্তিত হইবার পর হইতে জমিদারিতেও আর সুখ নাই। তাই বাঙালীর শেষ ভরসা কৃতবিদ্য লোকের জন্য সরকারী চাকরির উচ্চপদ এবং সাধারণের জন্য ব্যবসা।

১৮ অগ্রহায়ণ ১২৬০ । ডিসেম্বর ১৮৫৩

মিকানিক বিদ্যার অনুশীলন (সম্পাদকীয়) ॥

বিজ্ঞানের অসাধারণ শক্তি এবং জনসাধারণের জীবনে তাহার উপকারী প্রভাবের কথা আলোচিত হইয়াছে। ইংরেজ জাতির উন্নতির মূলে বিজ্ঞানচর্চা। এদেশেও বিজ্ঞান-চর্চা হওয়া দরকার। কিছুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত 'মিকানিক ইনষ্টিটিউট' সরকার ও জন-সাধারণের অবহেলায় উঠিয়া গিয়াছে। এই প্রবন্ধে সেই বিদ্যালয়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১ । জুন ১৮৫৪

সম্পাদকীয় ॥

২৪-পরগনা জেলার নিষ্কর জমি সংক্রান্ত বিষয়ের অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা জানাইয়াছেন যে যাঁহারা ১৭৯০ সালের ১ ডিসেম্বর তারিখ অবধি জমির উপর ভোগদখল প্রমাণ করিতে পারেন নাই তাঁহাদের জমি বাজেয়াপ্ত হইবে। ৭০ বছর পর জমির উপর সরকারের স্বত্ব স্থাপনের কৌশলের প্রতিবাদে এই সম্পাদকীয় লিখিত হইয়াছে এবং জমিদারগণকে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে তাঁহারা যেন অবিলম্বে ভারতবর্ষীয় সভার মাধ্যমে সরকারের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করেন।

২৯ আষাঢ় ১২৬১ । জুলাই ১৮৫৪

সম্পাদকীয় ॥

বাংলাদেশের রাজস্ব জমা দিবার কিস্তির পরিবর্তনের কথা অনেক সংবাদপত্রে আলোচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভা এ বিষয়ে সরকারকে অবহিত করিয়াছেন। কিন্তু

সকল জমিদার কিস্তি পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন। তবে তাঁহারা শেষ কিস্তির পরিবর্তন করা সম্পর্কে একমত। যে সময় প্রজারা খাজনা দিতে পারে সেই সময়ে কালেক্টররা জমিদারের নিকট হইতে খাজনা নিলে ভাল হয়। জমিদাররা প্রজাদের উপর যে অত্যাচার করেন তাহার মূল কারণ সরকারী নিয়ম। সরকার জমিদারদের নিকট হইতে কঠোরভাবে খাজনা আদায়ের পদ্ধতি ত্যাগ করিলে, জমিদাররাও প্রজার উপর পীড়ন করিবেন না। রাজস্ব দিতে আপত্তি নাই। কিন্তু সরকারকে সময় বিচার করিতে হইবে। ভাবিতে হইবে কোন সময়ে কৃষকের পক্ষে, ফলত জমিদারের পক্ষে, রাজস্ব জমা দেওয়া সহজ। যাহা হউক ভারতবর্ষীয় সভা বিষয়টি গ্রহণ করায় আশা ও আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৩০ আষাঢ় ১২৬১। জুলাই ১৮৫৪

লবণ বাণিজ্য (সম্পাদকীয়)॥

সরকারের একচেটিয়া লবণ বাণিজ্য উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। বরং লবণ এবং আফিমের উপর কর বসাইলে লাভের পরিমাণ কি হইতে পারে তাহা অনুসন্ধান করা হইতেছে। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ লবণ আইনের ধারায় জমিদার ও ইজারাদাররা শাস্তি পান। বহু জমিদার প্রজার দোষে শাস্তি পাইয়াছেন। অনেকে জমিদারী ত্যাগ করিয়াছেন। সেইজন্য ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণকে এই ঘৃণিত আইন রদ করিবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে।

২ ভাদ্র ১২৬১। আগস্ট ১৮৫৪

সম্পাদকীয়॥

বাঙালীর উন্নতির জন্য বাণিজ্য যে একমাত্র প্রশস্ত পথ তাহাই এই সম্পাদকীয়তে আলোচিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে চাকরির মোহ হইতে মুক্ত না হইলে বাঙালীর উন্নতি হইবে না।

৪ আশ্বিন ১২৬১। সেপ্টেম্বর ১৮৫৪

স্বর্ণমুদ্রা॥

'ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় আলোচনা হইয়াছে যে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হওয়া উচিত। এই প্রবন্ধ উক্ত মতামতকে স্বীকার করিতেছে। প্রভাকরের মতে পৃথিবীর সকল সুসভ্য দেশে যখন স্বর্ণমুদ্রাই প্রচলিত মুদ্রামান, তখন ভারতবর্ষেও তাহা প্রচলিত হওয়া দরকার। ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত না থাকাতে প্রজাদের খুবই কষ্ট হয়। এক দেশ হইতে অন্য দেশে মুদ্রা পাঠাইবার উপায় নাই। রৌপ্যমুদ্রা একত্রে পাঠাইতে হইলে ব্যয় হয় অনেক বেশী। বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের প্রচলিত নোটে উপকার পাওয়া যায় না। কারণ

কলিকাতাতেই এই নোট ভাঙাইতে হইলে বাটা দিতে হয়। পশ্চিমের কোন মহাজনেরা এই নোট গ্রাহ্য করেন না। কুঠিয়ালরা এই নোট ভাঙাইতে অনেক বাটা নেয়। এই সব দিক বিবেচনা করিয়া স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হওয়া দরকার। তাহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েই লাভবান হইবেন।

৪ কার্তিক ১২৬১। অক্টোবর ১৮৫৪

নীলকর (সম্পাদকীয়)॥

ছোটলাট সাহেব কয়েকটি জেলা ভ্রমণ করিয়া যে রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে নীলকরের অত্যাচারের কোন্ কথা লেখা না থাকায় দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪। ২ জুন ১৮৫৭

চিঠিপত্র॥

বাজারে নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম বাড়িয়া গিয়াছে। তাহাতে জনসাধারণের কষ্ট বাড়িয়াছে। পত্রলেখকের মতে বহির্বাণিজ্য ইহার কারণ। অন্য আর একটি কারণ হইতেছে কৃষকদের উন্নত কৃষিকর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

৫ ভাদ্র ১২৬৪। ২০ আগস্ট ১৮৫৭

সম্পাদকীয়॥

রবিনসন সাহেব বাংলার কৃষকদের অবস্থা সম্পর্কে একটি পুস্তিকা লিখিয়াছেন। সেই পুস্তিকা প্রশংসাও অর্জন করিয়াছে। উক্ত পুস্তিকায় কৃষক-জীবনের করুণ চিত্র দিয়া লেখক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে কৃষকদের এই অবস্থার জন্য দায়ী জমিদার-সম্প্রদায়। রবিনসন সাহেবের এই সিদ্ধান্তকে সম্পাদকীয়তে আক্রমণ করিয়া প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে যে কৃষকদের দুরবস্থার জন্য দায়ী সরকারের অপরিচ্ছন্ন নীতি, বিশৃঙ্খলতা, কৃষকের মূর্খতা এবং অন্য মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ।

১ মাঘ ১২৬৫। জানুয়ারী ১৮৫৯

নীলকর দৌরাত্ম্যে রাইয়ৎ লোকের সর্বনাশ (সম্পাদকীয়)॥

গ্রামে গ্রামে নীলকরের অত্যাচার বাড়িয়া চলিতেছে। দারোগা তাহা দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকে। প্রথমত, প্রজারা ভয়ে কোন নালিশ করিতে সাহসী হয় না। সাহেবের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়া খুব কঠিন। দ্বিতীয়ত, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের সঙ্গে নীলকরের বন্ধুত্ব খুব গভীর। তাই প্রজাদের কোন অভিযোগ হয়ত আরো অত্যাচার ডাকিয়া আনিবে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪ চৈত্র ১২৬৫ । ১৬ মার্চ ১৮৫৯

সম্পাদকীয় ॥

আয় অনুপাতে ব্যয় হওয়া দরকার। ইহাই সুবিবেচনার লক্ষণ। কিন্তু এই রাজ্যে আয় অপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হইতেছে। সেদিকে সরকারের কোন নজর নাই। ঋণ করিতে তাঁহাদের কোন কুণ্ঠা নাই। ঋণ করিয়া তাঁহারা যুদ্ধবিগ্রহ করেন, স্বজাতীয় বহু ব্যক্তিকে প্রভূত বেতন দিয়া পুষিতে পারেন। ঋণের পরিমাণ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে তাহা কোনদিন শোধ হইবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে রাজস্ব কোন প্রকারে অল্প নহে। এখন প্রজাদের উপর নূতন কর চাপাইলে তাহাদের কষ্ট আরো বাড়িবে। সুতরাং প্রস্তাব করা হইয়াছে যে ব্যয়-সংকোচই উত্তম নীতি। ব্যয়-সংকোচের প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে প্রভূত বেতনভোগী রাজপুরুষদের বেতন কমানো। এ বিষয়ে লর্ড বেণ্টিঙ্কের নীতি অনুকরণযোগ্য।

২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬ । ৪ জুন ১৮৫৯

চিঠি ॥

পত্রপ্রেরক নীলকর অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন। আগে ভরসা ছিল যে নীলকরেরা যদি বাঙালী হন তবে এত অত্যাচার হইবে না। কিন্তু সেই আশাও নষ্ট হইয়াছে। বাঙালী নীলকরেরাও কম অত্যাচারী নন। এই সব অত্যাচারের প্রতিবিধান করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

৯ ভাদ্র ১২৬৬ । ২৪ আগস্ট ১৮৫৯

সম্পাদকীয় ॥

ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হারিংটন সাহেব ব্যবসায়ীদের উপর নূতন কর স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রিকা সেই প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। সম্পাদকীয়তে তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। অল্প পরিমাণে বহু বিষয়ে কর নির্ধারণ করিলে প্রজাদের স্কন্ধের বোঝা বাড়িবে। তাই জনসাধারণের উপর করের বোঝা না চাপাইয়া ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে কিছু টাকা লইয়া রাজকোষের অভাব মোচনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা গ্রহণযোগ্য। 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' পত্রিকার এই যুক্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে রাজার সম্পত্তি বলিয়া কিছু নাই। সব সম্পত্তি প্রজার। রাজা তাহার রক্ষক মাত্র। রাজকোষে অর্থ না থাকিলে প্রজারাই তাহা পূরণ করিবে সত্য। কিন্তু সর্বাগ্রে প্রজারা বিচার করিবে যে রাজকোষের অর্থ তাহাদের কল্যাণের জন্য ব্যয়িত হইতেছে কি না। দ্বিতীয়ত, এই দুর্মূল্য ও দুর্ভিক্ষের সময় সাধারণ মানুষের কষ্টের সীমা নাই। এখন নূতন কোন কর চাপানো উচিত নয়।

তৃতীয়ত, হ্যারিংটন-প্রস্তাবিত কর শুধুমাত্র ব্যবসায়ীর উপর নয়, ক্রেতাদের উপরও আসিয়া পড়িবে।

১০ ভাদ্র ১২৬৫। ২৫ আগস্ট ১৮৫৯

সম্পাদকীয়॥

হ্যারিংটন-প্রস্তাবিত করে সরকারের আয় বাড়িবে সত্য। কিন্তু তাহা সর্বপ্রকার ব্যবসায়ীকে আঘাত করিবে। পূর্বে শুধুমাত্র জমির উপর কর ধার্য করা হইত। এখন নানাভাবে প্রজাদের উপর কর চাপানো হইয়াছে এবং তাহা আদায় করা হইতেছে। প্রজাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল থাকিলে কর স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করা যাইত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রস্তাব বিবেচনারও অযোগ্য। আবার, সরকারী অভাব শুধুমাত্র অপব্যয়ের ফল। কারণ আদায়ীকৃত রাজস্বের পরিমাণ কোন মতেই কম নয়। পূর্বে এই রাজস্বে রাজত্ব চালাইবার পরও উদ্বৃত্ত থাকিত। কিন্তু এখন ঘাটতি হইতেছে। অথচ এখনই রাজ্যের আয়তন বেশী। পররাজ্য আক্রমণ করিয়াও সচ্ছলতা আসিল না। আয়বৃদ্ধির পথ হিসাবে ব্যয়-সংকোচকেই শ্রেয় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

৬ মাঘ ১২৬৬। ১৮ জানুয়ারি ১৮৬০

সম্পাদকীয়॥

নদীয়া জেলার নীলকরদের অকথ্য অত্যাচারের ফলে প্রজাদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে যে সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যভাবে নীলকরদের পক্ষভুক্ত হইয়া এই অত্যাচারে সাহায্য করিতেছেন।

৩০ ফাল্গুন ১২৬৬। ১২ মার্চ ১৮৬০

সম্পাদকীয়॥

নদীয়া জেলায় রায়তদের সহিত নীলকরের ক্রমবর্ধমান বিরোধের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজাদের কষ্ট বাড়িয়াছে। কিন্তু নীলকরেরা বর্ধিত হারে মজুরি দেয় না। ইহার উপর যে সব প্রজারা দাদন লইয়াছে, তাহাদের অবস্থা আরো করুণ। প্রতিকারের কোন উপায় না থাকায় কোথাও কোথাও প্রজা ধর্মঘট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

৮ অগ্রহায়ণ ১২৭০। ২৩ নভেম্বর ১৮৬৩

সম্পাদকীয়॥

এই প্রবন্ধে গ্রাম্য মহাজন ও কৃষকের কথা আলোচিত হইয়াছে। মহাজনেরা অভাবের সময় অর্থ হইতে বীজধান অবধি ধার দিয়া কৃষককে সাহায্য করে সত্য। কিন্তু

যে পরিমাণ বৃদ্ধি গ্রহণ করে তাহা প্রায় অর্ধেকের বেশী। ইহা কোন মতে সমর্থনযোগ্য নয়। এই প্রসঙ্গে কর্জের কয়েকটি প্রথা আলোচিত হইয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকার করিতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদের প্রতি আবেদন জানানো হইয়াছে।

২৭ অগ্রহায়ণ ১২৭০ । ২২ ডিসেম্বর ১৮৬৩
সম্পাদকীয় ॥

বাংলাদেশে মেলার ধুম পড়িয়াছে। বলা হইয়াছে যে এই সব মেলার তাৎপর্য গভীর। অন্যদিকে ইহাতে কৃষিকাজের প্রতি সরকারের আগ্রহের কথা প্রমাণিত হয়। এদেশের কৃষি-বাণিজ্য এবং শিল্পের উন্নতিবিধান এই মেলার লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে এদেশের প্রচলিত কৃষিব্যবস্থা খুবই পুরাতন। নূতন পদ্ধতিতে চাষ-বাস করিবার জন্য কৃষি-বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া দরকার। এইদিক দিয়া বিচার করিলে কৃষি-মেলা দেশের উপকার করিতে সমর্থ হইবে।

২৯ অগ্রহায়ণ ১২৭০ । ২৪ ডিসেম্বর ১৮৬৩
সম্পাদকীয় ॥

কলিকাতার টাকার বাজার গরম হইয়া উঠিয়াছে। 'বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক' হইতে একেবারে অধিক টাকা বাহির হওয়াতে ডিরেক্টরগণ সুদ ও বাটার হার বৃদ্ধি করিয়াছেন। কোম্পানির কাগজের দাম চড়িয়া গিয়াছে। ব্যাঙ্কের অনেক টাকা ছিল। কিন্তু কেন যে সেই টাকার পরিমাণ এত কমিয়া আসিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বাজারে টাকার দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দিয়াছে। কাহারও মতে তুলার ব্যবসার জন্য কলিকাতার টাকা বাহিরে গিয়াছে। আবার কাহারও মতে দেশীয় মহাজনেরা টাকা বাজারে না ছাড়িয়া সিন্দুকে পুরিয়া রাখিয়াছেন। কারণ যাহাই হউক না কেন, সম্পাদকীয়তে সরকারকে এই বিষয়ে মনোযোগী হইতে এবং ব্যবসার উন্নতির জন্য 'বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক'কে অর্থসাহায্য করিতে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

১২ পৌষ ১২৭০ । ২৬ ডিসেম্বর ১৮৬৩
সম্পাদকীয় ॥

কলিকাতায় টাকার দুষ্প্রাপ্যতা এবং বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের শোচনীয় অবস্থায় উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া সরকারকে অবিলম্বে প্রতিবিধান করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে। টাকার দুষ্প্রাপ্যতার কারণ হিসাবে তুলার বাজারে রপ্তানি ছাড়াও 'দায়িত্বের পরিমাণ নিরূপক আইন' বা লিমিটেড লায়েবিলিটি আইন কিছু অংশে দায়ী। কারণ, এই আইন কার্যকর হওয়াতে চারিপাশে কোম্পানি গড়িয়া উঠিতেছে। সেখানে বেশ কিছু টাকা আটক পড়িয়াছে। রূপা আমদানির পরিমাণ কমিয়া যাওয়াও টাকা-ঘাটতির অন্যতম আর একটি কারণ।

১৮ চৈত্র ১২৭০। ৩০ মার্চ, ১৮৬৪

সম্পাদকীয়॥

আবার প্রদেশব্যাপী নীলকরদের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। গ্র্যাণ্ট সাহেবের বিধান এই অত্যাচারকে কিছুদিনের জন্য প্রশমিত করিয়াছিল। কিন্তু এখন সেই বিধান নাই। নূতন গবর্নরকে অত্যাচার নিবারণের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আহ্বান জানানো হইয়াছে।

২৬ পৌষ ১২৮৫। ৯ জানুয়ারি ১৮৭৯

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ব্যয়-সংক্ষেপ (সম্পাদকীয়)॥

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির নূতন সভাপতির কর্মতৎপরতার প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে আগে করদাতাদের টাকা অপচয় করা হইত। এখন নূতন সভাপতি কমিশনারদের সঙ্গে একযোগে ব্যয়-সংকোচের যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা অভিনন্দনযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা হইয়াছে যে মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান অবস্থায় নূতন কর স্থাপন করা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

২২ ফাল্গুন ১২৮৫। মার্চ ১৮৭৯

কলিকাতার ট্রামওয়ে॥

কয়েক বৎসর আগে করদাতাদের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া শিয়ালদহ হইতে লালদীঘি অবধি ট্রামওয়ে নির্মাণ করা হইয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণ আবার ট্রামওয়ে নির্মাণ করিবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন এবং বোম্বাইয়ের মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারিকে এ বিষয়ে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের ট্রামওয়ের কোন লোকসান হয় না, বরং লাভ হয়। বোম্বাইয়ের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে মিউনিসিপ্যালিটি নিজে এই কাজে হাত না দিয়া কোন একটি স্বতন্ত্র কোম্পানির হাতে ট্রামপথ নির্মাণের ভার দিলে ভাল হয়। নগরের যে পথে বহু লোক চলাচল করে, অর্থাৎ চিৎপুর হইতে ধর্মতলা ও লালদীঘি অবধি ট্রামপথ নির্মাণ করিলে লাভ হইবে। তাহা হইলে চিৎপুরের পথকে পরিসরে বাড়াইতে হইবে এবং ঘোড়ার পরিবর্তে স্টিম ইঞ্জিন দ্বারা ট্রাম চালাইতে হইবে।

২৭ ফাল্গুন ১২৮৫। মার্চ ১৮৭৯

ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থপরতা॥

ম্যাঞ্চেস্টারের ২৪৪৫ বণিক এবং ১৩৬৭২ শ্রমজীবী ভারতবর্ষের স্টেট সেক্রেটারির নিকট তুলাজাত বস্ত্রের উপর আমদানি-শুল্ক একেবারে রহিত করিবার জন্য আবেদন

জানাইয়াছেন। পার্লামেন্টের চারজন সভ্য বণিকদের প্রতিনিধিদের সহিত এ বিষয়ে আলাপ করিবার জন্য স্টেট সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করেন এবং তিনিও তাহাদিগকে আশ্বাস দেন। তাঁহারা এই যুক্তি দিয়াছেন যে যদিও আমদানি-শুল্ক হইতে সরকার বার্ষিক ৮৩ লক্ষ টাকা পান, তবুও এই শুল্ক একেবারে রহিত হইলে ভারতবর্ষের প্রজাদের সুবিধা হইবে। বণিকদের এই প্রস্তাবকে 'টাইমস' পত্রিকাও সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলা হইয়াছে যে তাহাতে ভারতীয় প্রজারা নূতনভাবে করগ্রস্ত হইবে। এ বিষয়ে লর্ড লিটনকে নূতন কর স্থাপন না করিবার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

২৯ ফাল্গুন ১২৮৫। মার্চ ১৮৭৯

আমদানী শুল্ক সম্বন্ধে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আবেদন॥

তুলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে কর রহিত করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিবর্গ লর্ড লিটনের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁহারা আবেদনপত্র পেশ করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় শুল্ক রহিত করা একান্ত অন্যায়। এই সময়ে ভারতবর্ষের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ চলিতেছে। কর রহিত করিলে অর্থহানি হইবে এবং ভারতীয় প্রজাগণ প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করের সম্মুখীন হইবে।

২৫ পৌষ ১২৯৮। জানুয়ারি ১৮৯২

ইংলণ্ড লইতে ভারতবর্ষ পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন॥

বহুকাল হইল ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড অবধি রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে। প্রস্তাবক ইঞ্জিনিয়ারগণ চিন্তা করিতেছেন যে সমুদ্রের উপর ভাসমান সেতু স্থাপন করিয়া আফ্রিকার উপকূল ঘুরিয়া ভারতবর্ষে উপস্থিত হওয়া সম্ভব কিনা। এই প্রবন্ধে উক্ত প্রস্তাবকে অবাস্তব বলা হইয়াছে। রেলপথ নির্মাণের জন্য অপর আর একটি প্রস্তাব আসিয়াছে। লণ্ডন হইতে কনস্টান্টিনোপল অবধি রেলপথ আছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে উক্ত রেলপথকে বাড়াইয়া ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এই পথ স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড যাইতে লাগিবে মাত্র আটদিন এবং পথখরচ লাগিবে মাত্র এক শত টাকা।

১২ মাঘ ১২৯৮। জানুয়ারি ১৮৯২

তারকেশ্বর হইতে মগরা পর্যন্ত রেলপথ॥

জানা গিয়াছে যে কলিকাতার কতিপয় বিত্তবান ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি স্থাপন করিয়া কলিকাতা হইতে মগরা অবধি রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত

গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে প্রস্তাবিত স্টেশনগুলির নাম উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে এই রেলপথ দুই বৎসরের মধ্যে নির্মাণ করা হইবে এবং একুশ বৎসর পরে ইচ্ছা করিলে হুগলী লোকাল বোর্ড এই রেলপথ কিনিয়া লইতে পারিবেন। ইহা বাঙালীর প্রথম উদ্যম এবং কৃতকার্য হইলে বাঙালীর গৌরব বাড়িবে।

১৪ চৈত্র ১২৯৮। মার্চ ১৮৯২

বাজেট ॥

১৮৯২।৯৩ সালের প্রকাশিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। ১৮৯০।৯১ সালের হিসাবে উদ্বৃত্ত দেখান হইয়াছে। উদ্বৃত্ত হইবার কারণ এক্সচেঞ্জহারের বৃদ্ধি। এখন হার নামিয়া যাওয়ায় ১৮৯১।৯২ সালের সংশোধিত আনুমানিক হিসাব আশাপ্রদ না হওয়ার সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে সেনাবিভাগের ব্যয়সংক্ষেপ না করিলে উদ্বৃত্ত হইবার আশা নাই। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয় নাই। এজন্য প্রজাদের খাজনা বাকি রহিয়াছে এবং অন্নকষ্ট দেখা দিতেছে।

৭ ভাদ্র ১২৯৯। ২২ আগস্ট ১৮৯২

বঙ্গের কৃষকদিগের অবস্থা (সম্পাদকীয়) ॥

এদেশের জমি উর্বরা। কিন্তু কৃষকদিগের অবস্থা শোচনীয়। ইহার কারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। কিন্তু কৃষকদিগের অবস্থার জন্য শুধু জমিদারকে দায়ী করা অন্যায়। কারণ জমিদারদের খাজনা নির্ধারিত। তাঁহারা বাড়তি আদায় করেন না। পরন্তু নিলাম আইনের জন্য তাঁহাদের সব সময় শঙ্কিত থাকিতে হয়। বলা যায় যে নিলাম-সংক্রান্ত আইন কৃষক ও জমিদারদের দুরবস্থার কারণ। প্রজাদের অবস্থা নিরূপণ করা রাজপুরুষের কর্তব্য। কিন্তু সরকারের কেহই সে সংবাদ রাখেন না। যতদিন পর্যন্ত এই সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্বতন্ত্র লোক রাখা না হইবে, ততদিন পর্যন্ত সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইবে না।

১১ অগ্রহায়ণ ১২৯৯। ২৫ নভেম্বর ১৮৯২

বঙ্গীয় বাণিজ্য ॥

বাংলাদেশ দিনের পর দিন লক্ষ্মীছাড়া হইতেছে। সে বিষয়ে কাহারও উদ্বেগ নাই। এখন এই দেশ হইয়াছে চাকর মুটে ও মজুরের দেশ। মুটেরা এ দেশের মাল মাথায় করিয়া বিদেশীর জাহাজে তুলিয়া দিতেছে। চাকরেরা বসিয়া বসিয়া তাহার হিসাব রাখিতেছে। আবার দশ বৎসরের মধ্যে এদেশে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বাড়িয়াছে, যাহা কোন মতে শুভলক্ষণ নয়। লবণ-বাণিজ্য বাঙালীর হাত হইতে কাড়িয়া লওয়ার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৯। ২৮ নভেম্বর ১৮৯২

বঙ্গীয় কৃষকদের দুরবস্থা (সম্পাদকীয়)॥

কৃষকদিগের দুরবস্থার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে সরকার প্রজাদের সহিত ভূমির রাজস্ব নিরূপণ করেন নাই। তাঁহারা বার্ষিক রাজস্ব ঠিক করিয়া সমস্ত জমি জমিদারদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। প্রজার সহিত সরকারের সাক্ষাৎ সম্পর্ক নাই। খুশিমত খাজনা ধার্য করেন জমিদার। জমির লভ্যাংশ ভোগ করেন জমিদার। জমিদার ছাড়াও আরো কয়েকটি মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায় আছে। তাহারা কৃষকদের উৎপীড়ন করে আরো বেশী। উপসংহারে বলা হইয়াছে যে সরকার যদি কৃষকদের পক্ষ লইয়া অত্যাচার নিবারণে অগ্রণী না হন, তবে তাহাদের উন্নতির কোন উপায় নাই।

উনিইয়েন ব্যাঙ্ক। ২৮. ১২. ১২৫৩। ৯. ৪. ১৮৪৭

(লোন) অর্থাৎ কর্জ্জের প্রতি সুদ ও ডিস্কৌণ্ট। ডিস্কৌণ্ট।

গবর্ণমেণ্টের গ্রাহ্য করা কোন বিষয় বাৎসরিক ৭ পরসেণ্টের হিং

গোপনীয় লোকের গ্রাহ্য করা কোন বিষয় যাহার মুদ্দত দুই মাসের অধিক নহে ঐ ১১ পরসেণ্টের হিং।

ঐ ঐ দুই অবধি চারি মাস পর্য্যন্ত……ঐ ১২ পরসেণ্টের হিং

ঐ কর্জ্জ দিয়া বিশ্বাস করিতে হইলে। "গবর্ণমেণ্টের পেপর অর্থাৎ কোম্পানীর কাগজ……

ঐ অর্থাৎ কোম্পানির কাগজ…ঐ ১১ এবং অন্যান্য গ্রাহ্য করা বিষয়……ঐ ১২ ঐ

অধিকন্তু কোন ব্যক্তি কর্জ্জের প্রার্থনায় যদি দুই প্রহরের পূর্ব্বে উপস্থিত হন তবে সেই দিন অবধি এবং দুই প্রহরের পর উপস্থিত হইলে তাহার পর দিন অবধি গ্রাহ্য করা যাইবেক ইতি ২ ফিব্রুআরি ১৮৪৭।

নির্দ্ধারিত জমার বিষয়।

যে সকল টাকা তিন মাস অবধি জমা থাকিবেক এবং ৩০ দিবসের সংবাদ ব্যতীত গৃহীত হইবেক না তাহার সুদ……৪ পরসেণ্ট হিং

যে সকল টাকা ৬ মাস অবধি থাকিবেক এবং ৬০ দিনের সংবাদ ব্যতীত গৃহীত হইবেক না তাহার সুদ ৫ ঐ

ঐ ১২ ঐ ঐ ৯০ ঐ ৬ ঐ

অধিকন্তু যে মাসে জমা রক্ষিত হইবেক সেই মাসে যে কোন দিবসে হউক পূর্ব্বোক্ত সংবাদ দিতে হইবেক, কিন্তু সময় অতীত হইলে এবং ব্যাঙ্ক তদ্ঘটিত কোন সংবাদ না পাইলে ঐ জমা বৃদ্ধি করা হইয়াছে এতদ্বিধায়ে অধিক সুদের নিয়ম অনুসারে সুদ প্রদত্ত হইবেক।

পোষ্ট বিল।

…উনিইয়েন ব্যাঙ্ক বিশেষ মুদ্রার……দিয়া থাকেন যাহার মুদ্দৎ……অধিক নহে ঐ মুদ্দৎ ৯০……তিন মাস নির্দ্ধারিত জমার যে সুদ আছে সেই সুদ দেওয়া যাইবেক।

পুনশ্চ এই সকল পোষ্ট বিল পূর্ব্বদেশীয় সমুদ্রের নিকটস্থ সকল স্থানে অর্থাৎ চীনা অন্তরীপ ইজিপ্ট ইত্যাদি স্থানে গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

ডৈরেক্টর্সদিগের
অনুমতিক্রমে
এচ, ডবলিউ, এবট
সেক্রেটারী।

উনিইয়েন ব্যাঙ্ক।
২ ফিব্রুআরি ১৮৪৭

সম্পাদকীয়। ২৬. ২. ১২৫৪। ৮. ৬. ১৮৪৭

সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর মনুষ্য জাতির সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থ পৃথিবী মধ্যে যে যে বস্তু সৃজন করিয়াছেন তত্তাবৎ শিল্পকার্য্যের গুণ দ্বারা দিন ২ অতি উৎকৃষ্ট হইয়া আসিতেছে, মনুষ্যের বুদ্ধিদ্বারা শিল্পবিদ্যার সূচনা না হইলে পৃথিবীর অবস্থা কদাচ উত্তম হইত না, এইক্ষণে আফেরিকা দেশীয় কাফ্রি জাতিকে যেরূপ দর্শন করা যাইতেছে, ইংরাজ প্রভৃতি তাবজ্জাতি তদপেক্ষা অধিক দুঃখে আবৃত থাকিতেন এবং এক জাতির সহিত অপর জাতির সদ্ভাব ও সংযোগ কোন মতেই হইত না, সকলেই পুরাতন ইংরাজদিগের ন্যায় বনে ২ ভ্রমণ করতঃ ছাগ মৃগাদি পশু মারিয়া দিন যাপন করিতেন।

যথা প্রণালী পূর্ব্বক শিল্প কার্য্যের গুণ বর্ণনা করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, এজন্য এস্থলে আমরা কেবল কএকটির প্রমাণ লিখিতেছি? পরমেশ্বরের নিয়মক্রমে কেবল আমেরিকা রাজ্যে ও ভারতবর্ষে উত্তম কার্পাস উৎপন্ন হইয়া থাকে, দেখুন মনুষ্য শিল্পবিদ্যার দ্বারা তাহাতে স্থূল সূক্ষ্ম বহু সূত্র সৃজন করত নানা প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করাতে সাধারণের কিরূপ উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই……প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে।

শিল্পবিদ্যায় ছাপা যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে সাধারণের জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধি কিরূপ উত্তম উপায় হইয়াছে তাহা ক্ষণকাল চিন্তা করিলে আমারদিগের অন্তঃকরণে অপর্য্যাপ্ত আনন্দের উৎপত্তি হইতে থাকে, এই ছাপা যন্ত্রের দ্বারা বিদ্বান্ লোকদিগের উপদেশ সমস্ত চিরকাল জাগরূক রহিতেছে, এবং একদেশীয় বিদ্যা অপরদেশীয় লোকদিগের বোধ-গম্য হইতেছে এবং সকলে মনের ভাব ও অভিপ্রায়াদি সাধারণকে বিজ্ঞাপন করিতে ক্ষমতাপন্ন হইয়াছেন।

জাহাজ নির্ম্মাণ করা শিল্পবিদ্যার এক প্রধান ক্ষমতা স্বীকার করিতে হইবেক, বনের কাষ্ঠ সংগ্রহ করতঃ বুদ্ধির দ্বারা তাহা জলধি পারাপার গমনোপযোগী করা মনুষ্য বুদ্ধির কি চমৎকার কৌশল, এ জাহাজ দ্বারা বাণিজ্য কার্য্য ধার্য্য হওয়াতে ইংরাজ প্রভৃতি সভ্য জাতিরা লভ্য প্রত্যাশায় অপার সমুদ্র পারে গমন করত বহু জাতির সহিত প্রণয় ভাবে বদ্ধ হইয়াছেন।

আমরা যদি নিরপেক্ষরূপে পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করি তবে

তৎক্ষণাৎ বিবেচনার দ্বারা এমন প্রতীতি হয় যে কেবল শিল্প বিদ্যার সমূহ অনুষ্ঠান দ্বারা এই বিস্তৃত জগতে সকল দ্রব্য আমারদিগের ব্যবহারোপযোগী হইয়াছে, এবং সাংসারিক ব্যাপারে নানাবিধ সুখ সচ্ছন্দতা লব্ধ হইতেছে, অতএব জগদীশ্বর যখন পৃথিবীকে সৃজন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার এমত অভিপ্রায় ছিল যে আপন সৃজিত পদার্থ সকল মনুষ্য দিগের পরিশ্রমে ও বুদ্ধির কৌশলে শিল্পবিদ্যার দ্বারা আহার ও ব্যবহারোপযোগী যথা নিয়মে জগত রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম ধার্য্য করিবেক এবং মনুষ্য মণ্ডলী যত বুদ্ধির কৌশল করিবেক ততই পরস্পর অধিকতর সুখ সম্ভোগ করিতে পারিবেক।

পূর্ব্বে যে সকল জাতি অতিশয় অসভ্য ছিলেন তাঁহারা পরমেশ্বরের অসীম রচনার এই চমৎকার কৌশল অবধারণ করিতে পারেন নাই, কেবল ক্ষুধার উদ্রেক হইলে বনফল ভক্ষণ ও তৃষ্ণায় কাতর হইলে নদী ও ঝরনা বিশেষের জল পান ও নিদ্রায় অবসন্ন হইলে বৃক্ষমূলে ভূমিতলে শয়ন করতঃ সময় সম্বরণ করিয়াছেন, কিন্তু এই ক্ষণে কালক্রমে বিদ্যা··· মনুষ্য হৃদয়স্থিত অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ হওয়াতে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে পরমেশ্বরের পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্য অবধারণ করতঃ শিল্প কার্য্যের দ্বারা পৃথিবী মণ্ডলে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি করিতেছেন, এবং সর্ব্ব ব্যাপারে সকল বিধায়ে শিল্প বিদ্যার বলকৌশল বিস্তার করতঃ জীব সমাজে অগ্রগণ্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ পাঠে পাঠক মহাশয়দিগের বিলক্ষণ প্রত্যয় হইবেক যে শিল্পবিদ্যার আধিক্য ব্যতীত অবনীর সুখ সৌভাগ্য কদাচ করস্থ হয় না, অতএব যে উপায় দ্বারা শিল্পবিদ্যার আধিক্য হয় সেই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অনুরাগ প্রকাশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, এই নগর মধ্যে শিল্পবিদ্যার উপদেশ প্রদানার্থ মিকানিক ইনিষ্টিটিউশান নামক এক সভা হইয়াছিল এবং সুপ্রীমকোর্টের দ্বিতীয় বিচারপতি শ্রীযুত স্যার জন পিটর গ্র্যাণ্ট প্রভৃতি অনেকানেক সম্ভ্রান্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাতে নিযুক্ত ছিলেন, ও প্রধান ২ বিদ্বান ব্যক্তিরা তথায় উপস্থিত হইয়া বিনাবেতনে সাধারণের প্রতি উপদেশ প্রদান করিতেন, কিছুদিন পরে ঐ মহৎ সভা সাধারণের অনুরাগ বিরহে একেবারে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য পৃথিবীস্থ তাবজ্জাতি যে বিদ্যার দ্বারা অসাধ্য সাধনায় কৃত কার্য্য হইতেছেন কলিকাতাস্থ লোকেরা কি কারণ সেই মহাবিদ্যা প্রকাশিকা সভার প্রতি অনুরাগ শূন্য হইলেন আমরা বুদ্ধির দ্বারা তাহার মর্ম্মাবধারণে নিতান্ত অক্ষম হইতেছি, মিকানিক ইনিষ্টিটিউশানের সভার দ্বারা সমুদয় মনুষ্যদিগের যেরূপ উপকার হইতেছিল তাহা তাহার কার্য্যবিবরণে সকলে জ্ঞাত আছেন, বিশেষতঃ ঐ সভার প্রস্তাব সর্ব্বদাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, অতএব পাঠক মহাশয়েরা দেখুন, এতদ্দেশীয় লোকেরা কেবল আলস্যের অনুগামি হইয়া সর্ব্বারাধ্য শিল্পবিদ্যার অনাদর করিতেছেন।

অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের এই এক চমৎকার স্বভাব যে, তাঁহারা অল্প অর্থের মুখ দেখিতে পাইলেই বাবু হইয়া পড়েন এবং সর্ব্বদা গোলবালিসে ঠেস্ দিয়া আলস্যের সহিত

গলাগলি প্রেম করিতে থাকেন, তাহারা যদি অর্থ পাইলে পরিশ্রমের কার্য্যে অনুরাগি হন তবে এই দেশ পৃথিবী মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত ও প্রধান হইতে পারে, পরমেশ্বরের অনুকম্পায় স্বাভাবিক নিয়মে এই দেশের উদ্যান ক্ষেত্রে ও পর্ব্বত কান্তারে এবং রত্নাকরাদি জলাশয়ে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় আমরা যদি শিল্প কার্য্যের দ্বারা তত্তাবৎ নানাবিধ প্রকারে আহার ও ব্যবহারের অধীন করিতে পারি তবে আমাদিগের আহার ও পরিচ্ছদ উৎকৃষ্ট হয়, তাহার প্রমাণ ইংরাজরা এই দেশ হইতে রেশম লইয়া যান এবং শিল্পবিদ্যার অনুরাগে তদ্দ্বারা শাটিন ও মকমলে প্রভৃতি অতি সুদৃশ্য মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করেন এবং আমরা প্রয়োজন মতে তাহাই ক্রয় করত দেহ শোভিত করি, এতদ্দেশীয় মহাশয়েরা যদি ইংরাজদিগের ন্যায় শাটিন প্রস্তুত করিবার উপায় শিক্ষা করত এতদ্দেশে তাহা প্রস্তুত করেন তবে আমাদিগের বিস্তর উপকার হয়, কিন্তু তাহাদিগের এমত বিবেচনা যে তাঁহারা শিল্পবিদ্যায় লিপ্ত হওয়া অপমান বোধ করেন, কি আশ্চর্য্য, যে বিদ্যার জন্য মনুষ্য সাংসারিক কার্য্যের পরমোপকারক হন, তাঁহারা সেই বিদ্যার অনুশীলনকে অপমানের কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন, অতএব আমাদিগের নিতান্ত অভিলাষ দেশীয় মহাশয়েরা আমারদিগের এই আক্ষেপজনক সদুপদেশে বিরক্ত হইবেন না, আমরা তাঁহারদিগকে কেবল শিল্পবিদ্যা অনুশীলন নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি, এবং মিকানিক ইনষ্টিটিউশন নামক সভা পুনঃস্থাপন বিষয়ে মনোযোগিকরণার্থে এই বিষয়ে ক্রমশঃ লিখিতে প্রবৃত্ত হইব।

সম্পাদকীয়। ৭. ৪. ১২৫৪। ২২. ৭. ১৮৪৭

মেদিনীপুরের স্কুলের ছাত্র বাবু তারিণীচরণ চৌধুরী এতদ্দেশের অবস্থা বিষয়ে যে এক পত্র প্রেরণ করেন তাহা অদ্যতনী প্রভাকর পত্রের ছাত্রীয় শ্রেণী মধ্যে প্রকটিত হইল, পাঠকবর্গ অবলোকন করিবেন, তারিণী বাবু স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে শিল্পকর্ম্মে এবং বিদেশীয় বাণিজ্যকার্য্যে অনুরাগি হইতে অনুরোধ করাতে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম; আমরা পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গে বিস্তর লিখিয়াছি, কিন্তু লেখার দ্বারা কোন ফলোদয় হওনের সম্ভাবনা দেখিতে পাই না, কারণ অস্মদ্দেশীয় লোকেরা মনের মধ্যে এমত ঠিক দিয়া রাখিয়াছেন যে, পরিশ্রমের নাম দুঃখ এবং আলস্যের নাম সুখ, সুতরাং যাঁহারা বিনাপরিশ্রমে অন্নদাস হইয়া অথবা যৎকিঞ্চিত উপস্বত্ব পাইয়া ঘরে বসিয়া কেবল বংশ বৃদ্ধি করিতে পারিলেই সুখ জ্ঞান করেন আমরা তাহার দিগ্যে কি কথা উল্লেখ করিব বিবেচনা করিতে পারি না, দেশের লোক এরূপ না হইলে দেশের অবস্থাই বা কিরূপে এমত কদর্য্য হইবেক, বিদেশের বাণিজ্য দূরে থাকুক, দেশের বাণিজ্যে মনোযোগি হইলেই রক্ষা পাই, জাহাজে চড়া (বাপ্‌রে) অনেক দূরের কথা, কালনা, মুর্শিদাবাদ, রামপুর ইত্যাদি স্থানে দেশজাত দ্রব্যের বাণিজ্য কয়েক জন ভদ্রসন্তান করিয়া থাকেন? যাহাদের কিঞ্চিত অর্থ আছে সাহেবকেনা রোগেই তাঁহারদিগের সর্ব্বনাশ হয়, সেই টাকায় যদি আপনারা স্বাধীন রূপে ব্যবসা করেন তবে কত

সম্মান কত সৌভাগ্য হইতে পারে, তাহা না করিয়া বাবুজিরা এক ২টা সাহেব কিনিয়া বসেন, সে সকল সাহেব যখন এদেশে আইসেন, তখন তাঁহারদিগের ঐশ্বর্য্যের কথা কি বলিব, এক ছেঁড়া টুপি, পচা কাপড়ের জ্যাকেট পাণ্টুলন এবং এক কাঁচের টম্বল সম্বল মাত্র, কৌশল ক্রমে কোন ব্যবসা ফাঁদিয়া বাবু কাড়িতে পারিলেই কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার আর আধিপত্যের সীমা থাকে না, তখন প্রকৃত এক কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে হইয়া উঠেন, মেজাজের কথা কি জানাইব, মূর্ত্তি দেখিলেই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিতে হয়, ঘোড়া, গাড়ি, সহিস, বেহারা, খানসামা, ইত্যাদির ধূম পড়িয়া যায়, আমরা কি মূর্খ, আর সাহেবেরা কি চতুর, আমারদিগের টাকায় ও আমারদিগের পরিশ্রমে সৌভাগ্য করিয়া, আবার কথায় ২ আমারদিগ্যেই "রাস্কেল বলে, ঘুসি মারে, চক্ষুঃ রাঙ্গায়" যখন কিছু থাকে না তখন কত তোষামোদ করে, পরে হৃষ্টপুষ্ট হইলেই, "ডেম, বগর, লায়ার বেঙ্গালিস" ভিন্ন আর কোন কথা শুনা যায় না, এই প্রকারে ইংরাজেরা আমাদের কল্যাণে বিলক্ষণ সুখ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, আমরা চিরকাল যে নফ্‌রা সে নফ্‌রাই আছি, অনেক সাহেব কাড়া বাবুকে দেখিতে পাই কহেন, "সাহেবের এখন বড় মেজাজ গরম রহিয়াছে, কাছে যাওয়া হইবে না" কেন হে বাপু এত ভয় কেন, তোমার টাকা আছে, মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হইয়াছে, জগদীশ্বর মন ও ইন্দ্রিয় সকাল প্রদান করিয়াছেন, তোমার এমন অধীনতা স্বীকার করিয়া জুতার তলে থাকিয়া গোলামি করনের আবশ্যক কি? স্বাধীনরূপে মানবের যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাই করহ।

পরন্তু কোন কোন বাবু সিপমেণ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে কেহ ২ দুই এককার কিছু ২ পাইয়াছেন, নচেৎ প্রায় মূলে হাবাৎ হইয়া থাকে, সিপমেণ্ট করা আর কুফন্ খেলা দুই তুল্য, যেমন কুফনের দস্তিদার প্রথমে দুই এক হাত জেতাইয়া দিয়া পরিশেষে সর্ব্বস্ব লয়, সেইরূপ হৌসওয়ালারাও প্রথমে কিঞ্চিৎ লাভ দেখাইয়া পরে ঝুলি কাঁথা যাহা থাকে সমুদয় লয়েন, শুনিতে পাই অনেক ইংরাজ দুই তিন প্রকার বিল আব্‌সেল করেন, বিবেচনা করুন এইরূপ সিপমেণ্ট করিয়া কি লভ্য হয়, বিলাতে যাইতে না পার, সিলন, শিঙ্গাপুর, মরিচোপদ্বীপ, বোম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি যে সকল স্থানে হিন্দুর বসতি আছে সেই সেই স্থানে আপনারা গমন করহ, কিম্বা আপনারদিগের এক এক জন হিন্দু প্রতিনিধি প্রেরণ করহ, তাহা হইলেই সর্ব্বতোভাবে সুখ লাভের সম্ভাবনা হইবেক, গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ থাকিলে কিছুই হয় না, গণ্ডির বাহিরে কি আছে দেখিতে হয়, যখন গঙ্গায় স্নান কালীন জাহাজের ঢেউ আসিয়া গায়ে জল লাগিলে জাতি যায়, তখন জাহাজে চড়িয়া বিলাত যাওয়া কখনই হইতে পারে না, জাহাজে চড়িবার প্রতিবন্ধকতা কি? কেবল ম্লেচ্ছ দাঁড়ি মাঝি ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না, তাহাদিগের সহবাসে আহারাদি হইলে জাতি যাইবেক, এই প্রতিবন্ধকতা নিবারণ নিমিত্ত আমরা দেশের সকলকে অনেক বার অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা নাবিক বিদ্যায় অনুশীলন

করিয়া হিন্দু দাঁড়ি মাঝি নিযুক্ত করুন, তাহাতে আর কোন ব্যাঘাত হইবেক না, এপর্য্যন্ত কোন মহাশয় এ বিষয়ে মনোযোগি হইলেন না, যাহাতে দেশের পরমোপকার হয় তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই, যুবকদলেরা শুদ্ধ কতকগুলীন ইতর বিষয় লইয়া হই ২ করিতে থাকেন, নানাবিধ পুরাবৃত্ত দ্বারা এরূপ সকল প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, পূর্ব্বতন হিন্দুরা জাহাজারোহণ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছভূমি প্রভৃতি নানাদেশে বাণিজ্য ও যুদ্ধোপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন, একত্র আহারে ও বিজাতীয় লোকের রন্ধনে অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজনেই জাতি ভ্রষ্ট হইতে পারে, নদীর জলপানে, তণ্ডুল, লবণ, মৎস্যাদি কিনিয়া পাক করিয়া ভক্ষণে এবং মৃত্তিকাস্পর্শে জাতিচ্যুত হইবার বিষয় কি? অতএব জাহাজ সঞ্চালনে যাহাতে সুশিক্ষিত হওয়া যায়, অগ্রে তদর্থেই যত্ন করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে।

কতকগুলী প্রচলিত শিল্প কর্ম্মে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে ভদ্র সন্তানেরা রত হওয়াতে দেশের মধ্যে দুঃখের আধিক্য হইতেছে, এবং ইতর লোকেরা ঐ সমস্ত কার্য্যে নিযুক্ত থাকাতে বিশিষ্ট লোক অপেক্ষা তাহারা সচ্ছন্দে কালক্ষয় করিতেছে, যে সমস্ত ভদ্র যুবকেরা বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই কর্ম্মপ্রাপ্ত হয়েন না, ইহার কারণ পদের সংখ্যা অতি অল্প, কর্ম্মির সংখ্যা অনেক অধিক, সুতরাং প্রচলিত শিল্পকার্য্য ও সামান্য সামান্য ২ বাণিজ্য কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জনে অনুরক্ত হইলে কখনই ক্লেশ হইত না, অনায়াসেই সকলে সংসার প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইতেন।

পরন্তু শিল্প ও বিজ্ঞান বিদ্যায় যে সকল অংশ অতিশয় গুরুতর তাহা শিক্ষার জন্য এদেশে অদ্যাবধি একটাও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইল না। আমারদিগের রাজ পুরুষেরা মুখে কত কথা কহেন, কর্ম্মে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না, সাইন্স বিদ্যায় উপদেশ প্রদানার্থে ইউনিবর্সিটি স্থাপন করিবেন কহিলেন, এক্ষণে তাহার আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, বরং হিতে বিপরীত হইল, কারণ হিন্দু কলেজে গাহনা বাজানার শিক্ষা দিতেছেন, ইহাতে যথার্থ বিদ্যার বিনিময়ে ছাত্রদের অগাধ বিদ্যা হইয়া উঠিবেক, কারণ ঐ বিদ্যা শুদ্ধ অবিদ্যা সম্ভোগের আমোদ বাড়াইবে, সংপ্রতি গবর্ণমেণ্টের দশা এই হইল, আবার দেশস্থ লোকেরা যে সকল পাঠশালা করেন তাহাতেও কোন উপকার হয় না, কারণ সর্বত্রই শিক্ষার একরূপ নীতি, এবং একরূপ পুস্তক, ইহাতে কি হইতে পারে, একমাত্র আস্বাদ গ্রহণ ভিন্ন, যেহেতু ইংরাজী সেক্সপিয়ার পড়িয়া যে সুখ, সংস্কৃত রঘু, বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর পারস্য বাহারদানেস পড়িয়াও সেই সুখ, সুদ্ধ ভাষার ভিন্নতা, আস্বাদনের ভিন্নতা, প্রায় নাইই, অতএব বিজ্ঞান বিদ্যার প্রাদুর্ভাব না হইলে কোন রূপেই দেশের মঙ্গল সম্ভাবনা নাই, তদ্ব্যতীত বর্ত্তমান নিয়মে বিদ্বানের দল যত বৃদ্ধি হইবেক, ততই দুঃখের শরীর বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক, তাহার প্রমাণ পদের স্বল্পতা, আশ্চর্য্য দেখুন একজন অক্ষরজীবির আবশ্যক স্থলে সহস্র ব্যক্তি আসিয়া আবেদন পত্র অর্পণ করেন, কিন্তু এক জন সেবকের প্রয়োজন হইলে দ্বিগুণ বেতন দিয়া মাতা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না,

কারণ ইতর জাতিরা তিন প্রকারে উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, কতকগুলি লোক যৎকিঞ্চিত ইংরাজী শিখিয়া অল্প বেতনে কেরাণীগিরি ইত্যাদি কর্ম্ম করিতেছে, অবশিষ্ট প্রায় সকলে সম্ভব মত ব্যবসা ও শিল্প কর্ম্মে সুখে প্রতিপালিত হইতেছে।

তারিণীবাবু কোম্পানীর কাগজে ভীত হইয়া ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের পুনর্ব্বার চার্টার প্রাপনের কথা বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন, এইস্থলে আমরা তাহাতে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করি না, স্বাবকাশ স্বতন্ত্র রূপে লিখিব।

বিজ্ঞাপন। ১৮. ১২. ১২৫৪। ৩০. ৩. ১৮৪৮

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কালেক্টরী আফিসের নিমিত্ত ২৫ পঁচিশ জন কালেকটিং সরকার অর্থাৎ কর সংগ্রাহক কর্ম্মকারকের প্রয়োজন হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকে প্রতি মাসে কোম্পানীর ১৫ টাকার হিসাবে বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

যে সকল ব্যক্তি ঐ কার্য্য করণের প্রার্থনা করেন তাঁহারদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে জামিন স্বরূপ আমার হস্তে ৫০০ পাচশত টাকার মূল্যের কোম্পানীর কাগজ অথবা গবর্ণমেণ্টের গ্রাহ্য করা কোন প্রকার টাকার প্রতিভূপত্র কিম্বা নগদ টাকা গচ্ছিত রাখিতে হইবেক, ঐ টাকা তাঁহারদিগের উপযুক্ত রূপে কর্ম্ম করণের প্রতিভূস্বরূপ হইবেক, এবং তাঁহারদিগের এই আফিসের নিয়ম সকল প্রতিপালন পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে হইবেক, ঐ কর্ম্মাকাঙ্ক্ষিদিগের আবেদন পত্র সকল আট দিবস পর্য্যন্ত গ্রহণ করা যাইবেক, তাঁহারা ঐ অষ্টাহকাল প্রতি দিবস পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১১ ঘটিকার অবধি অপরাহ্ণ বেলা দুই প্রহর চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে আফিসে উপস্থিত হইয়া তত্তাবৎ প্রদান করিবেন।

কমিস্যনর্স অফিস।
নং ১১ স্পেলেনেডরো।
কলিকাতা।
২৯ মার্চ্চ ১৮৪৮।

D. Mokerjee
Collector of Assesment.
ডি মুখোপাধ্যায়
কালেক্টার অফ্ এশেস্‌মেণ্ট।*

সম্পাদকীয় (উপ)। ২২. ১২. ১২৫৪। ৩. ৪. ১৮৪৮

কলিকাতা নগরীর শোভাবৃদ্ধিকারক কমিস্যনর মহাশয়েরা আপনারদিগের অধীনস্থ কার্য্যসকল নির্ব্বাহ নিমিত্ত অতি উত্তম নিয়মাদি নিরূপণ করিয়াছেন, আমরা বোধ করি কালেক্টর আফিসে ভবিষ্যতে আর কোন প্রতারণা বা চুরির ব্যাপার হইবেক না, তাঁহারা কালেক্টরের পদে চারিশত টাকা একজন উপযুক্ত এতদ্দেশীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে মনোনীত করাতে আমারদিগের নিশ্চিত বোধ হইতেছে, যে তাঁহারা বেতনাদি বিষয়ে অধিক টাকা ব্যয় করিবেন না, নানাবিধ প্রকার টেক্সের দ্বারা যে টাকা উৎপন্ন

* [এই বিজ্ঞাপনটি "সংবাদ প্রভাকর" সংখ্যা ৩০৭৯ হইতে ৩০৮৬ সংখ্যা প্রত্যহ রহিয়াছে।]

হইবেক তাহার অধিকাংশই নগরের শোভাবর্দ্ধন কার্য্যে ব্যয় করিবেন, সুতরাং তাহারদিগের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের নিয়মানুরূপ কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু গত গুরুবার দিবসাদির পত্রে শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাক্ষরিত যে এক বিজ্ঞাপন পত্র প্রকাশিত হইতেছে, তৎপাঠে অনেকেই সন্দিগ্ধ হইবেন, যে হেতু যে সকল ব্যক্তি টেক্স সংগ্রাহক সরকাররূপে নিযুক্ত হইবেন তাঁহারদিগের প্রতিভূ স্বরূপ কালেক্টর মহাশয় পাঁচ শত টাকা গচ্ছিত লইবেন, এবং প্রত্যেক সরকারকে ১৫৲ টাকা মাসিক বেতন দিবেন, কমিস্যনর মহাশয়েরা সরকারদিগের বেতন বৃদ্ধি করণের নিয়ম করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ নিয়ম প্রচলিত হওনের বিষয়ে আমারদিগের সংশয় জন্মিয়াছে, কারণ যে ব্যক্তি অনায়াসে ৫০০৲ টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারেন তিনি যে টাকা আদায় করণের সামান্য কার্য্য স্বীকার করেন এমত বোধ হয় না, অধুনা সময় অতি মন্দ হইয়াছে, হৌস সকল ফেইল হওয়াতে অনেক ব্যক্তি কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে ইহাতে কি হয় বলা যায় না, যাহা হউক কমিস্যনর মহাশয়েরা সরকারদিগের নিকট হইতে প্রতিভূ স্বরূপ অর্থ গ্রহণের নিয়ম চলিত করিতে পারেন তবে তাঁহারদিগের কার্য্যের নির্ব্বাহ করণের বিশেষ সুশৃঙ্খলা হইতে পারিবেক, কোন প্রতারক ব্যক্তি কালেক্টরী আফিসে প্রবিষ্ট হইতে পারিবেক না।

গবর্ণমেণ্ট কমিস্যনরদিগের ক্ষমতামূলক যে নিয়মপত্র নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার স্থূল বিবরণ আমরা পাঠক মহাশয়দিগ্যে পূর্ব্বে বিদিত করিয়াছি, কিন্তু তাঁহারদিগের অধীনে কত ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেক এবং তাঁহারা কিরূপ নিয়মেই বা মাসিক বেতন পাইবেন তদ্বিশেষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কিছুই নিরূপিত হয় নাই, কমিস্যনর মহাশয়েরা যে সকল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতেছেন তাহারদিগের বেতনের বিষয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতির প্রতি প্রতীক্ষিত থাকিতেছে, যাহা হউক কমিস্যনরদিগের কার্য্যের দ্বারা অস্মদাদির বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে বেতন বিষয়ে ব্যয় বৃদ্ধি করিতে তাঁহারদিগের মানস নাই, তাঁহারা আপনাপন অধীনস্থ কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য যত কর্ম্মকারক নিযুক্ত করিবেন এবং যেরূপ নিয়মে তাঁহারদিগ্যে বেতন দিবেন তাহার এক নির্দ্দিষ্ট ফর্দ্দ প্রস্তুত করতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেই গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি নানা বিষয়ের টেক্স আদায়ের কার্য্য আরম্ভ হইবেক এবং কমিস্যনরগণ নগরের শোভাবৃদ্ধি করণের কার্য্যেও বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

•

সম্পাদকীয়। ২. ৩. ১২৫৫

নীলকর সাহেবেরা প্রজাদিগ্যে যেরূপ ক্লেশ দিয়া থাকেন সাধারণে তাহা বিশেষরূপেই জ্ঞাত আছেন, যে ব্যক্তি নীলের দাদন গ্রহণ করে তাহার ক্লেশের সীমা থাকে না, সে বহু লোকের তাড়নায় বহু ব্যক্তিকে পূজা করিতে বাধ্য হয়, তাহাতে তাহার যথা সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, নির্দ্দোষি লোকদিগের প্রতি নীলকরেরা কত প্রকার দৌরাত্ম্য করেন

তাহার সংখ্যা করা যায় না, মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের নিকট নীলকর সাহেবের অত্যাচার ঘটিত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে সুবিচার হয় না, যেহেতু প্রজারা হুজুরকে জুজুর অপেক্ষা অধিক ভয় করে, সুতরাং তাঁহার সমীপস্থ হইয়া সকল বিষয় জ্ঞাত করিতে অক্ষম হয়, কেবল আমলাদিগ্যেই হর্ত্তাকর্ত্তা বোধ করে, কিন্তু নীলকরদিগের মধ্যে অনেকেই মাজিষ্ট্রেট বিশেষের হস্ত ধরিয়া সেকেহ্যান করেন, এবং মাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত কোন ২ নীলকরের আলাপ ও কুটুম্বিতা আছে, বিশেষত জিলার কর্ত্তা সাহেবেরা শিকারার্থ কোন বনে গমন করিলে নীলের কুঠিতেই উপস্থিত হয়েন, তথা হইতে হস্তি, কুক্কুর ইত্যাদি গ্রহণ করেন, এবং আহারাদিও করিয়া থাকেন, সুতরাং নীলকরেরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে ঘরের লোক বোধ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারদিগের পক্ষেই জয়লব্ধ হইয়া থাকে, এ কারণ আমরা…লিখিয়াছিলাম যে ১৮৪১ সালের ৩১ আইন দ্বারা মাজিষ্ট্রেটগণ প্রজাদিগ্যে ১৫ দিবসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ ও উর্দ্ধ সংখ্যা ৫০ টাকা দণ্ড করণের যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার আপীল হওনের বিধি হইলে উত্তম হয়, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উল্লেখিত দণ্ড বিধান সময়ে যদ্যপি কোন প্রকার অবিচার করেন আপীলের বিচারে তাহা সংশোধন হইতে পারে, বিচারকার্য্য উপযুক্তরূপে নির্ব্বাহ হয় ;…………

সম্পাদকীয়। ২০. ১. ১২৫৭। ১. ৫. ১৮৫০

ব্রিটিসজাতি এ দেশের যথার্থ হিতকারি কি না সংপ্রতি এই প্রস্তাব লইয়া অনেকেই বাদানুবাদ করিয়া থাকেন, এবং কেহ বা ইহার অনুকূলে এবং কেহ বা ইহার প্রতিকূলে অভিমত ব্যক্ত করেন, ফলতঃ সুক্ষ্মদর্শি বিজ্ঞ লোকেরা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে ব্রিটিসজাতি এই দেশ অধিকার করাতে নানা বিষয়ে আমরা উপকার প্রাপ্ত হইতেছি তাঁহারা প্রজার ধনপ্রাণ রক্ষা জন্য শান্তি কার্য্যের বিশেষ সুশৃঙ্খলতা করিয়াছেন, দেশকে বিবিধ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক ২ খণ্ডের তত্তাবধারণ নিমিত্ত মাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার সহকারী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, দারোগা বক্সি প্রহরি ইত্যাদি অনেক লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।…এতদ্ভিন্ন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের সৎকার্য্য অনেক আছে, সকল স্থান গমনাগমন করণের উত্তম পথ, স্থানে ২ জলাশয় ও সরাই করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পথিকদিগের বিস্তর উপকার হইয়াছে,… আর ডাক গমনাগমনের নিয়মও সামান্য লভ্যজনক নহে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট প্রজার বিদ্যানুশীলন নিমিত্তও অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন, স্থানে ২ বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক বিদ্যালয় সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন, তথায় বহু বালক যত্নপূর্ব্বক বিদ্যারত্ন উপার্জ্জন করিয়া দেশের মূর্খতাকে বিনাশ করিতেছে এইরূপ ব্রিটিস রাজপুরুষদিগের শত ২ গুণ আছে, তৎসমুদয় একত্র লিখিতে হইলে আমারদিগের দুই সপ্তাহের পত্রেও স্থানের সংকীর্ণতা হয় …এই স্থলে আমারদিগের অবশ্য এমত বিবেচনা করিতে হইবেক যে রাজপুরুষদিগের প্রাগুক্ত কার্য্যসকল এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের যথার্থ সুখ প্রতিপাদক কি না ?

ফলতঃ বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিলে এইমাত্র নিশ্চয় হইতে পারে যে ব্রিটিসজাতি এই সুবর্ণ ভূমি ভারতবর্ষ হইতে যেরূপ উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন সেই পরিমাণে কিছুমাত্র উপকার বিতরণ করেন নাই।

ভূমিকর, ষ্টাম্পের কর, আদালতের খরচা, লবণের কর, আফিমের কর, বাণিজ্য দ্রব্যের মাস্থল ইত্যাদি নানা উপায় দ্বারা যে বিপুলার্থ উপার্জ্জন হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশ গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রধান ২ কর্ম্মকারকগণ ও তাঁহারদিগের জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের উদরেই যায়, যিনি সিবিল পদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আগমন করতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে অধ্যয়ন করেন তিনি আপনার নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত প্রতিমাসে ২৫০।৩০০ টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি মুনসেফি পদে অভিষিক্ত হইয়া বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারদিগের মাসিক বেতন কোম্পানীর ১০০ একশত টাকার অধিক নহে, তাহা হইতেই তাঁহারদিগকে নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ ও পদোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে হয়…কিন্তু সিবিলয়ন সাহেবেরা ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ হইতে বহিষ্কৃত হইলেই আমারদিগের ধনপ্রাণের কর্ত্তা হইয়া বসেন, বিক্রমের সীমা থাকে না…এইরূপে এদেশের অনেক টাকা সিবিলদিগের গর্ভেই যায়, এতদ্ভিন্ন মিলিটরী অর্থাৎ সেনাদিগের ব্যয় ও জাহাজ বিষয়ক ব্যয় আছে তাহাতেও ইংরাজরা অনেক টাকা পাইয়া থাকেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে সিপাহী ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি তাহার অংশ প্রাপ্ত হয় না, রাজপুরুষদিগের এইরূপ কার্য্য দ্বারা আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে তাঁহারা এতদ্দেশীয় প্রজাপুঞ্জের সৌভাগ্য লইয়া স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের উপকার করণে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, …বিলাতের প্রধান কর্ম্মচারি সাহেবেরা টাকার নিমিত্ত এদেশের ধনাগারের উপর রাশি ২ হুণ্ডি প্রেরণ করিতেছে, রাজপুরুষেরা যদি বিবেচনারূপ মার্জ্জিত মুকুরে আপনারদিগের ব্যবহার বদনাবলোকন করেন, আর ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া এতদ্দেশীয় জনগণের উপকার বর্দ্ধনে যত্নশীল হয়েন তবে এ প্রকার অর্থাহরণ কোনমতেই সম্ভবপর হইতে পারে না।

পরন্তু ষ্টাম্পের কর, লবণের ও আফিমের একচেটিয়া বাণিজ্য ইত্যাদি উপায় যাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহা কোনমতেই রাজনীতি সিদ্ধ বলিয়া বাচ্য হইতে পারে না, কারণ একে রাজার বাণিজ্য করাই অন্যায় ও অনীতি সূচক তাহাতে আবার একচেটিয়ারূপে বাণিজ্য করা কতবড় অন্যায় তাহা বিজ্ঞ মণ্ডলী বিবেচনা করিবেন, অতএব যে রাজা স্বীয় শক্তি প্রচার পূর্ব্বক একচেটিয়া বাণিজ্য করেন সেই রাজা কিরূপে প্রজার যথার্থ হিত বর্দ্ধকরূপে গণ্য হইতে পারেন এইস্থলে আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে ব্রিটিস রাজপুরুষেরা যদ্যপি এই দেশ হইতে অর্থ গ্রহণ করণ পরিত্যাগ করেন ও সিবিলিয়ানদিগের বেতন কর্ত্তন করিয়া দেন ও ঘৃণিত একচেটিয়া বাণিজ্য পরিত্যাগ করেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের পদোন্নতি করিয়া দেন ও সাধারণের হিতবর্দ্ধনে বিহিত যত্ন ও অনুরাগ করেন তবে তাঁহারা এই ভারতবর্ষের যথার্থ হিতকারি বন্ধু বলিয়া গণ্য হইতে পারেন।

সম্পাদকীয়। ৬. ১১. ১২৫৭। ১৭. ২. ১৮৫১

রাজা হিতাহিত বিবেচনাবিহীন হইয়া ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে প্রজাপুঞ্জের পরিতাপের পরিসীমা থাকে না, আমারদিগের খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্ট আপনারদিগকে সুসভ্য, সুবিচারক এবং প্রজা হিতৈষি বলিয়া যে অভিমান করেন আপনারাই আপনারদিগের কার্য্যদ্বারা পুনঃ ২ সেই অভিমানের অপমান করিতেছেন, যদিও পাঠকেরা ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত আছেন তথাচ অদ্য আর একটি নিদর্শন প্রদর্শন করুন।

রাজকীয় বিজ্ঞাপনপত্রে এক নূতন আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকটিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য গাড়ী ঘোড়ার টেক্স রহিত করত বাটীর কর বৃদ্ধি করিবেন, তদ্বিশেষ যথা।

যে বাটীর মাসিক ভাড়া ৩ টাকার উর্দ্ধ এবং ২০ টাকার ন্যূন তাহার শৎকরা ৫।০ হিসাবে, যে বাটীর ভাড়া ২০ টাকার উর্দ্ধ অথচ ৬০ টাকাব অনূর্দ্ধ তাহার শৎকরা ৬।০ টাকার হিসাবে, যে বাটীর ভাড়া ৬০ টাকার উর্দ্ধ তাহার শৎকরা ৭।০ টাকার হিসাবে টেক্স ধার্য্য হইবেক এবং যে বাটীর ভাড়া ৩ টাকার ন্যূন তাহার টেক্স মাত্র গৃহীত হইবেক না।

এই নিয়ম কি নিয়মমতে যথার্থ রাজ নিয়ম বলিয়া বাচ্য হইতে পারে? গাড়ী ঘোড়ার দৌরাত্ম্যেই পথ ঘাট সকল সর্ব্বদাই অপরিষ্কৃত এবং অপবিত্র হইয়া থাকে, তাহার কর এককালীন উত্তোলিত হইল, বাটী, যাহার দ্বারা এই নগরের বিশেষ শোভা এবং যাহার অধ্যক্ষেরা এই নগরের চিরস্থিত প্রজা সেই বাটীর কর বৃদ্ধি করত সেই প্রজাদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, ইহা প্রকৃত রাজধর্ম্মই বটে! এইক্ষণে যেরূপ টেক্স নির্দ্দিষ্ট আছে একে তো তাহাই অধিক, তাহার উপর আবার এরূপ বৃদ্ধি হইলে উক্ত ব্যবস্থাকে ব্যবস্থা না বলিয়া অবস্থা উপাধি প্রদান করিতে হইবেক। বণিকেরা শকটযোগে বাণিজ্য দ্বারা লভ্য করিবেন, ধনি সাহেবেরা গাড়ী ঘোড়া মারিয়া বাবুআনা করিবেন, বাটীর অধ্যক্ষরা ভিক্ষার ঝুলি বিক্রয় করিয়া রাস্তা মেরামতের খরচ দিবেন, ধন্য আইন, কতকগুলীন্ ইংরাজ লোকের কুপরামর্শে এতন্নূতন ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহারদের কি? লোক কথায় কহে "ন্যাংটার নাই বাট্পাড়ের ভয়" সাহেবেরা বাঙ্গালিদিগের ভাড়াটিয়া ভবনে বাস করিয়া নবাবি করেন, গাড়ীর টেক্স পাকেট্ হইতে দিতে হইত, বাড়ীর টেক্স বৃদ্ধি হইলে পরের মাতায় কাঁটাল রাখিয়া অনায়াসেই সেই কোষ খাইবেন, ইহার বাড়া তাঁহারদের সুখের বিষয় কি আছে? যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে হবাচন্দ্র রাজা গবাচন্দ্র পাত্রের কথা শ্রুত·ছিলাম, এইক্ষণে কার্য্যে তাহা দৃশ্য হইতেছে।

এইক্ষণে আমরা গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগ্যে সাধুবাদ প্রদান করি, তাহারা দুইদিন মাত্র গাড়ী বন্দ করিয়া রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণ এমত চঞ্চল করিল যে বিধিদর্শি বিধিদাতারা বিধির বিধি খণ্ডনের ন্যায় অবিধি করিয়া বসিলেন, আমরা চিরকাল ন্যায্য বিষয়ে লেখনী ধরিয়া এপর্য্যন্ত তাঁহারদের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলাম না, আগে এরূপ

জানিতে পারিলে এডিটরী কাম পরিত্যাগ করত গাড়োয়ানি কাম লইতাম, তাহাতে রাজার অনুগ্রহের পাত্র হওয়া যাইত।

সম্পাদকীয়। ১১ ৩ ১২৫৮

পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ২ জমীদার ও ইজারদার ও বাড়ীদারদিগের অত্যাচারের ব্যাপার আমরা পুনঃ২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া থাকি, ঐ সকল দৌরাত্ম্য কোনকালে নিবারণ হয় এমত বোধ করি না, দীন দুঃখিদিগের দুঃখ বিবরণ বর্ণন করিতে আমারদিগের কাষ্ঠের লেখনী করুণা রসে আর্দ্রা হইতেছে, জমীদার, ইজারদার, যোৎদার, প্রভৃতির দ্বার হইতে মুক্ত হইলে ও বাড়ীদারের বাড়ীর প্রহার হইতে রক্ষা পাওয়া কখনই সম্ভবে না, পূর্ব্বে আমরা কেবলমাত্র এবিষয়ের উল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম, সাবকাশ বিরহে বিস্তারিতরূপে লিখিতে পারি নাই সংপ্রতি কোন বন্ধু তদ্বিশেষ বিন্যাস পূর্ব্বক পাঠকগণের গোচর জন্য যন্ত্রালয়ে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন সন্তোষ চিত্তে তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম দৃষ্টিপাত করুন।

"মফঃসলে অর্থাৎ পল্লীগ্রাম মাত্রে কৃষক লোকেরা প্রায় সকলেই নির্ধন অন্নাচ্ছাদনের সামর্থ্য রহিত, সুতরাং তাহারদিগের অন্ন জন্য উপায় কি আছে কাযেই ধান্যের বাড়ীদাতা মহাজন গণের নিকট যাইতে হয়, পণ্ডিত কর্ত্তৃক কথিত আছে যদি উদরের জ্বালা না থাকিত তবে পক্ষিকুল ফাঁদে পতিত হইত না, এবং ব্যাধেরাও ফাঁদ বিস্তীর্ণ করিত না, সে যাহাহউক ঐ ধান্যের মহাজন সকলের মধ্যে অধিকাংশ তালুকদার, অপর লোক অত্যল্প কৃষকেরা কর্ষণের সময়ে অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যত পরিমাণে ধান্য লইয়া খত লিখিয়া দেয়, পৌষ ও মাঘ মাসে তাহার দেড়া দিতে হয়, এরূপ নিয়ম বদ্ধ আছে, অনন্তর যদি দৈব বশতঃ ফসল না জন্মে তবেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়া উঠে, খতের লিখিত ধান্য উক্ত নিয়মে পরিশোধ করিতে না পারিলে ঐ দেড়া ধান্যের খত লেখাইয়া লয়, তাহাতে দেড় বৎসরের ভিতর চারি শলি ধান্য লইলে গুণশালি ঋণদাতাকে নয় শলি প্রদান করিতে হয়, দেখুন, প্রথম ৪ শলিতে ৬ শলি, পরে ৬ ছয় শলিতে ৯ নয় শলি, যাহারা একবার এপ্রকার ঋণগ্রস্ত হয়, তাহারদিগের মৃত্যু ব্যতীত ঐ ঋণ হইতে উদ্ধার হওনের অপর উপায় কিছুই দেখি না।

আহা! বাড়ীর ব্যাপার যেরূপ তাহার কথা কি লিখিব শুদ্ধ ধান্য না হইলে ঐরূপ হয় এমত নহে, শস্য জন্মিলেও নিস্তার নাই, কারণ উক্ত মহাজন শ্রেণীর মধ্যে অধিক মহাশয়, ব্যাধবৃত্তি স্বীকার করত কৃষক রূপ মৃগ বধার্থে জালের সৃষ্টি করিয়া এরূপে নিক্ষেপ করেন যে উল্লেখিত দীন জনেরা রাজবিচারে সর্ব্বস্বদান করিয়াও রক্ষা পায় না, ধানের বাড়ীর প্রহারে বাড়ী পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যায়। সম্পাদক মহাশয়, ঋণিদিগের সকল দিগেই শঙ্কট, এমত আর দৃশ্য হয় না হীনবল প্রযুক্ত কোনরূপে কিছু করিতে পারে না বোধকরি প্রজাগণের এই দুঃখবিবরণ রাজপুরুষদিগের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট না হইয়া থাকিবেক, তাহা হইলে অবশ্যই

সুবিহিত হইত অতএব আমার লিখিত কয়েক পংক্তি প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করিতে আজ্ঞা হইবেক।”

পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছেন ইহার একটি কথাও মিথ্যা নহে, বরং জমীদার ও মহাজনেরা প্রজার উপর আরো অধিক দৌরাত্ম্য করিয়া থাকেন, আমরা পল্লীগ্রামের অনেক স্থানে……নিরীক্ষণ করিয়া থাকি…রাজ্ঞা পশুতি কর্ণাভ্যাং অর্থাৎ রাজা সকল বিষয় কর্ণেই দেখেন, ফলত রাজার বিদিত নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আমারদিগের লেখনীর মুখে ক্ষণমাত্র আলস্য নাই, কি করিব, প্রজার অদৃষ্টক্রমে ভূপতি এককালীন বধির হইয়াছেন মহাপাত্র মহাজনেরা বাড়ীর ব্যবসায়কে ধর্ম্মের ব্যবসায় জ্ঞান করেন, একারণ তাহারদিগের অন্তঃকরণে করুণারসের সঞ্চার হয় না। …এজন্য অনুরোধ করি গবর্ণমেণ্ট যেমন অন্যান্য সমুদয় অত্যাচার বিনাশ করিয়াছেন সেইরূপ এই বাড়ীর নিষ্ঠুর প্রথা উত্তোলন করুন, যেমন টাকার বিষয়ে সুদের নিয়ম প্রচারিত আছে সেইরূপ নিয়ম ধান্য বিষয়ে প্রচারিত হইলে প্রজার পক্ষে মঙ্গল দর্শে।

সম্পাদকীয়। ২. ৪. ১২৫৮। ১৭. ৭. ১৮৫১

আমরা গতদিবসীয় পত্রে রাস্তাঘটিত করের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম অদ্য তাহাতে কোন অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া কেবল বস্তু বিশেষে যেরূপ কর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে পাঠক গণের গোচরার্থ নিম্নভাগে তাহাই প্রকটন করিলাম।

যথা।

স্প্রিংওয়ালা ৪ চাকার যাবতীয় প্রকার গাড়ী	২ টাকা
„ ২ „ „ „	১ „
„ এতদ্দেশীয় নানাপ্রকার শকট	৵০ আনা
স্প্রিং শূন্য নানাপ্রকার চারি চাকার গাড়ী	।৵০ „
ঐ দুই চাকাওয়ালা	।০
„ ৩ ফিট ৩ ফিট ও ৬ ইঞ্চি বেড় ও ৩ ইঞ্চি পরিমিত লৌহ পত্রযুক্ত নানা প্রকার শকট	॥০
ঐ প্রকার কিন্তু যদ্যপি চাকার ও লৌহ পত্রে বেষ্টিত ও পরিসর ৩ ফিট ৬ ইঞ্চি ও ৩ ইঞ্চি হইতে কম হয়	৵০
ফিঃ মহিষ অথবা গরু	৴১০
„ হস্তি	১ টাকা
„ উষ্ট্র	।০ আনা
„ ঘোটক	／০
„ টাট্ট	৴১০

ফিঃ কুড়ি মেষ অথবা ছাগ	৵০
„ শত শূকর	।০
„ খচ্চর	৻৫
„ গর্দ্দভ	৻১০
„ বেহারা ওয়ালা পাল্কী ৩ জন	১ টাকা
„ পাল্না নামক এতদ্দেশীয় ক্ষুদ্র পাল্কী	।০
„ বেহারা ওয়ালা ডুলী	৵০
কোন ব্যক্তি যদ্যপি ভাড়া লইয়া মোট বহে	৻১০

অপিচ যদ্যপি অন্য কোন প্রকার পশুদ্বারা যান বাহিত হয় তবে তৎপ্রতি ও উপরিউক্ত হারানুসারে কর বসিবেক।

সম্পাদকীয়। ২১. ৪. ১২৫৮

পূর্ব্বকালে কর্জ্জের টাকার অধিক সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধি গ্রহণের নিয়ম এদেশে চলিত ছিল না, হিন্দু নৃপতিগণ রাজনিয়ম দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে সুদ গ্রহণের প্রথা রহিত করিয়াছিলেন, পরে এই রাজ্য পর জাতির অধীন হওয়াতে প্রজাপুঞ্জের যেমন ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে সেইরূপ সুদ বৃদ্ধিও হইয়া আসিয়াছে, কোম্পানিরা আপনারদিগের রাজ্যের সীমা মধ্যে শতকরা বার্ষিক সুদের নিয়ম ১২ টাকা করিয়াছেন, বিচার স্থলে তাহা গ্রাহ্য হইয়া আসিতেছে, কিন্তু গোপনে বীজধান্যের মহাজন ও কিস্তি প্রদানকারিগণ দুঃখিদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়া থাকে রাজকর্ম্মকারি মহাশয়েরা তাহার কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না, ঐ দুরাত্মারা প্রজাকে যদ্যপি এক মোন ধান্য প্রদান করে তবে খাতায় দুই মোন লেখাইয়া নেয়, এক টাকা লইলে প্রতি দিবস দুই পয়সা বা চারি পয়সার হিসাবে সুদ দিতে হয়।

পল্লীগ্রামের কথা আমরা সংক্ষেপে লিখিলাম, এই কলিকাতা নগরেও অনেক কিস্তির আড্ডা আছে, তাহার কর্ত্তারাও প্রতিদিবস প্রত্যেক টাকার এক পয়সা ও কোন সময়ে দুই পয়সার হিসাবে সুদ লইয়া থাকে এবং এমত কৌশলে তাহা খাতায় লেখাইয়া লয় যে প্রতি দিবস ছোট আদালতে তাহারদিগের মোকদ্দমা হইতেছে বিচারপতিগণ জানিয়া শুনিয়াও ঐ প্রতারক কিস্তিদাতাদিগেরে কিছুই করিতে পারেন না।

ঋণ গ্রহণস্থলে কমিস্যন দিবার নিয়ম কোন কালেই এদেশে ছিল না, ঐ নিয়ম সাহেবদিগের সঙ্গে ২ জাহাজে চড়িয়া আসিয়াছে, কমিস্যন শব্দের যথার্থ অর্থ আমারদিগের অভিধানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অধুনা কি চমৎকার! ঐ কুপ্রথা প্রায় সর্ব্বত্র প্রচার হইয়াছে, ধনিলোকেরা জমিদারী বা অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিলেও কমিস্যন লইয়া থাকেন,

অতএব সহজেই বলিতে হইবেক যে পূর্ব্বাপেক্ষা ইংরাজাধিকারে সুদ গ্রহণের অন্যায় নিয়ম অতি বাহুল্যরূপে প্রচলিত হইয়াছে, এই প্রথা নিবারণের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না।···

সম্পাদকীয়। ১২. ১০. ১২৫৮

বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিদিগের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল দুঃখই উপস্থিত হয়, তাহারা ক্রমে ২ সৌভাগ্যের উচ্চ সোপানে আরোহণ না করিয়া অধোগমন করিতেছে, যে সকল পরিবার পূর্ব্বে বিলক্ষণ ধনবান্ ছিলেন······অধুনা তাঁহারদিগের বংশধরগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছেন, অপিচ যে সকল ব্যক্তি ধনসঞ্চয় করণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যেও কোন ব্যক্তি এমত সৌভাগ্যশীল হয়েন নাই, যে আমরা এস্থলে তাহার দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতে পারি।

কেহ ২ বলিয়া থাকেন যে পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে অনেক ব্যক্তি বিলক্ষণরূপে বিদ্যানুশীলন করত কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এই কথা যদিও আমরা একপ্রকার স্বীকার করি, তথাচ সেই বিদ্যার সার্থকতার কোন কারণ দেখিতে পাই না। বিজ্ঞবর গবরনর জেনরল শ্রীযুক্ত লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব স্কালার-সিপের নিমিত্ত পরীক্ষা করণের নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কলিকাতা গেজেটপত্রে এরূপ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "যে-সকল ছাত্র বিলক্ষণরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কালেজ পরিত্যাগ করিবেন, শিক্ষা কৌন্সেলের সভাপতি মহাশয় তাহারদিগ্যে প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান পূর্ব্বক কলিকাতা গেজেট পত্রে সেই ছাত্রদিগের নাম সকল ছাপাইয়া দিবেন, এবং কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারকের পদশূন্য হইলে তাঁহারাই তাহাতে নিযুক্ত হইবেন" কিন্তু কি আক্ষেপ! ঐ অনুমতি এক-প্রকার অপ্রচলিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রধান ২ কর্ম্মকারকগণ তাহা কিছুই মান্য করেন না, কোন কার্য্যালয়ে কোন নূতন লোকের আবশ্যক হইলে, কর্ত্তা সাহেব আপন ইচ্ছায় অন্য ব্যক্তিকে তাহাতে নিযুক্ত করেন, সুতরাং কর্ম্ম খালি হইলে উপরোধানুরোধ পত্রের প্রয়োজন হয়, ইহাতে বিদ্বান্ হইলেও তাঁহার সৌভাগ্য সঞ্চয় করণের উপায় হয় না, সুতরাং তাঁহাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, আধুনিক কৃতকার্য্য ব্যক্তিদিগের অবস্থা আমরা যেরূপ দৃষ্ট করিতেছি তাহাতে বর্ত্তমান কালের প্রশংসা হইতে পারে না, আমারদিগের রাজপুরুষেরা এমত সুনিয়মে এই রাজ্যের রাজনিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে রাজকার্য্যের সমুদয় প্রধান পদে তাঁহারদিগের জ্ঞাতি ও কুটুম্বগণ নিযুক্ত হইয়া সৌভাগ্য সঞ্চয় করিতেছেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত যে সকল কার্য্য অবধারিত আছে, তাহার বেতন অল্প, অথচ তাহাতে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়, বিশেষতঃ তাহারও সংখ্যা অধিক নহে, একারণ বিদ্বান্ লোকেরাও কার্য্যের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন, কোন স্থানে কোন নূতন লোকের আবশ্যক হইলে তত্রস্থ প্রধান কর্ম্মচারির নিকটে শত

॥ সতাং মনস্তামরস প্রভাকরঃ সদৈব সর্ব্বেষু সমপ্রভাকরঃ ॥
॥ উদেতি ভাস্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসংবাদ নবপ্রভাকরঃ ॥

॥ স্বচ্ছং চন্দ্রমরেণ শিবমুহুলেবৃন্দীনবেবু কটিন্দ্রাবংশাম মধুর্ব্বীয়ধসূতং পীত্বা সুধাকাশরাং ॥
॥ ক্রমেণ নাশিকল প্রভাকর কর প্রোদ্দিনমেদনের স্বচ্ছন্দং দিবসে দিবসে চতুরধ্ব বিক্রেতারম্ ॥

৪৮০১ সংখ্যা। | মঙ্গলবার ১০ বৈশাখ ১২৬৪ সাল। ইং ২১ আপ্রিল ১৮৫৭ সাল [মাসিক মূল্য ১৲ অগ্রামাত্র।

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন

ঢাকা ও আসাম অঞ্চলে বাষ্পীয় জাহাজের গমনাগমন।

"সোমরী" নামক নৌকা "কালিন্দী" নামক বাষ্পীয় জাহাজ দ্বারা টানিত হইয়া আগামি মে মাসের ১ তারিখে উল্লেখিত স্থানাদিতে গমন করিবেক।

ফ্রেট অর্থাৎ মাল, ও প্যাসেজ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে, গবর্ণমেণ্টের স্টিম আফিসে টীম্‌মরদপ্তরে অতএব অর্পণ করিতে হইবেক।

কৌন্সেলের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে।

[illegible]

Clerk [illegible] Office.

[illegible] চৈত্রী।

[illegible] সাক।

বিজ্ঞাপন.

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা মহানগর কলিকাতাস্থ সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য মহাশয়দিগকে বিদিত করা যাইতেছে যে নিম্ন লিখিত অতি মনোরমা ও প্রয়োজনীয় ভূমি সম্পত্তি অবিলম্বে বিক্রীত হইবেক।

বিশেষতঃ জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি ও ডায়মণ্ডহারবার অতি সুরম্য এবং সুমূল্য জমীদারী যাহা পরগণা চৌরাশি নামে বিখ্যাত, বিশেষতঃ দক্ষিণ, পূর্ব্ব ভাগের রেইল রোড যাহা কলিকাতা হইতে মধ্যে দিয়া ঢাকাভিমুখে গমন করিবেক, তাহার অতি সান্নিধ্য।

এই অতি প্রয়োজন যোগ্য ও মনোরম্য জমীদারীতে ৫২ খানা টা গ্রাম আছে এবং তাহার মধ্যে যে এক খণ্ড ও বন্দ ভূমি যাহা ইতি পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের রেবিনিউ সরবে অর্থাৎ মাল সংক্রান্ত মাপের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা ৩১৬০ স্কোএর মাইল অথবা ৬১০০০. একষট্টি হাজার বিঘার অধিক হইবেক, এবং ইংরাজকে ইজারা দেওয়া হইয়াছে তাহার মকত তিন বৎসর জারি আছে তাহা বর্ত্তমান বাঙ্গালা ১২৬৪ সালের ১ বৈশাখ অথবা ১২ আপ্রিল তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং তাহার বার্ষিক উপস্বত্ব ২৭৪০৭ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টে সদর মালগুজারী প্রদান করিতে হইবেক।

বিশেষতঃ বহুকাল হইল এই জমীদারীর মফঃসল জরিপ হয় নাই, অতএব যদ্যপি গবর্ণমেণ্টের উল্লেখিত সরবে সংক্রান্ত যেপ অর্থাৎ মানচিত্র দৃষ্টে করিয়া গ্রামাদির ভূমি সকলের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ করা হয় তবে প্রজারা আপনাপন নির্দ্দিষ্ট ভূমির যে সকল ভূমি ভোগ করিতেছে তাহা প্রকাশ হইয়া তাহার প্রতি অতিরিক্ত জমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, এবং যাহা জমীদারীর পুস্তকে লিখিত নাই একারণ এইক্ষণে ঐ অতিরিক্ত ভূমির কোন হিসাব পাওয়া যায় না।

ঐ জমীদারীর দক্ষিণ পশ্চিম অতি উত্তম তাহাতে কোন সংশয়

শতখানা দরখাস্ত উপস্থিত হয়, ও চতুর্দ্দিক হইতে উপরোধানুরোধ আসিতে থাকে, তিনি কোন ব্যক্তিকে পদস্থ করিবেন তাহা কিছুতেই নিরূপণ করিতে পারেন না।

কোম্পানি বাহাদুরেরা যে সময়ে চলিত চার্টর গ্রহণ করেন সেই সময় পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বর মহাশয়েরা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুকূল হইয়া এরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে সমুদয় বিশ্বাসযোগ্য রাজকীয় পদে বাঙ্গালি ও অন্যান্য প্রজারা নিযুক্ত হইবেন, তদ্বিষয়ে তাহারদিগের সহিত ইংরাজদিগের কোন প্রকার ভেদবোধ থাকিবেক না, কিন্তু কি পরিতাপ! ঐ নিয়মপ্রচার দ্বারা কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স প্রভৃতি কর্ম্মকারকদিগের আত্মীয় গণের অনিষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাঁহারা তাহা প্রচার করিলেন না, ঐ অনুমতি একেবারে অপ্রলিত রাখিলেন, অতএব সহজেই বলিতে হইবেক যে কোম্পানিরা এদেশে লবণ বাণিজ্য যে প্রকার একচেটিয়া করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্য সকলও সেই একচেটিয়া করিয়া এদেশের সকল ধন স্বদেশীয়দিগের উদরে প্রদান করিতেছেন।

রাজনিয়মের দ্বারাই প্রজার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু রাজ নিয়ম দোষাক্রান্ত হইলেই প্রজারা বিবিধ প্রকার যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া অশেষ ক্লেশের ভাজন হয়···

এই স্থলে যদ্যপি কেহ বলেন যে রাজকার্য্য ব্যতীত সৌভাগ্য সঞ্চয়ের অন্য উপায় অনেক আছে। উত্তর, এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের জাতিভেদজনক অভিমান ও ভীরু স্বভাব তাহার সম্যক প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছে, বাঙ্গালিরা লক্ষ টাকা প্রদান পূর্ব্বক সাহেব বিশেষের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে পারেন, কিন্তু তদ্দ্বারা স্বাধীনরূপে কোন প্রকার বাণিজ্য করণে সাহসিক হয়েন না···এদেশে জাতিভেদে কার্য্যের প্রভেদ থাকাতে বিদ্বদ্গণ কেবল রাজকার্য্যের প্রতি অধিক প্রত্যাশা করিয়া থাকেন······পাঠক মহাশয়েরা কদাচ এমত বিবেচনা করিবেন না যে আমরা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে অনুৎসাহি বলিতেছি, দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি এদেশীয় ব্যক্তিদিগের বিলক্ষণ যত্ন আছে, কিন্তু বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যাপারে তাঁহারদিগের মনোযোগ না থাকাতেই সৌভাগ্যহীন হইতেছেন···

···অতএব রাজপুরুষেরা বিদ্যাদান বিষয়ে যেরূপ মনোযোগ করিতেছেন, সেইরূপ প্রজাদিগের সৌভাগ্য সঞ্চয়ের কোন সদুপায় করিলে উত্তম হইতে পারে।···

সম্পাদকীয়। ২৩. ১১. ১২৫৮

আমরা গত ১৩ফাল্গুন মঙ্গলবাসরীয় পত্রে লিখিয়াছিলাম যে "এতন্নগরের নিকটস্থ কোন জিলার বালক মাজিষ্ট্রেট ইজারদার নীলকর সাহেবের পক্ষ হইয়া দুঃখি প্রজাপুঞ্জের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করাতে তাহারা অসহ্য যাতনা সহ্য করণে অক্ষম হইয়া প্রায় চারি পাঁচ শত কৃষক লাঙ্গল স্কন্ধে করত বড় মহাশয়কে আপনারদিগের দুরবস্থা জ্ঞাত করণার্থ গবর্ণমেণ্ট হৌসের সম্মুখে আসিয়া রোদন বদনে অতিশয় কাতর হইয়া কাকুক্তিদ্বারা আদ্দাস করিয়াছে" অধুনা জনরবে শ্রুত হইলাম যে ঐ সকল কৃষকেরা তৎপরদিবস সদর দেওয়ানী

আদালতের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া অতিশয় বিলাপ করিবাতে জজ সাহেবেরা তাহারদিগের আবেদন শ্রবণ করত নিকটস্থ জিলার বালক-মাজিষ্ট্রেটকে এরূপ পত্র লিখিয়াছেন যে তিনি এই সকল কৃষকদিগের বিলাপ ঘটিত বিবরণ অতিশীঘ্র সদর আদালতে প্রেরণ করেন। ফলতঃ মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা করিয়াছেন কি না তাহা আমরা জ্ঞাত হইতে পারি নাই, যাহা হউক জজ সাহেবেরা এ বিষয়ে সুবিচার করিলেই ভাল হয়, এবং ইহা তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মও বটে। দুঃখি কৃষাণরা অতিশয় যন্ত্রণা না পাইলে কদাচ এতদূর পর্য্যন্ত আদ্দাস করণে সাহসবিশিষ্ট হইত না।

সম্পাদকীয়। ১৯. ৩. ১২৫৯

কর্ত্তারা যখন কোন নূতন আইন প্রকাশ করেন তখন তাহার আগা গোড়া পাস্তলা কিছুই দৃষ্টি করেন না, যাহা মনে আইসে তাহাই লিখিয়া যান, শেষ কর্ম্মের সময় ঘোরতর গোলযোগ বাধিয়া উঠে, আপনারদিগের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ জন্য আপনারা সাধারণ সমাজে কলঙ্কি ও লজ্জিত হইয়া পড়েন, ইহা সামান্য হাসির বিষয় নহে, কি আশ্চর্য্য! টেক্স ঘটিত আইনে স্পষ্টরূপেই লিখিত আছে, যে, "নগরীয় প্রজাপুঞ্জের বাটীর টেক্স গৃহীত হইয়া তদ্দারা নগর পরিষ্কার, পথঘাট প্রস্তুত ও মেরামত করণ এবং আলো প্রদানের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক" কিন্তু কি চমৎকার! পূর্ব্বকার এই প্রচারিত আইন প্রচলিত থাকাতেও আলোর বিষয়ে এক ফাইন ঘটিত···আইন করিয়া বসিলেন, অর্থাৎ নিয়ম করিলেন, যে, "বড় বড় বাটীর অধ্যক্ষগণকে আপনাপন বাটীর বহির্ভাগের দ্বারের উপর সমস্ত রাত্রি এরূপে লাল্ঠন্ জ্বালাইতে হইবে যেন তাহার প্রভা পথিমধ্যে প্রদীপ্ত হয়, তাহা না করিলে উচিত মত দণ্ড প্রদান করিতে হইবেক।

এই দণ্ডের ভয়ে তাবতেই দায়ে পড়িয়া আলো দিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু ইহা হিন্দ পল্লীস্থ অনেকের পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়াছে, কেন না এমত গৃহ অনেক আছে যাহার মাসিক ভাড়া শত মুদ্রার অধিকো হইতে পারে, কিন্তু অধুনা তদধিকারিগণের এতদ্রূপ দুরবস্থা হইয়াছে, যে একবিন্দু তৈলের অভাব জন্য এক এক রজনীতে রন্ধনশালা অন্ধকারময় হইয়া থাকে ইহাতে তাঁহারদিগের পক্ষে আলো দেওয়া কি প্রকার বিপদের ব্যাপার, উদরান্ন রহিত না করিলে এই রাজাজ্ঞা পালন হইতে পারে না, যাহা হউক এইক্ষণে অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না, বোধকরি পরমেশ্বর এ বিষয়ে প্রজার প্রতি প্রসন্ন হইলেন, যেহেতু কয়েকদিবস হইল সুপ্রিম কোর্টের বিচক্ষণ উকিল মেং বিডেল সাহেব কমিস্যনরদিগের তর্জ্জন গর্জ্জনের বিসর্জ্জন করিয়াছেন, উক্ত নূতন আজ্ঞা প্রচার হওনের পরে ঐ সাহেব নিজ বাটীতে আলো প্রদান করেন নাই, এইজন্য কমিস্যনরেরা তাঁহার নামে প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করেন, মেং বিডেল সাহেব······পূর্ব্ব আইনের মর্ম্ম প্রকাশ করাতে প্রধান মাজিষ্ট্রেট লজ্জায়······মোকদ্দমা ডিসমিস করিলেন।

……ইহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে হইবে, কেন না ইনি পূর্ব্বে গাড়ির ট্যাক্স রহিত করিয়াছিলেন, এইক্ষণে আবার আলোকে কালো করণের লক্ষণ করিয়াছেন…… গাড়ির ট্যাক্স উঠিয়া যাওয়াতেই বাড়ীর ট্যাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে, অধুনা আলো উঠিয়া গেলে কর্ত্তারা আবার কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসেন তাহা অনির্ব্বচনীয়, সাহেব লোকেরা গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া পথঘাট নষ্ট করিতেছেন তাহারদিগ্যে বলবান দেখিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না, আমরা দুর্ব্বল আমারদিগের উপর যত উৎপাত করিতে লাগিলেন, সাহেবেরদের কি? "ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়" ভাড়াটে বাটীতে বাস করেন, তাহার টেক্স দিতে হয় না, "সুতরাং যা শত্রু পরে পরে" তাঁহারা গাড়ি চড়িয়া বাবুয়ানা করুন আমরা মাথায় মোট বহিয়া, মুখে রক্ত তুলিয়া ভিক্ষার ঝুলি বেচিয়া পথঘাট পরিষ্কারের নিমিত্ত তাহারদিগের বাবুয়ানার খরচ যোগাইতে থাকি, কি করা যায়, দুঃখিরে সকল সহে, রাজপুরুষগণের বিচার "বাবা পঞ্চানন্দের ন্যায় হইয়াছে" অর্থাৎ "তোর বড় ছেলেটী বড় দুরন্ত, ছোট ছেলেটীর ঘাড় ভাঙ্গি"।

টেক্সের নূতন আইনের অত্যাচারে অনেককে ভিটে বিক্রয় করিতে হইবে, তাহার উপর আবার কোন নূতন হাঙ্গামা উপস্থিত হয় তবেই "হরিবোল হরি" নগর কীর্ত্তনে নগর কীর্ত্তন সার করিয়া "হরি বোল্ হরি" উচ্চারণ করিতে হইবেক।

পরন্তু এই সাবকাশে আমরা আর একটী বিষয়ের প্রস্তাব করণে সাহসি হইলাম, ছেক্ড়া প্রভৃতি সমুদয় ভাড়াটিয়া গাড়িতে আলো দেওনের অনুমতি কি ভাল হইয়াছে? দুঃখিদিগের উপর এই দৌরাত্ম্য কেন করেন?…কৃষ্ণপক্ষের রাত্রির পক্ষে এ বিধি বিধেয় হইতে পারে, শুক্লপক্ষের শুভ্রাকারা জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে সামান্য একটা শলিতা জ্বালিবার আবশ্যক কি? যদি আইনের আজ্ঞা রক্ষা করাই নিতান্ত উচিত বোধ করেন, তবে স্বভাবের স্বভাব পরিবর্ত্তন করুন, অর্থাৎ চন্দ্রকে উদয় হইতে নিষেধ করিয়া দিন, হাঁ নানা কারণে অন্ধকার রাত্রিতে আলো জ্বালা কর্ত্তব্য বলিতে পারি, কিন্তু শিতপক্ষে চাঁদের অপমান করিয়া সে বিষয়ে আজ্ঞা চালানো কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না, অতএব এ বাতি জ্বালানো বিধিতে রাজধর্ম্মের বাতি নিবানো হইয়াছে। এইক্ষণে বাতি নিবাইয়া বাতি জ্বালিয়া দিন, এ আইনে এমত ঘটনা অনেক হইতে পারে যাহাতে ছেক্ড়া গাড়ী দূরে থাকুক বড় গাড়ির কর্ত্তারাও বিনা দোষে হঠাৎ দণ্ডার্হ হইতে পারেন।

সম্পাদকীয়। ১৪. ৪. ১২৫৯

শ্রীল শ্রীবর্দ্ধমানাধিপতি নিষ্কর ভূমির বিষয়ে বিলাতের প্রিবি কৌন্সেলে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যে আপিল করিয়াছিলেন, সেই মোকদ্দমায় তথাকার অপক্ষপাতি বিচার-পতিগণের সুবিচারে উক্ত মহারাজ ডিক্রি প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ জয়লাভ করেন,… জনরবে শ্রবণ করিলাম বিলাত হইতে সেই ডিক্রির কাগজপত্র ভারতবর্ষের কৌন্সেলাধ্যক্ষের

নিকট আগত হইয়াছে, রাজপুরুষেরা তদ্বিষয়ের পরামর্শ গ্রহণার্থ ঐ কাগজ সদর রেবেনিউ মেম্বরদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এইক্ষণে তাঁহারা গতি ক্রিয়া দ্বারা যতদিন চাপা রাখিতে পারেন রাখিবেন, কিন্তু আর বড় বিলম্ব করিতে পারিবেন না, কারণ ধর্ম্মের ঢাক বাজিয়া উঠিতেছে। অকর ভূমিকে সকর করত সহস্রকর সূর্য্যের ন্যায় কর শোষণ করিয়াছিলেন, অধুনা যে কাটায় মাপ সে কাটায় শোধ। অর্থাৎ যে করে আকর্ষণ করিয়াছিলেন পুনরায় সেই করেই প্রদান করিতে হইবেক।

ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা এবং অন্যান্য নিষ্কর ভোগি মহাশয়েরা এইক্ষণে বর্দ্ধমানেশ্বর বাহাদুরকে জয় জয় শব্দে আনন্দ চিত্তে মুক্ত কণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করুন ঐ ডিক্রি সর্ব্বসাধারণের পক্ষেই সমান কল্যাণকর হইয়াছে। যেহেতু তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সকল ভূমির ৬০ বৎসর ভোগ ও স্বত্বাধিকার প্রমাণ হইবে, তাহার দলিল দস্তাবেজ থাকুক না থাকুক, গবর্ণমেণ্ট কোন মতেই তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। ৬০ বর্ষ যে ব্যক্তি ভোগ করিবে সেই ব্যক্তিই তাহার স্বত্বাধিকারী হইবেক। সুতরাং এই দৃষ্টান্তানুসারে যথাযোগ্য অনুষ্ঠান করিলে সকলেই আপনাপন বস্তু পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সম্পাদকীয়। ২৮. ৫. ১২৫৯.

এই বঙ্গদেশের ভূম্যাদি স্বভাবতঃ অতি উর্ব্বরা, অল্প পরিশ্রম করিলেই তাহাতে প্রচুররূপে শস্য ও ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কি চমৎকার উপজীবিকা নির্ব্বাহ করণের এতাদৃশ সদুপায় সত্ত্বেও কৃষকদিগের দুঃখ মোচন হয় না, তাহারা ছিন্ন বসন পরিধান ও পর্ণ কুটীরে অবস্থান করে, বহু ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত দিনান্তে উদরান্ন নির্ব্বাহ করিতে পারে না, কৃষকমণ্ডলীর এই দুরবস্থার কারণ অবধারণে আমরা একপ্রকার অক্ষম হইয়াছি, কেহ ২ ভূম্যধিকারিগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, কারণ জমিদারেরা ভূমির নির্ণীত জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহারা হাল বকেয়া হিসাবে আদায় করেন দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নির্দ্দোষ প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার হপ্তম বা পঞ্চম আইন জারী করেন না, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত রাজস্ব সংগ্রহকারক কালেক্টর সাহেবেরা কিস্তির নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যে যে প্রকার কঠিন নিয়মে রাজস্বের টাকা আদায় করেন জমীদারেরা যদ্যপি সেই প্রকার ক্লেশকর নিয়মের অনুগামি হইয়া খাজানা আদায় করিতেন তবে প্রজাদিগের চালে খড় গাছটিও থাকিত না, এই বিষয়োপলক্ষে আমারদিগের দৈনিক সহযোগী ইংলিসম্যান্ সম্পাদক মহাশয় অনেক উত্তম যুক্তি লিখিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন যে "যদিও কোন ২ জমীদার খাজানার জন্য কোন প্রজার প্রতি অন্যায় আচরণ করেন তথাচ বিশিষ্টরূপ বিচারে সেই দোষ গবর্ণমেণ্ট প্রতিই অর্পিত হইতে পারে, কারণ রাজপুরুষেরা

নীলাম করণের যে এক ভয়ানক নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোন মতেই জমীদারের রক্ষা নাই, ঐ নীলামের দিন যত নিকটস্থ হইতে থাকে ততই জমীদারেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অসীম চিন্তা সাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন, অনেকে ১২ টাকার দর স্দ এবং দশ টাকার দর ডিস্কৌণ্ট দিয়া টাকা কর্জ্জ করত নীলাম নিবারণ করেন, ইহাতে কত ধনাঢ্য জমীদার একেবারে নিঃস্ব হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না, অতএব গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিষয়ক চলিত নিয়মকে বঙ্গদেশীয় কৃষক ও জমীদারগণের দুরবস্থার কারণ বলিতে হইবেক।"

পরন্তু ঐ সিদ্ধান্তও একপ্রকার যুক্তিমূলক বটে, কারণ সকল দেশেই এপ্রকার নিয়ম আছে যে ভূপতিরা সময়ে ২ প্রজাদিগের অবস্থা বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, এবং যাহাতে তাহারদিগের দুঃখ নিবারণ হইয়া স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় এমত সদুপায় সকল নির্দ্ধারণ করেন, ফলতঃ আমারদিগের রাজপুরুষেরা এই রুচির নিয়ম একেবারে অবহেলন করিয়া বসিয়াছেন, প্রজারা কিরূপে অবস্থান করিতেছে তাহার প্রতি তাঁহারদিগের কিছুই দৃষ্টি নাই, কোন বৎসর শস্য হউক বা না হউক তাঁহারা নিয়মিত রাজস্বের একটি পয়সাও পরিত্যাগ করেন না, এতদ্ভিন্ন ইজারদার পত্তনিয়াদার ও দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি বহু লোকে কৃষকের পরিশ্রমার্জ্জিত বস্তুর অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাপন উপার্জ্জনে তৎপর থাকাতে কৃষকের অবস্থা অতিশয় ক্লেশদায়ক হইয়াছে, কোন দয়াবান মনুষ্য যদ্যপি মফঃস্বলে কৃষকের বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার অবস্থা সন্দর্শন করেন তবে তাঁহার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া নয়নযুগে কেবল আক্ষেপ বারি নির্গত হইতে থাকে এবং তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এমত ক্লেশসূচক অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, হা পরমেশ্বর! যাঁহারদিগের অধীনস্থ প্রজামণ্ডলীর ঈদৃশ দুরবস্থা তাঁহারদিগের সুসভ্য ও রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া অভিমান করিতে কি লজ্জাবোধ হয় না? যে পর্য্যন্ত কৃষকদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইবেক সে পর্য্যন্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞ সমাজে কদাচ প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবেন না।

সম্পাদকীয়। ২৫. ৬. ১২৫৯

ইং ১৮৫০ সালের ১লা আপ্রিল অবধি ৫১ সালের ৩০ মেং পর্য্যন্ত (এই এক বৎসরের মধ্যে) বঙ্গদেশের ভিন্ন ২ জমীদারি হইতে যত টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইয়াছে সদর রেবিনিউ-বোর্ডের মেম্বর মহাশয়েরা তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট এক রিপোর্ট প্রকাশ করাতে আমারদিগের গঙ্গাবাসি ফ্রেণ্ড সম্পাদক মহাশয় মহা আস্ফালন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে কি নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট সকল টাকা প্রদান করিবার নিয়মপত্র প্রকাশ হইলে অনেকেই বলিয়াছিলেন যে ঐ নিয়ম জমীদারগণের পক্ষে অতিশয় ক্লেশদায়ক হইবেক তাঁহারা আর আপনাপন ভূমি সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন না, কিন্তু ঐ রিপোর্ট দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণ হইয়াছে যে জমীদারদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ঐ নিয়মে রাজস্ব দিয়াছেন বাকি আদায়ের নিমিত্ত নীলাম দ্বারা অতি অল্প

জমীদারি বিক্রয় হইয়াছে, ফ্রেণ্ড মহাশয়ের এই উক্তি কোন মতেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, কারণ প্রাগুক্ত আইনপত্র প্রচলিত হওনাবধি কত জমীদারি নীলামের দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে, কতই বা গবর্ণমেণ্টের খাসে আসিয়াছে সদর বোর্ডের মেম্বর মহাশয়েরা যদ্যপি তাহার এক তালিকা প্রকাশ করেন তবেই ফ্রেণ্ড মহাশয়ের প্রবল ভ্রান্তি শান্তি হইতে পারে, বিশেষতঃ ঐ নিয়মে জমীদারদিগের যে পর্য্যন্ত ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে অন্য উপায় দ্বারাও তাহা আমরা বিলক্ষণ দৃষ্ট করিতেছি, রাজস্ব নিমিত্ত অনেক জমীদারি বন্ধক পড়িয়াছে তাহার মধ্যে কতক বা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে, কতক জমীদারগণের হস্তে আছে বটে কিন্তু তাহার স্থদ গুণিতেই মহাক্লেশে পড়িয়াছেন, নীলামের ক্লেশকর নিয়ম হইবার পূর্ব্বে জমীদারদিগের এ প্রকার দুরবস্থা কিছুই ছিল না, তাঁহারা অনায়াসে রাজস্বের টাকা প্রদান করিতেন, টাকা আদায়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের কেবল কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইত মাত্র কিন্তু তাহার অনাদায়ি থাকিত না।

কিন্তু প্রজাদিগের প্রতি জমিদারগণের অত্যাচারের কথা উত্থাপন পূর্ব্বক ফ্রেণ্ড সম্পাদক মহাশয় সময়ে সময়ে যে বিলাপ করিয়া থাকেন, প্রাগুক্ত নীলামের ভয়ানক নিয়মকেই তাহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, রাজপুরুষেরা রাজস্ব গ্রহণ জন্য কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারণ করাতেই জমীদারেও প্রজার ঘর দ্বার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া খাজনার টাকা সংগ্রহ করণে বাধ্য হইয়াছেন, অতএব প্রকৃত বিবেচনায় রাজপুরুষেরাই কৃষকের সমূহ ক্লেশের কারণ হইয়াছেন, অবিবেচক লোকেরাই তদ্বিষয়ে জমীদারদিগের প্রতি অকারণ দোষারোপ করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সভা হইতে বিলাতে যে আবেদনপত্র প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ লিখিত আছে, বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা যদ্যপি স্থিরতর রূপে তাহার বিবেচনা করেন তবে জমীদারি রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে নীলামের প্রচলিত নিয়ম অবশ্য পরিবর্ত্তন হইবেক তাহার কোন সন্দেহ নাই।

সম্পাদকীয়। ২. ১১. ১২৫৯

"নাজায়েজ" অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের বিনানুমতিতে নিমক পোক্তন নিবারণ নিমিত্ত রাজপুরুষেরা যে নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাহাতে জমীদার ও ইজারদারদিগের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে, তদ্বিবরণ আমরা কতিপয় মোক্তারের কাছে অবগত হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম, ঐ আইন মধ্যে লিখিত আছে যে জমীদার অথবা ইজারদারের কোন প্রজা যদ্যপি ঐ প্রকার নিমক প্রস্তুত করে এবং তাহা যদ্যপি তাঁহারদিগের অথবা তাহারদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের কর্ণগোচর হয় তবে ১০ দিবসের মধ্যে সেই সংবাদ জজ, মাজিষ্ট্রেট অথবা নিমক সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিদিগ্যে জানাইতে হইবেক, যদ্যপি না জানান তবে জমীদারকে প্রত্যেক খালাড়ির জন্য ৫৮০ টাকা দণ্ড দিতে হইবেক, এই শাসনমূলক নিয়ম নিমিত্ত মফঃস্বলে প্রজারা

গোপনভাবে নিমক প্রস্তুত করিতে পারে না, জিলা ২৪ পরগণার জজ মেং টরেন্স সাহেব অথবা তাঁহার পদের পূর্ব্বতন বিচারপতিরা ঐ নিয়ম অনুসারে কোন জমীদারের দণ্ডও করেন নাই, যদিও কখন দুই একটা ঐরূপ মোকদ্দমা হইয়াও থাকে তাহা ধর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা নিশ্চয় বিবেচনা করিয়াছিলেন, যে চোরা লবণ কখনই জমীদারদিগের জ্ঞাতসারে প্রস্তুত হয় না, কারণ মফঃসলের প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা নাজায়েজ লবণ প্রস্তুত করে তাহারদিগের কার্য্য স্বতন্ত্র, তাহারা বাটীর উঠানের অথবা ইতস্ততঃ স্থানের মৃত্তিকা আঁচড়িয়া তাহাতে জল দিয়া হাঁড়ি পূর্ণ করত রন্ধনশালায় রাখে এবং ঐ জল নির্ম্মল হইলে অন্ন পাক করিবার সময়ে তাহাতে জ্বাল দিয়া লবণ প্রস্তুত করে, জমীদার অথবা ইজারদারের লোকেরা সেই মৃত্তিকার খনন চিহ্ন ধরিয়া যদ্যপি তাহার অনুসন্ধান করিতে উদ্যত হয় তবে ভয় দেখায় যে তোরা অন্তঃপুরে আসিয়া এরূপ করিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে লুটতরাজের দরখাস্ত করিব, অথবা কেহ ২ দলবদ্ধ হইয়া দাঙ্গা করিতে অগ্রসর হয়, ইহাতে ঐ অনুসন্ধানকারিরাও সাহসপূর্ব্বক কার্য্য সাধন করিতে পারে না, কারণ তাহারদিগের মনেও এমত ভয় জন্মে যে যদ্যপি চোরা লবণ দেখাইতে না পারে তবে বিপক্ষেরা উল্লিখিতরূপে অভিযোগ করিয়া কেহ সাক্ষী ও কেহ বা বাদী হইবেক, অতএব তাহাতে তাহারদিগের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।

আমরা উপরিভাগে যেরূপ লিখিলাম এইরূপে দক্ষিণদেশে চোরা লবণ বিস্তর হয়, ২৪ পরগণার জজ মেং টরেন্স সাহেব ও তাঁহার পদের পূর্ব্বতন বিচারপতিরা রন্ধন সময়ে প্রজাদিগের লবণ প্রস্তুত করণের প্রতারণা অনুসন্ধান দ্বারা একপ্রকার জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সুতরাং চোরা লবণ ধরা পড়িলেও তৎসম্বন্ধীয় কোন মোকদ্দমা তাঁহারদিগের সমীপে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা উল্লেখিত আইনের বিধানানুসারে জমীদারদিগের কোন দণ্ড করেন নাই, কেবল চোরদিগের দণ্ড করিতেন ; একারণ নিমক চৌকির সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট অথবা দারোগারা তৎকালে এ বিষয়ে বড় দৌরাত্ম্য করিতে পারেন নাই।

পরন্তু যে অবধি মেং মণি সাহেব জজ হইয়াছেন এবং মেং পিকাক সাহেব নিমক সুপ্রেণ্টেণ্ডেণ্টের পদ ধারণ করিয়াছেন, সেই অবধি এই পর্য্যন্ত ঐরূপ প্রস্তুত করা লবণ ধরা পড়িলেই প্রত্যেক খালাড়ির জন্য জমীদার অথবা ইজারদারদিগের ৫০০ টাকা করিয়া দণ্ড হইতেছে, জজ সাহেব আইন পত্র খুলিয়া বসিয়াছেন, জমীদার অথবা ইজারদার অথবা তাঁহারদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারিরা সেই ধৃতকরা চোরা লবণ প্রস্তুত করণের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন কি না তদ্বিশেষ কিছুই অনুসন্ধান করেন না। এইরূপ জরিবানা এক বৎসর করিলে জমীদারগণ আর জমীদারী রক্ষা করিতে পারিবেন না, জরিবানার দায়েই তাহা গবর্ণমেণ্টের খাসে পড়িবেক, ইজারদারেরাও ইন্সালবেণ্ট লইতে বাধ্য হইবেন।······

দারোগা ও গোয়েন্দারা ঐ দণ্ডের টাকার অংশ পাইয়া থাকে। পূর্ব্বকার বিচারকেরা এই তঞ্চকতা ভাল রূপে জ্ঞাত ছিলেন······অধুনা অভিনব জজ মেং মণি সাহেব তদনুরূপ

সুবিবেচনা না করাতে মেং পিকাক সাহেব জমীদারদিগের অপমান ও অর্থনাশ করিতে বসিয়াছেন…এই বিষয়ে সুপ্রিম কৌন্সেলের মেম্বর ও সদরের বিচারপতি সাহেবদিগ্যে বিহিত মনোযোগ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে,…

সম্পাদকীয় । ২৬. ১১. ১২৫৯

এইক্ষণে জগদীশ্বরের ইচ্ছায় ব্রিটিস গবর্ণমেন্টের শত্রু সকল নিপাত হইয়া যতই রাজ্য বৃদ্ধি হইতেছে ততই নিয়মিত ব্যয় সংক্ষেপ করণের নিমিত্ত কার্পণ্য দোষের বৃদ্ধি করিতেছেন, কি চমৎকার !……ইঁহারদিগের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে শূচের সামান্য ছিদ্র বিশিষ্টরূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু গগনের দীর্ঘ ছিদ্র দেখিবার সময়ে এককালীন অন্ধ হইয়া বসেন, রাজপুরুষেরা কেবল দেনা দেনা, শিক্ষা করিয়াছেন, নেনা নেনা পাঠ অভ্যাস করেন নাই, প্রজারা সকলে কেনা বেচার মধ্যে হইয়াছে, সুতরাং দেনা দেনা বাক্য শুনিয়া সুদের লোভে কাগজ কেনার বাতিক চাগাতে তেনা দেনা, কেনা পর্য্যন্ত ঘরবাড়ী বিক্রয় করিয়াও একখানি কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিয়াছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেনা বলিলেই দেনা পান, এ কারণ অতি সহজেই প্রজার ধনে দিন দিন দেনার শরীর বৃদ্ধিই করিতেছেন, সেই ঋণের বাণে বেদনা প্রাপ্ত হইলে এক একবার চৈতন্য পাইয়া থাকেন, তখন পরিশোধের নিমিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া কত প্রকার বিবেচনার আলোচনাই করেন।…

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ঋণজাল হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়েন ইহা আমারদিগের নিতান্তই প্রার্থনা, কিন্তু তদর্থে বিহিত যত্ন করা আবশ্যক হইয়াছে, ইহা স্থূল বিবেচনার কর্ম্ম নহে,…

লক্ষ্মণ ঠাকুর "আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত" ইত্যাদি বাক্যে তর্পণ করিয়াছিলেন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেনা পাঠ তাহার অপেক্ষাও অনেক বড়, কেননা যতদূর অবধি অধিকার করিতে পারিয়াছেন ততদূর পর্য্যন্ত রাঁড়ী ভুঁড়ি প্রভৃতি তাবতের নিকট টাকা কুড়াইতে আলস্য করেন নাই, সাধারণ লোকেরা "প্রেমিস্বরি নোটের" অর্থ বুঝিতে পারে না,… কোম্পানির ঘরে টাকা থাকিলে চোর্য্য ভয় নাই, কোন লেঠাই নাই অথচ প্রতিমাসে ঘরে বসিয়া কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া সুদ পাইতেছেন, এই ভাবিয়াই পরস্পর সকলে কাগজ কিনিয়া বুকে করিয়া রাখিতেছেন, গবর্ণমেন্টের পক্ষে ভালইতো, সৌভাগ্যবশতঃ অতিদীর্ঘ রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন, একে তাহার উপস্বত্বের অর্থেই রক্ষা থাকে না, আবার তাহার উপরে যদি ভূতে আনিয়া ধন দেয় তবে কেন না লইবেন ? মুখের গ্রাস কে কোথায় পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং ফোর পরসেণ্ট, ফাইব পরসেণ্ট খুলিয়া বসিতেছেন, কিন্তু এইরূপ সেণ্ট সেণ্ট করিতে করিতে পরিশেষ "—বেণ্টের ঘরে" না ঢুকিলেই রক্ষা পাইব।

গবরনর জেনরলের পদে যখন যিনি অভিষিক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন,

তখন তিনি দেনা শোধের প্রতিজ্ঞা করিয়াই আইসেন, এবং এখানে পদার্পণ করিয়া প্রথমে দুই চারি দিবস "হেঁক্কা, হোঁক্কা ধূমধড়েক্কা, তুমতড়েক্কা" করিতে ক্রটি করেন না, কিন্তু এই লঙ্কার এক আশ্চর্য্য গুণ ইহার ভিতর প্রবেশ করিলেই রাক্ষস হইতে হইবেক, তাহাতে সন্দেহ কি? লার্ড সাহেব ভাই সাহেবদের ঝাঁকে মিশিলেই আর এক প্রকার হইয়া বসেন, তখন মূলান্বেষণে ভ্রান্ত হইয়া ইটি উটির খুঁটি নাটি ধরিয়া মাদুর পাটি ও ধূলা মাটীর ব্যয় লাঘব করিতে থাকেন। সিবিল সাহেবেরা ভারতরাজ্যের কল্যাণে কোম্পানিকে আশীর্ব্বাদ করত পরমসুখে আপনারদিগের বিস্তৃত উদর পরিপূর্ণ করিতেছেন, সুতরাং লুনের গুণ গাহিতে হইবে, কর্ত্তাপক্ষের নিকট খয়ের খাঁ…হওনের মানসে আপনাপন অধীনস্থ কার্য্যালয়ে এক একটি সূত্র তুলিয়া থাকেন।…

সিবিল সাহেবেরা আপনারা উচ্চ বেতন প্রাপ্ত হইয়া গাড়ী ঘোড়া, জামা যোড়া, চাবুক কোড়া, সেজ মেজ, কেদারা মেদেরা, সহিস বেহারা, ব্রাণ্ডি রেণ্ডি ইত্যাদির ধূম্‌ধামে দিবা রাত্রি মত্ত থাকেন, সে বিষয়ে ভ্রমেও একবার দৃক্‌পাত করেন না, প্রজাপুঞ্জের কুশল করা কাহাকে বলে তাহা শিক্ষা করা হয় নাই, কিন্তু অনিষ্ট করিতে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। অল্প বেতনভোগি আমলা ও দুঃখি চাপরাসি, বরকন্দাজ দিগের বেতন কর্ত্তন, অর্থ দণ্ড, অন্নমারা এবং কোন সূত্রে ভদ্রলোকের অনর্থক অপমান করিয়া জরিবানা করা, এই সমস্ত ব্যাপারে সরকারের লাভ দেখাইয়া যশস্বি হইতেছেন।…

সম্পাদকীয়। ৩০. ১১. ১২৫৯

এই ভারতবর্ষ মধ্যে যত দেশ ব্রিটিস অধিকার ভুক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে এই বঙ্গরাজ্য অতি বিস্তীর্ণ, স্বাভাবিক নিয়মদ্বারা মনুষ্যজাতির প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই এখানে প্রচুর রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে, একারণ এই দেশ অবনীর অন্যান্য জাতিদিগের প্রধান বাণিজ্যস্থল হইয়াছে……এই বঙ্গদেশের বাণিজ্যদ্বারা রাজপুরুষেরা প্রতিবৎসর বিস্তর টাকা লভ্য করেন,……এখানকার বণিকেরা কোন ভিন্নদেশে গমন করেন না, জাহাজারোহণ করিলে তাঁহারদিগের জাতিনাশ হয়, কিন্তু ঘরে বসিয়াই তাঁহারা বিলক্ষণ লভ্য করিতেছেন,……

…এখানে আফিম ও লবণ বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া রাজপুরুষেরা বিপুলার্থ রাজকোষে গ্রহণ করিতেছেন, অল্প পরিশ্রমে পাটনা অঞ্চলে আফিমাকর পোস্ত বৃক্ষ প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার চাস করিয়া কোন ব্যক্তি বাণিজ্য বা ব্যবহারের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আফিম প্রস্তুত করিলে তাহার রক্ষা থাকে না, চোর ডাকাইত অপেক্ষাও তাহার গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে, লবণের বাণিজ্যও ঐরূপ বলিতে হইবেক……লবণ ব্যতীত আহারীয় দ্রব্যাদি হইতে পারে না, কিন্তু কি চমৎকার! রাজপুরুষেরা ধনলোভ বশতঃ তাহাও একচেটিয়া করিয়াছেন, কোন প্রজা গবর্ণমেণ্টের গোলার লবণ না লইয়া লবণ প্রস্তুত করিলে তাহার সর্ব্বনাশ হয়।…

বাণিজ্য দ্রব্যের শুল্ক ও একচেটিয়া আফিম ও লবণ বাণিজ্য ব্যতীত ভূমির রাজস্ব, ষ্টাম্পের কর, গুদারার কর, মোকদ্দমার খরচা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিস্তর টাকা আয় হইয়া থাকে, ইহাতেও রাজকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না, রাজপুরুষেরা এত টাকা লইয়া কি করেন, কেবল স্বদেশীয় আত্মীয়গণের উদর পরিপূর্ণ করিতেছেন, অমুক সাহেব অমুক বড় সাহেবের শালা, তিনি প্রতিমাসে যত কর্ম্ম করিতে পারুন বা না পারুন তিনি সহস্র টাকা মাসিক বেতন তেঁহ অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন, অমুক সাহেব কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সভার অমুক মেম্বরের পিসার শ্যালার প্রতিবাসি, তিনি রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করণের উপযুক্ত পাত্র হউন বা না হউন জিলা বিশেষের মাজিষ্ট্রেট বা কালেক্টর সাহেবের পদে অভিষিক্ত হইয়া অবশ্য নিয়মিত বেতন প্রাপ্ত হইবেন, এতদ্ভিন্ন বিলাতে কত টাকা ব্যয় হইতেছে তাহার সংখ্যা হয় না, প্রতি মেইল দ্বারা তথা হইতে এই বঙ্গদেশের ধনাগারের উপর রাশি রাশি হুণ্ডি আসিতেছে, এই বঙ্গদেশীয় প্রজারা যেরূপ ভীরু স্বভাব ও প্রভুভক্ত তাহাতে তাহারদিগ্যে অধীন রাখিতে অধিক সৈন্যের প্রয়োজন করে না, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখানকার ধনাগার হইতে বহু সৈন্যের বেতনাদি দিয়া চারিদিগে রাজ্যবৃদ্ধি করিতেছেন, এই সমস্ত ব্যয় অনায়াসে সম্পন্ন হইতেছে, ফলতঃ প্রজাদিগের হিতজনক কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে বলিলে গবর্ণমেণ্ট তৎক্ষণাৎ টাকা নাই বলিয়া বসেন, অথবা সেই অনুরোধ পত্রের কোন উত্তর করেন না।

এদেশের উৎপন্ন বিবেচনা পূর্ব্বক নানা বিষয়ে রাজস্বের সমষ্টি করিলে অবশ্য এমত দৃষ্ট হয় যে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এই বঙ্গদেশীয় প্রজারা অধিক পরিমাণে রাজস্ব প্রদান করে, অথচ তাহারদিগের দুরবস্থার প্রতীকার হয় না, ব্রিটিস অধিকারের প্রথম সময়াবধি এ পর্য্যন্ত শান্তি কার্য্য নির্ব্বাহ করণের বিশৃঙ্খল নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে, জজ মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর প্রভৃতির বিচারকে লাট্রি খেলা বলিলেই হয়, বিচারকদিগের বদনরূপ হুইল হইতে কাহার ভাগ্যে ডিক্রী ও কাহার ভাগ্যে ডিস্‌মিস্ উঠে তাহা কিছুই বলা যায় না, আর বিচার বিধায়ে অর্থ ব্যয় নিরূপিত থাকাতে ধনবানের অত্যাচার ও নিরুপায় দুঃখিলোকদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে। এইরূপ এতদ্দেশীয় লোকদিগের দুরবস্থার বর্ণনা করিতে হইলে আমারদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, হস্তস্থিত কাষ্ঠের লেখনী ক্রন্দন করে, কিন্তু রাজপুরুষেরা এই বিষয়ে দৃষ্টিক্ষেপও করেন না, তাহারা কেবল কঠিন নিয়মে রাজস্বের টাকা সংগ্রহ করিতেছেন, রাজস্ব প্রদানে তিলার্দ্ধ কাল বিলম্ব হইলে তৎক্ষণাৎ প্রজার সর্ব্বনাশ হয়।

সংবাদ। ১১. ৬. ১২৬০.

মেদিনীপুর হইতে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে, তথাকার কুম্ভকারেরা হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি মৃত্তিকার পাত্র সকল নির্ম্মাণ করণে বিরত হওয়াতে দুঃখি প্রজাদিগের

অতিশয় ক্লেশবৃদ্ধি হইয়াছে। কুম্ভকারগণের এইরূপ করণের তাৎপর্য্য এই যে মেদিনীপুরের কোন নূতন জমিদার মহাশয় এপ্রকার অনুমতি করিয়াছেন, যে, কুমারেরা মৃত্তিকা খনন করে ও বন হইতে কাষ্ঠ কাটিয়া লয়, অতএব তজ্জন্য তাহারদিগের অতিরিক্ত খাজানা দিতে হইবেক, ইহাতে তাহারা সম্মত না হইয়া ক্রোধ বশতঃ পরস্পর প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আপনাপন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছে, তাহারা বলে যে কোন কালে কোন জমিদারকে মৃত্তিকা কাষ্ঠের কারণ খাজনা প্রদান করে নাই, কেবল জমিদারদিগের হাঁড়ি, কলসী, জালা ইত্যাদি যাহা প্রয়োজন হইয়াছে বিনামূল্যে তাহা প্রদান করিয়াছে, এবং পূর্ব্বতন জমিদারেরা সন্তোষপূর্ব্বক তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহারা নূতন খাজানা কদাচ প্রদান করিবেক না, অনেক কুম্ভকার মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য স্থানে গমন করিয়াছে, বোধহয় এই বিবাদ হাকিমের নিকট পর্য্যন্ত যাইবেক, এবং কুম্ভকারেরা জয়ি হইবেক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সেলাইয়ের কল। ১৮. ৬. ১২৬০

বধূবাজার নিবাসি ধনরাশি শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হৌসে আমেরিকা হইতে ছয়টা অত্যাশ্চার্য্য নূতন কল আসিয়াছে, তদ্দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে জামা, চাপকান, ইজার, পেণ্টলন প্রভৃতি নানাপ্রকার পোসাক ও গণিচটের থলে পর্য্যন্ত সেলাই হইয়া থাকে। ঐ যন্ত্রগত স্থচের এমত দ্রুতগতি ও চমৎকার কার্য্য স্থিরতা যে তাহা একভাবে গমন করিয়া এমত সেলাই করে যে বড় বড় দার্জ্জিরাও সেইরূপ করিতে পারে না, ইংরাজ ও ফ্রেঞ্চ জাতিরা অসামান্য বুদ্ধির দ্বারা যদিও অনেক প্রকার কল প্রস্তুত করিয়াছেন, তথাচ তাঁহারা এ প্রকার প্রয়োজনীয় আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারে নাই, যে ব্যক্তির বুদ্ধির প্রাখর্য্য দ্বারা আশ্চর্য্য যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তিনি কিরূপ অদ্বিতীয় লোক বিজ্ঞমণ্ডলী বিবেচনা করিবেন।

এই যন্ত্র সাধারণের পক্ষে সামান্য প্রয়োজনীয় নহে, এক দিবসে এক কালে ৬০০০ থলিয়া সেলাই হইয়া থাকে, অতএব ঐ কলের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মনুষ্যের কত উপকার হইবেক তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য, ঐ যন্ত্র দর্শনার্থ অনেকেই গমন করিতেছেন, আমারদিগের কোন কোন বন্ধু তদ্দ্বারা কাপড় সেলাই করিয়া লইয়া সেলাই দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছেন।

সম্পাদকীয়। ২০. ৬. ১২৬০

এদেশের জমিদারি সংক্রান্ত নিয়ম অপেক্ষা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নিয়মাদি উত্তম, এই অভিপ্রায়ে আমারদিগের গঙ্গাবাসি ফ্রেণ্ড সহযোগি মহাশয় কয়েক সপ্তাহাবধি অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন, আমরা তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি, বঙ্গদেশের কৃষকদিগের

অপেক্ষা পশ্চিম রাজ্যের কৃষকেরা কিঞ্চিৎ সুখে আছে, একথা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, কিন্তু কোন্ দেশ হইতে গবর্ণমেণ্টের অধিক রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহার বিবেচনা করিতে হইলে এই বঙ্গ রাজ্যকেই প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হইবেক, অতএব বিজ্ঞ লোকেরা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন যে, দশসালা বন্দোবস্তের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি হয় নাই, বরং তাঁহারদিগের আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, কেবল কৃষকেরা কোন কোন বিষয়ে ক্লেশ পাইতেছে, ফলতঃ যুক্তিমতে আমারদিগের রাজপুরুষেরাই সেই ক্লেশের কারণ হইয়াছেন, তাঁহারা যদ্যপি রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত জমিদারের প্রতি কঠিন নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিতেন তবে জমিদারেরা প্রজার সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিতেন না, গবর্ণমেণ্টের এই নিয়মে পূর্ব্বেকার অনেক জমিদার আপনাপন ভূমি সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া ক্লেশ সাগরে অবগাহন করিয়াছেন, এবং অনেক বহু মূল্যের জমিদারি সামান্য মূল্যে বিক্রয় হইয়া গবর্ণমেণ্টের খাস তোসিল ভুক্ত হইয়াছে অধুনা জমিদার দিগের মধ্যে অদ্যাবধি এরূপ নিয়ম চলিত আছে যে তাঁহারা হাল বকেয়া হিসাব অনুসারে প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের সেই নিয়ম নাই। অতএব দশসালের বন্দোবস্ত প্রজার ক্লেশের কারণ হয় নাই।

সম্পাদকীয়। ৯. ৮. ১২৬০

এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অবস্থা সংশোধন নিমিত্ত অনেক প্রকার প্রস্তাব সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে কিন্তু আমারদিগের গ্রহবৈগুণ্য···কেবল লেখা মাত্র সার হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকার ফল দর্শে নাই, গবর্ণমেণ্ট একেবারে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে রাজকীয় কোন প্রধান পদে এদেশের লোকদিগকে নিযুক্ত করিবেন না, রাজকীয় ব্যয়ের সকল টাকাই সাহেব দিগকে দিবেন, অতএব রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সৌভাগ্য সঞ্চয়ন করণের প্রত্যাশা হইতে এদেশের লোকেরা বঞ্চিত হইয়াছেন। বাঙ্গালি দিগের পদন্নোতির কথা রাজদ্বারে উপস্থিত করিলে আমার দিগের রাজপুরুষেরা বাবু হরচন্দ্র ঘোষ ও ফলনা দত্ত মহাশয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহা শেষ করিয়া দেন।

পরন্তু বাণিজ্য দ্বারা এখানকার লোকদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবার পথেও বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধক আছে, যেহেতু তাঁহারা বিদেশীয় বাণিজ্য কিছুই বুঝেন না বিশেষত তাঁহারদিগের জাহাজারোহণ পূর্ব্বক বিলাত গমনের নিয়ম না থাকাতে বিদেশের বাণিজ্য বিষয়ে কেহই সাহস করিতে পারেন না অপিচ এই রাজ্য মধ্যে ভিন্ন ২ জাতির ভিন্ন ২ প্রকার বাণিজ্য করনের নিয়ম বহুকালাবধি প্রচলিত থাকাতে এক জাতি অন্য জাতির বাণিজ্য করিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন।

অপিচ কেহ বলেন যে এই বঙ্গদেশ মধ্যে অনেক ধনাঢ্য লোক আছেন, তাঁহারা যদ্যপি আপনাপন ধন দ্বারা ইংরাজদিগের ন্যায় বাণিজ্য করেন তবে অন্যান্য লোক সকল তাঁহারদিগের দৃষ্টান্তের অনুগামি হইতে পারেন, সুতরাং এই রাজ্য মধ্যে বাণিজ্যের

আতিশয্য হয়, এ কথা অতি যথার্থ বটে, ফলতঃ যাঁহারা অতুল ধনের অধিকারি হইয়াছেন, তাঁহারদিগের আবার সেই প্রকার সাহস নাই, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া সাহেব বিশেষের অধীনে মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিতে পারেন, তথাচ স্বাধীন রূপে বাণিজ্য করিতে পারেন না। বিশেষতঃ গত পাঁচ বছরের মধ্যে কতিপয় ধনি ব্যক্তি আফিম নীল প্রভৃতি বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অতুল সম্পদের পদ হইতে দুরবস্থায় পতিত হওয়াতে আর কোন ব্যক্তি বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন না, অনেকে কোম্পানির কাগজকেই ভাল জানিয়াছেন। আমারদিগের রাজপুরুষেরা কোম্পানির কাগজের সুদ এত ন্যূন করিতেছেন, তথাচ সকলে কাগজ রাখিবার ইচ্ছা করিতেছেন।

পূর্ব্বে জমিদারী বিষয়ে জমিদারগণের বিশেষ সুখ ও আয় ছিল, কিন্তু আমার দিগের গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত ক্রমে কঠিন নিয়ম সকল নির্দ্ধারণ করাতে এবং প্রজা সকল দুরবস্থায় পতিত হইয়ায় সেই সুখ ও আয়েরও অন্যথা হয়, এ কারণ অনেক জমিদারী কালেক্টর সাহেবের নিলাম দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে, পূর্ব্বে যাঁহারা সম্ভ্রান্ত জমিদার বলিয়া রাজদ্বারে ও সাধারণ সমাজে মান্য ও প্রতিপন্ন ছিলেন, অধুনা তাঁহারদিগের পরিবারগণ অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হইয়াছেন।

অতএব এতদ্দেশীয় লোকদিগের সৌভাগ্যোন্নতির কোন প্রকার বিশেষ উপায় দৃষ্ট করা যায় না। আমার দিগের রাজপুরুষেরা এখানকার কৃতবিদ্য ব্যক্তি দিগের নিমিত্ত রাজকার্য্যের যে সমস্ত নিম্নপদ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তাহাতে পরিশ্রম বিস্তর করিতে হয়, অথচ অন্ন বস্ত্রের দুঃখ নিবারণ ব্যতীত কোনমতে সঞ্চয় হইতে পারে না এরূপ নানা কারণে এই বঙ্গদেশীয় লোক সকল ক্রমে ২ দুরবস্থায় পতিত হইতেছেন, যে পর্য্যন্ত আমার দিগের রাজপুরুষেরা সম্ভ্রান্ত রাজকীয় পদে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য লোক দিগকে নিযুক্ত করণের নিয়ম নির্দ্ধারণ না করিবেন এবং সাধারণে স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করণে প্রবৃত্ত না হইবেন তদবধি এই বঙ্গরাজ্যের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবেক না।

মিকানিকস বিদ্যার অনুশীলন (সম্পাদকীয়)। ১৮. ৮. ১২৬০

…পূর্ব্বে চরকা প্রভৃতি সামান্য যন্ত্র দ্বারা তুলা হইতে সূত্রাদি প্রস্তুত হওয়াতে তাহা অতিশয় দুর্ম্মূল্য ছিল সুতরাং স্বল্পমূল্যে বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইত না…অধুনা মনুষ্য বুদ্ধি সহযোগে সূত্র প্রস্তুত করণের উৎকৃষ্ট যন্ত্র নির্ম্মিত হওয়াতে অতি অল্প সময়ে ও অল্প পরিশ্রমে রাশি ২ সূত্র হইতেছে এবং যন্ত্র দ্বারা বস্ত্র হওয়াতে বাজারে অল্পমূল্যে তাহা পাওয়া যাইতেছে।

…ইংরাজরা যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, তখন এদেশে অতি অল্প যন্ত্রাদি ছিল, মনুষ্যের হস্ত ব্যতীত অন্য কোন উপায় দ্বারা তাহা চলিত না, কিন্তু ইংরাজেরা এই রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক আপনার দিগের সমভিব্যাহারে নানাবিধ যন্ত্র আনয়ন করাতে

সাধারণের পক্ষে কত উপকার দর্শিয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। চাঁদপালের ঘাটে বাষ্পীয় যন্ত্রে গঙ্গা হইতে জল উত্থিত হইয়া পয়নালা সহযোগে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হওয়াতে যত উপকার হইয়াছে সাধারণে তাহা জানিতেছেন, টাঁকশালের সম্মুখে যখন লৌহময় বাষ্পীয় জাহাজ প্রস্তুত হয় তখন অনেকে বলিয়াছিলেন, লোহার তরী জলে ভাসিবেক না, কিন্তু লক্ষ লোকের সম্মুখে ঐ তরী আপনার নির্ম্মাণ স্থান হইতে ভাসিয়া গেল……অপিচ ভারতবর্ষে ইলেকট্রিক নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছে……কলিকাতার রেইলওয়ে আপতঃ দিল্লী পর্য্যন্ত যাইবেক ……

ইংরাজ প্রভৃতি জাতি বিজ্ঞান বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শি হওয়াতে এই সমস্ত অচিন্তনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাধারণের উপকার করিতেছেন, অতএব ঐ বিজ্ঞান বিদ্যার অনুশীলন নিমিত্ত এদেশে এক স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করা অতি আবশ্যক বোধ হইতেছে, বহুদিবস হইল কোন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মিকনিক্‌স ইনষ্টিটিউট নামে বিজ্ঞান বিদ্যানুশীলনের এক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহার প্রতি কোন রকম সাহায্য না করায় ও সাধারণেরও উৎসাহ বৃদ্ধি না হইবায় তাহা পত্তনেই পতন হইয়াছে। যাহা হউক…এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে এই বিদ্যা দিয়া চিরোপকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য হয়।

সম্পাদকীয়। ২১. ২ ১২৬১

নানা উপায় দ্বারা প্রচুরার্থ রাজকোষভুক্ত হইতেছে, তথাচ গবর্ণমেণ্টের ধনাগম তৃষ্ণা নিবারণ হয় না, আমরা সংবাদপত্রে পাঠ করত অতিশয় দুঃখিত হইলাম যে পূর্ব্বতন সদরবোর্ডের মেম্বর মহাশয়েরা ১৮৪০ সালের ১৭ আগষ্ট তারিখে এরূপ এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন যে জিলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতি পঞ্চান্নগ্রাম মধ্যে যাঁহারদিগের ১০/দশ বিঘার ন্যূন পরিমাণে নিষ্কর ভূমি আছে তাহারা ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখ অবধি তাহার ভোগদখল করিতেছেন কি না তাহার প্রমাণ দিতে হইবেক, ঐ অনুমতি অনুসারে অনেক নিষ্কর ভূমির দলিল পত্রাদির পরীক্ষা হয়…ইংলিসম্যান পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে…২৪ পরগণার কালেক্টর সাহেব ঐ বিষয়ে এরূপ অনুমতি করিয়াছেন যে যাঁহারা বোর্ডের আদেশানুরূপ ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখ অবধি ভোগদখল প্রমাণ করিতে পারেন নাই, তাঁহার দিগের ভূমিসকল বাজেআপ্ত হইবেক এবং এই বিষয়ের এক রুবকারি অতি শীঘ্র কমিশ্যনর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইবেক।

কি পরিতাপ। ৭০ বৎসরের পর ভূমির প্রতি গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব স্থাপন করা কি কোনমতে বিচার সিদ্ধ হইতে পারে?……পঞ্চান্ন গ্রামের নিষ্কর ভূমি বাজেআপ্ত করণের অনুমতি অতিশয় অন্যায় হইয়াছে, অতএব ঐ ভূম্যধিকারিগণের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে এই বিষয়ে শীঘ্র গবর্ণমেণ্টকে বিদিত করিয়া সুবিচার প্রার্থনা করেন, এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় সভার মনোযোগ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে।

সম্পাদকীয়। ২৯. ৩. ১২৬১

এই বঙ্গদেশীয় ভূম্যাদির রাজস্ব গ্রহণের যে ত্রৈমাসিক কিস্তি নিরূপিত আছে তাহা পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব সম্প্রতি সংবাদপত্রে বাহুল্যরূপে আন্দোলিত হইতেছে। ভারতবর্ষীয় সভার মেম্বর মহাশয়েরাও ঐ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে বিদিত করিয়াছিলেন এবং সেক্রেটারী সাহেব তাহাতে কালেক্টর সাহেবদিগকে পত্র লিখিয়া রঙ্গপুর, দিনাজপুর, মেদিনীপুর, যশোহর, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে জমীদারদিগের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রচলিত নিয়ম সম্যক পরিবর্ত্তন করণে কেহই সম্মত হয়েন নাই, কেবল শেষ কিস্তির বিষয়ে সকলেই বলিয়াছেন যে তাহার পরিবর্ত্তন করিলে উত্তম হয়, অতএব ১৮৫৫ সালের আরম্ভ অবধি রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে নূতন নিয়ম প্রচলিত হইবেক।

যে সময়ে প্রজারা অনায়াসে খাজনার টাকা প্রদান করিতে পারে সেই সময় কালেক্টর সাহেবেরা জমীদারদিগের নিকট হইতে রাজস্বের টাকা গ্রহণ করিলেই উত্তম হয়, বাকি আদায় নিমিত্ত কোন জমীদারি নীলাম হয় না, কিন্তু যে সময়ে প্রজার ঘরে টাকা থাকে-না তাহারা ক্ষেত্রের কার্য্যে পরিশ্রম করে এবং কিরূপে ফসল উত্তম হইবে সেই চিন্তায় অহরহঃ চিন্তিত থাকে সেই সময় কালেক্টরি খাজনা দিতে হইলে জমীদারেরা সর্ব্বনাশ বোধ করেন, তাঁহারা টাকার নিমিত্ত মস্তকে হস্ত দিয়া বসেন, কোথায় টাকা পাইবেন তাহার চিন্তায় স্বচ্ছন্দপূর্ব্বক তাঁহারদিগের আহার নিদ্রা হয় না।

জমীদারগণের এই মহাচিন্তা উপস্থিত হইলে ধনাঢ্য লোকেরা কর্জ্জ দিয়া ১২ পরসেণ্টের হিসাবে সুদ ও ৫ পরসেণ্টের হিসাবে কমিস্যন লইয়া আপনাপন দীর্ঘোদর পরিপূর্ণ করেন, তাহাতে জমীদারগণের একে রাজস্ব প্রদানের চিন্তা তাহার উপর আবার সুদ কমিস্যনের চিন্তা উপস্থিত হয়, সুতরাং অনেক জমীদার জমীদারী রক্ষা করিতে পারেন না, আমরা যে কথা লিখিলাম জমীদার মহাশয়েরাই ইহার সাক্ষ্য দিবেন।

ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে যাঁহারা দুর্দ্দান্ত হয়েন তাঁহারা প্রজার বক্ষের উপর বাঁশ দিয়া টাকা সংগ্রহ করেন, হপ্তম পঞ্চমের অনেক মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হয় কোন প্রজা দুষ্ট হইলে নায়েবেরা তাহার দমনার্থ কালেক্টর সাহেবের সমীপে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করেন, কালেক্টর সাহেব তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন না, জমীদারেরা প্রজার প্রতি এই প্রকার যত অভিযোগ বা অত্যাচার করেন গবর্ণমেণ্টকেই তাহার মূল কারণ বলিতে হইবেক, গবর্ণমেণ্ট জমীদারদিগের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করণের কঠিন নিয়ম না করিলে ঐ সকল অত্যাচার কোনরূপেই হইতে পারে না, আমারদিগের রাজপুরুষেরা নিয়মিতরূপে রাজস্ব সংগ্রহ করুন, আমরা তাহাতে সন্তুষ্ট ব্যতীত অসন্তুষ্ট নহি, কারণ নিয়মপূর্ব্বক রাজস্ব আদায় না হইলে রাজকীয় ব্যয় সকল নির্ব্বাহ হইতে পারে না, কিন্তু কোন্ সময়ে প্রজারা অক্লেশে টাকা প্রদান করিতে পারে এবং ভূম্যধিকারি প্রজার নিকট টাকা লইয়া কালেক্টর সাহেবকে দিতে সমর্থ হয়েন গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাহার বিচার

করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। ………অধুনা ভারতবর্ষীয় সভার মেম্বর মহাশয়েরা এই বিষয়ে মনোযোগি হওয়াতে আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক লেখনী ধারণ করিয়াছি, বিশেষতঃ অতি সুদক্ষ কার্য্যনিপুণ শ্রীযুত এফ, জে হালিডে সাহেব…নিকট কোন উত্তম বিষয় উপস্থিত করিলে প্রজাপুঞ্জের হিত বর্দ্ধন নিমিত্ত তিনি তাহাতে অবশ্য মনোযোগী হইবেন।

লবণ বাণিজ্য (সম্পাদকীয়)। ৩০. ৩. ১২৬১

গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া লবণ বাণিজ্য প্রায় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে…… পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষের রাজনিয়ম ঘটিত বিচার উপস্থিত হইলেই একচেটিয়া লবণ বাণিজ্যের শেষ হইবেক, একারণ আমারদিগের রাজপুরুষেরা অতিশয় ভীত হইয়াছেন, এবং আফিমও লবণ বোর্ডের মেম্বরদিগের প্রতি এ প্রকার বিচার করণের ভার দিয়াছেন, যে লবণ পোক্তানের কার্য্য রহিত করিয়া লবণের উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কর স্থাপন করিলে কোম্পানির দিগের কিরূপ লাভ হইতে পারে তাহার এক বিস্তারিত রিপোর্ট করিবেন, এতএব একচেটিয়া লবণ বাণিজ্যে আগুন লাগিয়াছে, কিন্তু কি চমৎকার! এইক্ষণেও লবণ সংক্রান্ত কর্ম্মচারি দিগের অত্যাচারে জমীদার ও সাধারণ প্রজাগণ অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, এবং জিলার খোদাবন্দ জজ সাহেবেরা সেই অত্যাচারি লবণের কর্ম্মচারি দিগের প্রতিই সাহায্য করিতেছেন।

পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন যে গবর্ণমেণ্ট একচেটিয়া লবণ বাণিজ্য রক্ষার্থ এপ্রকার ভয়ানক নিয়ম করিয়াছেন যে কোন দেশের প্রজারা বিক্রয় বা আপনাপন ব্যবহার নিমিত্ত গোপনীয়ভাবে লবণ প্রস্তুত করিলে লবণ দারোগারা পুলিস দারোগার সাহায্যক্রমে সেই লবণ ধরিবেক, এবং সেই বিষয় রাজবিচারে সাব্যস্ত হইলে জমীদারের ৫০০ টাকা দণ্ড হইবেক, লবণ দারোগা সেই চোরা লবণ ধৃত করণ জন্য পারিতোষিক পাইবেন……

প্রজার দোষে জমীদারের দণ্ড হওনের বিধি কেবল লবণ বিষয়েই বলবৎ দেখিতেছি, এই নিয়ম যেরূপ অন্যায় তাহা ধীমান মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, দক্ষিণ দেশের জমীদারেরা এই রাজ অত্যাচার জন্য আপনাপন জমীদারি সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং তাহা গবর্ণমেণ্টের খাসমহলভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কি পরিতাপ! সেই খাসমহলের প্রজারা লবণ প্রস্তুত করণাপরাধে ধৃত হইলে গবর্ণমেণ্টের দণ্ড হয় না। ইজারাদারেরই সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে, অতএব ইহার অপেক্ষা রাজার অবিচার ও অত্যাচার আর কি হইতে পারে।

দক্ষিণাঞ্চলে শোভাবাজারীয় নৃপতিদিগের কয়েকখানা জমীদারি আছে, তাঁহারা যেরূপ সুদার চরিত্র ও সরল স্বভাব তাহা কাহারো অবিদিত নাই, তাঁহারা কোন কালেই জমীদারীতে গমন করেন না, রিসিবর সাহেবের প্রতি বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণের

ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কাল যাপন করিতেছেন, আক্ষেপের কথা কি ব্যক্ত করিব ঐ লবণ ঘটিত অন্যায় নিয়ম জন্য তাঁহারাও সময় বিশেষে দণ্ডপ্রদানে বাধ্য হইয়াছেন...... ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর মহাশয় দিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে তাঁহারা ঐ ঘৃণিত দণ্ড বিধানের নিয়মের প্রতি আশু মনোযোগি হয়েন।

সম্পাদকীয়। ২. ৫. ১২৬১

বঙ্গদেশীয় ব্যক্তিদিগের কি কি বিষয়ে নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক এই প্রশ্ন উত্থাপন পূর্ব্বক আমরা কেবল বিদ্যানুশীলনের বিষয় লিখিয়াছি, বাণিজ্য রাজার কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয় লিখিতে পারি নাই, অতএব অদ্য বাণিজ্য বিষয়ে লেখনী ধারণ করিলাম, ধীমান পাঠকবর্গ প্রণিধান করুন।

বাণিজ্যদ্বারা জগতের অসীম উপকার হয়, যে দেশে যে পরিমাণে বাণিজ্য ও কার্য্যের আতিশয্য হয় সেই দেশে সেই পরিমাণে সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে,......এতদ্দেশীয় লোকেরা নিতান্ত দাসত্বপ্রিয় হওয়াতেই তাহারা দিন দিন দীনতা প্রাপ্ত হইতেছেন। সন্তান কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা না করিতেই পিতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া আপনার প্রভুর কার্য্যালয়ে লইয়া যান,......আমরা যে কথা লিখিলাম অনেকেই এই নিয়মের অনুগামি আছেন, ইহাতে দেশের কত অনিষ্ট হইতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না,......বাঙ্গালিদিগের মধ্যে যাঁহারা পরমেশ্বরের প্রসাদে বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালি হইয়াছেন তাহার সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধির দ্বারা উপার্জ্জন করণেই অধিক যত্নশীল, সুতরাং স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করণের নিয়ম এদেশে একেবারে রহিত হইয়াছে যে পর্য্যন্ত বাণিজ্য প্রতিযোগী ঘৃণিত নিয়মাদির উচ্ছেদ না হইবেক সেই পর্য্যন্ত এই বঙ্গদেশবাসি প্রজাবৃন্দের সৌভাগ্যের উদ্দীপন হইবেক না।

স্বর্ণমুদ্রা। ৪. ৬. ১২৬১

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করণ বিষয়ে গত গুরুবাসরীয় ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে তদ্গুণাকর সম্পাদক মহাশয় যে সমস্ত সদভিপ্রায় লিখিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠ করত পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। পৃথিবীর যখন সকল দেশেই উক্ত প্রকার মুদ্রা প্রচলিত আছে তখন এই সুবর্ণভূমি ভারতবর্ষে তাহার চলন রহিত করা বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষের সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই; পুরাকালে, অর্থাৎ স্বাধীন নৃপতিদিগের সময়ে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহৃত ছিল, যবন নৃপতিরাও স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করিয়াছিলেন......আকবর বাদসাহ উৎকৃষ্ট স্বর্ণে মোহর প্রস্তুত করাতে তাহার মূল্য অদ্যাবধি বাজারে বৃদ্ধি রহিয়াছে, এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য লোকেরা অতি যত্ন পূর্ব্বক সেই মোহর রক্ষা করেন ও তদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট আভরণাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

পরন্তু ইংরাজেরা এদেশের অধিকারি হইয়াও স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত করণে বিরত হয়েন নাই, তাঁহারা ইংরাজী ১৭৯৫ সালে যে মোহর ও তাহার আধুলি ও শিকি প্রস্তুত করিয়াছিলেন

তাহা অদ্যাপিও বাজারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাহা মুদ্রার মূল্যে বিক্রয় হয় না, স্বর্ণের মূল্যেই বিক্রয় হইয়া থাকে।

এইক্ষণে টাকশালে আর স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হয় না, গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব সংগ্রহ সময়েও মোহর গ্রহণ করেন না, একারণ মোহরের দর নিরূপিত নাই, তাঁবা, দস্তা, পিত্তল প্রভৃতি অন্যান্য ধাতুর ন্যায় স্বর্ণের মূল্যেরও সময় সময় ন্যূনাতিরেক হইতেছে।

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা চলিত না থাকাতে সাধারণের অনেক কষ্ট হইতেছে, কোন দেশ হইতে কোন দেশে নগদ মুদ্রা পাঠাইবার উপায় নাই, রৌপ্যমুদ্রা একত্রে অধিক পাঠাইতে হইলে তৎ প্রেরণকারির অধিক ব্যয় হইতে পারে, ও বিংশতি জন বাহক এক শত জন প্রহরী ব্যতীত ১০,০০০ মুদ্রা প্রেরণ করা যাইতে পারে না।

এই স্থলে কেহ কেহ এমত আপত্তি করিতে পারেন যে "ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের নোট চলিত থাকাতে অনেক সুবিধা হইতেছে।" এই কথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না, কেননা কলিকাতার বেনেতি দোকানে ব্যাঙ্ক নোট ভাঙ্গাইতে হইলেও দুই চারি পয়সা বাঁটা লাগিয়া থাকে, পশ্চিমের কোন মহাজনেরাই ব্যাঙ্ক নোট গ্রাহ্য করেন না, তথায় যে সকল কুটিওয়ালা ব্যাঙ্ক নোট লইয়া থাকেন তাঁহারা অধিক বাঁটা চাহিয়া বসেন, তাহাতে ভ্রমণকারি ও অন্যান্য মহাজনদিগের বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হইলে ও গবর্ণমেণ্ট তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া দিলে সাধারণ প্রজাদিগের এই ক্লেশ অনেক নিবারণ হইতে পারিবেক……

নীলকর (সম্পাদকীয়)। ৪. ৭. ১২৬১

প্রদেশবাসি নীলকর সাহেবেরা যেরূপ ভদ্রলোক পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই তাহা বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন, তাঁহারা দুঃখি প্রজাদিগকে বেগার ধরিয়া নীলবীজ বপন ও তাহাতে জলসেচন ইত্যাদি বিবিধ কার্য্যে নিযুক্ত করেন তাহারদিগের পারিশ্রমিক বিত্ত কিছুই প্রদান করেন না, বলের দ্বারা জমীদারের ভূমিতে চাস করিয়া লাঠির বলে তাহা কাটিয়া লয়েন, তাহাতে জমীদারদিগের সহিত নীলকর সাহেবগণের বিবাদ হয়, আমারদিগের বর্ত্তমান লিউটিনাণ্ট গবর্ণর শ্রীযুত অনরেবল হালিডে সাহেব এই সকল বিষয় বিশিষ্ট রূপেই অবগত আছেন……কিন্তু কি চমৎকার! ইতিপূর্ব্বে সাহেব কয়েক জিলায় ভ্রমণ করিয়া আসিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট যে রিপোর্ট করিয়াছেন তাহাতে এই বিষয় কিছুই উল্লেখ করেন নাই, মফঃসলে যে সমস্ত খোদাবন্দ ধর্ম্মাবতারেরা অসংখ্য প্রজার ধন প্রাণের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন, এবং যাঁহারা বিচারক নামে বিখ্যাত, তাঁহারা প্রায় তাবতেই নীলকরের বাধ্য, জিলার অবস্থা দর্শন অথবা শিকারে গমন করিলে নীলকুঠিতেই ভোজন শয়ন ও নীলকর সাহেবদিগের কন্যাপুত্র ও প্রেয়সীর সহিত আমোদ প্রমোদ ও নীলকরের হস্তিতেই আরোহণ পূর্ব্বক ব্যাঘ্র, হরিণ, মহিষ ও শূকরাদি পশু হনন করিয়া থাকেন, সুতরাং

নীলকরের মোকদ্দমায় পক্ষপাত করিতে হইলেও অনায়াসে করিয়া বসেন প্রজামণ্ডলী জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর প্রভৃতি প্রধান পক্ষ সাহেবগণের সহিত নীলকরদিগের এই প্রকার পরমাত্মীয়তা দৃষ্টি করিয়া আপনারদিগের ক্লেশ নিবারণ নিমিত্ত বিচার প্রার্থনা করণে সঙ্কচিত হয়, সুতরাং তাহারা মনের আগুন মনেই নির্ব্বাণ করিয়া কেবল উর্দ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে।

চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত ২১. ২. ১২৬৪। ২. ৬. ১৮৫৭

প্রদেশ মধ্যে মনুষ্যের জীবন ধারণোপযোগী আহার্য্য দ্রব্যাদি যেরূপ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে এমতাবস্থায় কিছুকাল থাকিলে নানাপ্রকার দুর্ঘটনার উৎপত্তি হইবে তাহার সোপান এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, কখন টাকায় আটান্নর ওজনের চৌদ্দ পোয়া তৈল, পঁইত্রিশ সের দেশী চাউল বিক্রয় হইতে শ্রুত ছিলাম না, দুগ্ধ ও তজ্জাত বিবিধ উপাদেয় দ্রব্য এবং বনজ তরী তরকারী ও মৎসাদি স্বর্ণাপেক্ষাও মূল্যবান হইয়াছে, এক সময়ে বেগুণ যাহা ভদ্র সমাজে প্রায় অপরিচিত ছিল সময়ে তাহাতেও আগুন লাগিয়াছে, হায় কাল যেন দিনে শাল হইয়া উঠিল, কি কারণ বশতঃ কালের এরূপ কুটিল গতি হইল ভাবিয়া কিছুই স্থির হয় না, গত বর্ষ রাজা প্রজাদিগকে যেরূপ জ্বালাতন করিয়াছিলেন বর্ত্তমান বর্ষ মহাশয় তাহা অপেক্ষাও অধিক পোড়াইবেন এরূপ গতিক হইয়াছে, ইঁহার প্রথমাধিকারেই লোকেরা হা ভাত, হা ভাত, করিয়া প্রাণান্ত হইতেছে, কালকেই বা কেন ব্যর্থ দোষারোপ করিতেছি? সম্যক রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বহির্ব্বাণিজ্য ইহার মূল কারণ মধ্যে গণ্য হইতে পারে, যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, এই বঙ্গ ভূমিতে যে পরিমাণে শস্যোৎপন্ন হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই ভিন্নদেশ নীত হয়, সুতরাং এপ্রদেশস্থ জনগণের আয়াপেক্ষা ব্যয়াধিক্য প্রযুক্ত তাহারা দিন দিন দীনাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার দৃষ্টান্ত আর অধিক কি কহিব? ইতিপূর্ব্বে যৎকালীন ভিন্ন দেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্যের এত বাহুল্য ছিল না তখন বঙ্গভূমির প্রজারা অন্যান্য উপায়াধিক সুখে সুখী ছিলেন বটে কিন্তু উদর পোষণ জন্য কখন এমন রোদন করেন নাই, বাণিজ্য যে আমাদিগের পক্ষে অশুভকর এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য তাহা নহে, জগদীশ্বর মনুষ্যদিগকে এ পৃথিবীর যোগ্য করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব প্রত্যেক জাতীয় মনুষ্য আপনাপন বুদ্ধিবৃত্তি চালনা করিয়া শক্তি কৌশলে স্বদেশেই উপজীবিকা লাভ করিতে পারেন, অত্রাবস্থায় বঙ্গভূমি নিবাসিরা যেমন নিরীহ, ঈশ্বর কৃপায় তাহারদিগের জন্মস্থানও তদুপযুক্ত হইয়াছে, অল্প পরিশ্রমেই প্রচুর শস্যোৎপন্ন হয়, দ্বারা তাহারদিগের জীবিকা নির্ব্বাহান্তে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহাতেই দুর্দ্দৈবাদি হইতে অনায়াসে বিমুক্ত হইতে পারে, যদি অন্যান্য দেশবাসিরা বুভুক্ষু নয়নে বঙ্গদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া স্বদেশেই আপনাপন জীবিকার উপযুক্ত পরিশ্রম করেন তাহা হইলে এদেশস্থ লোকের এরূপ নিরন্নাবস্থা উপস্থিত হইতে পারে না, যদি বলেন অস্মদ্দেশীয়

কৃষকেরা অলসপরায়ণ তাহাতেই অশেষ দুঃখোৎপাত্ত হইতেছে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে নিয়মে কৃষিকার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে হয় ইহারা তাহা অবগত নহে কিন্তু প্রাগুক্ত দোষ কখন তাহাদের প্রতি উল্লেখ করা যুক্তি সিদ্ধ বোধ হয় না, কি নিমিত্ত কৃষিকার্য্যের উন্নতি পক্ষে ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে তাহা সকলেই জানেন কিন্তু প্রকাশ করিতে সাহসী হন না, সম্পাদক মহাশয় যদি অভয় দান করেন বারান্তে প্রকাশ করিতে ত্রুটি করব না।

কুমারখালী।
১২৬৪ সাল।
তাং ৫ জ্যৈষ্ঠ।

কস্যচিৎ স্বদেশ হিতৈষি জনস্য

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৫. ৫. ১২৬৪। ২০. ৮. ১৮৫৭

মেং রবিন্সন সাহেব এই ভারতবর্ষের রাজস্ব বিষয়ে লেখনী সঞ্চালনপূর্ব্বক বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের দুরবস্থার বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রকাশিত পুস্তকে তাহা অতি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি, তিনি একটী অক্ষরও মিথ্যা লেখেন নাই, বোধ হয় প্রদেশ মধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক কৃষকের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া তাহার বিপন্নদশা ও পরিবারের অবস্থা স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়াছেন, তাহা না হইলে এরূপ স্বরূপবর্ণনা কি-প্রকারে লিখিবেন? আমরা পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ তাঁহার লেখার কিয়দংশ নিম্নভাগে অনুবাদ করিলাম।

"বঙ্গদেশীয় কৃষক সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিধান ও মোটা অন্ন আহার করে, তাহার কঠোরোপার্জ্জিত অল্প আয়ের গ্রাহক বিস্তর, একারণ তাহার পক্ষে সঞ্চয় করা দূরে থাকুক সে অধিক সুদে কর্জ্জ লইয়া মহাজনের নিকটে নিয়ত বদ্ধ রহিয়াছে, পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বঙ্গদেশের ভূমিতে প্রচুর শস্য ফলাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু কি পরিতাপ! কৃষকের দুরবস্থা দর্শন করিলে পাষাণ তুল্য কঠিনান্তঃকরণও করুণায় আর্দ্র হইয়া যায়, তাহার মাসিক ব্যয় ১॥০ টাকা অথবা ৩ টাকার অধিক নহে, বার্ষিক ব্যয় একশত টাকার অধিক হয়, একশত কৃষকের মধ্যে এমত অবস্থান্বিত পাঁচ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কৃষকের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি আপনার উপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে পারে, একারণ তাহার স্ত্রী-পুত্রাদি সম্পূর্ণ পরিশ্রম করিয়া তাহাকে সাহায্য করে, এবং অসিদ্ধান্ন ও সামান্য শাকাদি ভোজনেই সংতৃপ্ত থাকে, যে দিবসে মৎস পায় সে দিবস আনন্দের সীমা থাকে না, কটি দেশে ছিন্ন বস্ত্রমাত্র অবলম্বন ও দর্ম্মামাদুরি এবং তৃণের বালিশই তাহারদিগের কোমল শয্যা হইয়াছে, সম্পত্তির মধ্যে কাষ্ঠের হল ও লৌহফলাকা, এবং এক অথবা দুইটা বলদ, তাহা অবলম্বন করিয়াই কৃষক বর্ষাকালের অবিশ্রান্ত জলধারা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক প্রাতঃকালাবধি মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এবং মধ্যাহ্ন হইতে প্রদোষ কালাতীত করিয়া নিরন্তর

পরিশ্রম করিয়া থাকে, আমার এই লেখাকে কেহ অতিরিক্ত বর্ণনা বিবেচনা করিবেন না, এমত দুঃখি কৃষক বিস্তর আছে, যাহারা সময় বিশেষে দিনান্তে আহারপ্রাপ্ত হয় না, বিশেষতঃ কৃষকের অন্তঃকরণ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন থাকাতে সে কোনক্রমেই অবস্থার পরিবর্ত্তন করণে সমর্থ হয় না, সে মূর্খতার নিবিড়ান্ধকারে নিমগ্ন থাকিয়া উত্তেজনা প্ররোচনা ও ভৎ´সনা প্রহারাদি সহ্য করিতেছে।"

মেং রবিন্সন সাহেব বঙ্গদেশীয় কৃষকের দুরবস্থা এতদ্রূপে বর্ণনা করিয়া পরিশেষে জমিদারদিগের প্রতিই সমস্ত দোষারোপ করিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন "জমিদারেরাই এই সকল দুঃখের মূল হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট জমিদারি বিশেষের যেরূপ রাজস্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে গবর্ণমেণ্ট ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধাংশও গ্রহণ করেন না, কারণ যে সমস্ত অপ্রাপ্তবয়স্ক জমিদার সন্তানগণের ভূম্যধিকার কোর্ট অফ ওয়ার্ডস অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে তদ্দ্বারা এই বিষয় বিলক্ষণরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে, অতএব গবর্ণমেণ্ট যখন ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধাংশভোগি হইলেন অপরার্দ্ধাংশ সত্বে কৃষককুল কি কারণে এত কষ্ট সহ্য করে, তাহা কোথায় যায়, কে বণ্টন করিয়া লয়? তদনুসন্ধান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে" মেং রবিন্সন সাহেব যদ্যপি নিরপেক্ষচিত্তে বিবেচনার আলোচনা করেন, তবে অবশ্য জানিতে পারেন যে গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসম্বন্ধীয় অপরিচ্ছিন্ন নিয়মই কৃষকের সকল দুঃখের মূল হইয়াছে, কারণ আমারদিগের রাজপুরুষেরা এদেশে রাজকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ভূমির রাজস্ব সংগ্রহ নিমিত্ত বিবিধ প্রকার নিয়ম নিবন্ধন করিয়াছিলেন, ফলতঃ কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, পরিশেষে রাজনীতি নিপুণ মহাত্মা লার্ড কর্ণেওয়ালিস সাহেব এদেশে আগমন করিয়া ইংরাজী ১৭৯৩ সালে বঙ্গদেশের ভূমির রাজস্ব বিষয়ে "দশশালাবন্দবস্ত" নামে যে সুবিখ্যাত নিয়মপত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, বিলাতের কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবদিগের অভিমত ক্রমে তাহাই চিরস্থায়ী হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট একপ্রকার শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে কোন কালে ঐ নিয়মের রূপান্তর করিবেন না, এই নিয়ম বলেই গবর্ণমেণ্টের রাজস্বের ন্যূনাতিরেক বিবেচনায় জমিদারি সকলের মূল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং ধনাঢ্যব্যক্তিগণ মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করত সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ যেমন কোম্পানির-কাগজ ও অন্যান্য ভূমি সম্পত্তি, সেইরূপ জমিদারী মনুষ্য অর্থ দিয়া যে কোন ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন তত্তাবতেই আত্মলাভের প্রত্যাশা করেন, অতএব বহু ধনদ্বারা অর্জ্জিত জমিদারী হইতে ভূম্যধিকারিরা লভ্য-প্রত্যাশা করিবেন ইহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না, বিশেষতঃ জমিদারীসম্বন্ধীয় সকল বিষয়েই তাঁহারদিগকে রাজনিয়মের অধীন হইতে হয়, নিয়ম অতিক্রমপূর্ব্বক কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, যদ্যপি কেহ করেন, তবে বিচারস্থলে তাহা প্রতিপন্ন হইলে তাঁহাকে অবশ্য দণ্ডভোগ করিতে হয়।

অপিচ, মেং রবিন্সন সাহেব এইস্থলে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে যদ্যপি জমিদারেরা

কৃষকের নিদারুণ দুঃখের মূলীভূত কারণ না হইলেন তবে তদ্দোষ কাহার প্রতি অর্পিত হইবেক? এতদুত্তরে আমারদিগের এইমাত্র বক্তব্য যে গবর্ণমেণ্টের নিয়মের বিশৃঙ্খলতা ও কৃষকদিগের মূর্খতা দোষই তাহারদিগের সমূহ ক্লেশের কারণ হইয়াছে, জমিদার পত্তনিয়াদার তালুকদার দরপত্তনিয়াদার ইত্যাদি ভূমির উৎপন্নভোগির সংখ্যা রাজনিয়মবলে যত বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে ততই কৃষকের ক্লেশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন খোদকস্তা, পাইকস্তা, যোতদার, বীজধান দাতা ইত্যাদিও ভূমির উৎপন্ন গ্রহণকারি বিস্তর আছে, তাহারা সহস্তে ক্ষেত্রকর্ষণ বীজবপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের কার্য্য কিছুই করে না, অথচ কৃষকের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি কৃষকের দুর্দ্দশা সমস্ত সন্দর্শন পূর্ব্বক যদ্যপি রাজনিয়মাদির সংশোধন করেন, তবে কৃষকের দুঃখ অনেক মোচন হইতে পারে।

নীলকরের দৌরাত্ম্যে রাইয়ৎ লোকের সর্ব্বনাশ (সম্পাদকীয়)। ১. ১০. ১২৬৫

নীলকর দিগের দৌরাত্ম্যে জেলার প্রজারা আর কতকাল যন্ত্রণা ভোগ করিবেক ?··· পল্লীগ্রামে কুটিয়াল দিগের অত্যাচার দেখিলেই তৎক্ষণাৎ বোধ হইবেক, যে, এদেশে অদ্যাপি কোন রাজশক্তির অধীন হয় নাই, অর্থাৎ প্রকৃত অরাজক হইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা যাহা মনে করেন তাহাই করিতেছেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বিবেচনা করেন, যে তাঁহারা উত্তমরূপে ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, কতকগুলি দুর্ব্বল ইতর চোর ডাকাত ধরিলেই কি রাজ্য শাসিত হয়? তাহারা রজনীতে অতি গোপনে দস্যুতা করে···কিন্তু রাজপুরুষ দিগের সহিত যাহারা সমভাবে একটেবিলে উপবেশন পূর্ব্বক···আহার করিতেছেন, দক্ষিণ হস্তে গ্লাশ ধরিয়া সুরাপান করিতেছেন, একত্রে চর্চে গিয়া বাইবেল খুলিয়া গদগদ চিত্তে প্রেমাশ্রুপাত করত মহাপ্রভু ঈশু খ্রীষ্টের উপাসনা করিতেছেন সেই মহাশয়েরাই দিনে দুই প্রহরে এক বাণিজ্য কার্য্যের ছলনা করিয়া প্রকাশ্যরূপে প্রকারান্তরে প্রতিদিন ডাকাইতি করিতেছেন, সে বিষয়ে একবারও দৃষ্টি ক্ষেপ হয় না, প্রজারা নালিস করিলে বরং রাজদ্বারে তাহার বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহারা সামান্য লোক কি করিতে পারে? নীলকর সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট প্রতিবাদিরূপে উপস্থিত হইলেও অতি সম্ভ্রমের সহিত গৃহীত হয়েন, হরিহর মূর্ত্তির ন্যায় একাঙ্গ হইয়া হাস্যবদনে "সেকেহেন্" করেন, ইংরাজী ভাষায় কথা কহিয়া যাহা বুঝাইয়া দেন সাহেব তাহাই বুঝেন্। কোনো কুটিয়াল মাজিষ্ট্রেট সাহেবের শ্যালা কেহ ভাই, কেহ ভগিনীপতি, কেহ পিসে, কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ গ্রামস্থ, কেহ সমধ্যায়ী, এই প্রকার পরস্পর সম্বন্ধে এক একটা সংযোগ আছে, এবং তাহা না থাকিলেও সকলেই "এক সান্‌কির ইয়ার" কোন মতে ছাড়াছাড়ি হইবার জো টি নাই। অপিচ অনেকে এমত কহেন যে "শ্বেতাকায় নীলকর সাহেবের মধ্যে যাঁহারা বিবাহ করিয়াছেন তাহারা কস্মিন্‌কালেই কোন মোকদ্দমায় পরাস্ত হয়েন না, সর্ব্বত্রেই তাঁহারদের জয় জয়কার," আমরা এই বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ প্রায় সমস্ত জিলার

সংবাদ লইয়া থাকি, তাহাতে প্রায় সমস্ত স্থানেই নীল কুঠীর সমান দৌরাত্ম্যই দেখিতে পাই এবং মফঃস্বল হইতে সর্ব্বদাই এ বিষয়ের পত্র আসিয়া থাকে, কিন্তু কোন কোন সাহেব এমত ধার্ম্মিক আছেন, যে তাঁহারা সাক্ষাৎ যুধিষ্ঠিরতুল্য তন্মধ্যে কেহ কেহ মনের বিনা সঙ্কল্পেও সঙ্গদোষে কলঙ্কি হয়েন। আমার দিগের কোন বন্ধু সংপ্রতি নানা স্থান ভ্রমণ করত এতন্নগরে আগত হইয়াছেন, তিনি কহিলেন "জিলা মুরশিদাবাদ, রাজশাহী, কৃষ্ণনগর, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি সকল জিলাতেই নীলকরের অত্যাচার প্রবল রহিয়াছে। ঐ সমুদয় সাহেবের কুটির অধীনস্থ ও নিকটস্থ প্রজাপুঞ্জের দুঃখ বর্ণনা করিতে হইলে হৃদয় অমনি বিদীর্ণ হইয়া যায়। স্থান বিশেষে কেবল দুই একজন ধার্ম্মিক সাহেব আছেন, নচেৎ তাবতেই এক ধর্ম্মাক্রান্ত।" তিনি শুনিলেন জিলা রাজসাহী, যশোহর এবং মুরশিদাবাদের অনেক প্রজারা নীলকরের নির্দ্দয় ব্যবহারে অতিশয় ক্লেশ পাইতেছে, দারোগা প্রত্যক্ষে সেই সকল ঘটনা দৃষ্টি করিয়া রিপোর্ট করিতে সাহসী হয় না, কারণ সাক্ষীর জোগাড় হইয়া উঠে না, এবং তাহা হইলেও শেষ রক্ষা হয় না, বিচারপতির কোপদৃষ্টে পড়িয়া পরিশেষে তাহার কর্ম্ম থাকা ভার হয়, অতএব বিবেচনা করুন, শান্তি রক্ষার স্থলে যখন এই প্রকার ভয়ানক ব্যাপার চলিতে লাগিল তখন আর কিরূপে নিস্তার হইতে পারে? যে স্থানে দারোগা অত্যাচারের সংবাদ করিতে অতিশয় ভীত এবং বিচারপতি সমুদয় বুঝিতে পারিয়াও অবহেলা করেন, সে স্থানে ধর্ম্ম কখনই অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্ম প্রস্থান করিলেই অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। লোকে কথায় কহে "যার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাথা, তার ঔষধ দেবো কোথা।" অর্থাৎ সকল জিলার দশাই একরূপ হইল, ইহাতে কোন স্থানে সুবিচার হইবে? প্রজারা কাহার নিকট নালিস্ করিবেক? উপরের কর্ত্তারা তো বধির হইয়াছেন, কোন বিষয় শুনিয়াও শুনেন না, জিলার কার্য্যের উপর দৃষ্টি করা অভ্যাস নাই। এই নীলকুঠী সংক্রান্ত নিষ্ঠুরতা ও হত্যাঘটিত মোকদ্দমা কতবার সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইল, সদর নিজামতের ঘর এবিষয়ে নথিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোন উপকার হইল না।...কয়েক জিলায় কয়েকজন জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন, তথাচ অত্যাচারের কিছুমাত্র খর্ব্বতা হইল না, ইহার তাৎপর্য্য এক সাদা বর্ণের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, সাহেবেরা মাজিষ্ট্রেট হইলে কি হইবে, ঝাঁকের পায়রা ঝাঁকে মিশিয়া যান্। তাহার উপর আবার "শাদা মুল্লুক জাদা"।...

আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি শাদা হাকিমের দ্বারা শাদা নীলকরেরা কোন মতেই শাসিত হইবেন না, কালা ব্যতীত প্রজাদিগের ঐ জ্বালা নিবারণ হইবার নাই, ইহার বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখুন, কার্য্যতৎপর চন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যৎকালীন মুরশিদাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন তৎকালীন ঐ জেলা অত্যাচার হইতে এককালীন মুক্ত হইয়াছিল, দুঃশীল জমীদারেরা প্রজা পীড়নে বিরত হইয়া শান্তি শতক পাঠ করিতেন, নীলকরেরা বিষদন্ত ভঙ্গ হইয়া খোবোলের ভিতর ছোবল পুরিয়াছিলেন...

জিলা রাজসাহির পূর্ব্বতন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র ঐ জিলার নীলকরদিগের অনেক দমন করিয়াছিলেন, এইজন্য নীলকরেরা তাঁহার অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত কতবার কত প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

বাবু গোপাল চন্দ্র মিত্রের প্রতাপে নাটোর প্রদেশীয় কুটিয়ালেরা অনেকাংশেই দুর্ব্বল হইয়াছিলেন, এইক্ষণে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে বোধহয় পুনর্ব্বার যে অত্যাচার সেই অত্যাচারই হইয়াছে।...রাজপুরুষেরা যে পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় সচ্চরিত্র সুশিক্ষিতগণকে জিলার মাজিষ্ট্রেটি কর্ম্মের ক্ষমতা প্রদান না করিবেন এবং কর্ত্তা সিবিলেরা যে পর্য্যন্ত জাতি, ধর্ম্ম, বর্ণ, দেশ ইত্যাদির অভিমান পরিত্যাগ পুরঃসর বিনা পক্ষপাতে সেই কৃষ্ণবর্ণের সহিত মিলিত না হন, সে পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশে কখনই যথার্থ রাজধর্ম্ম প্রকাশ পাইবেক না। আপনারা আপন মুখে আপনাদের সভ্য বলিয়া শ্লাঘা করিলে কি লভ্য হইবে?। সভ্যতার কার্য্য কোথা? আপন ঘরের অতি ভয়ানক দস্যুকে প্রহার করাতে কি বিশেষ অনুরাগ হইতে পারে?...

ইংরাজী ১৮৫১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রে প্রকাশ হয় "জিলা যশোহরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহার কুটির সমীপবর্ত্তী কতিপয় খণ্ড ভূমির অধিকার প্রাপ্ত হইলেন, অতএব তোমারদিগের ভৃত্য ও প্রজাদল যদ্যপি উক্ত ভূমির উৎপন্ন শস্যাদি বলদ্বারা কাটিয়া লয়, ও বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত করে, তবে তাহারদিগকে কারাগার বদ্ধ ও অন্যান্য দণ্ডে দণ্ডী করা যাইবেক, এবং তোমারদিগের জমীদারী সকল বাজেয়াপ্ত হইবেক ইত্যাদি।"

হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রের উক্ত লিখন প্রমাণে দেখুন তৎকালে যশোহর প্রদেশে একেবারে সদ্বিচার শূন্য হইয়া অরাজকতায় উচ্ছন্ন গিয়াছিল কিনা? অতএব পাঠক মহাশয়েরা দেখুন, এক জিলার একজন মাজিষ্ট্রেট সাহেব একজন নীলকরের প্রতি অনুকূল হইয়া রাজনিয়মের বিরুদ্ধে কি পর্য্যন্ত অন্যায় কর্ম্ম না করিয়াছেন...নীলকরেরা একে "মনসা" তাহাতে ধূনার গন্ধরূপ মাজিষ্ট্রেট ভার প্রাপ্ত হওয়াতে যতদূর পর্য্যন্ত প্রবল হইতে হয় তাহাই হইয়াছেন, এবং যতদূর পর্য্যন্ত করিতে তাহাই করিতেছেন।...

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৪. ১২. ১২৬৫। ১৬. ৩. ১৮৫৯

আয়াপেক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি হইলে সুবিবেচক গৃহস্বামী যে প্রকার ব্যয় সঙ্ক্ষেপ করিতেই যত্নবান হয়েন, কদাচই ঋণগ্রস্ত হয়েন নাই, সদ্বিবেচক নৃপতিরা রাজ্যের আয় ব্যয় বিষয়েও সেইরূপ রুচির নিয়মের অনুগামি হইয়া থাকেন, কারণ রাজাই হউন বা প্রজাই হউন যাঁহার যেরূপ আয় হয় তাঁহার সেইরূপ ব্যয়-বিধানই আবশ্যক বরং সময় বিশেষের আবশ্যকীয় অতিরিক্ত ব্যয়ের নিমিত্ত কিছু কিছু সঞ্চিত রাখাও কর্ত্তব্য, কিন্তু আমারদিগের রাজপুরুষেরা এই পরম্পরা-প্রচলিত উত্তম নিয়মের অনুগামিন হওয়ায় সময়ে সময়ে বিশেষ প্রকার উদ্বেগ-গ্রস্ত হইতেছেন এবং তাহাতে রাজ্যেরও অল্প অনিষ্ট হইতেছে না, তাহারদিগের ঋণের পরিমাণ ক্রমে অতি ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে এবং তাহার সুদ প্রদান করিতেই

রাজকোষ হইতে বিপুল বৃত্ত ব্যয় হইতেছে, সুতরাং সকল সময়েই রাজকোষে ধনাভাব, বিশেষতঃ যুদ্ধ বিদ্রোহাদি-ঘটনাকালে তাহা বৃদ্ধি হইয়াই থাকে, গবর্ণমেণ্ট এই রাজ্য রক্ষণা-বেক্ষণ নিমিত্ত যদ্যপি সময়ে সময়ে ঋণগ্রস্ত না হইতেন, তবে রাজভাণ্ডারে কত টাকা সঞ্চিত থাকিত তাহা নিরূপণ করা অসাধ্য, ঋণের অপেক্ষা পাপ নাই সকল লোকেই ঋণকে অত্যন্ত ভয় করেন,···আমারদিগের রাজপুরুষেরা তাহার বিপরীত ভাবালম্বন করিয়াছেন, তাহারা ঋণগ্রস্ত হইতে কিছুমাত্র ভয় করেন না, ঋণ করিয়া যুদ্ধ করেন, ঋণজালে বদ্ধ হইয়া স্বজাতীয় বহু ব্যক্তিকে ভূরি বেতন দিয়া সন্তুষ্ট রাখেন ফলতঃ তাঁহারদিগের এই ঋণ রাজ্যের পক্ষে কি প্রকার অনিষ্টদায়ক হইতেছে, তাহা পাঠক মহাশয়েরা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন।

পরন্তু ক্রমে ঋণ যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা যে কোনকালে পরিশোধ হয় এমত সম্ভাবনা কিছুই দেখা যায় না, আমারদিগের পূর্ব্বতন গবরনর জেনেরল লার্ড ডেলহৌসি বাহাদুর পঞ্জাব ও অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য গ্রহণ এবং ব্রহ্মদেশে অকারণ যুদ্ধে ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিপুলার্থ বিনাশ করিয়া পাঁচ টাকার সুদের সমুদায় কোম্পানির কাগজের ঋণ পরিশোধ-করণের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলে রাজকীয় আয় ব্যয়ের পরিমাণদর্শি ব্যক্তিগণ অতিশয় সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই ঘোষণাপত্র প্রকাশে যে গুরুতর অবিবেচনা হইয়াছে,···

যদি কেহ বলেন, যে, আয় বৃদ্ধি না করিলে কি প্রকারে ঋণ গ্রহণ নিবারণ হইবেক? ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি, যে, এইক্ষণে নানা বিধায়ে যে প্রকার রাজস্ব নিরূপিত আছে, তাহা কোনোমতেই অল্প বলা যায় না, যে যে বিষয়ে রাজস্ব নিরূপিত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্ট তত্তাবতেই হস্তবিস্তার করিয়াছেন, আর কোনো-প্রকার নূতন কর স্থাপন এবং কোনোবিষয়ে আয় বৃদ্ধি করণের চেষ্টা করিলে প্রজার প্রতি অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করা হইবেক এইক্ষণে ব্যয় সঙ্ক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য হইতেছে, বিচক্ষণ গবরনর জেনেরল মৃত মহাত্মা লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর প্রথমতঃ আপনার পরিশেষে অধীন প্রধান প্রধান ভূরি বেতন ভোগি কর্ম্মচারিদিগের বেতন কর্ত্তণ করিয়া এদেশে ও বিলাতে বিশেষ যশোভাজন হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান গবরনর জেনেরল বাহাদুরের পক্ষে তাহাই করা অতি আবশ্যক হইতেছে, যে যে বিষয়ে ব্যয় সঙ্ক্ষেপ হইতে পারে, আমরা সময়ে সময়ে তাহা প্রকাশ করিতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব, অদ্য প্রস্তাব বাহুল্য হয়, একারণ অধিক লিখিতে পারিলাম না।

চিঠিপত্র স্তম্ভে প্রকাশিত। ২২. ২. ১২৬৬। ৪. ৬. ১৮৫৯

পরমপূজনীয় শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়! এইক্ষণে অত্যন্ত দুঃখিত ও হতাশ হইয়া লেখনীধারণকরত আমারদিগের সুবিচারক রাজপুরুষদিগের সমক্ষে আবেদন করিতেছি, যে, তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ-

সহকারে অত্র প্রদেশের প্রতি কৃপাবলোকনদ্বারা আমারদিগের সকল সন্তাপ হরণ করুন, এবং শান্তিরস প্রদানদ্বারা আমারদিগের মনে শান্তির সংস্থাপন করুন, যদ্দ্বারা আমরা অত্যাচারি নীলকরদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরম সুখে জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহ করিব। নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় যদিও অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম আছে, তথাচ কিঞ্চিৎ না লিখিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না, কারণ দুষ্টের দমনবিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ ইচ্ছা। আমারদিগের পূর্ব্বসংস্কার এইরূপ ছিল, যে আমারদিগের কোন বাঙ্গালী নীলকর হইলে দেশের অধিক অনিষ্ট ঘটিবেক না, কারণ তাহারা আপনারদিগের দেশের মঙ্গলোন্নতির চেষ্টা বিলক্ষণরূপে পাইবেন, কিন্তু আমারদিগের সে আশা এইক্ষণে দুরাশা হইয়া উঠিয়াছে, তাহারদিগের দ্বারা দেশের উন্নতি সম্ভাবনা দূরে থাকুক, তাঁহারা কিরূপে লোকের সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন, কিরূপেই বা মানি ব্যক্তির অপমান করিবেন সেই চেষ্টাই তাঁহারদিগের মনে সতত প্রবাহিত হইতেছে, আহা, কি পরিতাপের বিষয়! কি পরিতাপের বিষয়! কোথায় তাহারা দেশের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত থাকিবেন? তা না হইয়া দেশের প্রতি দ্বেষ প্রকাশানন্তর যাহাতে দেশের অমঙ্গল হয় তাহাই করিতেছেন।

এস্থলে ইংরাজ নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় আর কি লিখিব, যাঁহাদিগের অত্যাচারে উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের কত কত ভদ্রসন্তান আপনারদিগের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং যাঁহারদিগের উপদ্রবে কত কত দীন দরিদ্র ব্যক্তি স্বাভাবিক হীনবল প্রযুক্ত অগত্যা তাঁহারদিগের অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া মনের দুঃখে কালহরণ করিতেছে, তাঁহারদিগের গুণের কথা আর অধিক কি লিখিব! যাহা হউক আমারদিগের সুবিচারক রাজকর্ম্মচারিগণ এদেশের কাঙ্গালি বাঙ্গালি প্রজাপুঞ্জের উপর দয়া প্রকাশ করিয়া ইহারদিগের মনে হর্ষ প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ না হয়েন, কারণ "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা" তাহারা ব্যতীত ইহারদিগের আর কেহই নাই।···

কস্যচিৎ কাঞ্চনপল্লীনিবাসিনঃ

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৯. ৫. ১২৬৬। ২৪. ৮. ১৮৫৯

ব্যবস্থাপক সমাজের অভিনব মেম্বর মেং হারিংটন সাহেব সর্ব্ব প্রকার ব্যবসায়ীদিগের প্রতি কর স্থাপনের যে নূতন নিয়মের পাণ্ডুলিপি উক্ত সভার বিবেচনায় সমর্পিত করিয়াছেন। আমারদিগের সাপ্তাহিক সহযোগী ইণ্ডিয়ান ফীল্ড সম্পাদক মহাশয় তাহার প্রতিপোষক হইয়া লিখিয়াছেন, বিগত বিদ্রোহ নিবারণ নিমিত্ত রাজকোষ হইতে বিপুলার্থ ব্যয় হইয়াছে, প্রজাগণকে সেই ব্যয় অবশ্যই পূরণ করিয়া দিতে হইবেক, সুতরাং নূতন প্রকার কর স্থাপন ব্যতীত সেই টাকা সংগ্রহ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। আমারদিগের গবনরজেনেরল বাহাদুর বাণিজ্য দ্রব্যাদির শুল্ক বৃদ্ধি করাতে কিঞ্চিৎ আয় বৃদ্ধির উপায় হইয়াছে আর মেং স্কোন্স সাহেব ষ্টাম্পের যে নূতন আইন প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতেও

কিছু আয় হইতে পারিবেক। কিন্তু রাজকীয় ব্যয়ের যেরূপ অকুলান দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐ উভয় প্রকার আয়ের সমষ্টি করিলেও সেই অনাটন মোচন হইবেক না। গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন, সেই ঋণের বৃদ্ধি প্রদান নিমিত্তেও রাজ ভাণ্ডার হইতে অল্প ব্যয় হইতেছে না। আর আমরা ঋণ বৃদ্ধি করণের পরামর্শ প্রদান করিতে পারি না, কারণ ঋণ দায় বড় দায়।…

রাজকোষের অভাব মোচন নিমিত্ত অধুনা নূতন প্রকার কর স্থাপন করাই বিধেয় হইয়াছে। কিন্তু অল্প পরিমাণে বহু বিষয়ে নূতন নূতন কর নির্দ্ধারণ করিলে প্রজার পক্ষে ক্লেশকর হইবেক। তাঁহারা তৎপ্রদানে কাতর হইবে, অতএব মেং হারিংটন সাহেব যে কর স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহা নির্দ্ধারিত হইলে একেবারে এক কোটী টাকার অধিক আয় বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, কোনদিকে আর অনাটন থাকিবেক না, সকল অভাব মোচন হইয়া যাইবেক সর্ব্ব প্রকার ব্যবসায়ীরা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সর্ব্ব বিষয়ে সংরক্ষিত হইয়া আপনাপন বৃত্তি সাধন করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা আপনাপন আয় হইতে গবর্ণমেণ্টকে কিছুই প্রদান করেন না। মেং হারিংটন সাহেব ঐ সমস্ত ব্যবসায়ীদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকোষের অভাব মোচনের প্রস্তাব করিয়াছেন, ইহাকে কোন মতে ন্যায়বিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। তিনি যে পরিমাণে কর স্থাপনের মানস করিয়াছেন, তাহা এত অল্প যে তৎপ্রদানে কোন ব্যক্তির ক্লেশ বোধ হইবে না অথচ গবর্ণমেণ্টের আয় বৃদ্ধি হইবেক।

ইণ্ডিয়ান ফীল্ড সম্পাদক মহাশয় এইরূপ অনেক লিখিয়াছেন, তাহার সমুদায়াংশ লিখিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হয় একারণ আমরা তাহার তাৎপর্য্য মাত্র উপরিভাগে গ্রহণ করিলাম বিপদকালে প্রজা মাত্রেরই পক্ষে রাজসাহায্য করা কর্ত্তব্য হয়। সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে রাজার কোন সম্পত্তিই নাই, প্রজার সম্পত্তিই রাজার সম্পত্তি প্রজার ধনেই রাজ্যের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হয় ; রাজা কেবল সেই সমস্ত কার্য্য নির্দ্ধার্য্য করণের আচার্য্য স্বরূপ হয়েন, কোন্ কার্য্য প্রজার পক্ষে কল্যাণদায়ক হয় কি উপায় দ্বারা রাজ্যের অবস্থা উত্তম হইতে পারে, প্রজামণ্ডলীর সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হয় নৃপতি কেবল তাহারই বিধান করিবেন একথা আমরা অবশ্য স্বীকার করি, রাজকোষে ধনাভাব হইলে যে কোন উপায় দ্বারা হউক তাহা মোচন করা আবশ্যক, কারণ ধনাভাব হইলে রাজা কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে অক্ষম হয়েন, কিন্তু প্রজাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি বিষয়ে বিহিতরূপ বিবেচনা না করিয়া কেবল আয় বৃদ্ধি করা কদাচ সঙ্গত হইতে পারে না। কোন প্রকার নূতন কর স্থাপনের পূর্ব্বে প্রজার অবস্থার বিষয় অবশ্য বিবেচনা করিতে হইবেক, কারণ ঐ কর নির্দ্ধারিত হইলে তাহারা তাহা অনায়াসে প্রদান করিতে পারিবেক না, তৎপ্রদানে কাতর হইবেক ? অগ্রেই তাহার বিবেচনা করা আবশ্যক।

এইক্ষণে রাজ্যের যে প্রকার অবস্থা অবলোকন করা যাইতেছে, তাহাতে এসময়

কদাচ নূতন প্রকার কর স্থাপনের সময় নহে। এদেশের লোকেরা অন্নজীবী অন্ন ব্যতীত তাহারদিগের শরীর ধারণের অন্য উপায় নাই, সেই অন্ন দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, যে পূর্ব্বাপেক্ষা তিন গুণ মূল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে, দুঃখী লোকেরা দিনান্তে শাকান্ন আহরণ করিতে পারে না। অন্নাভাবে চারিদিক হইতে হাহাকার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে, কেবল অন্ন নহে আহারীয় ও ব্যবহারীয় সকল দ্রব্যই অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, বলিলেই হয়, আমরা চারিদিক হইতেই অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছি।··· চারিদিকে যখন এরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে তখন এসময় নূতন প্রকার কর স্থাপনের সময় নয়।

পরন্তু মেং হারিংটন সাহেব যে নূতন কর স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা কি ধনী কি দুঃখী সকল প্রকার প্রজার প্রতি সমভাবেই পতিত হইবেক। যে সকল মহাজনেরা লালদীঘীর চারিদিকে ও সমরসেট প্যালেস রম্য অট্টালিকায় বসিয়া ব্যবসায় দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করেন, এবং যাহারা পণ্যবীথিকার পার্শ্ববর্ত্তী পর্ণ কুটীরে সামান্য স্থানে বসিয়া সামান্য দ্রব্য বিক্রয় পূর্ব্বক জীবিকাহরণ করে। মেং হারিংটন সাহেবের প্রস্তাবিত কর সমভাবেই তাহারদিগের প্রতি অবধারিত হইবেক।···

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ১০. ৫. ১২৬৬। ৩৫. ৮ ১৮৫৯

মান্যবর মেং হারিংটন সাহেবের প্রস্তাবিত আইন দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আয়াংশ বৃদ্ধি হইবেক বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ীদিগের মস্তকে সমভাবে পতিত হইবেক। এদেশে পূর্ব্বে কেবল ভূমির প্রতিই রাজস্ব নিরূপিত ছিল। এইক্ষণে বাড়ীর কর গাড়ীর কর পথের কর গুদামের কর লবণের কর ষ্টাম্পের কর প্রভৃতি বিবিধ প্রকার কর স্থাপন করিয়া রাজ্যেশ্বরের সহস্রকর প্রভাকরের ন্যায় ক্লেশকর প্রচণ্ডকর বিস্তার পূর্ব্বক প্রজানিকরের শোণিত শোষণ করিয়া দুঃখাকর হইতেছেন, তাহার উপর আবার এই নূতন প্রকার কর গ্রহণের নিয়ম হইলে প্রজাদিগের ক্লেশের সীমা থাকিবেক না। যাহারা অতিকষ্টে সামান্য দ্রব্যাদি আহরণ পূর্ব্বক বাজারের একপার্শ্বে বসিয়া বিক্রয় করে, তাহারাও ঐ কর হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হইবেক না। প্রজাকুল যদি দুরবস্থায় পতিত না হইত, তবে এই কর স্থাপন করিলে বরং কোন ক্ষতি ছিল না।

এই স্থলে আমারদিগের বিজ্ঞ সহযোগী ইণ্ডিয়ান ফীল্ড মহাশয় যদি বলেন যে গবর্ণমেণ্ট যে কোন প্রকার নূতন কর স্থাপন করিবেন তাহাই প্রজার পক্ষে ক্লেশকর হইবেক, তবে কি প্রকারে গবর্ণমেণ্টের অভাব মোচন হয়? একথার আমরা এইমাত্র উত্তর করি, যে ভিন্ন ২ উপায় দ্বারা যে টাকা রাজস্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কোন মতে অল্প বলা যায় না। সেই রাজস্বের দ্বারা বহুকাল পর্য্যন্ত রাজকীয় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া রাজভাণ্ডারে প্রচুরার্থ সঞ্চিত ছিল। অধুনা সেই সকল টাকা একেবারে কোথায় উড়িয়া গেল? পূর্ব্বে

ব্যয় অপেক্ষা আয় অধিক ছিল, এইক্ষণে কি কারণ তাহা হয় না? পূর্ব্বাপেক্ষা এইক্ষণে রাজ্য অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, লার্ড ডেলহৌসি সাহেব যে সময়ে অবিচার ও অত্যাচার প্রচার পূর্ব্বক আয় বৃদ্ধি করেন, সেই সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন, যে আয়াংশ অনেক বৃদ্ধি হইবেক কৈ তাহার সেই লেখা সত্য হইল না। রাজ্য বিস্তার করাতে যখন আয় বৃদ্ধি হইল না তখন পররাজ্য গ্রহণের কি আবশ্যক ছিল।

আমারদিগের রাজপুরুষগণের মধ্যে রাজকীয় আয়ব্যয় বিষয়ে পরিণামদর্শী ব্যক্তি কেহই নাই। একারণ এইরূপ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট আয় বিষয়ে বিলক্ষণ সুক্ষ্ম দৃষ্টি আছে। ফলতঃ ব্যয় বিষয়ে তদ্রূপ বিবেচনা কিছুই নাই। ভারতবর্ষের আয় দ্বারা যখন ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না তখন এদেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত বিলাতে বহু ব্যয় করণে কি আবশ্যক আছে। তথায় একজন সেক্রেটারি ও তাহার অধীনে কতিপয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিলে তথাকার নিয়মিত কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ হইত। ভারতবর্ষে যে রাজকীয় ব্যয় নির্দ্দিষ্ট আছে ইহারও অনেকাংশ ন্যূন হইতে পারে। এই রূপ ব্যয় সঙ্ক্ষেপ করিলে আর কোন প্রকার নূতন কর স্থাপনের প্রয়োজন হয় না।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৬ ১০. ১২৬৬। ১৮. ১. ১৮৬০

নদীয়া জিলার নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় যদিও আমরা সময়ে সময়ে অনেক প্রকাশ করিয়াছি, অন্যান্য সমাচার পত্র সম্পাদক মহাশয়েরাও লিখিতেও ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু গত শনৈশ্চর বাসরীয় হিন্দু পেটি্রয়াট পত্রে যে একটী বিবরণ প্রকাশ হইয়াছে, আমরা তৎপাঠে সাতিশয় অনুতাপিত হইলাম। প্রদেশ মধ্যে রাজশাসন প্রণালী নাই বলিলেই হয়। নীলকরেরাই রাজা এবং হর্ত্তা কর্ত্তা যাহা মনে করেন তাহাই করিতে পারেন। তাহারদিগের অতিতাচার প্রতিকার হইবার কোন প্রকার সদুপায় হওয়া দূরে থাকুক মাজিষ্ট্রেট সাহেবদিগের সমীপে তাহার বিচারও হয় না। আমরা পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ ঐ অত্যাচারের সঙ্ক্ষেপ বিবরণ হিন্দু পেটি্রয়াট পত্র হইতে নিম্ন ভাগে গ্রহণ করিলাম এতৎ পাঠে পাঠক মহাশয়েরা শোকাভিভূত হইবেন।

জিলা নদিয়ার অন্তঃপাতি খাল বুলিয়ার বিখ্যাত নীলকুঠির অধীন ভাজনঘাট কুঠির অন্তঃপাতি বগুলা নামে অপর এক কুঠি আছে। তাহার নিকটে গোয়াপোতা শ্যামনগর বড়চলুরি নামে তিনখানা গ্রাম আছে। ইংরাজী ১৮৫৮ সালে নীল বৃক্ষাদি উন্নত হইলে এক দিবস কুঠির গোমস্তা আগমন করিয়া অনুমতি প্রচার করেন যে ঐ গ্রামত্রয়ের প্রজারা নীলক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উত্তমরূপে তাহার নিড়ান করিবেক অর্থাৎ ক্ষেত্র মধ্যে কোন প্রকার ঘাস বা বৃক্ষাদি কিছুই থাকিবেক না, যত দিবস পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সমাধা না হয়, তত দিবস পর্য্যন্ত তাহারা আপনাপন ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিতে পারিবেক না। গোমস্তা মহাশয়ের এই ভয়ানক অনুমতি প্রচার হইলে গ্রামের প্রজাগণ বিষম

বিপদ বিবেচনা পূর্ব্বক পরস্পর পরামর্শ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেক যে এরূপ কঠিন অনুমতি করিলে আমারদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়। অতএব অন্যান্য বর্ষে আমরা যেরূপ নিয়মে নীলক্ষেত্র নিড়ান করিয়া থাকি এবারেও সেইরূপ করিতে স্বীকৃত আছি। আমরা আপনার পূজার নিমিত্ত তিন গ্রাম হইতে তিন শত টাকা চাঁদা করিয়া প্রদান করিব। গোমস্তা মহাশয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিলেন, যে গ্রামের প্রধানকল্প প্রজাদিগকে ঐ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবেক, এবং যত দিবস পর্য্যন্ত সমস্ত টাকা প্রদত্ত না হইবেক তত দিবস পর্য্যন্ত প্রজাদিগকে নিড়ানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবেক। প্রজারা এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া চাঁদার দ্বারা পূজার টাকা সংগ্রহ করণের অনুষ্ঠান করিল।

শ্যামনগর গ্রামের প্রধান লোক কাল্লু মণ্ডল এবং আমীর মণ্ডল। কাল্লু ঐ সময়ে স্থানান্তরে গিয়াছিল আমীর মণ্ডল বাটীতে ছিল, সেই চাঁদা আদায়ে নিযুক্ত হইয়াছিল পরে কাল্লু বাটীতে আসিয়া সবিশেষ অবগত হইয়া বলিল যে আমারদিগের নামে যে টাকা ধরা হইয়াছে আমরা তাহাই প্রদান করিব। অন্য প্রজার নিকট হইতে পারিব না। আমারদিগের সে অবকাশও নাই। গোমস্তা এই বিষয় অবগত হইয়া কাল্লুকে ডাকাইয়া বলিলেন, যে, তোমার যদি কার্য্যানুরোধ অধিক থাকে, তবে এইক্ষণে স্বয়ং সকল টাকা প্রদান কর। পরে সময়ানুসারে প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইবে। ফলতঃ কাল্লু বাটীতে আসিয়া ঐ অনুমতি কিছুই মান্য করিলেক না, ইহাতে গোমস্তা মহাশয় ক্রোধাসক্ত হইয়া দুইজন তাগিদদার ও সড়কিওয়ালা প্রেরণ পূর্ব্বক এইরূপ অনুমতি করিলেন যে কাল্লুর বাটীতে প্রবেশ পূর্ব্বক সে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় তাহাকে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে করিতে তাহাকে কুঠিতে আনিয়া উপস্থিত করিবে আজ্ঞামাত্র সড়কীওয়ালারা ঐ যবনের ভবনে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ধৃত করিলেক এবং তাহার বাহুদ্বয় পৃষ্ঠদেশে রজ্জুদ্বারা কঠিনরূপে বন্ধন করিয়া প্রহার করিতে করিতে লইয়া চলিল। নীল কুঠির অধ্যক্ষ সাহেবের প্রবল প্রতাপে কোন ব্যক্তি তাহারদিগের সম্মুখস্থ হইতে পারিল না, তাহারা গমন সময়ে দেখিল যে মজ্জুদ্দিন নামক অপর একজন বৃদ্ধ প্রজা আপনার বাটীর দ্বারদেশে বসিয়া পাট কাটিতেছে একজন সড়কিওয়ালা তাহার নিকটে গিয়া বলিল নীলক্ষেত্রে কার্য্য করিতে যাও নাই, বাটী বসিয়া বড় পাট কাটিতেছ যে, তাহাতে ঐ যবন উত্তর করিল আমার নামে যে টাকা চাঁদা ফেলা হইয়াছিল আমি তাহা দিয়াছি, আর নীলক্ষেত্রে কেন যাইব, এই বাক্য শ্রবণমাত্র সড়কিওয়ালা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করিল ঐ ব্যক্তি ধরাসায়ী হইয়া যত পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই তাহার পৃষ্ঠে প্রহার করিতে লাগিল, ঐ অভাগা যবনের এক ভ্রাতৃপুত্র এই অত্যাচার সন্দর্শন পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ গ্রামে গিয়া প্রজাদিগকে সংবাদ দিলেক, ঐ সময়ে প্রজারা একস্থানে বসিয়া কাল্লু মণ্ডলকে উদ্ধার করিবার পরামর্শ করিতেছিল। তাহারা আবার এই দ্বিতীয় অত্যাচারের বিষয় অবগত

হইয়া ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। সকলে গমন পূর্ব্বক ঐ সড়কিওয়ালা এবং তাগিদদারকে প্রহার করিয়া একস্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিল, এবং ঐ দুই জন প্রজাকে মুক্তিদান করিল। কিঞ্চিৎ ক্ষণ পরে তাহারদিগের ক্রোধ কিঞ্চিৎ নিবারিত হইলে বিবেচনা করিলেক যে কুঠির লোকদিগকে প্রহার করিয়া আবদ্ধ রাখা উচিত নহে। অতএব তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৫ টাকা দিয়া বলিল যে তাহারা ঐ বিষয় কুঠির অধ্যক্ষ সাহেব কি গোমস্তাকে না বলে, ঐ সময়ে তাহারা নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত তাহা স্বীকার করিয়াছিল বটে কিন্তু গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তাহারা একেবারে ভাজন ঘাটের কুঠির অধ্যক্ষ মেং টুইড সাহেবকে বাহুল্য-রূপে বর্ণনা পূর্ব্বক প্রজাদিগের অত্যাচারের কথা অবগত করিল, তাহারা গ্রামের দুই জন প্রধানকল্প প্রজার প্রতি যে প্রকার নিদ্দয় ব্যবহার করিয়াছিল তাহা কিছুই জানাইল না। ঐ বিবরণ শ্রুতিমাত্র মেং টুইডি সাহেব পরদিবস প্রাতে ১২ যষ্টিধারি হিন্দুস্থানীয় লাঠিয়াল লোক সমভিব্যাহারে গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সড়কীওয়ালারা দুইজন প্রজার প্রতি যে অন্যায় আচরণ করিয়াছিল, প্রজারা তদ্বিষয়ে সাহেবকে জ্ঞাপন করিলে তাহা কিছুই শ্রবণ করিলেন না। প্রধান ২ মণ্ডলদিগকে বলিলেন যে তোমরা বগুলার নীল কুঠিতে আইস। কুঠিতে গমন করিলে অত্যন্ত দুরবস্থা হইবেক, প্রজারা তাহা বিশেষ-রূপে জানিত, একারণ তথায় গমন করিলেক না, সাহেব তাহারদিগের এই ব্যবহার অত্যন্ত অপমানজনক বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারদিগের বিরুদ্ধে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে অভিযোগ করিলেন যে তাহারা একমত হইয়া গারাপোতা নামক গ্রামে সাহেবদিগের বাটী লুট করিয়াছে অনেক দ্রব্যাদি ও নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে।

সাহেব এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াই যশোহর হইতে ৫০ জন সুশিক্ষিত সড়কী-ওয়ালা আনায়ন করেন তাহারা নিকটস্থ গ্রামে গোপন ভাবে থাকিয়া অত্যাচারারম্ভ করে।

গ্রামস্থ প্রজারা পরস্পর একতা বন্ধন করিলে কি করিবে? তাহারা সকলেই নির্ধন ধনহীনের স্বপক্ষ কেহই হয় না। তাহারা নীলকর সাহেবের সহিত বিবাদসূত্রে লিপ্ত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইল। পরে পরামর্শ পূর্ব্বক ধার্য্য করিল, যে একজন ধনাঢ্য লোক সাহায্য না করিলে এই বিবাদে তাহাদের রক্ষা নাই। অতএব নিকটস্থ গ্রামাদির জমিদার শ্রীনিবাস নিবাসি বাবু বৃন্দাবন সরকার মহাশয়ের শরণাগত হইবার মানস করিল, কিন্তু সে সময়ে তিনি বাটী ছিলেন না। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র ছিলেন, তিনি বলিলেন যে কর্ত্তার অনুমতি ব্যতীত কোন বিষয়ে প্রকাশ্যরূপে সাহায্য করিতে পারিব না, কিন্তু নীলকরের সড়কীওয়ালারা হঠাৎ গ্রামে আসিয়া গৃহাদি লুণ্ঠন করিতে না পারে, এমত উপায় করিয়া দিবেন, ইতিমধ্যে বাবু বৃন্দাবন সরকার বাটী আগমন করিলেন, এবং তিনি ভ্রাতৃপুত্র প্রমুখাৎ সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কহিলেন যে তাঁহার সহিত নীলকর-

দিগের যে বিবাদ চলিতেছে তাহাতেই তিনি মানরক্ষা করা ভার বিবেচনা করিতেছেন, জিলার বিচারপতি সাহেবেরা সকলেই নীলকরের পক্ষ। অতএব তিনি আর কোন প্রকার নূতন বিবাদে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। গ্রামবাসিরা কোন ধনাঢ্য লোকের সাহায্য পাইবার যে আশা করিয়াছিল, এইস্থলেই তাহা শেষ হইয়া গেল, সুতরাং তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়িল। বিপক্ষদল অতি প্রবল, অনেক ভাবিয়া তাহারা এক আবেদন পত্র দ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করিলেক, তাহাতেও কোন ফলোদয় হইল না। ইতিমধ্যে সাহেবেরা এক আবেদন পত্রদ্বারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে প্রার্থনা জানাইলেন যে ২৪ জন অস্ত্রধারি লোক ব্যতীত কুঠির গোমস্তার শরীর রক্ষা হইতে পারে না বলবানকে ঐরূপ অস্ত্রধারি লোক দেওয়া কত অন্যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা বিবেচনা না করিয়া সাহেবদিগের ঐ প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ গ্রাহ্য করিলেন, গোমস্তার বিক্রমের আর পরিসীমা থাকিল না। ঐ অস্ত্রধারিরা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি অনুসারে নিয়োজিত জানিয়া প্রজাদিগকে যে প্রকার পীড়ন করণে প্রবৃত্ত হইল, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন।

প্রজারা সর্ব্ববিধায়ে হতাশ হইয়া ও অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া এক দিবস দলবদ্ধ হইয়া কুঠির সাহেবের নিকট গমন পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিল, তাহাতে সাহেব করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন যে এইদণ্ডে একশত টাকা প্রদান করিলে তোমার-দিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিব তিনি ঐ প্রজাদিগকে আটক করিয়া রাখিলেন তাহারদিগের একব্যক্তি গ্রামে গিয়া বিবিধ উপায় দ্বারা ৩ শত টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক সাহেবকে প্রদান করিয়া প্রজাদিগকে কারামুক্ত করিয়াছে এবং তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া গ্রামে গমন করিয়াও অল্প ক্লেশ সহ্য করে নাই, গোমস্থা মহাশয় যে তিনশত টাকা চাহিয়া-ছিলেন এবং যাহাকে এই ঘটনার মূল বলিতে হইবেক। প্রজারা বিশেষ কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক তাহাকেও সেই টাকা প্রদান করিয়াছে এইক্ষণে নীলকর সাহেবের আজ্ঞাবহ হইয়া আছে সাহেব যখন যে অনুমতি প্রদান করেন শিরোধার্য্য পূর্ব্বক তাহা সহ্য করিতে হয়, এই এক নীলকরের ইতিহাস এইরূপ ঘটনা এই বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে হইতেছে অতএব প্রদেশ মধ্যে যে প্রকার সুবিচার হয়, এতৎ পাঠেই পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিতে পারিবেন।

* সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৩০. ১১. ১২৬৬। ১২. ৩. ১৮৬০

নদীয়া জিলার নীলকরদিগের সহিত রাইয়তগণের বিবাদ দিন ২ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, তাহা নিবারণের কোন সদুপায় হয় নাই। চারি পাঁচ বৎসর হইল, আহার ও ব্যবহারীয় বিবিধ দ্রব্যের মূল্যাধিক্য হওয়াতে প্রজাদিগের পরিশ্রমের বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে দুই আনা পয়সা এবং জলযোগ জন্য কিঞ্চিৎ তণ্ডুল দিলে এক ব্যক্তিকে সমস্ত দিবসের

নিমিত্ত ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইত, এইক্ষণে চারি আনা পয়সা না দিলে কোন ব্যক্তি আর সেই কার্য্য স্বীকার করে না। তাহারা অম্লান বদনে বলিয়া থাকে, যে আহারীয় দ্রব্যাদি যখন দুর্ম্মূল্য হইয়াছে তখন তদুপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত না হইলে কোনক্রমে আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যাঁহারদিগের শ্রমজীবি লোকের আবশ্যক হইতেছে, তাঁহারা সুতরাং অধিক বেতন প্রদানে বাধ্য হইয়াছেন, এই নিয়ম যে কেবল কৃষক সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, এমত নহে সকল প্রকার ব্যবসায়ি সমাজেই ইহা চলিত হইয়াছে, কিন্তু কি পরিতাপ, নীল কুঠির অধ্যক্ষ সাহেবেরা বহুকাল হইল, নীলের নিমিত্ত ভূমি প্রস্তুত ও তাহাতে বীজ বপন বৃক্ষ প্রস্তুত এবং তাহা ছেদন করিবার নিমিত্ত যে ব্যয় নিরূপণ করিয়া রাখিয়াছেন, নীল কুঠির এডবন্স দিবার নিয়ম চিরকাল সমান, যে ব্যক্তি তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার আর নিস্তার নাই, সুতরাং জিলার দুঃখি লোক সকলে অল্প বেতনে নীলকরদের অধীনে কার্য্য স্বীকার করে না, যেহেতু এইক্ষণে যে সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে তাহারদিগের উদরান্ন নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হয়। এই কারণে সুতরাং নীলকরদিগের সহিত প্রজাগণের গুরুতর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছে। নীলকরেরা দুঃখি কৃষকদিগকে ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত বল প্রকাশ ও নানা প্রকার অত্যাচার প্রচার করিতেছেন, এবং প্রজারাও একত্র হইয়া ধর্ম্মঘট স্থাপন করিয়াছে, অল্প বেতনে আর নীলকরদিগের কার্য্য স্বীকার করিবেক না। উভয়পক্ষের এই প্রকার প্রতিজ্ঞা জন্য স্থানে ২ বিবাদ বিসম্বাদ এবং দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতেছে। পুলিসের লোকেরা বিশেষ সতর্কভাবে থাকিয়াও তাহা নিবারণ করিতে পারে নাই। নীলকরদিগের বাহুবল অত্যন্ত প্রবল, তাঁহারদিগের ভিন্ন ২ কুঠিতে বিস্তর যষ্টিধারি লোক আছে। তাহারা সাহেবের গোমস্তা মহাশয়ের অনুমতি পাইলে অনায়াসে গ্রাম মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রজাদিগকে বন্ধনাবস্থায় আনয়ন করে। গ্রাম বিশেষের প্রজারাও স্থানে ২ নীলকরের অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত এ প্রকার একতা নিবন্ধন করিয়াছেন, যে নীল কুঠির যষ্টিধারি লোকেরাও তাহারদিগের সম্মুখবর্ত্তি হইতে পারে না। পরন্তু সেই বিবাদ নিমিত্ত কোন পক্ষ দোষী তাহা পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারিবেন। যখন কোন দ্রব্যেরই মূল্য চিরকাল সমভাবে থাকে না, সময়ে ২ তাহা অবশ্যই পরিবর্ত্তন হয়, তখন শ্রমজীবি লোকদিগের বেতন কি প্রকারে সমভাব থাকিবেক। বিশেষতঃ এইক্ষণে আহারীয় সমস্ত দ্রব্যাদি যখন অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন কৃষকগণ অল্প বেতনে কার্য্য স্বীকার করিলে তাহারদিগের উদরান্ন নির্ব্বাহ হওয়া অত্যন্ত কঠিন হইবে।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৮. ৮. ১২৭০। ২৩. ১১. ১৮৬৩

ইদানীন্তন গ্রাম্য মহাজনদিগের অত্যাচার বিবরণ যে কেবল সমাচার পত্রেই ন্যায়রূপে আন্দোলিত হইতেছে এমত নহে, নদীয়া বিভাগের বিচক্ষণ কমিশ্যনর সাহেব

যে বার্ষিক রিপোর্ট গবর্ণমেণ্টের নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতেও ঐ বিষয় লিখিত হইয়াছে, কৃষকেরা অতিকষ্টে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন এবং শস্যোৎপন্ন করে বটে, কিন্তু তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ মহাজনদিগের দাসত্ব-শৃঙ্খলে এমত দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছে যে, কোন কালেও তাহা ছেদন করিতে পারিবে না, তাহারা যে, শস্যোৎপন্ন করে, তাহা হইতে জমিদারের খাজানা প্রভৃতি দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইতে আপনারদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ নিমিত্ত অত্যল্পাংশমাত্র প্রাপ্ত হয়, যেহেতু সেই অবশিষ্টাংশ ঐ মহাজনদিগের ঋণ পরিশোধ নিমিত্ত নিঃশেষিত হইয়া যায়, সুতরাং পুনর্ব্বার ঐ মহাজনদিগের নিকটে ঋণ না করিলে কৃষকদিগের দিন যাপন হইতে পারে না।

মহাজন সকল অসময়ে কৃষককে শস্যাদি কর্জ্জ দেয়, এবং বীজ বপন সময়ে বীজধান্যও প্রদান করিয়া থাকে, একথা অতি যথার্থ বটে, কিন্তু যে পরিমাণে তাহার বৃদ্ধি গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা প্রায় অর্দ্ধাংশ বলিলেই হয়, কারণ তাহারা কৃষককে ধান্য ও নগদ টাকা দিয়া থাকে, যদ্যপি দশ টাকা নগদ প্রদান করে, তবে কোন সময়ে ১২৷৷০ টাকা কোন সময়ে ১৫ টাকার খত লেখাইয়া লয়, এবং সেই খতের উপর ১২ পরসেণ্টের হিসাবে সুদ চলিয়া থাকে, আর মহাজনগণ যদ্যপি ধান্য কর্জ্জ দেয়, তবে আড়ি হিসাবে তাহার বৃদ্ধি ধরিয়া থাকে, কিন্তু আড়ি প্রভৃতি পরিমাণ যদিও এদেশে চলিত আছে, কিন্তু সর্ব্বত্র একরূপ নহে, অতএব আমরা দৃষ্টান্ত প্রয়োগস্থলে মোনের হিসাব লিখিতেছি, মহাজনেরা যদ্যপি কোন কৃষককে এক মোন ধান্য কর্জ্জ দেয়, তবে কেহ সওয়া মোন, কেহবা দেড় মোন আপনার খাতায় লেখাইয়া লয়, এবং প্রতিমাসে সেরের হিসাবে তাহার সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধি ধরিয়া থাকে, বীজ বপন সময়ে বীজ ধান্য কর্জ্জ দিলে তাহার নিয়ম আবার স্বতন্ত্র প্রকার, একগুণ দিলে চতুর্গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই নিয়ম ক্রমে কৃষকের কঠোরোপার্জ্জিত শস্যের দ্বারা গ্রাম্য মহাজনদিগের বিলক্ষণ পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া আসিতেছে, তাহারদিগের কোন বিষয়ের অভাব নাই, কেবল কৃষকদিগেরই পর্ণকুটীর এবং ছিন্ন বসন সার হইয়াছে, তাহারা দিবা যামিনী অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিয়াও স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক উদরান্ন নির্ব্বাহ করিতে পারে না, তাহারদিগের উপার্জ্জনের প্রায় সমুদায়াংশই অপরের উদরসাৎ হইয়া থাকে।

প্রদেশবাসি মহাজনেরা কি প্রকারে গ্রাম্য মহাজনদিগের অত্যাচার হইতে নিস্তার প্রাপ্ত হয়, তাহা নিরূপণ করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, আমারদিগের রাজপুরুষেরা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, তাহা তাহারদিগের পক্ষে শাসন মূলক হওয়া দূরে থাকুক, বরং উৎসাহ মূলক, কারণ বাণিজ্য বিষয়ে এবং আপনাপন অর্থের ব্যবহার বিষয়ে সকল লোকেই সমান স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, বড় ২ ধনাঢ্যগণ যখন উচ্চহারে সুদ কমিশ্যন গ্রহণ পূর্ব্বক অর্থ কর্জ্জ দিতেছেন, তখন প্রদেশবাসী মহাজনেরা অর্থ দিয়া অধিক লাভ করিবেক, ইহা কোনমতে বিচিত্র নহে, প্রজার ক্ষেত্রে শস্যোৎপন্ন হইলে তাহারা

আপনাপন হিসাবের খাতা বাহির করিয়া তাহা পরিষ্কার করিয়া লইবার চেষ্টা করে, ধনাঢ্য লোকদিগের খত রিনিউ করিবার সময়ে যে প্রকার উকীলের খরচ ও নূতন কমিস্যন প্রভৃতি গৃহীত হয়, ঐ গ্রাম্য মহাজনেরা সেই প্রকার কিছুই করে না ; সুতরাং গবর্ণমেণ্টের প্রচলিত নিয়মানুসারে তাহারদিগের অত্যাচার কি প্রকারে নিবারিত হইবেক ; অতএব কৃষকগণ যাহাতে গ্রাম্য মহাজনদিগের নিকটে ঋণজালে বদ্ধ না হয়, তাহারা প্রয়োজনমতে গবর্ণমেণ্ট অথবা জমিদারদিগের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহারদিগের নিকট হইতে অধিক পরিমাণে সুদ গৃহীত না হয়, এমত কোন উপায় করা আমারদিগের ব্যবস্থাপক মহাশয়দিগের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়াছে।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ২৭. ৮. ১২৭০। ২২. ১২. ১৮৬৩

······এই বঙ্গদেশে সেই মেলার ধূম এবং ঐ মেলা সর্ব্বতোভাবে উত্তম এবং সমারোহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হয়, এই বাসনাই সকলের মনে বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যেস্থানে গমন করা যায়, সেই স্থানেই আলিপুরের মহামেলার কথাই শ্রবণ করা যায়, সমাচার পত্রাদিতেও প্রতি দিবস ঐ বিষয় বাহুল্যরূপে আন্দোলিত হইতেছে এবং মেলা ঘটিত শুভজনক সংবাদ সকল পাঠ করিয়া আমরা যথার্থই পুলকিত হইতেছি, আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর ইহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে মনোযোগী হইয়া রাজ্যের চারিদিক হইতে পশ্বাদি ও বিবিধ প্রকার দ্রব্য এবং শস্যাদি আহরণ নিমিত্ত যে প্রকার উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে আমারদিগের এমত প্রত্যাশা হইয়াছে যে, এই মেলার ব্যাপার কোনক্রমেই সামান্য হইবেক না, ইহা বহুকালের নিমিত্ত সকলের স্মরণীয় হইবেক এমত নহে, সময়ে সময়ে এইরূপ মেলা করণে সাধারণের অবশ্যই অনুরাগ জন্মিবেক।

এদেশের কৃষিকার্য্য, বাণিজ্য, এবং শিল্পকার্য্যের উন্নতি বিধান করা যখন এই মেলার একটি মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে, তখন ইহা দেশের পক্ষে কি প্রকার উপকার দায়ক তাহা বিজ্ঞবর পাঠক মহাশয়েরা অনায়াসেই বিবেচনা করিতে পারিবেন, কারণ কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্প বিদ্যার উন্নতি হইলেই রাজ্যের সুখ সাচ্ছন্দতা এবং সম্পদ সম্মান বৃদ্ধি হইয়া থাকে, পরম করুণাময় পরমেশ্বর এদেশের ভূমির যে প্রকার উৎপাদিকা শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে এই দেশ মধ্যে মনুষ্যের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যাদিই উৎপন্ন হইতেছে, কেবল কৃষি বিদ্যার তাদৃশ প্রাচুর্য্য না থাকাতে কৃষকেরা ক্ষেত্রের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও অধিক উপার্জ্জনে অক্ষম হইতেছে, সময়ে ২ মনুষ্যগণ উৎকর্ষ বুদ্ধি এবং শিল্প বিদ্যা প্রভাবে ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশে কৃষিকার্য্যের যন্ত্রাদি এবং শস্য ফলাদি উৎপাদনের নিয়মাদি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এদেশে হলধর যে হল ধারণ করিয়া গিয়াছেন এবং মহারাজ মান্ধাতার সময়ে যে নিড়ান ও কাস্তে নির্ম্মিত হইয়াছে এবং কৃষকেরা জল সেচনার্থ যে তালের ও চেয়াড়ির সিউনি ব্যবহার করিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত

কৃষিকার্য্যে তাহারই ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, যুগ পরিবর্ত্তন হওয়াতেও তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, বিলাত প্রভৃতি দেশে কৃষিবিদ্যার অনুশীলন নিমিত্ত স্থানে ২ বিদ্যালয় সকল স্থাপিত আছে, উপযুক্ত শিক্ষকেরাই যে কেবল তথায় শিক্ষাদান করেন এমত নহে, দেশের প্রধান ২ ডিউক ও লার্ড প্রভৃতি মহানুভবগণ সময়ে ২ সেই সকল বিদ্যালয়ে গমন পূর্ব্বক পারিতোষিক দিয়া কৃষকগণের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, কোন ব্যক্তি কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান জন্য কোন প্রকার নূতন যন্ত্র প্রস্তুত করিলে জমিদারগণ আপনাপন জমীদারী মধ্যে তাহার ব্যবহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে অর্থ ব্যয় করিতে হইলেও কিছুমাত্র কাতর হয়েন না, কৃষকদিগকে সেই যন্ত্রাদি চালনার উপদেশ প্রদান নিমিত্ত সম্পূর্ণ অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই বঙ্গাদি প্রদেশ মধ্যে কৃষিবিদ্যার উপদেশ প্রদান নিমিত্ত কোন বিদ্যালয় নির্দ্ধারিত নাই, কৃষিকার্য্যের উপযোগী যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকদিগের কোনরূপ অনুরাগ দেখা যায় না, হায় কি পরিতাপ! তাঁহারা কৃষককে অতি সামান্য রূপেই গণ্য করিয়া থাকেন, যাহারা ক্ষেত্রের কার্য্য করিয়া থাকে তাহারা সকলেই যে, মূর্খ লোক এবং ঐ কার্য্যই মূর্খের কার্য্য ইহা তাঁহারা একপ্রকার দৃঢ়সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কোন মূর্খকে সম্বোধন করিবার সময়ে অনায়াসে বলিয়া থাকেন "ওটা চাষা আক্‌ কাটা, ওটার কোন জ্ঞান নাই" কৃষকের প্রতি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের যখন এ প্রকার অনাদর এবং কৃষিবিদ্যার প্রাচুর্য্য বিধান জন্য যখন কোন ব্যক্তিরই বিশেষ অনুরাগ দেখা যায় না, তখন ভূমির উৎপাদিকা শক্তি কিরূপে বৃদ্ধি হইবেক। প্রথমে কৃষিকার্য্যের যে প্রকার নিয়ম হইয়াছিল, কৃষক পরিবার পুরুষ পরম্পরা সেই নিয়মই শিক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এদেশের জমীদারগণ যাঁহারা ভূমির অধীশ্বর নামে বিখ্যাত হইয়া রাজদ্বারে ও লোক সমাজে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং ভূমির উৎপন্নই যাঁহারদিগের সম্পদরূপে গণ্য হইয়াছে, তাঁহারদিগের পক্ষে কৃষিবিদ্যা বিষয়ে কোনরূপ মনোযোগ ও উৎসাহ প্রদান করা দূরে থাকুক, অনেকেই আপনাপন জমীদারীও দেখেন নাই, নায়েব মহাশয়দিগের প্রতিই সকল ভার সমর্পণ করিয়াছেন, কেবল কোন প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে দেওয়ান, কারকুন অথবা মুন্সিদিগকে পত্র লিখিতে বলেন, তাঁহারা যে সকল কাগজ পত্র আপনারদিগের বিবেচনানুসারে লিখিয়া উপস্থিত করেন, তাহার শিরোভাগে জমীদার মহাশয়েরা এক ২ শ্রী স্বাক্ষর করেন, কদাচিৎ কোন সময়ে সেই পত্র শ্রবণ এবং তাহাতে আপনার নাম সম্পূর্ণ স্বাক্ষর করেন।

আমরা উপরিভাগে যে ২ কথার উল্লেখ করিলাম, ইহা অনেক জমীদারের পক্ষেই স্বরূপ কথন কোন মতেই আরোপিত বলা যায় না, জমিদারির মধ্যে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প

বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে যাঁহারা মনোযোগ করেন, তাঁহারদিগের সংখ্যা অতি অল্প, কেবল ভূমির গুণেই এদেশে বিবিধ শস্য ফলাদির উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু কৃষি বিদ্যার উন্নতি হইলে সেই উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া তাহাতে সুবর্ণ ফলিতে পারে। কৃষি কার্য্যের উন্নতি হইলেই দেশের যথার্থ উপকার হয়, এই অভিপ্রায়ই আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই মহামেলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, মেলাতে যাহারা উত্তমোত্তম দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিবেন, তাহারদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ পারিতোষিক পাইলে কেবল তাঁহারাই উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি উৎপাদনে অনুরাগী হইবেন এমত নহে, অন্যান্য লোকদিগেরও তদ্বিষয়ে অধিকতর যত্ন হইতে পারিবেক।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ২৯. ৮. ১২৭০। ১৪. ১২. ১৮৬৩

কলিকাতা রাজধানীতে অল্প দিবসের মধ্যে টাকার বাজার একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গাল বেঙ্ক হইতে একেবারে অধিক টাকা বহিষ্কৃত হওয়াতে বেঙ্কের ডৈরেকটর্সগণ সুদ এবং ডিস্কৌণ্টের হার এমত বৃদ্ধি করিয়া তুলিয়াছেন যে, বহুকাল হইল তাহা এরূপ বৃদ্ধি হয় নাই, কোম্পানির কাগজের বাজার মধ্যে বিলক্ষণ গরম হইয়া উঠিয়াছিল, চারি টাকার কাগজের প্রিমিয়ম যাহা বহুকাল হইল শুনা যায় নাই, তাহাও হইয়াছিল কিন্তু এইক্ষণে সকল প্রকার কাগজের দরই ন্যূন হইয়া আসিয়াছে।

চারি টাকা সুদের কাগজ ৯৬ অবধি ৯৬৷৷০ সিক্কা, চারি টাকার কাগজ ৯৫ অবধি ৯৫।০ আনা, ১৭৯৬। ৯৭ সালের পাঁচ টাকার কাগজের দর ১০২ অবধি ১০২।০ আনা, সাড়ে পাঁচ টাকার কাগজ ১১১৸০ অবধি ১১২ টাকা।

৫ টাকা ও ৫৷৷০ টাকা কাগজের কিছু প্রিমিয়ম আছে বটে, কিন্তু ক্রেতারা পূর্ব্বে যে প্রিমিয়ম দিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারদিগের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিই বলিতে হইবেক।

বাঙ্গাল বেঙ্কে বহুকালাবধি বিপুলার্থ সঞ্চিত ছিল, কি কারণে তাহা একেবারে এত ন্যূন হইয়া আসিয়াছে, তাহার কারণ নিরূপণ করা বড় সহজ নহে বাঙ্গাল বেঙ্কে কোম্পানির কাগজ বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিবার নিয়ম প্রায় বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, কিছু দিবস যদ্যপি এইরূপ থাকে, তবে বাণিজ্যের পক্ষে অল্প অনিষ্ট হইবেক না, টাকৃশালে টাকার কল অনবরতই চলিতেছে, তথাচ নগদ টাকার কুলান হইতেছে না, এত টাকা কোথায় গেল? কেহ বলিতেছেন যে, তূলার বাণিজ্য জন্য অর্থের প্রয়োজন হওয়াতে জাহাজ যোগে কলিকাতা হইতে বিস্তর টাকা বোম্বাই রাজধানীতে এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে, কেহ বলিতেছেন যে, দেশীয় মহাজনেরা অনেক নগদ টাকা গ্রহণ করিয়া আপনাপন সিন্দুকে বন্ধ রাখিয়াছেন, টাকার অভাব বিষয়ে এই প্রকার অনেক অনেক কথার আন্দোলন করিতেছেন, যাহা হউক ইহার নিবারণ নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মনোযোগী হইয়া বর্ত্তমান

সময়ে বাঙ্গাল বেঙ্কের প্রতি অর্থ সাহায্য করা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, কারণ বাণিজ্যের উন্নতি করা গবর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ১২. ৯. ১২৭০। ২৬. ১২. ১৮৬৩

এই রাজধানী কলিকাতা মধ্যে টাকার বাজার কত দিনে সচ্ছল হইবেক, তাহা কিছু বলা যায় না, সর্ব্বত্রেই টাকা নাই ব্যতীত অন্য শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না, মহাজনেরা একেবারে মস্তকে হস্ত দিয়া বসিয়াছেন, বাঙ্গাল বেঙ্কের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ কোম্পানির কাগজ বন্ধক রাখিয়া সকলকে টাকা কর্জ্জ না দেওয়াতেই বাজারে সকল প্রকার কোম্পানি কাগজের মূল্য ন্যূন হইয়া আসিয়াছে, আমারদিগের কোন বন্ধু বলিলেন যে, অদ্য চারি দিবস হইল পঞ্চ সহস্র নগদ টাকার প্রয়োজন হওয়াতে তিনি প্রথমতঃ আট হাজার টাকার কাগজ বন্ধক রাখিয়া তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, পরে শতকরা দুই টাকা সুদ স্বীকারে এতদ্দেশীয় কোন মহাজনের নিকট হইতে অতিকষ্টে টাকা পাইয়াছেন, কেবল নগদ টাকার অভাব জন্য বেঙ্কের কর্ম্মচারিরা কোম্পানির কাগজ বন্ধক রাখিয়া সকলকে টাকা প্রদানের নিয়ম রহিত করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি কোম্পানির কাগজের দালালি করিয়া থাকেন এবং তাহার বাজার দরের তেজী মন্দী যাঁহারদিগের ক্ষতি ও লাভের বিধান করিয়া থাকে, বেঙ্কের অধ্যক্ষেরা নিয়ম করিয়াছেন, কাগজ বন্ধক রাখিয়া তাঁহারদিগকে টাকা দিবেন না, সুতরাং ঐ কাগজের দালালেরা যে সকল কোম্পানির কাগজ পূর্ব্বে বেঙ্কে বন্ধক রাখিয়াছিলেন, তত্তাবৎ খালাস করিতে না পারিবায় বেঙ্কের সেক্রেটারি সাহেব তাহা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু বাজারে নগদ টাকার অভাব জন্য ক্রেতার সংখ্যা অল্প হওয়াতে কেবল ডিস্কৌণ্টই বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে।

কলিকাতার বাজারের এত নগদ টাকা কোথায় গেল, তাহার কিছুই নিরূপণ করা যায় না, তুলার বাণিজ্যে বহু অর্থ বদ্ধ হইয়াছে, একথা অতি যথার্থ বটে, এবং এদেশ হইতে অনেক টাকা বোম্বাই রাজ্যে ও অন্যান্য প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছে, ইহাও অতি যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাই যে টাকার বাজার এরূপ আগুন হইবার কারণ এমত নহে, ইহার অন্যান্য কারণও অনেক আছে, আমরা চক্ষের উপর সন্দর্শন করিতেছি, অল্প কালের মধ্যেই অন্যান্য দেশে অনেক সংযোজিত কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে, লিমিটেড লায়েবেলিটি অর্থাৎ অংশিগণের দায়িত্বের পরিমাণ নিরূপণ বিষয়ক আইন ব্যাবস্থাপক সমাজ হইতে নির্দ্ধারিত হওয়াতে এইক্ষণে কোম্পানি স্থাপনে সকলেরই সাহস বৃদ্ধি হইয়া উঠিয়াছে, অল্প কালের মধ্যে অনেকে সাল্‌ট কোম্পানি, নেবিগেশন কোম্পানি, মালতোলা কোম্পানি, দ্রব্যাদি বহন করণের কোম্পানি, তদ্ভিন্ন ছাপা কোম্পানি, হোটেল কোম্পানি, দর্জ্জি কোম্পানি, নোটের কোম্পানি, বোটের কোম্পানি, ইত্যাদি ভিন্ন ২ কোম্পানির

অনুষ্ঠান করিয়া বাজারে অংশ সকল বিক্রয় পূর্ব্বক তাহার মূল্যের কিস্তিবন্দির নিয়মানুসারে তাঁহারা বিপুলার্থ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এতদ্দেশীয় মহাজনেরাও নগদ টাকা ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যে বদ্ধ রাখিবার নিয়ম করিয়াছেন, রূপা পূর্ব্বে যে পরিমাণে অন্য দেশ হইতে আমদানি হইতেছিল, এইক্ষণে তাহা অনেক ন্যূন হইয়া আসিয়াছে, এইরূপ বিবিধ কারণেই টাকার বাজার এপ্রকার অগ্নিতুল্য হইয়া উঠিয়াছে, যাহা হউক, ইহা যাহাতে নিবারণ হয়, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এমত উপায় করা অবশ্যই কর্ত্তব্য হইয়াছে, আর কিছু দিবস এইরূপ থাকিলে দেশের অনিষ্টের আর পরিসীমা থাকিবেক না, আফিমের মূল্য ন্যূন হওয়াতে গবর্ণমেণ্টের যে ক্ষতি হইয়াছে, আয় ব্যয়ের বিধানকারী স্যার চারেল্‌স ট্রিবিলিয়ান সাহেব তাহা বিলক্ষণরূপে দেখিতেছেন, অতএব ইহার বিমোচন করা কিরূপ আবশ্যক তিনি তাহা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ১৮. ১২. ১২৭০। ৩০. ৩ ১৮৬৪

নীলপ্রধান প্রদেশবাসী প্রজাপুঞ্জের প্রতি পুনর্ব্বার নানা প্রকার পীড়নারম্ভ হইয়াছে, আমরা হিন্দু পেট্রিয়াট ও সোমপ্রকাশ পত্র পাঠে অবগত হইলাম, রাজশাসন ও রাজ-বিচারের বিশৃঙ্খলা জন্য নীলকরগণ আপনাপন দুষ্টাভিসন্ধি সকল সিদ্ধ করণার্থ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন প্রকাশ করণে সমর্থ হইয়াছে, তাহাতে চারিদিকে প্রজাগণ হাহাকার শব্দ করিতেছে, নীলের দাদন যে প্রকার ভয়ানক এবং যে প্রকার ছলনা ও প্রতারণার দ্বারা ঐ দাদনের খত মূর্খ প্রজাদিগের নিকট হইতে গৃহীত হইয়া থাকে, তাহা নীল কমিস্তনর সংক্রান্ত বিলক্ষণরূপে প্রকাশ আছে এবং এতৎপত্রের জন্মদাতা কবিবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কবিতায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, অনেকে ঐ কবিতা সকল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গদেশের পূর্ব্বতন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার জান পিটার গ্রাণ্ট সাহেব প্রজাবৎসলতা গুণ গরিমা প্রকাশ করিয়া প্রজাদিগকে কার্য্য করণে স্বাধীনতা প্রদান করাতে সেই নিকৃষ্ট দাদনের নিয়ম তিরোহিত হইয়াছিল, তাহার প্রসাদে প্রজারা জানিতে পারিয়াছিল যে তাহারা দাদন লইয়া আপনাপন ক্ষেত্রে যদ্যপি নীলের চারা না করে, তবে তাহারদিগের প্রতি নীলকরগণের কোন ক্ষমতা নাই, ইদানীন্তন চুক্তি ভঙ্গকারিদিগের প্রতি অভিযোগ ও বিখ্যাত দশ আইনের বিচার মতে ভূমির খাজানা বৃদ্ধি করণের যে ভয়ঙ্কর নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহার বিধানানুসারে প্রজাপীড়নের বিলক্ষণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াতে পুনর্ব্বার দাদনের নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যে প্রজা নীলকরদিগের আদেশমতে নীল কুঠিতে উপস্থিত হইয়া যৎসামান্য অর্থ দাদনে সেই প্রতিজ্ঞা পত্র লিখিয়া দেয়, অর্থাৎ যাহারা আপনাপন ক্ষেত্রে নীলের চাস করিয়া নীলকরের পরিমাণানুসারে অল্প মূল্যে নীলকরকেই তাহা বিক্রয় করণে সম্মত হয়, তাহার প্রতিকূলে চুক্তিভঙ্গ অথবা ভূমির জমাবৃদ্ধি বিষয়ক অভিযোগ উপস্থিত হয় না, তাহারা আমেরিকার ক্রীতদাসের ন্যায় কঠিন পরিশ্রমে

আপনারদিগের ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া নীলকরগণের পুষ্টিবর্দ্ধন করে, কৃষক কি আহার করিয়া ক্ষেত্রের কার্য্য সম্পাদন করিবেক, সাহেবেরা তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, আমেরিকার ক্রীতদাসদাসিগণ নিয়মিতরূপে বরং আহার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই রাজ্যের নীলপ্রধান প্রদেশ মধ্যে প্রজারা যখন তাহা প্রাপ্ত হয় না, তখন তাহারদিগের অবস্থা আমেরিকার ক্রীতদাসদিগের অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলিতে হইবেক, এই অত্যাচার নিবারণের সদুপায় করাতে পূর্ব্বতন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর স্যার জান পিটার গ্রাণ্ট সাহেবের সুখ্যাদি চন্দ্রমা নিষ্কলঙ্ক হইয়া প্রতিভান্বিত হইয়াছিল, কিন্তু বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মান্যবর মেং বিডন সাহেবের শাসনাধীনে তত্তাবৎ পুনর্ব্বার প্রকাশ হওয়াতে তাঁহার বিমল মহিমায় যে কলঙ্ক হইতেছে, তাহা তিনি কিছুই বিবেচনা করেন না।

কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, নীলপ্রধান প্রদেশ মধ্যে ছোট আদালত সকল প্রজাপক্ষে উপকারদায়ক না হইয়া বরং কালস্বরূপ হইয়াছে, ছোট আদালতের সহায়তাক্রমেই নীলকরগণ আপনাপন দুষ্টাভিসন্ধি সকল সিদ্ধ করিয়াছেন, যে প্রজা দাদন লইয়া নীলকরের নিমিত্ত আপনার ক্ষেত্রে অথবা নীলকরের ক্ষেত্রে নীল চাস করণে অসম্মত হয়, তাহার প্রতি ছল করিয়া নীলকরেরা ছোট আদালতে চুক্তিভঙ্গ ও জমাবৃদ্ধি করণের অভিযোগ করেন, ছোট আদালতের বিচারপতির মধ্যে বাবু কাশীশ্বর মিত্র এবং বাবু নবীনচন্দ্র পালিত মহাশয় যথার্থ পক্ষ টানিয়া বিচার করাতে ছোট আদালতের বিচারের গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু নীলকরগণ তাঁহারদিগের বিপক্ষ হইয়া নানা প্রকার কৌশলজাল বিস্তীর্ণ করাতে ইদানীন্তন নীলপ্রধান প্রদেশের ছোট আদালতের জজের পদে যাঁহারা নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা নীলকরের পক্ষ টানিয়া আইনের মর্ম্ম রক্ষা পূর্ব্বক বিচার করাতে চারিদিকে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে। নীলকরগণ ঐ বিচারকদিগের বিপক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, বরং সময়ে ২ তাহারদিগের সুখ্যাতি লিখিয়া ইংলিস ম্যান প্রভৃতি পত্রে প্রকাশ করিতেছেন।

আমারদিগের কোন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, নীলকর সাহেবেরা প্রজাদিগের প্রতিকূলে কেবল ছোট আদালতেই যে, অভিযোগ করিতেছে এমত নহে; পূর্ব্বরূপ লাটিয়াল লোক সকল নীল কুঠিতে নিযুক্ত হইয়াছে, মার, ধর, কাট, এই শব্দই নীলকর সাহেব ও তাঁহারদিগের গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারীর মুখ হইতে সর্ব্বদাই নির্গত হইতেছে, সাহেবগণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যমদূততুল্য লাটিয়াল ও সড়কীওয়ালাগণ প্রজাদিগের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল তাহারদিগকে ধরিয়া আনিতেছে এমত নহে, স্ত্রীলোকদিগেরও অবমাননা করিতেছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবগণ এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিকার নিমিত্ত বিশেষ প্রযত্ন কিছুই প্রকাশ করেন না, বরং কেহ ২ স্বদেশীয় নীলকরের ঐ সমস্ত দুরাচরণের পোষকতাই করিয়া থাকেন, অতএব নীলপ্রধান প্রদেশ মধ্যে নীলকরদিগের অত্যাচার যখন পুনর্ব্বার ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রজাদিগের

আর নিস্তার নাই, মান্যবর গ্রাণ্ট সাহেব নীলকরী কমিস্যনর নিযুক্ত করিয়া প্রজাপুঞ্জের দুঃখ নিবারণের যে সমস্ত সদুপায় করিয়াছিলেন, তাহা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে, বর্ত্তমান লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর মান্যবর মেং বীডন সাহেব গ্রাণ্ট সাহেবের প্রদর্শিত পথে পদ চালনা পূর্ব্বক যদ্যপি নীলকরের অত্যাচার হইতে নিরুপায় প্রজাদিগকে রক্ষাকরণ বিষয়ে বিশেষরূপে মনোযোগী হইতেন, তবে কোন ক্রমেই পুনর্ব্বার এই অত্যাচার হইত না, রাজ বিচারে সকল প্রকার প্রজা সমভাবে বিচার প্রাপ্ত হইলে সুসভ্য রাজপুরুষগণের যশঃসৌরভে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইত, তিনি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগী না থাকাতে সকলেই বলিতেছেন যে, তিনি এতদ্দেশ প্রবাসী স্বদেশীয় সাহেবদিগের প্রতি যে কোন-রূপেই হউক, সহায়তা করিতেছেন, যাহা হউক নীল প্রধান দেশবাসী প্রজাদিগের অবস্থা নির্দ্ধারণ নিমিত্ত পুনর্ব্বার কতিপয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কমিস্যনর রূপে নিযুক্ত করা আমারদিগের বিবেচনায় কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর ব্যয় সংক্ষেপ।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ২২. ৯ ১২৮৫। ৯. ১. ১৮৭৯

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর নূতন সভাপতি মেং স্টুটার সাহেবের নিয়োগকালে মিউনিসিপালিটীর ব্যয় সংক্ষেপ সম্বন্ধে আমরা যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা কার্য্যে পরিণত দেখিয়া আমরা বিশেষ পরিতুষ্ট হইলাম। কলিকাতা মিউনিসি-পালিটীর যে এত দিন মা বাপ ছিল না, করদাতাদিগের অর্থ বারভূতের শ্রাদ্ধে ব্যয় হইত, ভূতপূর্ব্ব সভাপতি হগ এবং মেটকাফ তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। একমাত্র বাজার লইয়া হগ সাহেব আমাদিগের কয়েক লক্ষ টাকার শ্রাদ্ধ করিলেন ; ফল যে, কি হইল তাহা নগরের করদাতারা বিলক্ষণরূপে বুঝিতেছেন। দ্বিতীয় সভাপতি মেটকাফ সাহেব এক নূতন লাইট সয়েলের বন্দোবস্ত করিয়া করদাতাদিগের লক্ষাধিক টাকা নষ্ট করিলেন। এক্ষণে যেরূপ ভাব লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হইতেছে যে, আমাদিগের অর্থ আর সেরূপে জলে নিক্ষিপ্ত হইবে না। নূতন সভাপতি স্টুটার সাহেব যেরূপ যত্নের সহিত মিউনিসি-পালিটীর আয় ব্যয় পরিদর্শন এবং যে ভাবে ব্যয় সংক্ষেপ ও কমিশনরদিগের সহিত ঐক্য হইয়া কার্য্য করিতেছেন তাহাতে করদাতা মাত্রেই আশা করিতে পারেন যে, তাঁহার শাসনে আমাদিগের অভাবগুলি একে একে বিমোচিত হইবে, এবং লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর মিউনিসি-পালিটীর মস্তকের উপর যে শাণিত অসি নিক্ষেপের ভয় দেখাইয়াছেন, সে ভয়ও বিদূরিত হইবার পূর্ণ আশা আছে। জষ্টিসেরা এতকাল ব্যয় সংক্ষেপের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। নির্ব্বাচিত কমিশনরগণ তাহা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, এবং নূতন সভাপতি মেং স্টুটার সাহেব, এই সংস্কার কার্য্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় করদাতা মাত্রেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিবেন।

কমিশনরগণ ব্যয় সংক্ষেপ জন্য যে সব কমিটী নিযুক্ত করেন, তাহাতে কমিটীর সভ্যাগণ নিম্নলিখিত প্রকার ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন ;—

সেক্রেটরির কার্য্যালয়ের ৪২০ টাকা, একাউন্ট বিভাগের ২০০৪ টাকা, বিল বিভাগের ৬৩২৪, এসেসরের বিভাগে ১১০০, ষ্টোর বিভাগের ৩৬০০, লাইসেন্স বিভাগের ১১৪০, নিম্ন শ্রেণীর কতক কর্ম্মচারীকে বিদায় দেওয়ায় ১০২৪, রোড এবং কন্সারবেন্সি বিভাগের ৯৫৭৬ টাকা, স্বাস্থ্যরক্ষকের কার্য্যালয়ের ৩৬০০, ওয়ারেণ্ট বিভাগের ১৬৫০, সাধারণ উদ্যান সমূহের ৭৩৫, কন্সারবেন্সি বিভাগের ৯১৫৬, পথে জল দান বিভাগের ৬২৪০, ড্রেণেজ পাম্পিং ষ্টেসনের ১০৮০, নাইট সয়েল বিভাগের ২০০৮৮, জলের কল বিভাগের ৮০৮৪১, এবং সমস্ত কার্য্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের ৩৯৯২৩৮ টাকা, মোট ৪৮০০৭৪ টাকা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াছেন।

উপরোক্ত প্রকারে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়াও কমিশনরগণ যদিও এক্ষণে করভার বৃদ্ধি করিয়াছেন, কিন্তু সে বৃদ্ধি না করিলে মিউনিসিপালিটীর কার্য্য চালনা করা দুরূহ হইত। মেটকাফ সাহেব যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন তাহা ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া, লেপ্টেনাণ্ট গবর্নর বিরক্ত হইয়া, কর বৃদ্ধি করিতে আজ্ঞা দেন। মেটকাফ সাহেব যে বজেট প্রস্তুত করেন, তাহাতে ৪৩৪০০০ টাকা অকুলান দাঁড়ায় কিন্তু এক্ষণে স্টুটার সাহেব যে বজেট প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাতে ব্যয় বাদে ১০৫০০০ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে। মিউনিসিপালিটীর ঋণ ক্রমেই বাড়িতেছে, এমতাবস্থায় উদ্বৃত্ত না করিলে মঙ্গল নাই। স্টুটার সাহেব সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াই কর বৃদ্ধি করিলেন বটে, এবং তজ্জন্য করদাতাগণ ব্যথিত হইলেও স্টুটার সাহেব এবং কমিশনরগণ যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছেন, তাহাতে বৃদ্ধি না করিলে কোনমতেই চলিতে পারে না। যাহা হউক নূতন সভাপতি কমিশনরদিগের সহিত ঐক্য হইয়া, এক্ষণে সন্তোষপ্রদরূপে কার্য্য করিয়া আগামী বর্ষে করভার হ্রাস করিতে সমর্থ হন, আমাদিগের ইহাই প্রার্থনীয়।

কলিকাতায় ট্রামওয়ে। ২২. ১১. ১৮৮৫

পাঠকগণের স্মরণ আছে কয়েক বর্ষ অতীত হইল, ভূতপূর্ব্ব জষ্টিসগণ সার ষ্টুয়ার্ট হগের সময়ে শিয়ালদহ হইতে লালদিঘী পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ করেন। সেই নির্ম্মাণ কার্য্যে করদাতাদিগের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় জষ্টিসগণ পরিণাম চিন্তা না করিয়া সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করায়, শেষে তৎ সমস্ত অর্থ ব্যতীত আরও বহুল অর্থ বৃথা ব্যয়িত হয়। এক্ষণে প্রকাশ যে বর্ত্তমান মিউনিসিপাল কমিসনরগণ আবার কলিকাতায় ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ করিবার কল্পনা করিতেছেন। এ সংবাদ আমরা পূর্ব্বে নগরে জানিতে পারি নাই। সম্প্রতি বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথাকার মিউনিসিপাল কমিসনরদিগের অধিবেশনের বিজ্ঞাপনী মধ্যে দৃষ্ট হয় যে, কলিকাতার

মিউনিসিপাল কমিসনরগণ এবং সেক্রেটরি বোম্বাই মিউনিসিপালিটীকে তথাকার ট্রামওয়ে সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। বোম্বাইয়ের ট্রামওয়ের কার্য্য উত্তমরূপে চলায়, এবং তথায় করদাতাগণের অর্থ ক্ষতি না হইয়া বরং লাভ হওয়াতেই, রাজধানীর কমিসনরগণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, কিরূপ উপায়ে ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ এবং চালাইলে সফল হইতে পারা যায়। বোম্বাইয়ের কমিসনরগণ শীঘ্রই এ সম্বন্ধে উত্তর দিবেন বলিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের ট্রামওয়ে কিরূপে সফলতা লাভ করিয়াছে, পাঠকগণকে তদ্বিষয় জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য।

বোম্বাইয়ে প্রথমে ট্রামওয়ের প্রস্তাব হইলে, সকলেই মহা আপত্তি উপস্থিত করেন। শেষে কমিসনরগণ মেস্যুর্স কেট্রিজ এবং কোম্পানিকে ট্রামওয়ে নির্ম্মাণের ভার প্রদান করেন। ট্রামওয়ের বর্ত্তমান ম্যানেজার একজন সম্ভ্রান্ত আমেরিকান এবং ট্রামওয়ের অংশীদারদিগের অধিকাংশই আমেরিকান। বোম্বাই মিউনিসিপালিটী এইরূপে এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের উপর ট্রামওয়ের ভার প্রদান করায় কোন ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই। ট্রামওয়ে কোম্পানি প্রথমে ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ করিয়া, সমধিক আরোহী সংগ্রহ জন্য বহুল টাকার স্ফূর্ত্তি ক্রীড়ার ব্যবস্থা করেন। ট্রামওয়ের লাভাংশ হইতে সেই স্ফূর্ত্তি ক্রীড়া হইবে, ইহা ঘোষিত হইলে, বোম্বাইবাসী বহুল লোক অল্প মূল্যে টিকিট ক্রয় করে, এবং সকলে ট্রামওয়েতে গমনাগমন করে। ইহার দ্বারা ট্রামওয়ে কোম্পানি শেষে বিশেষ লাভবান হন। এক্ষণে বোম্বাই নগরে প্রায় দ্বাদশ মাইল ট্রামওয়ে বিস্তৃত হইয়াছে। আরও বিস্তৃত হইবে। কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অধিকাংশ দেশীয়। উক্ত কোম্পানি কয়েক শত অশ্ব রাখিয়াছেন। উত্তাপে প্রায় অধিক অশ্ব মরে, এবং তজ্জন্য প্রায়ই নূতন অশ্ব ক্রয় করিতে হয়। প্রত্যেক গাড়ীতে ৪০ জন লোক গমনাগমন করিতে পারে। উক্ত কোম্পানি ২০ বর্ষ পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে চালাইবেন, পরে বোম্বাই মিউনিসিপালিটী সমস্ত ট্রামওয়ের ভার পাইবেন।

এক্ষণে কেহ কেহ প্রশ্ন করিতেছেন যে, প্রত্যেক সভ্য জনপদে—রাজধানীতে যখন ট্রামওয়ে চলিতেছে, তখন ব্রিটিস ভারতের রাজধানী কলিকাতার অধিবাসিগণের সুবিধার জন্য এখানে কেন না ট্রামওয়ে চলিবে? সত্য বটে, জষ্টিসগণ ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবেচনার দোষেই যে স্থানে নির্ম্মাণ করিলে আয় হইবার সমধিক সম্ভাবনা, তথায় নির্ম্মাণ না করাতে এবং উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে ভার না দেওয়াতেই বিফল হইয়াছেন। বোম্বাইয়ের ন্যায় এক স্বতন্ত্র কোম্পানির হস্তে ট্রামওয়ের ভার দিলে অবশ্য চলিতে পারে। এ কথাগুলি এক পক্ষে অন্যায় নহে। কিন্তু কলিকাতার মিউনিসিপালিটী কিরূপ প্রণালীতে ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ কল্পনা করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত না হইলে এ সম্বন্ধে আমরা কোন বিশেষ মত ব্যক্ত করিতে পারি না, তবে আমরা এই মাত্র বলিতেছি যে, যদি পুনরায় নগরে ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে মিউনিসিপালিটী নিজে নির্ম্মাণ না করিয়া, কোন এক কোম্পানির হস্তে

সেই ভার অর্পণ করুন। এক্ষণে লাভ হউক বা ক্ষতি হউক, মিউনিসিপালিটী সেজন্য দায়ী নহেন, এমত বন্দোবস্ত করিলে কেহই আপত্তি করিবেন না। নতুবা একবার যেমত কয়েক লক্ষ টাকা জলে গিয়াছে, আবার সেইমত ব্যয় করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। যাহার যে কর্ম্ম তাহার তাহাই সাজে, এবং যে যে বিষয়ে শিক্ষিত, সে সেই বিষয়ই উৎকৃষ্টরূপে সমাধা করিতে পারে। আমেরিকানেরা ট্রামওয়ে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষিত। তাহাদিগের হস্তে এ ভার দেওয়া হউক।

যদি কোন এক কোম্পানিকে নির্ম্মাণ ভার দেওয়া হয়, তাহা হইলে নগরের এমত স্থলে সর্ব্বাগ্রে ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ করা হউক, যাহাতে লাভ হইতে পারে। আমাদিগের মতে সর্ব্বাগ্রে চিতপুর হইতে ধর্ম্মতলা ও লালদিঘী পর্য্যন্ত ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। ভাড়ার পরিমাণ অল্প করিলে প্রত্যহ সহস্র সহস্র আরোহী যাতায়াত করিবে। কিন্তু ইহা করিতে হইলে, চিতপুর রোডের পরিসর বৃদ্ধি করিতে হয়, নতুবা প্রত্যহ অসংখ্য দুর্ঘটনা ঘটিবার পূর্ণ সম্ভাবনা। উক্ত পথের পরিসর বৃদ্ধি করিলে সময়ে অশ্বের পরিবর্ত্তে নবাবিষ্কৃত শব্দহীন ষ্টিম এঞ্জিন দ্বারা ট্রামওয়ে চলিতে পারিবে। চিতপুর রোডই সর্ব্বপ্রধান যাতায়াত পথ, প্রত্যহ কত সহস্র লোক ভাড়াটীয়া গাড়ীর দ্বারা এই পথে গমনাগমন করেন, তাহার সংখ্যা নাই। বিশেষতঃ ট্রামওয়ের ভাড়ার হার অল্প করিলে আরও অধিক লোক যাতায়াত করিতে পারে। বাগবাজার, শোভাবাজার, বীডন ষ্ট্রীট, জোড়াসাঁকো, চোরবাগান, মেছুয়া বাজার, সিন্দূরিয়াপটী, লালবাজার, কসাইটোলা এবং শেষ ধর্ম্মতলায় এক একটি ষ্টেশন করিলে সকলেরই সুবিধা হয় এবং তাহার দ্বারা বিলক্ষণ আয় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এ পথটার পরিসর বৃদ্ধি না করিলে কোনমতেই এখানে ট্রামওয়ে নির্ম্মাণ করা যাইতে পারে না। প্রথমে এই স্থানে ট্রামওয়ে নির্ম্মিত হইলে পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এবং ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের সহিত সংযোগ এবং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, কলুটোলা ষ্ট্রীট প্রভৃতিতে ক্রমে ক্রমে নির্ম্মাণ করিলে চলিবে। কিন্তু পুনরায় বলিতেছি যে, নগরের সর্ব্বপ্রধান পথ চিতপুর রোডে প্রথম রেলওয়ে নির্ম্মাণ না করিলে, কোন মতেই ট্রামওয়ের দ্বারা আয় হইবে না। অথচ এই পথটির পরিসর বৃদ্ধি করিতে অনেক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এ ট্রামওয়ে সম্বন্ধে মিউনিসিপাল কমিসনরগণের কল্পনা প্রকাশ হইলে, আমরা পরে অন্যান্য মন্তব্য প্রকাশ করিব।

ম্যাঞ্চেষ্টরের স্বার্থপরতা। ২৭. ১১. ১২৮৫

বিগত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে রিউটার তারযোগে সংবাদ দেন যে, ম্যাঞ্চেষ্টরের বণিক সমাজ ভারতবর্ষের সেক্রেটরি অব ষ্টেটের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া তুলাজাত বস্ত্রের আমদানি শুল্ক একেবারে রহিত জন্য আবেদন করিয়াছেন। ষ্টেট সেক্রেটরি প্রত্যুত্তরে যথেষ্ট আশা দিয়াছেন। এক্ষণে গত মেইলে তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ

আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পার্লিয়ামেণ্টের ৪ জন সভ্য এই প্রতিনিধিগণকে সঙ্গে লইয়া যান। কর্ণেল জ্যাকসন প্রধান নেতার কার্য্য করেন। তিনি বিচিত্র উক্তির দ্বারা লর্ড ক্রাণক্রককে ঐ শুল্ক একেবারে রহিত করিতে বলেন। তিনি বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদিও ঐ শুল্কে বার্ষিক ৮৩ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহা রহিত করা কর্ত্তব্য। ইহার দ্বারা ম্যাঞ্চেষ্টরের স্বার্থ সাধিত হইবে না, বরং ভারতবাসিগণের লাভ !! লর্ড সেলিসবরি যখন এই শুল্ক একেবারে রহিত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন গবর্ণমেণ্ট কেনই বা সে প্রতিজ্ঞা পালন না করিবেন ? বক্তা ইত্যাদি নানা কথা বলিয়া ম্যাঞ্চেষ্টরের ২৪৪৫ বণিক এবং মহাজনের স্বাক্ষরিত আবেদন পত্র প্রদান করেন। ব্ল্যাকবারণের মেং রাইট ১৩৬৭২ শ্রমজীবির স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র দেন। তৎপরে আরও কতকগুলি স্বার্থপর বণিক ঐমত বিচিত্র উক্তির দ্বারা লর্ড ক্রাণক্রকের কর্ণে মোহিনী মন্ত্র প্রদান করেন। লর্ড ক্রাণক্রক তখন সপ্তসমুদ্র পারে—ইংলণ্ডে—ভারত তখন তাঁহার চিত্তপট হইতে অন্তরে, কাজেই তখন তিনি ভারত সম্বন্ধে নিজ দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে পূর্ণ আশা দিয়াছেন যে, অচিরেই এই আমদানি শুল্ক রহিত করা হইবে। পরে তিনি ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে দৃষ্টি দান করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। লর্ড লিটন এই আমদানি শুল্ক হ্রাস করিতে উদ্যত ! হা ভাগ্য !

উপরে প্রতিনিধি দলের অভিনয় গেল ; পরে টাইম্‌সে মূল অভিনেতা বণিক সমাজের এক অধিবেশনের বিজ্ঞাপনী পাঠে জানা যায় যে, সভাপতি ব্যক্ত করেন যে, ১৮৭৬ সালে লর্ড সেলিসবরি বলেন যে, এ শুল্ক রহিত করা হইবে, কিন্তু তিন বৎসর গত হইল অথচ প্রতিজ্ঞা পালিত হইল না কেন ? সভাপতি আরও বলেন যে, এই শুল্ক চলিত থাকায় বস্ত্রের মূল্য বাড়িতেছে, ভারতীয় প্রজাদিগের কষ্ট হইতেছে ইহা রহিত করা কর্ত্তব্য। সভাপতি শেষ স্বীকার করেন যে, ম্যাঞ্চেষ্টরে যত বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার তিন অংশের এক অংশ ভারতে বিক্রীত হয়। সভাপতি কিন্তু এ জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া, বরং একেবারে এই আমদানি শুল্ক রহিত জন্য দৃঢ়ব্রতাবলম্বন করিয়াছেন।

ম্যাঞ্চেষ্টরের স্বার্থপর বণিকদিগের ন্যায় টাইম্‌স সংবাদ পত্রও ধূয়া ধরিয়াছেন। টাইম্‌সের মতে এই দণ্ডে শুল্ক রহিত করা কর্ত্তব্য। ভারতীয় প্রজাগণ মরুক আর বাঁচুক, তাহাদিগের স্কন্ধে নূতন করভার অর্পিত হউক, বা চলিত কর বৃদ্ধি করা হউক, ম্যাঞ্চেষ্টরে তাহা শুনিতে চাহেন না, অবশ্যই আমদানি শুল্ক রহিত করিতে হইবে, টাইম্‌সের এই মত !! ম্যাঞ্চেষ্টরের স্বার্থ সাধন জন্য ভারতকে বলিদান করিতে যে টাইম্‌স সর্ব্বাগ্রে সম্মতি দিতেছেন, সেই টাইম্‌স ইংলণ্ডের সর্ব্ব প্রধান সংবাদ পত্র নামে গণ্য ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহার লেখনী মুখে ন্যায় বিচার এবং সুনীতি স্থান পায় না, তিনি কিরূপে সুসভ্য ব্রিটিস প্রজাপুঞ্জের প্রতিনিধি তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

উদারহৃদয় নীতিবেত্তাগণ বলিতেছেন যে, লর্ড বিকন্সফিল্‌ডের শাসনের অন্তিমদশা

উপস্থিত। পার্লিয়ামেণ্টের পুনরায় সভ্য নির্ব্বাচন কালে যাহাতে টোরি সম্প্রদায়ের আবার জয় হয়, যাহাতে লর্ড বিকন্সফিল্ড আবার রাজমন্ত্রির আসন প্রাপ্ত হন, এক্ষণে এই চেষ্টা চলিতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টরের তূলার লর্ডগণ, প্রজাগণ এবং কারিকরগণকে হস্তগত করিতে পারিলে লর্ড বিকন্সফিল্ডের অনেকটা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারিবে, এই জন্যই লর্ড বিকন্সফিল্ডের মন্ত্রণা মতেই লর্ড ক্রাণব্রুক ভারতের প্রভু হইয়াও নিজ সম্প্রদায়ের মঙ্গল জন্য ম্যাঞ্চেষ্টরের স্বার্থের নিকট ভারতকে বলিদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ইহা সত্য কি মিথ্যা তাহা আমরা নিশ্চিত না জানিলেও বিলক্ষণ বুঝিতেছি যে, বর্ত্তমান মন্ত্রী-সমাজের শাসনকালের অবশিষ্টাংশে আমাদিগকে আরও অনেক কুফল ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের প্রভু লর্ড লিটনকে আমরা স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে তিনি ভারতে আসিবার পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করেন যে, ভারতে নূতন কর সৃষ্টি করিয়া বা ভারতের রাজস্বের দুরবস্থার সময়ে কোন মতেই শুল্ক রহিত করিবেন না। এক্ষণে ভারতের দশা কিরূপ তাহা বুঝিয়া তিনি যেন নিজ সম্প্রদায়ের টোরিদলের মঙ্গল জন্য ভারতের ভাগ্যে বজ্রাঘাত না করেন, ইহাই আমাদিগের অনুরোধ।

আমদানি শুল্ক সম্বন্ধে ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের আবেদন। ২৯. ১১. ১২৮৫

ম্যাঞ্চেষ্টরের তূলার লর্ডগণ ভারতবর্ষের ষ্টেট সেক্রেটরির নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া, তূলাজাত দ্রব্যের আমদানি শুল্ক রহিত প্রার্থনা করেন, এবং লর্ড ক্রাণব্রুক তাঁহাদিগের আশা পূরণার্থ লর্ড লিটনকে সে বিষয়ে সুবিবেচনা করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহা জ্ঞাত হইয়াছেন। আমাদিগের জাতীয় প্রতিনিধি সভা সমূহের শীর্ষস্থানীয়া ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ভারতের মঙ্গল জন্য সেই শুল্ক যাহাতে এই দুঃসময়ে রহিত না হয়, তজ্জন্য এক আবেদন সহ গত শনিবারে গবর্ণর জেনেরল বাহাদুরের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন, আমরা এ সংবাদ যথা সময়ে পাঠকগণকে জ্ঞাত করিয়াছি। উক্ত সভার সহকারি সভাপতি কি উক্তির দ্বারা লর্ড লিটনের হস্তে আবেদন অর্পণ করেন, আবেদনে কি বিবৃত আছে, এবং লর্ড লিটন বাহাদুর তৎসম্বন্ধে কি প্রত্যুত্তর দান করেন, তদ্বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণের জ্ঞাত কারণ নিম্নে বিবৃত করিলাম।

বিগত ৮ই মার্চ্চ বেলা ১টার সময় স-সভার প্রধান সহকারী সভাপতি মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ, অবৈতনিক সেক্রেটরি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর, রাজা সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর, অনরেবল রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুর, নবাব আমীর আলি, নবাব আহম্মদ আলি, নবাব মীর মহম্মদ আলি, বাবু দুর্গাচরণ লাহা, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অভয়াচরণ গুহ, কুমার দেবেন্দ্র মল্লিক, বাবু আশুতোষ মল্লিক. বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন, বাবু প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, মানকর্জি

কুন্তমজি, এবং অনরেবল রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর গবর্ণমেণ্ট হাউসে গমন করেন। মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর প্রতিনিধিগণকে লর্ড লিটন বাহাদুরের নিকট পরিচিত করিয়া বলেন যে, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের পক্ষ হইতে মহিমবরকে এই আবেদন পত্র সসম্মান দান করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে ভারতরাজস্বের অবস্থা যখন অসন্তোষপ্রদ, গবর্ণমেণ্ট ভারতের ভাবি বিপদ নিবারণ আশায় যখন ভারতবর্ষের সীমান্তের বাহিরে সমর করিতে বাধ্য হইয়াছেন, এবং যখন করভার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন তূলাজাত দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক সহজে রহিত করা যাইতে পারে না, আমরা তাহা বিবেচনা করিতে সাহস করিতেছি, মহিমবরকে তাহা নম্রতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি। যদিও মহিমবর ষ্টেট সেক্রেটরির উপদেশ অনেক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত করিবেন, কিন্তু এই রাজস্ব পরিহারের বিরুদ্ধে মহিমবর কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিলে আমাদিগের স্বদেশীয়গণের আশা অনেক পরিমাণে তৃপ্ত হইতে পারে, এমত বিশ্বাস করিতেছি। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি রাজা দিগম্বর মিত্র সি, এস, আই, অদ্য এই আবেদন পত্র পাঠ করিতেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি পীড়িত থাকায় আমার উপরে সে ভার অর্পিত হইয়াছে। মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ ইহা বলিয়া নিম্নলিখিত আবেদন পত্র পাঠ করেন।

তূলাজাত দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক রহিত করিবার আন্দোলন হওয়ায় সভা আবেদন পত্রের প্রথমেই বিশেষ দুঃখ এবং ভয় প্রকাশ করিয়া উল্লেখ করেন যে, ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব মন্ত্রী মেং সেমুয়েল লেঙ্গ সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়া যান যে, শুল্ক স্থাপন না করার নাম যে স্বাধীন বাণিজ্য এমত নহে, কেবল রাজস্বের উন্নতির জন্য বাণিজ্যের হানি না করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে শুল্ক স্থাপন কর্ত্তব্য। লেঙ্গ সাহেব সেই জন্য শতকরা ৫ টাকা হারে আমদানি শুল্ক নির্দ্ধারণ করিয়া যান। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট লেঙ্গ সাহেবের সেই সিদ্ধান্ত ৭৫ সালে টারিফ মন্তব্য মধ্যে উদ্ধৃত করিয়া এরূপ মত ব্যক্ত করেন যে, শতকরা ৫ টাকা আমদানি শুল্ক নির্দ্ধারিত থাকায় তাহার দ্বারা যে এ দেশের তূলাজাত দ্রব্যের সহায়তা করিতেছে, গবর্ণমেণ্টের এরূপ মত নহে। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট সম্পূর্ণ স্বীকার করেন যে, এ শুল্ক রহিত হইলে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস দ্বারা দেশীয়দিগের উপকার দর্শিবে, কিন্তু রাজস্বের মঙ্গল জন্য একেবারে এ শুল্ক রহিত দ্বারা এত অর্থ ত্যাগ সম্ভবপর নহে। সভা এই দুই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, গত বর্ষে গবর্ণমেণ্ট মোটা কাপড়ের উপর শুল্ক রহিত করিয়াছেন, এক্ষণে কেবল উৎকৃষ্ট তূলাজাত সূক্ষ্ম বস্ত্রের আমদানি শুল্ক আছে মাত্র। কিন্তু দেশীয় কলে সে প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয় না। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের টারিফ সম্বন্ধীয় মন্তব্যের ন্যায় ষ্টেট সেক্রেটরি হাউস অব কমন্সেও ঐ প্রকার মত ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ ভারতে দেশীয়দিগের কলজাত বস্ত্রের সহায়তার জন্য আমদানি শুল্ক থাকিবে না, এবং যে শুল্ক দ্বারা রাজস্বের যথেষ্ট আয় হয়, তাহাও সহসা রহিত হইবে না। বর্ত্তমান অবস্থায় ভারত রাজস্বের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করিয়া আমদানি শুল্ক একেবারে রহিত করা কর্ত্তব্য কি না, সভা তাহা বিবেচনা

করিতে অনুরোধ করেন। লর্ড লিটন ভারতের রাজপ্রতিনিধি পদ গ্রহণের পূর্ব্বে ম্যাঞ্চেষ্টরের প্রতিনিধিদিগের সমক্ষে যে বলেন ভারতের স্বাথ নষ্ট করিয়া শুল্ক রহিত করিতে পারিবেন না, সভা লর্ড লিটনকে তাহা স্মরণ করিয়া কার্য্য করিতে বলেন।

সভা পরে বলেন যে, ভারতের রাজস্বের অবস্থা এক্ষণে নিশ্চিত শোচনীয়। ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দুই বর্ষ কাল দক্ষিণ ভারতে প্রভুত্ব করিয়াছে, এবং উদারাশয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিলেও তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে এবং পীড়ায় প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। গতবর্ষে অন্নকষ্ট দ্বারা উত্তর ভারতেরও সহস্র সহস্র লোক রোগগ্রস্ত এবং প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অপর দেশের অন্যান্য স্থলে আহার্য্য দ্রব্যাদির মাহার্ঘ্যের কারণ অন্নকষ্ট প্রবল হইলেও গবর্ণমেণ্ট এই সময়ে ৩ কোটি টাকা নূতন কর স্থাপন করেন। গত তিন বর্ষের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক সর্ব্বপ্রকারের তিন কোটি টাকার কর বৃদ্ধি করিয়াছেন। সভা পরে বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট ব্যয় সংক্ষেপের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাহা কিছুমাত্র কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। অপর ভারত রাজস্বের আট অংশের একাংশ অন্য এক বিজাতীয়দিগের (চীনবাসিদিগের) উপর অর্থাৎ অহিফেনের উপর নির্ভর করিতেছে। অন্যপক্ষে বিনিময় শুল্ক বৃদ্ধি হওয়ায় বিলাতে ভারত হইতে হোম চার্জ্জ প্রেরণ জন্য প্রতি বৎসর ভারত রাজস্বের অনেক কোটি টাকা বৃথা ক্ষতি হইতেছে। ইহার উপর আবার পার্লিয়ামেণ্ট আফগান সমরের সমস্ত ব্যয় ভার ভারতের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। এমতে ভারত রাজস্বের বাহ্য দৃশ্য শোচনীয় এবং এমতাবস্থায় তুলাজাত দ্রব্যের আমদানি শুল্ক একেবারে রহিত করিয়া তৎপূরণ জন্য অন্য করের সৃষ্টি করিলে ভারতবাসিগণ আপনাদিগকে নিতান্ত দুর্ভাগ্যবান জ্ঞান করিবে। এই আমদানি শুল্কের দ্বারা দ্বিবিধ উপকার দর্শিতেছে। যাহারা বস্ত্র ব্যবহার করে, তাহারা ভ্রমেও ভাবে না যে এজন্য তাহাদিগকে কর দিতে হয়, এবং কেবল ব্রিটিসাধীন ভারতবাসিরা এই কর দেয় না, দেশীয় রাজগণের প্রজারাও এই বস্ত্র ব্যবহার করে, এবং তাহারা ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টকে অন্য কোন প্রকার কর না দিয়া অলক্ষ্যে এই কর দান করিতেছে। এমতে এই কর সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া গৃহীত হয়, এবং তজ্জন্য প্রত্যেকের নিকট হইতে গড়ে অর্দ্ধ আনা করিয়া কর গৃহীত হয়। এমতে কেহই এই করের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে না। অপর মোটা বস্ত্রের আমদানি শুল্ক রহিত হওয়ায় দীনদরিদ্রদিগকে আবার এ কর দিতে হয় না, কারণ এক্ষণে যে সূক্ষ্ম বস্ত্রের উপর আমদানি শুল্ক চলিতেছে, উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই তাহা ব্যবহার করেন। এমতে উচ্চশ্রেণীর লোকেরা যখন এই কর বহন করিতে কাতর নহেন, তখন এমত সহজলব্ধ কর একেবারে রহিত করা কর্ত্তব্য নহে।

সভা তৎপরে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ করের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, দেশীয়গণ নিজের অভাব মোচন জন্যই এই অপ্রত্যক্ষ কর দিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ কর স্থাপন দ্বারা এ পর্য্যন্ত যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে, তাহাতে ভারতবাসীদিগের বর্ত্তমান অবস্থার

পক্ষে তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত। প্রত্যক্ষ কর দ্বারা যে সহজজাত উৎপীড়ন হয়, দেশীয়গণ তাহা ভোগ করিতে অসমর্থ। যদিও গবর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষ কর স্থাপন সম্বন্ধে যে কোনরূপ উৎপীড়ন নিবারণ করিতে চেষ্টিত, কিন্তু তাহা যে সফল হয় নাই, তাহা কেহই অস্বীকার করিবে না। কি ইনকম, কি লাইসেন্স, কি মিউনিসিপাল যে কোন প্রত্যক্ষ কর দ্বারাই নিম্ন শ্রেণীর প্রজাদিগের নিকট ৴০ আনা ন্যায়মত আদায় করিতে হইলে আবার আর এক আনা অন্যায় মত আদায় হয়। এরূপ উৎপীড়ন সংবাদ অল্পমাত্রই উপরীতন কর্ম্মচারিদিগের কর্ণগোচর হয়। সাধারণ্যে করদাতারা দীন, মূর্খ, এবং ভীত এজন্য সে কষ্ট তাহারা মনে মনেই সহ্য করে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর দ্বারা যে অসন্তোষ জন্মে, তাহা বিস্তৃত এবং গভীর। এই জন্যই লর্ড মেও এবং লর্ড নর্থব্রুক প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি নিবারণ করেন। রাজস্বের আস্থামতে যদি কর হ্রাস করা হয়, তাহা হইলে আমদানী শুল্ক রহিত ব্যতীত অপর কর হ্রাস করা যাইতে পারে কি না সভা শেষে তদুল্লেখ করেন।

অপ্রত্যক্ষ কর রহিত করিয়া প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি বিষয়ে সভা বলেন যে, বর্ত্তমান আইনকর্ত্তাগণ বিপরীত শাসন আরম্ভ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ লবণের কর হ্রাস করিয়া সেস কর এবং লাইসেন্স কর স্থাপন করিতেছেন। লবণের অপ্রত্যক্ষ কর দ্বারা প্রজারা কোন কষ্ট বোধ করিত না, সভা এ মত ব্যক্ত করেন। বস্ত্রের আমদানি করও সেইমত অপ্রত্যক্ষ এবং তাহাতে প্রজাদিগের কোন কষ্ট বোধ হয় না। সভা এই বলিয়া ব্যক্ত করেন যে, প্রজাদিগের মনোগত ভাব বুঝিয়া কর স্থাপন কর্ত্তব্য। সভা তৎপরে লর্ড লিটনকে সুবিবেচনা করিতে বলিয়া ব্যক্ত করেন যে, পার্লিয়ামেণ্টে ভারতের হইয়া দুইটা কথা বলে এমত কেহই নাই, ষ্টেট সেক্রেটরির কাউন্সিলে গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সিলে, উপনিবেশবাসিদিগের ন্যায় ভারতবাসিরা কর বৃদ্ধি বা হ্রাস করিবার ক্ষমতা পায় নাই। শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায়বিচারের উপর ভারত নির্ভর করিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থায় প্রজারা লর্ড লিটনের সুবিচার আশা করিতেছে, সভা এরূপ মত ব্যক্ত করেন। অদ্য স্থানাভাবে লর্ড লিটনের প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

তারকেশ্বর হইতে মগরা পর্য্যন্ত রেল পথ। ১২. ১০. ১২৯৮

আমরা বহুদিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, তারকেশ্বর হইতে মগরা পর্য্যন্ত একটী রেল হইবে, এত দিনের পর আমরা গত সপ্তাহের কলিকাতা গেজেট পাঠে অবগত হইলাম যে, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু নন্দলাল গোস্বামী, বাবু চণ্ডীলাল সিংহ, মৌলবী আহমেদ বক্স, বাবু অন্নদাপ্রসাদ রায়, বাবু শ্রীরামচন্দ্র বসু, এবং বাবু অমৃত-লাল রায় প্রভৃতির উদ্যোগে এই রেল পথটী নির্ম্মিত হইবে। ইঁহারা এতদিন বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুমতির প্রতীক্ষায় ছিলেন, এক্ষণে বিগত ১৩ই জানুয়ারি তারিখে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে সেই অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

একটী জএণ্ট ষ্টক কোম্পানী অর্থাৎ যৌথ কারবার হইতে এই রেল রোড নির্ম্মাণ জন্য অর্থ সংগৃহীত হইবে। জএণ্ট ষ্টক কোম্পানীর নাম "বেঙ্গল প্রবিনসিয়াল রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড।" রেল পথটী তারকেশ্বর হইতে আরম্ভ হইয়া গোপীনগর, দশঘরা, বনপুর, ধনেখালী, বসো, মাজিনান, ভাস্তাড়া (গোপালপুর) মেলকি, দ্বারবাসিনী, মাহানাদ, কাপাসটিকরী, (সুলতানগাছা) হইয়া মগরা পৌছিবে। উপরোক্ত কয়েকটি স্থানেই এক একটী ষ্টেসন হইবে। তারকেশ্বর হইতে গোপীনগর তিন মাইল, দশঘরা সাড়ে পাঁচ মাইল, বনপুর আট মাইল, ধনেখালী সাড়ে দশ মাইল, বসো সাড়ে বার মাইল, মাজিনান ১৫ মাইল, ভাস্তাড়া (গোপালপুর) সাড়ে ষোল মাইল, মেলকি ১৮ মাইল, দ্বারবাসিনী সওয়া একুশ মাইল, মাহানাদ পৌনে তেইশ মাইল, কাপাসটিকরী (সুলতানগাছা) সাড়ে সাতাস মাইল, এবং মগরা সওয়া ত্রিশ মাইল। দশঘরার নিকট কানা নদীর উপর ৪০ ফিটের একটী পাকা পুল নির্ম্মাণ হইবে, এবং বনপুরের নিকট কানা দামুদরের উপর আর একটী ৪০ ফিটের পাকা পুল নির্ম্মাণ হইবে। তাহার পর কানাজুলীতে ঘিয়া নদীর উপর ৪০ ফিটের একটী পাকা পুল নির্ম্মাণ হইবে। গাড়ী ঘণ্টায় ১২ মাইল চলিবে। এই হিসাবে তারকেশ্বর হইতে মগরা পৌছিতে আড়াই ঘণ্টা লাগিবে। উদ্যোগীরা গবর্ণমেণ্টের নিকট এমত প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, এই রেলপথ দুই বৎসরের মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিবেন; আর হুগলীর লোকেল বোর্ড ইচ্ছা করিলে ২১ বৎসর পরে এই রেলপথ ক্রয় করিয়া লইতে পারিবেন। বাঙ্গালীদিগের এই প্রথম উদ্যম। ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে বাঙ্গালীদিগের বিশেষ গৌরব হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

বজেট। ১৪. ১২. ১২৯৮

ভারতবর্ষের ১৮৯২।৯৩ অব্দের বজেট অর্থাৎ আয় ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৯০।৯১ অব্দের যে হিসাব হইয়াছে, তাহা সন্তোষজনক বলিতে হইবেক, যেহেতু তাহাতে ব্যয় বাদে ৩৬৮৮০০০ উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা রাজস্ব সচীব সার ডেবিড বারবারকে ধন্যবাদ করি। এত অধিক টাকা উদ্বর্ত্ত হইবার কারণ এই যে, ঐ বৎসর এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ বিনিময়ের দর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এক্সচেঞ্জের দর বৃদ্ধি হওয়ায় অত টাকা উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে আবার এক্সচেঞ্জের দর ঘাটিয়া যাওয়ায় উদ্বৃত্ত স্থলে ক্ষতি আসিয়া অধিকার করিয়াছে। এমতে ১৮৯১।৯২ অব্দের সংশোধিত আনুমানিক হিসাব সম্পূর্ণরূপে আশাপ্রদ বিবেচনা হয় না। যেহেতু আমরা শুনিলাম যে ১১৫৬০০ উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া যে অনুমান করা হইয়াছিল, তাহার পরিবর্ত্তে এখন বলা হইতেছে যে, ৮০০০০ ক্ষতি হইবে। রেলওয়ে এবং অহিফেনে যে আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা সৈনিক ব্যয়ে এক্সচেঞ্জের দর ঘাটিয়া যাওয়ায়, এবং রাজ্যের নানা স্থানে অন্নকষ্ট হইবায়

পূরণ হইয়া গিয়াছে। তত্রাপি রাজস্ব সচীব এমত আশা করেন যে, এই ক্ষতি পূরণ হইয়া সম্ভবপর টাকা উদ্বৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে আমাদিগের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

১৮৯২।৯৫ অব্দের আনুমানিক আয় ৪৯৫৮১৮০০ এবং আনুমানিক ব্যয় ৪৫৪৩৫২০০ এবং ১৪৬৬০০ উদ্বৃত হইবার সম্ভব। ভবিষ্যতের কথা কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। বিশেষ উদ্বৃত্ত এবং ক্ষতি এই দুইটী এক্সচেঞ্জের দরের উপর বিলক্ষণ নির্ভর করে। এদিকে আবার সৈনিক ব্যয় কিছুমাত্র লাঘব করা হয় নাই। এমত অবস্থায় ক্ষতি ভিন্ন উদ্বৃত্ত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষ অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ ভারত সাম্রাজ্যের প্রায় সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আসিতেছে, তজ্জন্য রাজ্যের অবস্থা দিন দিন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে।

৫।৬ মাস হইতে এক বিন্দু বৃষ্টি পতন হয় নাই, সেই জন্য কৃষকের কৃষি কার্য্য প্রায় এককালিন বন্ধ হইয়াছে, তজ্জন্য ভূমির রাজস্ব আদায়ে কিয়ৎপরিমাণে বাকীও পড়িয়াছে। যদিচ আমাদিগের এই বঙ্গরাজ্যে অন্নকষ্ট বা দুর্ভিক্ষ এ পর্য্যন্ত ভীষণাকারে দর্শন দেয় নাই, তত্রাপি এমত কে বলিতে পারে যে, সেই পিশাচিনী এ দেশে পদার্পণ করিবেক না। যিনি যাহা বলুন আমাদিগের বিবেচনায় যত দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি পতন না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সে আশঙ্কা কিছুতেই তিরোহিত হইতেছে না। বরং যতদিন পর্য্যন্ত বারি বর্ষণের দ্বারা পৃথিবী সিক্ত না হইবে ততদিন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ তাহার আশঙ্কা বৃদ্ধি হইতে থাকিবেক।

ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত রেলপথ স্থাপন। ২৫. ৯. ১২৯৮

বহু কালাবধি ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত রেলপথ স্থাপনের প্রস্তাব হইয়া আসিতেছে, কিন্তু অদ্যাবধি কেহ তাহার সন্তোষজনক উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বে সার এডওয়ার্ড ওয়াটকিনের নিকট কএকজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার এক প্রস্তাব করেন। তাঁহারদিগের উদ্দেশ্য ছিল যে, কোন স্থানে গাড়ী না বদলাইয়া অথবা ষ্টিমারে না চড়িয়া ইংলণ্ড হইতে একেবারে এক ট্রেণে ভারতবর্ষে আসিবার উপায় উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা ভাসমান সেতু প্রস্তুত করিয়া তদুপরি সমুদয় ট্রেণ লইয়া ইউরোপ এবং আফ্রিকার মধ্যবর্ত্তী ভূমধ্যসাগর পার হইবার মনস্থ করেন, এবং তৎপরে আফ্রিকার উত্তর কূল হইতে বরাবর পূর্ব্ব মুখে রেলপথ স্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আসিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহাদিগের এ প্রস্তাব নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমতঃ ভাসমান সেতু নির্ম্মাণ করিয়া ট্রেণ পার করা ও তৎপরে প্রায় সমুদয় আফ্রিকায় বিস্তৃতি পরিমাণে রেলপথ স্থাপন কার্য্যে পরিণত করিতে পারাও নিতান্ত অসম্ভব। যেহেতু যদি তাহা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে হাবড়ার পুলের উপর রেল চালাইবার ব্যবস্থা হইত। কিন্তু আমরা শুনিলাম, সম্প্রতি আর কএকজন ইঞ্জিনিয়ার যে উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিতেছেন, তাহা অনেকটা কার্য্যকর, এবং

বোধ হয় শীঘ্রই হউক, আর বিলম্বেই হউক, তদ্বারা এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। পাঠকগণ! আপনারা সকলেই জানেন, এইক্ষণে লণ্ডন হইতে তুরস্কের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল পর্য্যন্ত রেলপথ আছে। সম্প্রতি একজন ইংরাজ ইংলণ্ডের আঢ্যগণের নিকট প্রস্তাব করিয়াছেন, যে কনষ্টান্টিনোপাল হইতে পারস্যের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত অনায়াসে রেলপথ স্থাপন করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, আসিয়িক তুরস্কের আনাটোলিয়া নগর পর্য্যন্ত ইতিমধ্যে তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট একটী শাখা রেলপথ স্থাপন করিয়াছেন। এই পথ শীঘ্রই পারস্য দেশের পার্শ্ববর্ত্তী বোগদাদ পর্য্যন্ত বাড়াইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। আর উদ্যোক্তারা এ বিষয়ে সুলতানকে নাকি সম্মত করিতে পারিবেন এমত সম্ভব। আমাদিগের বিজ্ঞ সহযোগী সময় বলেন যে, এক্ষণে কেবল পারস্য এবং আফগানিস্থান এই দুই দেশের মধ্যে রেল স্থাপিত হইলেই ভারত হইতে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত রেল পথ সম্পূর্ণ হয়। এই পথ হইলে অনধিক আটদিনের মধ্যে ভারত হইতে ইংলণ্ডে যাইতে পারা যাইবে, এবং সম্ভবতঃ ১০০ টাকার অধিক পথখরচ লাগিবে না।

বঙ্গের কৃষকদিগের অবস্থা। সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৭. ৫. ১২৯৯। ২২. ৮. ১৮৯২

এই বঙ্গদেশের ভূম্যাদি স্বভাবতঃ অতি উর্ব্বরা, অল্প পরিশ্রম করিলেই তাহাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য ও ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কি চমৎকার উপজীবিকা নির্ব্বাহ করণের এতাদৃশ সদুপায় থাকা সত্ত্বেও কৃষকদিগের দুঃখ মোচন হয় না, তাহারা ছিন্ন বসন পরিধান ও পর্ণ কুটীরে অবস্থান করে। বহু ক্লেশ স্বীকার ব্যতীত দিনান্তে উদরান্ন নির্ব্বাহ করিতে পারে না। কৃষক মণ্ডলীর এই দুরবস্থার কারণ অবধারণে আমরা এক প্রকার অক্ষম হইয়াছি, কেহ কেহ ভূম্যাধিকারিগণের প্রতি সকল দোষ অর্পণ করেন, কিন্তু প্রকৃত বিবেচনায় তাহা কোন মতেই গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, কারণ জমীদারেরা ভূমির নির্ণীত জমাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহাও তাহারা হালবকেয়া হিসাবে আদায় করেন, দুষ্ট প্রজা ব্যতীত নির্দ্দোষ প্রজার বিরুদ্ধে কোন জমিদার বাকী খাজনার নালিস উপস্থিত করেন না। গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত রাজস্ব সংগ্রহকারক কালেক্টর সাহেবেরা কিস্তীর নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যে যে প্রকার কঠিন নিয়মে রাজস্বের টাকা আদায় করেন, জমীদারেরা যদ্যপি সেই প্রকার ক্লেশকর নিয়মের অনুগামী হইয়া খাজানা আদায় করিতেন, তাহা হইলে প্রজাদিগের চালে খড় গাছটিও থাকিত না। যদিও কোন কোন জমীদার খাজনার জন্য কোন প্রজার প্রতি অন্যায় আচরণ করেন, তথাচ বিশিষ্টরূপ বিচারে সেই দোষ গবর্ণমেণ্টের প্রতিই অর্পিত হইতে পারে, কারণ রাজ পুরুষেরা নীলাম করণের যে এক ভয়ানক নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কোন মতেই জমীদারের রক্ষা নাই, ঐ নীলামের দিন যত নিকটস্থ হইতে থাকে, ততই জমীদারেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অসীম চিন্তা সাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অনেকে ১২ টাকার দর সুদ এবং ১০ টাকার দর ডিস্কৌণ্ট দিয়া টাকা কর্জ্জ

করতঃ নীলাম নিবারণ করেন, আমরা লাটের সময় কত জেলায় কালেক্টরীর কাছারীর নিকট কত টীপদার মহাজনকে টাকা লইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। ইহাতে কত ধনাঢ্য জমীদার একেবারে নিস্ব হইয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অতএব গবর্ণমেণ্টের এই প্রচলিত নীলাম সংক্রান্ত নিয়মকে বঙ্গদেশীয় কৃষক ও জমীদারগণের দুরবস্থার কারণ বলিতে হইবে।

প্রজারা কিরূপ অবস্থায় কালযাপন করিতেছে এবং শস্যাদি কি প্রকার উৎপন্ন হইতেছে, আমারদিগের রাজপুরুষদিগের সময় সময় তাহা সচক্ষে নিরীক্ষণ করা অতীব কর্ত্তব্য। তাঁহারা পুলিসের সামান্য সামান্য কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা এ বিষয়ের যে তথ্যানুসন্ধান লইয়া থাকেন, সে সকল বোধ হয় সঠিক হয় না। কারণ তাহাদিগের নিজ নিজ পুলিস কার্য্যেই তাহারা সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, তাহার উপর এ কর্ম্মটা তাহাদিগের পক্ষে অতিরিক্ত বোধ হয়, এবং ইহার জন্য বোধ হয় তাহারা কিছু স্বতন্ত্র বেতন পায় না, তজ্জন্য তাহারা বোধ হয় এ কার্য্যে তাদৃশ যত্ন করে না, যতদিন পর্য্যন্ত ইহার জন্য স্বতন্ত্র লোক নিযুক্ত না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার সঠিক সংবাদ পাইবার সম্ভাবনা নাই।

বঙ্গীয় বাণিজ্য। সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ১১. ৮. ১২৯৯। ২৫. ১১. ১৮৯২

বাণিজ্যের নাম লক্ষ্মী। এই লক্ষ্মী এক্ষণে বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া তরণী আরোহণে বিদেশবাসিনী হইতেছেন। এ দেশের লোক লক্ষ্মীহারা হইয়া নিতান্ত দীনবেশে দাসত্বের শরণ লইয়াছে। তবে যে, লোকে ইতস্ততঃ চীনাকোট, চাদনীর জুতা, শীল আংটী, গার্ড চেইন ও বাঁকা সিঁতি দর্শন করিয়া অহঙ্কার করে, সেটী কেবল অধপাতঃ ও অজ্ঞতার পরিচয় মাত্র। দেশের ধন বিদেশে যাইতেছে, দেশের লোক ফকীর হইতেছে, এই দুর্ভাগ্য সকলে অনুভব করিতেছেন না, অনুভব দূরে থাকুক, স্বপ্নেও বোধ হয় সেটী কেহ চিন্তাও করেন না। তাহাদিগের দেশে যে, দিন দিন অন্তঃশূন্য হইয়া যাইতেছে, ইহা ভাবনা করিবার অবসর তাহারা ক্ষণমাত্রও প্রাপ্ত হন না। তাঁহাদের ধনে বিদেশের লোক বড় মানুষ হইতেছে, বঙ্গের রত্নে অনঙ্গ দেশ ঐশ্বর্য্যশালী হইতেছে, বঙ্গমাতা এক্ষণে কেবল কতকগুলি মুটে ও চাকর প্রসব করিতেছেন!—মুটেরা তাহাদিগের মাতৃগর্ভজাত মহামূল্য রত্নজাত মাথায় করিয়া বিদেশীর বাণিজ্যপোতে তুলিয়া দিতেছে, চাকরেরা সহাস্য বদনে বৈদেশিক সওদাগরী হাউসে সেই সকল রপ্তানী রত্নের তেরিজ জমাখরচাদি শুদ্ধ রোকড় সই হিসাব রাখিতেছে।

একটি কথা এই যে, যে কোন বিষয়ই হউক, শুদ্ধ সাদা কথায় সাধারণ লোককে সহজে বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ দ্বারাই সমধিক ফল হয়।—একথা অবিসম্বাদী;—…

… এই দশ বৎসরের মধ্যে আমদানী অপেক্ষা রপ্তানীর মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এইরূপে এদেশের সন্তানগণের নিত্য ব্যবহার্য্য অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। একমাত্র গ্রেট ব্রিটেন প্রতি বৎসর বঙ্গদেশোৎপন্ন রপ্তানী বস্তুর দশ আনা রকম গ্রহণ করেন। চীনেরা প্রায় দুই আনা লয়। বাকী চারি আনা রকম সামগ্রী ফ্রান্স, ইতালী, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও সিংহল প্রভৃতি নানা দেশে কিছু কিছু বণ্টন হইয়া থাকে। আমদানী বস্তুতে আমরা কি পাই, রপ্তানীতেই বা কি দেই, তাহাও একবার গণনা করিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক। আমাদিগের চাউল, চিনি, চা, নীল, তূলা, রেশম, পাট, পশম, রেড়ী, তামাক, তিশি, তিল, গোধুম, পোস্ত, সর্ষপ, ছোলা, গুড় এবং অন্য পক্ষে মণি, মুক্তা, ধাতু ও পশুচর্ম্ম প্রভৃতি বিস্তর প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিদেশে চলিয়া যায়। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা কি পাই? ফ্রান্স আমাদিগকে রেশম দেন, মাঞ্চেষ্টর বস্ত্র দেন, লিবরপুল লবণ দেন অন্যান্য কারিকরগণ পশমী বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, কাগজ, ছাতা ও ছুরী কাঁচি প্রভৃতি সরবরাহ করেন।—বলিতে গেলে বেশীর ভাগে আমরা বিদেশ হইতে লবণ, কাঁচের বাসন, সৌখীন পুতুল, সৌখীন বিলাস দ্রব্য এবং প্রাণ পোষণ ঔষধ ও প্রাণ নাশক মদ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এ সৌভাগ্য কত দিন আমারদিগের বাণিজ্য সংসারকে সমুজ্জ্বল করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? বাণিজ্য লক্ষ্মী নানাস্থানে চরণ চালন করেন ইহা কাহার প্রার্থনীয় নয়? তবে প্রশ্ন এই যে, দেশস্থ লোকে কি সেই কমলার প্রসাদ লাভে অধিকারী নহেন? লাঙ্কাসায়ার ও মাঞ্চেষ্টর আমারদিগের তূলা ও পাট লইয়া মনোহর নয়নরঞ্জন বস্ত্র দেন, অতএব তাঁহারা বঙ্গের অবসন্ন তাঁতিগণের অন্ন মারিবার অভিপ্রায়ে কতকগুলি কোরা বস্ত্রের মাশুল উঠাইয়া লইয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের তাহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে, বিলাতী তাঁতিরা ডিউটি ফ্রী বস্ত্রই বেশী পাঠাইয়াছে। যাহাতে মাশুল আছে, সে বস্ত্র এবং তদ্রূপ বস্তু অধিক পাঠায় না।

উপসংহারে আর একটি বিষয়ের উপায় করা আবশ্যক। দেশের বস্তু যদি দেশে থাকে, তাহা হইলে এত সৌভাগ্য হয় না, কিন্তু লবণের ব্যবসায়টী এদেশ হইতে কাড়িয়া লওয়া হইল কেন? মদ খাইলে নেসা হয়, সুতরাং তাহাতে রাজশাসন অবশ্য প্রয়োজন, কিন্তু লবণ কেন? লবণ ভক্ষণেও কি বঙ্গবাসীর নেসা হয়?

বঙ্গীয় কৃষকদিগের দুরবস্থা। (সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত)

১৪. ৮. ১২৯৯। ১৮. ১১ ১৮৯২

এই সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের অধিকারভুক্ত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যমধ্যে এই বঙ্গদেশের মৃত্তিকা বিলক্ষণ উর্ব্বরা ও ফলশালিনী, এ বিষয় প্রতিপন্ন করিবার অপেক্ষা নাই। এ দেশের বাণিজ্য বিবরণেই প্রকাশ আছে, এখানকার প্রজাগণ যাহারা শস্য, ফল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া থাকে, ভূমির গুণে অল্পায়াসেই তাহাদিগের আশা সিদ্ধ হইয়া থাকে, এই দেশ মধ্যে এমত ভূমি বিস্তর আছে, যাহাতে প্রতি বৎসর দুই তিন

প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। কৃষক যদ্যপি যথার্থ রাজস্ব দিয়া তত্তাবৎ রক্ষা করিয়া বিক্রয় করিতে পারে, তবে তাহাদিগের সুখ সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। পর্ণ কুটীরের বিনিময়ে অট্টালিকা ও ছিন্ন বস্ত্রের পরিবর্ত্তে বিচিত্র বসনভূষণ এবং সুখ সেবার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অনায়াসে আহরণ করিতে পারে। ইংলণ্ডের কৃষকের অপেক্ষা শতগুণে এই বঙ্গদেশীয় কৃষকদিগের অবস্থা উৎকৃষ্ট কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কৃষককুল সপরিবারে অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়াও আপনাদিগের দুঃখরাশি মোচন করিতে পারে না, তাহাদিগের উপার্জ্জনের অংশী অধিক, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের সহিত ভূমির রাজস্ব কিছুই নিরূপণ করেন নাই, তাঁহারা বার্ষিক রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই বঙ্গদেশের সকল ভূমি একেবারে চিরকালের নিমিত্ত জমিদারদিগকে দিয়াছেন। জমিদারেরা এক এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্ত সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে রাজস্বের টাকা প্রদান করেন, এবং প্রজাদিগের সহিত ভূমির রাজস্ব বিষয়ে তাঁহারা স্বতন্ত্র নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাহার সহিত গবর্ণমেণ্টের কোন সম্বন্ধ নাই, জমীদারেরা ইচ্ছানুসারে প্রতি ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অতএব ভূমির গুণানুসারে জমীদারেরা লাভাংশের তারতম্য করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহার জমীদারিতে ভূমির উৎপন্ন অধিক হয়, অথচ গবর্ণমেণ্টকে অল্প রাজস্ব দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কেবল লাভাংশই অধিক হইয়া থাকে, এমত নহে, তাঁহাদিগের সেই ভূম্যাধিকারও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে।

গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত রাজস্ব প্রদান করিয়া কেবল জমীদারেরাই ভূমির উৎপন্নের লাভাংশ ভোগ করিয়া থাকেন এমত নহে, জমীদারদিগের অধীনে যে সমস্ত তালুকদার ও পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, ইজারদার প্রভৃতি আছেন, তাঁহারা কৃষকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যাদির প্রতি আপনাপন সুখসেবা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করণের সম্যক নির্ভর করিয়া থাকেন অর্থাৎ কৃষকদিগকে আপনাপন শ্রমার্জ্জিত ধন দিয়া এই সকল লোকেরও পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে হয়।

তালুকদার প্রভৃতি ব্যতীত তাঁহাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাও বিবিধ উপায় ও ছল কৌশল এবং ভয় প্রদর্শন দ্বারা কৃষকের উপার্জ্জনের অংশ গ্রহণ করিতেছেন। তাহাদিগের লম্বোদর পরিপূর্ণ করিতে না পারিলে কৃষকের নিস্তার থাকে না, তাহাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা জালে জড়িত হইতে হয়। তাঁহারা সময়ে সময়ে নূতন জরিপ ও নূতন জমাবন্দীর ফন্দি তুলিয়া কৃষকের সর্ব্বনাশ করেন, অপিচ গ্রামে গ্রামে আবার অনেক ধান্যের মহাজন আছেন, তাহারাও মহাপাত্র, তাহাদিগের শরীরে দয়া ধর্ম্মের লেশ মাত্র নাই। ঐ মহাজনেরা অসময়ে অর্থাৎ ভূমিতে বীজ বপন কালে কৃষকদিগকে বীজধান দেয়, এবং আহারের অভাব সময়ে ধান্যাদি কর্জ্জ দিয়া থাকে। কিন্তু কৃষক আপনার ক্ষেত্রে শস্যোৎপাদন করিলে বৃদ্ধির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের ঐ বৃদ্ধি

গ্রহণের নিয়ম অতি ভয়ানক। তাহারা একগুণ দিয়া তাহার চতুর্গুণ এবং কোন কোন স্থলে পঞ্চগুণ ও ষড়গুণ গ্রহণ করিয়া থাকে, ঐ ভয়ানক স্বভাব ধান্যের মহাজনেরা ২।৪টা শরের গোলা বান্ধিয়া জমিদার অপেক্ষাও অধিক পরাক্রম ধারণ করিয়াছে। দুঃখী কৃষকগণ অসময়ে অভাব মোচন নিমিত্ত অনেকেই তাহাদিগের দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকে, এই মহাজনেরাও বিলক্ষণ অত্যাচার করিয়া আপনাপন পাওনা সকল সংগ্রহ করিতেছে।

এই বঙ্গদেশে কৃষিকর্ম্ম জীবিগণ অবিশ্রান্তরূপে পরিশ্রম ও বর্ষাকালের প্রবল জলধারা মস্তকে ধারণ করিয়া ক্ষেত্র হইতে যাহা উৎপাদন করে, এত অধিক লোকে যখন তাহা সংগ্রহ সময়ে যখন নানা প্রকার অত্যাচার হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট রাজনিয়মের অংশ গ্রহণ করিতেছে, এবং তাহার দ্বারা যখন বলবানদিগের পক্ষেই সহায়তা করিতেছেন, হীনবল কৃষকগণের প্রতি তাঁহাদিগের দৃষ্টি নাই, তখন এ দেশের কৃষকের অবস্থা কি প্রকারে সংশোধন হইবেক, কি উপায় দ্বারা তাহাদিগের পর্ণ কুটীর ও জীর্ণ বসন এবং দিনান্তে শাকান্ন আহার পরিবর্ত্তন হইয়া আসিবেক, তাহা আমরা বিবেচনা করণে অক্ষম হইয়াছি। ফলতঃ ঐ নিয়ম প্রচলিত থাকিলে কোন কালেই এই বঙ্গদেশের কৃষকদিগের অবস্থা সংশোধন হইবেক না। চিরকাল তাহাদিগকে পরিবার সহিত ঘোরতর যন্ত্রণারাশি সম্ভোগ করিতে হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

বিষয়-পরিচয়। সমাজ

২১ অগ্রহায়ণ ১২৪৭। ডিসেম্বর ১৮৪০

বিজ্ঞানদায়িনী সভা ॥

এদেশ ইংরেজদের হস্তগত হওয়াতে বাঙালীরা সুখে আছে কিনা, সেই বিষয় বিবেচনা করার জন্য বিজ্ঞানদায়িনী সভার একটি সভা হয়। এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের বক্তৃতা প্রকাশ করা হইয়াছে। অক্ষয়কুমার দত্ত বলিয়াছেন যে মুসলমান রাজত্বের সহিত ইংরেজ রাজত্বের তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যাইবে ইংরেজ রাজত্বে ন্যায় নীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যানবাহন এবং ডাকের ব্যবস্থা হওয়াতে প্রজাদের অনেক উপকার হইয়াছে।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪। ৮ জুন ১৮৪৭

চিঠিপত্র : বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ॥

পঞ্চাশ বৎসরেরও অধিককাল এই দেশ ইংরেজদের অধিকারে আসিয়াছে। পত্রলেখকের মতে ত্রিশ বৎসরের অধিককাল অবধি ইংরেজদের কথায় ও কাজে মিল হল। তাই সাধারণের বিশ্বাস হইয়াছিল যে ইংরেজরা এদেশীয় প্রজাদের ধর্মবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু বিশ বৎসর যাবৎ মিশনারীরা প্রকাশ্যে এদেশীয় ধর্মকে [illegible] প্রতিপন্ন করিয়া খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতেছেন। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যাইবে যে বিজয়ীরা বিজিতের ধর্মকে হেয় জ্ঞান করে। কিন্তু ইংরেজরা মনুষ্যত্বের ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য বিখ্যাত। তাই তাহাদের নিকট পত্রলেখক অন্যরূপ ব্যবহার আশা করিয়াছিলেন।

৭ শ্রাবণ ১২৫৪। ২২ জুলাই ১৮৪৭

চিঠিপত্র : বন্ধু হইতে প্রাপ্ত : অবিকল প্রকাশ্য বিষয়

১১ শ্রাবণ ১২৫৪। ২৬ জুলাই ১৮৪৭

চিঠিপত্র : বন্ধু হইতে প্রাপ্ত : অবিকল প্রকাশ্য বিষয় ॥

প্রকাশিত পত্রদ্বয়ে লেখক অল্পবয়সে বিবাহের ফলাফল বর্ণনা করিয়াছেন

প্রসঙ্গত বালকবালিকাদের শিক্ষার বিষয়ও আসিয়াছে। পত্রলেখক "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি" ইত্যাদি চাণক্যশ্লোকের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন।

৪ ফাল্গুন ১২৫৪। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৮

'গুণ হোয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়॥

মেডিকেল কলেজের ছাত্র সূর্যকুমার জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত যান। এদেশে থাকিতেই তিনি নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিলাতে গিয়া তিনি খৃষ্টান হইয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে "বিলাতী-বিবি" বিবাহ করিয়া এদেশে ফিরিবেন। অবশ্য তাঁহার অন্য সহপাঠীরা ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে খৃষ্টধর্মকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

১৮ চৈত্র ১২৫৪। ৩০ মার্চ ১৮৪৮

চিঠিপত্র : ঘোষপাড়ার মেলা॥

কর্তা-মতাবলম্বীদের মেলা প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার সময় ঘোষপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। কর্তা-মতাবলম্বীরা বা কর্তাভজারা আউলসম্প্রদায়ভুক্ত। পত্রলেখক নিজে ঘোষপাড়ার মেলায় উপস্থিত ছিলেন এবং এই পত্রে তাহার কিছু বিবরণও দিয়াছেন। এই মেলায় যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারা শুধু মাত্র ইতর বা নিম্নসম্প্রদায়ের লোক নহেন। বিদ্বান ও সংবংশজাত মানুষের সংখ্যাও বিরল নয়। এই মেলায় জাতিভেদ নাই বলিয়া এবং সকলকে সুখী দেখিয়া লেখক চমৎকৃত হইয়াছেন। সেইজন্য তিনি সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন যে যদিও ঘোষপাড়ায় অনুষ্ঠিত মেলা শাস্ত্র ও ধর্মসম্মত নয়, তবু এই মেলার বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করা উচিত নয়। কারণ এই মতের গূঢ় তথ্য জানা যায় নাই। পক্ষান্তরে বিদ্যার স্রোত প্রবল হওয়া সত্ত্বেও যখন এই মতাবলম্বীর সংখ্যা কমে নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন এইরূপ অনুমান করা সম্ভব যে এই মতের ভিতরে কোন গভীর সত্য রহিয়াছে।

২৪ বৈশাখ ১২৫৫। ৫ মে ১৮৪৮

সম্পাদকীয়॥

ইংরেজেরা নানাব্যাপারে বাঙালীদের সহিত দুর্ব্যবহার করেন। কিন্তু বাঙালীরা তাঁহাদের প্রতি সদয় ও দয়ালু। প্রমাণ হিসাবে আশুতোষ দেব মহাশয়ের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। জনৈক ইংরেজ দেব মহাশয়ের বহু টাকা ফাঁকি দিয়া বিলাত পালাইয়া যাইতেছিলেন। দেব মহাশয় আইনের সাহায্যে তাঁহাকে ধরিয়া আনেন। সুপ্রিমকোর্টে মামলা উঠিলে অনেক দণ্ডভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া ইংরেজ প্রবঞ্চক দেব মহাশয়ের

শরণাপন্ন হন এবং তাঁহার কৃপাতেই মুক্তিলাভ করেন। ইহাকে বাঙালী জাতির বদান্যতার নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫। ১৬ মে ১৮৪৮

ধর্ম্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক॥

'চন্দ্রিকা' পত্রিকার সম্পাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় "ধর্ম্মসভা"র সম্পাদক হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ধর্ম্মসভার ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে উক্ত সভা অন্তঃসারশূন্য ও কুসংস্কারপূর্ণ। সতীদাহপ্রথা রহিত করাতে এই সভা বিলাতে বেণ্টিঙ্কের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং পরাজিতও হন। তাহার পর হইতে এই সভার আরো অধঃপতন ঘটিয়াছে। সুতরাং এইরূপ সভার সহিত যুক্ত থাকা 'চন্দ্রিকা' সম্পাদকের পক্ষে অশোভন। অধিকন্তু, কোন পত্রিকা সম্পাদকের পক্ষে কোন সভার সহিত সংযুক্ত থাকা অন্যায়। কারণ সম্পাদকেরা সকল বিষয়ে স্বাধীন। সকল মতামতের নিরপেক্ষ বিচারক তাঁহারাই। কিন্তু কোন সভার সহিত যুক্ত থাকিলে সত্য কথা বলা সম্ভব নয়। লেখনীকে সভার নিকট বিক্রয় করিতে হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য 'চন্দ্রিকা' সম্পাদকের ধর্ম্মসভার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা উচিত।

১২ আশ্বিন ১২৫৫। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮

সম্পাদকীয়॥

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর শ্রীরামপুরের ফৌজদারী কোর্টে দাঙ্গায় প্ররোচনা দিবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন। রাজা বাহাদুর হিন্দু সমাজের শিরোমণি। উপরন্তু সম্পাদকের মতে রাজার বিরুদ্ধে দাঙ্গার অভিযোগ ভিত্তিহীন। সুতরাং সেই মহাত্মাকে অপমানিত করিয়া ইংরেজ সরকার নিজেই কলঙ্কযুক্ত হইয়াছেন।

৬ বৈশাখ ১২৫৬। এপ্রিল ১৮৪৯

সংবাদ॥

কলিকাতার কয়েকজন পুলিশ নানাস্থানে চুরি করিবার অপরাধে ধৃত হইয়াছেন। সরকার পুলিশের নূতন নিয়ম করিবার জন্য এই উপদ্রব বাড়িয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে পুলিশের জন্য সুনিয়ম করিলে এই উপদ্রব বন্ধ হইবে।

৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬। মে ১৮৪৯

সম্পাদকীয়॥

বিলাতের 'লা রিভিউ' পত্রিকা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে বিলাত হইতে যাহারা উচ্চপদ লইয়া ভারতবর্ষে যান তাঁহারা অনেকেই অপরিণত বয়স্ক বালকমাত্র,

এবং তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারেন না। এই মন্তব্যে শ্রীরামপুরের পত্রিকা রুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু এই সম্পাদকীয়তে 'লা রিভিউ' পত্রিকার অভিমতকে অভিনন্দন জানানো হইয়াছে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬। জুন ১৮৪৯

সম্পাদকীয়॥

ভারতবর্ষ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হওয়ার ফলে দেশের অনেক উপকার হইয়াছে। কিন্তু সরকার কৃষির দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ার জন্য আক্ষেপ করা হইয়াছে। দামোদরের বাঁধ ভাঙিয়া প্রতি বৎসর বন্যা হয়। তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই। সরকার রাজস্ব আদায়ে অধিক তৎপর হওয়ার ফলে প্রজাদের উপর জমিদার খাজনার জন্য পীড়ন করিতে বাধ্য হন। পার্লামেণ্টে জনৈক সভ্য ভারতবর্ষের কৃষি সম্পর্কে যে মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাইয়া বলা হইয়াছে যে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিলে অনেক উপকার হইবে।

২৩ পৌষ ১২৫৭। ৬ জানুয়ারি ১৮৫১

সম্পাদকীয়॥

ধর্মসভার দলাদলি কিছুদিন যাবৎ বন্ধ ছিল। বালিকা বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া দলাদলি মাথা তুলিবার উপক্রম করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছে। সম্প্রতি এক বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া আবার কলহ আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু আত্মকলহে কাহারও সুখ নাই। সুতরাং এই কলহ ত্যাগ করা উচিত।

১৭ চৈত্র ১২৫৭। এপ্রিল ১৮৫১

সংবাদ॥

১৮৫০ সালে কলিকাতা শহরের বিভিন্ন ধরনের বাড়ী, জমি ও ঘোড়া-গাড়ীর একটি হিসাব দেওয়া হইয়াছে।

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৮। ৫ জুন ১৮৫১

সম্পাদকীয়॥

রাজাকে ঈশ্বরের মতনই নিরপেক্ষ ও সমদর্শী হইতে হয়। উহার বিপরীত আচরণ করিলে ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করা হয়। কিন্তু বর্তমান ইংরেজ শাসকরা ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন। প্রমাণ হিসাবে দেখান হইয়াছে যে এদেশীয় লোকেরা অপরাধ করিলে যদৃচ্ছা দণ্ডভোগ করে, কিন্তু ইংরেজদের জরিমানা হয় মাত্র এক মুদ্রা।

রাজকার্যে নিযুক্ত থাকাকালীন তাঁহাদের শাস্তির পরিমাপ হইতেছে জিলা-বদল। অথচ এদেশীয় লোকের সামান্য অপরাধে কর্মচ্যুতি অবধি ঘটে। এদেশীয় সুনিপুণ কর্মচারীর বেতন যখন একশত টাকা তখন অকর্মণ্য ইংরেজ বেতন পান একহাজার টাকা। তাছাড়া অন্যান্য সুখসুবিধা বাসস্থান ও হাসপাতালের বৈষম্যও রহিয়াছে। এইরূপ স্বজন-পোষণনীতি দ্বারা ইংরেজরা আদর্শভ্রষ্ট হইয়াছেন।

১৫ ভাদ্র ১২৫৮। ৩০ আগস্ট ১৮৫১

সম্পাদকীয়॥

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর নিজ বাটীতে প্রতি শুক্রবার খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জনৈক পত্রলেখক এই সংবাদটি পত্রাকারে পাঠাইয়াছেন। সম্পাদকীয়তে জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে অকস্মাৎ খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

২ অগ্রহায়ণ ১২৫৮। নভেম্বর ১৮৫১

সম্পাদকীয়॥

হিন্দুদের পর্বোপলক্ষে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের রীতি। বহুবাজার নিবাসী দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে রাস উপলক্ষ্যে সাহেবদের নিমন্ত্রণের বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। 'ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদকের মতে সাহেবরা দত্ত বাড়ীতে আসিতে সাহস করেন নাই। এই সম্পাদকীয়তে উক্ত ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে রাসের পর সাহেবরা দত্ত বাড়ীতে আসিয়া খানাপিনা করিয়াছেন।

২১ মাঘ ১২৫৮। ফেব্রুয়ারি ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

ভারতবর্ষীয় সভার সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পৌষ মাসের কার্যবিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন। তাহা প্রকাশ করিয়া সম্পাদকীয় রচনায় ভারতবর্ষীয় সভার কার্যাবলীর প্রশংসা করা হইয়াছে। এই সভার মতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চার্টার এদেশের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলের সমাচার। কিন্তু সম্পাদক মনে করেন যে দেশের উন্নতির জন্য বাঙালীদের মতো আর কেহ কোন চিন্তা করেন না। ইহাই দুঃখের বিষয়।

৩০ মাঘ ১২৫৮। ফেব্রুয়ারি ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিচালনার ব্যাপারে বিলাতে 'বোর্ড অফ কণ্ট্রোল' এবং 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরস' নামে দুইটি সভা আছে। তাহার মধ্যে 'বোর্ড অফ

কণ্ট্রোলের' সভ্যসংখ্যা কম এবং কার্যত তাঁহারাই ভারতবর্ষ শাসন করেন। এ দেশের কর্তারা ভাল করিতে পারেন না, কিন্তু মন্দ করিতে পারেন। যে-দেশের রাজকার্যে প্রজাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয় না, সে-দেশের প্রজারা কখনও সুখী হইতে পারে না। চার্টারে লেখা আছে যে রাজার নিকট জাতি ধর্ম ও বর্ণভেদ নাই। কিন্তু কোনদিন অপক্ষপাত ব্যবহার করেন নাই কোম্পানি। ভারতবন্ধু জনৈক ইংরেজ এই চার্টারের শর্তের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতবাসীকে সিভিলিয়ানের পদ দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গ লইয়া বিখ্যাত 'টাইম্‌স্' পত্রিকার সম্পাদক ভারতবাসীর সপক্ষে ও কোম্পানির বিপক্ষে বহু দোষের কথা উল্লেখ করাতে সম্পাদকীয়তে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৬ ফাল্গুন ১২৫৮। মার্চ ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

দেশের মধ্যে চুরিডাকাতির সংখ্যা ক্রমাগত বাড়িয়া যাইতেছে। এই প্রসঙ্গে একজন সংবাদদাতার একটি সংবাদ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য করা হইয়াছে যে মহকুমা স্থাপিত হওয়ার পর আশা করা গিয়াছিল, দেশের মধ্যে চুরিডাকাতির উপদ্রব কমিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হয় নাই। কারণ যাহারাই রক্ষক তাহারাই ভক্ষক। মহকুমার শাসকেরা নীলকরের বন্ধু। তাঁহারা বাঙালীদের কোন অভিযোগ গ্রাহ্য করেন না। হাকিমেরা নীলকর সাহেবদের সপক্ষে সমস্ত মামলার নিষ্পত্তি করেন। তাই যতদিন না নীলকর সাহেবরা এদেশ হইতে চলিয়া যান, এবং রাজপুরুষেরা ধর্মকে ভয় করিয়া কর্তব্য পালন করিতে শেখেন, ততদিন এদেশের কোন মঙ্গল হইবে না।।

২৪ ফাল্গুন ১২৫৮। মার্চ ১৮৫২

দেশের অবস্থা॥

এদেশের লোকেরা প্রথম হইতেই উদ্যমহীন। ইহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি হইয়াছে। সম্প্রতি রাজপুরুষেরা যে সব কুনিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা রহিত করিবার জন্য "ভারতবর্ষীয় সভা" নামে সম্ভ্রান্ত লোকেরা এক সংগঠন করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সভার সম্পাদক। এখন রাজকীয় অনেক বিষয়ের ভার এই সভার উপর অর্পণ করা যায়। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ আইনের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আইন অনুসারে ধর্মত্যাগীরাও পৈতৃক সম্পত্তির অংশীদার হইতে পারিবেন। আশঙ্কা করা হইয়াছে যে উক্ত আইনের ফলে হিন্দুসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই আইন রদ করিবার জন্য রচিত আবেদনপত্রে অনেক ব্রাহ্ম স্বাক্ষর দেন নাই। তাহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। অন্যদিকে পাদ্রীদের উপদ্রব বাড়িতেছে। অথচ মিশনারি স্কুলে বালক না

পাঠাইয়া নিজেদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করা গেল না। ইহাই দেশের অবস্থা।

১ চৈত্র ১২৫৮। মার্চ ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

ভারতবর্ষের জমি উর্বরা বলিয়া বহু জাতি এখানে ব্যবসা করিতে আসিয়াছে। এদেশের পণ্য লইয়াই ইয়োরোপ বিত্তশালী হইয়াছে। ব্যবসার আকরস্থান হইয়াও ভারতবর্ষের কোন উন্নতি হয় নাই, কারণ ভারতবর্ষ পরাধীন।

৪ চৈত্র, ১২৫৮। মার্চ ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

রাজপুরুষেরা ক্রমাগত যে সব নিয়ম চালু করিতেছেন তাহার ফলে এদেশের লোক, বিশেষত হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে এবং লাভ করিবে একমাত্র সাহেবরা। ভারতবর্ষের গবর্ণর ২৭ ফেব্রুয়ারি তারিখে যে আইন প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে ভীষণ ক্ষতির আশঙ্কা করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পাদকীয়তে আইনের কোন বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই। উক্ত আইন কলিকাতা গেজেটের ইংরেজী সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। দেশের অধিকাংশ লোক ইংরেজী জানেন না। তাঁহারা বাংলা গেজেটের উপর ভরসা করেন। যাঁহারা ইংরেজী জানেন তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, যে উক্ত নিয়ম বাংলা গেজেটে প্রকাশিত হইলে দেশময় আন্দোলন হইবে। কিন্তু কার্যত বাংলা গেজেটে প্রকাশ না করিয়া সরকার চুপিচুপি একটি ক্ষতিকর আইন চালু করিয়াছেন। সম্পাদকীয়তে এই রীতি ও রাজধর্মের বিচ্যুতিকে সমালোচনা করা হইয়াছে।

১০ চৈত্র ১২৫৮। মার্চ ১৮৫২

বিধবার বিবাহ (চিঠি)॥

জনৈক কেরানী একজন বিধবাকে বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া প্রভাকরে যে সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল পত্রলেখক তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং বিধবা বিবাহের সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করিয়াছেন।

১২ চৈত্র ১২৫৮। মার্চ ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

রাস্তায় প্রস্রাব করা নিষিদ্ধ করিয়া আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু এই আইন কার্যকর হওয়াতে বহু লোক বিপদে পড়িতেছেন। সম্পাদকীয়তে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে আগে এই আইন জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হউক।

২২ চৈত্র ১২৫৮। এপ্রিল ১৮৫২

সম্পাদকীয় ॥

নগরের মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন বা শুভ বিবাহের সময় আলোক ও বাদ্যভাণ্ড লইয়া শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া এক রাজাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছে। এই আইনের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কারণ ইহা প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম ও আচার-ব্যবহারের প্রতি সরকারী আক্রমণ। আশঙ্কা করা হইয়াছে যে ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করিলে প্রজাদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হইতে পারে।

১০ আষাঢ় ১২৫৯। জুন ১৮৫২

সম্পাদকীয় ॥

'ইংলিসম্যান' পত্রিকার বিদেশী সম্পাদক ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সারাংশ প্রভাকরের এই সম্পাদকীয়তে প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে ভারতবর্ষের অবস্থা খারাপ হইয়া যাইতেছে। কারণ কোম্পানির রাজ্যশাসনে অজস্র বিচ্যুতি রহিয়াছে। প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে বিদেশী সম্পাদকের উক্তিকে সমর্থন করিয়া হতাশা প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ প্রভাকরের মতে বিদেশীদের হিতাকাঙ্ক্ষা 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' মাত্র। এদেশের নিষ্কর জমির উপর কর বসাইবার সময় অথবা সিন্ধু গোয়ালিয়র প্রভৃতি দেশ জয় করিবার সময় ওদেশের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক কোম্পানির কাজের প্রতিবাদ করিয়া সফল হন নাই। যদি মহারাণীর আদেশক্রমে কোন বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক ভারতে আসিয়া সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া মহারাণীর কর্ণগোচর করেন, তবেই কোম্পানির অবিচারের প্রতিকার হইতে পারে বলিয়া সম্পাদকের ধারণা।।

১৭ শ্রাবণ ১২৫৯। আগস্ট ১৮৫২

সম্পাদকীয় ॥

মর্নিং ক্রনিকেলের সম্পাদকের বিরুদ্ধে শ্লেষাত্মক সম্পাদকীয়তে প্রভাকরের সহিত কোন বিবাদে না নামিতে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৭ শ্রাবণ ১২৫৯। আগস্ট ১৮৫২

অন্যতম সম্পাদকীয় ॥

সকল কাজকর্ম বন্ধ করিয়া পুলিশ এখন নগরমধ্যে প্রস্রাব বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকজনের বিপদের কথাও উল্লেখ করিয়া পুলিশকে তীব্র বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

২০ ভাদ্র ১২৫৯। সেপ্টেম্বর ১৮৫২

সম্পাদকীয় ॥

শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। হরেকৃষ্ণ আঢ্যের স্কুলে সেই পুস্তক বিতরণ করিবার সময় জনৈক ভদ্রলোক সাহেব শিক্ষক দ্বারা প্রহৃত হন। হরেকৃষ্ণবাবুর নিকটে নালিশ করিলে তিনি এ বিষয়ে কিছু করিতে না পারায় জনসাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।

২৩ আশ্বিন ১২৫৯। অক্টোবর ১৮৫২

সম্পাদকীয় ॥

নগরের শোভাবৃদ্ধি করিবার জন্য রাস্তার ধারে শকট রাখা নিষিদ্ধ করিয়া এক আইন চালু করা হইয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণ ও গাড়োয়ানরা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়িয়াছে। চৌকিদারদের উপদ্রব বাড়িয়া যাইতেছে। এই কুনিয়মের সংশোধন প্রার্থনা করা হইয়াছে।

১৪ ফাল্গুন ১২৫৯। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

সম্পাদকীয় ॥

এদেশের বিচারপদ্ধতি প্রমাদপূর্ণ। বিচারকেরা সুবিচার অপেক্ষা আপন প্রভুত্ব প্রকাশে বিশেষ উদ্‌গ্রীব। তা ছাড়া আমলাদের অত্যাচার তো রহিয়াছেই। কোম্পানির চার্টার পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। একটি স্বতন্ত্র কমিটি সমস্ত বিষয়টি অনুসন্ধান করিতেছেন। এই সময় বিচার বিভাগীয় অসুবিধাগুলি কমিটির কর্ণগোচর করা উচিত।

১৯ ফাল্গুন ১২৫৯। মার্চ ১৮৫৩

চিঠি ॥

'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে এদেশের হিন্দু বিধবাগণের বিবাহ দিবার আয়োজন চলিতেছে। পত্রলেখক অবশ্য এমন কোন নির্ভরযোগ্য খবর পান নাই। কিন্তু তাঁহার ধারণা এই যে বিধবা বিবাহ চলিত হইবে না। যাঁহারা এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছেন তাঁহারা ব্যর্থ পরিশ্রম করিতেছেন।

২৮ ফাল্গুন ১২৫৯। মার্চ ১৮৫৩

সম্পাদকীয়।

রাজপুরুষেরা ব্যয়সংকোচের চেষ্টায় মহকুমায় খারাপ সৈনারী জিনিস পাঠাইতেছেন। এইরূপে ব্যয়সংকোচের চেষ্টা হাস্যকর। ইহার দ্বারা কোন ঋণ শোধ করা যাইবে না।

অন্যদিকে কর্মচারীরা বিরক্ত হইবেন। বাঙালীরা রাজভক্ত জাত। রাজদ্রোহিতা তাঁহারা জানেন না। রাজকার্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিবার জন্য উচ্চপদে এদেশের উপযুক্ত লোককে নিয়োগ করিতে হইবে। রাজকোষের অর্থ দিয়া পাদ্রীদের প্রতিপালন করাও অত্যন্ত অন্যায় কাজ।

২৯ ফাল্গুন ১২৫৯। মার্চ ১৮৫৩

সম্পাদকীয়॥

বিলাতের 'টাইমস' পত্রিকা ভারতবর্ষে কোম্পানির অপরিচ্ছন্ন শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে তথ্য প্রকাশ করিতেছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। কোম্পানি বিশ বছরের মধ্যে প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। আশা করা হইয়াছে চার্টারের বিষয় বিবেচনার সময় পার্লামেণ্টের সদস্যগণ যেন সিবিল ও মিলিটারী কর্মচারীদের সাক্ষ্যকে অধিক গুরুত্ব না দেন।

২৩ চৈত্র ১২৫৯। এপ্রিল ১৮৫৩

সম্পাদকীয়॥

মিশনারী সাহেবরা মিলিত হইয়া সিটি মিশন নামে একটি সংঘ স্থাপনের কথা চিন্তা করিতেছেন। অন্যান্য কাজের মধ্যে প্রজাদের মদ্যপান নিবারণও একটি কাজ হইবে। এই সম্পাদকীয়তে প্রচারিত আদর্শের প্রতি সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ মদ্যপান নিবারণ করিলে রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টায় রাজপুরুষেরা মদের দোকান বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন।

৯ বৈশাখ ১২৬০। এপ্রিল ১৮৫৩

সম্পাদকীয়॥

পাদ্রীদের অত্যাচার বাড়িয়া যাইতেছে। সম্পাদকের মতে তাঁহারা বাঘ বা দস্যু হইতেও ভয়ঙ্কর। কয়েকদিনের মধ্যে আরো কয়েকজন বালক খৃষ্টান হইয়াছে। কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে বালকদের পাদ্রীদের স্কুলে পাঠাইবার জন্য এই বিপদ ঘটিতেছে। সেইজন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে যে বালকদের বাবু মতিলাল শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে অথবা বৈতনিক বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলে বিপদ অনেক কমিয়া যাইবে।

৩০ বৈশাখ ১২৬০। মে ১৮৫৩

সম্পাদকীয়॥

নগরের শোভা বৃদ্ধির জন্য প্রবর্তিত নিয়মের চাপে প্রজাদের দুঃখ বাড়িতেছে। ধূলা ও নর্দমা দ্বারা নগর কলুষিত। অথচ কর হইতে রেহাই নাই। প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব

করিতে যে কমিশনারগণ আছেন তাঁহারা সাহেবদের পক্ষেই কথা বলেন। প্রতিকার হিসাবে শহরের শোভাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চলিত নিয়মের পরিবর্তনের জন্য প্রকাশ্যরূপে সভা করিয়া সরকারের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২৫ ভাদ্র ১২৬০। সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

সংবাদ (সম্পাদকীয়) ॥

রাস্তায় গাড়ী রাখিলেই জরিমানা দিতে হয়। এই নিয়মের জন্য শহরবাসী খুবই অসুবিধায় পড়িয়াছেন।

১৩ আশ্বিন ১২৬০। সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

চিঠি ॥

পাদ্রীদের অত্যাচার বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা নিবারণ করিবার জন্য ভবানীপুর ও চক্রবেড়িয়াতে "সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী" নামে এক সভা স্থাপিত হইয়াছে এবং সম্পাদককে মিশনারীদের দর্প খর্ব করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

১৮ আশ্বিন ১২৬০। অক্টোবর ১৮৫৩

বিধবা বিবাহ বিষয়ক সভা ॥

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাড়ীতে বিধবা বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে বাগ্‌যুদ্ধ হয় তাহাতে সপক্ষীয়গণ জয়ী হইয়াছেন।

৫ কার্তিক, ১২৬০। অক্টোবর ১৮৫৩

কলিকাতা নগরের সীমাবৃদ্ধি ॥

ভবানীপুর, কাশীপুর, চিৎপুর, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রামকে কলিকাতা নগরের অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। চারজন ম্যাজিস্ট্রেট শহরের চারভাগে থাকিবেন। ছোট আদালতের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইবে। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা হয় নাই। বরং আশঙ্কা করা হইয়াছে যে অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির প্রজারা কর ও রাজপুরুষের নানাবিধ হুকুমে ক্রমাগত বিব্রত হইতে থাকিবে। অন্যদিকে, গবর্ণর যেমন নগরের সীমা বৃদ্ধির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেইরূপ শোভাবৃদ্ধিরও চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

১২ কার্তিক ১২৬০। অক্টোবর ১৮৫৩

কলিকাতার শোভাবৃদ্ধি করণ। (অন্যতম সম্পাদকীয়) ॥

কলিকাতার শোভাবৃদ্ধি করিবার জন্য এক আদেশ জারী করা হইয়াছে। আগে নিয়ম ছিল যে সকল বাড়ীর মাসিক ভাড়া ৭০৲ টাকা, সেই সকল বাড়ীর মালিককে

বাড়ীর বাহির দ্বারে সারারাত আলো জ্বালাইয়া রাখিতে হইবে। এই আদেশ পালন করা হয় নাই। নূতন আদেশে বলা হইয়াছে যে উক্ত আদেশ পালিত না হইলে বাড়ীর মালিককে অভিযুক্ত হইতে হইবে। এই আদেশের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কারণ ইহাতে প্রজাদের কষ্ট বাড়িবে।

২৫ কার্তিক ১২৬০। নভেম্বর ১৮৫৩

ভারতবর্ষের অবস্থা (অন্যতম সম্পাদকীয়)॥

ভারতবর্ষের জমি উর্বর। তাই মুসলমান ও ইংরেজরা এই দেশ আক্রমণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিয়া ইংলণ্ডের লোকেরা প্রভূত বিত্তবান হইয়াছেন। কিন্তু এদেশের লোকের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে। রাজা, জমিদার, পাওনাদার, ইজারাদারদের পীড়নে কৃষকের বীজধান অবধি থাকে না। রাজপুরুষেরা জমির উপস্বত্ব, একচেটিয়া লবণ ও আফিম বাণিজ্য দ্বারা প্রভূত অর্থ আনিতেছেন রাজকোষে। রাজস্ব আদায়ে তাঁহারা কঠোর। কিন্তু প্রজাদের কোন উপকার হইতেছে না। প্রতিবৎসর দামোদর নদের বন্যায় কৃষকদের সর্বনাশ হইতেছে। হিন্দু আমলে কখনও এরূপ অত্যাচার হয় নাই। হিন্দু রাজারা উৎপন্ন পণ্যের চারভাগের একভাগ হিসাবে গ্রহণ করিতেন এবং তাহা ব্যয়িত হইত প্রজাদের মঙ্গলের জন্য। কিন্তু ইংরেজেরা প্রজাদের মঙ্গল চিন্তা করেন না। তাহার জন্য আক্ষেপ করা হইয়াছে।

২৭ কার্তিক ১২৬০। নভেম্বর ১৮৫৩

ইংরেজ ও বঙ্গদেশ (সম্পাদকীয়)॥

পৃথিবীতে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সম্পদ ও রাজস্বের দিক দিয়া বাংলাদেশ সর্বপ্রধান। বাংলাদেশেই ব্রিটিশের সকল সৌভাগ্যের মূল। কিন্তু যে দেশ ব্রিটিশকে এত রাজস্ব দিয়া বিত্তবান করিয়াছে সেই দেশের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা অন্যায়।

১০ অগ্রহায়ণ ১২৬০। নভেম্বর ১৮৫৩

নিমতলা শ্মশানের কাষ্ঠাদির দোকানদার॥

নিমতলা শ্মশান ঘাটের কাষ্ঠের দোকানদাররা চড়া দামে কাঠ বিক্রয় করিয়া 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' মারিতেছেন। এ বিষয়ে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দুঃখ করা হইয়াছে।

১৭ অগ্রহায়ণ ১২৬০। ডিসেম্বর ১৮৫৩

বাঙ্গালাদেশের জমিদার॥

দেশে দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণ করিতে সরকার অসমর্থ। অথচ দাঙ্গা লাগিয়াই আছে। জমিদারের সঙ্গে নীলকরের, জমিদারের সঙ্গে জমিদারের, তালুকদারের সঙ্গে

ইজারাদারের হাঙ্গামা নিত্যকার ব্যাপার। বিচারপদ্ধতির গলদ অনেক। সাক্ষীর মুখের কথায় বিচার হয়। টাকা ছড়াইলে মিথ্যা সাক্ষীর অভাব হয় না। জমিজমা লইয়া একমাত্র এই দেশেই এত বিবাদ হয়। তাহার কারণ এদেশের জমিসংক্রান্ত আইন ত্রুটিপূর্ণ। আবার, যাঁহারা বাহুবলে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিতে পারেন তাঁহারা সামান্য জমিদার তালুকরের বিবাদ থামাইতে পারেন না—ইহা আশ্চয ব্যাপার। পরিশেষে প্রস্তাব করা হইয়াছে যে ফৌজদারী বিচারপদ্ধতির পরিবর্তন ভিন্ন জমি-সংক্রান্ত বিবাদ মিটিবে না।

১২ বৈশাখ ১২৬১। এপ্রিল ১৮৫৪

সম্পাদকীয়॥

সরকার নিয়ম করিয়াছেন যে স্বধর্মত্যাগী এদেশীয় খৃষ্টানরা পৈতৃক সম্পত্তি পাইবেন। এই নিয়মের বিরুদ্ধে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার হিন্দুরা প্রথমে এ দেশের সরকারের নিকট, পরে বিলাতে আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন। মনে হয়, কমন্সসভার ভারতবন্ধুরা হিন্দুদের পক্ষ অবলম্বন করিবেন এবং এ নিয়ম রহিত হইবে। যাহা হউক, মিশনারীদের তুষ্ট করিতে সরকার যে নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা অন্যায় ও পক্ষপাতদুষ্ট।

৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। মে ১৮৫৪

সংবাদ (সম্পাদকীয়)॥

জনরব উঠিয়াছে যে এক নিয়ম প্রবর্তন করা হইবে যাহাতে এদেশের কোন লোক মোজা না পরিয়া শুধু জুতা পরিয়া কোন রাজপুরুষের সামনে যাইতে পারিবেন না। এই আইন সত্যই কার্যকর হইলে এদেশের লোকের অপমান হইবে, এবং আশা করা যায় যে দেশের লোক ইহার প্রতিবাদে আবেদনপত্র প্রেরণ করিবেন।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। জুন ১৮৫৪

সংবাদ॥

শহরে জনরব উঠিয়াছে যে রুশ রণতরী এই শহর লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে। এই গুজব আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছে এবং শহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অচল করিয়া দিয়াছে। এ সংবাদে মন্তব্য করা হইয়াছে যে এই জনরব একান্ত ভিত্তিহীন এবং ব্রিটিশ শক্তি এমন অপরাজেয় যে রুশ রণতরী তাহার সামনে আসিতে পারিবে না।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। জুন ১৮৫৪

সম্পাদকীয়॥

সম্প্রতি সরকার শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতেছেন কিন্তু এই শিক্ষায় বিশেষ লাভ হইতেছে না। কারণ কেহ কোন বিদ্যায় বিশিষ্টরূপে পারদর্শী হইতেছেন না। তাই

ছাত্রজীবনে মেধাবী ছাত্রকেও বেকার থাকিতে দেখা যায়। শিক্ষকের পদের বেতন এত অল্প যে তাহাতে কেহ প্রলুব্ধ হয় না। আগে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা মেডিকেল কলেজে পড়িতেন এবং পাস করিলে ডাক্তারি বা অন্য কিছু করিতে পারিতেন। সম্প্রতি তাঁহারাও বেকার থাকিতেছেন। কোন বিচক্ষণ ইংরেজ বলিয়াছেন যে বাঙালীরা দাসত্বের মনোভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাণিজ্য না করিলে উন্নতি করিতে পারিবেন না। এই উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে পাঠ্যবিষয় হইতে ছাত্রদের ব্যবসা শিক্ষা করিবার সুযোগ নাই। শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য যে বিদ্যালয় স্থাপন করিবার কথা হইতেছে তাহা উত্তম প্রস্তাব। ঐ বিদ্যালয়ে 'ইঞ্জিনিয়ারিং' শিক্ষা দিলে দেশের প্রভূত উপকার হইবে।

২৭ শ্রাবণ ১২৬১। আগস্ট ১৮৫৪

রাজা রাধাকান্ত দেব (সম্পাদকীয়)॥

রাজা রাধাকান্ত দেব প্রণীত 'শব্দকল্পদ্রুম' ডেনমার্কের রাজার নিকট পাঠান হইয়াছিল। এই উপহারে সন্তুষ্ট হইয়া ডেনমার্কের রাজা রাধাকান্ত দেবকে সম্মানসূচক চক্র উপহার দেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি নথিপত্র প্রকাশ করা হইয়াছে।

৬ ভাদ্র ১২৬১। আগস্ট ১৮৫৪

সিবিলিয়ানদের অত্যাচার॥

অশিক্ষিত সিবিলিয়ানদের অত্যাচারে মফঃস্বলবাসীরা পীড়িত হইতেছেন। সিবিলিয়ানরা স্বভাবতই অত্যাচারী। তাহার উপর ১৮৫০ সালের নিয়মে তাঁহাদের ক্ষমতা-বৃদ্ধি হইয়াছে। এই আইনের বলে তাঁহাদের ৫০৲ টাকা জরিমানা করিবার এবং ১৫ দিনের কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে কোন আপীল করা চলিবে না। এই আইনের বলে নড়াইলের জমিদার হইতে বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তি অপমানিত হইয়াছেন। এই ব্যাপারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে।

১০ ভাদ্র ১২৬১। আগস্ট ১৮৫৪

Nadia Rivers (সম্পাদকীয়)॥

ভাগীরথী, হুগলী, মাথাভাঙ্গা, রূপনারায়ণ ইত্যাদি নদনদীর ইংরেজী নাম 'Nadia Rivers'. নীলকর সাহেবদের সভার সম্পাদক এই নদনদী পরিষ্কার করিবার জন্য গবর্নরের নিকট আবেদনপত্র পাঠাইয়াছেন। এই প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণ এই সব নদনদী বুজিয়া যাইতেছে। অবশ্য নদীপথ পরিষ্কার করিবার জন্য কর আদায় নিয়মিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই অর্থের কোন হিসাব নাই। যাহা হউক, সরকার এ বিষয়ে তৎপর হইলে দেশের উপকার হইবে।

১১ ভাদ্র ১২৬১। আগস্ট ১৮৫৪

কলিকাতার শীল বনাম মহিষাদলের রাজা (সম্পাদকীয়) ॥

মহিষাদলের রাজা কলুটোলার ৺মতিলাল শীলের স্ত্রী শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসীর নিকট এক লক্ষ টাকা কর্জ নেন। শীল মহাশয়েরা রাজার বিষয়াদির তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হইয়া রাজাকে সর্বস্বান্ত করেন। সুপ্রিমকোর্টের বিচারে জয়ী শীলবাবুরা মহিষাদল পরগণা অধিকার করিতে যাইলে প্রজারা দুর্গদ্বার রুদ্ধ করে। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেটের সহায়তায় শীলবাবুরা রাজপুরীতে প্রবেশলাভ করিতে পারেন এবং রাণী প্রাসাদ ছাড়িয়া চলিয়া যান। রাজার এই পরিণামের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২২ ভাদ্র ১২৬১। সেপ্টেম্বর ১৮৫৪

গুজব (সম্পাদকীয়) ॥

কলিকাতার কেল্লা মেরামত হওয়াতে শহরময় গুজব রটিয়াছে যে রুশ রণতরী নগরী আক্রমণ করিবে। এই গুজবকে একান্তই ভিত্তিহীন বলিয়া পাঠকগণকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে।

২৪ ভাদ্র ১২৬১। সেপ্টেম্বর ১৮৫৪

পরিচ্ছন্ন কলিকাতা (সম্পাদকীয়) ॥

রাস্তা বাঁধানো, পয়নালা খনন, পুল নির্ম্মাণ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অলিগলির পরিসর বৃদ্ধি করা, পথে জলসেচন, আলোক প্রদান ইত্যাদি কাজ করিবার জন্য কমিশনার নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু কোন প্রতিজ্ঞাই পালন করা হয় নাই। সাহেবপাড়ায় রাজপুরুষেরা থাকেন বলিয়া কিছু কাজ হইয়াছে। কিন্তু বাঙালী পাড়ার প্রতি চড়ান্ত অবহেলা। সেইদিকে কমিশনারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে।

২৫ ভাদ্র ১২৬১। সেপ্টেম্বর ১৮৫৪

কলিকাতার শীল বনাম মহিষাদলাধিপতি (সম্পাদকীয়) ॥

মহিষাদলের রাজার সহিত শীলবাবুদের বিবাদ নিস্পত্তি হইয়া যাওয়াতে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৩ আশ্বিন ১২৬১। সেপ্টেম্বর ১৮৫৪

চিঠি ॥

কলিকাতা নগরের কয়েকজন বারাঙ্গনা প্রভাকর সম্পাদককে একটি চিঠিতে দুঃখের কথা ব্যক্ত করিয়াছে। ইংলিশম্যান পত্রিকায় একজন পত্রপ্রেরক পাঠশালার

নিকটে বেশ্যালয় থাকাতে ছাত্রদের চরিত্রহানির আশঙ্কা করিয়াছেন। স্কুলের অধ্যক্ষগণ তাহার পর হইতে বারাঙ্গনাদের উৎখাত করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। বারাঙ্গনাগণ এই আবেদনপত্রে সমস্ত আশঙ্কাকে অমূলক বলিয়া অভিহিত করিয়াছে।

২৫ আশ্বিন ১২৬১। অক্টোবর ১৮৫৪

মিসনারি (সম্পাদকীয়) ॥

চন্দ্রমোহন ঠাকুর স্ব-ধর্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হইয়াছিলেন। পরে তিনি আবার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া হিন্দু সমাজে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। যাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিয়াছেন তাঁহাদের ধন্যবাদ দেওয়া হইয়াছে। আশা করা হইয়াছে যে এই বিধান দ্বারা মিশনারিদের প্রভাব রোধ করা যাইবে।

১ কার্তিক ১২৬৩। অক্টোবর ১৮৫৬

স্বাধীনতা ॥

স্বাধীনতা অতি অমূল্য। কিন্তু নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কোথাও নাই। লেখকের মতে ধনলোভের জন্য অধীনতা স্বীকার করা ঘৃণ্য। পরাধীনতা শুধু দেহকে অধীন করে না; মনকেও পরে বশীভূত করে। এইজন্য স্বাধীনতা ত্যাগ করা কখন উচিত নয়।

১ মাঘ ১২৬৩। জানুয়ারি ১৮৫৭

স্ত্রীশিক্ষা তথা বিধবা বিবাহ ॥

যাঁহারা বিধবাবিবাহ সম্পর্কে উৎসাহী, তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে উদাসীন দেখিয়া আক্ষেপ করা হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহ সম্পর্কে দুইটি মত এবং দুইটি দল রহিয়াছে। নিরপেক্ষভাবে এই প্রবন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে, কোন্ বিষয়টি সর্বাগ্রে করণীয় —স্ত্রীশিক্ষা, না বিধবাবিবাহ। প্রবন্ধে স্ত্রীশিক্ষাকেই প্রথম কর্তব্য হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে প্রভাকর-সম্পাদক তাঁহার পূর্বেকার অভিমত হইতে সরিয়া আসিয়াছেন বলিয়া যে জনরব উঠিয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলা হইয়াছে যে প্রভাকর-সম্পাদক মনে করেন যে বিধবা মাত্রেই বিবাহ করিবার অধিকারিণী হইতে পারেন না। তিনি একমাত্র অক্ষতযোনিদিগের বিবাহের পক্ষপাতী এবং তাঁহার মত স্বীকার করিলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন করিতে সম্মত আছেন। অনেকে বলেন যে বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে ঈশ্বরচন্দ্র জয়ী হইয়াছেন। কারণ কোন পণ্ডিত তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তিকার জবাব দিতে পারেন নাই। এই প্রবন্ধে এই ধারণাকে সমর্থন করা হয় নাই। তবু এই বিষয়ে দুই পক্ষেরই মতামত প্রচারের সুযোগ দিতে প্রভাকর সম্মত। সম্প্রতি যে দুইটি বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে তাহাতেও প্রভাকর-

সম্পাদক আনন্দিত হইতে পারেন নাই। কেননা উক্ত বিবাহ সর্ববাদিসম্মতিক্রমে হয় নাই।

১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ । ২৩ মে ১৮৫৭

চিঠিপত্র ॥

প্রভাকরের একজন অনুরাগী পাঠক এই পত্রে পত্রিকাটির নিম্নগামী মান লক্ষ্য করিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পত্রিকার উন্নতির জন্য কয়েকটি পরামর্শ দিয়াছেন।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ । ২৬ মে ১৮৫৭

সম্পাদকীয় ॥

সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার সম্রান্ত ভদ্রলোকেরা হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য এক সভা করেন। সভায় রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় সিপাহীদের বিদ্রোহকে নিন্দা করিয়া এবং বিদ্রোহ দমনে সরকারকে যাবতীয় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪ । ২৭ মে ১৮৫৭

সম্পাদকীয় ॥

কলিকাতা শহরে বেশ্যারা যত্রতত্র বাস করিতেছে। পল্লীতে গোলযোগ নিবারণের জন্য আইন প্রস্তুত করা হইলেও তাহাদের বসবাসের জন্য পল্লী নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় নাই। সেজন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৮ আষাঢ় ১২৬৪ । ১৯ জুন ১৮৫৭

সম্পাদকীয় ॥

সুশৃঙ্খলভাবে কর্মসিদ্ধির জন্য যোগ্য পাত্রের হাতে কাজের ভার দেওয়া দরকার। পাত্র যোগ্য কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া বাছিয়া নেওয়া উচিত। অধীন কর্মচারীদের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা দরকার। উপযুক্ত পাত্রদের পুরস্কার দিয়াও উৎসাহ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। পৃথিবীতে বিশ্বাস অমূল্য রত্ন। বিশ্বাসের দ্বারাই যাবতীয় কার্য সমাধা হয়। কথায় মিষ্ট কিন্তু অন্তরে বিষাক্ত—এমন লোকের সংখ্যাও পৃথিবীতে কম নয়। এমন লোকদের কখন বিশ্বাস করিতে নাই। সুতরাং বিশ্বাস করিবার পূর্বে সম্পূর্ণ বিচার ও পরীক্ষা করিয়া বিশ্বাস করা উচিত।

৭ আষাঢ় ১২৬৪। ২০ জুন ১৮৫৭

সম্পাদকীয় ॥

এই সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে সিপাহীবিদ্রোহ মূলত অধার্মিক বিদ্রোহ. সিপাইরা ভ্রান্ত পথে চলিয়াছে। ব্রিটিশ রাজশক্তির উচ্ছেদ কল্পনা করাও অন্যায়; কারণ, এই রাজ্য প্রকৃতই রামরাজ্য। এই রাজত্বে দেশের অনেক উন্নতি হইয়াছে এব হিন্দুরা অনেক স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে। মুসলমান রাজত্বে হিন্দুদের দুর্দশার সীঃ ছিল না। এই প্রসঙ্গে নবাবী আমলের সঙ্গে ব্রিটিশ আমলের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে ব্রিটিশ আমলে এদেশের অসামান্য উন্নতি হইয়াছে ইংরেজের উপকার ভুলিবার নয়। সুতরাং প্রত্যেক প্রজার উচিত রাজশক্তির জয় ও সিপাইদের পরাজয় প্রার্থনা করা। বিকারবশত সিপাইরা যে বিদ্রোহ করিয়াছে তাহাতে তাহারা নিজেরাই ধ্বংস হইয়া যাইবে। বাঙালীরা চিরকাল রাজভক্ত, কিন্তু দুর্বল। তাই প্রকৃতপক্ষে রাজার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করা তাহাদের অসাধ্য। তাহারা কেবল ঈশ্বরের কাছে রাজার জয় কামনা ও প্রার্থনা করিবে।

৭ আষাঢ় ১২৬৪। ২০ জুন ১৮৫৭

সম্পাদকীয় ॥

একটি দীর্ঘ কবিতায় ব্রিটিশ রাজশক্তির গুণ বর্ণনা করিয়া সিপাহীবিদ্রোহের অকল্যাণকর রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং ঈশ্বরের নিকট রাজশক্তির জয় ভিক্ষা করা হইয়াছে।

৯ আষাঢ় ১২৬৪। ২২ জুন ১৮৫৭

সম্পাদকীয় ॥

অকৃতজ্ঞ নরাধম সিপাহীরা বিদ্রোহ করিয়া আপনাদের ধ্বংস টানিয়া আনিতেছে; প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজরা কামানের আঘাতে বিদ্রোহীদের ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতেছে জানিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৬ আষাঢ় ১২৬৪। ২৯ জুন ১৮৫৭

সম্পাদকীয় ॥

মুসলমানেরা সিপাহীবিদ্রোহ দমন করিবার জন্য কিছুই করেন নাই। ব' বিদ্রোহীদের জয়ে উল্লসিত হইয়া তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ইংরেজ-রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা মিশনারি স্কুল আক্রমণ করিয়াছেন। এই ঘটনা ঘটিয়াছে আগরপাড়ায়। কিন্তু হিন্দুদের দলবদ্ধ প্রতিরোধের জন্য মুসলমানেরা কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ইংরেজ-রাজত্বে হিন্দু-মুসলমান সমান অধিকার ভোগ করিয়া থাকে। তাই মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষের কারণ বোঝা মুশকিল।

১ বৈশাখ ১২৬৫। এপ্রিল ১৮৫৮

রাজ্যের বর্তমান অবস্থা (সম্পাদকীয়)॥

১২৬৪ সালের মতো দুর্বৎসর ভারতবর্ষে আর আসে নাই। ঐ বৎসর সিপাহীবিদ্রোহ হইয়াছে। যত প্রকার বিদ্রোহ আছে তাহার মধ্যে সৈন্যদের বিদ্রোহ অতি ভয়ানক। কারণ যাহারা রক্ষক তাহারা নাশক হইলে আর রক্ষা নাই। অথচ সিপাহিরা একদিন অনুগত ছিল। তাহাদের অকস্মাৎ বিদ্রোহের কারণ তাই রহস্যময়। কয়েকজন ইংরেজ 'সম্পাদক' সিপাহীবিদ্রোহে এত বিচলিত হইয়াছেন যে তাঁহারা প্রত্যেক ভারতবাসীকে বিদ্রোহী হিসাবে গণ্য করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এই প্রবন্ধে উক্ত সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে মহারাণী যেন ঐ সব সম্পাদকের পরামর্শ গ্রাহ্য না করেন।

১৫ বৈশাখ ১২৬৫। এপ্রিল ১৮৫৮

সম্পাদকীয়॥

সিপাহীবিদ্রোহ ভারতবর্ষের নাম কলঙ্কিত করিয়াছে। এই প্রবন্ধে অবোধ বিদ্রোহীদের আর পুণ্য ভারতভূমিকে অপবিত্র না করিয়া অবিলম্বে রাজশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। কারণ ইহাদের দোষেই ভারতের পূর্বগৌরব নষ্ট হইয়াছে এবং দেশে দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে। সুতরাং বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিশের ক্ষমা ভিক্ষা ছাড়া নিষ্কৃতির আর কোন পথ নাই।

১৬ আষাঢ় ১২৬৫। জুলাই ১৮৫৮

চিঠি॥

পত্রলেখকের অভিমত এই যে সরকার যদি বিদ্রোহীদের ক্ষমা করেন, অভয় দেন এবং অভিযুক্তদের ফাঁসির হুকুম হইতে মুক্তি দেন তবে বিদ্রোহ এখনই বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, প্রজারা এখন 'মরিয়া' হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা জানিয়াছে যে রামে মারে বা রাবণে মারে, মরিতেই হইবে যখন তখন মারিয়া মরি।

১৭ আষাঢ় ১২৬৫। জুলাই ১৮৫৮

সম্পাদকীয়॥

গত কয়েকদিন হইতে ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আশঙ্কা প্রকাশ করা

হইয়াছে যে আবার বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। সেইজন্য উপযুক্ত সৈন্য দিয়া বাংলাদেশকে সুরক্ষিত করিবার জন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

১৪ শ্রাবণ ১২৬৫। জুলাই ১৮৫৮

নাগরিক রাজমার্গ (সম্পাদকীয়)॥

কলিকাতার রাজপথ, বিশেষত বাঙালীপাড়ার পথঘাটের প্রতি সমুচিত যত্ন ন লইবার জন্য অভিযোগ করা হইয়াছে।

১৫ শ্রাবণ ১২৬৫। জুলাই ১৮৫৮

সম্পাদকীয়॥

শোনা গিয়াছে যে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্যও সিপাইদের সঙ্গে বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। বিদ্রোহী ইংরেজ সৈন্যদের ধরা হইয়াছে। বিচারে তাহারা দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও এদেশীয় সিপাইদের মতো তাহাদের ফাঁসির আদেশ হয় নাই, দ্বীপান্তর দেওয়া হইয়াছে। একই অপরাধের জন্য পক্ষপাতদুষ্ট শাস্তিদানের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

২২ শ্রাবণ ১২৬৫। আগস্ট ১৮৫৮

গোরা অত্যাচার (সম্পাদকীয়)॥

ঢাকা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে সেখানে গোরা সৈন্যদের অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে এবং সেই অত্যাচারের কিছু বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। একে বিদ্রোহীদের অত্যাচারে ভারতবাসী কষ্ট পাইয়াছে। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে ইংরেজ সৈন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু যদি সেই ইংরেজ সৈন্যরাই অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে তবে আর বাঁচিবার উপায় নাই ভাবিয়া আক্ষেপ করা হইয়াছে।

২৭ শ্রাবণ ১২৬৫। আগস্ট ১৮৫৮

ভারতবর্ষীয় সভার মাসিক সভা॥

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে ভারতবর্ষীয় সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভায় কলিকাতায় গোরা সৈন্যের অত্যাচার এবং মফঃস্বলে নীলকরদের ও অন্যান্য ভদ্র ব্যক্তিদের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দেওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি না করারও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২ ভাদ্র ১২৬৫। আগস্ট ১৮৫৮

বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ.।

বঙ্কিমচন্দ্রকে ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করায় আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২১ কার্তিক ১২৬৫। নভেম্বর ১৮৫৮

সম্পাদকীয় ॥

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় যে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গবর্নমেণ্ট হাউসে মহারাণীর ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে উৎসব করা হইয়াছিল তাহারও বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

২৪ অগ্রহায়ণ ১২৬৫। ডিসেম্বর ১৮৫৮

সম্পাদকীয় ॥

জানা গিয়াছে যে পামর সাহেব অবসর গ্রহণ করিলে ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার পদে বসিবেন। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। মহারাণী ভারত-সম্রাজ্ঞী হইবার পর এবং তাঁহার ঘোষণাপত্রের পর আর কাহারও মনে কোন আশঙ্কা নাই। বাঙালীর রাজপ্রীতির প্রমাণও দেওয়া হইয়াছে। ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের উন্নতিতে 'হরকরা' প্রসন্ন হইতে পারেন নাই বলিয়া বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

২৯ পৌষ ১২৬৫। ১২ জানুয়ারি ১৮৫৯

সম্পাদকীয় ॥

সরকারী কাজে 'কপি' করিবার জন্য কেরানী নিয়োগ করা হইত। এখন মুদ্রাযন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং তাহার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক বেকার হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রে সরকারের খরচ কমে নাই। তাই অনর্থক কিছু সংখ্যক কেরানীকে বেকার না করার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে।

১৫ ফাল্গুন ১২৬৫। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

সম্পাদকীয় ॥

সিপাহীবিদ্রোহ শান্ত হইয়াছে। ইহার জন্য সম্পাদকীয়তে গভীর আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। এত বড় বিদ্রোহ পৃথিবীর আর কোথাও ঘটে নাই বলিয়া সম্পাদকের ধারণা। তাঁহার মতে বিদ্রোহের কারণ এখনও অজ্ঞাত থাকিলেও একদিন প্রকাশিত

৭ চৈত্র ১২৬৫। মার্চ ১৮৫৯

সিপাই বিদ্রোহ ॥

পলাতক বিদ্রোহীদের বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

১৪ আষাঢ় ১২৭৭। জুন ১৮৭১

কংটের নকল শিষ্য ॥

এই কবিতায় বর্তমান শিক্ষিতদের ব্যভিচার, অহংকার ও সম্মানহীন অর্থলোলুপতাকে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে।

১০ পৌষ, ১২৮৫। ২৪ ডিসেম্বর ১৮৭৮

বাঙালীদিগের বলবুদ্ধির উপায় (সম্পাদকীয়)॥

সকল জাতির মধ্যে বাঙালীরাই শক্তি ও সাহসে অধম। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে উন্নতির কথা ঘোষিত হইতেছে এবং বাঙালীরা বিদ্যাচর্চায় যে কৃতবিদ্য হইতেছেন তাহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। ব্রিটিশ শক্তির অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীদের পতন আরম্ভ হইবে এবং তাহারা হিন্দুস্থানীদের দাসত্ব করিবেন। কাপুরুষতার জন্যই বাঙালীদের সৈন্যবাহিনীতে স্থান হয় নাই। বাঙালী চরিত্রের এই দুর্বলতার কারণ পাওয়া যাইবে তাহাদের সমাজবন্ধনে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব, এই চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। সম্প্রতি কোন কোন স্থানে শরীরচর্চার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু তাহা প্রয়োজনের অনুপাতে নিতান্তই সামান্য। শরীরচর্চার প্রথম ধাপ হিসাবে তাহার প্রতি উল্লসিত মনোভাব বিসর্জন দিতে হইবে। এই মনোবৃত্তির মূলে রহিয়াছে দাসত্বপ্রীতি।

১০ ফাল্গুন ১২৮৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯

হিন্দুমেলা ॥

মাঘ-সংক্রান্তির দিনে টালায় রাজা বদনচাঁদের বাগানে তিনদিন ব্যাপী হিন্দুমেলার যে উৎসব হইয়াছিল তাহার বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৮ ফাল্গুন ১২৮৫। মার্চ ১৮৭৯

ভারতসভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন ॥

২৪শে ফেব্রুয়ারী এলবার্ট হলে ভারতসভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। নবাব মীর মহম্মদ আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আনন্দমোহন বসু সভার গত বৎসরের বিবরণ পাঠ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ বক্তৃতায় নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট ভারতবাসীর অভাবঅভিযোগগুলি পেশ করিবার জন্য আনন্দমোহন বসু ও লালমোহন ঘোষের নাম প্রস্তাব করায় সভা উহা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে ভারতসভার কাজের প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে লালমোহন ঘোষের পরিবর্তে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করিলে ভাল হইত।

২৫ ফাল্গুন ১২৮৫। মার্চ ১৮৭৯

দেশীয় রাজগণের সৈন্যলোপ ॥

সম্প্রতি বলা হইতেছে যে ভারতবর্ষে দেশীয় রাজাদের যে সৈন্য আছে তাহার সংখ্যা ব্রিটিশ সৈন্যসংখ্যার চেয়ে বেশী। অতএব দেশীয় রাজাদের সৈন্যবাহিনী লোপ করা দরকার। জনরব উঠিয়াছে যে লর্ড লিটন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। 'টাইমস' পত্রিকা সৈন্য লোপ করিবার পক্ষপাতী এবং এ-বিষয়ে একজন ইংরেজ একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে উক্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলা হইয়াছে যে নানা সময়ে দেশীয় রাজারা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাহারা কোনদিন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে যাইবেন না। বরং দেশীয় রাজাদের সৈন্যদের সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত করা উচিত, যাহাতে বিপদের সময় তাহারা অধিকতর যোগ্যতার সহিত সরকারকে সাহায্য করিতে পারে।

১৭ মাঘ ১২৯৮। জানুয়ারি ১৮৯২

বেঙ্গল সিবিল সেক্রেটরীএট কেরানীগণের ভাগ্য ॥

বেঙ্গল সেক্রেটরীয়েটের কর্মচারীদের বেতন বছরে বছরে বৃদ্ধি করিবার প্রচলিত নিয়ম বন্ধ করিয়া এককালীন বেতন নির্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই প্রস্তাব কার্যকর হইলে কেরানীদের অনেক অনিষ্ট হইবে এবং গবর্ণরকে এই প্রস্তাবে সম্মতি না দিবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে।

রচনা-সংকলন। সমাজ

বিজ্ঞানদায়িনী সভা। ২১. ৮. ১২৪৭

গত বৃহস্পতিবাসরীয় যামিনীযোগে বিজ্ঞানদায়িনী সমাজের সভ্য মহাশয়দিগের নিয়মিত সভা হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাবের বাদানুবাদ হয়।

এদেশ ইংরাজদিগের হস্তগত হওয়াতে বাঙ্গালিরা সুখি কি না।

এই প্রশ্নের প্রতি শ্রীযুত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় যে বক্তৃতা করেন তাহা সাধারণ পাঠক মণ্ডলীর সুগোচর জন্য নিম্নদেশে প্রকাশ করিলাম।

ইংরাজেরা বঙ্গদেশে আগমন করাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা উত্তমাবস্থায় আছে কি না।

উত্তম অধম সুখী দুঃখী প্রভৃতি কতিপয় শব্দের যথার্থ মর্ম্ম তুলনা ব্যতীত বোধগম্য হয় না, যেহেতু মনুষ্যের এক সমান অবস্থা হইলে বিপরীত অর্থবোধক উত্তম অধম প্রভৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করা যাইতে পারে না, এতএব উত্তমাবস্থা এই শব্দ ব্যক্ত করিলেই তৎ পূর্ব্বে কোন অধমাবস্থার সহকারে তারতম্য বোধ করিতে হইবেক, সুতরাং এস্থানে ইংরাজ রাজা কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকৃত হওনের পূর্ব্বে যবনদিগের অধীনে বাঙ্গালিরা যদ্রূপ অবস্থায় পতিত ছিল তাহার সহিত বঙ্গীয় ব্যক্তিগণের বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলেই অদ্যকার সভার বক্তব্যবিষয় স্পষ্টরূপে বিচারিত হইতে পারে।

যবন নৃপতিগণের অধীনে বাঙ্গালিরা যদ্রূপ দুর্দ্দশা সাগরে নিমগ্ন ছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইলে কঠিন হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাঁহারা এদেশের রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজারা প্রায় তাঁহারদিগের অধীনে সুখি ও সুস্থির চিত্ত থাকিতে পারিতেন না বরং নিয়তই অনিয়ম ও অত্যাচারের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন. যেহেতু প্রথমতঃ যবন রাজাদিগের রাজকীয় বিষয়ে বর্ত্তমান দেশাধিপতিদিগের ন্যায় সুচারু নিয়ম ও ঐক্য ছিল না, রাজধানী হইতে এতদ্দেশে (আধুনিক গবর্ণর জেনেরেলের ন্যায়) কোন প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তা প্রেরিত হইলে তিনি রাজ্যে আগমন পূর্ব্বক রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বীয়বল বিস্তারে আপনিই রাজা হইয়া বসিতেন আর আর কাহার অপেক্ষা করিতেন না, রাজার কর্ণকুহরে ঐ অত্যাচারের সংবাদ প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি ঐ দৌরাত্ম্যদমন জন্য সৈন্য সমভিব্যাহারে

স্বয়ং যাত্রা করত কিম্বা অপর প্রতিনিধি প্রেরণপূর্ব্বক তরবারিদ্বারা ঐ দুঃশাসনাগ্নি নির্ব্বাণ করিতেন, এইরূপ দুর্ঘটনা পুনঃ ২ ঘটিলে প্রজারা যত সুস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিতে পারে তাহা হে সভ্যগণ মহাশয়েরাই বিবেচনা করুন, কিন্তু বর্ত্তমান সুসভ্য ইংরাজ দেশাধিপতিদিগের রাজত্বে আর সেরূপ অনিয়মের আশঙ্কা নাই তাহারা প্রজার সুখ ও মঙ্গলজন্য [illegible] নব ২ নিয়মস্বরূপ রজ্জুদ্বারা সমুদয় রাজকীয় বিষয় সুন্দররূপে গ্রথিত করাতে পরস্পর সকলেই অপরের অধীন হওয়া প্রযুক্ত কেহ নিয়মাতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে পারেন না, গবর্ণর জেনরেল কদাচিত কোন অত্যাচার ব্যবহার করিলে সুপ্রিম কোর্টে তদ্দণ্ডে এতদ্বিষয় বিচারপূর্ব্বক তাহার দণ্ড প্রাপ্ত হয়েন, এবং সুপ্রিমকোর্টে কোন অবিচার হইলে উপরিস্থিত বিচারালয়ে তদ্বিষয় সম্পর্কে……বিচারিত হয়, এইরূপ সকলেই পরস্পর অধীন থাকাতে কেহ অত্যাচার করিতে পারে না, আমরা শুনিয়াছি যে যবনাধিকারে এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ [illegible] সহিত প্রায় কথনই সাক্ষাৎ করেন নাই, একে রাজার দৌরাত্ম্য তাহাতে আবার [illegible] ও দুরাচারি লোকেরা অনায়াসে দিবসে নির্ভয়ে ডাকাইতি করিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিত, এবং এক ২ বার বর্গির হ্যাঙ্গামায় লোকেরদিগের ধন প্রাণ প্রভৃতি সমুদয় বিষয়ে, [illegible] দুর্দ্দশা ঘটিত, তাহা স্মরণ মাত্রে আমারদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কোন সময়ে [illegible] বিপদ ঘটিবে, এই দুর্ভাবনাতেই লোকেরা দিবারাত্র সশঙ্কিত থাকিত, ইহাতে প্রজাগণ [illegible] সুখী থাকিতে পারে, তাহা, হে সভ্যমহোদয়েরা আপনারাই বিবেচনা করুন সুচারু [illegible] ও বসতি বিরহে মধ্যে ২ এতদ্রূপ ভয়ঙ্কর স্থান ছিল যে লোকেরা দূরদেশে গমনকে [illegible] শমন ভবন গমন জ্ঞান করিত, কোন ব্যক্তির সমীপে ত্বরিত কোন সংবাদ প্রেরণ করিতে হইলে, সাধারণ লোকের পক্ষে তাহা অতিশয় দুর্ঘট বোধ হইত, যেহেতু তৎকালে [illegible] ডাকের প্রথাভাবে মূল্যদ্বারা লোক প্রেরণ করাতে লোকের গমনে এবং প্রত্যাগমনে [illegible] কাল গত হইত এবং তাহাতে যদ্রূপ ব্যয়ের সম্ভাবনা, সামান্য লোকেরা ধন বিরহে [illegible] সাহস করিতে পারিত না। কিন্তু কি আনন্দের বিষয় ইংরাজের অধিকারে সুনিয়ম [illegible] অস্ত্র দ্বারা এই সমুদয় কণ্টকবন এতদ্দেশ হইতে প্রায় উচ্ছিন্ন হইয়াছে, দেশময় সুচারু [illegible] সমূহ নির্ম্মাণ এবং স্থানে ২ বাজার হাট গঞ্জ প্রভৃতি সংস্থাপিত হওয়াতে পথিকেরা [illegible] সকল স্থানেই প্রায় অনায়াসে গতি ও অবস্থিতি করিতে পারেন, তবে শান্তিরক্ষা [illegible] সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হয় তথাচ পূর্ব্বাপেক্ষা অধুনা লোকেরা স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক [illegible] চিত্তে কালযাপন করিতেছে তাহারদিগের মনোমধ্যে দিবসে ডাকাইতি ও বর্গির [illegible] ক্ষণকালের নিমিত্তে আর জাগরুক হয় না।

চিঠিপত্র : বন্ধু হইতে প্রাপ্ত। ২৬. ২. ১২৫৪। ৮. ৬. ১৮৪৭

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক হইল এই বঙ্গদেশ ইংরাজ লোক কর্ত্তৃক সম্যকরূপে অধিকৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথমাবধি ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের বাক্য এবং ক্রিয়ার

দ্বারা সর্ব্বসাধারণের এমত দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তাঁহারা অধীনস্থ প্রজাবর্গের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না, এবং সকলে যে আপন আপন বুদ্ধ্যানুসারে তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ থাকেন এই তাঁহারদিগের কেবল মানস। পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহারদিগের হিন্দুস্থান রাজ্যাধিকার এবং শাসনবিষয়ক ক্ষমতা ক্রমশঃ বিস্তীর্ণা হইয়াছে, কিন্তু শেষ বিংশতি বৎসরাবধি কতকগুলীন মিসনরী নামে বিখ্যাত ইংলণ্ডীয় লোকেরা এদেশীয় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলকে প্রকাশ্যরূপে খ্রীষ্টধর্ম্মে আনিবার জন্য অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইতেছে, তাহার প্রথম উপায় নানাবিধ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পুস্তকাদি যাহাতে উভয় ধর্ম্মের নিন্দাবাদ এবং হিন্দুদিগের দেবতা এবং প্রাচীন মহাত্মাগণের প্রতি অবক্তব্য কটুকাটব্য লেখা থাকে, তাহা ছাপাইয়া বিতরণ করা। দ্বিতীয় উপায়, বাঙ্গালি দিগের দ্বারের সম্মুখে কিম্বা প্রকাশ্য পথে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় গৌরব এবং পর ধর্ম্মের জঘন্যতা ঘোষণা। তৃতীয় উপায় যদি নীচ লোকে লোভ কিম্বা অন্য কোন মানসে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান হয়, তবে ঐ মিসনরী মহাশয়েরা তাহাকে যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন এবং কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তদ্দৃষ্টে অন্য লোকেও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে উৎসাহ প্রাপ্ত হয়, ইহা যথার্থ বটে; যে ঈশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা নানা দেশীয় লোকের নিকটে স্বকীয় ধর্ম্মের উৎকৃষ্টতা ঘোষণা করিতেন কিন্তু ইহাও এইস্থলে আমার দিগের স্মরণ করা উচিত যে তাহারা তত্তদ্দেশের শাসন কর্ত্তা ছিলেন, যদি মিসনরী সাহেবেরা তদনুসারে ইংরাজ কর্ত্তৃক অনধিকৃত ইংলণ্ড দেশের সান্নিধ্য টরকী, পারসীয়া ইত্যাদি স্থানে স্বধর্ম্ম প্রচার এবং পুস্তকাদি বিতরণ করিতে পারিতেন তবে আমরা তাহারদিগের স্বধর্ম্ম প্রচার জন্য বলবদুৎসাহ এবং পূর্ব্ব কালীয় খ্রীষ্টান ধর্ম্ম স্থাপকদিগের যথার্থ দৃষ্টান্তানুবর্ত্তিত্ব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতাম। কিন্তু এই বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা কেবল ইংরেজরা নহেন, তাঁহারদিগের নাম শ্রবণ মাত্রই এখানকার লোকের শরীরে জর আইসে, অতএব এবম্ভূত দীনহীন ভয়শীল নম্র ব্যক্তি দিগের ধর্ম্মের উপর আক্রমণ করা পরমেশ্বরের নিকটে কিম্বা ভদ্রসমাজে ন্যায়ানুযায়িক কর্ম্মের মধ্যে গণিত হইতে পারে না, যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরা আপনাপেক্ষা দুর্ব্বল জনগণকে আঘাত প্রদানে বিশেষতঃ তাহারা ক্ষমতার অধীনে থাকিলে তাহারদিগের মনে দুঃখ পর্য্যন্ত দিতেও নিরস্ত থাকেন।

প্রায় নয় শত বৎসর হইল আমরা একপ্রকার অপমান সহ্য করিতেছি, সভ্যতার আধিক্য এবং পশ্বাদি পর্য্যন্ত বধে নিবৃত্তি আমাদের এ প্রকার দুর্গতির হেতু হইয়াছে, আর জাতি বিভাগের দ্বারাও আমারদিগের মধ্যে এক বাক্যতার অভাব জন্মিয়াছে।

ইহা প্রায় স্বভাব সিদ্ধ যে যখন একজাতি অন্যকে পরাজয় করে তখন তাহারদের স্বকীয় ধর্ম্ম অতি জঘন্য হইলেও পরাজিত লোকের ধর্ম্ম এবং ব্যবহার সমুদয়কে তাহারা হেয় জ্ঞান এবং উপহাস করিয়া থাকে, দেখ মুসলমানেরা ভারতবর্ষকে জয় করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের অত্যন্ত বিপক্ষ হইয়াছিল। চঙ্গীজ খাঁর সেনাপতিরা সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব

মানিত না, এবং তাহারদিগের বন্য পশুর ন্যায় আচরণ ছিল, তাহারা হিন্দু স্থানের পশ্চিমাংশ জয় করিলে পরে পরমেশ্বরাদিদিগের প্রতি উপহাস এবং ভারতবর্ষস্থ লোকের পরকালে আস্থা দেখিয়া তাহাদিগ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিত। এরাকানদেশের অসভ্য লোকেরা হিন্দু স্থানের পূর্ব্ব ভাগ জয় করিয়া পশ্চাৎ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার অশেষ প্রকারে চেষ্টা পাইয়াছিল। গ্রীস ও রোমদেশীয় প্রাচীন লোকেরা পৌত্তলিক এবং নীতিজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়াও এক ঈশ্বরে নিষ্ঠ জিউহস্ প্রজাগণের ধর্ম্ম এবং আচরণ দেখিয়া হাস্য এবং অবজ্ঞা করিত অতএব অস্মদ্দেশাধিপতির দলভুক্ত ইংরাজ মিসনরীরা এতদ্দেশস্থ লোকের ধর্ম্মের প্রতি যদি দুর্বাক্য লক্ষ ২ প্রয়োগ করেন তবে তাহা পূর্ব্বরীতি বহির্ভূত নহে, কিন্তু ইংরাজ লোকেরা মনুষ্যত্ব গুণ এবং ন্যায়ান্যায়ের সদ্বিচারিত্ব জন্য সর্ব্বত্র বিখ্যাত তাহাতে পূর্ব্বকার অসভ্য শাসনকর্ত্তা দিগের দৃষ্টান্তের পশ্চাদগামী হইয়া দেশের চিরস্থাপিত ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন করিলে, তাহারদের প্রাগীরিত গুণে দোষ স্পর্শে, কেন না শুদ্ধ গালি কিম্বা নিন্দা বলে এক ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অন্য ধর্ম্ম সংস্থাপন করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, যদিস্যাৎ বিচারবলে তাঁহারা আপন ধর্ম্মের সত্যতা এবং হিন্দু ধর্ম্মের অলীকত্ব সপ্রমাণ করতে পারেন তবে অনেকেই সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন, নচেৎ কেন নিরর্থক এপ্রকার ক্লেশ পায়েন, কেনই বা হিন্দুদিগ্যের স্বধর্ম্ম চ্যুত করণের চেষ্টায় থাকিয়া জ্বালাতন করেন।

শ্রীরামকমল মজুমদার
নিঃ সুখচর।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত। অবিকল প্রকাশ্য বিষয়। ৭. ৪. ১৩৫৪। ২২. ৭. ১৮৪৭
(অল্প বয়সের বিবাহের ফল) গতবারের শেষ।*

অপরঞ্চ, স্বভাবতঃ বালকের দিগের দ্বারা দেশীয় সংস্কার স্ত্রী পুরুষ ক্রীড়া কর্ত্তৃক বিলক্ষণরূপে স্ত্রী সংসর্গের মর্ম্ম পরিচিত হয়, পরে পিতৃমাতৃ প্রযত্ন প্রযুক্ত বিদ্যা শিক্ষার প্রতি নিযুক্ত হইয়া বিদ্যাভাসে অভিরত হইলে, পিতামাতার প্রশাসনের ভয়ে, স্ত্রীলোকদিগের সংসর্গে সংসর্গিত হইয়া সতত ভ্রমণ করিতে তাদৃক পারগ হয় না, আর বিদ্যা শিক্ষা সময়ে শিশু সকল যৎকালে লেখা পড়া করে তৎকালে কেচিৎ কোন ২ কুমার বিদ্যাভ্যাস বলাৎ যথার্থ মনের একাগ্রতা হইলে তদবস্থাঘটিত যে কর্ম তাহা অর্থাৎ স্বামী সিমন্তিনী খেলা এক প্রকার বিস্মরণ অথবা তাহার প্রতি বৈরক্তি হইয়া বিদ্যা শিখিতে যথার্থ নিপুণ চিত্ত হইলে, পরে সেই বালক সকল এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সহিত প্রমিত অর্থাৎ বর্ত্তমান হয়েন, যেহেতু যে কতিজন বালক অথবা অল্প বয়স্ক মহাপুরুষ বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা যথার্থ

* গতবারের সংখ্যা নাই।

জ্ঞান লাভ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই জগদীশ্বরের বিশেষ সুপ্রসন্নতায় জনপদে বিদ্যা পদের বিধিবৈধিত প্রমাণ স্বরূপ হইয়া যথার্থ পরামর্শ অর্থাৎ সাধারণ বিষয় সকলের সুনীতি প্রকাশ পুরসরঃ ধরা ধারায় স্বরূপতঃ প্রতিষ্ঠার আসনে উপবেশন করত গৌরব রক পুষ্পাঞ্জলি করণক পূজা প্রাপ্ত হয়েন, কারণ সাধারণ লোক সকল এক জ্ঞান বলাৎ তাহারদিগের কর্ত্তৃক অশেষ বিশেষতঃ উপকৃত হইতেছে, অতএব সেই মহাশয়েরা আপামর সাধারণ সকল লোকেরই বিশেষ প্রমাণ হয়েন, ইহা সকল বিচক্ষণ জ্ঞানবান মহাশয়দিগেরই স্বীকার্য্য, অত্রসন্দেহ বিরহ।

[ইহার পরিশেষ আগামিকে প্রকাশিত হইবেক।]

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত। অবিকল প্রকাশ্য বিষয়। ১১. ৪. ১২৫৪। ২৬. ৭. ১৮৪৭

(অল্প বয়সে বিবাহের ফল) গতবারের শেষ।

অপর, অল্প বয়সে বিবাহ প্রদত্ত হইলে, স্ত্রী পুরুষের সংপ্রাপ্তিতে অবশ্যই তদ্ঘটিত ক্রিয়া বিধিবোধিত প্রকারে ক্রিয়মানা হইবেক, ইহা স্বদেশীয় সংস্বভাবান্বিত সমুদয় সুধী সমাজ কর্ত্তৃক সংজ্ঞাপিত হইয়াছে, তাহার প্রতি কোন প্রকার সংশয় থাকিল না, যেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্বোল্লেখিত বাল্যাবস্থায় স্ত্রীপুরুষ ক্রীড়ায় ব্রীড়াজনক সংস্কারের সঞ্চার বিচারতঃ ও স্বরূপতঃ প্রচারিত হইয়াছে, বিশেষতঃ অস্মদ্দেশের প্রাচীন পরম্পরা প্রচলিত প্রজা পুঞ্জের পুঞ্জ ২ শুভকরী নীতি যাহা আবহমান কাল পর্য্যন্ত ব্যবহৃতা হইয়া আসিতেছে, তাহার তাৎপর্য্য কি? বিবেচনা করিলে নিতান্তই অনুভব হইবেক, বাল্যবস্থায় যৎকালে বালক কুলকে ললনা কুলেরা লালন ও প্রতিপালন করে, তদবস্থায় অর্থাৎ পঞ্চম বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অতিশয় কোমল কলেবর প্রযুক্ত তাহারদিগের প্রতি কোন শাস্তির বিধি নাই, কেবল "লালয়েৎ পঞ্চবষানি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ। প্রাপ্তেতু ষোড়শেবর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ"। পঞ্চম বৎসর কাল বয়স পর্য্যন্ত বালককে লালন করিবেক, তৎপরে ক্রমে শরীরের পক্কতা নিমিত্ত কোন দুষ্কর্ম্ম না করিয়া সর্ব্বদা বিদ্যাভাসে মনোযোগী হয়, একারণ পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম অবধি শাসন করিবেক, তদনন্তর অভ্যস্ত বিদ্য হইলে সুতরাং তাহার সদ্ সৎ বিষয়ের জ্ঞান হইবেক, এই হেতু পুত্রের সহিত ষষ্ঠদশ বৎসর বয়স হইলে পর, সুহৃদ্ ব্যক্তির সদৃশ ব্যবহারের দ্বারা সমাদর পুরঃসর সাধারণ ব্যবহারিক পরামর্শ প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিয়া সমুদয় সাংসারিক কর্ম্ম নির্বাহ করিবেক।

ইহার পরিশেষ আগামিতে প্রকাশিত হইবেক।

"গুণ হোয়ে দোষ হলো বিদ্যার বিদ্যায়"। ৪. ১১. ১২৫৪। ১৫. ২. ১৮৪৮

ডাক্তার গুডিব সাহেব গোপাল চন্দ্র শীল এবং ভোলানাথ বসু নামক দুইজন মিডিকেল ছাত্রকে সমভিব্যহারে লইয়া বিলাত হইতে আগমন করিতেছেন, সূর্য্যকুমার

নামক বিপ্র কুলোদ্ভব ছাত্র বিলাতে রহিলেন, হঠাৎ এখানে আসিবেন না, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, একটি বিলাতি বিবি বিবাহ করিবেন তবে আসিবেন, নচেৎ যে রহিলেন সেই রহিলেন, বিবির সহিত বিবাহের লোভে তিনি পাদ্রিদিগের শ্বেত পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক ঈশু মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, অজপূর্ব্ব ব্রহ্মপুত্র নদের পারে পাণ্ডববর্জ্জিত দেশে ঐ সূর্য্যকুমার জন্মগ্রহণ করেন, ঢাকার কলেজে কিছুদিন ইংরাজী পড়িয়া কলিকাতায় আগমন করত চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মিডিকেল কালেজে নিযুক্ত হয়েন, এখানে যতদিন ছিলেন, কিছুই মানিতেন না. সংপূর্ণ নাস্তিক ছিলেন, গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, কোন ধর্ম্মের প্রতিই বিশ্বাস করিতেন না, পরে মিডিকেল কালেজের গুডিব সাহেবের সহিত বিলাত গমন করেন, সেখানে উত্তমরূপে বিদ্যা শিখিয়া দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ অবশেষে এই অগাধ বিদ্যা প্রকাশ করিলেন, যাহা হউক ধন্য বিবি লোভ, হে খ্রীষ্টধর্ম্ম, চমৎকার তোমার গুণ, তুমি বিবি পর্য্যন্ত দিয়া লোককে স্বমতে আকর্ষণ করহ।

ঘোষ পাড়ার মেলা। ১৮. ১২. ১২৫৪। ৩০. ৩. ১৮৪৮

মান্যবর শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

যদিও ঘোষপাড়ার মেলার বিষয় আপনার কোন বন্ধু কর্তৃক অত্যুত্তম রূপ লিখিত হইয়া গত গুরুবাসরীয় প্রভাকরে প্রকাশ পাইয়াছে, তথাপি আমি স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা ২ সন্দর্শন করিয়াছি তাহা আপনার নিকট এবং আপনার পাঠকমণ্ডলীর গোচরার্থে প্রকটন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না, এজন্য তদ্বিষয়ঘটিত পশ্চাল্লিখিত কয়েক পংক্তি প্রেরণ করিতেছি। অনুগ্রহ পুরঃসর ভবদীয় পত্রে উদিত করিয়া বাধিত করিবেন।

গত দোলযাত্রার পর দিবস সোমবার অপরাহ্নে কতিপয় বন্ধু সহিত আনন্দধাম ও পবিত্র স্থান ঘোষপাড়া নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে রাসযাত্রা দর্শন করিতে গমন করিয়া তথায় স্ত্রীপুরুষে অন্যূন দশ সহস্র ভাবের মনুষ্য অর্থাৎ কর্ত্তা উপাসককে উপস্থিত দেখিলাম, এতদ্ভিন্ন সে স্থলে ক্রেতা, বিক্রেতা, রঙ্গদর্শি ও নিমন্ত্রিত প্রভৃতি অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল।

ঐ বহু সংখ্যক কর্ত্তামতাবলম্বিরা কেবল যে ইতর জাতি ও শাস্ত্রবিজ্ঞান বর্জ্জিত মনুষ্য তাহা নহে তাহাদের মধ্যে সৎকুলোদ্ভব মান্য, বিদ্বান, এবং সূক্ষ্মদর্শি জন দৃষ্ট হইল, এই ভাবকেরা ভিন্ন ২ দলবদ্ধ পূর্ব্বক বৃক্ষমূলে বা রম্যস্থলে বা পুষ্করিণীর ঘাটে বা মাঠে বা গৃহস্থের উঠানে অথবা রাজপথে স্ব স্ব মহাশয় অর্থাৎ উপগুরু বেষ্টন করিয়া বসিয়া একান্তঃ করণে কর্ত্তাগুণ সংকীর্ত্তন করিতেছে, কি আশ্চর্য্য, কি কুহক, যুবতী ও কুলের কুলবধূ প্রভৃতি কামিনীগণ যাহারা পিঞ্জরের পক্ষির ন্যায় নিয়তঃ অন্তঃপুরে বদ্ধা থাকেন তাহারা এককালীন লজ্জা ও কুল ভয় এবং মনের বিকারকে জলাঞ্জলি দিয়া পরপুরুষের সহিত একাসনোপবিষ্টা হইয়া আনন্দ লহরী ও গোপীযন্ত্রে গীত ও বাদ্য

করিতেছে, ক্ষণেক ২ ঠাকুর ২ বলিয়া চীৎকার, ক্ষণেক বা গুরুনামে করতালি ও জয়ধ্বনি প্রদান এবং ক্ষণেক বা আউল নাম উচ্চারণ করিতেছে, আরবার নিস্তব্ধ হইয়া ভক্তিতে মগ্নানন্তর অশ্রুপাত করিতেছে, এবম্প্রকার দর্শনও শ্রবনানন্তর কর্ত্তার ভবনে প্রবেশ করিয়া তাহার মধ্যে বহু জনতা দেখিলাম, তিলার্দ্ধ স্থান শূন্য নাই, যে কিঞ্চিৎকাল দণ্ডায়মান হইয়া কাহার সহিত কথোপকথন বা পুরীর শোভা সন্দর্শন করি, পরে বাটিস্থিত এক দাড়িম্ব তরুতলে অনেক লোককে পতিতাবস্থায় দৃষ্টি করিয়া তদ্বৃক্ষের নিকটস্থ হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবাতে অবগতি হইল যে, এ স্থলে কর্ত্তা পাতকী তরাইয়াছিলেন, বিধেয়ে ইহার বিশেষ মাহাত্ম্য আছে, এজন্য সঙ্কটাপন্ন জীবেরা ইহার আশ্রয় লইয়াছে, অনন্তর তথায় অর্দ্ধদণ্ডকাল অবস্থিতি করিয়া দেখিলাম, যে যাহারা ভূমি সার করিয়াছে ইহাদের মধ্যে কেহ ২ উৎকট পীড়াতে পীড়িত, কেহ বা সমূহ বিপদ্‌গ্রস্ত, কেহ বা মনের তাপে তাপিত ও কেহ বা সন্তান সন্ততি বিরহে দুঃখিত হইয়া স্ব স্ব দায় হইতে উদ্ধার হওনের ভরসায় ও মনোরথ সিদ্ধ করণের প্রত্যাশায়, এরূপ হত্যে দিয়াছে, মধ্যে ২ কর্ত্তার উদ্দেশে ঐ পবিত্র বৃক্ষকে অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করত দোহাই ঠাকুর দোহাই সতী মা, আমরা নরাধম অতি পাপি, আমারদের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

ইত্যাদি কাতরুক্তি প্রয়োগ করিতেছে, তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাটীর কিয়দ্দূরে হিম-সাগর নামক পুষ্করিণীর নিকট চরণ চালন করিয়া দেখিলাম যে ইহার ঘাটের অধঃসোপানে পাপি লোক সকল এক পদ স্থলে দিয়া অন্য পদ জলে মগ্ন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া কর্ত্তা-প্রেরিত দূতগণের সমক্ষ্যে স্ব স্ব কৃত কলুষ রাশি অম্লান বদনে স্বীকার করত ত্রাণ পাইতেছে, কিন্তু যাহারা স্বীয় ২ অপরাধ ব্যক্ত করিতে বিলম্ব বা সন্দেহ করিতেছে দূতেরা তাহারদের প্রতি প্রকৃত যমদূতের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন শব্দে তাহারদের কেশাকর্ষণ করত মুষ্ট্যাঘাত দ্বারা তাহারদের পাপপুঞ্জ স্বীকার করাইয়া লইতেছে, পরে পাতকিদিগকে কথিত পুষ্করিণীতে অবগাহন করাইয়া তাহারদের দেহ নিষ্পাপ করিয়া দিতেছে, পরিশেষে কর্ত্তার নিকেতনের উত্তরাংশে এক স্থানে দৃষ্ট হইল যে, একজন ফকির চামর লইয়া রোদন বদনে প্রভু আউলের আবির্ভাব ও তাহার সহিত বর্ত্তমান কর্ত্তা ঈশ্বরচন্দ্র পালের পিতামহ রামশরণ পালের মিলন বিষয়ের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত র্তন করিতেছে শ্রোতারা তচ্ছ্রবণে ভাবে গদ ২ ও আর্দ্র হইতেছে। এদিগে কর্ত্তার অন্তঃপুরে রাশি রাশি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া সেবকবর্গের সেবায় লাগিতেছে, বাহির মহলে গান বাদ্য ও নৃত্যের ধূমধাম হইতেছে, অপর রাত্রি দশ ঘটিকার সময় নাটমন্দিরে কবি আরম্ভ হইলে, আমরা তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলাম, আমরা এই সকল ব্যাপার দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। যেহেতু ব্রাহ্মণ, শূদ্র, যবন প্রভৃতি জাতি নীচেদের অন্ন বিচার না করিয়া এরূপ ক্ষেত্রে ভোজন ও পান করে ইহা কুত্রাপি কোন স্থানে দেখি নাই ও শুনি নাই, বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদবধি আমরা উক্ত পল্লীতে উপস্থিত

ছিলাম তদবধি ক্ষণমাত্র কাহাকেও অসুখি দেখি নাই, সকলেই হাস্যাস্যে সময়ক্ষেপ করিতেছিল, বোধ হয় রাসের তিন দিবস তথায় আনন্দ বিরাজমান থাকে, সম্পাদক মহাশয়, ঘোষপাড়ার বিষয়ে নানা মহাশয়েরা নানা অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, কিন্তু আমরা অল্পবুদ্ধিজীবী মনুষ্য হঠাৎ কোন বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে সাহসিক হই নাই, ঘোষপাড়া ধর্ম্মের নিগূঢ় তথ্য যে পর্য্যন্ত আমরা না জানিতে পারি সে পর্য্যন্ত তদ্বিষয়ে আমরা কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হইব না, যদিও এ ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্মত নহে ও ইহার বাহ্যপ্রকরণ সমস্ত অনাচারযুক্ত, কিন্তু যখন বহু লোকের ঐ মতের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা এবং ইদানীন্তন বিদ্যার স্রোত প্রবল হইয়া ইহার হ্রাস না হইয়া উন্নতি হইতেছে তখন ইহার অন্তরে কিছু সারত্ব থাকিবেক, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসম্মত নহে।

য।

সম্পাদকীয়। ২৪. ১. ১২৫৫

ইংরাজরা নানা বিষয়ে বাঙ্গালিদের সহিত দুর্ব্যবহার করিতেছেন, অথচ বাঙ্গালিরা দয়ালু ও সারল্য স্বভাব বশতঃ তাঁহারদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ক্রটি করেন না। ইউনিএন ব্যাঙ্কের বিষয়ে ইংরাজ জাতির অসদাচরণের ব্যাপার কাহারো অগোচর নাই। কিন্তু দেখুন, বাঙ্গালি ধনি মহাশয়েরা তাঁহারদিগের কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াও এপর্য্যন্ত সম্যক্ প্রকারে সাধুতা প্রকাশ করিতেছেন। পরন্তু এসাইনি অফিসের গোলযোগ দেখুন, কাকরেল কোম্পানির প্রধান অংশি মেং লারপেণ্ট সাহেব পামর কোম্পানির বিষয় লইয়া যে প্রকার প্রতারণা করিয়াছেন এমত প্রবঞ্চনা প্রায় শুনা যায় না, ধার্ম্মিকবর বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় "সংযুক্ত এসাইনি" এই নাম প্রয়োগ করাতে ভোজনহস্তে উক্ত ইষ্টেটের মহাজনদিগ্যে দুই লক্ষের অধিক টাকা গণিয়া দিয়াছেন, অথচ সে বিষয়ের কিছুই জানেন না, সকলেই জ্ঞাত আছেন উল্লেখিত বিশ্বাস ভঞ্জক লারপেণ্ট সাহেব এতদ্রূপ প্রতারণা পূর্ব্বক জাহাজযোগে বিলাতে পলায়নপরায়ণ হইয়াছিলেন, দেববাবু ওয়ারিণ দ্বারা তাঁহাকে জাহাজ হইতে ধরিয়া আনেন, সুপ্রিম কোর্টে উক্ত সাহেবের কুকার্য্য বিষয়ের মোকদ্দমা উত্থিত হইলে তাঁহাকে অতিশয় দণ্ডসম্ভোগ করিতে হইত, কিন্তু দেব বাবুর কি সৎ স্বভাব, এবং করুণাপূর্ণ অন্তঃকরণ কয়েকদিন হইল, ঐ বঞ্চক সাহেব বাবুদিগের বাটীতে আসিয়া অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করাতে বাবুরা তাহাকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন, সাহেব এইক্ষণে সাধুর ন্যায় সন্তোষচিত্তে ড্যাং ড্যাং করিয়া জাহাজে চড়িয়া আঙ্গুল চুষিতে ২ মদ্য লুষিতে ২ বিলাত গমন করিবেন। ...অতএব বাঙ্গালি জাতির দয়া ও সদ্ব্যবহারের প্রমাণ ইহার অপেক্ষা আর কি অধিক হইতে পারে? যে ব্যক্তির দুষ্কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিয়াও প্রতিহিংসার পরিশেষ হয় না, সে ব্যক্তি বাহ্যে মিষ্ট বচনে শীলতা জানাইয়া অনায়াসেই মুক্ত হইল।

ধর্ম্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক।

(সম্পাদকীয়)। ৪. ২. ১২৫৫। ১৬. ৪. ১৮৪৮

অবগতি হইল, গত রবিবার বৈকালে কলুটোলায় ধর্ম্ম সভার গৃহে ধর্ম্ম সভার এক অতিরেক সভা হইয়াছিল, ঐ সভাতে আমারদিগের প্রধান সহযোগি চন্দ্রিকার অভিনব সম্পাদক বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, উক্ত বাবু পিতৃপদ প্রাপ্ত হইয়া পিতার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে যশস্বী হয়েন ইহা অস্মদাদির বিশেষ প্রার্থনা বটে, কিন্তু স্থিররূপে বিবেচনা করিলে প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদক দিগ্যে ধর্ম্মঘটিত কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে বদ্ধ হওয়া উচিত হয় না, বিশেষতঃ যে সকল বিষয় অতি প্রকাশ্য তাহার সহিত গুরুতর সম্বন্ধ রাখা আরো অধিক দোষের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক, যেহেতু সংবাদপত্রের অধ্যক্ষেরা সকল বিষয়েই স্বাধীন, ও সকল বিষয়ের বিচারক স্বরূপ, সুতরাং তাহারদিগের লেখনীকে বিষয় বিশেষের অধীনী করা কোন মতেই বিচার্য্য হইতে পারে না, আমারদিগের সহযোগী যখন ধর্ম্ম সভার সম্পাদক হইলেন তখন তাঁহার অভিপ্রায় ও লেখনীকে যাবজ্জীবনের জন্য উক্ত সভার নিকট বিক্রীত করিতে হইল··· ধর্ম্ম সভার কার্য্য ঘটিত রাশি ২ দোষকে গোপন করিয়া বিপরীতার্থ ব্যাখ্যা করিতে হইবেক, অতএব আমারদিগের বোধে কথিত কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে উত্তম হয় নাই।

ধর্ম্মসভা, এই শব্দ শুনিতে অতি উত্তম, কারণ ধর্ম্ম শব্দ অতিশয় জাঁক জমকে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার ভিতরের ধর্ম্ম অন্বেষণ করিলে তন্মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না, কেন না এক সভাতেই সকল শোভা নষ্ট করিয়াছে, সতীরীতি সংস্থাপনের নিমিত্ত যৎকালীন ঐ সভার সৃষ্টি হয়, তৎকালীন দেশের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল, ধর্ম্ম বিষয়ের গোলযোগে অনেকের মনে নানা প্রকার ভাবের আন্দোলন হয়, হিন্দুগণ ভিন্ন ২ দলক্রান্ত হইয়া পরস্পর বিবাদ কলহে প্রমত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় সকলেরি আত্মপর ও হিতাহিত বিবেচনা রহিত হইয়াছিল, সে সময়ে প্রতিযোগি পক্ষের উন্নতির উচ্ছেদ করণের মানসে অনেক ধনাঢ্য এবং দলপতি বর্গ পরস্পর স্থির প্রতিজ্ঞায় দলবদ্ধ করত একত্র হইয়া ধর্ম্ম সভা স্থাপিতা করেন, কিন্তু জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য ইচ্ছা, সত্যের কি নির্ম্মল প্রতিভা, দলাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া দ্বেষানলে দগ্ধ হইলেন, সে ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, "ধর্ম্ম" আপনি আপনার রক্ষক হইয়া তাঁহারদিগের মর্ম্মভেদ ও শর্ম্মচ্ছেদ করিলেন, অর্থাৎ মৃত মহাত্মা লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আপিল করেন, সেই আপিলের মোকদ্দমায় পরাজয় হইলেন, চাঁদার দ্বারা যে প্রচুরার্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা, ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়, জলে ফেলিলে বরং ভুড়্ভুড়ি কাটিত, তাহা না হইয়া কেবল ধর্ম্ম সভার ব্যথার ব্যথী ব্যথী সাহেবের উদরায় স্বাহা হইল, মূল আশা ভঙ্গ হইলে স্থূলবুদ্ধি সভ্যেরা আর কি করেন, কিছুই ভাবিয়া পান্ না, সভার

কাঁদুনি করিয়া ছাদুনি ও বাঁধুনি মাত্র সার হইল, মনসার কাঁদুনি কত গাহিবেন, পরিশেষে বড় ২ চাঁই মহাশয়েরা বুদ্ধির খেই হইতে এক দলাদলির সূত্র তুলিয়া বসিলেন, সেই দলাদলিতে কিছুদিন গলাগলি ভাব হইয়া পরিশেষে ঢলাঢলি আরম্ভ হইল, তাহাতেই একেবারে সংকার্য্যের সংকার্য্য হইল, আর পূর্ব্ববৎ প্রণয়ের সন্ধি রহিল না, দলপতিরা দলচক্রে পড়িয়া স্ব স্ব প্রধান হইয়া বসিলেন, মহামতি সভাপতি সভার গৃহে এক হাড়িকাষ্ঠ লগ্ন করিলেন, তাহাতে প্রতিদিন শত ২ ব্রহ্মবলি হইতে লাগিল "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" ধনিদিগের নিকট কোন কর্ম্ম উপলক্ষে যৎকিঞ্চিৎ বিদায় পাওয়া যাঁহারদিগের উপজীবিকা হইয়াছে, তাঁহারদিগের উপার্জ্জনের পথে কণ্টক পতিত হইল, যে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের সেবক, সেই শূদ্রেরাই পরমপূজনীয় ভূদেবদিগের প্রায়শ্চিত্ত করাইতে লাগিলেন, তৎকালীন চন্দ্রিকা পত্রে এক ২ দিন দলঘটিত যে যে বিষয় প্রকটিত হইত তাহা পাঠ করিয়া আমরা হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইতাম। যথা।

"মহামহিম শ্রীযুক্ত ঃ—দেব, দত্ত, রাজা বাহাদুর, দলপতি মহাশয় ধাম্মিক বরেষু।

আমারদিগের এ বাটীর সকলে শারীরিক ভাল আছেন, তাহাতে ভাবিত নহিবেন, যাতায়াতে তথাকার মঙ্গলাদি সমাচার লিখিতে আজ্ঞা হইবেক, গত পরশ্বদিবস আমারদিগের ও বাড়ীর বড় মহাশয়ের পিশের শালার মামার মেসোর দাদার খুড়ার জামায়ের ভেয়ের মামাশ্বশুর পদব্রজে গমনকালীন সিংহ বাবুদিগের বাটীর সংলগ্ন এক পুরাতন প্রাচীরের একখানা পতিত পাটকেল স্পর্শ করিয়াছেন, অতএব সভার রীতিমতে তাঁহাকে দল হইতে পরিত্যাগ করা উচিত হয় ইত্যাদি।"

এই প্রকার লোকের গ্লানিজনক গ্লানি সূচক বিষয়দ্বারা কিছুদিন ধর্ম্মসভার কার্য্য নিষ্পাদিত হইয়াছিল, পরিশেষে এক নীলকমলি হেঙ্গামা উঠাতেই একদিনে সমুদয়, ঠাই ফুটু ফাটু হইয়া গেল, রাজা শিবকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা রাজনারায়ণ রায় বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু মহেশচন্দ্র দত্ত, বাবু শিবনারায়ণ ঘোষ, বাবু দুর্গাচরণ দত্ত, বাবু দেবনারায়ণ দেব এবং বাবু জয়নারায়ণ মিত্র প্রভৃতি দলপতি মহাশয়েরা একত্র হইয়া রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকে পরিত্যাগ করত সিমুলায় স্বতন্ত্ররূপে এক ধর্ম্মসভা করিলেন, ঐ সময় দেব বাহাদুর একাকী কেবল স্বদল সহিত কলুটোলায় ধর্ম্মসভায় রহিলেন, অপর সকল দলপতি সংযোজিতরূপে নূতন সভার সভ্য হইলেন, কিন্তু চমৎকার দেখুন তাঁহারদিগেরও সেই সংযোগ পরে মিথ্যা হইল, অর্থাৎ তাঁহাদিগের ঘরে ২ এমত বিচ্ছেদ হইল যে পরস্পর বাক্যালাপ রহিল না, যজ্ঞ সূত্র গ্রহণাভিলাষি গুণরাশি ক্ষত্রি অভিমানি আন্দুলেশ্বর রাজা-বাহাদুর এক বিবাহ সূত্রে শিশুপালের ন্যায় সম্ভ্রান্ত হইয়া সিমুলিয়ার সভা ত্যাগ করত নিজ গ্রামের এক কলমের ধর্ম্মসভা স্থাপিতা করিলেন, সেই কলমের বৃক্ষে মধ্যে ২ দুই একটি ফুল ফুটিয়া অমনি ২ ঝরিয়া পড়ে, ফলের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় না, তদন্তর এক "একজায়ের ঢেউ উঠিয়া বিবাদের জলের স্রোতে প্রায় সকল সংহার করিয়া বসিল, রাজ-

পরিবারের সহিত দেববাবুর বিচ্ছেদ হইল, সেই বিচ্ছেদেই সভার উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হইবেক, কারণ রাজদলের সহিত ঘোষবাবু ও মিত্রবাবু প্রভৃতি কতিপয় দলপতি একত্র হইয়া সিংহ বাবুদিগের দলের সহিত মিলিত হইলেন, এইক্ষণে ঘরে ২ ধর্ম্মসভা, যেমন রাজপুর অঞ্চলে বাটোয়ারার গঙ্গা, অর্থাৎ করের গঙ্গা, ঘোষের গঙ্গা, বসুর গঙ্গা ইত্যাদি সেইরূপ অধুনা অমুকের ধর্ম্মসভা, ফলনার ধর্ম্মসভা বলিয়া পরিচয় হইয়াছে।

সত্যযুগে ধর্ম্মের চারিপদ ছিল, ত্রেতাযুগে এক পদ ভঙ্গ হইয়া তিন পদ হয়, পরে দ্বাপরে আর এক পদ ভঙ্গ হইয়া দুই পদ থাকে, এই কলিযুগে মাত্র এক পদ আছে, তাহাতে তাঁহার চলিবার শক্তি নাই, অতএব এসময়ে সেই এক ঠ্যাং ধরিয়া টানাটানি করাতে কেবল তাঁহার প্রাণে ক্লেশ দেওয়া হয়। আমারদিগের রাজকৃষ্ণ বাবু চন্দ্রিকার সম্পাদকত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ সোপানে উত্থিত হইয়াছেন, সুতরাং এখন দলাদলি চক্রে প্রবিষ্ট হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না, কেননা ইহাতে স্বাধীনতাকে একেবারে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন করা হইবেক, সংপ্রতি চন্দ্রিকা পত্রে উত্তম ২ বিষয় সকল লিখিত হইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মসভার নিয়মে দলাদলি ঢুকিলে আর তদ্রূপ থাকিবেক না, পরে জাতিমারণ, হু কাবারণ, মানহরণ, বিষ্ণু স্মরণ, প্রতিজ্ঞা রক্ষণ, গোবর ভক্ষণ ইত্যাদি বিষয় দ্বারা এক ২ দিনের চন্দ্রিকা পূর্ণ করিতে হইবে, অধুনা ঐ সভা একদোলে সভা হইয়াছে, মধ্যে দেশহিতার্থি বাবু মতিলাল শীল মহাশয়ের বদান্যতায় কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সংপ্রতি তিনি সে শ্রীহরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ আপন হস্তে টাকা লইয়া উপায়হীন ভদ্রপরিবারকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান করিতেছেন, ইহাতে সভার শোভা আর কি রহিল, কেবল এক নামের অভিমানমাত্র রহিয়াছে, অতএব, জিজ্ঞাসা করি এমত মিথ্যা অভিমানের কার্য্য শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সম্পাদকীয় ধর্ম্মে কলঙ্ক-প্রদান করা কি উত্তম বিবেচনা হইতেছে?

সম্পাদকীয়। ১২. ৬. ১২৫৫

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের প্রতি সংপ্রতি রাজপুরুষেরা যে নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন তদ্বিশেষ লিপিবদ্ধ করিতে আমারদিগের অন্তঃকরণ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, রাজা স্বয়ং অবিচার করিলে রক্ষা কর্ত্তা কে আছে, উক্ত মহাশয় সর্ব্ববিষয়ে যেরূপ মহানুভব তাহা পৃথিবীবাসী সমুদয় সুসভ্য স্থানের ভদ্রলোক জ্ঞাত আছেন, অধুনা বাঙ্গালির মধ্যে তাঁহার তুল্য ধার্ম্মিক, বিবেচক, মান্য ও সদ্বিদ্বান্ ব্যক্তি দ্বিতীয় দৃশ্যমানাভাব, উক্ত মহাত্মা কর্ত্তৃক কোনরূপ নিন্দিত কর্ম্ম সঙ্ঘটন হওয়া কখনই সম্ভব নহে, সুতরাং অন্যায়পূর্ব্বক এমত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মানের হানি করাতে ধার্ম্মিকাভিমানি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নির্ম্মল যশে চিরকালের জন্য কলঙ্ক কর্দ্দম সংলগ্ন হইল। আহা! এইক্ষণে হিন্দুজাতির মনের মধ্যে কি এক অনির্ব্বচনীয় ও অচিন্তনীয় ক্ষোভের উদয় হইয়াছে, এদেশের মানব মাত্রেই হাহাকার করিতেছেন, আমরা একাল পর্য্যন্ত ইংরাজ রাজার শাসনাধীনে অতিশয় মনের সুখে বাস

করিয়াছি, অধীনতা কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারি নাই, কিন্তু এইক্ষণে রাধাকান্ত বাহাদুরের অবস্থা দৃষ্টে সে ভাবের অভাব হইয়া অন্তঃকরণে নানা ভাবের আবির্ভাব হইতেছে। অদ্য এই পর্য্যন্ত লিখিয়া অভিমানবশতঃ লেখনীকে পরিত্যাগ করিলাম, দেখি সদর দেওয়ানীর জজ মহাশয়েরা জামিনি বিষয়ে কিরূপ বিবেচনা করেন, পরে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করিব না।

চন্দ্রিকা হইতে মোকদ্দমা ঘটিত…বিবরণ নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম, পাঠকগণ অবলোকন করুন।

"এক্ষণে শ্রীরামপুরের ফৌজদারী কোর্টের বিচারাধীন বড় মোকদ্দমা যাহাতে বড় ২ লোক বিশেষতঃ হিন্দুজাতির মস্তকস্বরূপ শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর লিপ্ত আছেন তাহার শুভাশুভ সংবাদ জানিবার জন্য এতন্নগরের ও দূরান্তরের সভ্য শ্রেণী লোকেরা… আন্তরিক ব্যগ্র হইয়াছেন।

অতএব তদ্বিষয়ক অভদ্র সংবাদ যা শ্রুত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্তসার নিম্নে লিখিত হইল বোধকরি তাহাতে পাঠকগণ আশ্চর্য্য জ্ঞান করিবেন।

গত ১১ জুলাই শ্রীরামপুরের সান্নিধ্য মনোহরপুরের হিস্যা।৵০ আনির পত্তনিদার হরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ঐ মহলের পূর্ব্ব ইজারদার বিশ্বনাথ সরকারের ও তাহার সহকারিগণের বিবাদ ঘটনায় উভয় পক্ষীয় লোকের মধ্যে হত্যা ব্যাপার ঘটনা হয়, পরে পত্তনিদার ১৮৪০ সালের ৪ আক্‌টানুযায়ি নালিস উপস্থিত পূর্ব্বক আপন স্বত্বাধিকারের প্রমাণ দর্শাইয়া ডিক্রী প্রাপ্ত হয়েন, উক্ত বিবাদের সহকারিতা বিষয়ে রাজাবাহাদুরের ও বাবু রামরত্ন রায়ের প্রতি অপবাদ উপস্থিত প্রযুক্ত তাঁহারদিগকে মাজিষ্ট্রেট সাহেব আকর্ষণ করাতে তাঁহারা উপস্থিত হইয়া ৮ সেপ্টেম্বর বাসরে জামিন দিয়া আইসেন, তদনন্তর ২২ সেপ্টেম্বর পুনর্ব্বার উক্ত স্থলে গমন পূর্ব্বক আপনারদিগের নির্দ্দোষিতার প্রমাণ ও সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের বিরুদ্ধে কয়েকজন সাক্ষি বাদির অনুকূল বাক্য অর্থাৎ রাজা বাহাদুর প্রভৃতি আপন ২ গৃহ হইতে দাঙ্গা করিতে আজ্ঞা দেন এমত কহিয়াছেন, ইতিমধ্যে রাজার পীড়িতাবস্থা দর্শন করিয়া ডাক্তার সাহেবেরা সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন তদপরাধে গবর্ণমেণ্ট হইতে ডাক্তার মেক্লটন সাহেবের পদচ্যুতি হইয়াছে, ঐ মোকদ্দমা দায়রা সমর্পিত হইবার পূর্ব্বে হুগলির জজ মেং রসুল সাহেব পীড়োপলক্ষে একমাসের ছুটী লইয়াছেন, পরে দায়ের সাহেব বা এডিস্যনল জজ মেং বেণ্টলি সাহেব ঐ মোকদ্দমার বিচার করণে স্বকীয় অনিচ্ছুকতা বিশেষ হেতুবাদে রিপোর্ট করাতে গবর্ণমেণ্ট হইতে ২৪ পরগণার জজ শ্রীযুত মেং টরেন্স সাহেবের প্রতি ঐ কেশ বিচার করণের আজ্ঞা হইয়াছে, গত ২২ সেপ্টেম্বর শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট উক্ত রাজা বাহাদুর প্রভৃতিকে পুনর্ব্বার তলব করিয়া মিছিল দায়রা অর্পণ পুরঃসর তাঁহারদিগকে তাবৎকাল জিলার মধ্যে উপস্থিত থাকিতে হুকুম দিয়াছেন। যাবৎ ঐ কেশ মেং টরেন্স সাহেবের দ্বারা বিচারিত না হয়, এতদ্বিষয়ে উক্ত

ভাগ্যবান্‌গণেরা জামিনদিবার ও মিছিল নকল লইবার প্রার্থনা করাতে মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাও শ্রবণ করেন নাই একারণ তাঁহার নারাজিতে শ্রীযুক্ত টরেন্স সাহেবের নিকট রাজা বাহাদুরের ও রামরত্ন রায়ের উকীল কৌন্সেলিরা দরখাস্ত করিয়াছেন ও নিজামৎ আদালতে অন্যায় বিচারের সবিশেষ জানাইয়াছেন…”

সংবাদ। ৬. ১. ১২৫৬

গবর্ণমেণ্ট পুলিসের নূতন নিয়ম করিয়া কি চৎমকার ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছেন, যাহারা রক্ষকের পদে নিযুক্ত আছে, তাহারাই সর্ব্বভক্ষক হইয়াছে, আমরা পুনঃ ২ সারজন, থানাদার, চৌকীদার প্রভৃতির অত্যাচারের বিষয় প্রমাণ দিয়া লিখিতেছি, তথাচ কর্ত্তা মহাশয়েরা তাহাতে নেত্রপাত করেন না, কয়েক দিবস হইল একজন সারজন ও কয়েকজন চৌকীদার অন্যায়পূর্ব্বক চাপাতলার একজন ভদ্রলোকের ভবনে প্রবেশ করত অতিশয় অত্যাচার করে, পরন্তু বটতলায় এক বেশ্যার গৃহে সে দিবস ঐরূপ এক ঘটনা হইয়াছিল, উক্ত উভয় বিষয়ের নিমিত্তই সুপ্রিমকোর্টে নালিস উপস্থিত হইয়াছে, সারজনেরা মধ্যে ২ হাতটান দোষে ধৃত হয়েন, কত চৌকীদার কতবার চুরী করিয়া ধরা পড়িল, মধ্যে একজন চৌকীদার লালবাজারে একজন খালাসির জেব হইতে অর্থাপহরণ করাতে চারি মাসের জন্য মৃগশালায় মৃগয়া করিতে অনুমতি পাইয়াছে, অতএব অধিক লেখায় কেবল মিথ্যা শ্রম ব্যয় মাত্র, আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি রাজপুরুষেরা যদবধি কুনিয়ম সংশোধনপূর্ব্বক সুনিয়ম সংস্থাপন না করিবেন তদবধি এই পুলিস কাণ্ড ফুলিস কাণ্ড হইয়া থাকিবেক।

সম্পাদকীয়। ৪. ২. ১২৫৬

বিলাতের লা রিবিউ নামক পত্রে কোন বিচক্ষণ সাহেব লিখিয়াছিলেন যে কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স সাহেবেরা এতদ্দেশীয় প্রধান ২ রাজকীয় কার্য্যনির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া থাকেন তাহারদিগের অধিকাংশই বালক, রাজকার্য্য কাহাকে বলে তাহা কিছুই জানেন না, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থান বিশেষে সহকারি মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলে তাঁহারা বালকবুদ্ধি প্রযুক্ত অনেক বিষয়ে অবিচার ও পক্ষপাত করেন, তাহারদিগের সমীপে কোন প্রকার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না। রিবিউ লেখকের এই উক্তি পাঠ করিয়া আমারদিগের গঙ্গা পারস্থ সহযোগি মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন, এবং গত সংখ্যক পত্রে বালক মাজিষ্ট্রেটদিগের অনুকূলে অনেক অন্যায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, অপিচ যুক্তিমতে বিবেচনা করিলে রিবিউ লেখক মহাশয়ের উল্লেখিত লেখার প্রতি কোন দোষ হইতে পারে না, যেহেতু বিচার সম্বন্ধীয় রাজকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ কল্পে স্থির বুদ্ধি, ধীর স্বভাব, সূক্ষ্মানুসন্ধান ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ের প্রয়োজন করে, কিন্তু চঞ্চলচিত্ত বালকগণ এই সকল গুণ দ্বারা কোনমতেই ভূষিত

হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহারদিগের দ্বারা সুবিচার না হইয়া অনায়াসে অবিচার ও পক্ষপাত হয়, কোন ২ স্থানের বালক মাজিষ্ট্রেটদিগের অবিচারে এমত সকল অন্যায় কার্য্য হইয়াছে যাহা স্মরণ হইলে অন্তঃকরণে কেবল দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে, আমারদিগের শ্রীরামপুরের সহযোগি মহাশয় এই বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন আমারা তাহার কোন উত্তর করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু রিবিউ লেখক মহাশয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের চার্টর পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব সময়ে বিলাতের পত্রে এই প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উপস্থিত করাতে আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেহেতু তাহার লেখার দ্বারা বিজ্ঞলোকেরা এতদ্দেশীয় রাজকীয় কার্য্যের বিশৃঙ্খলতা ও ডৈরেক্টর্সদিগের অবিচার ইত্যাদি তাবদ্ব্যাপার জ্ঞাত হইয়া চার্টরের সময়ে বিহিত বিবেচনা করিতে পারিবেন।

সম্পাদকীয়। ২৮ ২. ১২৫৬

এই রাজ্য ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধিকারভুক্ত হওয়াতে অনেক বিষয়ে প্রজারা সুখি হইয়াছেন, রাজপুরুষেরা অতি সুনিয়মে বিচার বিতরণ করাতে কি ধনী কি নির্ধনী সকলেই স্বীয় ২ স্বাধীনতা রক্ষাপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন, প্রজার বিদ্যা বৃদ্ধি বিষয়েও গবর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ যত্ন দেখা যাইতেছে, সাধারণের উপকার কল্পে তাঁহারদিগের অনুরাগের ক্রটি নাই, রাজব্যয়ে প্রায় সকল দেশেই উত্তম পথ ও সরোবর এবং স্থানে ২ নদ নদী পার হইবার নিমিত্ত সেতু বন্ধন হইয়াছে, এতদ্ভিন্ন ব্রিটিস রাজপুরুষেরা অপরাপর অনেক বিষয়ে আমারদিগের উপকার করিতেছেন, তত্তাবৎ একত্রে লিখিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হয়, একারণ আমরা এই স্থলে তাহার অধিক উল্লেখ করিলাম না, কিন্তু আমারদিগের এই মাত্র পরমাক্ষেপ যে কৃষি কার্য্যের উন্নতি বিষয়ে তাঁহারদিগের উচিত মনোযোগ ও সাহায্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, দামোদর নদের বাঁধ ভাঙ্গিয়া প্রায় প্রতি বৎসর রাঢ় অঞ্চলের কৃষকদিগের সর্ব্বনাশ হইতেছে, অপিচ ঐ বিষয় গবর্ণমেণ্ট কিছুই বিবেচনা করেন না, কেবল রাজস্ব প্রদানের নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজকরের সকল টাকা প্রাপ্ত না হইলেই নীলামের ডাকে জমীদারের জমীদারী বিক্রয় করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহাতে কৃষকের ক্লেশ শতগুণে বৃদ্ধি হয়, জমীদারেরা রাজকোষ পূরণার্থ তাহারদিগের প্রতি অধিকতর অত্যাচার করেন, কৃষকগণ একে দামোদর নদের অত্যাচারে মলিন চিত্ত তাহাতে আবার ভূম্যধিকারির তাড়নায় একেবারে জ্বলিতাঙ্গ হয়, সুতরাং পরমেশ্বরের দোহাই দিয়া নিশ্বাস নিঃসরণ পূর্ব্বক ভূপতির অকল্যাণ করিয়া থাকে।

বহুদিবস গত হইল বিলাতের হৌস অফ কামন্স নামক প্রজাদিগের সাধারণ সভায় কোন ২ বিচক্ষণ মেম্বর মান্যবর মেং ব্রৌন সাহেবকে এতদ্রাজ্যের কৃষিকর্ম্মকারি প্রজাদিগের অবস্থা ঘটিত কোন ২ প্রস্তাব জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অতি আক্ষেপপূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে "গবর্ণমেণ্ট অর্থ লোভ জন্য ভূমির উৎপন্ন হইতে অধিক টাকা সংগ্রহ

করণের অভিপ্রায় করাতে কৃষকেরা সমূহ ক্লেশে পতিত হইয়াছে, যে বৎসর দৈবানুগ্রহে ক্ষেত্রে অধিক শস্য জন্মে সে বৎসরও তাহারদিগের সেই ক্লেশের নিবারণ হয় না, তাহারা বহু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষেত্র হইতে যে সকল শস্য উৎপাদন করে তাহার প্রায় সমুদয় অংশ ভূম্যধিকারিরা রাজস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন, ইহাতে ভূম্যধিকারিদিগের কোন দোষ নাই, যেহেতু তাঁহারা তাহা না করিলে রাজতাড়না নিবারণ করিতে পারেন না, জমীদারকে কর দিয়া কৃষকেরা যে যৎকিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হয় তাহাতে তাহারদিগের আহার বস্ত্রের সাহায্য হয় না, বরং ক্ষেত্র কর্ষণের সময় উপস্থিত হইলে তাহারা অধিক সুদ প্রদানে স্বীকৃত হইয়া বীজ ধান্যাদি আহরণ ও অপরাপর ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, অতএব ভারতবর্ষের কৃষকদিগের ন্যায় দুঃখিলোক কোন রাজ্যেই নাই, তাহারদিগের দুরবস্থা দৃষ্টি করিলে কঠিন অন্তঃকরণেও করুণার উদ্রেক হইয়া থাকে।"

মান্যবর মেং ব্রৌন সাহেবের এই উক্তির দ্বারা এতদ্দেশীয় কৃষিকর্ম্মকারিদিগের স্বরূপ অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি কৃষকদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ কোনপ্রকার সুনিয়ম করিতেন এবং তাহারদিগের অবস্থার প্রতি স্নেহ রাখিতেন তবে কথিত সাহেবের রসনা হইতে এই সকল বাক্য কদাচ নির্গত হইত না।

পরন্তু এগ্রিকলচুরাল সোসাইটির কোন বিচক্ষণ মেম্বর কৃষকদিগের অবস্থা সংশোধনার্থ এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে বিলাতে যে প্রকার হল ব্যবহৃত হইয়া থাকে এতদ্দেশে তাহার ব্যবহার হইলে এবং কৃষিবিদ্যার শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রদেশ মধ্যে স্থানে ২ তদ্বিদ্যালয় করিলে এই রাজ্যের উর্ব্বরা ভূমি হইতে নানা প্রকার শস্যাদি উৎপত্তি হইতে পারে, কিন্তু ঐ প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট সম্মত না হওয়াতে প্রস্তাবকর্ত্তা মহাশয়ের পরিশ্রম মাত্র সার হইয়াছে, অতএব ভূপতির পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে এতদ্দেশীয় কৃষিকার্য্যের উন্নতি জন্য তাঁহারা বিহিত মনোযোগ করেন, কারণ ক্ষেত্র হইতে বিবিধ প্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রচুররূপে প্রাপ্ত না হইলে দেশীয় লোকদিগের সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে পারে না।

সম্পাদকীয়। ২৩. ৯. ১২৫৭

এই কলিকাতা নগরী কিছুদিন শীতলা ছিলেন, ধর্ম্মসভার দলাদলি ঘটিত জাত্যভিমানরূপ অগ্নির উত্তাপ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এ কারণ সকলে পরস্পর সদ্ভাবে ও প্রণয়ে কালযাপন করিয়াছেন, মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের সূত্রে একবার ফুৎকার মাত্র পড়িয়াছিল, কিন্তু প্রজ্জলিত হইয়া উঠে নাই, সংপ্রতি আবার এক বিবাহের বাতাস পাইয়া ঐ দুর্ব্বলানল প্রবল হইয়া উঠে এমত লক্ষণ দেখিতেছি, এই সময়ে যদি কোন কারুণিক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক সদ্‌গুণরূপ জল প্রদান দ্বারা তাহাকে নির্ব্বাণ করিতে পারেন তবে মহৎ কর্ম্ম হয়। এই দলাদলি সর্ব্বপ্রকার সর্ব্বনাশের মূল হইয়াছে, ইহাতে কেবল অনর্থক আত্মবিচ্ছেদ এবং কলহ লাভ, সুখের

ব্যাপার কিছুই নাই। দলপতি মহাশয়েরা সকলেই মান্য ও প্রধান মনুষ্য, অতএব তাঁহারদিগের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য হওয়াতে সুতরাং দেশের দারুণ দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কি কহিব।

সংবাদ। ১৭. ১ ১২৫৭

…কলিকাতা নগরে ১৮৫০ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ২৬৫৬৫ বাটী নিরূপিত হয়। তদ্বিশেষ।

একতালা বাটী	…	৫৯৫০
দোতালা ঐ	…	৬৪৩৮
তেতালা ঐ	…	৭২১
চৌতালা ঐ	..	১০
পাঁচতালা ঐ	..	১
খড়ুয়া ঘর	…	৪৯৪৪৫
ভূমি ১৫১৪৪/ বিঘা।		
ইহাতে প্রজার সংখ্যা		৩৬১৩৬৯
দুই অশ্বে যোজিত চারি চাকার গাড়ী		৬৭৬
এক অশ্বে যোজিত		১৬৮৯
ছেক্ড়া ও অন্যান্য গাড়ী		১৩৯১
দুই চাকার গাড়ী		৮৬৪
সোয়ারি পনি ঘোড়া		৪২৬
গাড়ীটানা বড় ঘোড়া		২৮৫০
„ টাটু ঘোড়া		২০০৩

সম্পাদকীয়। ২৩. ২. ১২৫৮। ৫. ৬. ১৮৫১

…পরমেশ্বর যেমন অপক্ষপাতী সমদর্শী, সর্ব্বপ্রতিপালক……রাজাও সেই প্রকার জাতি জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্ব উদাসীন সকলেরই প্রতি সমানভাবে চলিবেন এবং সকল প্রজাকে সমানভাবে দেখিবেন…ইহার বিপরীত করিলে পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়।

… … এতদ্দেশীয় প্রজাগণ ইংলণ্ডীয় বাহাদুরদিগের সুচারু সুনির্ম্মল বিচার সলিল সুশীতল বোধ করিয়া তথায় অবগাহন করিলেন। কিন্তু তাহাতে শান্তি হইল না বরং দাহ বাড়িতে লাগিল, দেখ রাজার এক প্রধান ধর্ম্ম অপক্ষপাতী হইবেন, বর্ত্তমান ভূপতিরা তাহার সম্যগ্রূপ অন্যথা করিয়া থাকেন।

প্রথম আপন দেশীয় মানুষ অপরাধ করিলে তাহার প্রায় এক মুদ্রা দণ্ড হয়, আর এতদ্দেশীয়দিগের দোষে যত ইচ্ছা করেন ততই দণ্ড করিতে পারেন, ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিরা

রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অপরাধি হইলে তাঁহারদের উর্দ্ধসংখ্যা জিলা বদল হয়, এতদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারি হইলে তদপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র দোষে তাহাকে জন্মের মত পদচ্যুত করেন, এবং অপর দণ্ড দিয়া থাকেন।

দ্বিতীয়। এদেশের সুনিপুণ মানুষ যে কার্য্যে একশত টাকা বেতন পান সেই কর্ম্মেই একজন যৎসামান্য ইউরোপীয়কে সহস্র মুদ্রার অধিক বেতন দেন।

তৃতীয়। সমানরূপ স্নেহ ও দর্শন করিবেন তাহাই বা কোথায়? বাঙ্গালিদিগের বিচার ইংলণ্ডীয়েরা করিবেন কিন্তু তাঁহারদিগের বিচার ইহারদিগের নিকট হইবে না। কোন দাতব্যস্থলে, ঔষধালয়ে, কারাগারে শ্বেত লোকেরা যেমন সুখে থাকেন, কালা-লোকেরা তাহার শতাংশের একাংশ সুখ প্রাপ্ত হয়েন না, রাজার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা যে পল্লীতে বাস করেন সে পল্লী যেন স্বর্গধাম, আর আমারদের হতভাগ্য পল্লীকে প্রেত পল্লী করিয়া রাখিয়াছেন।

সম্পাদকীয়। ১৫. ৫. ১২৫৮। ৩০. ৮. ১৮৫১

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক "রেবরেণ্ড K. কে. M. এম. বানরজী" অর্থাৎ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উৎকৃষ্ট ভাণ্ডার হইতে অপকৃষ্ট ধর্ম্মাশ্রিত বাবু জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুরকে কি এক অপূর্ব্ব জ্ঞান বিতরণ করিলেন যে তিনি তৎপ্রাপ্তে স্ত্রী বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই মত ভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিন্দুধর্ম্ম এবং আপনার পৈতৃক অতুল ঐশ্বর্য্য পরিহার পুরঃসর এক প্রকার সর্ব্বত্যাগী হইলেন, অধুনা আলোকে আসিয়া পুলকে পরিপূরিত হইয়াছেন, ইহার মনে আর সামান্য ধনের স্পৃহা নাই, শুদ্ধ পরমধনের প্রিয় হইয়াছেন, তবে যে পিতার নিকট যৌতুকটি লইয়া কৌতুকটি দেখাইলেন, সে স্বতন্ত্র বিষয়, অর্থাৎ স্বতন্ত্র নয়, তাহার স্বতন্ত্র সুতরাং বাবুজীর কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিষয়ে কিছুই ধর্ত্তব্য করা না, যাহা হউক, আমরা বিশেষ কোন বন্ধুর অনুরোধে ক্রমে অন্যবাসরীয় পত্রের চরমভাগে যে এক পত্র প্রকটন করিলাম পাঠকগণ মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলে আমোদিত হইবেন, যেহেতু জ্ঞানপূর্ণ জ্ঞানেন্দ্র বাবু জ্ঞানদাতাদিগের অনুগ্রহে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যে চমৎকার জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, নিজ নূতন নিলয় হইতে যথারীতিক্রমে সাধারণকে সেই জ্ঞান বিতরণার্থ কয়েকদিবস বক্তৃতা করণে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। দেখা যাউক, জ্ঞানেন্দ্রবাবু কি জ্ঞান দ্বারা আমারদিগে্য অজ্ঞান করিয়া তুলেন, তিনি যত জ্ঞান প্রকাশ করুন, তাহাতে লোকে হতজ্ঞান না হইলেই রক্ষা পাইব।

চিঠি। ১৫. ৫. ১২৫৮

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক সমীপেষু

অভিনব খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের অবলম্বিত ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ যত্ন উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার.

সুপ্রকাশিত প্রভাকরের উদয় করিলে সর্ব্বসাধারণে বিদিত হইতে পারিবেন। উক্ত বাবু হিন্দু ধর্ম্ম পরিত্যাগে সন্তুষ্ট হইলেও সাধারণের উপকারার্থে সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের সংশয় দূরীকরণার্থে ধর্ম্মতলার ৮৫ নং নিজ ভবনে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। ঐ বক্তৃতা আগত সপ্তাহ অবধি প্রতি শুক্রবারের অপরাহ্ণে ৭ ঘণ্টার সময়ে আরম্ভ হইবেক। খ্রীষ্টধর্ম্ম সংক্রান্ত নানা প্রমাণ উক্ত বাবু বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়াছেন. অতএব তাঁহার নতন মতের বিষয়ে তিনি যে বক্তৃতা করিবেন তাহা শ্রোতৃবর্গের অবশ্যই শ্রবণ যোগ্য হইবেক, বাবুজীর বক্তৃতাগার প্রবেশার্থ বাহির রাস্তার ৪০ নং বাড়ীতে শ্রীযুক্ত পাদরি ষ্টারো সাহেবের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া আসিবেন ইতি

পাঠকস্য

সম্পাদকীয়। ২. ৮ ১২৫৮

হিন্দু পর্ব্বাহোপলক্ষে সাহেবদিগের নিমন্ত্রণ নিবারণ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছিলাম পাঠকমহাশয়েরা তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন. বিশেষতঃ বহুবাজার নিবাসি বদান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয় গত রাসের সময়ে তাঁহারদিগের বাটীতে কোন ২ ইংরেজকে নিমন্ত্রণ না করাতে আমরা সন্তোষ প্রকাশ পূর্ব্বক নগরবাসি ধনাঢ্য মহাশয়দিগ্যে ঐ উত্তম প্রথার অনুগামী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু কি চমৎকার, আমারদিগের বিজ্ঞ সহযোগী ভাস্কর সম্পাদক মহাশয় দত্ত বাবুদিগের মূল অভিপ্রায় না জানিয়া গত গুরুবাসরীয় পত্রে মিথ্যা সংবাদ প্রকটন করিয়াছেন, অতএব আমরা তাঁহার ঐ অন্যায় উক্তি নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

"এই প্রসঙ্গে এক মহদ্দুঃখের বিষয় লিখিতে হইল. আমরা ঘরের ঢেঁকীর ন্যায় হইয়া কুম্ভীরের মত ব্যবহার করিয়াছি তাহাতেই মহদ্দুঃখ পাইলাম, ইংরাজরা অনেকে··· স্ত্রী পুত্রাদি সহিত বাঙ্গালিদিগের বাটীতে আসিয়া আহারাদি করেন, আমরা এই বিষয়ে লিখিয়াছিলাম, এবং পাঠকগণের স্মরণ থাকিবে খ্রীষ্টিয়ান এডবোকেট সম্পাদক মহাশয়কে বলিয়াছি তিনি যদ্যপি দেখিতে চাহেন তবে রাসের সময়ে মলঙ্গানিবাসী দত্ত মহাশয়দিগের বাটীতে পদার্পণ করিয়া দেখিবেন, কত সাহেব বিবি তথায় আহার ব্যবহারাদি করিবেন, আমারদিগের এই লেখায় সম্ভ্রান্ত ইংরাজ মহাশয়গণ রাসের মধ্যে দত্ত বাবুদিগের ভবনে সখ ভোজনে আসিতে সাহসিক হয়েন নাই, বোধ হয় খ্রীষ্টিয়ান এডবোকেট সম্পাদক পাদরি মহাশয় তাঁহারদিগের দ্বারে ২ যাইয়া নিবারণ ভিক্ষা চাহিয়া থাকিবেন, ইহাতেই দুঃখী···হইলাম···"

সহযোগী মহাশয়ের এই আক্ষেপ করা ব্যর্থ হইয়াছে, সাহেবেরা রাসের সময়ে দত্ত বাবুদিগের বাটীতে আসিতে সাহসিক হয়েন নাই, অথবা খ্রীষ্টান এডবোকেট সম্পাদকের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন, একথা কিছুই সত্য নহে, দত্তবাবুরা রাসের তিন দিবসের

কোন দিবস কোন ইংরাজকে নিমন্ত্রণ করেন নাই, রাস শেষ হইলে গত মঙ্গলবার রজনী-যোগে খানা ও নাচের ব্যাপার করিয়াছিলেন, তাহাতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার লারেন্স পিল প্রভৃতি অনেকানেক···সাহেবদিগের সমাগম হইয়াছিল।

সম্পাদকীয়। ২১. ১০. ১২৫৮

ভারতবর্ষীয় সভাসম্পাদক শ্রীমান্ বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুগ্রহে আমরা ঐ সভার পৌষ মাসের কার্য্য বিবরণ প্রাপ্ত হইয়া অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক অবিকল ক্রমশঃ প্রকট করিলাম। পাঠকগণ দৃষ্টি করিলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। এই সভার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এইক্ষণে যে সমস্ত মহৎ কার্য্য সাধনে স্থির প্রতিজ্ঞ ও বিশেষ অনুরাগি হইয়াছেন তৎসমুদয় সুসিদ্ধ হইলে এদেশের পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত কল্যাণ হইবেক তাহা কথনাতীত। ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়েরা উল্লেখিত অধ্যক্ষদিগ্যে বাহুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করুন। কারণ ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর প্রভৃতি যে সকল নিষ্কর ভূমি গবর্ণমেণ্ট অন্যায়পূর্ব্বক করভুক্ত করত নিকর করদ্বারা কর গ্রহণ করিতেছেন ইঁহারা পুনর্ব্বার তাহা পূর্ব্ববৎ নিষ্কর করণার্থ যথোচিত যত্নশীল হইয়াছেন। যখন বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমায় বিলাতের "প্রবিকৌন্সেলে" জয়ী হইয়াছেন তখন আর কোন সংশয়ের বিষয় নাই, ধনলোভি রাজপুরুষেরা যে করে যে সকল নিষ্কর সকর করিয়াছেন, অধুনা তাঁহারাই সেই করে আপনারাই সেই সকল নিষ্কর পুনরায় নিষ্কর করিয়া দিবেন, ইহা না হইলে খ্রীষ্টান গবর্ণমেণ্ট লোকতঃ ধর্ম্মতঃ, মনুষ্যত্ব এবং রাজনীতি প্রভৃতি সমূহ বিষয়েই কলঙ্ক কলাপে পরিপূরিত হইবেন।

···উক্ত সভা হইতে ইজারদার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির "চার্টর" অর্থাৎ সনন্দ বিষয়ের বিবেচনা নিমিত্ত যে সমুদয় অনুষ্ঠান হইয়াছে দেশস্থ মহাশয়েরা তাহা এই ভারত-বর্ষের বিশেষ হর্ষের মূল বলিয়া জ্ঞান করিবেন। কিন্তু পরিতাপ এই যে, দেশের শুভকার্য্য সাধন কল্পে এই বঙ্গদেশীয় লোকেরা যদ্রূপ উৎসুক রাজ্যের প্রধান স্থান উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকেরা তাহার শতাংশের একাংশও নহেন।···হিন্দুস্থানি কোন ব্যক্তিই "লেজস্লোসি" এবং চার্টর এই দুই বিষয়ের অর্থ কি? তাহা জানে না।

ভারতবর্ষীয় সভা। ২১. ১০. ১২৫৮

বিজ্ঞাপনী পাঠানন্তর শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুরের প্রস্তাবে ও শ্রীযুত বাবু দিগম্বর মিত্রের পোষকতায় স্থির হইল যে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ও শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ অধ্যক্ষ শ্রেণীভুক্ত হউন।

তদনন্তর নিম্নলিখিত মহাশয়েরা যাঁহাদের নাম গতমাসের সাধারণ সভাতে প্রস্তাবিত হইয়াছিল তাঁহারা সভ্যশ্রেণীতে গৃহীত হইলেন।

বাবু শিবচন্দ্র গুহ ; শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র মিত্র ; শ্রীযুত বাবু প্যারীমোহন বসু ; শ্রীযুত বাবু কাশীশ্বর মিত্র ; শ্রীযুত বাবু রামধন ঘোষ ; শ্রীযুত বাবু নীলকমল গাঙ্গুলি , শ্রীযুত শাহ কবীরউদ্দীন আহম্মদ ; শ্রীযুত বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীযুত বাবু গোপীমোহন ঘোষ ; শ্রীযুত বাবু বিপ্রচরণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুত বাবু দয়ালচাদ মিত্র ।…

…এই সকল কার্য্য সমাধা হইলে পর শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর সভাতে এই কথা উপস্থিত করিলেন যে গতবারের ডাকযোগে বিলাত হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ১৮ ডিসেম্বরের টাইমস নামক সংবাদপত্রে এতদ্দেশবাসিরা স্বদেশ সম্পর্কীয় রাজকার্য্যে উচ্চপদস্থ না হইতে পারিবার অন্যায়তা বিষয়ে অনেক যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রসন্ন কুমার বাবু কহিলেন যে অতুল সম্ভ্রমশালিনী টাইম্‌স পত্রিকা এতদ্দেশ বাসিদিগের পক্ষ হওয়া অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় ।

অতঃপর ইংরাজী মাসের প্রথম শুক্রবারে সাধারণ সভা হইবেক ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক ।

সম্পাদকীয় । ৩০. ১০ ১২৫৮

গত বাসরীয় প্রভাকরে আমরা রাজকীয় বিষয়ে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছিলাম, ঐ প্রস্তাবে কতকগুলীন্ নিয়মের দোষ উল্লেখ হইয়াছিল এবং রাজপুরুষেরা ভারতবর্ষের প্রতি বিশেষ স্নেহ করেন না, আর এদেশের প্রজার উপর যেরূপ কৃপা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে কৃপণতা করত শুদ্ধ স্বদেশীয় লোকের হিতার্থ যত্ন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাছুরকে বঞ্চনা পূর্ব্বক গাভীর দুগ্ধ দোহন করত সেই দুগ্ধে হস্তির মস্তি বৃদ্ধি করিতেছেন, আমরা আরো লিখিয়াছিলাম যে বিলাতে বোড অফ কাণ্ট্রোল এবং কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স নামক দুই সভা আছে, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত সভাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে দুই তিন ব্যক্তি অধ্যক্ষ আছেন, তাঁহারা যাহা করেন তাহাই হয়, তাঁহারাই ভারতবর্ষের দশকোটি লোকের ধন প্রাণ এবং অপরাপর তাবদ্বিষয়ের উপর কর্তৃত্ব করিতেছেন, যাঁহারা কর্ত্তা আছেন তাঁহারদের ভাল করিবার কোন ক্ষমতাই নাই, অনায়াসেই মন্দ করিয়া থাকেন, এবং ইঁহারা যে অনিষ্ট করেন আমরা সেই অনিষ্ট বিনষ্ট করণে সংপূর্ণরূপে দুর্ব্বল, অপিচ সেখানকার ধর্ম্মাবতারেরা কত অন্যায় করিতেছেন তাহাতে আমারদিগের বাঙ্ নিষ্পত্তি করণের উপায় মাত্র নাই, যে দেশের রাজা রাজকার্য্য এবং রাজ নিয়মে প্রজার পরামর্শ এবং অভিমত গ্রহণ না করেন সে দেশের প্রজারা কোনমতেই সুখী হইতে পারেন না, কি আশ্চর্য্য ! রাজপুরুষেরা চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত কর্ম্মচারী এই দুই ভিন্ন শ্রেণী করিয়াছেন, ইহা কি যুক্তিমতে রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে, বিলাতের লোকেরা এখানে আসিয়া প্রচুর বেতন গ্রহণ করত কেনই বা আমারদিগের উপর প্রভুত্ব করেন, তাঁহারা

পরমসুখে রোহিত মৎস্যের মুণ্ডু খাইবেন আমরাই বা কেন অবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট পরিত্যক্ত কণ্টক খাইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হই? রাজার নিকট জাতিভেদ নাই, ধর্ম্মভেদ নাই, বর্ণভেদ নাই, দেশভেদ নাই, সকলই সমান রাজাকে সকলের প্রতি তুল্য চক্ষে দৃষ্টি করিতে হইবেক, বর্ত্তমান চার্টরে, একথা লিখিত আছে, কিন্তু কার্যে কিছুই হইল না, বিলাতবাসি অপক্ষপাতি ভারতবন্ধু মেং সালিবন সাহেব চার্টরের ঐ কথা উল্লেখ করত এদেশের লোকের সিবিলের পদ প্রাপণ বিষয়ে বিস্তর যত্ন করিয়াছেন, অস্মদাদির দৌর্ভাগ্যক্রমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, যাহাহউক, এতক্ষণে এই সমস্ত বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, চার্টরের সময় প্রায় শেষ হইল, সংযোগিগণ বিশেষ অনুরাগ পূর্ব্বক লেখনী ধারণ করুন।

বিলাতের সর্ব্বাগ্রগণ্য টাইম্‌স পত্রের সম্পাদক মহাশয় অধুনা অস্মদাদির অত্যন্ত অনুকূল হইয়া নিয়তই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দোষের কথা সকল উল্লেখ করিতেছেন এবং আর আর অনেক অপক্ষপাতি সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা তাহার মতের বিষয় পোষকতা করিতে ত্রুটি করেন না, অতএব এতদ্রূপ সুযোগ যুক্ত সময়ে এতদ্দেশীয় দেশহিতার্থি মহাশয়েরা যখন এতদ্বিষয়ে যথোচিত মনোযোগি হইয়াছেন তখন মঙ্গলের অনেক সম্ভাবনা বটে। যাহা-হউক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবেন না। আশু সমুদয় সদনুষ্ঠান সম্পন্ন করুন।

সম্পাদকীয়। দেশের অবস্থা। ২৪ ১১. ১২৫৮

ব্যবসায়ের ধর্ম্মে আমরা লজ্জা শূন্য হইয়াছি একারণ কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইলেও পুনঃ পুনঃ তাহার আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত হই না। কেন না দেশহিতকর ব্যাপারে যতদূর পর্য্যন্ত যত্নকরা কর্ত্তব্য তাহাই করিতে হয়, না করিলে উচিতকর্ম্মে ত্রুটি জন্য অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই পীড়া জন্মে, সুতরাং সুসিদ্ধ না হইলেও চেষ্টা দ্বারা আপনার মনের নিকটে…অপরাধ হইতে মুক্ত হই।……অস্মদ্দেশীয় লোকেরা প্রথমাবধি সৌভাগ্য সম্বর্দ্ধনে সাহসশূন্য, অনুৎসাহি এবং উদ্যমহীন হওয়াতে বর্ষে বর্ষেই এই ভারতবর্ষেই হর্ষের হ্রাসতা হইয়া আসিতেছে…যাহা-হউক, গত বিষয়ের সূচনা করণে ফলাভাব, অধুনা বর্ত্তমানের প্রতি কটাক্ষ করিয়া ভাবি ভাবনা ভাবনা করাই শ্রেয়স্কর হইতেছে।

সংপ্রতি রাজপুরুষেরা যে সকল কুনিয়ম স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার দোষোদ্ধার কল্পে বিহিত মনোযোগি হওয়া অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে. কিন্তু এইক্ষণে সে বিষয়ের নিমিত্ত আর অধিক পরিশ্রম করিতে হইবেক না. যেহেতু আমারদিগের চীৎকার শব্দে শ্রুতিপাত পূর্ব্বক বহুকালের পর দেশীয় সম্ভ্রান্তজনেরা তদ্বিষয়ে অনুরাগি হইয়াছেন। এবং সকলে ঐক্য হইয়া "ভারতবর্ষীয় সভা" নামে এক সভা স্থাপন করত পরস্পর সমান যত্নে ও সমান প্রতিজ্ঞায় তাহার কার্য্য সাধন করিতেছেন। এইক্ষণে আমরা ঐ সভার প্রতি রাজকীয় অনেক বিষয়ের ভারার্পণ করিয়া একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছি, বাবু দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর মহাশয় সম্পাদকীয় ভার গ্রহণানন্তর কায়িক মানসিক শ্রমের ত্রুটি করেন না। তিনি দ্বারে দ্বারে নিয়তই ভ্রমণ করিতেছেন।··

এই স্থলে প্রকাশ্যরূপে উল্লেখ করিতে একত্রে লজ্জা এবং দুঃখের উদয় হইতেছে, "লেক্সলোসি" আইনের বিরুদ্ধে বিলাতে যে আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যের মধ্যে কেহই তাহাতে স্বাক্ষর করেন নাই। কেহই এক কপৰ্দ্দক সাহায্য করেন নাই। দেখুন যখন ঘরের মধ্যে এইরূপ হইল তখন পরের দ্বারা উপকার সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে। স্বধর্ম্মত্যাগি পৈতৃক বিষয়ে স্বত্বাধিকারি হইলে কিরূপে হিন্দুত্ব রক্ষা হইতে পারে। এই নিষ্ঠুর নিয়ম নিবারণার্থ হিন্দুমাত্রেরই তুল্যরূপেই চেষ্টা করা কৰ্ত্তব্য। ব্রাহ্মসভার মহাশয়েরা তাহাতে বিরত হইয়া উত্তমকর্ম্ম করেন নাই।··

অপিচ এইক্ষণে পাদ্রিদিগের দৌরাত্ম্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে ইতিমধ্যে তাহারা অনেকগুলীন্ বালককে সংগ্রহ করিয়াছেন, কোন কোন পাদ্রি অন্য পুস্তক তুলিয়া দিয়া কেবল বাইবেল পড়াইতেছেন। মিসেনরি স্কুলে বালক প্রেরণ রহিত করণের যে অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র ফলোদয় হইল না, পৃথিবী শুদ্ধ লোক একত্র হইয়াও একটা বৃহদ্বিদ্যালয় স্থাপনের অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

সম্পাদকীয়। ২৮. ১১. ১২৫৮

সংপ্রতি পল্লীগ্রামের নানা স্থানে চৌর্য্যকার্য্যের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, আমারদিগের কোন সংবাদদাতা দ্বারা অবগত হইলাম "দস্যুরা কিঞ্চিৎ সুযোগ পাইলে গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করে, তদ্ব্যতীত কৃষকদিগের পরিশ্রম জাত শস্যাদি কাহারো বা বাটী হইতে কাহারো বা ক্ষেত্র হইতে লইয়া যাইতেছে, প্রায় প্রত্যহ এবম্প্রকার ঘটনা কোন গ্রামে না কোন গ্রামে ঘটিবাতে প্রজারা অতিশয় সশঙ্কিত হইয়াছে, রজনীতে স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারে না, এবং কেহ কোন দূর দেশে প্রাণান্তেও গমন করে না, যদি কোন বিশেষ কর্ম্মের প্রয়োজন বশতঃ গমন করে তবে তথায় কদাচ যামিনীযাপন করে না, রজনী না হইতেই বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয় ·····। বিশেষতঃ যাহারদিগের যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গতি আছে নিশা তাহারদিগের নিশাচরীবৎ হইয়াছে, রজনী আগতা হইলে তাহারা শুদ্ধ ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতে থাকে। কয়েকদিবস গত হইল গঙ্গার পশ্চিম আন্দুলের নিকটবর্ত্তি এক গৃহস্থের ভবনে···দস্যুদল দলবদ্ধ হইয়া ··প্রবেশ পূর্ব্বক···গৃহস্থিত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হয়,···গৃহমধ্যে চোর প্রবিষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিয়া চীৎকার করিবার উপক্রম মাত্রে দুরাত্মারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া গৃহমধ্যে পতিত করত তাহার বক্ষদেশে বাঁশ প্রদান পূর্ব্বক তদুপরি আরোহণ করিয়া রহিল। এ বিধায় কিঞ্চিৎ গোলযোগ হইলে অন্য আর এক গৃহের এক ব্যক্তি জাগরিত হইয়া চীৎকার করিবামাত্র দুর্জ্জনেরা তাহাকেও তদবস্থান্বিত করিল।"···

গত বারের শেষ । ২৭. ১১. ১২৫৮

হা! এমত দিবস কবে আগমন করিবে, যখন এতদ্দেশীয় নিরীহ প্রজারা এতদ্রূপ দস্যুদলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভানন্তর অনায়াসে সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিবে; তাহারদের সে শুভদিনের প্রভাকর আমারদের বর্ত্তমানের ভূপালগণের শাসনে কোনকালেই উদয় হওয়ার সম্ভাবনা দেখিতেছি না।···মহকুমা সংস্থাপিত হইল তখন আমারদের এই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল যে ইহাতেই প্রজাদের কল্যাণ সঞ্চার হইবেক; কিন্তু বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় "যে রক্ষক সেই ভক্ষক"···তাঁহারা নীলকর সাহেবদের পোষ্যপুত্র স্বরূপ হইয়াছেন, তাঁহারা কাণে কাণে যে মন্ত্র প্রদান করেন তাহাই বিচারকদের ইষ্টমন্ত্র স্বরূপ হইয়া ওঠে, বাঙ্গালিলোকের কথা গ্রাহ্যই করেন না, বাঙ্গালিরদের রাজনিয়মানুসারে অর্পিত আবেদনে যাহা না হয় নীলকর সাহেবদের এক গুপ্ত পত্রে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ ফল দর্শায়, সেই পত্রের প্রতি পংক্তি তাঁহারদের নিকট গস্পেলান্তর্গত বচনের ন্যায় জ্ঞান হয়, ফল তদনুসারেই···

শীতঋতুতে যখন হাকিম মহাশয়েরা টোয়ারে (Tower) যাত্রা করেন তখন নীলকর বন্ধুদের কুটিতে একসঙ্গে অবস্থিতি করত স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে মাসত্রয় পর্য্যন্ত বিনা ব্যয়ে বিবিধ সুগন্ধ সুস্বাদু উপাদেয় ইংরাজী খাদ্যাহার দ্বারা শরীর হৃষ্টপুষ্ট করিয়া মহকুমায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ইউরোপীয়ান লোকেরা স্বভাবতই ধার্ম্মিক কৃতজ্ঞ ও ন্যায়বান্, সুতরাং সেই সমুদায় পোষ্টৃবর কুটিয়ালদের প্রত্যুপকার সাধনাভিপ্রায়ে তাহাদের যত মোকদ্দমা বিচারালয়ে উপস্থিত থাকে তাহা তাহারদেরই অভিমতানুরূপে নিষ্পত্তি করেন।··· হাকিমদের এরূপ ব্যবহার লোকনে আমারদের বিলক্ষণ অনুভব উদয় হইতেছে যে যতদিন নীলকর সাহেবেরা এদেশ হইতে অদৃশ্য হইয়া না যাইবেন এবং রাজকর্ম্মচারিরা ধর্ম্মকে ভয় করিয়া স্বীয় স্বীয় অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ না করিবেন, ততদিন আর বঙ্গদেশীয় প্রজামণ্ডলীর কোন প্রকারেই নিস্তার নাই।

সম্পাদকীয় । ১. ১২. ১২৫৮

বাণিজ্যদ্বারা এই ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল জাতির নিকট আদর প্রাপ্ত হইয়াছে, এজন্য আমরা স্বাধীনতা বিবর্জ্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় রাজাদিগের অধীন হইতেছি, এই রাজ্যের ভূম্যাদি যদি ফলশালিনী ও উর্ব্বরা না হইত তবে ফ্রান্স, আমিরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের লোকদিগকে আমরা কদাচ দেখিতে পাইতাম না, সমুদ্র উল্লঙ্ঘনকারি জাহাজাদি কলিকাতা নগরের সম্মুখস্থ নদীর উপর আসিত না, মান দ্বীপস্থ লোকেরা যেরূপে অবস্থান করিতেছে আমরাও সেইরূপ থাকিতাম, কিন্তু এই রাজ্যের প্রতি জগদীশ্বরের কৃপাদৃষ্টি বিস্তৃত থাকিবায় আমরা অশেষ প্রকারে সুখি হইয়াছি এবং বহু দ্রব্য বিনিময়ে বিদেশীয়, বহু দ্রব্য গ্রহণ করিতেছি, আমরা যদ্যপি স্বাধীন হইতে পারিতাম তবে

আমারদিগের ধন সম্পদের সীমা থাকিত না, এইক্ষণে মনুষ্যদিগের পরিশ্রমে এবং স্বভাবের নিয়মক্রমে যে যে বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ প্রায় বিদেশীয় লোকেরা সম্ভোগ করেন, এই দেশ ব্রিটিসাধিকার হওয়াতেই ইংলণ্ডের শোভা সৌন্দর্য্য ক্রমশঃ অতি বৃহৎ পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, তত্রস্থ লোকেরা যদি ভারতবর্ষের বাণিজ্যকার্য্যে বিরত হন তবে তাঁহারদিগকে শীঘ্র দীনভাবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার জন্য কতবার কত জাতীয় রাজারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। ·বাণিজ্য ব্যাপারের আকরস্থল হইয়া স্বাধীনতা বিষয়ে কেবল এই ভারতবর্ষ দুর্গশূন্য হইয়াছেন।

সম্পাদকীয়। ৪. ১২. ১২৫৮

নাগরীয় বিষয়ে রাজপুরুষেরা যে সকল নূতন আইন প্রকাশ করিলেন, তাহাতে প্রজাদিগের নগরে বাস করা ভার হইল, ঐ নিষ্ঠুর নিয়মে কি অধন কি সধন সকল ধনেরি নিধনতুল্য বিপদ দেখিতেছি, কেবল ধনপূর্ণ বাছাধন সাহেবেরাই স্বচ্ছন্দে থাকিবেন, শ্বেতাঙ্গের গুণে তাঁহারদিগের পক্ষে তাদৃশ ক্লেশের বিষয় হইবেক না। মোসলমানদিগের তত না হউক, ফলতঃ অনেকাংশে বটে, হিন্দু ধর্ম্মাশ্রিত লোকের আর কোনরূপেই নিস্তার নাই, এক্কালীন ধর্ম্ম কর্ম্ম পর্য্যস্ত লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। মান সম্ভ্রম চুলায় যাউক ধর্ম্মবিহিত ক্রিয়া কর্ম্মের উপরে রাজনিয়ম প্রচলিত হইল। ইহার পরে আহারীয় দ্রব্য বিষয়ে কি হয় বলা যায় না। সংপ্রতি ভারতবর্ষীয় গবরনর জেনারেল বাহাদুর আপন হুজুর কৌন্সেল হইতে ১৮৫২ সালের ২৭ ফিব্রুআরি দিবসে ১৩ ত্রয়োদশ সংখ্যক যে এক আইন প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রত্যেক্ ধারা পাঠ করিলে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায় নিয়মের মাঝের অক্ষরটি লোপ হইলে যাহা হয় এই নিয়মটি তাহা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হইয়াছে,···ইহা শুদ্ধ দোষেই পূর্ণ···এই নিয়মের পাণ্ডুলেখ্য অনুবাদিত হইয়া বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রকাশ হইল না, কেবল কলিকাতা গেজেটে ইংরাজী ভাষায় চুপি চুপি একবার প্রকাশ করত শীঘ্র শীঘ্র অমনি আইন করিলেন, এতদ্দেশীয় প্রধান লোকেরা অনেকেই কলিকাতা গেজেট পঠন করেন না এবং ইংরাজী জানেন না, তাঁহারা আইনাদির ব্যাপার কেবল বাঙ্গালা গেজেটের উপর নির্ভর করেন, যাঁহারা ইংরাজী জানেন ও কলিকাতা গেজেট পাইয়াছিলেন, তাঁহারা এমত বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, উক্ত প্রজা পীড়ক ব্যবস্থার পাণ্ডুলেখ্যের বাঙ্গলা অনুবাদ অবশ্যই বাঙ্গালা গেজেটে প্রকটিত হইবেক, তখন সকলের দৃষ্টিগোচর হইলে কোন বিষয় গোপন থাকিবেক না, অতএব তৎকালে তাবতেই ঐক্য হইয়া তন্নিবারণার্থ গবর্ণমেণ্ট আবেদনপত্র অর্পণ করা যাইবেক। হায় কি আশ্চর্য্য! কি চমৎকার কৌশল; তাহার কিছুই হইল না, প্রজারা কিছুই জানিতে পারিল না, কেহই

শুনিতে পাইল না, একটি লোকেরও মত লওয়া হইল না, অথচ চির ক্লেশকর, মর্ম্মান্তিক যাতনাজনক একটা রাজকীয় ব্যবস্থা অনায়াসেই প্রচার করিলেন। ইহার নাম কি ব্যবস্থা, না, অবস্থা, সতত, না, সতঠা। হিতাচার, না, অত্যাচার? এই নিদারুণ নিয়মের কথা আবালবৃদ্ধবণিতা প্রভৃতি যে শুনিতেছে সেই নিশ্বাস নিক্ষেপপূর্ব্বক আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছে। সেই ব্যক্তিই তৎক্ষণাৎ বলিতেছে এমত রাজ্যাত্যাচার কোন কালেই কোন ব্যক্তি কোন রাজ্যে দর্শন করে নাই। কি পরিতাপ! আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট খ্রীষ্টান হইয়া প্রজার মনে এ প্রকার পীড়া দিতেছেন, ইহাতে কি রাজধর্ম্ম রক্ষা হইতেছে? ধার্ম্মিকাভিমানি ধবল জাতিরা যত সবল হইতেছেন ততই কি অবল আশ্রিত প্রভুভক্তজনের উপর দৌরাত্ম্য করিতে থাকিবেন; প্রজাকে দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করাই কি রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতেছে? ইহাতে কি ক্ষণমাত্র লোকাপবাদ ধর্ম্মভয় করা উচিত হয় না?

বড় হুজর যখন প্রজার অমতে ন্যায় বিরুদ্ধ নিয়ম প্রকাশ করিয়াছে তখন যে কাকুক্তি শুনিয়া তাহার অন্যথা করেন এমত বোধ্য নহে, তথাচ মনের প্রবোধার্থ একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবেক।

বিধবার বিবাহ (চিঠি)। ১০ ১২. ১২৫৮

সম্পাদক মহাশয়, আপনার পত্রে কেরাণী বাবুর পলায়ন এবং বিধবা বিবাহ করণের যে সংবাদ প্রকটিত হইয়াছিল, এইক্ষণে অবগত হইলাম যথার্থ বটে, ঐ বিবাহকার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু কিরূপ হইয়াছে, গন্ধর্ব্বমতে কি অন্য প্রকার তাহা জানিতে পারি নাই, জ্ঞাত হইতে পারিলে বিস্তারিত লিখিয়া পাঠাইব, ইহাকে একপ্রকার নূতন শাস্ত্র সম্মত নূতন মত বলিতে হইবেক। কারণ এই চৈতন্য চরিতামৃত পুরাতন চৈতন্য-চরিতামৃতকে পরাজয় করিয়াছে।

পদ্য

শ্রুতমাত্র দূরে গেল মনের বিলাপ।
বিধবার খালিরুম, হইল ফিলাপ্॥
ভাল ধার্য্য, সুখরাজ্য, কায্য বটে পাকা।
কেরাণীর কর্ম্ম নয়, রুম খালিরাখা॥
ধামধূম্, টাম টুম্, অন্ধকারে আলো।
হুম্ কোরে, উম্ পেয়ে, ঘুম হবে ভালো॥
জয় জয়, কালধর্ম্ম আর কারে ভয়।
কাঁকুমন্ত্রে, মাকুদেবী, হোলেন সদয়॥

সম্পাদকীয়। ১২. ১২. ১২৫৮

নগরের মধ্যে কি উৎপাত হইল, এক মূত্র স্থত্র লইয়া পুলিসের কর্ত্তারা কি ফাঁসাৎ করিয়া তুলিলেন, যেখানে যেখানে শুনা যাইতেছে অমুক ব্যক্তি নরদমার ধারে প্রস্রাব করিতে বসিয়াছিল তাহাকে চৌকিদার ও সারজন আসিয়া ধৃত করিল, অনেকেই বলেন এই প্রস্রাবে অমুকের অপমান, অমুকের জরিমানা, অমুকের ঘোড়দৌড়, অমুক ব্যক্তির কাণমলা প্রভৃতি প্রহার প্রাপ্ত হইয়াছে, গতদিবস আমারদিগের পল্লীতে বিদ্যালয়ের দুইটি বালক হেতুয়ার পূর্ব্ব দক্ষিণ ধারের নর্দ্দমায় মূত্রত্যাগ করিতেছিল, তদ্দৃষ্টে রাজদূতেরা অনায়াসেই তাহারদিগ্যে তেরি মেরি বাক্যে অপমান করত হস্তধারণপূর্ব্বক রাস্তা দিয়া লইয়া গেল, তাহারা কি করে। একে শিশু তাহাতে কাল হস্তে পতিত, বাপের সুপুত্র হইয়া বন্দিরূপে গমন করিল, কি আশ্চর্য্য! রাজপুরুষেরা চুপিচুপি আইন করিলেন, অবোধ বালক বালিকা ও পথের মুটে মজুর বিদেশি পথিক, ও তদনুরূপ অন্যান্য লোকেরা কিরূপে তাহা জ্ঞাত হইবেক, তাহারা বহকালাবধি মূত পাইলে যেমন মুতিয়া থাকে, এইক্ষণে সেইরূপ করিতেছে, অগ্রে মূতের আইন সকলের জ্ঞাতসারে করুণ, প্রত্যেক স্থানে ঢোল মারিয়া গোল করিয়া বারণ করুণ, এবিষয় সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাতসার হউক, তবে তো নিবারণ হইবেক, যাহারা অধুনা ইহার কিছুই জানে না তাহাদের উপর দণ্ড করা অতিশয় অবিচার হইতেছে······যদি কোম্পানি বাহাদুর কোন প্রকার একটা আইনের চক্র মারিয়া প্রকৃতির চক্র বক্র করিয়া দিতে পারেন তবে সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গলের ব্যাপার হয়, তাহা হইলে আর এত পদাতিক রাখিয়া অনর্থক এত অধিক ব্যয় স্বীকার করিতে হয় না, এমন চমৎকার দেখা যায় নাই, ভৌতিক ব্যাপারের উপরেও রাজনিয়ম প্রচলিত হইল, ভাল তাহাও হউক······

সম্পাদকীয়। ১২. ১২. ১২৫৮

কলিকাতা নগরের পুলিস ও কান্সরবেন্সির নিয়ম ক্রমে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিল। এতদিনের পর রাজপুরুষেরা প্রকাশ্যরূপে হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন, গবর্ণমেণ্ট স্পষ্ট অনুমতি করিয়াছেন যে নগরমধ্যে কোন ব্যক্তি বাদ্যভাণ্ড লইয়া প্রতিমাদি নিরঞ্জন করিতে রাজপথ দিয়া যাইতে পারিবেন না, কোন ব্যক্তি পুত্রের শুভ বিবাহ উপলক্ষে রাজপথে আলোক বা বাদ্য বাহির করিলে তাহার জরিবানা হইবেক······যে সকল ব্যক্তি প্রজাদিগের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মকর্ম্মের কিছুই জানে না, তাহারদিগের হস্তে শাস্তিকার্য্য সম্পাদনের ভারার্পণ করিলে অবোধের হস্তে খস্তা প্রদান করার ন্যায় হয়······

এই সংবাদ পাঠ করত হিন্দুমাত্রেই ভীত হইবেন, এবারে চড়কের দফা একেবারেই রফা হইবেক, সন্ন্যাসিদিগের বাণফোড়া ও চড়কে উঠা দূরে থাকুক যদ্যপি ঢাক বাজাইয়া নগর ভ্রমণ করে তবে পুলিসের লোকেরা ধরিয়া গারদে পুরিবেক, কাঁটা ঝাপ, ঝুল সন্ন্যাস ইত্যাদি কোন কার্য্যই হইবেক না। এই ব্যাপার যদিও আধুনিক বাবুদিগের মধ্যে কোন

কোন ব্যক্তির সন্তোষজনক বটে, ফলতঃ হিন্দু মাত্রেরই পক্ষে সাতিশয় পীড়াজনক বলিতে হইবেক, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কর্ম্ম সম্পাদনে প্রজাদিগের যে স্বাধীনতা আছে রাজনিয়মের বলে তাহা হরণ করিয়া এ প্রকার মর্ম্ম বেদনা প্রদান করিলে রাজার প্রতি প্রজার চিত্তের বৈলক্ষণ্য হয়, সুতরাং তাহাতে মহা বিপদ উপস্থিত হইতে পারে।

সম্পাদকীয়। ১০. ৩. ১২৫৯

আমরা ইংলিসম্যান্ পত্র পাঠে বিলাতীয় কোন বিচক্ষণ সম্পাদকোক্ত এতদ্রাজ্য সম্পর্কীয় এক সুদীর্ঘ প্রস্তাবাবগত হইয়া সংকলন পূর্ব্বক তদীয় মর্ম্মার্থ সংক্ষেপে নিম্নে প্রকটন করিলাম।...

ভারতবর্ষের সর্ব্ব সাকুল্য রাজস্ব ১৮৩৪ এবং ৩৫ সালে ১৮০০০০০০০ তঙ্কাধিক ছিল পরে ১৮৫১-৫২ সালে ২৪০০০০০০০ টাকাও হইয়াছে অর্থাৎ কেবল ১৬।১৭ বর্ষ মধ্যে ষষ্টি লক্ষ মুদ্রার আধিক্য হইয়াছে, পরন্তু এই বৃদ্ধির প্রধান হেতু সিন্ধু পাঞ্জাব প্রদেশাদি স্বাধিকৃত করণ ভিন্ন আর কিছুই নহে......১৬।১৭ বর্ষের মধ্যে এতদ্দেশীয় বাণিজ্য-ব্যাপারের দ্বিগুণ উন্নতি ও গৌরব হইয়া উঠিয়াছে, তৎ প্রতিকারণ এই পূর্ব্বে যে সমুদয় একচেটিয়া বাণিজ্য প্রথা ছিল তাহা এক্ষণে নাই, এবং পূর্ব্বানুরূপ অন্যান্য অনেক কঠিনতর নিয়মও ইদানীং রহিত হইয়াছে......যখন ভারতবর্ষীয় লোকেরদের শ্রমপরায়ণতা ও বাণিজ্য নৈপুণ্য বিষয় মনে করা যায় তখন বাণিজ্যের তাদৃক উন্নতি না হওয়ার কারণ, এইমাত্র উপলব্ধি হয় যে ভারতবর্ষীয় রাজ্য শাসনে ও রাজ বিচারালয়ে অনেক অবহেলা ও কার্য্যভ্রংশ বিরাজমান আছে, বিশেষ যে সমুদয় কারণে বাণিজ্যের সম্যক্ উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়েও কোম্পানি বাহাদুরের নিতান্ত তাচ্ছিল্য হইয়াছে।

আমরা বিলাতীয় সম্বাদ পত্রানুসারে যাহা কিঞ্চিৎ লিখিলাম ইহাতেই বোধ হয় যে তত্রত্য পত্র সম্পাদক মহাশয়েরা আমারদের হিতাভিলাষ বটেন, কিন্তু তাঁহারদের সে হিত প্রচেষ্টায় আমারদের কোনদিনও কোন উপকার দর্শে না, তাঁহারা ভারতবর্ষের মঙ্গল উদ্দেশে অনেক ব্যয় অনেক শ্রম করিয়াছেন স্বীকার করি বটে, কিন্তু তাহা প্রায়ই (much fruit little fruit) অথবা (বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া) হইয়া উঠিয়াছে, যৎকালে কোম্পানি বাহাদুর এতদ্দেশীয় নিষ্কর ভূমিনিচয়ে কর বিস্তার পূর্ব্বক কর সংস্থাপন করেন তখন ইংলণ্ডীয় অনেক সম্ভ্রান্ত প্রভুরা পর্য্যন্ত কহিয়াছিলেন যে একান্ত অন্যায় হইয়াছে এবং সম্পাদকেরাও সমুদায়ে যুগপৎ বক্তৃতায় তহবিল খুলিয়া বসিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতেই বা আমারদের সে মনঃপীড়ার কি উপশম সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন? সিন্ধ গোয়ালিয়র প্রভৃতি দেশ যৎকালীন কোম্পানি বাহাদুর অন্যায় পরবশ হইয়া স্বীয়ায়ত্ত করেন তখনও পার্লিয়ামেণ্ট সভাসদেরা পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অতি অন্যায় পূর্ব্বক সেই সকল দেশাধিকার করিয়াছেন তাঁহারদের সেই সমস্ত সন্দেশ

বাক্যতেই বা তদ্রাজেশ্বরেরদের কি সন্দেশ লাভ হইল, তাঁহারা কি সেই প্রভাবে স্বাধীনতার পুনর্লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন? অতএব আমরা বলি, বিলাতীয় মহাশয়েরা আমারদের স্বাপক্ষ হইয়া যিনি যাহা বলুন তাহা কিছুই উপকারদায়ক হইবেক না যতদিন মহারাজ্ঞীর আদেশক্রমে প্রেরিত হইয়া জনেক সুবিচক্ষণ কর্ম্মকৌশল অপক্ষপাতী মহাশয় তত্ত্বাবধারণ ভাবে ভারতবর্ষে আগমন করত কোম্পানির দোষগুণ ও এতদ্রাজ্যের তাবদবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ অবগত হইয়া সমস্ত বিবরণ শ্রীমতীর কর্ণগোচর পূর্ব্বক ইহার কোন প্রতিবিধান সংস্থাপন চেষ্টা না করিবেন ততদিন আর ভারতভূমির মঙ্গল সাধন কোন প্রকারেই সিদ্ধ হইবেক না।

সম্পাদকীয়। ১৭. ৪. ১২৫৯

মার্ণিং ক্রনিকেলের চেলাটি আবার দেখি ল্যাজ নাড়া দিয়া উঠিয়াছেন। উঠুন, উঠুন, ভাল! তাঁহার লেখার আভাষে এক্ষণে এক প্রকার তাহাকে চেনো চেনো করিতেছি। তিনি পরিচয় দানে এমত বিরক্ত কেন? ভদ্রেরা কি কখন স্বীয় কুলমর্য্যাদা ও জাতি প্রকাশ করণে লজ্জাবোধ করেন? অতএব তদীয় লেখার আকার ইঙ্গিতে আমারদের সেই বিষয়টাতেই যে নানা সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কি ভাবিতে কি ভাবিয়া বসিব সেও একপ্রকার শঙ্কা বটে। তিনি ধবলকেয়েও নয়, মোদের জাতিভেয়েও নয়, মেয়াভায়াও নয় কিন্তু ইহার মধ্য হইতে একখানা অদ্ভুত জাতিয় হইবেন, সন্দেহ নাই। ফলে তাঁহার সঙ্গে আর আমারদের বাক্ বিরোধের প্রয়োজন নাই......আমারদের শ্লেষ ও উপহাসবাক্য তাহার সহ্য হয় না, হবেই তো না! তিনি তো আর যেমন তেমনি নাই। ইংরাজী গন্ধ একটু একটু গায় ছুটিয়াছে এবং আস্ফালন ও স্বধর্ম্মমত ভালই শিখিয়াছেন, সুতরাং পরের প্রয়োজিত বাক্য মাত্রেই হেয়, মন্দ, এবং রঙ্গেরদিগে বুঝিয়া লইয়া বৃথা বাগাড়ম্বর জানাইতে চাহেন। বাস্তবিক তাঁহাকে আর অধিক বলার আমারদের আবশ্যক নাই, কেবল মাত্র বলিতেছি, তিনি আমারদের সহিত যে একটা বিবাদ ফাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছেন তাহা পরে তাঁহার পক্ষে বামনের চন্দ্রিমা স্পর্শের ন্যায় হইয়া উঠিবেক। ব্যাপারটা যেমন বৃহৎ ও বিদ্যাসাধ্য তিনি কিন্তু তাহার উপযুক্ত নহেন। ("The Text is old, but too green the Orato") যাহা হউক পরিশেষে মহাকবি ভারতচন্দ্রের সেই উপাদেয় বাক্যই আমারদের অবলম্বন করিতে হইবেক, যথা "নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"

অন্যতম সম্পাদকীয়। ১৭. ৪. ১২৫৯

হায় কি অপূর্ব্ব রহস্য! কি আশ্চর্য্য ধীশক্তি! কি অদ্ভুত ভ্রান্তি! কলিকাতার পুলিস কর্ম্মকারকেরা সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যকর্ম্ম পরিহার করত এক্ষণে কেবল রাস্তায় প্রস্রাব নিবারণরূপ মহাগৌরবজনক বৃহদ্ব্যাপারে আদাজল খাইয়া প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই প্রস্রাব

বারণ কাণ্ডটী ক্রমে গর্ভস্রাবের কর্ম্মের ন্যায়ই হইয়া উঠিতেছে। চৌর্য্যাদি দূষণাবহ ব্যাপার দমনে দশের নিকট যশের ভাজন হইতে না পারিয়া পুলিস মূত্রক্ষান্তি কার্য্যে যত্নারূঢ় হইয়া বুঝি প্রতিপত্তি লাভের সূত্রপাত করিতেছেন। করুন দেখি ইহারি কতদূর পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু সাবধান নাগরীয় লোক, সাবধান, সাবধান, সাবধান, তোমরা এক্ষণাবধি প্রস্রাবদ্বার রোধের চেষ্টা পাও। বড়কর্ত্তার বাটীর চতুর্দ্দিগে বড় রাস্তার কোন ধারে মুত্‌তে বসিলে তখনি মূতের ধার বন্ধ করিয়া ধর, ধর বলিয়া ধরাধরি করত পুলিসে লইয়া যাইবেক। কলিকাতার পুলিস এক্ষণে আর সে পুলিস নাই। ইহার পরাক্রম উন্নতির উপক্রম দিন দিনই হইতেছে। তাহার দিব্য দৃষ্টান্ত এই উপস্থিত উপক্রমই জানিবা। "ম্যাংগো লেন" গলিস্থিত "সেক্সন্ হৌস" হইতে অনেকগুলি নগর রক্ষক গত, বৃহস্পতিবার গবর্ণমেণ্ট হৌসের পশ্চিমাংশে রক্ষিত হইয়াছে। তাহারা সাক্ষাৎ কৃতান্ত স্বরূপ করালমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক রাস্তায় দণ্ডায়মান থাকিবেক, যে ব্যক্তি প্রোক্ত স্রবণ দ্বারা নিয়ম বহির্ভূত কার্য্য করিবেন তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করত ষ্টেশনে লইয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিবেক। যাহা হউক, শান্তি রক্ষকগণ এই ক্ষুদ্র ব্যাপারে অহর্যামিনী যত্নযুক্ত এবং অনুরক্ত থাকিলে চোর দস্যুগণের বড় সুবিধা হইয়া উঠিবেক, তাহারদের আর পুলিস বলিয়া কিসের শঙ্কা? স্বচ্ছন্দে স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট সাধন করুক। পুলিস সে দিকে দৃক্‌পাতও করিবেন না। তাহারা যে বৃহৎ ও দুরূহ কর্ম্ম লইয়া বসিয়াছেন তাহাই কায়মনোবাক্যে সমাধা করিবেন। এ ব্যাপারটী তো যৎসামান্য নহে যে না করিলেও হইতে পারে। ফলে পুলিসের তাবৎ কার্য্য একদিক্ আর কেবল এই মূত্র কাণ্ডটী যে অন্যদিক্ ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক। আমারদের এই এক ভাবি আশঙ্কা হইতেছে, যদি বিশেষ কারণ বশতঃ ইংরাজী টোলায় যাইয়া ঐ মহাপাপ কর্ম্মেতে আসক্ত হইতে একান্তই বাধ্য হই তবে আমারদের কি দুর্দ্দশা ঘটিবেক! বোধ হয় সে দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ইহকাল পরকালেও হইবেক না। হে প্রস্রাব দেব! আমারদের যেন তাদৃশ বেদ বিরুদ্ধ সম পুলিসের নিয়ম বহির্ভূত মহা দুষ্কার্য্যে কোনদিন লিপ্ত হইতে না হয়।···

সম্পাদকীয়। ২০. ৫. ১২৫৯

আমরা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী সংপ্রতি যে খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে মাসিক পুস্তক প্রকাশ করিতেছেন, কল্য বৈকালে এক ব্যক্তি সরকার ঐ মাসিক প্রকাশ্যমান গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড লইয়া শ্রীযুত বাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্যের স্কুলে প্রদান করিতে গমন করিলে উক্ত বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক সভ্যজাতি সদ্বিদ্বান ও সুবিজ্ঞ ডাক্তর ন্যাস সাহেব সহসা আগমনপূর্ব্বক ঐ নির্দ্দোষি সরকারকে স্বহস্তে বেত্রাঘাত করিয়াছেন··· বোধকরি ডাক্তর সাহেব স্বীয় ধর্ম্মের বিরুদ্ধ গ্রন্থের প্রথম সংখ্যা পাঠ করিয়া মনে স্থির করিয়াছিলেন যে "এ প্রকার গ্রন্থাদি প্রকাশ পাইলে কদাপি খৃষ্টান পক্ষের শুভ নহে···এবার

দ্বিতীয় সংখ্যক পুস্তক প্রদান করিতে যে লোক আসিবেক আমি হস্তের দ্বারা তাহাকে ইহার উত্তর দিব।”…এতদ্ব্যাপারে আরো আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যৎকালে ঐ সুশীল সাহেব সরকারের প্রতি অত্যাচার করিলেন তখন সে ব্যক্তি উল্লেখিত বিদ্যালয়ের কর্ত্তার নিকট জ্ঞাপন করায় তিনি কহিলেন, “আমি কি করিব. সাহেব মারিয়াছেন” হরেকৃষ্ণ বাবুর এবিষয় মনোযোগ না করায় যে তিনি সাধারণের নিকট কি প্রকার লজ্জিত হইতেছেন তাহা কিছুই বিবেচনা করেন না, একেতো তিনি স্কুলের কর্ত্তা, দ্বিতীয়তঃ আর একবার পূর্ব্বে তাঁহারই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ “ডেভিড হেয়ার একাডিমির” ছাত্রদিগের প্রতি অত্যাচার করিলে তিনি জনসমাজে বিলক্ষণরূপে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন……

সম্পাদকীয় । ২৩. ৬. ১২৫৯

কান্সরবেন্সি অর্থাৎ নগরের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির জন্য কলিকাতা পুলিস হইতে যে কতিপয় অপূর্ব্ব নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে তাহার অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে, ইহার অনেক প্রমাণ যদিও আমরা সময়ে ২ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, তথাচ অন্য এক বিষয়ে লিখিতেছি, পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন, ভদ্রলোকেরা শকটারোহণে কোন স্থানে গমন করিয়া যদ্যপি রাস্তার ধারে শকট রাখিয়া যান, তবে ভেড়িওয়ালা মেড়ুয়াবাদী চৌকীদারেরা কোচম্যান অথবা সহীসকে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে সেই গাড়ি লইয়া যাইতে বলে, তাহাতে কোন আপত্তি করিলে চৌকিদার মারিতে উদ্যত হয়, গাড়ি ধরিয়া ষ্টেসিয়ানে লইয়া যায়, এই নিয়ম প্রজাদিগের পক্ষে অতিশয় পীড়াদায়ক হইয়াছে, কারণ তাঁহারা যে গাড়িতে আত্মীয়স্থলে গমন করেন সেই গাড়িতেই প্রত্যাগত হইবার প্রত্যাশা রাখেন, আর ঐ গাড়ি ভাড়াটিয়া গাড়ি হইলে যাতাআতের ভাড়া একেবারে চুক্তি করিয়া থাকেন তাহাতে ব্যয় সংক্ষেপ হয় কিন্তু পুলিসের এই অপূর্ব্ব নিয়ম দ্বারা ঐ বিষয়ে সংপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়াছে, অনেকে কার্য্যস্থলে কর্ম্মনির্ব্বাহ করিয়া আগমনকালীন গাড়ি দেখিতে পান না, অথবা যদবধি তিনি সেই কার্য্যনির্ব্বাহে নিযুক্ত থাকেন তদবধি গাড়োয়ানেরা তাঁহাকে বিরক্ত করে, ইহাতে গাড়োয়ানদিগের কোন দোষ দেওয়া যাইতে পারে না, বিচার মতে প্রচলিত নিয়মের প্রতিই দোষার্পণ হইতে পারে, অতএব এই কুনীতি সংশোধন করা পুলিস মাজিষ্ট্রেট সহেবের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য কারণ প্রজাপুঞ্জের সুখস্বচ্ছন্দতা রক্ষা করিবার অভিপ্রায়েই সকল প্রকার রাজ নিয়মের সূচনা হইয়া থাকে, কিন্তু যে নিয়মদ্বারা তাহার অন্যথাচরণ হয় তাহা কোনমতেই উত্তম বলিয়া বাচ্য হইতে পারে না।

সম্পাদকীয় । ১৪. ১১. ১২৫৯

রাজকার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যক্ষগণ যদ্যপি রাজ নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহ করেন তবে অনেক বিধায়েই প্রজাদিগের সুখ সাচ্ছন্দ্যতা বৃদ্ধি হইতে পারে ;

প্রদেশমধ্যে যে সকল সাহেব বিচারকের পদে অভিষিক্ত আছেন তাঁহারদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি রাজনিয়মের কোটার্থ ধরিয়া আপনাপন প্রভুত্ব প্রকাশ করাতেই প্রজারা অতিশয় ভীত হইয়া কালযাপন করিতেছে, নিরীহ লোকসকল সর্ব্বস্বান্ত হইলেও রাজদ্বারে বিচার প্রার্থনা করেন না, কেবল নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস নিঃসরণ করেন, ব্রিটিস বিচারের এমত চমৎকার গতি যে সাক্ষি প্রভৃতি উপস্থিত ও নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে না পারিলে অনায়াসে যথার্থেরও অপহ্নব হইয়া থাকে, বিশেষত এতদ্দেশীয় লোকেরা অত্যন্ত ভীরু স্বভাব, তাহারদিগের মধ্যে যাহারা কখন আদালত দেখে নাই তাহারা তথায় উপস্থিত হইলে আমলাদিগের চক্রেই পতিত হয়, উকীল মোক্তারেরা নানা প্রকার খরচার ফন্দি তুলিয়া কেবল অর্থ সংগ্রহ করণের চেষ্টা করে। এই সকল ব্যাপার খোদাবন্দ বিচারপতি মহাশয়দিগের চক্ষের উপরে হয়, তাঁহারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের স্বভাবাদি না জানাতে তাহা কিছুই বুঝিতে পারেন না, অধিকন্তু বিচারপতিদিগের মধ্যে যাঁহারা আবার আমলার বশীভূত থাকেন অথবা আমলাদ্বারা আপনাপন উদর পরিপূর্ণ করণের চেষ্টা করেন, তাঁহারদিগের বিচার আরো চমৎকার হয়।

এই রাজ্যের বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা বিচার প্রণালী পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন আইনপত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, একথা অতি যথার্থ বটে কিন্তু তাহার মর্ম্ম রক্ষা না হইলে কি প্রকারে সুবিচার হইতে পারে? একরূপ নিয়মক্রমে এখানকার সকল মোকদ্দমা নির্ব্বাহ হয়, ফলতঃ কি চমৎকার! সকল বিচারপতি এক বিষয়ে একপ্রকার অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন না, নিম্ন আদালতে মুন্সেফ যে বিষয়ে ডিক্রী প্রদান করিতেছেন সদর আমীনের বিচারে আবার তাহার অন্যথা হইতেছে, সদর আমীনের অনুমতিও কোন কোন বিষয়ে জজ সাহেবেরা অগ্রাহ্য করিয়া অন্য অনুমতি দিতেছেন এবং সদরের বিচারে আবার তাহারও অন্যথা হইয়া আসিতেছে। সদরের বিচারকেও আমরা চূড়ান্ত বিচার বলিতে পারি না, কারণ তথাকার বিচারে অসন্তুষ্ট হইয়া যদ্যপি কেহ বিলাত আপীল করেন তবে তাহাতেও কোন কোন মোকদ্দমায় সদরে বিচারপতি মহাশয়দিগেরও অভিমত অগ্রাহ্য হইয়া থাকে, ইহার প্রমাণ অনেক জাজ্বল্যমান আছে, বিশেষতঃ আধুনিক মোকদ্দমার মধ্যে বর্দ্ধমানাধিপতির নিষ্কর ভূমি ঘটিত মোকদ্দমায় ও মৃত বাবু কানাইলাল ঠাকুরের বাজিতপুর ঘটিত মোকদ্দমার দ্বারাই সাধারণে বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন।...

চলিত চার্টরের পরিবর্ত্তন সময়ে এই বিষয়ের সুবিচার হয় ইহাই সকলেরই প্রার্থনা, এতদ্দেশীয় লোকেরা যে আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহাতে পুনঃ ২ ঐ কথা উল্লেখ করিয়াছেন, সাহেবদিগের প্রেরিত আবেদনপত্র মধ্যেও তাঁহারা আক্ষেপ করিতে ক্রটি করেন নাই......ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের চার্টর পরিবর্ত্তনের সময় যখন উপস্থিত হইয়াছে এবং বিলাতের হৌস অফ লার্ডস ও হৌস অফ কামান্স নামক রাজসভার মেম্বর মহাশয়েরা স্বতন্ত্ররূপে কমিটি স্থাপনপূর্ব্বক যখন রাজ্যের রাজকীয় কার্য্যের তথ্যানুসন্ধান

করিতেছেন, তখন এখানকার রাজবিচারঘটিত অপরিচ্ছিন্ন নিয়মের প্রতি তাঁহারদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়া সুবিচার প্রার্থনা করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে, বিলাতের টাইমস্ প্রভৃতি প্রধান প্রধান পত্র সম্পাদকগণ সময় সময় এখানকার রাজকীয় বিষয়োপলক্ষে নিরপেক্ষরূপে লেখনী সঞ্চালন করিতেছেন……এমত সময় রাজনিয়মের দোষরাশি প্রকাশপূর্ব্বক সুবিচার প্রার্থনা না করিলে আমারদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের অন্যথা করা হয়।

এইক্ষণে কেবল এই বিচারঘটিত বিষয় উত্থাপন করিলাম. অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে লেখনী সঞ্চালন করণে ত্রুটি করিব না, অদ্য প্রস্তাব বাহুল্য হওয়াতে লেখনী পরিত্যাগ করিলাম।

চিঠি। ১৯. ১১. ১২৫৯

…"বাঙ্গাল হরকরা পত্রে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে হিন্দু জাতীয় বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ নিমিত্ত কলিকাতাস্থ হিন্দু সমাজে বিশেষ উদ্যোগ হইতেছে, কোন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি এক ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে বহুলোকের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতেছেন, ফলতঃ এই অনুষ্ঠানের কোন বিশেষ সংবাদ আমরা এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই, এই উদ্যোগ যদিও হইয়া থাকে তথাচ ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অতিশয় কঠিন বলিতে হইবেক, কারণ কোন দেশের কোন প্রকার প্রচলিত নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহাতে বহুলোকের সংযোগের আবশ্যক করে, প্রজামণ্ডলী ঐক্য বাক্য না হইলে কোনমতেই কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না, অতএব এই রাজ্যমধ্যে যখন দলাদলি দেবী বিরাজমানা থাকিয়া অনৈক্যতাকে প্রতিপালন করিতেছেন,……তখন এখানে বিধবার বিবাহ হইবার নিয়ম কোনমতেই প্রচলিত হইবেক না, আমারদিগের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে স্বধর্ম্মত্যক্ত নেটিব খ্রীষ্টিয়ানদিগো প্রায়শ্চিত্ত বিধান দ্বারা পুনর্ব্বার স্বজাতি মধ্যে গ্রহণ করণের প্রস্তাব হইলে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু আশুতোষ দেব, বাবু প্রমথনাথ দেব, বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রভৃতি সমুদয় ধনাঢ্য লোক ও অপর সাধারণ হিন্দুগণ ওরিএন্টেল সেমিনরি নামক বিদ্যালয়ে এক সভা করিয়াছিলেন, ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে ব্যবস্থাপত্র আনাও হইয়াছিল, কিন্তু হিন্দুজাতির অনৈক্য দোষে তাহা যখন প্রচলিত হয় নাই তখন বিধবার বিবাহ চলিত হইবেক, আমরা কদাচ এমত বিবেচনা করি না, যাঁহারা এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাঁহারদিগের কেবল পরিশ্রম সার হইবেক, এবং তাঁহারা পরিণামে অখ্যাতি ভাজন হইবেন তাহার সন্দেহ নাই।… শ্রীরামপুরস্থ ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "হিন্দুগণ বিধবার বিবাহ নিমিত্ত কেবল কথার ধূমধাম না করিয়া যদ্যপি কার্য্যে দেখাইতে মনোযোগি হয়েন তবে অতি উত্তম হয়……" ফ্রেণ্ড মহাশয়ের এই উক্তি যথার্থ বটে,……

সম্পাদকীয়। ২৮. ১১. ১২৫৯

সংপ্রতি দেনার দায়ে রাজপুরুষদিগের অত্যন্ত ক্ষুদ্র দৃষ্টি হইয়াছে। সে কথা উল্লেখ করিতে কেবল হাস্য আইসে, এইক্ষণে পৃথিবীতলে ব্রিটিসজাতির ন্যায় অপর কোন জাতিই সৌভাগ্যশালী নহেন,......সুতরাং এতদ্রূপ বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সামান্য বিষয়ে কুদৃষ্টি করা কর্ত্তব্য হয় না ;...নাগরিক লোকেরা দায়গ্রস্ত হইয়া টেক্স খাজানা প্রদান করত "নগর পারিপাট্য করণীয় কমিটির" অধীনে যদ্রূপ দুরবস্থায় বাস করিতেছেন তাহাই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতেছে।......সংপ্রতি "ষ্টেসনরী" অর্থাৎ কাগজকলমাদির ব্যাপার অতি চমৎকার হইয়াছে, সমুদয় মফঃসল কার্য্যালয়ে জঘন্য সামগ্রী-সকল প্রেরণ করিয়াছেন, পূর্ব্বে প্রত্যেক আমলা ও কেরাণি লোকেরা দস্তার কলমদান, দুইটা দস্তার দোয়াৎ, হাড়ের-বাঁটের ছুরী, ভাল কলম ও ভাল কাগজ ইত্যাদি প্রাপ্ত হইতেন, ইদানীং ঋণের ঝোঁক ঘাড়ে পড়াতে ব্যয়ের লঘুতা করণ কারণ তাহার পরিবর্ত্তে যৎসামান্য কাঠের কলমদান, মাটির দোয়াৎ, কাঠের-বাঁটের ছুরী, ওয়াস্তির কলমের বদলে মড়া-পোড়ানে খাঁকড়ার কলম, (যাহা গঙ্গাতীরে পড়িয়া থাকে) এবং আর আর দ্রব্যও ঐরূপ কুৎসিত দিয়াছেন।...হে পাঠকগণ! আপনারা এই স্থানে বিবেচনা করুন, আসমুদ্র করগ্রাহি রাজা হইয়া এরূপ ব্যবহার করিলে সাধারণের সাধারণ বোধে কিরূপ বিবেচ্য হইতে পারে? ইহা কি উচিত কর্ম্ম হইয়াছে? এতদ্দ্বারা ঋণ শোধের কত সাহায্য হইল তাহা বুঝিতে পারিলাম না।

...আমরা নিয়তই রাজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি ; বিশেষতঃ ব্রিটিসজাতীয়েরা ভারতবর্ষান্তর্গত বঙ্গদেশবাসি প্রজাদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বিরোধি প্রভুভক্ত প্রজা কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না, রাজবিদ্রোহিতা কাহাকে বলে ইহারা স্বপ্নেও তাহা জ্ঞাত নহে, ঐ বঙ্গদেশবাসি বাঙ্গালি শব্দে কেবল আমরাই বাচ্য হইতেছি, অপরাপর সকল জাতীয় প্রজার অপেক্ষা আমরাই অধিক সুসভ্য এবং কৃতবিদ্য, রাজার সহিত অধিক আত্মীয়তা আমরাই করিয়া থাকি, রাজ-নিয়মের দোষাদোষ আমারদিগের দ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে, অতএব রাজকার্য্য বিষয়ে আমরা অগ্রেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করণে বাধ্য হইব, যেহেতু ইহা আমারদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য কর্ম্মই হইয়াছে।

আমরা স্থিরতররূপে প্রণিধান পূর্ব্বক বিবেচনা করিলাম যে প্রধান প্রধান রাজকার্য্য পরিচালনার্থ এতদ্দেশীয় সৎকুলোদ্ভব সুযোগ্য ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা উচিত। জিলা বিশেষে অতি উপযুক্ত দুই একজন সিবিল মাত্র নিয়োজিত থাকেন, "আসিষ্টাণ্ট সারজনের" পরিবর্ত্তে সব-আসিষ্টাণ্ট সারজনের দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য নিষ্পাদিত হয় ; বিচার ভিন্ন আর আর বিষয়ের কর্ম্মেও ঐরূপ করুন......রাজপুরুষেরা রাজভাণ্ডার হইতে আপন জাতীয় গুরু পুরোহিতদিগের উদর পরিপূর্ণ করা রহিত করুন। রাজকোষ হইতে পুরোহিতের বেতন দেওয়া কোন মতেই বিচার সিদ্ধ হয় না ; পাদ্রি ঠাকুরেরা ভারতবর্ষে আগমন পূর্ব্বক রাজধনে বিলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া কেবল হিন্দু প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন, ইহা কি

আমরা সহ্য করিতে পারি? তবে কি করি, "বেঁধে মারে সয় ভাল" তাহাই হইয়াছে। যদি বলেন "রাজজাতীয়েরা গুরু পুরোহিত ত্যাগ করিয়া এদেশে থাকিতে পারেন না, এজন্য রাজভাণ্ডার হইতে তাঁহারদিগ্যে বিত্ত বিতরণ না করিলে সাহেবদিগের পবিত্র কার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে?" একথা স্বীকার্য্য বটে, ফলে একপক্ষে বিচার্য্য হইতে পারে না; পৌরোহিত্য ক্রিয়ার পুরস্কার করা যজমানেরি কর্ম্ম, যদি রাজধর্ম্ম বলিয়া বিধেয় হইত; কিন্তু অধুনা আর হইতে পারে না; কেন না ১৮৩৫ সালের ৯ আইন প্রকাশ করিয়া গুণনিধি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট সে পাঠ উৎপাটন করিয়াছেন, অর্থাৎ পূর্ব্বতন হিন্দু ও মুসলমান রাজারা আপনাপন দেবতা গুরুকে পিরাণ ফকিরাণ, দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর বলিয়া যে সকল ভূমি নিষ্করররূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কর্ত্তারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গ পূর্ব্বক বলদ্বারা অত্যাচার করত যখন তাহা সকর করিয়াছেন তখন আর কোন কথাই কহিতে পারেন না, কারণ রাজা হইয়া প্রজার উপর যে বিষয়ে দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন স্বয়ং সে বিষয়ে প্রবৃত্ত থাকা শ্রেয়স্কর হয় না।...

সম্পাদকীয়। ২৯. ১১. ১২৫৯

বিলাতের টাইমস নামক প্রসিদ্ধ পত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের রাজ্যশাসন ঘটিত প্রচলিত নিয়মাবলীর প্রতিকূলে যে সমস্ত অভিপ্রায় লিখিত হইয়াছে, আমরা...তাহা পাঠ করত অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম।...টাইমস সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের চার্টরের কথা এইক্ষণে অনেকে উল্লেখ করিতেছেন, কেহ বলিতেছেন তাঁহারদিগের রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হইবেক, কেহ বলিতেছেন যেরূপ নিয়ম চলিত আছে সেইরূপই থাকিবেক, ইহার কোন পরিবর্ত্তন হইবেক না, কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের রাজকীয় ক্ষমতা কোথায়?...যাঁহারা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে বিখ্যাত আছেন, রাজকীয় বিষয়ের সহিত তাঁহারদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা কেবল ডেবিডেণ্ট গ্রহণ করেন, ও আত্মীয় বন্ধু অথবা পুত্র পৌত্রাদির কর্ম্ম করিয়া দিয়া থাকেন, তাঁহারদিগের এই ক্ষমতাতে ভারতবর্ষ অকর্ম্মণ্য লোকদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ হইতেছে।"

এক প্রকাণ্ড রাজ্যের রাজকীয় বিষয়ে এইরূপ অপরিচ্ছিন্ন নিয়ম বিংশতি বৎসর প্রচলিত থাকাতে প্রজাপুঞ্জের যে প্রকার ক্লেশ ও ক্ষতি হইয়াছে ধীমানবর্গ অবশ্য তাহার বিবেচনা করিবেন। এই বিংশতি বর্ষের মধ্যে সাধারণের শুভজনক একটি বিষয়েরও সূত্র-পাত হয় নাই,...

ভারতবর্ষীয় রাজকীয় বিষয়ে এইরূপ বিস্তর গোলযোগ আছে.........সুতরাং পার্লামেণ্টের মেম্বর মহাশয়েরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদিগের চার্টর ঘটিত প্রস্তাবের বিবেচনাকালীন কোম্পানির বেতনভোগি সিবিল ও মিলেটরি কর্ম্মচারিদিগের সাক্ষির প্রতি

অধিক বিশ্বাস করিবেন না, অতএব টাইমস প্রভৃতি পত্র প্রকাশকদিগের পক্ষে সময়ে সময়ে এ বিষয়ে লেখনী ধারণ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে।

সম্পাদকীয়। ২৩. ১২. ১২৫৯

ইংরাজী পত্রদ্বারা অবগত হওয়া গেল যে আগামি শুক্রবার দিবসে টৌনহালে মিসনরি সাহেবদিগের এক সভা হইবেক, স্যার ফ্রিডিরিক করি সাহেব ঐ সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন, সভাস্থ মহাশয়েরা "সিটি মিসন" নামে একদল মিসনরি নিয়োগের প্রস্তাব বিবেচনা করিবেন, সেই মিসনরিরা নগরবাসিদিগের কুকার্য্য সকল নিবারণার্থ সচেষ্ট হইবেন, অর্থাৎ সদুপদেশ দ্বারা মদ্যপান, পরদ্রব্য হরণ, পরদার পরিগ্রহণ, ধর্ম্মবিষয়ে সাধারণের চিত্তাকর্ষণ ইত্যাদি বহু কার্য্য তাঁহারদিগের দ্বারা সম্পাদন হইবেক, ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয়েরা লিখিয়াছেন যে মিসনরিরা যে যে কার্য্য সম্পাদনের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যদ্যপি ইহার অর্দ্ধেক করিতে পারেন তবে তাঁহারদিগকে নগরের নূতন পুলিস বলিয়া গণ্য করা যাইবেক, গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগ্যে উপযুক্তরূপ বেতন প্রদানে কদাচ বিরত হইবেন না, কিন্তু এক বিষয়ে আমারদিগের সংশয় হইতেছে, মিসনরিরা প্রজাদিগের মদ্যপান নিবারণের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, কিন্তু…রাজস্ব বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা…

সম্পাদকীয়। ৯. ১ ১২৬০

আমরা বিপুল বিলাপ সাগরে নিমগ্ন হইয়া বলিতেছি সংপ্রতি ওলাউঠার হেঙ্গামা অপেক্ষা "ঈশু খ্রীষ্টী" হেঙ্গামা অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। কয়েক দিবসের মধ্যে ৫।৭ পাঁচ সাতটি হিন্দু শিশু এঁদো হেদোর কেঁদোর গ্রাসে পতিত হইয়াছে। কাল ব্যাঘ্র ব্যগ্র হইয়া অগ্রভাগেই গুটিকতকে ভক্ষণ করিয়াছে। এইক্ষণে গুটি নির্গত পোকার ন্যায় দুটি শিশু কুলের ডাল ছাড়িয়া অকূলে ভাসিতেছে। তাহারদিগের ত্রিকুল উদ্ধারের আর বড় বিলম্ব নাই। আহা! লিখিতে লিখিতে বক্ষস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। ঐ দুইটির বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষের অধিক নহে……উভয়েই ডবি স্কুলের এ বি শিক্ষিত ছাত্র, অদ্যাপি গাত্র দিয়া দুগ্ধের গন্ধ নিঃসৃত হইতেছে, অপক্ক মৃৎপাত্রবৎ কোমল শরীর, হিতাহিতমাত্র বুঝিতে পারে না। হায়! পাদ্রি সাহেবেরা কি নিষ্ঠুর! এমন দুগ্ধপোষ্য অবোধ শিশুকে জনক জননীর ক্রোড় হইতে হরণ করিতে একবারো মনে দয়ার উদ্রেক হয় না……

আমরা দস্যুদিগ্যে অধিক ভয় করি না, যে হেতু তাহারা শাসনের শঙ্কা করে। পাদ্রিরূপ দস্যুগণ, শাসনের ভয় রাখে না। রাজা ঐ ঈশু ধর্ম্ম ঘোষকদিগের তোষক ও পোষক হওয়াতে ইহারা সর্ব্ব শোষক হইয়াছে। ডাকাইতেরা প্রচ্ছন্ন ভাবে ডাকাইতি করে, এবং কেবল অর্থ লয়, বালক বালিকা হরণ করে না, ডাকাইতেরা প্রকাশ্যরূপে ডাকাইতি করিয়া গৃহস্থের চিরসুখের সম্বল স্বরূপ সর্ব্বস্বধন প্রাণাধিক পুত্র রত্নকে অনায়াসেই হরণ

করিতেছে। এইক্ষণে কুলবধূ পর্য্যন্ত হরণ করিয়া লইতেছে। আহা! ডাকাইতি করিয়া যাহারদিগের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়, তাহারদিগের ধর্ম্ম কেমন ধর্ম্ম বলিতে পারি না। কুকুর শৃগাল ও সর্পের নিকট অনেক প্রকারে নিস্তার আছে, তাহারা দন্তাঘাত করিলে ঔষধাদি দ্বারা প্রতিকার হয়। পাদ্রিরা যাহাকে দংশন করে সে ব্যক্তির আর রক্ষা নাই, সজীব থাকিয়া চিরদিন মৃতবৎ হয়। ……

হে হিন্দুগণ! তোমরা অবিবেচনা পূর্ব্বক আপনার দিগের মস্তকে আপনারা কুঠারাঘাত করিলে আমরা কি করিতে পারি। পাদ্রির স্কুলে পুত্র সমর্পণের গুণ বারম্বার প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ তথাচ তাহাতে বিরত হওয়া, জেনে শুনে, ঠেকে শিখে ডাইনের হস্তে সন্তান সুপিতেছে! শুদ্ধ তোমারদিগের কার্পণ্য জন্য এতদ্রূপ দুর্দ্দশা ঘটিতেছে, বাবু মতিলাল শিল মহাশয় এক অবৈতনিক বিদ্যালয় রূপ অসাধারণ কীর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। হিন্দু হিতার্থি বিদ্যাশালা রহিয়াছে, যদি বিনা বেতনে পড়াইতে নিতান্তই বাসনা হয় তবে সেইখানে পাঠাও। তদ্ভিন্ন বৈতনিক পাঠালয় অনেক আছে যৎকিঞ্চিৎ বেতন দিয়া সেই সেই স্কুলে শিক্ষার্থ সন্তান নিযুক্ত করিলে আর কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। সন্তানেরা সুনীতিক্রমে সুশিক্ষা পাইয়া কুলের উচ্চ গৌরব রক্ষা করিতে পারিবেক।

সম্পাদকীয়। ৩০. ১ ১২৬০

নগরের শোভা বৃদ্ধি করণ মূলক নিয়মদ্বারা প্রজামণ্ডলি কোথায় সুখানুভব করিবেক, আমারদিগের ভাগ্যদোষে তাহার বিপরীত হইয়াছে। ধূলার নিমিত্ত রাজপথে গমনাগমন করা যায় না, নরদমার পঁচা গন্ধে বিবিধ প্রকার পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, এদিকে টেক্সের দায়ে প্রতিদিবস দুঃখি লোকদিগের হাঁড়ি, কলসি, ঝ্যাটা, কুলা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যাইতেছে, মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা গাড়োয়ান ও অন্যান্য লোকদিগের দণ্ডের টাকা দ্বারা রাজকোষ বৃদ্ধি করিতেছেন, অতএব কান্সর বেন্সির নিয়ম দ্বারা সাধারণের যে প্রকার সুখ বৃদ্ধি হইতেছে পাঠকমণ্ডলি এতদ্বারাই তাহার বিচার করিবেন, যে দুই মহাশয় আমার-দিগের প্রতিনিধিরূপে কমিস্যনরের পদ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা সাহেবের সহযোগীগণের সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক "দাদার মতে মত" বলিয়া কেবল নিয়মিতরূপে বেতনের টাকা গণনা করিতেছেন। অধুনা নগরবাসিদিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে নগরের শোভা বৃদ্ধি করণের চলিত নিয়মাদির পরিবর্ত্তন নিমিত্ত প্রকাশ্যরূপে এক সভা করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন পত্র প্রেরণ করেন।

সংবাদ (সম্পাদকীয়)। ২৬. ৫. ১২৬০

২৪ পরগণার মাজিষ্ট্রেট সাহেব গাড়ীর বিষয়ে অত্যন্ত অন্যায় করিতেছেন। ভবাণীপুর, টালিগঞ্জ, খিদিরপুর প্রভৃতি গ্রামের রাস্তায় চৌকিদারেরা ক্ষণকাল মাত্র গাড়ি

রাখিতে দেয় না, শকট দেখিলে অমনি গাড়োয়ানকে প্রহার করিতে করিতে গাড়ি ঘোড়া ধরিয়া লইয়া যায়, সেই ধৃত শকট দৃষ্টি মাত্রেই মাজিষ্ট্রেট সাহেব তৎক্ষণাৎ জরিবানা করেন, তাহা না দিতে পারিলে কয়েদ করেন। এই অবিচারে কেহ কেহ দণ্ড দিয়াছে ও কয়েদ খাটিয়াছে। মেং সেমুএল সাহেব কোন্ আইন প্রমাণে এমত করিতেছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। মফঃসলে এমত কোন নিয়ম নাই যদ্দারা তিনি এরূপ করিতে পারেন। ভবাণীপুর, খিদিরপুর, চেৎলা প্রভৃতি স্থানে বিস্তর উকিল, মোক্তার ও আমলাদিগের বাস, বিষয়ি মাত্রকেই তথায় গাড়ী চড়িয়া যাইতে হয়, এবং কর্ম্মানুরোধে দুই এক ঘণ্টা থাকিতে হয়, ইহাতে যদি এতদ্রূপ অপমানজনক ব্যাপার ঘটান হয়, তবে কি প্রকারে তাহারদিগের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে ?

চিঠি। ১৩. ৬ ১২৬০

মান্যবর শ্রীল শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

সম্পাদক মহাশয় ভবাণীপুর, চক্রবেড়ে, সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী নাম্নী সভা স্থাপিতা হওয়াতে পাদ্রি মলিন্স ও এষ্টারো সাহেব অত্যন্ত ত্যক্ত হইয়াছেন,……

কারণ গোস্বামিদিগের শিষ্য বৃদ্ধি করার পক্ষে সম্যক প্রকারে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। মহাপ্রভুরা যে বালককে কুহক জালে বদ্ধ করিবার উপক্রম করেন, তৎকালে উক্ত সভার সভ্যমহোদয়গণ সেই বালককে সনাতন ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়াতে বালকের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন হওত গৌরাঙ্গদিগের কুহক জাল দৃষ্টি করিয়া সাবধান হইতেছে, এই প্রকার চারি পাঁচটি বালক সাহেবদিগের গ্রাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সংপ্রতি তৃতীয় শ্রেণীস্থ বালক মহেশচন্দ্র দাসকে গুরুজীরা ফোঁস ফাঁস দিয়া আপনাদিগের পবিত্র ধর্ম্মের দাস করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এবং মহেশচন্দ্র অতি বালক, রাক্ষসদিগের মায়ায় মুগ্ধ হওত মেরি নন্দনকে ভজিবার একান্ত মনন করিয়াছিল, এবং জরডন নদীর জল স্পর্শ করিবারও দিন স্থির হইয়াছিল, পরে উক্ত সভার সভ্য মহাশয়েরা এই ভয়ানক সমাচার শুনিবামাত্র ঐ বালকের বাটীতে যাইয়া তাহাকে নানা প্রকার সত্য ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া ও তাহার পিতাকে জ্ঞাত করাইয়া বিধর্ম্ম মন্দিরে অধ্যয়ন করা নিষেধ করাইয়াছেন, পরন্তু ছেলে খাবার যম এষ্টারো সাহেব এই সমাচার প্রাপ্ত হওনানন্তর অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া এবং ক্রোধানলে প্রবল হওয়াতে শিক্ষকদিগকে এবং পাঠশালার বালকগণকে এ প্রকার বলা হইয়াছে যে যাহারদ্বারা মহেশের স্কুলে আসা নিষেধ হইয়াছে, প্রকাশ পাইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ গুরুতর দণ্ড দিয়া স্কুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। সম্পাদক মহাশয় মিসেনরি সাহেবদিগের দৌরাত্ম্য দেখুন, এইক্ষণে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভা চিরস্থায়িনী হইয়া সত্যজ্ঞান-সঞ্চারণ করুন এবং মিসেনরি সাহেবদিগের দর্প খর্ব করুন।

বিধবা বিবাহ বিষয়ক সভা। ১৮. ৬. ১২৬০

যে সকল স্ত্রী বালিকাবস্থায় বিধবা হয় তাহাদিগের পুনরুদ্বাহ নির্ব্বাহ বিষয়ে যে ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত হইয়াছে, তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের বাটীতে এক সভা হইয়া পণ্ডিত দিগের বিচার হইয়াছিল, আমরা অবগত হইলাম ওই বিচারে উক্ত ব্যবস্থাপত্রের স্বপক্ষগণ জয়ি হইয়াছেন প্রতিপক্ষেরা তাহার যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি খণ্ডন করিতে পারেন নাই।

কলিকাতা নগরের সীমাবৃদ্ধি (সম্পাদকীয়)। ৫. ৭. ১২৬০

আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরেল সাহেব সংপ্রতি এরূপ মানস করিয়াছেন যে কলিকাতা নগরের সীমাবৃদ্ধি করিবেন। ভবাণীপুর, কালীঘাট, চক্রবেড়ে, শিবাদহ, ইটালি, বৈঠকখানা, বরাহনগর, কাশীপুর, চিৎপুর, পাকপাড়া প্রভৃতি গ্রাম সকল নগরভুক্ত হইবেক। চারিজন মাজিষ্ট্রেট চারিভাগে অবস্থান পূর্ব্বক শান্তিকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ছোট আদালতের বিচারপতিদিগের ক্ষমতা বাড়িবেক ·কিন্তু এক বিষয়ে আমারদিগের শঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, কলিকাতা নগরীর বসতবাটীর টেক্স গ্রহণের যে নিয়ম চলিত আছে ঐ নিয়ম উল্লেখিত গ্রামাদিতে প্রচলিত হইলে প্রজারা সুখানুভব করিবেন না। আর নাগর্য্য কমিস্তনর মহাশয়েরা যে সমস্ত বায়না অর্থাৎ নিয়মাদি এতন্নগরে প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা নিরানন্দ হইবেন। পর্ব্বাহ সময়ে আমারদিগের খোদাবন্দ প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে যে হুকুম জারি করিয়া থাকেন তাহাতে তাঁহারা ক্লেশ বোধ করিবেন। এই কয়েক বিষয়ে নগরবাসিরা যে ক্লেশ ভোগ করিতেছে পার্শ্ববর্ত্তি গ্রামনিচয় নিবাসি লোকেরা তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই, কিন্তু মহানগর কলিকাতার সীমাবৃদ্ধি হইলেই তত্তাবৎ তাঁহারদিগকে অনুভব করিতে হইবেক।

…নগরের সীমা বৃদ্ধি হইলে টেক্স অফিসের আয় বৃদ্ধি হইবেক, অতিকষ্টে প্রজাদিগকে টেক্সের টাকা প্রদান করিতে হইবেক, না দিলে তাহারদিগের রক্ষা থাকিবেক না, এদিকে রাস্তা মেরামত, নরদমা পরিষ্কার, আলোক প্রদান ও জল সেচন প্রভৃতি যে যে বিষয়ে রাজপুরুষেরা আইন নিবন্ধন দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা কিছুই হইবেক না, অতএব আমারদিগের গবরনর জেনরেল সাহেব নগরের সীমা বৃদ্ধি করণের যেরূপ মহদভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন সেইরূপ ইহার শোভা বৃদ্ধি বিষয়ে বিশিষ্ট রূপ মনোযোগী হউন।…

কলিকাতার শোভা বৃদ্ধিকরণ (অন্যতম সম্পাদকীয়)। ১২. ৭. ১২৬০

মহানগর কলিকাতার শোভা বৃদ্ধিকারক কমিস্তনরদিগের সেক্রেটরি মেং জে ও বেকেট সাহেব সংপ্রতি এরূপ এক বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন যে, যে সকল বাটীর মাসীক ভাড়া ৭০ টাকা নিরূপিত আছে, সেই সকল বাটীর বহির্দ্বারে উজ্জ্বল আলো দিবার যে

নিয়ম পূর্ব্বাবধি প্রচলিত হইয়াছে, তাহার প্রতি সকলে বিশিষ্টরূপ মনোযোগি হয়েন নাই, অতএব কমিস্যনরগণ কম্সার বেঙ্গি সংক্রান্ত ওবরসিয়র অর্থাৎ পরিদর্শক দিগের প্রতি এইরূপ অনুমতি করিয়াছেন যে উল্লেখিত প্রকার বাটী সকলের বহির্দ্বারে প্রতি দিবস সন্ধ্যার পর যদ্যপি উজ্জ্বল আলোক প্রদান করা না হয় তবে তাঁহারা প্রচলিত নিয়মানুসারে সেই সমস্ত বাটীর অধিকারিদিগের বিরুদ্ধে পুলিসে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে অভিযোগ উপস্থিত করিবেন।

মহানগর কলিকাতার শোভা বৃদ্ধিকারক কমিস্যনরগণ রাজপথে যে প্রকার আলোক দিয়াছেন উল্লেখিত প্রকার বাটীর অধিকারিগণকে সেইরূপ আলো রাখিতে হইবেক, এবং তাহা সমস্ত রাত্রি সমভাবে প্রজ্বলিত থাকিবেক, এই অনুমতি অনেকে পীড়াজনক বোধ করিবেন।

ভারতবর্ষের অবস্থা (অন্যতম সম্পাদকীয়)। ২৫. ৭. ১২৬০

পরম করুণাকর পরমেশ্বর আমাদিগের বাসের নিমিত্ত এক অতি উত্তম প্রদেশ প্রদান করিয়াছেন, অধীনের অন্যান্য খণ্ড অপেক্ষা এই ভারত খণ্ডের ভূম্যাদি অতিশয়…উর্ব্বরা, মনুষ্যদিগের আহার ব্যবহার এবং সুখের নিমিত্ত যে বস্তুর প্রয়োজন করে তত্তাবৎ প্রচুর পরিমাণে এই দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে…

এই দেশে যদ্যপি প্রয়োজনীয় বস্তু সকল প্রচুর পরিমাণে না জন্মিত তবে প্রথমতঃ যবন ও পরিশেষ ইংরাজেরা বাহুবল প্রচার পূর্ব্বক এই দেশ অধিকার করিতেন না, এবং অন্যান্য স্থানের বণিকেরাও আপনাপন দেশজাত দ্রব্যাদি লইয়া জাহাজযোগে অপার জলধি অতিক্রম পূর্ব্বক এখানে আসিতেন না…এই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিয়া…ইংলণ্ডবাসী লোকদিগের কত বিধায়ে উপকার হইয়াছে ও হইতেছে তাহা তথাকার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই জানা যাইতে পারে, এই রাজ্য যখন ইংরাজদিগের অধিকার হয় নাই তখন তাঁহারা কিরূপ ছিলেন এবং এইক্ষণেই বা কিরূপ হইয়াছেন।

উপরি উক্ত বিবরণ লিখিয়া আমারদিগের অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ উপস্থিত হইল, এতাদৃশ উৎকৃষ্ট দেশে বাস করিয়াও এখানকার অধিকাংশ লোকে নিরন্তর নিকর ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, তাহারা দিনান্তে জীবন ধারণোপযোগী সামান্য আহারও প্রাপ্ত হয় না, আহা! …কৃষকের…শস্যের প্রতি রাজা ও জমিদার ও পত্তনিয়াদার, ইজারাদার ও যোতদার আর যাহারা বীজ ধান্য ও সময় সময়ে খাবার ধান্য দিয়া থাকে তাহারদিগের অংশ থাকিবায় কৃষকগণ কোনরূপেই আপনার দারুণ দুঃখ নিবারণ করিতে পারে না। …ভূমির উপস্বত্ব ও একচেটিয়া লবণ ও আফিম বাণিজ্য দ্বারা রাজকোষে প্রতি বৎসর বিপুলার্থ উৎপন্ন হইতেছে…গবর্ণমেণ্ট কঠিনতর নিয়মানুসারে ভূমির রাজস্ব সকল সংগ্রহ করিতেছেন, কোন জিলার কালেক্টর সাহেবেরা জমীদারের নিকটে তাহার একটী পয়সাও

বাকি রাখেন না, কিন্তু এদিগে দামোদর নদের অত্যাচারে প্রতিবৎসর রাঢ় অঞ্চলের অনেক দেশ ডুবিয়া যাওয়াতে প্রজার সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহার প্রতীকারার্থ গবর্ণমেণ্ট কিছুই মনোযোগ করেন না…

এই রাজ্য যে সময় হিন্দুরাজাদিগের অধিকার ভুক্ত ছিল, তখন প্রজাদিগের এ প্রকার দুরবস্থা হয় নাই তাঁহারা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যাদির চারিভাগের একভাগ মাত্র গ্রহণ করিতেন, তাহাতেই সকল প্রকার রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন…প্রজাদিগের অবস্থা নিরুপণ করা উক্ত সময়ের রাজাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল…কৃষিকার্য্যে উন্নতির প্রতি নৃপতিদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! ইংরাজদিগের অধিকার মধ্যে তাহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। কিরূপে প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিবেন. রাজপুরুষেরা সেই চিন্তাতেই নিয়ত চিন্তাযুক্ত আছেন, ফলতঃ কি প্রকারে প্রজার অবস্থা সংশোধন হইবেক তাহারা সৌভাগ্য সঞ্চয়ে সমর্থ হইবেক এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমারদিগের রাজপুরুষগণের কিছুমাত্র দৃষ্টি নাই!

…রাজ্যের কৃষিকার্য্য বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করণের নিয়ম সুসভ্য ও রাজনীতিজ্ঞ ভূপতি মাত্রেই প্রতিপালন করিয়াছেন…কৃষিকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি থাকাতেও অধন সধন সর্ব্বসাধারণ প্রজাদিগকে সমানরূপে প্রতিপালন করাতেই রামরাজ্য অবণী সমাজে অতিশয় যশোভাজন হইয়াছিলেন…অতএব…ভূমির উৎপন্নের প্রতি নৃপতিগণের বিহিত যত্ন ও মনোযোগ না থাকিলে কোনরূপেই রাজ্যের উন্নতি হইতে পারে না, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! আমারদিগের রাজপুরুষেরা এতাদৃশ বিষয়ে বিহিত মনোযোগ করা আবশ্যক বোধ করেন না।

এই প্রস্তাব লিখিতে ২ অত্যন্ত দীর্ঘ হইল, একারণ আমরা মনোগত সকল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, সময়ান্তরে এ বিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব।

ইংরাজ ও বঙ্গদেশ (সম্পাদকীয়)। ২৭. ৭. ১২৬০

এই অবণী মধ্যে যে সকল দেশ ব্রিটিস জাতির অধিকার ভুক্ত হইয়াছে তন্মধ্যে বঙ্গদেশকে শ্রেষ্ঠতর রূপে গণ্য করিতে হইবেক…এদেশের ভূমি সকল এমন উর্ব্বরা যে কৃষকেরা অল্প পরিশ্রম করিলেই উত্তম শস্যপ্রাপ্ত হয়, নীল সোরা, চিনি, রেশম, তুলা, পারা ইত্যাদি দ্রব্য সকল জাহাজযোগে ইউরোপ রাজ্যে প্রেরিত হইবায় তথাকার মনুষ্যেরা শিল্পবিদ্যার প্রভাবে তদ্দ্বারা নানা প্রকার মনোহর দ্রব্য প্রস্তুত করত অতুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিতেছেন।…এই বঙ্গরাজ্য হইতে যদ্যপি উল্লেখিত দ্রব্য সকল প্রেরিত না হইত তবে তাঁহারদিগের শিল্প কৌশল কোথায় থাকিত? তাঁহারা কি ঐশ্বর্যশালি হইতে পারিতেন? এই পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশীয় লোকেরা আপনাপন আহার ও ব্যবহার যোগ্য দ্রব্যের নিমিত্ত পরস্পর দেশের প্রতি নির্ভর করিয়া থাকেন, কিন্তু এই বঙ্গদেশীয় মনুষ্যদিগের কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই……

উল্লেখিত বিবেচনায়···এই বঙ্গদেশের সংযোগে বিলাতবাসি মনুষ্যদিগের সমূহ প্রকার উপকার হইতেছে, এতদ্দেশ করস্থ করিয়া তাঁহারা বিপুল সৌভাগ্য সঞ্চয় পূর্ব্বক পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন। অতএব যে দেশের দ্বারা তাঁহারা এত উপকার পাইতেছেন সেই দেশীয় প্রজাদিগের প্রতি সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করা আদৌ কর্ত্তব্য হইয়াছে, নচেৎ জগদীশ্বর সমীপে তাঁহারা দোষি হইতে পারেন। বিশেষতঃ এতদ্রাজ্যের রাজস্ব দ্বারা এত অধিক টাকা সঞ্চয় হয় যে কোন দেশেই তদ্রূপ হয় না। বঙ্গদেশের ধনাগার হইতে রাশি রাশি টাকা জাহাজ দ্বারা বিলাতে প্রেরণ করিতেছেন, এতদ্ভিন্ন এই রাজ্যে প্রধান প্রধান রাজকীয় কার্য্যে বড় বড় সাহেবেরা নিযুক্ত হইয়া কত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন তাহার সংখ্যা হয় না। এই দেশ ইংরাজদিগের পক্ষে সুবর্ণ দেশ হইয়াছে···এতদ্দেশের প্রজাদিগের প্রতি তাচ্ছীল্য করা রাজপুরুষদিগের পক্ষে যেরূপ অন্যায় তাহা ধীমান পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন।

নিমতলা শ্মশানঘাটের কাষ্ঠাদির দোকানদার। ১০. ৮. ১২৬০

আমাদিগের প্রধান মাজিষ্ট্রেট সাহেব নগরীর শান্তিকার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত অনেক কঠিনতর নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতেছেন···কিন্তু কি আশ্চর্য্য! নিমতলা শ্মশানের কাষ্ঠাদির দোকানদারদিগের দৌরাত্ম্য আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিছুই নিবারণ করিতে পারিলেন না! তাহারা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, অর্দ্ধটাকার দ্রব্যাদি দিয়া এক টাকা গ্রহণ করে। অথচ তাহারদিগের লোভের শমতা হয় না···ঐ ব্যবসায়িদিগের অত্যাচারের জন্য অনেক লোকেই মহা ক্লেশ ভোগ করিতেছেন।

বাঙ্গলা দেশের জমিদার (সম্পাদকীয়)। ১৭. ৮. ১২৬০

এই বঙ্গদেশের জমীদারগণের পরস্পর বিবাদ কি নিবারণ হইবেক না? কি আশ্চর্য্য! গবর্ণমেণ্ট ঐ প্রকার বিবাদকারিদিগের দমনার্থ এত কঠিন নিয়ম করিলেন তাহা কি ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় ব্যর্থ হইল? জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরাও গুরুতররূপ শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াও কি কিছুই করিতে পারিলেন না? নীলকরের সহিত জমিদারের বিবাদ অনেক দেশেই হইতেছে, ঐ সাহেবেরা যখন সরিফ সাহেবের সারজন ও থানার দারোগাদিগকে মারিয়া দুর করিয়া দেন, সুপ্রিম কোর্টের হুকুম মানেন না, তাহারদিগের বিপদ হইলে যখন গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে অনুরোধপত্র লিখিয়া সাহায্য করেন, এবং এই বিষয় যখন সুপ্রিম কোর্টের বিচারে নীলকর আন্দ্ৰু সাহেবের মোকদ্দমায় সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে তখন এদেশের জমীদারেরা কোথায় আছেন।

নীলকর সাহেব ব্যতীত জমীদারের সহিত জমীদারের ও তালুকদারের সহিত ইজারদারের অনেক বিবাদ হইতেছে, তাহাতে লাঠালাঠি ও প্রাণিহত্যা পর্য্যন্ত হইতেছে, মনোহরপুরের বিখ্যাত দাঙ্গা অনেকের স্মরণ আছে তাহাকে একপ্রকার ক্ষুদ্র যুদ্ধ বলিলেই

হয়, দারোগারা বিবাদস্থলে উপস্থিত হইয়াও কিছুই করিতে পারেন নাই…অল্প দিবস হইল শ্রীরামপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধিকার মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কয়েক ব্যক্তি হত হইয়াছে, কিন্তু হন্তাগণ তাহাদিগের শব গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেওয়াতে দারোগা এ পর্য্যন্ত লাস প্রাপ্ত হয়েন নাই…মফঃসলের বিচার পদ্ধতি জমীদারেরা সকলেই জানেন। অদ্য যে ব্যক্তি বিচারকের দ্বারা দোষী হয়েন পরদিবসের মোকদ্দমায় তিনি আবার নির্দ্দোষী বলিয়া অব্যাহতি পাইয়া থাকেন, সাক্ষির মুখেই সকল বিচার হয়—এ কারণ বিবাদকারিরা সাক্ষির যোগাড় করেন।…যেমন অন্ন ছড়াইলে কাক আসিয়া থাকে সেইরূপ টাকা দিলে সাক্ষিও সংগ্রহ হয়…আর আর জমীদারদিগের বিবাদে এমত কতকগুলিন লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে যে তাহারা রাজবিচারে দোষী হইয়া কারারুদ্ধ হইলেও ভীত হয় না, কারাগারকে শ্বশুরালয় বলিয়া থাকে, অতএব ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিয়মের দোষেই এই বঙ্গদেশমধ্যে ভূম্যাদি সম্বন্ধে বিবিধ প্রকার বিবাদ হইতেছে।

…কী আশ্চয্য! প্রতিদিবস বঙ্গদেশমধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা হইতে লাগিল, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট বাহুবলে কুমারিকা অন্তরীপ অবধি হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানের বীরবর যোদ্ধাদিগকে পরাজয় করিয়াছেন কিন্তু এই দেশের বিবাদোন্মত্ত নীলকর ও জমীদারদিগকে দমন করিতে পারিলেন না…

এই বঙ্গদেশের ফৌজদারি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ নিমিত্ত যে সমস্ত নিয়ম নির্ণীত আছে তাহার সম্যক পরিবর্ত্তন ব্যতীত এই বঙ্গদেশের ভূমি সম্বন্ধীয় বিবাদ নিবারণের উপায় দৃষ্ট করা যায় না।

সম্পাদকীয়। ১২. ১. ৬১

স্বধর্ম্মত্যক্ত নেটিব খৃষ্টানদিগের পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার নিয়ম নির্দ্ধারণ করাতে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের যে প্রকার বিজাতীয় পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমরা কতবার এই প্রভাকরে আন্দোলন করিয়াছি তাহার সংখ্যা করিতে পারি না, বিশেষতঃ বাঙ্গাল বেহার ও উড়িষ্যাবাসি হিন্দুমণ্ডলী তদ্বিরুদ্ধে প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্টের নিকটেও তৎপরে বিলাতে মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের নিকট আবেদন পত্র অর্পণ করাতে ঐ বিষয় প্রায় সকলেই বিলক্ষণ অবগত হইয়াছেন, যদিও কতিপয় মিসনরি বন্ধু রাজকর্ম্মচারির অবিচার ও অবিবেচনার জন্য এ পর্য্যন্ত আমাদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ হয় নাই তথায় বিচক্ষণবর শ্রীযুত লর্ড এলেনবরা সাহেব ও শ্রীযুত স্যার হরবট মেডাক সাহেব ঐ আবেদন পত্রে প্রতিপোষক হওয়াতে আমারদিগের এমত ভরসা হইয়াছিল যে আবেদন পত্র মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের বিজ্ঞোত্তম মেম্বর মহাশয়দিগের বিবেচনায় সমর্পিত হইলে তাঁহারা অবশ্য সুবিচার করিবেন।……

কামন্সসভায় মেং ব্রাইট প্রভৃতি ভারতবর্ষের শুভার্থি বন্ধু মহাশয়েরাও ঐ পাণ্ডুলিপির

পোষকতা করিবেন, লেক্সলোসি নামক ঘৃণিত নিয়ম নিপাতের এই শুভ লক্ষণ অবগত হইয়া আমরা যে প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। লেক্সলোসি নিয়ম নির্দ্ধারিত হওয়াতে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, পক্ষপাত ও হিন্দু ধর্ম্মের বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার পূর্ব্বক স্বজাতীয় ধর্ম্মের প্রতিপোষকতা করা হইয়াছে, অতএব ঐ নিয়ম রহিত না হইলে ইংরাজ-জাতির কলঙ্ক নিবারক হইবেক না, প্রজাপুঞ্জের প্রার্থনা অনুসারেই সকলদেশে রাজনিয়মাদি নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে, এবং যে নিয়মদ্বারা অধিকাংশ প্রজার সুখ সাচ্ছন্দতা এবং সন্তোষ বিধান হয় সূক্ষ্মদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন, ইহার প্রমাণ সকল সুসভ্য দেশীয় রাজনিয়মেই জাজ্বল্যমান আছে, কিন্তু কি পরিতাপ! ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট সেই রুচির প্রথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কতিপয় অবোধ জ্ঞানান্ধ বালক ও যুগি জোলা, জেলে প্রভৃতি সামান্য লোকের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লেক্সলোসাই নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বাঙ্গাল, বেহার ও উড়িষ্যাবাসি অসংখ্য হিন্দু প্রজার মর্ম্মবেদনা প্রদান করিয়াছেন, এবং বিষয়াধিকার সম্বন্ধে মহামুনি মনু প্রণীত যাহা আদিকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, অত্যাচারি যবন নৃপতিরাও যাহার বিরুদ্ধে হস্ত বিস্তার করেন নাই······এবং যে নিয়মাদি প্রতিপালন করণের প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্রিটিস জাতি এই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, কতিপয় অদূরদর্শি অবিবেচক মিসনরি মত পোষক পক্ষপাতপরায়ণ লোকের দ্বারা সেই বহুকাল প্রচলিত রুচির নিয়ম পরিবর্ত্তন হওয়াতে হিন্দুমণ্ডলী অতিশয় মর্ম্মপীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন······

সংবাদ (সম্পাদকীয়)। ৩. ২. ১২৬১

নগরে জনরব হইয়াছে যে ব্যবস্থাপক মহাশয়েরা অতি শীঘ্র এরূপ এক নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিবেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরা মোজা পায়ে না দিলে জুতা লইয়া কোন সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারি সাহেবের নিকটে যাইতে পারিবেন না, এই জনশ্রুতি যদ্যপি সত্য হয় তবে ব্যবস্থাপকদিগের অতিশয় অপযশ হইবেক এবং এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা তাহাতে অপমান বোধ করিয়া সেই নিয়মের প্রতিকূলে গবর্ণমেণ্টের সমীপে আবেদনপত্র অর্পণ করিবেন, প্রজার সহিত সরল ব্যবহার করাই রাজকর্ম্মচারিদিগের অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে তাহাতে তাঁহারা গরিমা ও নবাবি আদব কায়দা প্রকাশ করিলে ইংরাজ জাতিকে সভ্য বলিয়া আর কেহ মান্য করিবেন না।

সংবাদ। ১৭. ২. ১২৬১

রবিবারে দোকান সকল বন্ধ করণের অন্যায় অনুমতি হওয়াতে গত শুক্র ও শনিবার এতন্নগরে এক আকাশভেদি গল্প উঠিয়াছিল, যে, কেহ বলিয়াছিলেন ছয় খানা রুশিয়ান জাহাজ আসিয়াছে তাহার সেনারা নগর লুটিয়া লইবেক, কেহ বলিয়াছেন ন্যাংটা গোরা

উঠিয়া নগর বেড়াইবেক, এজন্য অনেকেই শনিবারে বাজার করিয়া রাখিয়াছিলেন, স্ত্রীলোকেরা কেহই গঙ্গা স্নানে গমন করে নাই। অবোধ ছোটলোক সকল ভয় করুক, কিন্তু কোন কোন ভদ্রলোক যাঁহারা রাজকীয় বিষয় বুঝিতে পারেন তাঁহারা ঐ জনরবে বিশ্বাস করাতে আমরা অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি, কলিকাতা নগর ভারতবর্ষীয় ইংরাজ অধিকারের প্রধান রাজধানী, এখানে গবর্ণর জেনরলও কৌন্সেলের মেম্বর প্রভৃতি প্রধান পদস্থ রাজকর্ম্মচারিরা অবস্থান করেন। রুশিয়ানদের কি সাধ্য যে রণতরী লইয়া গঙ্গা নদীতে প্রবেশ করিতে পারে? ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের রণতরী সমুদ্রপথে ভাসমান রহিয়াছে, রুশিয়ান জাহাজের আগমন করা দূরে থাকুক তাহার সম্মুখে পড়িলেই নিধন হইবেক···আমরা নগরবাসিদিগকে সতর্ক করিতেছি তাঁহারা এ প্রকার আকাশভেদি গল্পে ভীত হইবেন না।

সম্পাদকীয়। ১৮. ২. ১২৬১

আমারদিগের রাজপুরুষেরা বর্ত্তমান সময়ে প্রজাদিগের বিদ্যা-শিক্ষা নিমিত্ত অকাতরে অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন, একথা আমরা স্বীকার করি, হিন্দু কালেজ, হুগলি কালেজ, ঢাকা ও কৃষ্ণনগর কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন পূর্ব্বক অনেক ব্যক্তি বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইতেছেন, কিন্তু তাঁহারা বিশিষ্টরূপে কোন বিশেষ বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাঁহারদিগের সৌভাগ্য সোপানে আরোহণ করণের পদে পদে বিবিধ প্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইতেছে, কালেজে যিনি পরীক্ষার দ্বারা সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে গণ্য হইয়া উচ্চতর ছাত্রীয় বৃত্তি ধারণ করেন তিনি বহিষ্কৃত হইলে কি কার্য্য করিবেন তাহার কিছুই স্থির করিতে পারেন না, যিনি পাঠাবস্থায় কোন প্রধান পদস্থ সাহেবকে মুরুব্বি ধরিতে পারেন অথবা যাঁহারদিগের পৈতৃক সম্পদ থাকে তাঁহারদিগেরই কিঞ্চিৎ মঙ্গল দেখা যায়, নচেৎ প্রায় সকলকেই ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়, টিচারি অর্থাৎ শিক্ষকের কার্য্যে অনেকে নিযুক্ত হইতে পারেন বটে কিন্তু তাহাতে পরিশ্রম অধিক অথচ বেতন অল্প সুতরাং তৎপদপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণের ক্লেশ নিবারণ হয় না।

পূর্ব্বে হিন্দু কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সুশিক্ষিত যুবকেরা মেডিকেল কালেজে নিযুক্ত হইতেন কারণ তাঁহারা এমত প্রত্যাশা করিতেন যে মেডিকেল বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইলে অনায়াসে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া অথবা অন্যকোন কার্য্যান্তর চেষ্টা দ্বারা সৌভাগ্য সঞ্চয় করিবেন। সংপ্রতি মেডিকেল কালেজ হইতে অধিক বাঙ্গালি ডাক্তার বহিষ্কৃত হওয়াতে সেই প্রত্যাশারও শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতএব এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের সৌভাগ্য বর্দ্ধনের অন্য কোন বিশেষোপায় দৃষ্টি হয় না।

কোন বিচক্ষণ ইংরাজ লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালিরা যে পর্য্যন্ত দাসত্ব স্বীকারের ঘৃণিত অভিপ্রায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনরূপে বাণিজ্য করণে প্রবৃত্ত না হইবেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহারদিগের সৌভাগ্যের পথ মুক্ত হইবেক না।

ইংরাজ মহাশয়ের এই কথা অতি যথার্থ বটে, কিন্তু কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ে এতদ্দেশীয় ছাত্রগণ যে সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারদিগের বাণিজ্য বিষয়ে বোধাধিকার হয় না, অতএব উল্লেখিত বিদ্যালয়ে সকলের শিক্ষার নিয়ম অতিশয় অপরিচ্ছন্ন বলিতে হইবেক।

সম্প্রতি শিল্পাদি বিদ্যার উপদেশ প্রদানের যে বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার কল্পনা হইতেছে, তাহার অভিপ্রায় অতি উত্তম বলিতে হইবেক, কারণ তথায় অধ্যয়ন করত বিবিধ ধাতু ও অন্যান্য দ্রব্যাদির বিকৃতি সহকারে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করণে পারগ হইলে এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিল্পাদি বিদ্যার আতিশয্যদ্বারা সভ্যতা ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইতে পারিবেক, উত্তম শিল্পীর সমাদর সর্ব্বত্র দৃষ্ট করা যাইতেছে, উৎকৃষ্ট আভরণ নির্ম্মাতা ও উত্তম গৃহ গ্রন্থনকারকের কোন কালেই অর্থের অভাব হয় না।

এদেশে বিলাতের ন্যায় কাঁচের পাত্রাদি নির্ম্মিত হইলে তাহা সাধারণরূপে ব্যবহৃত হইবার সম্ভাবনা, জাহাজাদি অর্ণবযান নিৰ্ম্মাণে এদেশের লোকদিগের কিছুমাত্র বোধাধিকার নাই, সামান্য লোকেরা যে সকল যৎসামান্য নৌকাদি নিৰ্ম্মাণ করিয়া থাকে সভ্যজাতিরা তাহা দেখিয়াই এদেশের লোকদিগকে অসভ্য বিবেচনা করেন, অতএব বঙ্গদেশীয় লোকেরা জলযান নিৰ্ম্মাণে পারগ হইলে সহজেই বিদেশীয় বাণিজ্যে তাহারদিগের উৎসাহ জন্মিবেক··· অতএব প্রস্তাবিত শিল্পাদি বিদ্যাশিক্ষালয়ে ইঞ্জিনিয়রি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইলে এদেশের সামান্য উপকার হইবেক না, ঐ বিদ্যালয়ের যে অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশ হয় তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, যদিও তাহা স্পষ্টরূপে লিখিত হয় নাই, তথাচ তাহার অভিপ্রায় অতি উত্তম বলিতে হইবেক, তদনুসারে বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হইলে······ এই বঙ্গদেশে শিল্প বিদ্যার বিলক্ষণ আতিশয্য হইতে পারিবেক।

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর (সম্পাদকীয়) । ২৭. ৪. ১২৬১

এই রাজ্যমধ্যে শ্রীল শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যেরূপ সুবিজ্ঞ সদ্বিদ্বান ও দূরদর্শী অন্য কাহাকেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না, অপার জলধী তুল্য সংস্কৃত বিদ্যায় তাঁহার ন্যায় পারদর্শি ব্যক্তি ধনাঢ্য পরিবারগুলির মধ্যে কেহই নাই, তিনি শব্দকল্পদ্রুম নামে যে অভিধান প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আশ্রয় করিয়াই পণ্ডিতবর্গ উক্ত সমুদ্র হইতে মহারত্ন সকল সংগ্রহ করিয়াছেন···শব্দকল্পদ্রুমের কথা আমরা অধিক কি লিখিব, তাহার সুখ্যাতি শরৎকালের নির্ম্মল কলানিধির ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে।

রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর ঐ অমূল্য গ্রন্থ ডেনমার্ক অধীশ্বরের নিকট প্রেরণ করাতে উক্ত সম্রাট যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একচক্র প্রদান করিয়াছেন, ঐ বিষয়ে আমারদিগের এক বিজ্ঞ পত্রপ্রেরক যে লিপি প্রেরণ করিয়াছেন আমরা তাহা অতি সমাদর পূর্ব্বক নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

"মান্যবর প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্পাদক মহাশয়, ইং ১৮৫৪ সালের ৭ আগষ্টের ইংলিসম্যান পত্র হইতে পশ্চাল্লিখিত কতিপয় অনুবাদিত পংক্তি আপনার বিখ্যাত প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

কলিকাতা
২৬ শ্রাবণ শকাব্দা। ১৭৭৬

শ, ল, ম।
কস্যচিৎ প্রভাকর পাঠকস্য

যেমত ভবিষ্যদ্বক্তাগণ স্বদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়েন না, সেইরূপ গ্রন্থকারেরাও স্বদেশে প্রতিপূজ্য হয়েন না। এদেশে আমাদিগের মধ্যে এক অদ্বিতীয় পুরুষ আছেন, যাঁহার যশোরাশি ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বপ্রদেশে বিকীর্ণ হইয়াছে, এখানকার রাজকর্ম্মচারিরা এই মহাত্মাকে কেবল অনাদর করিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। বিদ্বেষ বশতঃ তাঁহাকে অশেষ প্রকার অনর্থক ক্লেশ দিতে বিশেষ যত্ন পাইয়াছিলেন। আমারদিগের কলিকাতাস্থ পাঠক-বর্গের মধ্যে অনেকেরই স্মরণ থাকিবেক যে, লার্ড ডালহৌসি রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণের অনতিবিলম্বে এক ঈর্ষাপরবশ সিবিলিয়ানের কুমন্ত্রণায় বিভ্রান্ত হইয়া সংপূর্ণ নির্দ্দোষ ও মহা-সম্ভ্রান্ত প্রাচীন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরকে যৎপরোনাস্তি অসম্ভ্রম করিতে প্রকৃষ্টরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং রাজা বাহাদুর অতিকষ্টে তাঁহার নিষ্ঠুর হস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত মহোদয় প্রগাঢ় পরিশ্রম সহকারে বহুকালাবধি স্বদেশীয় শাস্ত্রালোচনা দ্বারা কৃতবিদ্য হইয়া ইউরোপ দেশজ প্রধান প্রধান সংস্কৃত শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিত মণ্ডলির প্রতিষ্ঠা ও কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন। লাসন্, মূলর, ব্রোখান্স, বর্ণ্ফ এবং উইলসন নামক ইউরোপীয় সুধীবরেরা রাজার নিকট বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছেন এবং প্রবীণ মহাশয় সম্প্রতি ডেন্মার্কদেশের অধীশ্বর হইতে নিম্নলিখিত লিপি সম্বলিত এক সম্মানসূচক স্বর্ণ চক্র প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"ডেন্মার্করাজ্য সংক্রান্ত দৌত্য
লণ্ডন ১০ মে ১৮৫৪ সাল"

"শ্রীযুত রাধাকান্ত রাজা বাহাদুর ডেনমার্ক রাজ্যেশ্বরের পুস্তকালয়ে এবং ডেন্মার্ক রাজ্যস্থ কোপেনহেগেন নামক রাজধানীর পুস্তকাগারে স্বপ্রণীত বিনোদ ও বহুশ্রমসাধ্য শব্দ কল্পদ্রুম নামক গ্রন্থ প্রদান করাতে, ডেন্মার্ক সম্রাট পরম সন্তুষ্ট হইয়া সেণ্টজেমস্ সভাস্থ স্বীয় সচিব বরকে আপন পরিতোষ ও সমাদরের নিদর্শনস্বরূপ এই গুণসূচক রাজচক্র এতৎলিপি সম্বলিত পণ্ডিতবর রাধাকান্ত রাজাবাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।"

"নিম্ন স্বাক্ষরিত সচিববর এই তুষ্টিকর আজ্ঞাপালনার্থে আপনাকে ধন্য বোধ করিয়া সাতিশয় হর্ষ সহকারে শ্রীরাধাকান্ত রাজাবাহাদুরের প্রতি স্বীয় অনুরাগ ও প্রতীতি প্রকাশ করিতেছেন।

(স্বাক্ষরিত)

ডবলিউ অক্স হল্‌ম।

রাধাকান্ত রাজাবাহাদুর সমীপেষু। কলিকাতা।"

"এই প্রশংসা যথোপযুক্ত হইয়াছে। ইহা রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও তৎপরিজনেরা যথোচিত সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন······"

সিবিলিয়ানদের অত্যাচার (সম্পাদকীয়)। ৬. ৫. ১২৬১

অশিক্ষিত সিবিলিয়ানদের অত্যাচার ও অবিচারে মফঃসলবাসি নিরিহ প্রজাকুল ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করিতেছেন, যদিও এই বিষয়ে অনেক প্রমাণ ইংরাজী ও বাংলা সংবাদ-পত্রে প্রকাশ হইয়াছে তথাচ আমারদিগের রাজপুরুষগণের এমত পক্ষপাত যে তাহার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নাই, সুতরাং সম্পাদকদিগের লেখা কেবল অরণ্যে রোদনবৎ হইয়াছে, মফঃস্বলের অশিক্ষিত মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা একে মনসা তাহাতে আবার ১৮৫০ সালের ক্ষমতাবৃদ্ধি আইনরূপ ধুনার গন্ধ পাইয়া একেবারে নাচিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারা যদ্যপি কোন ব্যক্তির ৫০ টাকা দণ্ড অথবা কোন ব্যক্তিকে ১৫ দিবসের জন্য কারাগারে দেন তবে তাহার আর আপীল হয় না, যদিও নড়ালের বিখ্যাত ভূম্যধিকারি শ্রীযুক্ত বাবু রামরত্ন রায় মহাশয় বিনা দোষে উল্লেখিত প্রকার দণ্ডানুমতি প্রাপ্ত্যনন্তর হাজির না হইয়া সদর নিজামত আদালতে পর্য্যন্ত দরখাস্ত করাতে আপীল গ্রাহ্য হইয়াছে, তথাচ তাহাতে তাঁহার অল্প ব্যয় হয় নাই, অতএব সামান্য প্রজাদিগের কি সাধ্য যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি অন্যথা করিতে পারেন।

সংপ্রতি বারাসাতের মাজিষ্ট্রেট দ্বারা ঐ প্রকার যে এক অপূর্ব্ব দণ্ডানুমতি প্রদত্ত হইয়াছে আমরা তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি। মাজিষ্ট্রেট সাহেব গবর্ণমেণ্টের চক্ষের নিকটে থাকিয়া যখন এমত অপূর্ব্ব বিচার করিতেছেন তখন তিনি কোন দূর জেলায় গমন করিলে কি করিবেন বলিতে পারি না, ঐ মোকদ্দমার বিবরণ এই যে বারাসাতের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার বাটীর সম্মুখে বাগান করিবার অভিপ্রায়ে একখণ্ড এজমালি ভূমি এক অংশির নিকট হইতে পাট্টা করিয়া লয়েন, তাহাতে অন্য অংশী আপত্তি করিয়া মাজিষ্ট্রেটের সমীপে আবেদন করাতে আপোষ নামার দ্বারা বিবাদের মীমাংসা হইয়া যায়, উভয় অংশী সম্মত হইয়া পাট্টা লিখিয়া দেন, কিন্তু ঐ ভূমির পার্শ্ব-ভাগে সরিকদিগের একটি চালিতা গাছ থাকে তাহাতে পাট্টা গ্রহণকারী একাংশিকে

বলিয়া পাঠান যে ঐ বৃক্ষ কাটিয়া দেহ, তাহাতে তিনি উত্তর করেন যে আমার লোক নাই, আপনি লোকদিয়া ছেদন করান, আমি তুলিয়া আনাইব ইহাতে তিনি আপন লোকদিয়া বৃক্ষ কাটান, ঐ সময় বিবাদ বিসম্বাদ কিছুই হয় নাই, পরন্তু অপর অংশী তদ্বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ১৫ দিবসের পর ডেপুটী-খোদাবন্দের নিকটে উক্ত চালিতা গাছ কাটার মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে খোদাবন্দ তাহাকে ডাকাইতি মোকদ্দমা অপেক্ষা গুরুতর বিবেচনা করিয়া একেবারে রাগান্ধ হইয়া পরওয়ানার উপর পরওয়ানা তদারকের উপর তদারক করেন তাহাতে প্রতিপক্ষ এরূপ উত্তর দেন যে ঐ বৃক্ষ কর্ত্তনের সময় যখন কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় নাই তখন এই মোকদ্দমা ফৌজদারী সংক্রান্ত হইতে পারে না, ইহার প্রমাণস্বরূপ সদর আদালতের নজীর তুলিয়া দেন, তাহাতেও ডেপুটী খোদাবন্দের চৈতন্য উদয় হয় না, তিনি ঐ মোকদ্দমা বড় খোদাবন্দের নিকট প্রেরণ করেন তাহাতে হুজুর আসামীকে এজলাসে উপস্থিত করাইয়া মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্র না দেখিয়াই উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে চালিতাগাছ কাটার মোকদ্দমায় অপরাধী বলিয়া উত্তর করিলেন যদিও এরূপ অপরাধের আইন সিদ্ধ, কিন্তু তুমি ধনাঢ্য, দণ্ডের টাকা অনায়াসেই দিতে পারিবে, অতএব তোমাকে অর্থদণ্ডই ১০ দিবসের নিমিত্ত কারাগারে পাঠান গেল, এই অন্যায় অনুমতি ১৮৫০ সালের জিলা ২৪ নিয়মানুরূপ হওয়াতে সকলেই চমৎকৃত হইলেন, আসামী কারাগারে গেলেন এবং তৎপরেই পরগণার জজ সাহেবের নিকট পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিলেন তাহাতে সাহেব তাহা গ্রাহ্য করত জামিন গ্রহণপূর্ব্বক আসামীকে কারামুক্ত করিবার অনুমতি করিলেন।

…আপীলের মোকদ্দমা জজ সাহেবের সমীপে উপস্থিত আছে, ইহার মধ্যে খোদাবন্দ আরেক দিবস আসামিকে কাছারিতে তলব করিয়াছিলেন এবং তিনি কলিকাতায় থাকা প্রযুক্ত উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার জামিনের টাকা ফরফিট অর্থাৎ রাজকোষভুক্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে ধৃত করণার্থ নূতন পরওয়ানা বাহির হইয়াছে, আহা! বারাসতের মহাপ্রভুর বিচারে চালিতাগাছের মোকদ্দমা মনোহরপুরের বিখ্যাত দাঙ্গার মোকদ্দমা অপেক্ষাও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।…

"Nodia Rivers" (সম্পাদকীয়)। ১০. ৫. ১২৬১.

নীলকর সাহেবদিগের সভার সুবিদ্বান সম্পাদক শ্রীযুক্ত থিওবোল্‌ড সাহেব ভাগীরথী, হুগলী, মাথাভাঙ্গা, রূপনারায়ণ ইত্যাদি নদনদী সকল ইংরাজী ভাষায় "Nodia Rivers" নামে বিখ্যাত হইয়া তত্তাবৎ পরিষ্কার রাখার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে বিবিধ প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগের অভিনব লিউটিনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের নিকট যে আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা ইংরাজী পত্রে তাহা পাঠ করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমার-দিগের রাজপুরুষেরা তাহার প্রার্থনা সফল করিলেই এই রাজ্যের অল্প উপকার দর্শিবেক

না, নদ নদী সকল পরিষ্কার রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহার স্থানে স্থানে কর বসিয়াছে, এবং কঠিন নিয়মানুসারে তাহা সংগ্রহ হইতেছে, অথচ নদ নদীর পক্ষে কোনরূপ উপকার দর্শে না, ঐ টাকা কোথায় যায় গবর্ণমেণ্ট তাহা কিরূপে ব্যয় করেন আমরা তাহার কিছুই বলিতে পারি না। ইহা সত্য বটে যে ইংরাজী ১৮৭০ সাল অবধি এ পর্য্যন্ত অনেকানেক বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়র সাহেব উক্ত নদনদী সকলের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রাজ-কোষ হইতে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন ফলতঃ তাহার বিশেষ উপকার কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। গঙ্গার অনেক স্থান বুজিয়া গিয়াছে, বর্ষাকাল ব্যতীত শীত ও গ্রীষ্মকালে সেই সকল স্থান দিয়া মহাজনদিগের নৌকাদি গমনাগমন করিতে পারে না, ইহাতে কলিকাতা নগরের বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত হইতেছে, শীতকাল অবসান হইলেই জঙ্গিপুরের মহনা বুজিয়া যায়, সরদহের মহনায় যৎকিঞ্চিৎ জল থাকে, তাহাতে ছোট ছোট নৌকা ঠেলিয়া চালান যায় না, অতএব নদনদী তত্ত্বাবধায়ক সাহেব কি করেন তাহা আমরা বলিতে পারিব না, যাহা হউক নীলকরদিগের সভার অধ্যক্ষগণ এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন পত্র প্রেরণ করিয়া অতি সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, অধুনা আমারদিগের লিউটিনাণ্ট গবর্ণর সাহেবের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে তিনি অবিলম্বে এই বিষয়ে মনোযোগী হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন, ঐ আবেদন পত্র মধ্যে যে যে কথা লিখিত আছে তাহার সমুদয়ই তিনি জ্ঞাত আছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে অধিক অনুসন্ধান বা পরিশ্রম করিতে হইবেক না।

যাহা হউক আমরা পুনরায় বলিতেছি অবিলম্বে দৃষ্টিপাত না করিলে নদীগুলি বুজিয়া যাইবার সম্ভাবনা প্রবল। আগে হইতেই সাবধানতা অবলম্বন করিতেই হইবে।

কলিকাতার শীল বনাম মহিষাদলের রাজা বাহাদুর। ১১. ৫. ১২৬১
(সম্পাদকীয়)

আহা, হে পাঠকগণ! মহারাজ মহিষাদলাধিপতি অবোধ অকৃতজ্ঞ কর্ম্মচারিদিগের কুহকজালে জড়িত হইয়া এতদিনের পর দারুণ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইলেন। আহা! এই সংবাদ লিখিতে আমারদিগের কাষ্ঠের লেখনী আড়ষ্ট হইতেছে, অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইয়া শোক সিন্ধুর প্রবাহ বৃদ্ধি করিতেছে। মহিষাদলের রাজপরিবার এ-প্রকার দুরবস্থা প্রাপ্ত হইবেন কেহ স্বপ্নেও বিবেচনা করেন নাই, বর্ত্তমান অধীরাজ বাহাদুর কি অশুভক্ষণে কলুটোলা নিবাসী ধনরাশি ৺মতিলাল শীল মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীমতী আনন্দময়ী দাসীর নিকটে এক লক্ষ টাকা কর্জ্জ করিয়াছিলেন, সেই লক্ষ টাকার নিমিত্ত তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইল। মতিলাল শীল ও তাঁহার পুত্র শ্রীযুত বাবু হীরালাল শীল তাঁহার বিষয়াদির তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করণের প্রতিজ্ঞা করত পরিশেষে সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া বসিলেন। পাঠক মহাশয়দিগের স্মরণ থাকিতে পারিবেক যে মতিলালবাবুর পরিবারেরা

সুপ্রিম কোর্টের বিচারে জয়ী হইয়া মহিষাদল পরগণা অধিকার নিমিত্ত কয়েকজন সরিফের সারজন ও পদাতিক লোক প্রেরণ করেন, তাহারা তথায় উপস্থিত হইয়া মহিষাদলের গড় অধিকার করিবার চেষ্টা করিলে প্রজারা গড়ের দ্বার রুদ্ধ করে, কোনরূপে সরিফের লোকদিগকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না, তাহাতে সারজন সাহেব নিকটস্থ দারোগার সাহায্য প্রার্থনা করিলে দারোগা উপস্থিত হইয়া গড়ের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার অনেক চেষ্টা করেন, ফলতঃ কোনরকমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, পরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় গড়ের সম্মুখে গিয়া অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন করেন, গড়ের মধ্যবর্ত্তি প্রজারা তাহাতে দৃক্‌পাতও করেন নাই, সর্ব্ব শেষে মাজিষ্ট্রেট সাহেব বহু দলবল সহিত গমন করিয়া বহুকষ্টে গড়ের দ্বার মুক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক অস্ত্র ও যষ্টিধারি লোক ছিল, তাহারা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের রাঙ্গা মুখ দেখিয়া বিবাদ করিতে সাহসিক হয় নাই, আস্তে আস্তে প্রস্থান করিয়াছে।

পরন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহারাজ লক্ষ্মণ প্রসাদ গর্গ বাহাদুরকে আপনার সমীপে উপস্থিত হইতে বলেন, কিন্তু রাজা বাহাদুর এই সময়ে রাজনিকেতনে উপস্থিত ছিলেন না......মাজিষ্ট্রেট সাহেব মৃত মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ বাহাদুরের রাণীকে আসিতে বলিলে রাণী আগমনপূর্ব্বক পর্দ্দার পার্শ্বে থাকিয়া রোদন বদনে মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বলিলেন যে তাঁহার পরিবারের কোন দোষ নাই, বিপক্ষেরা মিথ্যা ষড়যন্ত্র করিয়া মহিষাদলের সম্ভ্রান্ত রাজ পরিবারকে নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছে, এই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সুবিবেচনা করিলে ভাল হয়—রাণীর কাতরোক্তিতে পাষাণ পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট সাহেব কি করিবেন, তিনি উত্তর করিলেন যে এই বিষয়ে তাঁহার কোন ক্ষমতা নাই, রাণীর যদ্যপি কোন বিষয়ে বিচার প্রার্থনার প্রয়োজন করে তবে কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টে বিচার প্রার্থনা করিবেন। তদনন্তর মাজিষ্ট্রেট সাহেব রাণীকে রাজবাটী পরিত্যাগ করিবার অনুমতি করিলেন এবং রাণী শিবিকারোহণে কান্দিতে কান্দিতে পূর্ব্বতন দেওয়ান রামনারায়ণ গিরির উদ্যানে গমন করিলে সরিফ পদাতিকদিগের লুট আরম্ভ হইল, রাজ নিকেতন হইতে কোন্ ব্যক্তি কি দ্রব্য লইল তাহার নিরূপণ নাই। হে পাঠকবর্গ এই সুপ্রিম কোর্টের বিচার!

আমরা অবগত হইলাম যে কলুটোলার শীলবাবুরা এক সম্ভ্রান্ত ইংরাজকে মহিষাদলাধিপতির সকল জমীদারী ইজারা দিয়াছেন, তিনিই প্রজাদিগকে শাসনপূর্ব্বক খাজানা ইত্যাদি আদায় করিবেন। মহারাজ লক্ষ্মণপ্রসাদ গর্গ ও তাঁহার পরিবারদিগের আর কিছুই রহিল না। কেবল দেবোত্তরের প্রতি নির্ভরপূর্ব্বক অতিকষ্টে কালযাপন করিতে হইবেক। মহারাজ কি অশুভক্ষণে লক্ষ টাকা ধার লইয়া ৺মতিলাল শীলকে মুরব্বি ধরিয়াছিলেন, এতদিনের পর সেই অবিবেচনার ফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হইলেন।

গুজব (সম্পাদকীয়)। ২২. ৫. ১২৬১

কিয়দ্দিবস হইল আমারদিগের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনরল সাহেব বিলাতে কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়দিগের নিকটে এ প্রকার এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে কলিকাতা নগরের ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা সর্ব্বদা সজ্জীভূত রাখা কর্ত্তব্য হয়, তাহাতে তাঁহারা সম্মতি প্রদান করাতে কেল্লার অনেক স্থান মেরামৎ হইতেছে, ব্রুজের উপর তোপ তোলা হইয়াছে, কিন্তু কি চমৎকার এই সকল অনুষ্ঠান দেখিয়াই হুজুগকারি লোকেরা এক মিথ্যা গোলযোগ তুলিয়াছে যে কয়েকখান রুশিয়ান রণতরী সমুদ্রপথে আসিয়াছে, তাহারা কলিকাতা রাজধানী আক্রমণ করিবেক, একারণ আমারদিগের রাজপুরুষেরা ভীত হইয়া কেল্লার উপর তোপ তুলিতেছেন, সামান্য মূর্খ লোকেরা এইরূপ গোলযোগ করে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু অতি সম্ভ্রান্ত লোক সকল যাহারা বিশিষ্ট প্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন আমরা তাঁহারদিগের কোন কোন ব্যক্তি প্রমুখাৎ ঐরূপ আশঙ্কা বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়াছি……

…আমরা পাঠক মহাশয়দিগের বিদিতার্থ লিখিতেছি যে রুশিয়ান রণতরীর অধ্যক্ষদিগের এমত কোন ক্ষমতা নাই যে কলিকাতার সম্মুখে জাহাজ লইয়া আসিতে পারেন, পাইলাট ব্যতীত সমুদ্র মুখদিয়া কোন জাহাজই গঙ্গায় আসিবার উপায় নাই…বালুকায় পড়িয়াই তাহা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, অতএব কোন বক্তি হুজুগ কারি লোকদিগের মিথ্যা গল্পে মুগ্ধ হইবেন না।

পরিচ্ছন্ন কলিকাতা (সম্পাদকীয়)। ২৪. ৫. ১২৬১

মহানগর কলিকাতার শোভাবৃদ্ধিকারক কমিস্যনারগণকে নিযুক্ত করণের যে নিয়মপত্র নির্দ্দিষ্ট হয়, তাহার ভিন্ন ভিন্ন ধারার দ্বারা গবর্ণমেণ্ট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে রাস্তা বন্ধন, পয়নালা খনন, পুল নির্ম্মাণ ক্ষুদ্র ২ পথাদির পরিসর বৃদ্ধিকরা ও রাজপথে জল সেচন ও আলোক প্রদান ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে কমিস্যনারগণ বিশিষ্টরূপে মনোযোগ প্রদান করিবেন, ৬ বৎসর হইল ঐ আইনপত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, কিন্তু কি চমৎকার, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রতিজ্ঞাই সংপূর্ণরূপে প্রতিপালিত হয় নাই, লাভের মধ্যে কেবল নগরবাসিদিগের বসতি বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে। ইংরাজ পল্লীতে গবর্ণর জেনরল ও বিশিষ্ট ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিরা বাস করেন, একারণে ভয়ে ভয়ে কমিস্যনরগণ তথাকার রাস্তাদিতে নিয়তই খোয়া ও সুর্কি দিয়া পরিষ্কার রাখিয়াছেন, রজনীযোগে তথাকার সকল রাস্তাই আলোকিত হয়, বিশেষতঃ গলিপথের ভিতরেই অধিক আলো, নর্দমাদিতে দুর্গন্ধের লেসও নাই, কিন্তু বাঙ্গালি পল্লীর অধিকাংশই কর্দ্দমে পরিপূর্ণ, খোয়া ও সুর্কির অভাবে অনেক রাস্তার পঞ্জর বাহির হইয়াছে…গলিপথে একটিও আলো নাই, নর্দ্দমার দুর্গন্ধে প্রজাদিগের নানা প্রকার পীড়া হইতেছে……নগরের শোভা-বৃদ্ধিকারক কমিস্যনরদিগের নিয়োগমূলক আইনপত্রের প্রতি অভিনব ব্যবস্থাপকদিগের মনোযোগ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে।

কলিকাতার শীল বনাম মহিষাদলাধীপতি (সম্পাদকীয়)। ২৫. ৫. ১২৬১

মহিষাদলাধীশ্বরের সহিত মৃত মতিলাল শীল মহাশয়ের পুত্রেরা যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম, পাঠক-মহাশয়েরা পাঠ করিয়া থাকিবেন তিন লক্ষ টাকার নিমিত্ত শীলবাবুরা মহারাজের সর্ব্বস্ব গ্রহণের উপক্রম করিয়াছিলেন, মহারাজ যে ৪৫০০০ টাকা প্রদান করেন কোট কোওয়ালায় লেখা অগ্রাহ্য হইবার ভয়ে তাহা খাতাতেও জমা করেন নাই, অধুনা অবগত হওয়া গেল যে ঐ বিবাদ উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শেষ হইয়া গিয়াছে, মহারাজ.লক্ষ টাকা সুদ সহিত প্রদান করিয়াছেন অবশিষ্ট ২০০,০০০ টাকার নিমিত্ত নূতন খত লিখিয়া দিয়াছেন. ৫ বৎসরে তাহা পরিশোধ করিবেন, তাহার প্রতিভূর নিমিত্ত মহিষাদল ও মণ্ডলঘাট জমীদারী বন্ধক রাখিয়াছেন। এই বিবাদ নিস্পত্তি হওয়াতে আমরা যে পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, মহিষাদলের সম্ভ্রান্ত রাজ পরিবার হতমান হয়েন কোন ব্যক্তিরই এমত প্রার্থনা নহে, শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ লক্ষ্মণপ্রসাদ গর্গ বাহাদুরের ২০০০০০ টাকার অধিক আয় আছে, তিনি নিয়মিতরূপে ব্যয় নির্ব্বাহপূর্ব্বক ঋণ পরিশোধ করিলে দুই বৎসরের মধ্যেই ঋণমুক্ত হইতে পারিবেন।

চিঠি। ৩. ৬. ১২৬১

অশেষ গুণিগণাগ্রগণ্য মহামান্য প্রিয় বল্লভ শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় প্রণয়ৈক নিকেতনেষু।

এতন্নগরীয়া কতিপয় বারাঙ্গনাগণের নিবেদনমিদং।

সম্পাদক মহাশয়! কোন প্রবল যুবকদল হীনবলা অবলাগণকে নিতান্ত অবলা বোধে অবাধে বধার্থে করাল করবাল ধারণ ও প্রহার করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীপতি, স্ত্রী প্রতি সদা সদয় বশতঃ অস্মদাদির জীবন নষ্ট না হইয়া কেবল স্থান ভ্রষ্ট হইয়াছে, দেখ.সেও আক্ষেপের বিষয় বটে, লোকে অপরাধী হইয়াই দণ্ডনীয় হয়, অবলারা অবলা দোষেই বাসভ্রষ্ট ও নানা কষ্ট পাইতেছে, হে সুবিবেচক সম্পাদক মহাশয় একবার অভাগিনীগণ পক্ষে কৃপা-কটাক্ষে স্বল্প ক্ষণ ঈক্ষণ করিলে বিলক্ষণরূপে অলক্ষণ দূর হয়, কোন পত্রপ্রেরক মহাশয় পাঠশালা সন্নিকর্ষে হীনজাতি বেশ্যাবর্গের বাস থাকায় বালকবৃন্দের বিদ্যাবিষয়ক ক্রটিকর বিবেচনায় তদ্বসবাস পরিবর্ত্তনার্থ ইত্যাদি বিবরণ প্রকাকর ও ইংলিশম্যান পত্রে প্রকটিত করণে স্কুলাধ্যক্ষগণ তৎপাঠে যথার্থ হানিজনক বিবেচনায় কতিপয় সহায় সম্পত্তি বিহীনা বারাঙ্গনাকে ইংরাজী স্কুলের নিকট হইতে উঠাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদকমহাশয়! এও ত এক আশ্চর্য্য! দেখুন এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলিল, যে কামিনী ঐশ্বর্য্যশালিনী ও স্বসহায়া ছিল সে অকাতরে ঘরে বসিয়া ভ্রূক্ষেপও করিল না, কিন্তু কতকগুলি অনাথিনী বাররমণীগণ স্থানভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ চির দুঃখিনীর ন্যায়, কেহ বা পর্ণকুটীরে, কেহ বা

হট্ট মন্দিরে, কেহ বা তরুতলে বৃক্ষছায়াতে যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায় হা হুতাশ করত দিন যাপন করিতেছে, কিন্তু ইহাতে আমাদের দুঃখবোধ নহে, যেহেতুক "অবশ্যম্ভাবি নো ভাবা ভবন্তি মহতামপি নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহি শয়নং হরেঃ।"…অপর ধরাগ্রগণ্য মান্য সুবিচক্ষণ স্থলাধ্যক্ষগণ ভদ্রাভদ্র কি লক্ষণে বিবেচনা করিলেন তাহা বোধাতীত, এতন্নগরীয় সদসংব্যক্তিমাত্রেই অনেকে কামিন্যুপার্জ্জিতার্থেই ধনাঢ্য হইয়াছেন, সুতরাং ধনকরণক মান্য ও ভদ্র রূপে গণ্যও হইতে পারেন, আর ইহাও প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হইতেছে, সধন ব্যক্তিরই জীবন ধন্য, উক্ত কল্পিত ভদ্রকুলবধূ সুলোচনাগণ সর্ব্বসাধারণের লোচনানন্দদায়িনী হইয়া নিঃশঙ্কায় স্বামী বর্ত্তমানে পরপুরুকে সুখসম্ভোগ করিতেছে, কিন্তু তাহাতেও তাহারা ধন গৌরবে এবং স্বামী সত্ত্বে সাধ্বী হইয়া পরমারাধ্যা ও অহল্যাদি পঞ্চকন্যা তুল্যা প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়াছে, হায় কি দুঃখ! আমরা পতি প্রতি অপ্রীতি প্রকাশ ও ত্যাগ করিয়াই কি এই অপরাধিনী হইয়াছি? ঐ প্রবলা কল্পিত কুলবালারা পুরুষ মন বিহঙ্গ ধৃত জন্য যে নবনিতম্ব বাগুরা বিস্তার করত ঈষদবগ্রাচ্ছাদিত বঙ্কিম নয়নে সহাস্যআস্যে যৎকালীন বারি আনয়ন ছলে স্কুলের নিকটবর্ত্তি বর্ত্মে গমন করে তৎকালীন কি বিদ্যার্থি-বালকবৃন্দ নেত্রযুগল অঙ্গুলী আচ্ছাদন দেয়? না সে সময়ে ফুলবান বাণে পরাভূত করে? অথবা কি কন্দর্প দর্পশূন্য হয়? সম্পাদক মহাশয়, উক্ত কুলাভিমানী কুলীনা ললনাগণ অস্মদাদি অনুরূপ এরূপ বিরূপ কলঙ্কে অঙ্কিতা কোন প্রকারেই হইতে পারে না, কেননা উক্ত মহিলাগণ মনুষ্য মনোমোহনীয় মোহিনী বেশ দিবসেই প্রায় ধারণ করত মনোরথ সম্পন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু নিভৃত রজনী সময়ে নির্ভয়ে নির্দ্দেশ নিবৃতি নিবৃত্তি কোন প্রকারে করণে সমর্থা নহে কারণ তৎকালীন শ্বশ্রূ নন্দাদি গৃহজনে গঞ্জনা ও কুলটার কুলটাপবাদ ভয় নিরন্তর অন্তরান্তরে সমুদিত থাকে, এবং লোক লজ্জাভয়ে ঘৃণিত পতির প্রতিও প্রীতি প্রকাশ করে। মহাশয় অধীনাগণ পক্ষে বিধি যে বিধি সৃজন করিয়াছেন তাহাতে নিরবধি উভয় পক্ষেই সঙ্কট। সংপ্রতি যদি উক্ত সুমতিগণের অনুমতি হয় তবে অনন্ত দোষ পরিহারার্থ অনন্ত কুলে বিক্রীত হই আর স্বচ্ছন্দে সচ্চিদানন্দে মান, জ্ঞান, কায় প্রাণ প্রদান পূর্ব্বক গৌরাঙ্গ লীলায় লীন হওত অনায়াসে মনোভিলাষ সম্পন্ন করি এবিষয়ে মহাশয়ের যেমত অভিমত হয়, অলমতি বিস্তরেণ

মেদিনীপুর　　　　　　　　　　　　　　　　　　বাসভ্রষ্ট বারাঙ্গনানাং

মিসনরি (সম্পাদকীয়)। ২৫. ৬. ১২৬১

গৃহবিচ্ছেদ অর্থাৎ পরিবার সম্বন্ধীয় বিবাদ, আন্তরিক অভিমান, দুরবস্থা ইত্যাদি বহুবিধ কারণ প্রযুক্ত অবোধ বালকেরা মহাপ্রভু মেরিনন্দনের মহামন্ত্র প্রদানকারি মিসনরি-দিগের কুহকজালে বদ্ধ হইয়া থাকে, ইহার শত শত প্রমাণ আমরা প্রকাশ করিয়াছি।

রেবরেণ্ড মর্টন প্রভৃতি বহুদর্শি মিশনরিগণ এই বিষয়ে লিপিযুদ্ধে আমারদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন…মিসনরিবর্গ কথায় কথায় বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা প্রলোভন প্রদর্শন বা অন্য কোন হেতু প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জরডন নদীর জলে অভিষিক্ত করেন না, সকলেই ফ্রুসমন্ত্র বাইবেলের প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক ব্যাপটাইজ হইয়া থাকে। সাহেবদিগের এই বিষম ভ্রান্তি শান্তি নিমিত্ত যদিও আমরা অনেক প্রকার যুক্তিযুক্ত উক্তি প্রয়োগ করিয়াছি, তথাচ সম্প্রতি যে এক ঘটনা ঘটিয়াছে আমরা অদ্বিবরণ লিখিতে লেখনী ধারণ করিলাম, ইহাতে মিসনরিগণ আর কোন কথা বলিতে পারিবেন না। চোরবাগান নিবাসি শ্রীযুত চন্দ্রমোহন ঠাকুর যিনি কলিঙ্গার গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত অভিনব বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত আছেন এবং যিনি শিক্ষা কৌন্সেন ও অন্যান্য সমাজে বিচক্ষণ ও সদ্বিদ্বান বলিয়া বিখ্যাত, পরধর্ম্মগ্রাশি রেবরেণ্ড ওয়েঙ্গর সাহেব তাঁহাকে ব্যাপটাইজ করিয়া মহা লম্ফন করিয়াছিলেন, কিন্তু চন্দ্রমোহন ঠাকুর মেরিপুত্রের অপূর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসপূর্ব্বক স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান করেন নাই, পিতার সহিত বিবাদ করিয়া ধর্ম্মত্যাগী হইয়াছিলেন এই বিষয়ে তাঁহার লিখিত পত্রেই বিলক্ষণ প্রকাশ আছে যথা।

Revd. J. Wenger,

"My dear Sir, I think it is proper that I should inform you that I intend to shake off the banner of the Christian faith, which I embraced the other day. I do not feel the least hesitation to say that my conversion was not the result of conviction, but was the offspring of thoughts much agitated from the excitement I was labouring under in consequence of some family differences. I intend to perform the usual 'Praschitus' (atonement) sanctioned by the Sastras, which you will perhaps learn in a day or two. I am living with some of my relatives who have not detained me with force. I came to them with free will. I send you the three rupees I borrowed of you, which have the goodness to acknowledge. All the books you lent me are at Shem's house.

Yours sincerely,
Chunder Mohun Tagore
Calcutta, 13th September, 1854."

হে পাঠকবর্গ! প্রায়শ্চিত্ত বিধানমতে চন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বজাতি সমাজে গৃহীত হওয়াতেই তিনি মিসনরিদের কুহকজাল ছেদনে পারগ হইয়াছেন, অতএব যাঁহারা এই প্রায়শ্চিত্ত বিধান প্রচলিত করিলেন আমরা তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলাম,

সর্ব্বসাধারণ হিন্দুগণ এই নিয়মের অনুগামি হইলে ভারতবর্ষমধ্যে মিশনরিগণের অত্যাচার নিবারণ হইবেক, এই রাজ্য মধ্যে মেরিনন্দনের অপূর্ব্ব ধর্ম্মের যে ব্যূহ বন্ধন হইয়াছে তাহা একেবারে পতন হইয়া মিসনরিদিগের উৎসাহ নিধন করিবেক, যে অবোধেরা মিসনরিদিগের কুমন্ত্রণায় স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পরিবার ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক মহা ক্লেশ সম্ভোগ করিতেছে, গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত মর্ম্মপীড়া পাইতেছে তাহাদিগকে অধিকাংশ টিয়া-তোতা পাখীর ন্যায় আপনাপন শৃঙ্খল ভঙ্গ করিয়া উড়িয়া আসিবেক।

হিন্দু শাস্ত্রে যখন সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, তখন স্বধর্ম্ম ত্যাগীর প্রায়শ্চিত্ত নাই একথা কে বলিবেন ? নবদ্বীপ প্রভৃতি সমাজের অধ্যাপক মহাশয়েরা এই বিষয়ের বিধান প্রদান করিয়াছেন, চন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমদিবস মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক শুদ্ধ ঘৃতাহার করিয়াছিলেন, পরদিবস তিনি ১২৮০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও পিতৃ পুরুষদিগের শ্রাদ্ধাদি করেন, তৎপর দিবস তাঁহার পরিবারেরা তাঁহাকে স্বজাতি সমাজে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত একত্র ভোজনাদি করিয়াছেন, এই বিধান হিন্দুশাস্ত্র সম্মত। মিসনরি অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত সাধারণের পক্ষে ইহা অবলম্বন করা যেরূপ আবশ্যক তাহা ধীমান মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, এবিষয়ে আমাদের লেখা বাহুল্য মাত্র।

পরন্তু শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর, শ্রীযুত বাবু গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি যে কতিপয় বিবেচক ব্যক্তি এই প্রায়শ্চিত্ত বিধান গ্রাহ্য করিয়া চন্দ্রমোহন ঠাকুরকে স্বজাতি সমাজে গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহারদিগের সুখ্যাতি না লিখিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না, কারণ বহুকাল পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজে যে বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে, এবং যাহার নিমিত্ত ওরিএণ্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ে হিন্দু মণ্ডলীর এক মহাসভা হইয়াছিল, শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব যে সভার সভাপতির পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মৃত মহাত্মা ৺প্রমথনাথ দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও সম্ভ্রান্ত ঘোষ বসু ও সুবর্ণ বণিক পরিবার মল্লিক শীল রায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যে সভায় সমাগত হইয়াছিলেন, সেই সভার অভিলোষিত বৃক্ষের প্রথম ফল শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর তথা শ্রীযুত প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও অপর কতিপয় ব্যক্তিদ্বারা ফলিত হইল। অধুনা এই রাজ্যমধ্যে উল্লেখিত প্রায়শ্চিত্ত বিধান প্রচলিত হয় ও হিন্দুমণ্ডলী তাহা সাধারণরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক মিসনরিদিগের উচ্চ গর্ব্ব খর্ব্ব করেন ইহা আমারদিগের নিতান্ত প্রার্থনা।

একতাকেই এই নিয়ম প্রচলিত হইবার প্রধান কারণ বলিতে হইবেক, এই রাজ্য মধ্যে যখন মিসনরি অত্যাচার প্রবল হইয়াছে তখন এ বিধায়ে হিন্দুমণ্ডলীর ঐক্য হওয়াই অতি আবশ্যক বোধ হইতেছে, তাঁহারা যদ্যপি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত বিধান গ্রাহ্য করেন, তবে আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে অবোধ বালকগণ যাঁহারা অবিবেচনায় খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা পুনর্ব্বার স্বজাতি সমাজে আগমন

ৃরিতে পারে ও মিসনরিদিগের গর্ব্বও খর্ব্ব হইতে পারে, আমরা ঐ ব্যবস্থাপত্র ও অন্যান্য ববরণ পরে প্রকাশ করিব অদ্য স্থানাভাব জন্য নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলাম।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত। স্বাধীনতা ॥ ১. ৭. ১২৬৩

অন্য ব্যক্তির বশীভূত না থাকার নাম স্বাধীনতা, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পরমেশ্বর কর্তৃক যাবতীয় জীব সৃজিত হইয়াছে কিন্তু কেহই সংপূর্ণরূপে স্বাধীন নহে, অর্থাৎ সকলেই জগদীশ্বরের অধীন, ফলতঃ বিবেচনা করিলে কেহ স্বাধীন নহে, জন্মাবধি মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্যকে পরবশ থাকিতে হয়। দেখ মাতৃ-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওনানন্তর কয়েক বৎসরাবধি পঙ্গু ও পরাধীন হয়। মাতা স্তনপান না করাইলে তৎকালীন আমারদিগের অবস্থায় এমত ক্ষমতা থাকে না যে স্বয়ং আহারীয় দ্রব্যাদি আহরণ করি, অথবা দণ্ডায়মান হইয়া স্থানান্তরে গমন করি, সতত ক্রোড়েই থাকিতে হয়, তদনন্তর মাতা লালন পালন করিলে মাতা পিতা ও গুরুর বশতাপন্ন থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হয়, তাহা না করিলে বিদ্যা-লাভ না হইয়া বরং কুকর্ম্মান্বিত হইতে হয়, তৎপরে তরুণতা প্রাপ্তে প্রায় অনেকেই ষড়্‌রিপুর বশীভূত থাকে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অধীন হইতে হয়, নতুবা নানাপ্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া ক্লেশ পায়, সুতরাং স্বাভাবিক স্বাধীন কেহই নাই, এই প্রকার স্বাভাবিক স্বাধীনতা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে স্বাধীনতা আছে।

প্রথমতঃ স্বাভাবিক যাহা বিস্তারিত-রূপেই পূর্ব্বে তাহা কথিত হইল। দ্বিতীয় দৈহিক ও রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ যে সকল ব্যবস্থা তদ্দেশীয় ভূপতি কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে সেই সকল নিয়মে বদ্ধ থাকিয়া কার্য্যাদি না করিলে ভূপতি কর্ত্তৃক উৎকট দণ্ড পাইতে হয়, এবং সহজে রাজকার্য্য নিষ্পন্ন না হইলে প্রজাদিগের সুখে থাকা সুকঠিন, তাহাতে পরস্পর বিরোধ, কলহ ও অপহরণ ইত্যাদি নানাবিধ অসৎ কর্ম্মান্বিত হইয়া বহু ক্লেশ পাইতে হয়, তদ্দ্বারা সাধারণের সমূহ-রূপ অমঙ্গল সম্ভাবনা। আর সাংসারিক কার্য্য সম্পাদনার্থে স্বীয় বনিতা ও সন্তানাদি বশ না থাকিলে সেই পরিবার মধ্যে কি প্রকার অসুখ জন্মে তাহা সাধারণেই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। পরন্তু মনুষ্য জাতির পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে নানা বিষয়ে সুখ প্রাপ্তি হয় না, এই হেতু অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়, এতদ্ভিন্ন বাধ্যবাধকতা উভয়ের সৎকর্ম্ম দ্বারা হয়, দেখ এক ব্যক্তির কোন উপকার করিলে সেই ব্যক্তি বাধিত হইয়া তাহার প্রত্যুপকার করে, এবং উভয়ে উভয়ের নিকট বাধিত হয়, তাহাতে কেহ কাহার বিপক্ষ হয় না। আরো দেখ এই ভূমণ্ডলস্থ নানা দেশীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্য দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ রাখিতে হয়, তাহা না করিলে সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করা সুদুরূহ, এবম্প্রকার বাণিজ্যাদি দ্বারা মনুষ্যদিগের যে পরমোপকার হয় তাহাকে অধীনতা বলা যায় না।

কিন্তু ধন-লোভে যে অধীনত্ব স্বীকার করা, তদপেক্ষা ঘৃণিত অন্য কিছুই নাই,

দেখ আমারদিগের যে যে অভিলাষ, তাহা পূর্ণ হইবার মূলীভূত ধনই হইয়াছে, এবং ঐ ধনেতে কি প্রকার এক সম্ভ্রান্ত পদার্থ আছে যে আমারদিগের অমর্য্যাদা ও পরাধীনতা না হইলে কদাচ তাহা পাওয়া যায় না। অপর অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলে, এবং সেই প্রার্থিত বিষয় প্রাপ্তি হইলে আমরা মানচ্যুত হইব না, কিন্তু অর্থ বিষয়ে যাজ্ঞা করিলে স্বাধীনতা পরিত্যাগ হইয়া দাসত্ব হয়, তাহার প্রমাণ, ধনি হইবার জন্য যে প্রকার স্বাধীনতা এবং ভরসা পূর্ব্বক আমরা সকলের সহিত কথোপকথন করিতে পারি কিন্তু ঋণ গ্রহণ করণানন্তর মহাজনের সহিত সেরূপ অথবা সমান বাক্যে কথোপকথন করিতে সক্ষম হইব না, সে ব্যক্তি কোন বিষয়ে স্বীয় মত প্রদান করিলে তাহার মত অন্যথা করিয়া অস্মদাদির অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে না পারিয়া তাহার সমীপে আপনা হইতে লাঘব স্বীকার করিয়া তাহার মতই স্থির রাখিব, সুতরাং যে ব্যক্তির সহিত আমরা পূর্ব্বে সমানরূপে কথোপকথন করিতে পারিতাম পরে তাহারই অধীনতা স্বীকার করিতে হয়, কেন না আন্তরিক নীচত্বই স্বাধীনতাকে ত্যাগ করায় এবং প্রকৃত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে রাজদণ্ডের অধীন হইয়া কারাবদ্ধ থাকিতে হয়, এবং উত্তমর্ণের নিকটে তিরস্কৃত হইয়াও কোন কথা কহা যায় না।

বিশেষতঃ দুঃখের বিষয় এই যে পরাধীনতা দ্বারা কেবল শরীরকে অধীন করে না, মনকেও পরের বশীভূত করে, যেহেতু মনে কোন বিষয় উদয় হইলে কোন প্রজা রাজদণ্ড ভয়ে বা প্রভুর ভয়ে সে বিষয় কিছুমাত্র করিতে পারে না, বাহ্য ও আন্তরিক ক্লেশ পাইয়া নীরব থাকিতে হয়।

যদ্যপি এই পৃথিবীমণ্ডলে কেহই স্বাধীন নহে, তথাপি দাসত্বাপেক্ষা হেয় কিছুই নাই, দেখ পরমেশ্বর যে কায়িক ও আন্তরিক শক্তি দিয়াছেন তদনুসারে অল্প ধন ও অল্প প্রয়াসে কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া পশুর ন্যায় কালযাপন করি, তাহাতে যাবজ্জীবন অসুখ ও মনের পীড়াতে পরমায়ু শেষ হয়, দেখ অস্মদ্দেশীয়েরা পরাধীন হইয়া কি পর্য্যন্ত দুরবস্থায় আছেন, অতএব যদি স্বাধীনতা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত হয় তবে আমারদিগের চরিত্র ও মর্য্যাদা এবং মতের স্বাধীনতা রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, আর অন্যের নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া স্বাধীনতাকে পরিত্যাগ করা কোনমতেই পরামর্শ-সিদ্ধ নহে, দেখ পক্ষিগণ পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিয়া যদ্যপি কৌশল ক্রমে তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে তবে বনে গিয়া অনায়াসেই স্বাধীনতা সম্ভোগ করে। অতএব মনুষ্যের কথা কি কহিব?

স্ত্রীশিক্ষা তথা বিধবাবিবাহ। ১. ১০. ১২৬৩

এতন্নগরস্থ অতি সম্ভ্রান্ত কোন প্রধান মহাত্মা হইতে আমরা একটি বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক সানন্দে তদবিকল নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা

কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক এই বিষয়টি পাঠ করিবেন, এবং বিশেষরূপে অনুরোধ করি, ভদ্র-কুলোদ্ভব হিন্দু মহাশয়েরা মৃত মেং বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে বিশিষ্টরূপে অনুরাগি হইবেন।—এক্ষণে যাঁহারদিগ্যে বিধবাবিবাহ ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসুক দেখিতেছি তাঁহারদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিকেই এই পাঠালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধন সম্বন্ধে অনুকূল দেখিতে পাই না, ভ্রমেও একবার কেহ ইহার প্রসঙ্গ মাত্র করেন না, এই বিদ্যাগার অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে, বোধ করি, এই সুসংবাদ বহুজনের স্মরণ পথকে অতিক্রম করিয়া থাকিবে, ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে! তাঁহারা ভাবতে সমভাবে সমানরূপ যত্নশীল হইয়া পাঠার্থ আপনাপন বাটীর কন্যা প্রেরণ করিলে এত দিনে, যে, কতদূর পর্য্যন্ত মঙ্গল হইত, তাহা বচনীয় নহে। অধিক দুঃখের কথা কি লিখিব? সভ্য শ্রেণী মধ্যে যাঁহারদিগের নামাঙ্কিত রহিয়াছে, অনুমান করি, তন্মধ্যে কোন মহাশয় উল্লেখিত বালিকা বিদ্যালয়ে বালিকা প্রেরণ করেন না। যাহা হউক, সে কথার অধিক আন্দোলন করা অদ্য বিচারসিদ্ধ হয় না, কেন না পূর্ব্বোক্ত সভ্য সমূহের ভিতরে দুই প্রকার সম্প্রদায়ের শ্রীযুক্ত লোক নিযুক্ত আছেন, কতকগুলীন বিধবা বিবাহের পক্ষ, কতকগুলীন বিপক্ষ, সুতরাং এপক্ষ ওপক্ষ, দুই পক্ষের কোন পক্ষ লক্ষ্য না করিয়া কেবল এই প্রস্তাবটিকে উপলক্ষ করত নিরপেক্ষ হইয়া বিনা পক্ষপাতে এইমাত্র কহিতেছি, যে, যে সকল প্রাচীন অথবা যুবা পুরুষেরা বিধবাবিবাহ পক্ষকে স্বপক্ষ স্বীকারপূর্ব্বক প্রতিপক্ষের প্রতি প্রীতিপক্ষ বিহীন হইয়া পতিপক্ষের প্রতিক্ষণেই উদ্বাহের দিন প্রতীক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা ইহা বিবেচনা করেন না, যে অগ্রে কোন্ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য? ইহার বিচার করিলে অতি সহজেই বিবেচ্য হইবে, যে, বালিকারা যাহাতে বিদ্যাবতী হয় সর্ব্বাগ্রেই তাহার সদুপায় নির্ণয় করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেন না তাহারা বিদ্যাভ্যাস দ্বারা গুণশীলা এবং নীতিনিপুণা হইলেই আপনারদিগের হিতাহিত বিষয় আপনারাই বিবেচনা করিতে পারিবে। কোন্ বয়সে ও কোন্ অবস্থায় বিধবা হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ করা উচিত, কি অনুচিত, তাহার সিদ্ধান্ত, সুযুক্তি ও তৎসূত্রে যে কিছু বুদ্ধি ব্যয়ের প্রয়োজন করে, অনায়াসেই তাহা করিতে পারিবে। আপনারদিগের কার্য্য-বৃক্ষের ফল আপনারাই ভোগ করিবে। সুখ দুঃখের ভেদ জানিয়া খেদ নিবারণ করিতে পারিবে। আহা, কি আক্ষেপ! অগ্রে সোপান নির্ম্মাণ না করিয়াই উপরে ঘর করিবার অনুষ্ঠান করিতেছেন। ঘোড়ার সঙ্গতি না করিয়াই চাবুক কিনিতেছেন। খাল খননের পূর্ব্বেই সেতু বন্ধনের আড়ম্বর হইতেছে। এখনো ভাতের হাঁড়িতে জল চড়েনি, কিন্তু ঠাঁই করিয়া পাতুনির আঁটুনি বিলক্ষণ হইতেছে, ফলে প্রণিধান করুন, "স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ" ইহার কোন্ বিষয়টি অগ্রে করা বিধেয় হইতেছে? আমার বোধে প্রথম ব্যাপারে প্রথমেই উপযুক্তরূপ যত্ন করা উচিত। তবে বলিতে পারি না, বড় বড় লোকের বড় বড় বিবেচনা, সেখানে আমি কোথায় আছি? কিন্তু আমার চিত্ত

পরাধীন নহে, অতএব ভ্রমেই হউক, অথবা ভ্রমশূন্য হইয়াই হউক, জগদীশ্বর মনের মধ্যে যদ্রূপ বিবেচনার চালনা করিলেন, ক্ষোভহীন এবং ভয়হীন হইয়া আমি সর্ব্ব সাধারণ সমীপে তাহাই ব্যক্ত করিলাম, এইক্ষণে সাধারণের সাধারণ এবং অসাধারণের অসাধারণ বিবেচনায় যেরূপ ভাবের উদয় হয় সেইরূপ করিবেন। এই স্থলে প্রস্তাব সমাপন সময়ে অতিশয় মনের দুঃখে বিশেষ কাতর হইয়া একটি কথা লিখিতে হইল, এতদ্দেশস্থ ও ভিন্ন দেশস্থ সমস্ত মহাশয় এই অসুস্থচিত্ত জনের লেখাটি প্রশস্ত মনে ও প্রশস্ত নয়নে দৃষ্টি করিবেন।

হে মহাশয়গণ, সংপ্রতি অনেক মহাশয় এই বিধবাবিবাহের সুযোগ পাইয়া এরূপ অনুযোগ করিতেছেন যে, এই সূত্রে প্রভাকর সম্পাদকের মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হে ঈশ্বর! তুমি সাক্ষী, হে সত্য! তুমি সাক্ষী, হে ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষী।—এই অভিযোগ অতি অন্যায় অভিযোগ হইতেছে, যেহেতু আমারদিগের অভিপ্রায়ের পরিবর্ত্তন কিছুমাত্রই হয় নাই, স্বপ্নেও যাহার সংকল্পের সম্ভাবনা নাই, তাহার সম্ভাবনা কি প্রকারের সম্ভাবনা হইতে পারে? যাঁহারা আদ্য অন্ত না দেখিয়া ও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অন্যায়রূপে এই অঘট ঘটনার ঘটক হইয়া নানা কথার রটনা করিতেছেন, আমি বিশেষ রূপে বিনত হইয়া তাঁহারদিগের নিকট এই নিবেদন করি, তাঁহারা অনর্থক কেন আমার প্রতি এই মর্ম্মান্তিক প্রচুর পীড়াকর অতি নিকৃষ্ট পরীবাদ প্রদান করেন?—আমার জীবনধন হরণ করুন, সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া আমাকে নিঃস্ব করুন, তাহাতে ক্ষণমাত্র ক্ষুব্ধ হইব না, কিন্তু কি ভয়ঙ্কর! কি পরিতাপ!—এরূপ অতি কুৎসিত, অতি নিন্দিত এবং অতি ঘৃণিত অপবাদ দ্বারা কেন আমার "সুনাম" ও "সুরাগ" হরণ করিতেছেন?—মনুষ্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা লজ্জা ও দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই, আমি কোন অপরাধ করি নাই, "মতের পরিবর্ত্তন" যাহা কখনই হয় নাই, হইবার নয়, এবং হইবে না, সে বিষয়ে কেন এরূপ নিষ্ঠুর উক্তি করিতেছেন?—"বিধবা বিবাহ বিষয়ে" বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিয়া আমরা প্রথমে যাহা উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণেও তাহাই করিতেছি, এবং পরেও সেইরূপ করিব, ইহার অন্যথাচরণ কদাচই করিব না।—আমারদিগের লেখনী কোন ব্যক্তি বিশেষের অধীনা কস্মিনকালেই হয় নাই ও হইবে না, ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও কাহারো নিকট স্বাধীনতা এবং অভিপ্রায়কে বিক্রয় করিব না, সেরূপ হইলে এতকাল এরূপে আপনারদিগের নিকট এতদ্রূপ মান, সম্ভ্রম ও সমাদর প্রাপ্ত হইতাম না, এবং বৈষয়িক এত কষ্টও থাকিত না, অথচ কষ্টের সীমা থাকিত না। কোন খানেই আদর পাইতাম না, মুখ তুলিয়া কথা কহিতেও পারিতাম না।—হয়তো ব্যবহার ও স্বভাব দোষে কত শতবার কারাগার ক্লেশ ভোগ করিতে হইত—অস্মদাদির ধন নাই, শুদ্ধ এক মন আছে, সেই মনেতেই নিরুদ্বেগে, অলোভে, অক্ষোভে, সততই স্বর্গের সুখ সম্ভোগ করিতেছি।

অধুনা নিবেদন এই, যে, আপনারা আমার দোষ প্রমাণ করুন, প্রমাণ হইলে আমি মুক্তকণ্ঠে অপরাধ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিব। সর্ব্বসাধারণ বিধবাদিগের বিবাহ হয়, তাহাতে আমার অভিমত কখনই নহে, কেবল অক্ষতযোনিদিগের বিবাহ হয়।—বিবাহ-পক্ষ মহোদয়েরা ক্ষতাক্ষত প্রভেদ না করিয়া এককালে বিধবা মাত্রেরি বিবাহ বিধি করিলেন।—এ বিষয়ে কেবল যুক্তিকে অবলম্বন করাই আমার অভিমত ছিল, তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিচারকে আশ্রয় করিলেন।—এ বিষয়টী রাজনিয়মের অধীন করণে অনেকে সম্মত ছিলেন না, তাঁহারা কৌশলে ও প্রকারান্তরে তাহাই করিলেন।—প্রধান প্রধান সমাজের পণ্ডিতদিগের ও প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের সম্মত করিয়া অক্ষতযোনির বিবাহ দেওয়াই অনেকের মত ছিল, তাঁহারা তাহা উপেক্ষা করিয়া অধিকাংশের অনভিমতে অসময়ে এরূপে কার্য্যারম্ভ করিলেন যে, পরিশেষে কিরূপ অবস্থায় দাঁড়ায়, এখন তাহা স্থির করিতে কেহই সমর্থ নহেন।

এইস্থলে পুনর্ব্বার আর কয়েকটি প্রস্তাব করিতে হইল, শ্রীযুত বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বসাধারণ বিধবার বিবাহ বিধানে উৎসুক হইয়া প্রথমে যে শাস্ত্রসম্মত বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, অদ্যাপি সেই বিচারের কিছু মাত্র শেষ হয় নাই, যদি আপনারা এমত কহেন যে "বিদ্যাসাগরের লেখার উত্তর প্রদান কেহই করিতে পারেন নাই, এবং তিনি যে দ্বিতীয় পুস্তক রচনা করেন তাহাতেই সকলকে নিরস্ত করিয়াছেন, তদ্দারাই তাঁহার জয়লাভ হইয়াছে" এ কথার উত্তরে আমরা নিরুত্তর।—তাহাই হইতে পারে। কিন্তু কতিপয় সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আক্ষেপ সহযোগে অভিমানপূরিত অহঙ্কারভরে এরূপ কহিতেছেন, "বিচারের কিছুই হয় নাই, প্রকাশ্যরূপে সভা করিয়া বাচনিক বিচারযুদ্ধ কিম্বা একটা পরিমিত কাল কল্পনা করিয়া, সেই কালের মধ্যে লিপি-যুদ্ধ সমাধা হয়, সেই সময়ে যদি তাঁহারা পরাভূত হন, তবে সকল প্রকার দণ্ড গ্রহণেই স্বীকৃত আছেন"।

উক্ত অধ্যাপক মহাশয়দিগের এই কথা প্রমাণে বিচারের শেষ হয় নাই, এরূপ প্রতীতি হইতে পারে কি না? তাহা আপনারা বিবেচনা করুন। শাস্ত্রীয় বিচার বড় সহজ ব্যাপার নহে, অত্যন্ত কঠিন, যদিও বিদ্যাসাগর মহাশয় অদ্বিতীয় পণ্ডিত, তথাচ তাঁহার সহিত বিচারে কেহই সক্ষম নহেন, তাবতেই পরাজিত হইয়াছেন ও হইবেন, এই উক্তিতে যদি আমরা সম্মতি দিয়া নীরব থাকি তবে ধার্ম্মিক ও সূক্ষ্মদর্শিজনেরা আমারদিগকে কি কহিবেন? নিরপেক্ষ কহিবেন, না পক্ষপাতি কহিবেন? যাঁহারা বিচারের প্রার্থনা করেন, যদবধি যথার্থরূপ বিচার দ্বারা তাঁহারদিগকে দুর্ব্বল করা না হয়, তদবধি বিচার নিষ্পন্ন হইয়াছে ও জয় হইয়াছে একথা কেহই বলিতে পারিবেন না, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত প্রবোধ দিয়া বিচারার্থির বিচার প্রবৃত্তি নিবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা না করিলে বিচারকের বিচারাংশে অনেক দোষ পড়ে, এবং ফলেরো হানি হয়।—ভট্টাচার্য্য মহাশয় যদিস্যাৎ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিচারে প্রবৃত্ত না হইতেন, কেবল যুক্তির অনুগত হইতেন, তবে আমরা কোন

কথাই কহিতাম না, এবং কথা কহিবারো কোন কথা থাকিত না।—অতএব শাস্ত্রীয়-যুদ্ধে পক্ষ, প্রতিপক্ষ, যাঁহারা নিঃসন্দেহরূপে আমারদিগের অন্ধকার হরণ করিবেন, আমরা সেই পক্ষকেই মস্তকে তুলিয়া পূজা করিব। এই প্রভাকরে আহ্লাদ পূর্ব্বক উভয় পক্ষেরি লিপি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি।

পরন্তু বিবাহ পক্ষ মহাশয়েরা যদি শাস্ত্র পরিহার পুরঃসর যুক্তির আশ্রয়ে শুদ্ধ অক্ষত-যোনির বিবাহ বিধান করিয়া দেশস্থ সকলের সম্মতি লইতে সম্মত হয়েন, তবে আমি তাঁহারদিগের সহিত ঐক্য হইয়া মহা-সুখে দাঁতে কুটো ধরিয়া ও গলায় কুড়ুল বাঁধিয়া দ্বারে ভ্রমণ করিব তাহাতে সংশয় মাত্রই নাই। কিন্তু এবিষয় শাস্ত্রসিদ্ধ, যে পর্য্যন্ত ইহা কখনই বলিতে পারিব না, সে পর্য্যন্ত আমি নিশ্চয় জানিয়া আপনার মনকে আপনি প্রবোধ দিতে না পারিব।

সংপ্রতি যে দুইটি বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সহিত আমার চিত্তের এই মাত্র প্রভেদ যে, এই উদ্বাহ উৎসাহ যদ্রূপ নিয়মে নির্ব্বাহ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে হয় নাই। যদি বলেন "তাহা কখনই হইবার নহে" সে কথা সত্য বটে, কিন্তু সদুপায়ে ও সুকৌশলে যে কর্ম্ম হয়, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম। বলের দ্বারা বা ছলের দ্বারা যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্ম কর্ম্মই নহে, দেখুন ইহাতে পিতৃ-বিচ্ছেদ, মাতৃ-বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ, বান্ধব-বিচ্ছেদ, কুটুম্ব-বিচ্ছেদ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, সুহৃদ-বিচ্ছেদ, পরস্পর দ্বেষাদ্বেষ, গৃহ বিবাদ, সমাজ সংহার।—আর অন্যের কথা দূরে থাকুক, জন্মদাতা পিতা, ও গর্ভধারিণী জননীর মনে যাবজ্জীবনের জন্য আন্তরিক বেদনা প্রদান প্রভৃতি কত অনর্থ হইতেছে। পাদ্রি সাহেবেরা একটা ধর্ম্মজ্ঞানে যে প্রকার করিয়া থাকেন, সেরূপ ধর্ম্মের সম্বন্ধ না থাকাতেও এবম্ভূত পরিণয় প্রথা দ্বারা অবিকল সেই প্রকার ব্যবহার করা হইতেছে। অদ্য আমরা বারম্বার যেরূপ নির্দ্দেশ করিলাম, যদি বিদ্যাসাগর ও তাঁহার পক্ষ মহাশয়েরা তাহাতে অনুরত হন, বোধ করি, তবে এমত কোন কোন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ সাহায্য পাইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির অনেক সুসম্ভাবনাই হইতে পারে।

বিনয়ে, প্রণয়ে, উপায়ে ও কৌশলে কার্য্য করিতে হইবে, দেশের প্রধানদিগ্যে মিত্র করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে হইবে, শত্রু করিয়া কর্ম্ম করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে বিলম্ব হয়, হানি কি ? হইলই হইল। যাহা হউক, আমার মনের স্বরূপাভিপ্রায় সকলি প্রকাশ করিলাম, ইহাতে অভিমতের পরিবর্ত্তন বিবেচনা করেন তবে কি করিতে পারি ; নিতান্তই নিরুপায়। বিচার করিয়া আমার দোষ সাব্যস্ত করুন। মতের দোষ কিছুই হয় নাই, তবে যদি কোন প্রসঙ্গ লেখাতে, লেখকের প্ররোচিত কোন কথার দোষে অথবা আমার লিখিত কথা না হইয়াও আমার লিখিত কোন কথার দোষে, শ্রুত কটু জন্য কাহারো অন্তঃকরণে বেদনা জন্মিয়া থাকে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে দোষ ক্ষমা করিবেন, তজ্জন্য আমি ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত। ১১. ২. ১২৬৪। ২৩. ৫. ১৮৫৭

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় দীর্ঘজীবিষু।

"সম্পাদক মহাশয়! অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব। তাহার পর বিবেচনা সিদ্ধ হয় প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

হে গুণাকর সম্পাদকপ্রবর ঈশ্বর! আপনকার প্রণীত প্রভাকরই অস্মদ্দেশের অজ্ঞানরূপ ধ্বান্তহারী এবং গগনবিহারী ধ্বান্তহারী স্বরূপ জগতের মঙ্গলকারী, সেই প্রভাকরের কোন সামান্য অনির্দ্দেশ্য কারণে কোন বিঘ্ন ঘটনে সাধারণের সম্যক্ প্রকারে অমঙ্গল সম্ভাবনা, অতএব আপাততঃ অমঙ্গলের কতিপয় লক্ষণ দৃষ্টি করিয়া অতিশয় উৎকণ্ঠা হইয়াছে, যাহাতে তাহা নিবারিত হইতে পারে তদুপযোগি কোন উপায় আশু সন্ধান করা কর্ত্তব্য। আপনকার প্রভাকর পত্র পূর্ব্বে বিবিধ প্রকার সৎসন্দর্ভ সুরচিত প্রবন্ধাদি পরিপূরিত হইয়া প্রত্যহ উদয় হইত, তাহাতে সাধারণজন সন্নিধানে আদরের আর পরিসীমা ছিল না, সকলে "প্রভাকর পত্র" নাম শুনিলে অমনি প্রীতিপূর্ণ চিত্তে আগ্রহাতিশয় পুরঃসর পাঠ করিত, কেহই অনাদর বা অশ্রদ্ধা মাত্র করিত না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইদানীন্তন কতিপয় লেখকের দোষে সে প্রভাকর ক্রমে পূর্ব্বকার খর-করবিহীন হইয়া নিতান্ত মলিন হইয়া উঠিয়াছে, ফলে তাদৃশ আদর ও মান্যতা উভয় লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। পরন্তু সে নিমিত্ত আপনাকে কোনরূপে দোষভাগি করা সঙ্গত ও উচিত নহে,...... কয়েকদিন হইল ভবল্লিখিত একখানি মাসিকপত্র মধ্যে আপনার যৎপরোনাস্তি আক্ষেপোক্তি পাঠ করিয়া মনোমধ্যে আরো উদ্বেগ উপস্থিত হইল, সেইজন্যই এত যত্ন প্রকাশ্য পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য তাবৎ কার্য্যাপেক্ষা গুরুতর ও কঠিন, সম্পাদক শতগুণে ভূষিত হইলেও পাঠক ও অপরাপর লেখকের লেখার উপর তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়, তদ্ভিন্ন তিনি কদাপি কার্য্য সুনিয়মে ও সুচারুরূপে চালাইতে পারেন না। ক্রমাগত এক ব্যক্তির ভাবও লেখাতে সাধারণের মনস্তুষ্টি হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভাবিত নহে, আর সাধারণের মনস্তুষ্টি ব্যতীত পত্রের মানসম্ভ্রম ও আদর কিছুই থাকে না, কিন্তু অদ্যাবধি এদেশে যত সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে আপনকার পত্রের ন্যায় আদর ও গৌরব অন্য কোন পত্রেরই হয় নাই তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে, আপনার দৈবশক্তি বিলক্ষণ আছে এবং আপনকার পাঠক ও বিজ্ঞ লেখকমণ্ডলীও আহ্লাদ ও উৎসাহপূর্ব্বক সময়ে সময়ে স্ব স্ব রচিত প্রবন্ধাদি দ্বারা পত্র ভূষিত করেন, কাযেই সকল দিক বজায় ছিল, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে আপনকার পীড়া প্রযুক্ত সে ব্যাপারে যৎপরোনাস্তি বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। আমি যথার্থ কহিতেছি কি না? আপনি সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, আমি বহুকাল পর্য্যন্ত আপনকার প্রভাকর পড়িতেছি তাহাতে আপনার লেখকদিগের মধ্যে অনেককেই ভালরূপ জানি, আপাততঃ তাহাদের মধ্যে কতিপয়

সুলেখক বুদ্ধিমন্ত যুবকের নাম পাঠাইতেছি তাঁহারা অধিকন্তু আপনকার ছাত্ররূপে গণ্য, আপনি অনুগ্রহ করিয়া তাঁহারদিগ্যে নিজ পত্র মধ্যে আহ্বানপূর্ব্বক পূর্ণ লিখনে অনুরোধ করিলে বোধ করি তাঁহারা যত্ন ও আহ্লাদ করিয়া স্বীকৃত হইবেন, তাঁহারা যে এখন কি কারণে পূর্ব্বরাগ বিবর্জ্জিত হইয়াছেন আর কেনই বা লেখেন না, তাহার সবিশেষ কিছুই বুদ্ধিগম্য হইবার নহে, তবে অনুমান হয় উপযুক্ত মত উৎসাহ না পাইয়া থাকিবেন। হে মহাশয়! অসময়ে শিষ্যের সাহায্য প্রার্থনায় মর্য্যাদার লাঘব কিছুই নাই, বরং তাহাতে দেশের বিধিমতে উপকার সম্ভাবনা। আপনি দেশের হিতার্থে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অনেক প্রকার করিয়াছেন, অতএব বর্ত্তমান বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকায় উভয়তঃ ক্ষতি মাত্র, আপনার প্রভাকরই বঙ্গভাষাকে অন্ধকার হইতে মুক্ত করিয়াছে, আর সেই আলোক প্রভাবেই বঙ্গভাষা অধুনা এরূপ উন্নত্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এইক্ষণে সে প্রভাবের হীনতা দেখিলে অত্যন্ত আক্ষেপ হয়, আপনি প্রস্তাবিত বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই সকল দিক বজায় থাকিতে পারে। আপাততঃ যে কয়েকটি নাম স্মরণ হইল তাহা লিখিতেছি, প্রয়োজনমতে অনুসন্ধান করিয়া আরো লিখিতে ত্রুটি করিব না, এস্থলে নাম বসানতে গুণের ইতর বিশেষ কিছুই করা যায় নাই।

শ্রীযুত দ্বারকানাথ অধিকারী।
„ দিনবন্ধু মিত্র।
„ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
„ রাধামাধব মিত্র।
„ গোসাইদাস গুপ্ত।
„ শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়।
„ কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
„ রামকমল মজুমদার।
„ যাদবচন্দ্র রায়।
„ শ্যামানন্দ গুপ্ত।
„ চন্দ্রনাথ বরাট।
„ যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়।
„ দিননাথ মুখোপাধ্যায়।
„ বলদেব পালিত।
(অদ্য এই পর্য্যন্ত)

৬ বৈশাখ ১২৬৪ কস্যচিৎ প্রভাকর হিতেচ্ছু জনস্য।"

সংবাদ। ১৪. ২. ১২৬৪। ২৬. ৫. ১৮৫৭

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় সিপাহি সেনা দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি ভক্তি ও অভিপ্রায় প্রকাশ জন্য এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গত দিবস হিন্দু মিট্রোপলিটান কালেজে যে সভা করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল অবধারিত হয়, অন্যান্য বিবরণ সকল আগমিতে প্রকাশ করিব অদ্য স্থানাভাব হইল।

১। এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে এতদ্দেশীয় কয়েক দল পদাতিক সৈন্য গবর্ণমেণ্টের বিরোধি হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহার জন্য সভার ঘৃণা ও ভয়।

২। এতদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহিদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোন রূপ সংায়তা না করাতে গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যন্ত ভক্তি হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু তাহারা একাল পর্যন্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্দ্বারা তাহা আরো সংপূর্ণ রূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।

৩। কতিপয় সিপাহি সেনা দুর্জ্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু ঐ ভ্রমের কোন কারণ নাই।

৪। এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তিরক্ষা নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের প্রতি যদ্যপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য্য করিতেছেন যে মহারাণীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধ করিবেন।

৫। এই সভার বিবরণ সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ এতদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করা হয়।

৬। এই সভার বিবরণের এক অনুলিপি সভাপতি মহাশয় স্বাক্ষর পূর্ব্বক ভারতবর্ষের শ্রীযুত অনরবিল গবরনর জেনরেল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করা হয়।

সম্পাদকীয়। ১৫. ২. ১২৬৪

এই কলিকাতা রাজধানীর প্রজাদিগের বসতি শৃঙ্খলা কিছুই নাই যেখানে বাজার সেই খানেই ভদ্রলোকের বাস, বিশেষতঃ বেশ্যারা ইচ্ছানুসারে সকল স্থানে বাস করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াতে আরো মন্দ হইয়াছে তাহাতে অনেকে সুপথ পরিহার পূর্ব্বক তাহার-

দিগের কুহক চক্রে পতিত হইয়া কুমার্গে কলঙ্ক এই রাজধানীতে ক্রমে যেরূপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে বিজ্ঞলোক মাত্রেরই অন্তঃকরণে ভয় জন্মিয়াছে, এখন পল্লীপথ বা গলি নাই সেস্থানে বারবিলাসিনীদিগের আবাস স্থান দৃষ্টিগোচর না হয়, মদ্যপান ধূম্রপান গুলি গাঁজা ছররা টান ইত্যাদি টান পানের ব্যাপার বারাঙ্গনা ভবনেই অধিক হইয়া থাকে, দুষ্ট দুরাত্মা তস্কর প্রতারক ঠক ইত্যাদি অসদ্‌বৃত্তোপযোগি কুলোকেরা বেশ্যাগারেই বাস করে. অতএব বেশ্যাদিগকে শাসন করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতি আবশ্যক হইয়াছে, পূর্ব্বে একবার বলিয়াছিলেন যে বেশ্যাদিগের বাসের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং তাহারদিগের নিমিত্ত কঠিন নিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট হইবেক, দশ ঘটিকার পর আর কোন লম্পট বেশ্যাগারে প্রবেশ অথবা তথা হইতে বহির্গমন করিতে পারিবেন না। এই সংবাদ পাঠে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম কিন্তু নিয়ম নট নটীর পক্ষে নিতান্ত পীড়াজনক হওয়াতে তাহা এ পর্য্যন্ত প্রচার হয় নাই। মান্যবর মেষ্টর গ্রাণ্ট সাহেবের প্রস্তাবিত পুলিস আইন মধ্যে কেবল এই মাত্র লিখিত হইয়াছে যে কোন বেশ্যাগারে যদ্যপি গোলযোগ হয় তবে তৎপল্লীস্থ তিন অথবা ততোধিক বাটীর অধিকারি সেই বিষয় পুলিস মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে বিদিত করিবেন, মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা নিবারণ করিয়া দিবেন এবং তথায় পুনর্ব্বার গোলযোগ হইলে প্রতিদিবস গৃহের অধিকারির বিংশতি টাকা দণ্ড করিবেন বটে কিন্তু ইহাতে বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা কিছুই উল্লেখ হয় নাই, গবর্ণমেণ্ট লম্পট নট ও বারবিলাসিনীদিগকে সংপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিতেই নগরমধ্যে লাম্পট্য দোষের আতিশয্য হইয়াছে।

আমরা পরম সন্তুষ্ট হইলাম যে বিদ্যোৎসাহিনী সভার মেম্বর মহাশয়েরা এই বিষয় লইয়া গত শনিবার দিবসীর সভায় গুরুতররূপে আন্দোলন করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সমাজে এক আবেদন পত্র প্রেরণ করিবেন তাহাও প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু নিশ্চিতাবধারণ কিছুই হয় নাই। আগামি শনিবাসরীয় সমাজে ঐ প্রস্তাব পুনর্ব্বার উত্থাপিত হইবেক।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৬. ৩. ১২৬৪। ১৯. ৬. ১৮৫৭

যে ব্যক্তি যে কার্য্যের যোগ্যপাত্র তাহার প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করাই কর্ত্তব্য হয়, যেহেতু তাহাতে কার্য্যের সুশৃঙ্খলা ও ফল সিদ্ধি হইয়া থাকে, যিনি যে বিষয় বুঝিতে পারেন তিনি অবশ্য তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করণে সক্ষম হয়েন, এ কারণ বিবেচক ও দূরদর্শি মনুষ্য সকল কোন ব্যক্তির প্রতি কোন প্রকার কার্য্যভার সমর্পণ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যোগ্যতার ও চরিত্রের পরীক্ষা করেন, বিশেষতঃ কোন লোকের প্রতি একেবারে সংপূর্ণ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য হয় না, ক্রমে ক্রমে তাহার ব্যবহার ও চরিত্রের পরীক্ষা করিতে হয়, তাহাতে তিনি সংপূর্ণরূপে দোষশূন্য হইলে এবং তাহার ব্যবহার ও চরিত্র

নির্ম্মল হইলে তাঁহাকে বিশ্বাসপাত্র বিবেচনা করিতে হয়, কিন্তু যিনি ইহার বিপরীতাচরণ করেন তিনিই বিপরীত ফলভাগী হইয়া থাকেন।

কোন নির্ম্মলচরিত্র ধাম্মিক মনুষ্য কোন ধনাঢ্য লোকের বিশ্বাসপাত্র হইয়া তাঁহার বিষয়কার্য্য নির্ব্বাহ করণের ভার গ্রহণ করিলে তাঁহাকে সেই বিশুদ্ধ স্বভাবের ও ধাম্মিকতার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়, তিনি সেই বিষয় আপনার বিষয়ের ন্যায় রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, এবং যাহাতে তাহার উন্নতিসাধন হয় সংপূর্ণরূপে এমত চেষ্টা করিবেন, ক্ষতি নিবারণার্থ বিশেষ মনোযোগী হইবেন, কিন্তু লোভাকুল চিত্তে কদাচ তাহার প্রতি হস্ত বিস্তার করিবেন না, অধীন কর্ম্মচারিদিগের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন, উপযুক্ত পাত্র বিশেষের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সময়ে সময়ে পুরস্কার প্রদান করিবেন, এবং অসচ্চরিত্র অকর্ম্মণ্য অলস ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা শাসনে রাখিবেন, তাহাতে তাহারদিগের চরিত্র সংশোধন না হইলে পরিশেষে তাহারদিগের পরিবর্ত্তে সুতরাং অন্য লোক নিযুক্ত করিবেন।

এই অবনীমণ্ডলে বিশ্বাস অতুল্য রত্ন স্বরূপ হইয়াছে, এই বিশ্বাস দ্বারাই জগতীয় যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, মনুষ্য বহুগুণসম্পন্ন হইলেও একাকী সাংসারিক বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধীয় সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন না, সুতরাং অনেকের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস করিতে হয়, ফলতঃ যে ব্যক্তি আপনার ব্যবহার ও চরিত্র দোষে বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাহার অপেক্ষা অকৃতজ্ঞ ও নরাধম আর কেহই নাই অতএব যিনি আপনার চরিত্রগুণে অন্যের বিশ্বাসভাজন হইয়া তাহার ধন প্রাণ রক্ষা করণের ভার গ্রহণ করেন তাঁহার পক্ষে সেই বিশ্বাসের ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই আবশ্যক হয়।

বিষকুম্ভ পয়োমুখ, অর্থাৎ অন্তর গরলপূর্ণ, কিন্তু বাক্যে মধু বর্ষণ এমত ভয়ানক মনুষ্য অবনীমণ্ডলে বিস্তর আছে, তাহারদিগের চরিত্রও অতি ভয়ঙ্কর, তাহারা বা কৌশলে অনায়াসে অনেক ব্যক্তি মুগ্ধ করিয়া আপনারদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ করে, উপাসনা ও তোষামোদ তাহারদের বাক্যের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে, যে স্থানে অসদভীষ্ট সিদ্ধ করিবার উপায় অবলোকন করে সেই স্থানেই গমন করিয়া মধুমিশ্রিত বাক্য দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে মোহিত করে, ও সম্মুখে আজ্ঞাবহ থাকিয়া গোপনে তাঁহার নাশের সূত্র সঞ্চার করিতে থাকে, মোহনবাক্যে মুগ্ধ করিতে পারিলে তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না, একেবারে কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া বসে, কার্য্যকেই অসাধ্য বলিয়া প্রচার করে না, কস্মিন্‌কালে যে কার্য্য তাহার শ্রুতি বা নয়নগোচর হয় নাই সেই কার্য্য পরিচর্য্যা করিতে ধাবিত হয়, তাহাতে ভর্ৎসিত লাঞ্ছিত এবং তিরস্কৃত হইয়াও কেবল স্বীয় প্রভুর ক্ষতিসাধন করে, যে শুদ্ধস্বভাব মহাপুরুষ এবম্প্রকার ভয়ানক প্রতারকের কুহক মন্ত্রের নাসক হয়ে তিনি আপনার বিবেকে আপনি আহ্বান করিয়া পরিশেষে বিলাপ ও সন্তাপে তাপিত হয়ে তাঁহার সম্মান প্রতিপত্তি ক্রমে বাহিত হইয়া তাঁহাকে অপমানিত করে, সজ্জন সমাজে তাহার প্রতিপত্তি লাভ করা দূরে থাকুক আত্মীয় সমাজেও তিনি সমাদর প্রাপ্ত হন না, অতএব সজ্জনগণ তোষামোদ-

তৎপর মধুমুখ প্রতারকদিগকে বিহিত সাবধানে ব্যবহার করিতে, কোনমতেই তাহারদিগের প্রতি বিশ্বাস করিবেন না, পরীক্ষা দ্বারা যে ব্যক্তিকে যে কার্য্যের উপযুক্ত ও বিশ্বাসপাত্র বিবেচনা করিবেন তাহাকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া তাহার প্রতি বিশ্বাস করিবেন।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৭. ৩. ১২৬৪। ২০. ৬. ১৮৫৭

কয়েকদল অধার্ম্মিক—অবাধ্য—অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনা-বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্ম্মিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক রাজবিদ্রোহি হওয়াতে রাজ্যবাসি শান্তস্বভাব অধন সধন প্রজা-মাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছেন, "এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ব্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক, রাজ্যের সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর! তুমি সমুদয় বিঘ্ন হর,—সকল উপদ্রব নিবারণ কর,—প্রজাবৎসল সুধার্ম্মিক সুবিচারক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জয়-পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান কর।—অত্যাচারি—অপকারি বিদ্রোহকারি দুর্জ্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর।—যাহারা গোপনে গোপনে অথবা প্রকাশ্যরূপে এই বিষমতর অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উল্লেখিত জ্ঞানান্ধ সেনাগণকে কুচক্রের দ্বারা কুপরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছেন তাহারদিগে দণ্ড দান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ-বৃক্ষের ফলভোগ করুক।"

লোকের সংখ্যা নিরূপণ করিতে পারি না, আমারদিগের সহিত যখন যাঁহার সাক্ষাৎ হয় তখন তিনি প্রসঙ্গ মাত্রেই এই প্রকার উক্তি করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ বঙ্গদেশস্থ সমস্ত বাঙ্গালি প্রজা নিতান্ত প্রভুভক্ত, ইহারা নিরন্তর কেবল শ্রীশ্রীমতী রাজ্যেশ্বরীর প্রতুল প্রত্যাশা করে, যাহাতে রাজপুরুষদিগের রাজলক্ষ্মী ভারতবর্ষে চিরস্থায়ীনী হয়েন, একাগ্র চিত্তে তাহারি অভিলাষ করে, স্বপ্নেও কখনো অমঙ্গল চিন্তা করে না, কারণ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনতায় অধুনা দুর্ব্বল ভীরু বাঙ্গালি ব্যূহ যেরূপ সুখ সচ্ছন্দতা সম্ভোগ পূর্ব্বক সানন্দে বাস করিতেছে, কস্মিন্‌কালে তদ্রূপ হয় নাই, রামরাজ্য আর কাহাকে বলে? এই রাজ্যইতো রাম রাজ্যের ন্যায় সুখের রাজ্য হইয়াছে, আমরা যথার্থরূপ স্বাধীনতা সহযোগে পদ, মান, বিদ্যা, এবং ধর্ম্ম, কর্ম্মাদি সকল প্রকার সাংসারিক সুখে সুখি হইয়াছি; কোন বিষয়েই ক্লেশের লেশমাত্র জানিতে পারি না, জননীর নিকট পুত্রেরা লালিত ও পালিত হইয়া যদ্রূপ উৎসাহে ও সাহসে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া অন্তঃকরণকে কৃতার্থ করেন, আমরাও অবিকল সেইরূপে পৃথিবীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্ব্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।। ভারতবর্ষের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়েরা যথার্থ নীতিশাস্ত্রের নিয়মানুসারে দুষ্ট দমন শিষ্ট পালন পূর্ব্বক রাজ্য রক্ষা করিতেছেন। সকল দিগেই সমান দৃষ্টি বিস্তার করিয়াছেন, ইংলণ্ডীয় ভাষা সহকারে প্রজাপুঞ্জের স্ব স্ব জাতীয় ভাষার উপদেশ দিতেছেন। চিকিৎসা-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, কৃষি-বিদ্যা, পদার্থ নির্ণয়-বিদ্যা, নানারূপ ধাতু, খনিঘটিত ভূতত্ত্ব-নির্ণায়ক-বিদ্যা প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যার শিক্ষা দিয়া জীবিকা সাধনের জন্য প্রকৃষ্টরূপ প্রচুর পথ

প্রস্তুত করিতেছেন,—সকল বিষয়ের অভাব হরিতেছেন,—পরীক্ষা দ্বারা পাত্র বিবেচনা পূর্ব্বক সম্মান সহকারে পদ প্রদান করিতেছেন। গমনাগমনের জন্য উত্তম পথ, সেতু, বাষ্পীয় নৌকা, বাষ্পীয় রথ, প্রভৃতি কি চমৎকার সকল সৃষ্টি হইয়াছে, যেখানে সেখানে গমন করি কুত্রাপিই আশঙ্কা নাই, রাজপথে তরুতলে পর্ব্বত উপরে, নদী বিশেষে, বিরল স্থানে নিশাভাগে স্বচ্ছন্দ সুখে নিদ্রা যাইতেছি, রাজপুরুষেরা স্বয়ং শস্ত্রপাণি হইয়া আশ্রিত প্রজার ধন প্রাণ রক্ষা করিতেছেন, স্থানে স্থানে চিকিৎসালয়ে লক্ষ লক্ষ অনাথ রোগি ঔষধ পথ্য প্রাপ্ত হইয়া গুরুতর রোগ হইতে অনায়াসে নিস্তার পাইতেছে।—এই প্রকার শত শত দয়ার ব্যাপার দৃষ্টি করিয়া অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতারসে আর্দ্র হইতে থাকে। যবনাধিকারে আমরা ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই নাই, সর্ব্বদাই অত্যাচার ঘটনা হইত। মহরমের সময়ে সকল হিন্দুকে গলায় "বদ্দি" অর্থাৎ যাবনিক ধর্ম্মসূচক একটা সূত্র বান্ধিয়া দর্গায় যাইতে হইত, গমি অর্থাৎ নীরব থাকিয়া "হাঁসন" "হোঁসেনের" মৃত্যু জন্য শোকচিহ্ন প্রকাশ করিতে হইত। কাছা খুলিয়া কুর্নিস করিয়া "মোর্চ্চে" নামক গান করিতে হইত। তাহা না করিলে শোণিতের সমূদ্র প্রবাহিত হইত। এইক্ষণে ইংরাজাধিকারে সেই মনস্তাপ একেকালেই নিবারিত হইয়াছে, আমরা অনায়াসেই "চর্চ্চ" নামক খ্রীষ্টিয় ভজনামন্দিরের সম্মুখেই গভীরস্বরে ঢাক, ঢোল, কাড়া, তাসা, নহবৎ, সানাই, তুরী, ভেরী, বাদ্য করিতেছি "ছ্যাড্যাং" শব্দে বলিদান করিতেছি, নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি, প্রজাপালক রাজা তাহাতে বিরক্ত মাত্র না হইয়া উৎসাহ প্রদান করিতেছেন। এই কল্পে ছোট বড় সকলকে সমভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। লাডসাহেবের বাটীর সম্মুখ দিয়া কোন কোন পল্লীর হিন্দুরা ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টার বাদ্য করিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন করিতে যাইতেছেন, তাহাতে রাজপক্ষীয় প্রহরি প্রভৃতি কেহই "চু" শব্দটি করে না। নবাবী সময়ে "আদব" "কায়দা" করিতে করিতে কর্ম্মচারিদিগের প্রাণান্ত হইত, গাড়ী, পাল্কি, চড়া দূরে থাকুক হুজুরদিগের চক্ষে পড়িলে জুজুরমত সং সাজিয়া প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইত। বর্ত্তমান রাজ মহাত্মারা সে বিষয়ে একেকালেই অভিমানশূন্য, সমস্ত কর্ম্মচারি যথোচিত মর্য্যাদার সহিত সুখে স্ব স্ব কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, পথিকেরা কি মহারাণী, কি গবর্ণর জেনরল সকলের পাশ ঘেসিয়া নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে গমনাগমন করিতেছে। কেহ যদি "সেলাম" না করে তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষোভ নাই। এবং সেলাম করে এমত ইচ্ছাও নাই, যে ব্যক্তি প্রভুভক্তি প্রচারার্থে স্বয় স্বেচ্ছা পুর্ব্বক বিনিত হইয়া নমস্কার করে, অতিশয় আহ্লাদ পুর্ব্বক তাহার সেই নমস্কার গ্রহণ করত তদ্বিনিয়মে নমস্কার প্রদান করিয়া থাকেন। যবনাধিকারে এই বঙ্গদেশের লোকেরা সময়ে সময়ে দস্যু, তস্কর বিশেষতঃ বর্গির হেঙ্গামায় হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কি পর্য্যন্ত আন্তরিক যাতনা সম্ভোগ না করিয়াছেন? এইক্ষণে সে যাতনাই জাত নাই।

এই স্থলে সকলে প্রণিধান করুন, ব্রিটিস অধিকার আমারদিগের পক্ষে কি প্রকার সুখের আধার হইয়াছে, অনায়াসেই অতি সহজে নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যার উপার্জ্জন,

সুপথে থাকিয়া সুরীতিক্রমে বিবিধ সদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন, বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা ধনাহরণ, নির্ভয়ে অর্জ্জিত ধনরক্ষণ, অর্জ্জিত ধনের বৃদ্ধি, অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের সুদের দ্বারা ধন বৃদ্ধি করণ। স্বচ্ছন্দে শঙ্কা-শূন্য হইয়া নানাদেশ পর্য্যটন ও তীর্থাদি দর্শন, স্বাধীনরূপে ধর্ম্ম যাজন, রাজকীয় ব্যাপারে নানা কথার আন্দোলন, এবং রাজ নিয়মের দোষোল্লেখ পূর্ব্বক সংশোধনের অনুরোধ করণ ইত্যাদি অশেষবিধ বিষয়েই আমরা অশেষরূপে উপকৃত হইতেছি, অতএব সকলে একবার মুক্তকণ্ঠে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা ঘোষণা করিয়া মনের সহিত জয় প্রার্থনা কর।

হে বঙ্গদেশীয় মহাশয়গণ! আমরা আর অধিক কি নিবেদন করিব? সুযোগ্য পরমবিজ্ঞ অদ্বিতীয় রাজনীতিজ্ঞ বিচারদক্ষ সর্ব্বাধ্যক্ষ গবর্ণর জেনরেল শ্রীযুত লার্ড কেনিং বাহাদুর তোমারদিগের অকপট প্রভুভক্তিতা, কৃতজ্ঞতা, সুশীলতা, মনের অখলতা, নির্ম্মলতা, এবং সচ্চরিত্রতার বিষয় বিশিষ্টরূপেই অবগত হইয়াছেন, কারণ বাঙালি জাতি কাঙালি অপেক্ষাও দুর্ব্বল, অত্যন্ত ভীত, সাহসহীন, ভাত মাছ খাইয়া শরীর ধারণ করে, অস্ত্রের নাম শুনিলেই কাঁপিতে থাকে, যাহারা আপনারা আপনারদিগের শরীর রক্ষা করিতে পারে না তাহারা কি আবার কস্মিন্‌কালে অরির-ভাব ধারণ করিয়া প্রবলতা প্রকাশ করিতে পারে? যে পর্য্যন্ত এদেশে ইংরাজের প্রভুত্ব হইয়াছে সেই পর্য্যন্ত তোমরা প্রভুভক্তরূপে বিখ্যাত হইয়া আসিতেছ, এই মহদ্গুণের প্রভাবে উপযুক্ত মত রাজানুগ্রহ ও প্রসাদ লাভ করিতেছ, এই কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম জন্য ধর্ম্ম তোমারদিগের ক্রমেই মঙ্গল করিবেন, এবং লার্ড বাহাদুর অপ্রসন্ন হইয়া যথাযোগ্য কৃপাবিতরণে কখনই কৃপণতা করিবেন না, তিনি প্রসন্ন হইয়া ভবিষ্যতে অধিক দয়া বিতরণ করিবেন।

সংপ্রতি অবোধ সেনারা বুদ্ধির বিকার বশতঃ যে কাণ্ড উপস্থিত করিয়াছে, আমরা সেই কাণ্ডকে প্রকাণ্ড কাণ্ড বলি না, কেননা যেমন ব্রহ্মাণ্ডের নিকট ভাণ্ড, সেইরূপ বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিস জাতির নিকট এই কাণ্ড অতি ক্ষুদ্র।

পিপীড়া আপনার মৃত্যুর নিমিত্তই পক্ষ ধারণ করে। অশ্বতরী আপনার নাশের নিমিত্তই গর্ভ ধারণ করে, কেশেঘাস নিজে সংহার পাইবার জন্যই পুষ্প-ধারণ করে। অধুনা সিপাহিদিগের সমর সজ্জা আপনারদিগের নিপাতের নিমিত্ত সেইরূপ হইয়াছে তাহাতে সংশয় কি? যে অবোধ পর্ব্বতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে সে ব্যক্তি সেই লোষ্ট্রাঘাতে আপনিই নিহত হয়। যদি তৃণের বাতাসে পর্ব্বতকে চঞ্চল করিতে পারিত, যদি চটক পক্ষি চঞ্চু দ্বারা সমুদ্রকে শোষণ করিতে পারিত, যদি মেষশাবক শৃঙ্গাঘাতে পৃথিবীকে রসাতল দিতে পারিত, তবে একদিন সিপাহিদিগের যুদ্ধানুষ্ঠানে আমরা ভয় করিতে পারিতাম, ইহাতে ভয়ের বিষয় কি আছে? তবে দুঃখের বিষয় এই যে, যাহারা এত দীর্ঘকাল অধীনে থাকিয়া বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার পূর্ব্বক সমুদয় সংগ্রামে অক্ষোভে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছে, অতি সাহসে সম্মুখ সমরে জয়লাভ করত বিশ্বময় ব্রিটিস বিক্রম

বিস্তার করিয়াছে, সংপ্রতি হঠাৎ তাহারদিগের সে ভাবের অন্যথা কেন হইল? এমন কুবুদ্ধি কেন ঘটিল? অবশ্যই তাহাতে কোন কারণ আছে, কোন কোন দুষ্ট লোকের দুষ্টাদেশেই এরূপ হইয়াছে, যাহা হউক, এইক্ষণে কাজে কাজেই তাহারদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড দিতে হইল, যদিও তাহারা অঙ্গ স্বরূপ, কিন্তু বিশেষ রোগে রুগ্ন ভঙ্গ অঙ্গ ছেদন না করিলে দেহ রক্ষা হয় না। কোন কোন রোগে হাতখানা কাটিতে হয়, অতি পীড়াকর নড়াদন্ত ফেলিতে হয়, সুতরাং ইহারদিগের বিষয়েও সেইরূপ বিধি বিধেয় হইতেছে।

হে বাঙ্গালি মহাশয়েরা! এবিষয়ে আপনারদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবে না, অস্ত্র ধরিতে হইবে না, আপনারা সকলে একান্তচিত্তে কেবল রাজপুরুষগণের মঙ্গলার্থ স্বস্ত্যয়ন করুন।—পরম পরাৎপর পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করুন, সকল প্রকারে মহারাণীর জয় হউক, শুভ হউক, লার্ড বাহাদুরের অভিলষিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া সর্ব্বতোভাবে সুখী হউন।—বিদ্রোহানল এখনি নির্ব্বাণ হউক।—জগদীশ্বর আপন ইচ্ছায় বিদ্রোহিদিগ্যে শাসন করুন, যাহারা বিদ্রোহি হয় নাই, তাহারদিগের মঙ্গল করুন, কোন কালে যেন তাহারদিগের মনে রাজভক্তির ব্যতিক্রম না হয়। হে ভাই, আমারদিগের শরীরে বল নাই, মনে সাহস নাই, যুদ্ধ করিতে জানি না, অতএব প্রার্থনাই আমারদিগের দুর্গ, ভক্তি আমারদিগের অস্ত্র এবং নাম জপ আমারদিগের বল, এতদ্দ্বারাই আমরা রাজ সাহায্য করিয়া কৃতকার্য্য হইব।

আমারদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই, ব্রিটিস অধীনে যেমন সুখে আছি চিরকাল সেইরূপ সুখেই থাকিব। সর্ব্বশেষে এই প্রার্থনা করি গবর্ণর বাহাদুর নিশ্চিন্ত-চিত্ত হইয়া রাজ্যের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, দুর্ভিক্ষ নিবারণে যত্নশীল হউন, তণ্ডুলাদি অগ্নিমূল্য হওয়াতে প্রজারা আর রক্ষা পায় না, রপ্তানি বন্ধ না করিলে দেশ বাঁচে না।

হে বাঙ্গালি সম্পাদকগণ! তোমারদিগের লেখনী যেন সুধা বর্ষণ করে, যেন বিষ-বৃষ্টি করিয়া প্রলয়োৎপাদন না করে, সকলে রাজ্যেশ্বরের কুশল প্রার্থনায় লেখনী চালনা কর।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৭. ৩. ১২৬৪। ২০. ৬. ১৮৫৭

জয় জয় জগদীশ, জগতের সার।
লহ লহ লহ নাথ, প্রণাম আমার॥
করি এই নিবেদন, দীন দয়াময়।
বাঞ্ছাফল পূর্ণ কর, হয়ে বাঞ্ছাময়॥
চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিসের জয়।
ব্রিটিসের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়॥
এমন সুখের রাজ্য, আর নাকি হয়।
শাস্ত্র মতে এই রাজ্য, রামরাজ্য কয়॥

স্বাধীনতা-স্বর্গভোগ, সকল সময়।
কিছুমাত্র নাহি দুখ, সদা সুখময় ॥
সমভাবে সুখে আছে, প্রজা সমুদয়।
দোষি বিনা কেহ আর, দুখি কভু নয় ॥
নীতিশাস্ত্র মত যত, রাজার লক্ষণ।
দুষ্টের দমন আর, শিষ্টের পালন ॥
প্রজার সন্তান প্রায়, মূর্খ নাই আর।
যেখানে সেখানে দেখি, বিদ্যার আগার ॥
বহুবিধ বিদ্যাদানে, বিত্ত বিতরণ।
অজ্ঞান তিমির তায়, হতেছে মোচন ॥
শিক্ষা পেয়ে করে সবে, পরীক্ষা প্রদান।
যে, যেমন পাত্র, তার সেইরূপ মান ॥
প্রতিষ্ঠা পত্রের যোগে, পুরস্কার দান।
যোগ্য-জনে, যোগ্য-পদ, করেন প্রদান ॥
গুণভেদে পদভেদ, অসম্ভব নয়।
সঞ্চিত আশায় কেহ, বঞ্চিত না হয় ॥
কল, যন্ত্র, আদি যত, বিজ্ঞান প্রধান।
নানারূপে হইতেছে, জীবিকা বিধান ॥
"ইলেক্‌ট্রিক্ টেলিগ্রাপ" কিবা ভাস ভাসে।
ছ মাসের সমাচার, ছয়দণ্ডে আসে ॥
বাষ্পতরি, বাষ্পরথ, অপূর্ব্ব গঠন।
বণিকের বাণিজ্যের, মঙ্গলসাধন ॥
সহজেই পূর্ণ করে, নিজ মনোরথ।
ছয় দিনে আসে যায়, ছ মাসের পথ ॥
নিজ নিজ ধর্ম্ম প্রজা, করিছে পালন।
হৃষ্ট মনে পূজে সবে, তোমার চরণ ॥
প্রতিক্ষণ সুনিয়মে, শান্তির স্থাপন।
জোর করে চোর নাহি, হোরে লয় ধন ॥
নিরপেক্ষ নীতিদক্ষ, অতি দয়াবান ॥
পালন করেন প্রজা, পিতার সমান ॥
যেখানে সেখানে যাই, কিছু নাই ভয়।
তাই বলি, জয় জয়, ব্রিটিসের জয় ॥

বিশেষত বর্ত্তমান, গবর্ণর যিনি।
শাসনের আসনের যোগ্য জন তিনি॥
অতিশয় অনুরাগ, বিদ্যা বিতরণে।
প্রজা যাহে সুখে রয়, সদা তাই মনে॥
সুখেতে পালুক সবে, ধর্ম্ম আপনার।
করেছেন শুভকর ঘোষণা প্রচার॥
হে নাথ করুণাময়, নিবেদন তাই।
তব পদে ইংরাজের, জয় ভিক্ষা চাই॥
এই ভাবে রক্ষা কর, এই অধিকার।
ভারতে বিভ্রাট যেন, নাহি ঘটে আর॥

ভারতের পুত্রগণ, নিবেদন ধর।
ঈশ্বরের কাছে সবে, জয় ভিক্ষা কর॥
একভাবে, একমনে, এক ধ্যানে থাকো।
কৃতজ্ঞতা সার-ধর্ম্ম, অন্তরেতে রাখো॥
এখনি হইবে জয়, ভয় পেয়োনাকো।
ভক্তি-ভরে নিত্যনিধি, নিরঞ্জনে ডাকো॥
হোক্ হোক্ সমুদয়, শত্রু হোক ক্ষয়।
মুক্ত মুখে বল সবে, জয় জয় জয়॥
বিদ্রোহি সেফাইগণ, করি নিবেদন।
ছাড় দ্বেষ রণবেশ, কর সম্বরণ॥
এতদিন অধীনতা, করিয়া স্বীকার।
কৃতজ্ঞতা মহাধর্ম্ম, করেছ প্রচার॥
ব্রিটিস সমর-শিক্ষা, শিখে সমুদয়।
বাহুবলে কত দেশ, করিয়াছ জয়॥
কতবার পুরস্কার, পাইয়াছ তার।
গলেতে পদক আছে, চিহ্ন সবাকার॥
এখন তোমরা কার, কুচক্রেতে ভুলে।
করিতেছ অত্যাচার, রাজপ্রতিকূলে?॥
আজি ঘোর তাপরূপ, কূপ জলে উলে।
নিজ নিজ সংহারের, ধ্বজা দিলে তুলে॥

কার কথা শুনে সবে, সেজেছ সমরে ?।
পিপীড়ার পাখা উঠে, মরিবার তরে॥
এখনই ছেড়ে দেও, মিছে ছেলেখেলা।
আকাশের উপরেতে, কেন মারো ঢেলা॥
একবার দেখ দেখি, ধর্ম্মপানে চেয়ে।
এতকাল বেঁচে আছো, কার অন্ন-খেয়ে॥
তোমাদের প্রতি লোক, মিছে করে রোষ।
লেখা পড়া শেখ নাই, সেই দোষ দোষ॥
না শিখিলে, লেখাপড়া, মানুষতো বটে।
অকারণ এত পাপ, ঘটে কেন ঘটে ?॥
পাখি দেখ, পশু দেখ, যারা হয় পোষা।
পালকের প্রতি কভু নাহি করে গোসা॥
তোমরা হইলে খল, সাপের অধিক।
অধিক কি কব আর, ধিক্ ধিক্ ধিক্॥
যা করেছ, করিয়াছে, চারা নাই তার।
এখন ধর্ম্মের পানে, চাহ একবার॥
এদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন যিনি।
তোমাদের মন্দকারী কভু নন তিনি॥
কর কর, কর সবে, অস্ত্র পরিহার।
কর কর, কর মুখে, স্ব দোষ স্বীকার॥
ধর ধর, ধর এসে, চরণে তাঁহার।
পূর্ব্ববৎ অনুগত, হও পুনর্ব্বার॥
অপার কৃপার নিধি, "লার্ড" দয়াময়।
করিবেন বিবেচনা উচিত যা হয়॥

যে সব "সেফাই" আছে ব্রিটিসের বশ।
একমুখে কি কহিব, তোমাদের যশ॥
ভূপতির প্রিয় হোয়ে, প্রিয় ব্যবহারে।
পুরস্কার পাবে তার, গুণ অনুসারে॥
এই গুণে, একা কিছু, রাজ বলে নয়।
সদয় হবেন প্রভু, দীন দয়াময়॥

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত ৯. ৩. ১২৬৪। ২২. ৬. ১৮৫৭

অবোধ অবাধ্য সিপাহি সেনা সংপ্রতি স্থানে স্থানে যে বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে তজ্জন্য প্রজাপুঞ্জের ভীত-চিত্ত হওয়া উচিত নহে, সাহসিকরূপে তাহারদিগের দমনার্থ সদুপায় করাই উচিত, এবং উপস্থিত সময়ে রাজার শুভ স্বস্ত্যয়ন করাই কর্ত্তব্য। পতঙ্গপুঞ্জ পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক যে প্রকার প্রজ্জলিত অনল শিখায় পতিত হইয়া নিধন হয়, দুরাচারি সিপাহিরাও সেইরূপ আপনারদিগের বিনাশকেই আপনারাই আহ্বান করিয়াছে।—বামন যে প্রকার গগন রাজিত সুধাকরকে করতলস্থ করিবার অভিলাষ করে, মূর্খেরাও সেইরূপ রাজ্যলাভের প্রত্যাশায় অস্ত্রাঘাতে ক্রমে ক্রমে বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিস রাজপুরুষেরা যখন বাহুবলে এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষকে অধিকার করিয়াছেন, তাহারদিগের প্রবল পরাক্রম যখন সর্ব্বত্র সংস্থাপিত হইয়াছে, এদেশের নৃপতিগণ যখন পদানত হইয়া বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন তখন সামান্য অবোধ অকৃতজ্ঞ সিপাহি সেনারা সেই প্রবল পরাক্রমের অপহ্নব করিবে? একথা যে বিশ্বাস করে তাহাকে নির্ব্বোধ পশু বলিলেই হয়। শৃগালে কি কেশরীকে পরাজয় করিবে? না ভেক অহি শিরে নৃত্য করিবে? এতদুভয় যদিও সম্ভব হয় তথাচ সিপাহিদিগের দ্বারা ব্রিটিস জাতির রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে না।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যাহারদিগকে রণবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছেন, গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, বেতন দিয়া সন্তোষ রাখিয়াছেন, পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, অধুনা তাহারাই গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হওয়াতে কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ পাইয়াছে নরাধমেরা রাজকৃত উপকার সকল কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছে? কি পরিতাপ। যাহা হউক, এই অসদাচরণের প্রতিফল পাইবার আর বড় কাল বিলম্ব নাই। সিংহ সম্মুখে মেষ দর্শনে যেরূপ নৃত্য করে, ভুজঙ্গ ভেক দর্শনে যেরূপ আপন ফণা উত্তোলন করে, গৌরাঙ্গ সেনারা সিপাহি দৃষ্টে সেইরূপ আনন্দিত হইয়াছে। রণবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিয়া অবোধ অবাধ্যদিগকে চারিদিগে বেষ্টন করিয়াছে, তোপের শব্দে চতুর্দ্দিগ স্তব্ধ হইতেছে, গোলার আঘাতে অবোধেরা শূন্যে শূন্যে উড়িয়া যাইতেছে, শানিতাস্ত্রে অনেকের মণ্ডু ও দেহ খণ্ড খণ্ড হইতেছে, রণবিৎ সেনাপতিরা সিপাহি বিনাশের সংপূর্ণ আয়োজন করিয়াছেন, সেনাপতি জেনরেল বোনার্ড সাহেব অম্বলায় কয়েক দিন অপেক্ষা করিয়া যে সকল ভয়ঙ্কর কামান লইয়া দিল্লীতে আগমন করিয়াছেন তাহার আঘাতে পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়, দিল্লীর প্রাচীর ও দুর্গ কি সামান্য এতদিনে উড়িয়া গিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, যে সকল অবোধেরা দুর্গা-আশ্রয় করিয়া বিক্রম করিতেছিল তাহারাও বোধ হয় নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, কামানের মুখ হইতে বারুদ সংযোগে হুতাশন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ দিল্লীর চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং সিপাহি দেহ আহুতি পাইয়া ক্রমে ভয়ানকরূপে

উদ্দীপ্ত হইয়া শিখাচ্ছলে রসনা বিস্তার করিতেছেন, গৌরাঙ্গদিগের বিক্রমের কথা বর্ণনা করা যায় না, একেবারে বিপক্ষ বিনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যমদণ্ড ধারণ করিয়াছে। দুরাত্মাদিগের আর পলায়ন করিবার উপায় নাই, চারিদিগ রুদ্ধ হইয়াছে, সিংহগণ মেষপালে প্রবিষ্ট হইয়া মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিতেছে।

অযোধ্যা রাজ্যের রাজকার্য্যের প্রধানচার্য্য বহুদর্শী রণবিৎ স্যার জান লরেন্স সাহেব বিশাল বিক্রম ধারণ পূর্ব্বক অকৃতজ্ঞ বিদ্রোহকারি সিপাহিদিগকে ভয়ঙ্কর গোলা ঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছেন, শিকারির ভয়ে কুরঙ্গগণ যেমন নিভৃতারণ্য মধ্যে গোপন হয়, নরাধমেরা সেই প্রকার ইতস্ততঃ গোপন হইবার চেষ্টা করিতেছে, এবং শিকারিরা যে প্রকার অব্যর্থ অস্ত্র দ্বারা শাখাবদ্ধ হরিণ শিশুকে অনায়াসে বধ করে, পশ্চাদ্বর্ত্তি গোরা সৈন্যেরা সেইরূপে তাহারদিগকে সংহার করিতেছে, স্যার লরেন্স সাহেব অনেক অবোধ সিপাহিকে বন্ধন করিয়া প্রতিদিবস তাহারদিগের দুই চারি ব্যক্তিকে ফাঁসি দিয়া অযোধ্যা রাজ্য মধ্যে ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রবল পরাক্রম বিস্তার করিতেছেন। রাজধানীর আর কোন ভয় নাই, প্রজাকুল উদ্বেগশূন্য হইয়া আপনাপন ব্যবসায় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অখণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রবল পরাক্রম যখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণবৎ সর্ব্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন তখন কোন স্থানেই দুরাচারিদিগের নিস্তার নাই, যে স্থানে তাহারা রাজ বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইবেক সেই স্থানেই অহিতাচরণের সমুচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক, গবর্ণমেণ্ট যখন ভুজবলে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন তখন ভুজবলেই তাহা রক্ষা করিবেন, তেজপূর্ণ ইংরাজ রাজপুরুষগণের সৈন্য সামন্ত যুদ্ধাস্ত্র কিছুরই অভাব নাই, তাহারা বুদ্ধিবলে বাষ্পীয়রথ এবং বাষ্পীয়তরী চালনা করিয়া দূরস্থ দেশকেও অতি নিকটস্থ করিয়াছেন, সমুদ্র পথ দিয়া গোরা সেনারা জাহাজারোহণে আগমন করিয়াছে, দুরাত্মাদিগকে বিশেষরূপে দমন পূর্ব্বক সমুচিত দণ্ড বিধান নিমিত্ত মাদ্রাজের সমরদক্ষ প্রধান সেনাপতি জেনরল গ্রাণ্ট সাহেব "ফায়ার কুইন" নামক জাহাজারোহণে স্বয়ং রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, বন্যপশু শিকার নিমিত্ত শিকারিগণ যেমন পরমানন্দে দলবদ্ধ হইয়া গমন করে শ্বেতাঙ্গ সৈন্যগণ সেইরূপ পুলকিত চিত্তে সিপাহি শিকারে গমন করিতেছে, নরাধম অকৃতজ্ঞদিগের আর রক্ষা নাই, ভুজঙ্গ সমক্ষে মহিলতা কতক্ষণ আলোড়িত হইবেক? খগেন্দ্র সমক্ষে ছিন্ন চঞ্চু বায়স কতক্ষণ আর্ত্তনাদ করিবে? ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের প্রভাকর তুল্য পরাক্রম সমক্ষে কি খদ্যোতের জ্যোতি উদ্দীপ্ত হইতে পারিবেক? অবোধেরা কি সাহসে রাজবিরুদ্ধাচরণে সাহসিক হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই অনুভব করিতে পারি না, তাহারা কি পরাক্রান্ত ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অসীম পরাক্রম এবং ব্রিটিস সেনা ও সেনানিগণের রণনৈপুণ্য চক্ষে সন্দর্শন করে নাই? অতএব জানিয়া শুনিয়া কেন অনলে ঝম্প প্রদান করিয়াছে। কুলোক কুচক্রিগণ কুহকমন্ত্রে অনেক পশুতুল্য সিপাহিকে রাজবিরুদ্ধাচরণের কুপ্রবৃত্তি প্রদান

করিয়াছে, ঐ দুষ্টান্তঃকরণগণ গবর্ণমেণ্টের প্রধান শত্রু, তন্মধ্যে যবনের সংখ্যাই অধিক, সিপাহিরা অবোধ মূর্খ, সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনাশূন্য, সুতরাং তাহারা মিথ্যা প্রলোভে মুগ্ধ হইয়া বিপদজালে জড়িত হইবেক তাহা কোনমতেই বিচিত্র বোধ হয় না, অতএব ঐ কুপ্রবৃত্তি প্রদায়ক দুরাত্মারাই বর্ত্তমান অনিষ্ট ঘটনার মূলকারণ হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধান দ্বারা স্থানে স্থানে ঐ দুষ্টদলের কয়েক ব্যক্তিকে ধৃত করত কারারুদ্ধ করিয়াছেন, যাহারা এপর্য্যন্ত ধৃত হয় নাই, গোপন ভাবে আপনারদিগের সহিত ব্যবসায় নিযুক্ত রহিয়াছে তাহারদিগের ধরা পড়িবার আর বড় কালবিলম্ব নাই, কুচক্রিরা আপনাপন গুরুতর দোষের অবশ্য বিশেষ দণ্ড প্রাপ্ত হইবেক, গবর্ণমেণ্ট তাহারদিগের হস্ত পদ বন্ধন পূর্ব্বক তোপের সমক্ষে বসাইয়া গোলার আঘাতে উড়াইয়া দিবেন, তাহারদিগের দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া কোথায় পড়িবেক তাহার কোন নিরূপণ থাকিবেক না, তাহারা রাজবিরুদ্ধাচরণ জন্য পরমেশ্বরেরও কোপে পড়িয়া নরকগামি হইবেক, যেহেতু তাহারদিগের কুমন্ত্রণা দোষেই বিদ্রোহ ব্যাপার ক্রমে এত বিস্তার হইয়াছে, তাহারাই অবোধ সেফাইদিগের প্রাণ বিনাশের মূল হইয়াছে, তাহারদিগের মধ্যে অনেক যবন থাকাতে যবন প্রজাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, তাহারা গোপন ভাবে চরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া স্বজাতীয় সকল লোকের বিপদকে আহ্বান করিয়াছে, দুরাত্মারা সামান্য লৌহশলাকা দ্বারা অমড় মেরুর শৃঙ্গ ভঙ্গ করিবার বাসনা করিয়াছে, মূষিক দ্বারা সিংহ গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে, নষ্টদিগের যদ্যপি কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি থাকিত তবে এই অসংসাহসিক ব্যাপারে কেন প্রবৃত্ত হইবেক? যাহা হউক তাহারদিগকে ধৃত করণার্থ যড়জাল বিস্তৃত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্টের চরেরাও চারিদিগে ভ্রমণ করিতেছে, আর ধরা পড়িবার বড় বিলম্ব নাই।

…কাহার সাধ্য ব্রিটিস রাজ্যেশ্বরদিগের সুবিস্তার অধিকারের প্রধান রাজধানী এই মহানগর মধ্যে কোন প্রকার বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিতে পারে। সিংহের গুহ সমক্ষে কুক্কুরে গর্জ্জন করিবে, মুষিকের দ্বারা পর্ব্বত আলোড়িত হইবেক, ভেকে সমুদ্র শোষণ করিবেক, পঙ্গুব্যক্তি প্রবল জলধি উল্লঙ্ঘন করিবেক, এই সমস্ত অসম্ভাবিত কার্য্য যদ্যপি সম্ভবপর হয় তথাচ অবাধ্য সিপাহিদিগের দ্বারা এতদ্রাজধানী গৃহীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, নগরবাসিরা উপস্থিত সময়ে সতর্কভাবে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন করুন, আমারদিগের কোন আপত্তি নাই, যদ্যপি কোন লোকে বুদ্ধির হীনতা প্রযুক্ত অনলে হস্ত নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃত্যু প্রার্থনা করে তবে তাহার অবশ্য প্রাণ বিনষ্ট হইবেক।

পরন্তু উপস্থিত বিদ্রোহ নিবারণ নিমিত্ত যাহা করা কর্ত্তব্য আমারদিগের বর্ত্তমান সুবিবেচক গবর্ণর জেনরল বাহাদুর তাহা করিতেছেন, প্রথমতঃ বারাকপুরে অবাধ্য সিপাহি সেনাদিগকে পদচ্যুত করিয়া দয়ার চিহ্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, অধুনা একেবারে

সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বসিয়াছেন, অতএব এবার আমরা পরমেশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে লার্ড বাহাদুর দুরাত্মাদিগকে দমন করিয়া রাজ্যরক্ষা করত যশোভাজন হউন।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ১৬. ৩. ১২৬৪। ২৯. ৬. ১৮৫৭

অবোধ যবনেরা উপস্থিত বিদ্রোহ সময়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যার্থ কোন প্রকার সদনুষ্ঠান না করাতে তাহারদিগের রাজভক্তির সংপূর্ণ বিপরীতাচরণ প্রচার হইয়াছে এবং বিজ্ঞ লোকেরা তাহারদিগকে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ জানিয়াছেন, দয়াবান সুবিচারক ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টে সকল প্রকার ধর্ম্মাবলম্বি প্রজাদিগের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিয়া সুশৃঙ্খল নিয়ম সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, সকল প্রজাকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সমান স্বাধীনতা দিয়াছেন, হিন্দু জাতির বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত যেরূপ স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, যবনদিগের নিমিত্তও সেইরূপ সদুপায় হইয়াছে, বিশেষতঃ বর্ত্তমান প্রচলিত নিয়মানুসারে গবর্ণমেণ্টের স্থাপিত সমুদয় বিদ্যালয়ে যবনেরা হিন্দুদিগের সহিত একত্রে উপবেশন পূর্ব্বক অনুশীলন করণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, রাজকীয় বিশ্বাস যোগ্য উচ্চ আসনেও যবনেরা উপবেশন পূর্ব্বক বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে তাহারা রাজকৃত এইরূপ সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াও বর্ত্তমান সময়ে রাজানুকুলতা স্বভাব কিছুই প্রকাশ করিলেক না। হায় কি অকৃতজ্ঞ! আমরা শ্রবণ করত সাতিশয় অনুতাপিত হইলাম, যে অবোধ অকৃতজ্ঞ যবনেরাই দলবদ্ধ হইয়া কলিকাতার অদূরবর্ত্তি আগড়পাড়ায় মিসনরি বিদ্যালয়ের প্রতি অত্যাচার প্রচার পূর্ব্বক ইংরাজী পুস্তকাদি নষ্ট করণে উদ্যত হইয়াছিল, হিন্দুরা দলবদ্ধ হইয়া তাহারদিগের বিরুদ্ধাচরণ করাতেই কিছুই করিতে পারে নাই, এবং সাহস পূর্ব্বক বলিয়াছে যে এদেশে ইংরাজদিগের আধিপত্য লোপ হইয়াছে, এইক্ষণে সকল বিদ্যালয়েই কোরাণ ব্যবহৃত হইবেক। হায়, দুরাত্মাদিগের কি সাহস! তাহারা রাজার নিকট সকল প্রকার উপকার পাইয়া কি উপস্থিত সময়ে এইরূপ প্রত্যুপকার করণে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাঁহারা যদ্যপি বিবেচনারূপ মুকুরে আপনারদিগের এই অন্যায় ব্যবহারের মুখাবলোকন করে তবে কি লজ্জিত হইবেক না? যবনের মধ্যে যে সকল বিবেচক লোক আছেন তাঁহারা আমারদিগের এই লেখাতে ক্রোধ করিবেন না, অবশ্য দুঃখিত হইবেন, তাঁহারা আমারদিগের এই লেখার লক্ষ্য স্থল নহেন, তাহারদিগের সংখ্যা অধিক নহে, সুতরাং তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই করিতে পারেন না।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যে সকল স্থানে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তত্তাবত স্থানেই যবনেরা অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিরাশ্রয় সাহেব বিবি বালক বালিকা এবং প্রজাদিগের প্রতি হৃদয় বিদীর্ণকর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছে, সাহেবের মধ্যে অনেকে আপনাপন বহুকালের যবন ভৃত্যের দ্বারা হত হইয়াছেন, অধুনা যবন প্রজাদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের এমত অবিশ্বাস জন্মিয়াছে যে এই নগরে যে স্থানে অধিক যবনের বাস সেই স্থানেই অধিক

রাজপ্রহরী নিযুক্ত হইয়াছে নাগর্য্য বলন্টিয়ার সেনাগণ অতি সতর্কভাবে মাদরসা কালেজ রক্ষা করিতেছেন, যবনদিগের অন্তঃকরণে কি কারণ গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা আমরা কিছুই নিরূপণ করিতে পারিলাম না।

রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা (সম্পাদকীয়)। ১. ১. ১২৬৫

আমরা যে পর্য্যন্ত সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়াছি তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ১২৬৪ সালের ন্যায় দুর্ব্বৎসরের ব্যাপার কখনই বর্ণনা করি নাই। আমারদিগের বহুকাল পূর্ব্বে যাহারা সম্পাদকীয় ব্রতে ব্রতি হইয়াছেন তাহারাও কস্মিনকালে এতদ্রূপ ভীষণ-ঘটনা বর্ণনা করিতে পারেন নাই। অদ্যাবধি কোন দেশীয় কোন ইতিহাস লেখকের লেখনী হইতেও এবম্প্রকার মহা-অমঙ্গলময় বিষয় লিখিত হয় নাই। কেবল এই ভারত রাজ্য বলিয়া নহে, অবণী মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন যত রাজ্য আছে তাহার কোন রাজ্যে এরূপ অনিষ্ট ও দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত কেহই দর্শাইতে পারিবেন না। যখন যে দিকে যে বিষয়ে দৃষ্টি করা যায় তখন সেই দিগে সেই বিষয়েই অমঙ্গল দেখিতে পাই। কুত্রাপি কাহারো নিকট কোন বিষয়েরি সুখের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না।

আমরা কিছুর মধ্যে কিছু নহি, অথচ সংবাদপত্রের "সম্পাদক" নাম ধারণ করিয়া সকল বিষয়েরি সকল হইয়াছি,—আমরা রাজা নহি, অথচ রাজ্যের অমঙ্গলে যেন অগ্রেই আমাদিগের সর্ব্বনাশ হয়, এবং রাজ্যের মঙ্গলে যেন আগেভাগেই আমরা ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া থাকি।···কোন কোন বিষয়ে আমরা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে আমরা ত্রুটি করি না। স্বজাতীয় ধর্ম্মের উন্নতি ও হানিতে, স্বদেশীয় লোকের সুখ সৌভাগ্যে এবং দুঃখে আমরা উভয় পক্ষেই···সমান অংশ সম্ভোগ করিয়া থাকি। আমাদিগ্যে রাজাপ্রজা উভয় পক্ষের সহিত সমান সংযোগ রাখিতে হয়, বরং প্রজাপক্ষে অধিকতর সুদৃষ্টি রাখাই সম্পাদকীয় ধর্ম্মের প্রধান অভিপ্রায় হইয়াছে।

যতপ্রকার বিদ্রোহ আছে তাহার মধ্যে রাজ বিদ্রোহই অতি ভয়ঙ্কর, বিশেষতঃ সৈন্য বিদ্রোহ, যাহারা রক্ষক তাহারাই নাশক হইলে তাহার অপেক্ষা অধিক বিপদ আর কি আছে ?

কি পরিতাপ! জগদীশ্বর কেন এমন করিলেন ? যে সকল সিপাহি সৈন্য চিরকাল বিশেষ বাধ্যতা স্বীকার করিয়াছে তাহারা হঠাৎ কেনই দুর্ব্বুদ্ধি দোষে এতদ্রূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল ? তাহারদিগের পূর্ব্বেকার কৃতজ্ঞতা-সূচক প্রভুভক্তি সাধারণ ব্যাপার নহে। ঐ সৈন্যরা ব্রিটিস শক্তির অধীন হইয়া এই ভারতভূমিতে অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক বিপক্ষ বিরুদ্ধে নানা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রাজাজ্ঞায় অনায়াসেই তৎক্ষণাৎ কেহ আপন ভ্রাতার, কেহ আপন পিতার, কেহ আপন পুত্রের, কেহ কেহ আপন জ্ঞাতির মস্তক ছেদন করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র দয়ামায়া প্রকাশ করে নাই······সেই প্রভুভক্ত সেনারাই আবার প্রভু-বিনাশে

অস্ত্র ধরিয়াছে। ইহা তাহারদিগের মতিচ্ছন্ন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। পরন্তু উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় যে সমস্ত প্রধান ব্যক্তি এতদিন কল্পতরুতুল্য ব্রিটিসরাজের কৃপাছায়ার আশ্রিত হইয়া স্বচ্ছন্দে সমূহ সম্মান সহযোগে সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহারাই আবার বিপক্ষ হইয়া বিষমতর বিদ্রোহিতাচরণ করিতেছেন, লোক কথায় কহে, "সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়", ইহারদিগের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিয়াছে।......শৃগালের শব্দে সিংহকে ভীত করা......যেমন কখনই সম্ভবপর নহে, সেইরূপ হীনবল অবোধ বিদ্রোহীদলের বলের দ্বারা বিশ্ববিজয়ি ব্রিটিশ বিক্রমকে খর্ব্ব করা কোনমতেই বিশ্বাসের স্থল হইতে পারে না।

হে দেশস্থ সমস্ত সাধুগণ! আপনারা নিশ্চয়ই জানিবেন, ঐ দুর্জ্জন জনগণকে তর্জ্জন গর্জ্জন বিসর্জ্জন করিয়া, নির্জ্জন নিকেতন গমন করিতে হইবেই হইবে। যিনি মাথায় উপরে অতি উচ্চে বিরাজ করিতেছেন, তিনি স্ত্রী হত্যা, শিশু হত্যা, প্রভু হত্যা, নির্দ্দোষি জন হত্যা ঐ সকল হত্যার পাপ কস্মিন্ কালেও সহ্য করিবেন না, উচিত প্রতিফল দিবেনই দিবেন. কিন্তু ঐ সমুদয় প্রতিকূল শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া জয়লাভে যে পরিমাণে সুখলাভ হইবে তাহা দুঃখ পরিমাণের অপেক্ষা অত্যন্ততই লঘু, কেননা যে সকল ইংরেজের বালক, বালিকা, গুণবতী স্ত্রীলোক, যোদ্ধা, বোদ্ধা বীরবর রণপণ্ডিত শিল্পনিপুণ সেনাপতি ও সর্ব্ব-গুণান্বিত সুবিচারক সিবিল সাহেব হত হইয়াছেন তাঁহারদিগ্যে আর প্রাপ্ত হইব না।......

কতকগুলিন ইংরাজ ও ইংরাজ সম্পাদক অকারণে রাগান্ধ হইয়া এতদ্দেশীয় লোকেরদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের পূর্ব্ববৎ স্নেহভাব প্রকাশ করিতে নিষেধ করিতেছেন. তাঁহারদিগের মতে এতদ্দেশীয় যাবতীয় লোক একেবারে সমান দোষি হইয়াছেন, তাবতেই সম্মানসূচক রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইবার অযোগ্য হইয়াছেন, তাবতের প্রতি সমভাবে খড়্গহস্ত হইয়া না থাকিলে ভারতবর্ষে আর ব্রিটিস রাজ্য যেন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না। হা, কি বিষম আক্রোশ! কি বিপুল দ্বেষ! কি স্বার্থপরতা! সাদা সম্পাদক দাদাভায়ারা সাদা মনে কাদা মাখিয়া যেরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ যুক্তিহীন উক্তি উক্ত করিতেছেন, করুন, কিন্তু আমারদিগের সদ্বিবেচক দয়ালু গবর্ণমেণ্ট কোন কার্য্যেই পূর্ব্ব-ভাবের অভাব করিয়া এতদ্রূপ ভাব ব্যক্ত করেন নাই......ইহাতেই আমরা গবর্ণমেণ্ট সমীপে কৃতজ্ঞতা সূচক নমস্কার প্রদান করিতেছি, অনুকম্পা পূর্ব্বক এই উপহার গ্রহণ করিবেন। কি এখানকার গবর্ণমেণ্ট কি বিলাতের মহারাণী ও মন্ত্রিগণ সকলেই আমারদিগ্যে যথার্থ রাজভক্ত প্রজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন......শ্বেত সম্পাদকেরা অতি বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য সম্পাদন করুন সাবধান হইয়া স্বভিপ্রায় ব্যক্ত করুন ইহাই প্রার্থনা।

সম্পাদকীয়। ১৫. ২. ১২৬৫

এইক্ষণে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানেই সমরানল প্রবল হইয়া লক্ষ লক্ষ মহা প্রাণির প্রাণনাশ করিতেছে। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! ভারতবর্ষ একেবারে হর্ষশূন্য হইল? লোকের

প্রাণনাশ, অর্থনাশ, মাননাশ, সর্ব্বনাশ হইল ?…কিছুই যে বুঝিতে পারিতেছি না, অনুমানে বোধ হইতেছে বুঝি মহাপ্রলয় হইবার পূর্ব্ব সূত্র……হা ভারতবর্ষ! তুমি স্বর্ণ প্রসবিনী বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিলে, এক্ষণে তোমার সন্তানেরা অন্নের নিমিত্তে লালায়িত হইল, তোমার দোষ নাই, তোমার দোষ নাই, তোমার রাজদ্বেষি সন্তানেরাই অকলঙ্ক নামে কলঙ্কার্পণ করিল। তাহারা যদি রাজ বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ না করিত তাহা হইলে কস্মিন্‌-কালে তোমার রাজানুগত্য প্রজা নিচয়ের এতাদৃশী দুর্দ্দশা হইত না। ওরে অবোধ রাজ বিরোধি প্রজাকুল! তোরা এখোনো ক্ষান্ত হ: আর তোদের পূণ্যভূমি ভারতভূমিকে অপবিত্র করিস্‌নে, আর তোদের স্বদেশের শোভা হরিস্‌নে. তোদের কুমন্ত্রণাতেই তৈইমুর বংশ একেবারে ধ্বংস হইল, তোদের দোষেই প্রাচীন রাজধানী দিল্লীনগর রসাতলশায়ী হইল, তোদের দোষেই দিল্লীশ্বরের কারাবাস হইল. তোদের দোষেই সহস্র সহস্র নির্দ্দোষি ব্যক্তি অকালে কালের করালকবলে পতিত হইল…তোদের দোষেই দুর্ভিক্ষ হইয়া বঙ্গবাসি প্রজা সকল হাহাকার করিতেছে, ওরে দুরাত্মারা তোদের বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি. এখনো ক্ষান্ত হ, হস্তস্থিত তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া গলবস্ত্রে বিশ্ববিজয়ী ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের নিকটে শির নত কর, তাহা হইলে অবশ্যই দয়াবান্‌ গবর্ণমেণ্ট অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন, তোরাও স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবি। রাজানুগত্য স্বীকার করিলে জগদীশ্বর তোদের প্রতি কৃপানেত্রে নেত্রপাত করিবেন।

চিঠি। ১৬. ৩. ১২৬৪

"বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন। কিসে দুষ্ট দুর্ম্মতি নষ্ট-প্রকৃতিগণ সমূলে নির্ম্মূল হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপন হয়, ইহা সজ্জনগণ মাত্রেরই পরম বাঞ্ছনীয় অতএব এ বিষয়ে যেরূপ কৌশল যাহার বোধগম্য হয়. তদনুরূপ প্রকাশ করা, যুক্তি যুক্ত বোধ হয়, সুতরাং তদনুসারে আমি স্বভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, বোধকরি বিজ্ঞ, গুণজ্ঞ পাঠকবর্গ ভ্রম ও অন্যান্য দোষ পরিহার পুরঃসর সজ্জনতা গুণে হৃষ্ট চিত্তে পাঠ করত সন্তুষ্ট হইতে পারেন।

ব্রিটিস খর্পর পড়াতে দুরাত্মাগণ শিক্ষা পাইতে আর বাঁকি নাই, এবং ব্রিটিস ক্রোধানলে দুর্জ্জনেরা পতঙ্গকুলবং নির্ম্মূলও হইল, অতএব এক্ষণে ক্ষমা করিলে সকল দিগ্‌ উত্তম হয়, অর্থাৎ দুরাত্মাগণ নিশ্চয় মনে করিয়াছে, যে আমাদের আর রক্ষা নাই, অতএব তাহারা সর্ব্বপ্রকারে মমতা পরিত্যাগ করত, অর্থাৎ স্বদেশের, আত্ম পরিবার, জ্ঞাতি কুটুম্ব, মানাপমান ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্ত সদসৎ বিচার আচারের মুখে ছাই দিয়া আপন প্রাণের আশা ত্যাগ করত, প্রাণপণে দুষ্টেরা দুষ্কর্ম্মে এবং উৎপাতে সময়াতিপাত করিতেছে…এবং দেশটাকে রুধিরে ভাসাইতেছে, অতএব আমার বিচারে বোধ হয়, গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমা ও অভয় প্রদানাজ্ঞা প্রচার হইলে অবিলম্বেই সমস্ত বিদ্রোহি নতশির হইয়া ব্রিটিস চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারে, এবং তদ্দ্বারা আশু সকল উপদ্রব ক্ষান্ত হইয়া দেশের কল্যাণ হইতে পারে।

সংক্ষেপে পত্রাবশেষ করণকালীন আরও একটী বিষয় লিখিতে হইল, অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব্বত্র "মার্সেললা" প্রচার হওয়াতে ফাঁসিতে ফাঁসিতে অসংখ্য নরনিকরের নিপাত হইয়া গিয়াছে এবং ইহাতে যে সকল দোষির প্রাণদণ্ড হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে ? অতএব ইহাতেই প্রজাবর্গ ত্রাসমান হইয়া অনেকে "রামে মারে, বা রাবণে মারে" মনে মনে বিচার করিয়া বিদ্রোহানলে ঝম্প দিতেছে বোধকরি ইহা সল্লোক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব ফাঁসির আইনটী বন্ধ করিলে শান্তির সুখ অনায়াসেই সকলে দেখিতে পাইবেন, এ বিষয়ে বহু বক্তব্য আছে, ফলে আপাতত প্রয়োজন বিরহ, কিন্তু রাজপুরুষবর্গের এ বিষয়ে আশু মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ সোনার ভারতবর্ষ ছারখার হইল, অতএব দেশটাই গেলে পরে শান্তিদ্বারা কি লভ্য হইবেক অলং বিস্তরেণ

হিতার্থি জনস্য।"

সম্পাদকীয়। ১৭ ৩. ১২৬৫

আমরা অতিশয় আক্ষেপ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, কয়েক দিবস অবধি ছাপরা, আরা, পাটনা, মতিহারি এবং নেপালাদি কয়েক স্থানের ডাক পুনর্ব্বার বন্ধ হইয়াছে··· ইহাতেই স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে, উল্লেখিত সমুদয় স্থানের ডাক গমনাগমনের পথ বিদ্রোহি জালে আচ্ছাদিত হইয়াছে। নচেৎ এরূপ কেন হইবে ? ···হে জগদীশ্বর ! তুমি আর কতদিন এরূপ করিয়া অস্মদাদিকে কষ্ট প্রদান করিবে শীঘ্রই প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। এই রাজ্যমধ্যে অচিরাৎ শান্তি সংস্থাপন করিয়া নিজ নামের মহা মহিমা রক্ষা কর।

হে মহাবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ !

আপনারা বেহার ভোজপুর এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তি গঙ্গাদেবীর উভয় পারস্থ প্রধান প্রধান স্থান সকল রক্ষার নিমিত্ত কি বিশেষ উপায় নির্ণয় করিতেছেন ? আমরা এ জন্য উচ্চৈঃস্বরে আর কতই চীৎকার করিব, দুষ্ট দৌরাত্ম্যে অশেষ অত্যাচারে নিরপরাধি দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের ধন, প্রাণ, মান, সম্ভ্রম, জাতিকুল, আর যে রক্ষা হয় না, যতদিন উক্ত প্রদেশ নিষ্কণ্টক না হইবে ততদিন আমরা কোনমতেই এই বঙ্গদেশের বিষয়ে সংপূর্ণরূপ শঙ্কাশূন্য হইতে পারিব না, অতএব উপযুক্ত সৈন্য ও অস্ত্রাদি প্রেরণ পূর্ব্বক শত্রুকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া রাজ্যটিকে উপদ্রবের হস্ত হইতে রক্ষা করুন।

নাগরিক রাজমার্গ (সম্পাদকীয়)। ১৪. ৪. ১২৬৫

···নগরের পূর্ব্বদিকে সারক্যুলার রোড, পশ্চিম পার্শ্বে ট্রঙ্ক রোড, মধ্য স্থলে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ও চীৎপুর রোড, এই চারিটি মূল রাজমার্গ। এই সকল প্রধান প্রধান রাজমার্গ দিয়া যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা বর্ত্ম বহির্গত হইয়াছে সে সকলের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিতেই···

আমারদিগের পত্রের সমুদয় স্থান পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে পারে, অতএব তাহারদিগের নাম উল্লেখ না করিয়া কেবল এই মাত্র বলি, সকল রাস্তাই বর্ষার প্রাদুর্ভাবে কর্দ্দমাক্ত হইয়া থাকে, পথিকেরা যাতায়াত কালে যে প্রকার কষ্ট জ্ঞান করে, তাহার কথা কি বলিব… বর্ষাকাল অতীত প্রায় হইয়া আসিল, তথাচ রাস্তা মেরামতের কিছুই দেখিতে শুনিতে পাই না। মিউনিসিপ্যাল কমিস্তনরেরা কি করেন? তাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে আশীর্ব্বাদ করত নাকে তেল দিয়া ঘুমিয়া থাকিয়াই কি মাস মাস রাশি রাশি টাকা বেতন নিতেছেন? ... কথায় বলে "যাহার খাই, তাহার গাই"। …আমরা বাঙ্গালি বলিয়া বাঙ্গালি পল্লীর রাস্তা সকল নিয়তই ভগ্নাবস্থায় কালযাপন করে…তবে একবার জিজ্ঞাসা করি যে, আমারদিগের সদ্বিদ্বান ইংরাজ রাজপুরুষেরা কেন আমারদিগের বাঙ্গালিগণের প্রতি ঈদৃশ ঔদাস্য প্রকাশ করেন? যাহা হউক অতঃপর বিনীতভাবে রাজপুরুষগণকে নিবেদন করি তাঁহারা না হয় আমারদিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষ বিস্তার করত একবার দিব্যযানবাহনেই বাঙ্গালি পল্লীতে আসিয়া স্ব স্ব চক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া রাস্তা সকলের প্রতি সমুচিত সদ্ভাব প্রদান করিবেন।

বাঙ্গালি পল্লীর সকল রাস্তাই অতি কদর্য্য অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, ফলতঃ চীৎপুর রোড ও তাহার শাখা পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো প্রভৃতি স্থলের কতকগুলান গলী যেমত দুঃস্থগ্রস্ত তাহা বলিবার নহে। …হে পথিক ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলে কায়মনোবাক্যে পরমেশ্বরের সন্নিধানে প্রার্থনা কর যে, সেই বিশ্ব বিধাতা সন্তুষ্ট ও সানুকূল হইয়া বাঙ্গালি পল্লীর রাস্তা গলী প্রভৃতি পথাদির যাবদীয় অসদ্ভাব রাজপুরুষগণের অন্তঃকরণে উদ্দীপ্ত করিয়া দিন, তাহা হইলে তোমরা আমরা সকলেই পথিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাত হইব, অন্যথা কি আছে? মিউনিসিপাল কমিস্তনারগণ আমারদিগের অষ্ট যামের পথকষ্ট নিবারণে মনোযোগি হইবেন।

সম্পাদকীয়। ১৫. ৪. ১২৬৫

আমরা পরম্পরা শুনিলাম কয়েকজন শ্বেতসেনা বিদ্রোহি সিপাহীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া রাজবিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। সেই শ্বেত সেনাদলের অধ্যক্ষ মহাশয় তাহাদিগকে কৌশলক্রমে ধৃত করত এতদ্দেশীয় কোর্ট মার্স্যল বিধির অধীনে বিচারার্থে সমর্পণ করেন।……গোরা সৈন্যেরা দোষিরূপে পরিণত হইয়াও তাহাদিগের ফাঁসি হইতে হয় নাই। শ্বেতবর্ণ বলিয়া তাহাদিগকে কিছুদিনের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরণের অনুমতি হইয়াছে।…পক্ষপাতিতা আর কাহাকে বলা যাইতে পারে? এতদ্দেশীয় পদাতিকেরদিগের মধ্যে যাহারা রাজবিদ্রোহিরূপে ধৃত হইয়াছিল তাহারা তাবতেই উদ্বন্ধন দ্বারা শমনসদনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি দয়া করিবার লোক কেহই উপস্থিত হয় নাই, আর শ্বেত পদাতিকেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল প্রমাণিত হইয়াও তাহারদিগের প্রতি

অসীম দয়া প্রকাশ পাইল। কি আশ্চর্য্য। ধন্য ধন্য রাজবিচার। বিদ্রোহী গোরারা বিলাতী বলিয়া অনায়াসে প্রাণে প্রাণে অন্য দ্বীপে অবস্থিতি করিতে পাইল। আমারদিগের বুদ্ধিসত্বে এ বিচারকে গর্হিত বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি। কারণ দোষগুণ উভয় পক্ষেই তুল্যরূপে মান্য করিতে হয়......যাহাহউক বোধকরি বিচক্ষণবর সৈন্যাধ্যক্ষ মহাশয় এ প্রকার ব্যবহার না করিয়া থাকিবেন, আর ঘটনাও অলীক হইতে পারে, কারণ এ সংবাদ সত্য হইলে অবশ্যই ইংলিসম্যান সম্পাদক ও হরকরা সম্পাদক মহোদয়েরা আপনারদিগের পত্রস্থ করিয়া সাধারণের জ্ঞাতসার করিতেন। আবার বিবেচনা হয়, ইংলিসম্যান ও হরকরা সম্পাদকেরাও তো শ্বেত পুরুষ বটেন, তাঁহারা "গলায় আঙ্গুল দিয়া কাস বাহির করা" যে আপনারদিগের স্বজাতীয়ের দোষ প্রকাশ দ্বারা আপনারাই দোষি হইবেন, এমতও না হইতে পারে। তবে ভিতরে ভিতরে কোন গুপ্ত কারণ থাকিলেও থাকিতে পারে।......এইক্ষণে এই সংবাদের সত্যাসত্য প্রমাণ প্রাপণের প্রতীক্ষায় থাকিলাম। সবিশেষ অবগতি হইলে পর সুধীবর পাঠক মহোদয়বর্গকে তৎক্ষণাৎ অবগত করিতে ত্রুটি করিব না। জগদীশ্বর করুন, যেন কথিত পক্ষপাতের সংবাদ অলীকই হইয়া যায়।

গোরা অত্যাচার (সম্পাদকীয়)। ২২. ৪. ১২৬৫

আমারদিগের ঢাকা প্রবাসী কোন বন্ধুর পত্রপাঠ করতঃ সাতিশয় পরিতাপিত হইলাম। একে বিদ্রোহিদিগের দৌরাত্ম্যে ভারতবর্ষবাসী অশেষবিধ শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতেছে, আবার কি চমৎকার। যাহাদিগকে শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক নির্দ্দোষি প্রজাদিগকে ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ করণার্থ নিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহারাই যদ্যপি প্রজাদিগকে অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিতে চেষ্টা পায় তাহা হইলে কোন মতে আর রক্ষা নাই। যাহারা রক্ষক তাহারা ভক্ষক হইলে কে আর রক্ষা করিতে পারে? গোরাদিগের অত্যাচার বিষয়ক যে সকল সংবাদ আমরা সর্ব্বদা নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিতে হইলে কষ্টে লেখনীও অচলা হয়।......সম্প্রতি ঢাকাবাসিদিগের প্রতি গোরা গুণপুরুষেরা যে প্রকার ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তাহা নিম্নস্থ পত্রখানি পাঠ করিলেই ধীবর পাঠকগণ অনায়াসেই অবগত হইবেন।

"হে প্রিয় সম্পাদক মহাশয়।

এস্থান বাসিদিগের উপর গোরা সেনারা অধুনা যেরূপ অহিতাচরণ করিতেছে, তাহা লেখনী দ্বারা বর্ণনা করা দুষ্কর, তাহারা বলপূর্ব্বক লোকের বাটী মধ্যে প্রবেশ করত যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনাদিগের আড্ডা মধ্যে পলায়ন করে, পথিমধ্যে ব্যাপারিদিগকে অবলোকন করিলেই তাহারদিগের বোঝা হইতে সমস্ত আহারোপযোগী দ্রব্যই কাড়িয়া লয়, পথিকদিগের নিকট যদ্যপি কিছু থাকে তাহা বাওয়াজিরা অপহরণ করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা পান এবং কৃতকার্য্য হইয়াও থাকেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহারদিগের

সেনাপতি লেপ্টানেণ্ট লুইস সাহেব, কোন্ কোন্ গোরা এরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহার কিছুই নিশ্চয় করিতে সক্ষম হন নাই, পাহারাওয়ালাদিগের কথা কি আর বলিব? তাহারা কেবল মাস মাস বেতন গ্রহণ করিতেই তৎপর।……গোলযোগ নিবারণ হইয়া গেলে তাহারা সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তেরি মেরি আরম্ভ করিয়া থাকে, এবং ভীত নেটিব দিগের প্রতি হাঙ্গামা করিতে ত্রুটি করে না, অকারণে প্রজাপীড়ন করে পরে কিছু হাত করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়……

ভারতবর্ষীয় সভার মাসিক সভা। ২৭ ৪. ১২৬৫

জুন মাসের পঞ্চবিংশতি দিবসে কসাই টোলা স্থানীয় কার্য্যালয়ে ভারতবর্ষীয় সভার মাসিক সভা হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।…

প্রথমতঃ গোরা সেনারা কলিকাতা মধ্যে যেরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহাতে নগরবাসী প্রজারা অত্যন্ত ভয়াকুল হইয়াছেন, অতএব অধ্যক্ষেরা বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্টকে তৎসমুদয় জ্ঞাপন করেন।…

জানবাজার নিবাসিনী মান্যা ধনাঢ্যা শ্রীমতী রাসমণি দাসীর বাটীতে গোরা সেনারা প্রকাশ্যরূপে অত্যাচার করিয়াছিল, কেবল দুরাচারদিগের আকার নিরূপণ দুষ্কর হইয়াছিল, এই কারণ দণ্ড মুক্তি পাইয়াছে, অপর নূতনাগত গোরা সেনাদিগকে সতর্ক করণ যাহারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এবং তাহারদিগের সর্ব্বদা রক্ষণ বিষয়ে যাঁহারা নিযুক্ত আছেন গবর্ণমেণ্ট তাহারদের নিকট এ বিষয়ের উপযুক্ত তথ্য সন্ধান করিয়াছেন কি না, অদ্যাপিও তাহা প্রচার হয় নাই।

দ্বিতীয় মফঃসলে কতিপয় নীলকরকে এবং অন্যান্য ভদ্রব্যক্তিগণকে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট পদ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে অনিষ্ট ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে।

ষষ্ঠ প্রকরণ এই যে গবর্ণমেণ্টে অধীন বিদ্যালয় সকলের ছাত্র দত্ত বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহাতে অধ্যক্ষেরা বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। · বেতন বৃদ্ধি করণে প্রকারান্তরে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ বালককে বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত করা হইয়াছে, অধ্যক্ষেরা এ বিষয়ে বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের ডিরেক্টর্সকে পত্র লিখিয়াছেন।

ইহার পর শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ কিছু সদ্বক্তৃতাও করিলেন…তদনন্তর পূর্ব্বমাসের প্রস্তাবানুসারে যথানিয়মে শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহকে সভাভুক্ত করিলেন।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি. এ। ২. ৫. ১২৬৫

অবগত হইল উক্ত বহুগুণযুক্ত মহাশয়কে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট হইতে যশোহর জিলার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত করণের অনুমতি হইয়াছে, বঙ্কিম বাবু অতিশয় সদ্বিদ্বান,

সুধীর, বিচার কার্য্যে যে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা প্রকাশ পাইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ্ নাই, আমরা বঙ্কিমবাবুকে বিশিষ্টরূপে অবগত আছি, গবর্ণমেণ্ট বঙ্কিমবাবুকে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটী পদাভিষিক্ত করাতে অতিশয় সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন, এই প্রকার ব্যবহার দ্বারাই যথার্থ পক্ষে গুণের গৌরব প্রকাশ পায়।

সম্পাদকীয়। ২১. ৭. ১২৬৫

শ্রীশ্রীমতি বিশ্বমাতা রাজ্যেশ্বরীর রাজ্যোৎসব উপলক্ষে ১ নবেম্বর সোমবার বৈকালে এবং যামিনীযোগে এতন্মহানগরে মহামহা মহোৎসব অপেক্ষা মহাব্যাপার হইয়াছিল, যৎকালে গবর্ণমেণ্ট হৌসে শ্রীশ্রীমতি জননীর ঘোষণাপত্র পঠিত হয় তৎকালে পিপীলিকা শ্রেণী ন্যায় মানবশ্রেণীর সমারোহ হইয়াছিল, প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় প্রধান প্রধান ভাবতেই সভাস্থ হইয়াছিলেন, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ব্যতীত সর্ব্ব প্রকার অবস্থা-বিশিষ্ট সর্ব্বজাতীয় কত মনুষ্যের সমারোহ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নিরূপিত হইবার নহে. যেরূপ অঙ্কপাত করিব তাহাই সম্ভবপর হইবে। সুনীতিজ্ঞ শ্রীযুত বিডন সাহেব ইংরাজী ভাষায় ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, কিন্তু তাঁহার গলার স্বর তাদৃশ···না হওয়াতে দূরস্থ সকলে শুনিতে পান নাই, সুপ্রিমকোর্টের দ্বোভাষী উচ্চভাষী বাবু শ্যামাচরণ সরকার সপ্তমের উপর টাকীস্বরে গলাবাজী করিয়া বাঙালা অনুবাদ পাঠ করাতে তাঁহার বদনবিগলিত বচনগুলীন অনেকেরি শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়াছিল, সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি. কৌন্সেলের সভাপতি এবং লেপ্টেনাণ্ট গবরনর সাহেব প্রথম সোপানে অবস্থিত ছিলেন, তাহার নিম্ন সোপানে আর আর সিবিল মিলেটরি সাহেবদিগের আসন হইয়াছিল, মান্যবর শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মহাত্মারা তাহার সমীপস্থ সোপানে সমারূঢ় ছিলেন, গাড়ি পাল্কির ভিড়ের ব্যাপার বর্ণনা হয়না। পরমাহ্লাদের বিষয় এই, যে, এতদ্রূপ গুরুতর লোকারণ্য ব্যাপারে কোনো প্রাণির কিছু-মাত্রই হানি হয় নাই, এবিষয়ে আমরা পুলিস কমিস্যনর শ্রীযুত ওয়াকোপ সাহেবকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিব যেহেতু তিনি গাড়ি পরিচালনের বিষয়ে অতি সুনিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়াতেই কাহারো কোনো প্রকার ক্লেশ এবং অনিষ্ট হয় নাই।

ঐ দিবস সন্ধ্যা হইতে সমস্ত রাত্রি কলিকাতা মহানগর এবং শাখানগরের জলে স্থলে সমান শোভা হইয়াছিল। বৃদ্ধ বালকে আলোকের পুলকে সকলেই ভূলোকে গোলোকের দীপ্তি দর্শন করিয়াছেন, ইংরাজ পল্লীরতো কথাই নাই, আলোর প্রভায় কালো রাত্রি দিবসের ভাসকে পরিহাস করিয়াছিল, রাজপুরুষগণ এবং অন্যান্য মান্য সাহেবেরা টাকার বাতি জ্বালিয়াছিলেন বলিলেই হয়, অনেক ধনি যবনের ভবনে আলোকলতা পুষ্পিতা হইয়াছিল. গমিস্, রমিস্, আন্দ্রূস, পিন্দ্রুস প্রভৃতি "সুঁকৃটিওয়ালা" বাজাওয়ালা ও জুতাওয়ালা, জেণ্টিলম্যানেরাও আমোদের ক্রুটি করেন নাই, বাঙ্গালি মহলে "রায়" "রাঁড়ী" ভাবতেই সমান

আমোদ করিয়াছেন, ভিকারী ও ভিকারিণী পর্য্যন্ত তুইটা প্রদীপের আলো জ্বালিয়াছিল, "দুগ্ধপোষ্য শিশু ও কুল বধূরাও" মহারাজ্ঞীর মঙ্গল মানসে মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক দীপ জ্বালিয়াছে, সকলেই জয় প্রার্থনা করিয়াছে ও করিতেছে। বিদ্যালয়ের শিশুরাও দ্বারে দ্বারে চিত্র বিচিত্র অক্ষরে লিখিয়াছে, "জয় বিক্টরিয়ার জয়" প্রত্যেক পল্লীর প্রত্যেক প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য গলির ভিতর ভ্রমণ করিয়া যিনি বেড়াইবেন, তিনিই এইরূপ মাঙ্গলিক চিহ্ন দেখিতে পাইবেন। যাহার যেমন সঙ্গতি তিনি তদ্রূপ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন, অনেকের বাটীতেই নৃত্যগীত বাদ্য ও ভোজের উৎসব হইয়াছিল। যাঁহারা বাগবাজার ও শোভাবাজারের উভয় রাজবাটী হইতে মলঙ্গা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই যথেষ্ট তুষ্ট হইয়াছেন, ভাগ্যধর বাঙ্গালিরা কেহই রাজভক্তিসূচক আন্তরিক আনন্দ প্রকাশের ন্যূনাধিক করেন নাই, অন্তরস্থ ভাব সকলেরই সমান, তবে বাহ্য জাঁক জমকের যে কিছু তারতম্য, তাহা বক্তব্যের মধ্যেই নহে। এবিষয়ে মলঙ্গা নিবাসী সুবিখ্যাত দত্ত বাবুরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় ও আমোদ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সমস্ত "বাদামে দীঘিটী" আলোকের হারে ভূষিত করেন, তাহার সুচারু শোভা বর্ণনা করা যায়না। আতষ বাজীর ছটার ঘটা অতি পরিপাটি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন নৃত্য গীত, ভোজাদির সমূহ সমারোহ হয়।

এই উৎসাহের ব্যাপার বিশেষরূপে কি লিখিব, যে শিশির হাজার কখনই ৫ পাঁচ টাকার অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় নাই, সেই শিশি ৫০ হইতে ৬০।৭০।৮০।৯০।১০০ পরে খুজুরা ২০০ দুই শত টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে, যে প্রদীপের হাজার ২ দুই টাকা ছিল, তাহা ১০।১২।১৫ পরে ২০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল, অতএব যখন রাজ্যেশ্বরীর রাজ্যারম্ভের প্রথমেই এতদ্রূপ গুরুতর ব্যাপার হইল, তখন রাজপুরুষেরা তাঁহার সম্মানার্থ প্রতিবৎসর নিয়মিতরূপে সমান উৎসব প্রকাশ করিবেনি করিবেন, কখনই অন্যথা করিবেন না, প্রার্থনা করি বর্ষে বর্ষে এই বর্ষে এই বর্ষের ন্যায় যেন সমান হর্ষের সঞ্চার হয়। জগদীশ্বর রাজা প্রজার সর্ব্বতো-ভাবেই মঙ্গল করুন।

পাঠকগণ! নিম্নস্থ পত্রগুলীন পাঠ করুন।

চুঁচুড়াস্থ বন্ধুর লিখিত পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

"বর্ত্তমান সন ১৮৫৮ সালের ১ নবেম্বর সোমবার দিবসে হুগলি জেলার অন্তর্গত সহর চুঁচুড়ার বারিকের মাঠে অপরাহ্ন বেলা পাচ ঘটিকার সময়ে শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতবর্ষের রাজ্যভার নিজে গ্রহণ-করণ বিষয়ের বিজ্ঞাপন এই জেলার শ্রীযুত জজ সাহেব স্বয়ং অতি মনোহররূপে ইংরাজী ও শ্রীযুত মৌলবি আদালত উর্দ্দু ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর রায় বঙ্গভাষায় পাঠ করিলেন এবং তৎকালীন ঐ পাঠস্থলে সিবিল মিলিটরি আরমণি ও পেটুগিস বহু সংখ্যক সাহেবগণ ও দেশীয় পল্টন ও হিন্দু ও মুসলমান নানাপ্রকার ও প্রধান প্রধান অন্যূন দশ সহস্র লোকের জনতা হয়, আরো সেই দিবসের নিশাকালে চুঁচুড়া ও হুগলি প্রভৃতি অতি উত্তম আলোকময় হয়, বিশেষত নিম্নের লিখিত

ভবন সকল চমৎকার প্রকার আলোকময় হয়, এবং রাজপথের তদ্রূপ আলোকময় শোভা সন্দর্শনার্থ অগণ্য জনগণের জনতা হইয়াছিল।

বৰ্দ্ধমানাধিপতির চুঁচুড়াস্থ রাজভবন।

চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুত বাবু ব্রজনাথ চন্দ্র

শ্রীযুত বাবু পদ্মলোচন মণ্ডল

শ্রীযুত বাবু যাদবচন্দ্র শীল প্রভৃতি

শ্রীযুত বাবু জীবনকুণ্ড পাল

চুঁচুড়ার ৺শ্যাম বাবুর পরিবার [যথা]

শ্রীযুত বিনোদবিহারী বাবু

শ্রীযুত গঙ্গাগোবিন্দ বাবু

শ্রীযুত দুর্গাচরণ বাবু এবং শ্রীযুত উমাপ্রসাদ বাবু জজ আদালতের উকীল

চুঁচুড়া নিবাসী বৰ্দ্ধমানজেলার মুনসেফ শ্রীযুত মদনগোপাল বাবু

চুঁচুড়া নিবাসী মুরসিদাবাদের মুনসেফ শ্রীযুত রামগোপাল বাবুর ভবনে আলোকময়, তদ্ভিন্ন নৃত্যগীত ও বাদ্যভাণ্ড।

চুঁচুড়া নিবাসী বীরভূমের সদর আমীন শ্রীযুত বেণীমাধব বাবু

শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস

শ্রীযুত বাবু গৌরকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় জজ আদালতের উকীল

শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র মিত্র সদর দেওয়ানীর আমলা

ইহা ভিন্ন সৰ্ব্বস্থানে ও রাজপথে আলোকময় হইয়াছিল তদ্ভিন্ন সাহেবানের গৃহে ও ঘরে নানাপ্রকার শোভা হয়।"

বৰ্দ্ধমান ভ্রমণকারী কোনো বন্ধু লেখেন, গত ১ নবেম্বর সোমবার রজনীতে বৰ্দ্ধমানপুর স্বর্গপুরের ন্যায় অতি রমণীয় শোভনীয় হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতবর্ষের রাজশক্তি স্বয়ং গ্রহণকরণের ঘোষণাপত্র যৎকালে পঠিত হয়, তৎকালে এরূপ লোকারণ্য হয়, যে, আমি মনুষ্য সংখ্যা নিরূপণ করণে অক্ষম হইলাম। শ্রীযুত মহারাজা মহারাজার ন্যায় আলোক প্রদান ও আর আর সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ করিয়াছেন। সাহেব ও বাবু লোকেরা সকলেই সংপূর্ণরূপ আনন্দ প্রকাশে ক্রুটি করেন নাই, সম্পাদক মহাশয়! আমি অবিলম্বেই এবিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া প্রেরণ করিব।

কৃষ্ণনগরের বন্ধুর লিখিত পত্রের মৰ্ম্মার্থ।

"শ্রীশ্রীমতি মহারাজ্ঞী বিক্টোরিয়ার ভারতবর্ষে রাজক্ষমতা স্বয়ং ধারণ-করণ উপলক্ষে ১ নবেম্বর গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে দিবারাত্রি গুরুতর আমোদ ও সমারোহ হইয়াছিল। মহামতি নবদ্বীপাধিপতি, সাহেবগণ এবং অপরাপর সকলেই যথা সম্ভব আলোক প্রদান এবং আমোদ আহ্লাদ করিয়াছেন।"

শান্তিপুর হইতে কোনো প্রামাণ্য ব্যক্তি আসিয়া কহিলেন।

যথা।

"শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী বিক্টরিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষ শাসনের ভার স্বয়ং গ্রহণ করিয়া যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেন, শান্তিপুরের সুবিজ্ঞ সুবিচারক সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় সেই ঘোষণাপত্রের ইংরাজী এবং বাঙ্গালা নগরস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে অবগত করাইলেন, তৎ শ্রবণার্থ তৎকালে মহামেলার ন্যায় মহা-সমারোহ হইয়াছিল, তাহাকে সমা সভাই বলিতে হইবেক। পরন্তু সমস্ত রাত্রি সমস্ত শান্তিপুর আলোকের প্রভায় ইন্দুপুরের ন্যায় সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছিল, এবং স্থানে স্থানে নৃত্যগীত ও অশেষ প্রকার আমোদ আহ্লাদ হইয়াছিল।"

আমরা মুর্শিদাবাদ ও যশোহরের পত্র সন্ধ্যার পর প্রাপ্ত হইলাম, উক্ত উভয় স্থানে আমোদ প্রমোদের ত্রুটি হয় নাই, তাহার বিস্তারিত পরে প্রকাশ করিব।

মেদিনীপুরস্থ বন্ধুর পত্র সাদরে প্রকটন করিলাম।

সম্পাদক মহাশয়! এখানকার সরকোট হৌসে শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর ভারতবর্ষে কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করণের ঘোষণাপত্র পাঠ উপলক্ষে সাহেব ও বিবী এবং তাঁহারদিগের সন্তান সন্ততিগণ ও মান্য মান্য বাঙ্গালি হাকিম ও জমিদার ও তালুকদার ও উকীল ও, মুক্তিয়ার ও আমলা এবং সর্ব্বসাধারণ লোক অন্যূন ৫০০০ সহস্র লোকের তথায় সমাগম হইয়াছিল, এবং সভাও অতি পরিপাটীরূপে সুসজ্জীভূতা করিয়াছিলেন, দিবা পাঁচ ঘটিকার সময়ে জজ্ শ্রীযুত মণ্টেসর সাহেব এক উচ্চ তক্তপোষের উপর আরোহণ করিয়া ছাপার ইংরাজি ঘোষণাপত্র অতি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া সভাস্থগণের কর্ণ-সুখ করাইলেন পরে এখানকার গবর্ণমেণ্টের ইংরাজি ইস্কুলের প্রধান মাষ্টর শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ বসু ঐ ঘোষণাপত্রের অনুবাদ প্রণালী পূর্ব্বক পাঠ করিয়া সকলকেই সন্তুষ্ট করিলেন। এবং অনেকে তদুপলক্ষে বক্তৃতাকরণের মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রস্তাবিত ঘোষণাদ্বয় পাঠে দিবাবসান হইল, সুতরাং আর কেহ বক্তৃতা পাঠ করণের সময় পাইলেন না, পরে শ্রীযুত ওয়াটসন্ কোম্পানির কারপরদাজ শ্রীযুত মেৎটেরি সাহেবের বাটীতে ক্রমশই তোপধ্বনি হইতে লাগিল। নগরস্থ কর্ণেল গোলা প্রবাসি কতিপয় কৃতবিদ্য যুবকেরা তথাকার চৌতারাকে আলক লতিকায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, এবং গেটের উপর "শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর জয়" লিখিয়াছিলেন তাহাতে তৎস্থান অতি সুশোভিত হইয়াছিল, এবং তদ্দর্শনার্থ প্রধান রাজপুরুষেরা সকটারোহণে সপরিবারে তথায় গমন করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারদিগের সম্মানার্থ তোপধ্বনির পরিবর্ত্তে কাঙ্গালি বাঙ্গালিদিগের ক্ষমতানুযায়ী এক বাণ্ডিল চিনের পট্‌কায় অগ্নি সংলগ্ন করিয়া চড়্‌চড়্ শব্দে পটোকার শব্দ হইতে লাগিল, তাহা দেখিয়া হাস্যবদনে আপন আপন আলয়ে গমন করিলেন।...

সম্পাদকীয়। ২৪. ৮. ১২৬৫

এমত জনরব হইয়াছে, সিবিল-আডিটর মেং পামর সাহেব অতি শীঘ্রই স্বীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্রাম-করণার্থ বিলাতে গমন করিবেন, তিনি অবসৃত হইলে তাঁহার সহকারী কর্ম্মচারী বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া মাসিক ১৫০০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

জগদীশ্বরের নিকট একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, এই সংবাদটি সংপূর্ণ রূপেই সত্য হউক, আমারদিগের নবীন গবর্ণমেণ্ট এতদ্রূপ অপক্ষপাতি নিয়োগ দ্বারা যথার্থরূপ রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর ঘোষণাপত্রের অঙ্গীকার রক্ষা করা হয়। রাজার নিকট সর্ব্বসাধারণ প্রজামাত্রেই সমান, ইহাতে দেশ, বর্ণ, ধর্ম্ম ও জাতি প্রভৃতির প্রভেদ রাখা কখনই উচিত হয় না, রাজা সকলের প্রতি সমান প্রীতি রাখিয়া সমান-নেত্রে দৃষ্টি করিবেন, শাদা ও কালো বলিয়া কিছুমাত্রই ইতর বিশেষ বিবেচনা করিবেন না. রাজা জগদীশ্বরের প্রতিনিধি-স্বরূপ ভাণ্ডারী. দয়াময় ঈশ্বর যেমন সর্ব্বজীবে সমান দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন. সেইরূপ ভূপালকে সমস্ত প্রজার প্রতি সমান স্নেহ বিতরণ করিতে হইবেক, ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনাধিক্য হইলেই রাজধর্ম্মে ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। আমরা ভারতবর্ষবাসি রাজহিতাভিলাষি নিতান্ত রাজানুগত প্রজা, নিরন্তর কেবল রাজার মঙ্গল প্রার্থনাই করিয়া থাকি, অস্মদাদির ন্যায় রাজভক্ত অনুরক্ত নির্ব্বিরোধি প্রজা আর কুত্রাপিই নাই, আমরা ভিন্নধর্ম্মাবলম্বি একদেশীয় ভিন্নজাতীয় প্রজা হইয়া ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বি ভিন্নজাতীয় ভিন্নদেশীয় রাজপুরুষদিগের সহিত আন্তরিক-কৃতজ্ঞতা সহকারে যদ্রূপ আনুগত্য ও সরল সাধুব্যবহার করি. কোনো স্বদেশীয় স্বজাতীয় স্বধর্ম্মাবলম্বি প্রজারা. বোধ করি. স্বজাতীয় স্বদেশীয় স্বধর্ম্মাবলম্বি রাজার সহিত কখনই তদ্রূপ সদ্ব্যবহার করেন না। একশতবর্ষ গত হইল, ব্রিটিস রাজপুরুষেরা এই সুদীর্ঘ ভারতবর্ষে প্রচুর প্রভুত্ব প্রচার করিয়া ক্রমশই উন্নত হইয়া আসিতেছেন। এই শতবর্ষের মধ্যে কত বর্ষে কত প্রকার ব্যাপার হইয়াছে তাহার বিস্তার বর্ণনা কি করিব? কিন্তু ঐ শতবর্ষের ভিতরে এই প্রকাণ্ড বর্ষে গত বর্ষের ন্যায় প্রকাণ্ড ভয়ানক কাণ্ড আর কখনই সংঘটিত হয় নাই। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই, যে, এতদ্রূপ বিষমতর বিদ্রোহ বিধায়ক বিলাপ-বিঘটিত বিষাদ-বিশিষ্ট বিপদের ব্যাপারে এক ব্যক্তিও বাঙালি বিযুক্ত হয় নাই এবং বিদ্রোহি দলভুক্ত হিন্দুর সংখ্যাও অতি অল্প। নানা সাহেবের বিষয়ে নানালোকেই নানা প্রকার কথা কহেন। চোরাগেয়ের সহিত "কপিলা" বন্ধনের ন্যায় পাকে প্রকারে কাহারো কাহারো দারুণ-দশা ঘটিয়াছে। যবনজাতির কথা আমরা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু পবনপ্রতাপি যবনের মধ্যে অনেককেও লবণের প্রিয় দেখা যাইতেছে। লক্ষ্ণৌরাজ্যের প্রধানেরা কেহ কেহ রাজবিরোধি হইয়াছেন, কিন্তু তাহার উপযুক্তরূপ প্রতিফলও পাইয়াছেন, এবং পাইতেছেন, যিনি যিনি পাপ করিয়াছেন, তিনি তিনিই তাপভোগ করিবেন, তাহাতে

আর সন্দেহ কি? যে পক্ষে পাপ, সেই পক্ষেই তাপ। সকলের মস্তকের উপর সর্ব্বোপরি যে মহাশয় বিচারের "নিক্তি" ধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন, তিনি "তন্ন তন্ন" করিয়া পাপ পুণ্য ওজন করিতে ক্রুটি করেন না, তাঁহার শাসনের আসন নিরপেক্ষ, তিনি স্বয়ং সর্ব্বসাক্ষী, সাক্ষির অপেক্ষা মাত্র না করিয়া প্রতিনিয়তই পাপপুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার বিধান করিতেছেন। যাহা হউক, প্রস্তাব বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না, হিন্দু, বিশেষত হিন্দুর মধ্যে বাঙালি জাতিরা একান্ত প্রভুভক্ত, এ বিষয়টি সপ্রমাণ করণের কিছুমাত্রই অপেক্ষা করে না, সর্ব্বসাধারণ দূরে থাকুক্ রাজপুরুষদিগ্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হবেই হবে। শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরী বিশ্বমাতা বিক্টোরিয়া, বিলাতের প্রধান প্রধান রাজপুরুষগণ, ভারতবর্ষের গবরণর জেনরেল লার্ড কেনিং বাহাদুর এবং অপরাপর রাজপুরুষ মহোদয়েরা একথা বারম্বার শ্লাঘা পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব প্রকৃত রাজভক্ত কৃতজ্ঞ নাম ধারণ-করণের অপেক্ষা আমারদিগের অধিক সুখ সৌভাগ্য ও আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে?

আমরা প্রজা হইয়া প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের সহিত যদ্রূপ বিশিষ্ট ব্যবহার করি, এপর্য্যন্ত তদ্রূপ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই নাই, এজন্য অন্তঃকরণে আক্ষেপ আছেই আছে, এইক্ষণে শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরী ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক এই রাজ্যের রাজকার্য্যের ভার স্বয়ং গ্রহণ করাতে আমরা সুখ সম্পদ সম্ভোগ বিষয়ে ভরসার উপর ভর করিতেছি, কারণ শ্রীশ্রীমতি শ্রীমুখে অঙ্গীকার পূর্ব্বক শ্রীহস্তে লিখিয়াছেন, যে, "রাজকর্ম্মে নিয়োগ বিষয়ে পাত্র ভেদ রাখা যাইবে না, অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বি সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিকে সমভাবে দৃষ্টি করিয়া সমান-পদ প্রদান করা যাইবেক" যখন জননী স্বয়ং এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তখন আমরা আর কিছুমাত্রই ভাবনা করি না, অবশ্যই অচিরাৎ আশানুরূপ ফল পাইয়া কৃতকার্য্য হইব, তবে না হয়, নিতান্তই অদৃষ্টের দোষ কহিতে হইবে, এবং চিরকাল সমানরূপেই ক্ষোভের অনলে দগ্ধ হইতে থাকিব।

এই স্থলে পাঠকগণ, এক আশ্চর্য্য দর্শন করুন। যাহার যে স্বভাব, তাহার অভাব কখনই হয় না। দ্বেষপরবশ জনের মনের গতি অতি কুটিল, কখনই সরল সুপথে গমন করেনা, অহিংসা-পরমধর্ম্ম, এবং সমদর্শিতা নামক পরমগুণ কখনই তাহার মনকে স্পর্শ করিতে পারেনা, বাবু ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভবিষ্যতে মেং পামর সাহেবের পদ প্রাপ্ত হইবেন, এই সংবাদে হরকরা সম্পাদকের মনের ভিতরটা চড় চড় করিয়া উঠিয়াছে, বিজাতীয় হিংসাপরবশ হইয়া লিখিয়াছেন, "এতদ্দেশীয় বাঙালিকে উচ্চপদ প্রদান করা উচিত হয় না, তাহারা তৎপদের যোগ্যপাত্র নহে ইত্যাদি।"

কি গো! শাদারঙের হরকরা দাদা। বড়, যে, রঙের কথা কহিয়া শঙের মত শাদা মনে কাদা মাখিয়াছ? আমারদিগের বাহিরে কালো মিস্ মিস বটে, কিন্তু ভিতরে রাঙা টুক্ টুক্ আছে, তুমি হরকরার মত নেকরা ফাঁদিয়া ঠক্ ঠক্ শব্দ যত করিতে পার, কর,

তাহাতে আমারদিগের মনে ধুক্ পুক্ নাই। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আমরা কি বিশ্বকর্ত্তার বিশ্বরাজ্যের প্রজা নই? তাঁহার সন্তানই নই? তিনি কি অস্মদাদিকে মনুষ্যত্ব ও মানসিক ক্ষমতা কিছু মাত্রই প্রদান করেন নাই? দেশ, ধর্ম্ম, বর্ণ ও পাত্র ভেদ পূর্ব্বক কেবল তোমাদিগেতেই ঐ সমস্ত গুণ "একচেটিয়া" করিয়া দিয়াছেন? আমরা "নেটিব" মনুষ্যই নই? আমাদের ক্ষমতাই নাই? আহা! ধর্ম্মস্বরূপ সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইয়া এই প্রাচীনাবস্থায় এইরূপ অন্যায় উক্তি উক্ত করিতে একবারো কি মনের মধ্যে লজ্জার উদয় হয় না? পক্ষের লেখনী ধারণ করিয়া শুদ্ধ একপক্ষে পক্ষপাত করিতেই শিখিয়াছ? সত্য. ধর্ম্ম ও ন্যায় প্রচার করা এ পর্য্যন্তই শিক্ষা করা হইল না? চমৎকার, চমৎকার! যাহা হউক. সেলাম, সাইব, সেলাম, তুমিই কেবল একাকী ধার্ম্মিক খ্রীষ্টানের ন্যায় ধর্ম্মাচরণ করিতেছ। ধন্য ধন্য! তোমার অভিপ্রায় সাধু অভিপ্রায় বটে, আমরা এই ভারতবর্ষরূপা "কাম-ধেনুর" বৎস স্বরূপ, আমারদিগকে দুগ্ধ দানে বঞ্চিত করিয়া তদ্দ্বারা হস্তির মস্তি বৃদ্ধি করা তোমার মতেই সুযুক্তি বটে। নাম "হরকরা" ব্যবহার ও কার্য্য তাহার মতই বটে। ও মহাশয়! আপনি এদেশের মানুষ সকলকে মানুষ বলিয়াই লক্ষ্য করেন না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এতদ্দেশীয় উচ্চপদস্থ জনেরা যদ্রূপ সুপ্রণালীক্রমে সুরাগ সহকারে আপনাপন ভারার্পিত রাজকার্য্য সকল সুনির্ব্বাহ করিতেছেন, আপনারদিগের "কটা বর্ণের" কটা মানুষ সেরূপ কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। তুমি সকলের অপেক্ষায় বৃদ্ধ. অতএব সকল সম্পাদকেরি বড় ভাই, অতএব বড়র মত কর্ম্ম করিয়া বড় হও। শাদা কালো প্রভেদ নাই, উভয়েরি মধ্যে ভাল মন্দ মধ্যম আছে।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ২৯. ৯. ১২৬৫। ১২. ১. ১৮৫৯

শ্রীশ্রীমতি রাজ্যেশ্বরীর ভারতরাজ্যের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করণের সেক্রেটারি মান্যবর লার্ড ষ্টান্‌লি বাহাদুর সংপ্রতি ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্র লিখিয়াছেন, যে তাহারা গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত কার্য্যালয়ে অনুলিপি-করণের নিয়মের পরিবর্ত্তে সেই সমস্ত কার্য্যালয়ে ছাপাযন্ত্র স্থাপনের যে. সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে। উক্ত কার্য্যালয় সকলে ছাপাযন্ত্র যদি স্থাপন করাতে যে, ব্যয় বাহুল্য হইয়াছে, উক্ত সেক্রেটারি মহোদয় বোধ করি তাহা অবগত হয়েন নাই, তাহা হইলে এমত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেন না, পূর্ব্বকার অনুলিপি-করণের নিয়মিত ব্যয় অপেক্ষা অভিনব মুদ্রাঙ্কন-করণের ব্যয় অধিক পরিমাণে হইতেছে, ইহা যখন তিনি বিদিত হইবেন, তখন তাঁহার মতেরও পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে, এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করাতে গবর্ণমেণ্টের কি লভ্য হইল, তাহা তাঁহারাই জানেন, কিন্তু ইহাতে শত শত কেরাণি কর্ম্মচ্যুত হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ সকল কর্ম্মচ্যুত কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে অনেকেই আপনাপন পরিশ্রম উপলব্ধ বেতন দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এক্ষণে তাঁহারদিগের নিয়ত ব্যয় করণ পক্ষে কি রূপ কষ্ট

হইয়াছে, তাহা সুবিজ্ঞ গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা করা উচিত কিনা তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করুন, রাজার উচিত যে, অনুগত প্রজাপুঞ্জকে কোনোরূপে ক্লেশ প্রদান না করেন। আমরা এবিষয়ে উপলক্ষ করিয়া এরূপ স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতাম না, যদি দেখিতাম যে, গবর্ণমেণ্ট এই অভিনব নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করাতে পূর্ব্ব নিয়মাপেক্ষা ইহাতে তাঁহারদিগের ব্যয়ের স্বল্পতা হইয়াছে, যখন তাহাই হইল না, তখন তাঁহারা অকারণে কতকগুলীন কেরাণিকে কেন ক্লেশ প্রদান করেন?

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ১৫. ১১. ১২৬৫। ২৬. ২. ১৮৫৯

যে বিদ্রোহ বহ্নি এই রাজধানীর অতি নিকটস্থ বারাকপুরে প্রথমত উদ্দীপ্ত হইয়া একেবারে উত্তর পশ্চিম রাজ্যের বহুদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং যাহার ভীষণ গর্জ্জনে অবনীস্থ সমস্ত লোকে একেবারে তটস্থ হইয়াছিল, যাহার হৃদয় বিদীর্ণকর ঘটনার তুল্য ঘটনা কোনো কালে কোনো দেশে হয় নাই, জগদীশ্বরের অনুগ্রহে এতদিনের পর সেই বিদ্রোহানল শীতল হইল, যেমন পঙ্গপাল মরণ সময়ে উড্ডীয়মান হইয়া দিবাকরের নির্ম্মল রশ্মিকে আচ্ছন্ন করে সেই প্রকার অবোধ অবাধ্য সেপাহিগণ এবং তাহারদিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিম রাজ্যের বহুমূর্খ লোকে একেবারে মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া প্রভাকর তুল্য তেজপুঞ্জ ব্রিটিস পরাক্রমকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, ফলত ঐ পতঙ্গ রাশি সেই সূর্য্যকরে দগ্ধীভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেমন ভূমিতলে পতিত হয়, অবোধেরা সেই প্রকার ব্রিটিস পরাক্রমের ভয়ঙ্কর প্রতাপে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, দুরাত্মারা দুর্লঙ্ঘ্য ব্রিটিসশক্তি অপহ্নব করিয়া এই রাজ্যমধ্যে প্রভুত্ব স্থাপনের যে দুরাশাগ্রস্ত হইয়াছিল এইক্ষণে তাহার উচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইল. মণ্ডুকের কি সাধ্য যে শোষণ দ্বারা সমুদ্রকে শুষ্ক করিতে পারে, বামনের কি সাধ্য যে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক গগণস্থ চন্দ্রকে ধারণ করে, আমরা যে সকল অসম্ভাবিত অভূতপূর্ব্বক উদাহরণ উত্থাপন করিলাম যদিও কোনোকালে ইহা সম্ভাবিত হয়, তথাচ সেপাহিরা নানার তুল্য অজ্ঞান ও মূর্খ লোকদিগের ষড়যন্ত্র দ্বারা কোনোক্রমেই ব্রিটিস-পরাক্রমের হানি সম্ভাবনা হইতে পারে না।

পরন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ বিদ্রোহিতাচরণের ভয়ানক সংকল্পে তাহারা এককালে যে প্রকার বহুলোকের একাগ্রতা নিবন্ধন করিয়াছিল, তাহারদিগের ঐ অভিসন্ধি কিরূপ হইয়াছিল এপর্য্যন্ত যখন তাহা প্রকাশ নাই; তখন তাহারদিগের নিপুণতা ও চতুরতার আধিক্য স্বীকার করিতে হইবেক, সেনাদিগের মনে মনে বিদ্রোহাচরণের প্রতিজ্ঞা পরিবর্দ্ধিত হইয়া তৃণ সংলগ্ন অনলের ন্যায় ক্রমে ক্রমে তাহা প্রবল হইতেছে, অথচ তদধ্যক্ষ সাহেবেরা তাহা জানিতে পারেন নাই, সেই বহ্নি উজ্জ্বল হইয়া যখন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন জানিয়াছেন এবং তাহার ভয়ানক গ্রাসে পতিত হইয়া অনেকেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব এই ব্যাপার কোনমতেই সামান্যরূপে গণ্য হইতে পারে না ইহার তুলনা স্থল এই অবনীমণ্ডলে অতি বিরল।

আমরা এই…বলিয়া স্বীকার করি, ভৃত্যগণ…মধ্যে প্রভুর বিনাশ জন্য পরামর্শ করে তাহাতে তাহারা অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইতে পারে, সম্পূর্ণ বিশ্বাস পূর্ব্বক অস্ত্র দিয়া যাহারদিগকে ধনাগার অস্ত্রাগার প্রভৃতি সকল সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়াছিলেন, তাহারা যদ্যপি অবাধ্য হইয়া তাহা অপহরণ করে ও তাহার রক্ষকের প্রাণ নাশ করে, তবে কে রক্ষা করিতে পারে? বিশেষত সেপাহি সেনারা যে ভয়ানক অভিসন্ধি করিয়াছিল তাহা একদিনে হয় নাই, এবং তাহারদিগের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস জন্য সেনাপতি সাহেবেরাও তদ্বিষয়ে কিছুই জানিতে পারেন নাই, অতএব তাহাতে যদিও তাহারদিগের কিঞ্চিৎ চতুরতা প্রচার হইয়া থাকে তাহা সামান্য বলিতে হইবেক।

নানা প্রভৃতি দুরাচারিদিগের নির্দ্দয়াদেশে কাণপুর, দিল্লী, ফতেগড়, ঝান্সি প্রভৃতি স্থানে যে সকল চিত্তভেদকর নিষ্ঠুর কাণ্ড হইয়াছে, তাহা কোনমতে মনুষ্যের দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে না, তাহার বিবরণ সমাচার পত্রে পাঠ করিতে আমারদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া অশ্রুধারা নির্গত হইতেছে, তখন দুরাত্মারা হস্তের দ্বারা তাহা সম্পাদন এবং চক্ষের দ্বারা তাহা কি প্রকারে দর্শন করিয়াছে, অতএব ঐ নিষ্ঠুর নরাধমদিগের আবার সাহায্যের প্রশংসা কি? বিশেষত তাহারা অসংখ্য লোকে একত্র হইয়া কোনো অংশে কৃতকার্য্য হইতেছে? কোন স্থানেই তাহারা ব্রিটিস সেনাদলের সম্মুখে অধিককাল দণ্ডায়মান হইতে পারে, যদিও বহুদল একত্র কোনো কোনো স্থানে সামান্য দল ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছে বটে কিন্তু তাহারও দৃষ্টান্ত অধিক নাই।

আমরা এইস্থলে এই বিষয় আর অধিক আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করি না, এইক্ষণে ইতিহাস লেখকেরা পূর্ব্ব বিবরণ সকল বাহুল্যরূপে লিখিবেন এবং যে যে বিষয় সকল এপর্য্যন্ত অপ্রকাশ্য আছে, তাহারা বিশেষানুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ করিয়া অনেকের অনেক সন্দেহ নিবারণ করিবেন, সেপাহিদিগের এই বিদ্রোহাচরণের মূল কারণই এপর্য্যন্ত অব্যক্ত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা যত ব্যক্ত হইবে ততই ব্রিটিস পরাক্রমের নির্ম্মল-জ্যোতি প্রকাশ হইতে থাকিবেক।

সিপাহি বিদ্রোহ (সম্পাদকীয়)। ৭. ১২. ১২৬৫

……বেগম স্বজার ও জারজ-প্রসূত ও অন্যান্য…প্রায় লক্ষাধিক বিদ্রোহি…নেপাল-দেশের অরণ্য পর্ব্বতাদি স্থানে "কিলবিল্ কিলবিল্" করিতেছে, দুরাত্মাদের দুরবস্থা দৃষ্টে কান্না পায়, দুঃখও বোধ হয়, আবার রঙ্গরস দেখিয়া হাসিতেও হয়, কেননা কথায় বলে "অবৃগুণে নয়, বরৃগুণে দড়" তাই ইহাদের কাণ্ড, এদিগে অন্ন বিনা লালায়িত, দাঁড়াইবার স্থান নাই, যুদ্ধ সামগ্রিরতো কথাই নাই…তথাপি পাপাত্মাদের আস্বা যায় নাই, প্রায় তাবতেই কেহ জেনেরল, কেহ কর্ণেল, কেহ কাপ্তেন ইত্যাদি উপাধি ধারণ করিয়াছে, নবাব দৌলা খাঁ বাহাদুরের তো ছড়াছড়ি হইয়াছে, আবার দুই

চারিজন নাক কাণ কাটা "কম্যাণ্ডর ইন চিফ বাহাদুর" এবং "লার্ড গবর্ণর জেনেরল সাহেব" ইত্যাদিও হইয়াছে, বাবাজীদের রাজ্যতো পাঁচপোয়া কিন্তু কালেকটর, মেজেষ্ট্রেট, জজ, দেওয়ান, খাজাঞ্চি সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে, আহা! নেড়ে চরিত্র বিচিত্র, ইহারা অদ্য জুতা গড়িতে গড়িতে কল্য "সাহাজাদা" পিরজাদা" খানজাদা" "নবাবজাদা" হইয়া উঠে, রাতারাতি একে আর হইয়া বসে, যাহাহউক বাবাজীদের মুখের মতন হইয়াছে, জঙ্গের রঙ্গ দেখিয়া অন্তরঙ্গ ভাবে গদগদ হইয়াছিলেন. এদিগে জানেন না. যে "বাঙ্গাল বড় হেয়াল"।⋯ ⋯

কংটের নকল শিষ্য। ১৪. ৩. ১২৭৭

১

তোমরা কি কর মনে যা ইচ্ছা করিবে,
আর মোরা থাকিব সহিয়ে?
আইনে করে না দণ্ড,
তাই বুঝি লণ্ড ভণ্ড
করিবার দা (ও) য়া আছে রেখেছ ভাবিয়ে?
এই দেখ জননীর প্রতিনিধি হয়ে,
বলিতে স্বরূপ কথা এলাম নির্ভয়ে।

বলিলে স্বরূপ কথা সবে চটে যাবে
তাতে মোর কিবা বয়ে যায়।
নিজেরে বিক্রয় করে
তোমাদের লেজ ধরে
আছে যারা, থাক তারা তোমাদের পায়ে
সে প্রকার খোসামুদে পাওনি আমায়।
বলিতে স্বরূপ কথা ছাড়িনা পিতায়।

৩

শুনিলে টাকার শব্দ কুকুরের মত
পালে পালে ছুটে আসে যারা।
বাবু'যা করেন বলে
তোমাদের পদতলে,

পাপের সহায় হয়ে পড়ে থাক তারা
বঙ্গদেশে সব লোক নয় দৃষ্টিহারা ;
পশুকে সাহস করে পশু বলে যারা।

৪

বড় বড় টাকা পাও বড় কাজ কর,
তাই বুঝি যাবে পার হয়ে ?
ন্যায়ের কঠোর দ্বারে
টাকা কি করিতে পারে ?
লক্ষ লক্ষ পতি তথা গলবস্ত্র ভয়ে।
জাননা উদ্যত বজ্র আছে পথ চেয়ে
যাইতে হবে না বেশি যাবে চূর্ণ হয়ে।

৫

কণ্টের দোহাই দিয়ে বড় হতে চাও.
কারে চাও করিতে বঞ্চনা ?
ছোটলোকে বড় বলে !
তাই সবে যাও গলে।
টাকায় ভোলেনা ন্যায় তা বুঝি জাননা ?
যা ইচ্ছা করিবে চুপে রবে সর্ব্বজনা ;
আধহাসি বসে শুধু করিবে গণনা ?

৬

মনে বড় অহঙ্কার ফিলজবি বুঝি
তর্ক শাস্ত্রে বড়ই কুশল।
ফেটে মর অহঙ্কারে ভাব বুঝি এ সংসারে
সব মূর্খ বুদ্ধিমান তোমরা কেবল ?
ফিলজবি কেনা পড়ে এই তার ফল
হয় যদি, মূর্খ থাকা পরম মঙ্গল !!

৭

বলিব কি আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য
সুখ রবি যদি বা উঠিল
কদাচার অন্ধকারে
ঘেরিয়া রাখিল তারে

যাহারা দেখাবে পথ তারা ভঙ্গ দিল
ভঙ্গ দিয়ে পশু হয়ে নাচিতে লাগিল
লজ্জায় ভারতমাতা বদন ঝাঁপিল !

হায় হায় যে জাতির এরা বড় লোক
সে জাতির কিবা হবে আর
ক্ষমতা দেখিয়া যারা
ন্যায় সত্য ভোলে তারা
মরে কেন নিরন্তর করিয়ে চীৎকার ?
নিজের গৌরব বোধ হয় নাই যার,
স্বাধীনতা ধনে তার নাই অধিকার !

নিজ ঘরে অবাধেতে করে কদাচার
যে জাতিতে তাও সয়ে রয় ।
শুধু যে সহিয়া রয়
কেবল তাহাও নয়,
সেই পশু দিলে ফিরে বড় লোক কয়
বাবু বলে থুথু চাটে ; পায়ে পড়ে বয়
নিশ্চয় তাদের তরে স্বাধীনতা নয় !!

১০

কেন মা ভারত বৃথা কর হাহাকার
ঘুচিবেনা দুর্দ্দশা তোমার ।
তোমাকে তুলিবে যারা,
মনুষ্যত্ব হারা তারা,
পশুর অধম হয়ে করে কদাচার ;
বড়ই তার্কিক তারা নাই মা নিস্তার !
কেন মা খুলিলে মুখ ঢাক মা আবার ।

১১

ফিলজবি বোঝে তারা ফিলজবি বলে
ধর্ম্মাধর্ম্ম পাগলের কথা !!

পানদোষ ব্যভিচার
দোষ বলে গণ্য যার
মুখের প্রধান সেই ; সুখ পাবে যথা
যাও তথা সুখী হবে। যদি কোন কথা
বলে কেউ মনে জেন আছে এই প্রথা।

১২

তর্কের সাগর মথি এই সত্যামৃত
জুঠেছে মা সৌভাগ্যে তোমার
ঘুচিবে সকল দুখ
অবলা তোমার মুখ
উজ্জ্বল হইবে মাগো, করোনা চীৎকার
আশীর্ব্বাদ কর সব সন্তানে তোমার
এদের দয়ার গুণে বাঁধিল সংসার।

১৩

ভাগ্যে এরা জন্মেছিল, তা না হলে পরে
বাঙ্গালির কি দশা হইত।
এমন অমূল্য কথা
খুঁজে কে পাইত কোথা
চিরকেলে ধর্ম্মাধর্ম্ম দৈত্যদানা মত
অবোধ বঙ্গের লোকে সাসনে রাখিত।

১৪

এসরে জগৎ বাসি যে যেখানে আছো
উদ্ধারের লও সমাচার
কংটের প্রসাদ গুণে
বঙ্গদেশে শুভক্ষণে
অদ্ভুত নূতন সত্য হলো আবিষ্কার
এস এস লোকভয় থাকিবেনা আর
জীবনে ফলিত সত্য দেখ চমৎকার।

১৮৭০
২১ জুন
কলিকাতা

শ্রী শি—

বাঙ্গালীর বলবৃদ্ধির উপায়।

(সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত)। ১০. ৯. ১২৮৫। ২৪. ১২. ১৮৭৮

এখন বাঙ্গালী জাতি জগতের মধ্যে সকল জাতি অপেক্ষা বলে এবং সাহসে অধম তাহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় যে বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে ইংরাজসহবাসে-ইংরাজকল্যাণে সভ্যতার চিত্র দেখিয়া, বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষিত হইয়া, আপনারা যে মনুষ্য জাতির মধ্যে একজাতি, তাহা বুঝিতে পারিয়াও ভাবিতেছে না যে, বল বিষয়ে আমরা জগতের সকল জাতি অপেক্ষা অধম। ভাবে না যে, এই দুর্ব্বলতা, সাহসহীনতা এবং ভীরুতাই আমাদিগের সর্ব্বনাশের মূল, ইহাই আমাদিগের উন্নতির কণ্টক, এবং ইহাই আমাদিগের অধঃপতনের একমাত্র কারণ। আমরা যতই কেন বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষিত হইয়া উচ্চোপাধি প্রাপ্ত হই না, যতই কেন শাস্ত্রবিদ্যায় অপর জাতিকে পরাস্ত করি না, যতই কেন সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করি না, দুর্ব্বলতা, সাহসহীনতা, এবং ভীরুতা যত দিন না আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিব, তত দিন আমরা মানব সমাজে কখনই প্রাথিত যশঃ প্রাপ্ত হইব না, জাতি নামে গণ্য হইব না, এবং আমাদিগের আঁশা পূর্ণ হইবে না। আমরা যে এই উনবিংশ শতাব্দীর দোহাই দিয়া, সভ্যতাতরঙ্গে ভাসিতেছি, "উন্নতি উন্নতি" বলিয়া দিক বিদীর্ণ করিতেছি, বক্তৃতার তরঙ্গে দেশ প্লাবিত করিতেছি, আপনাদিগকে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উন্নত, মানী, সভ্য, এবং কৃতবিদ্য জ্ঞান করিতেছি, এ সমস্ত কিছুই নহে। জগদীশ্বর না করুন, আজি যদি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারত ত্যাগ করিয়া যান, তাহা হইলে এই উন্নত সভ্য, মানী কৃতবিদ্য বাঙ্গালী জাতি ভারতের অন্যান্য জাতির মধ্যে সর্ব্বাগ্রে পতিত, নিগৃহীত এবং সর্ব্বাপেক্ষা দলিত হইবে। তখন বক্তৃতার তরঙ্গ, সভ্যতার করঙ্গ, উন্নতির সোপান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি শূন্যে মিলাইবে। বাঙ্গালী জাতি এখন বরং মহা সুখে আছেন, তখন চোগোপ্পাওয়ালা হিন্দুস্থানীর দাসত্বে নিযুক্ত হইতে হইবে, কৃতবিদ্য বাঙ্গালী তাহা ভাবে না। ইহাই দুঃখের বিষয়। এবং বাঙ্গালী জাতি যে প্রকৃতরূপে শিক্ষিত হয় নাই, ইহাও তাহার আর এক জাজল্যমান প্রমাণ।

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের সকল জাতিকেই নিরস্ত্র করিয়াছেন, কাজেই বলিতে পারি না যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টই আমাদিগের দুর্ব্বলতা বৃদ্ধির মূল। তবে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকে যেমন সেনা দলে গ্রহণ করিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতিকেও সেই মত গ্রহণ না করায় গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট সেনাদলে বাঙ্গালী জাতিকে গ্রহণ করিলেই যে, জাতীয় দুর্ব্বলতা, সাহসহীনতা, এবং ভীরুতা একেবারে দূর হইবে, তাহা কখনই সম্ভবে না। অনেকে বলেন যে, বাঙ্গালার জলবায়ুর দোষে বাঙ্গালী জাতি দুর্ব্বল, একথাও আমরা বিশ্বাস করি না। যদিও এখন বঙ্গে সময়ে ঋতু পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না, কিন্তু সাধারণতঃ বাঙ্গালার জলবায়ু স্মরণাতীত কাল হইতেই এই ভাবে বিরাজিত। সাহস-

হীনতা দুর্ব্বলতা, এবং ভীরুতার মূল সমাজবন্ধন। কতকগুলি সামাজিক নিয়মই আমাদিগকে এতদূর হীন করিয়া তুলিয়াছে। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রধান কারণ। প্রথমে বৌদ্ধ -শেষে চৈতন্য-ধর্ম্মের প্রবলতা দ্বিতীয় কারণ। দাসত্বপ্রিয়তা তৃতীয় এবং দীনতা শেষ কারণ।

অধিক দিনের কথা নহে, শত বর্ষ পূর্ব্বের বাঙ্গালীরা যে পরিমাণে আহার করিত, পাদচারে যত দূর ভ্রমণ করিতে পারিত, যেরূপ শ্রমসাধ্য কর্ম্ম অবহেলায় সমাধা করিত, এখনকার উন্নত, সভ্য, কৃতবিদ্য ইয়ং বেঙ্গলগণ তাহার শতাংশের একাংশও পারেন না। তোতা পাখীর ন্যায় পাঠ মুখস্থ করিতে, অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত বক্তৃতা করিতে, বিজাতীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিতে, দেশী বিলাতী মিশ্রিত ভাষায় বাক্যালাপ করিতে, গুরুজনকে অমান্য করিতে, স্বধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া না হিন্দু না মুসলমান, না খৃষ্টান— অদ্ভুত জীব হইতে, বিলাতী বেশভূষা পরিধান করিতে, এবং আত্মমনে আপনারা বড় হইতে শিখিয়াছেন। বিলাতী ঘুষির নাম শুনিয়াছেন, কিন্তু কিরূপে ঘুষি ধরিতে হয় মারিতে হয় তাহা জানেন না। ব্যায়াম কাহাকে বলে, তাহা দেখিয়াছেন, কিন্তু সেরূপ শিক্ষা-চর্চ্চা করিতে হইলে অপমান এবং অপ্রয়োজনীয় বোধ করেন। এইগুলি কুলক্ষণ। "আমাদিগকেত দরোয়ানি করিতে হইবে না" বলিয়া দেশীয় প্রথামত মুদ্গর চালনা বা কুস্তী করাকে ঘৃণ্য কর্ম্ম মনে করেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই সকল উন্নতিশীল বাঙ্গালী ইয়ং বেঙ্গলদিগের অনেক পূর্ব্ব পুরুষ ঐ রূপে কুস্তী প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম মধ্যে গণ্য করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালী জাতির বল বৃদ্ধির উপায় অনেক আছে, কিন্তু এক্ষণে সে সকল উপায় একেবারে অবলম্বন অসম্ভব। বাল্য বিবাহ বা বহুবিবাহ একেবারে বিদূরিত হইতেছে না ; দূর হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। শিক্ষিত যুবকেরা যদি স্বজাতীয় এই দুর্দ্দশা বুঝিতে পারিয়া, আত্ম বলোৎকর্ষ সাধন জন্য স্বয়ং চেষ্টিত হন তবেই মঙ্গল, নতুবা অন্য উপায় নাই। গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের বলোৎকর্ষসাধন জন্য যে বিশেষ যত্ন করিবেন, সে আশা অল্প। যদিও কয়েকটি প্রধান প্রধান কলেজে এবং বিদ্যালয়ে বিলাতী ব্যায়াম শিক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্ট যন্ত্রাদি সংগ্রহ এবং শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সাধারণ্যে কোন উপকার দেখিতেছি না। লক্ষ লক্ষ বালকের মধ্যে একশত বালক বিলাতী বাজী শিখিলে লাভ কি? সম্প্রতি কলিকাতার ১০ নম্বর আপার সারকিউলার রোডে বলোৎকর্ষ সাধনা জন্য একটি সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। দীঘাপতিয়ার মহারাজ প্রমথনাথ রায়, অধ্যাপক টনি সাহেব, রেভারেণ্ড ম্যাকডনালড, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কেশবচন্দ্র সেন, বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইহার কমিটির সভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং কতকগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্র ইহাতে যোগ দিয়াছেন। এ সংবাদটি সুখের বটে, কিন্তু ভারত সাগরের প্রবল তরঙ্গ দর্শনাভিলাষী ব্যক্তি কি কেবল একটি জলবুদ্বুদ দর্শনে তৃপ্ত হইতে পারে? এ সমাজটি আবার চিরস্থায়ী হয়, আমরা এমত আশাও করিতে

পারিনা। যত দিন না বাঙ্গালী জাতি আপনাদিগকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাধম জানিয়া আত্ম ঘৃণায় ব্যথিত হইবে, ততদিন বাঙ্গালী জাতির কোন মতেই বল বৃদ্ধি হইতে পারিবে না। "পুত্র ইংরাজী শিখিবে, উপাধি লইবে, কেরাণীগিরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে, বল বৃদ্ধির প্রয়োজন কি?" এই বিষময় ভাবটি যত দিন না বঙ্গীয় পিতা মাতার হৃদয় হইতে দূরীভূত হইতেছে, ততদিন আমাদিগের মঙ্গল নাই। আর উদার হৃদয় ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট যত দিন না আমাদিগের এই নির্জ্জীবতায় কাতর হইয়া বলোৎকর্ষ সাধনের জন্য যত্ন করিবেন ততদিন বাঙ্গালী জাতির বল বৃদ্ধির অন্য উপায় নাই।

হিন্দুমেলা। ১০. ১১. ১২৮৫

বিগত মাঘসংক্রান্তির দিবস উক্ত জাতীয় মেলা টালার রাজা বদনচাঁদের উদ্যানে আরম্ভ হইয়া গত সোমবারে সমাপ্ত হইয়াছে। মেলার প্রথম দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিবস ১ নং শঙ্কর ঘোষের লেনে নূতন কলেজিয়েট স্কুল বাটীতে মেলা সংক্রান্ত সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু চন্দ্রশিখর বসু হিন্দু ধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে এবং বাবু পদ্মনাভ ঘোষাল ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনরূপে লেখা আবশ্যক সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। বসুজ মহাশয়ের বক্তৃতা অনেক-গুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত। পদ্মনাভ বাবুর বক্তৃতা সারগর্ভ এবং মনোহর হইয়া ছিল।

মেলার দ্বিতীয় দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারি বুধবার বৈকালে ন্যাসনাল স্কুলে, নর্ম্মাল স্কুল, চাপাতলা স্কুল এবং ন্যাসনাল স্কুলের ছাত্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। দর্শকবৃন্দ এই ব্যায়ামাভিনয় দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয় দিবস বৃহস্পতিবারে এক সভা হয়, এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। মেলার সুযোগ্য সহসম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র ছাত্রবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি সারযুক্ত উক্তি দ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ দান করেন। পিতৃভক্তি, মনুষ্যত্ব এবং সাহস প্রকাশের উপায় এবং রাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবাদ করা ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য নহে, এই কয়টি বিষয় তিনি বিশেষরূপে বিবৃত করেন।

চতুর্থ দিবস শুক্রবারে ১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নবগোপাল বাবুর আবাসে জাতীয় সংগীত সমিতি হয়।

শনিবার দিবসে কাশীপুরে কামানের কারখানার ঘাটের নিকট গঙ্গাবক্ষে ছাত্রদিগের বাচ খেলা হয়। ন্যাসনাল স্কুলের ছাত্রগণ তাহাতে জয়ী হন।

মেলার প্রধান দিবস রবিবারে উপরোক্ত উদ্যানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় নানাবিধ প্রদর্শনী, ক্রীড়া, গীত, বাদ্য, এবং অগ্নি ক্রীড়া হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রথমে বেলা সার্দ্ধ নবম ঘটিকার সময় ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মহা সমারোহে মেলাস্থলে যাত্রারম্ভ হয়।

পতাকা, আশা, সোঁটা, এবং জাতীয় কীর্ত্তন করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাতা এবং হিতসাধকগণ বরাবর মেলাস্থলে গমন করেন। এতদ্দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত এবং অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ বাটীর গবাক্ষাদি হইতে দেখিতে থাকে। এ দৃশ্যটা পরম রমণীয় হইয়াছিল। মেলাস্থল নানাবিধ পতাকা, পত্র এবং পুষ্পাদিতে পরম রমণীয় রূপে শোভিত হইয়াছিল। দ্বারদেশে হিন্দু প্রথামত কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হইয়াছিল। মেলাস্থলে নানা প্রকার ক্রীড়া এবং ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়াছিল। একজন বাঙ্গালীর সহিত একজন পঞ্জাবী পালোয়ানের কুস্তী হইয়াছিল। বাঙ্গালী জয়লাভ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও শেষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, ইহা দুঃখের বিষয় নহে। গত বর্ষে বাঙ্গালী পঞ্জাবীকে হারাইয়াছিল ; এবার বাঙ্গালী হারিল, তাহাতে দুঃখ কি ? চেষ্টা করা হউক, আগামী বর্ষে আবার পঞ্জাবী হারিতে পারে, ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবীকে শৃগাল এবং সিংহরূপে প্রভেদ করিতেছে, সেই বাঙ্গালী যে এখন পঞ্জাবীর সহিত কুস্তী করিতে সমর্থ হইল, ইহাই প্রশংসার বিষয়। উক্ত কুস্তীর পর দেবী সিংহ এবং পালোয়ান সিংহ পরস্পরে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া কুস্তী করে, কিন্তু শেষ জয় পরাজয় ধার্য্য হয় না। কয়েকজন কর্ণাটী বিচিত্র ক্রীড়া করিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় বাঙ্গালী লাঠিয়ালগণও বিচিত্র শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছে।

মেলাস্থলে নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। কৃষি বিভাগে নানাবিধ ফল, মূল, পুষ্প এবং বৃক্ষাদি বহুল পরিমাণে আনীত হইয়াছিল। সূচি কার্য্য, কারু কার্য্য, এবং নানা স্থানের বহুবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিখ্যাতা বিদূষি রমাবাই ভারতীয় ভাষা শিক্ষা আবশ্যক, হিন্দু ললনাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং পুরাকালে আর্য্য নারীদিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে দর্শকমাত্রেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করেন। রজনীতে অগ্নি ক্রীড়ার পর মেলা ভঙ্গ হয়। দিবা ভাগে বৃষ্টি হওয়ায় আশামত লোক সমবেত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে মেলার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারি সম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্রের যত্নে, শ্রমে এবং অধ্যবসায়ে এই মেলা জাতীয় মান রক্ষা করিতেছে।

ভারত সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। ১৮. ১১. ১২৮৫

বিগত ২৪ এ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে আলবার্ট হলে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ভারত সভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাস্থলে সভার সভ্যগণ ব্যতীত সমধিক সংখ্যক দর্শকও সমবেত হইয়াছিলেন। ভারত সভা জাতিসাধারণের প্রতিনিধি সভা। এই সভার অনুষ্ঠান কালে অনুষ্ঠাতাগণ যতদূর মঙ্গল সূচনার আশা দেন, ততদূর মঙ্গল সাধিত না হইলেও গত দুই বর্ষের মধ্যে এই সভা দেশের হিত-সাধন জন্য যতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়, এবং আশা করা যায় যে, সভার বয়োবৃদ্ধির

সহিত দেশের মঙ্গলও বৃদ্ধি হইবে। দেশীয় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে এই সভা যতদূর চেষ্টা করিয়াছেন, দেশের কোন সভাই ততদূর করেন নাই। এজন্য আমাদিগের ন্যায় দেশীয় মাত্রেই সকলে এ সভার নিকট কৃতজ্ঞ। অপর সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা সম্বন্ধে এই সভা এবং সভার সুযোগ্য নেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে মহান্দোলন উপস্থিত করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এই দুইটা মহৎ কার্য্য ব্যতীত সভা আরও অনেক হিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিয়াছেন। আমরা সভার বার্ষিক বিজ্ঞাপনী প্রাপ্ত হলে তৎসমস্ত বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে অদ্য কেবল সভার অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিবৃত করা গেল।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে নবাব মীর মহম্মদ আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, সভার সুযোগ্য সেক্রেটরি বাবু আনন্দমোহন বসু বারুইপুরের মিসনরী রেবরেণ্ড ডবলিউ ড্রু সাহেব যে এক হৃদয়দ্রাবক পত্র লিখিয়া সভার সভ্য পদ গ্রহণ করিতে বাসনা করেন, সেই পত্রের কতকাংশ পাঠ করিয়া বলেন যে, যে কোন জাতীয় যে কোন বর্ণের লোক অসহায় দেশীয়দিগের হিতেচ্ছা করিবেন, তিনি অবশ্যই এই সভার সভ্যাসন প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। আনন্দ বাবু তৎপরে সভার গত বর্ষের বিজ্ঞাপনী পাঠ করেন। বাবু ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, এই বিজ্ঞাপনী সভাকর্ত্তৃক স্বীকৃত হউক।

সভার প্রধান হিতসাধক এবং নেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভৈরব বাবুর প্রস্তাব সমর্থন সূত্রে এক মনোহর দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সুরেন্দ্র বাবু বলেন যে, এই প্রস্তাব সমর্থন-ভার অপরের প্রতি অর্পিত হইলে ভাল হইত, কারণ সভার সহিত আমার যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন আমি সভার কার্য্য সম্বন্ধে স্বমত ব্যক্ত করিলে আত্মপ্রশংসা করা হয়। সভার বিজ্ঞাপনীর প্রথমে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। বাস্তবিক সে আন্দোলন প্রকৃতরূপেই হইয়াছে। কিন্তু অনেকে ভাবেন যে, সমস্ত ভারতে অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত করিয়া শেষে কার্য্যের সময়—অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন কালে সভা বুঝি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন। সিবিল সার্ব্বিস প্রশ্নান্দোলন জন্য সভা যে গত বর্ষে প্রতিনিধি প্রেরণ করেন নাই, তাহার এক বিশেষ কারণ ছিল। গত জুনের শেষ পর্য্যন্ত সে কারণ দূরীভূত হয় নাই। গতবর্ষে ইংরাজসমাজ রুস-তুরস্ক সমর লইয়াই মত্ত ছিলেন। সে মত্ততা জুনের শেষ পর্য্যন্ত বিরাজিত ছিল এবং তখন পার্লিয়ামেণ্ট ভঙ্গ হইবার সময় উপস্থিত হওয়ায়, প্রতিনিধি পাঠাইবার সুবিধা হয় নাই। সে অবস্থা এক্ষণে পরিবর্ত্তিত। আফগান সমর উপলক্ষে ভারতীয় প্রশ্ন এক্ষণে ইংরাজ সাধারণের বিশেষ আলোচ্য হইবে ভাবিয়া, সভা এই সুযোগে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে মনন করিয়াছেন। আমার বিশ্বাস যে, বারিষ্টার বাবু লালমোহন ঘোষ বিশেষ দক্ষতার সহিত এই কঠিন কার্য্যভার পালন করিবেন। বিজ্ঞাপনীতে ইহাও প্রকাশ যে, এই সভা, গতবর্ষে লাইসেন্স ট্যাক্সের বিরুদ্ধে

আবেদনার্থ সাধারণ সভাধিবেশনের নিমিত্ত ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহায়তা করিয়াছে। নানা লক্ষণে জানা যাইতেছে যে, এই কর নিম্ন শ্রেণীর পক্ষে নিতান্ত কষ্ট-কর। যাহাদিগের বার্ষিক ১০০ টাকা আয়, তাহাদিগকে শতকরা ২ টাকা কর দিতে বলা ন্যায় যুক্ত নহে। বার্ষিক ৩০০ টাকার অনধিক আয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি কর ধার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। প্রথম বর্ষের কর আদায় শীঘ্র শেষ হইবে। আমি আশা করি যে সভা যেন যত্নবান হইয়া অল্প আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এই কর আদায় হইতে নিষ্কৃতি দিবার জন্য চেষ্টিত হন।

গতবর্ষের আইন সমষ্টির মধ্যে একমাত্র মুদ্রণশাসনী আইন বিশেষ প্রয়োজনীয়। সে আইন সম্বন্ধে এ সভায় আমি কিছু বলিতে ইচ্ছা করিনা। কিন্তু আমি ইহা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন যদি এই বয়সের মধ্যে আর কোন প্রকার হিতসাধক কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া, কেবল একমাত্র এই আইনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেন, তাহা হইলেও তাহার জন্যই জাতিসাধারণে এই সভার নিকট কৃতজ্ঞ হইতেন। আমি আশা করি যে, একদিন কোন না কোন ব্যক্তি বাঙ্গালার এই মুদ্রণ-শাসনী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সম্বন্ধে গুপ্ত ইতিহাস লিখিবেন। আন্দোলন কর্ত্তাদিগকে (আমি ব্যতীত) ভয়ানক ভয় দেখান হয়, কিন্তু ভারতেশ্বরী, এবং স্বদেশের প্রতি তাঁহারা বিশ্বাসী থাকিয়া অরাজভক্ত উপাধি লাভ ভীতি থাকিলেও তাহাদিগের কার্য্য পুরুষত্বের সহিত সমাধা করেন। রাজভক্তির উপর—সেই রাজভক্তির সহিত স্বাধীনতা, মনুষ্যত্ব, এবং স্বদেশহিতসাধনে দৃঢ় ইচ্ছার উপর এই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ভিত্তিমূল স্থাপিত।

যখন আফগান সমরারম্ভ হয়, তখন ব্যয় ভার যাহাতে ভারতের স্কন্ধে অর্পিত না হয়, তজ্জন্য ভারত সভাই সর্ব্বাগ্রে প্রতিবাদ করেন। সভা হাউস অব কমন্সের ২০০ সভ্যের নিকট আবেদন পত্র এবং মেং গ্লাডেষ্টোনের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। বিজ্ঞাপনীতে আরও প্রকাশ যে, শিক্ষিত দেশীয়গণ যাহাতে শ্রমার্জ্জন করিতে পারেন, সভা তদুপায় সূচনা করিতেছেন। জলপাইগুড়ি এবং আসামের এক চাবাগিচায় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে এপ্রেণ্টিসরূপে সভা প্রেরণ করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া এক্ষণে স্বাধীন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়া কৃতবিদ্য মাত্রের কর্ত্তব্য। সভা কেবল একটী বিষয়ে কৃতকার্য্য হন নাই, অর্থাৎ রাজনৈতিক শিক্ষা প্রচার করিতে সমর্থ হন নাই। উপদেষ্টাভাবেই ইহা ঘটিতেছে না। সুরেন্দ্র বাবু এইরূপ বিজ্ঞাপনী সম্বন্ধে অনেকগুলি যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়া সকলকেই মুগ্ধ করেন।

বাবু বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, সভার বিধি পুস্তকের ১০ ধারা এই ভাবে সংস্কৃত হউক যে, সভার কার্য্য নির্ব্বাহক কর্ম্মচারী সহ সভার কমিটীতে ৫০ জনের অধিক সভ্য নিযুক্ত হইবেন না, এবং ১ ধারা এই ভাবে সংস্কৃত হউক যে, ভারতবর্ষের যে কোন জাতীয় বা বর্ণের দেশীয় এই ভারত সভার সভ্য হইতে পারিবেন, এবং যে সকল

ব্যক্তি ভারতের উন্নতিকামুক, তাঁহারাও ইহার সভাপদ প্রাপ্ত হইবেন। বাবু প্রসাদদাস মল্লিক ঐ প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রস্তাব করেন যে, আগামী বর্ষের কারণ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সমাজের সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হউন ;—

নবাব মীর মহম্মদ আলি, ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু রাজনারায়ণ বসু, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্রসাদদাস মল্লিক, বাবু গণেশচন্দ্র চন্দ্র, বাবু কালীনাথ মিত্র, বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, বারিষ্টার লালমোহন ঘোষ, বারিষ্টার বাবু আনন্দমোহন বসু। বাবু কালীনাথ মিত্র এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

বাবু আনন্দমোহন বসু প্রস্তাব করেন যে, ব্রিটিস জাতির নিকট—ব্রিটিস পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষের অভাবগুলি—বিশেষ সিবিল সারবিস পরীক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞাপন জন্য বারিষ্টার বাবু লালমোহন ঘোষ প্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হউন। বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

পরে সভাপতিকে ধন্যবাদ দানের পর রজনী ৭টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

বারিষ্টার বাবু লালমোহন ঘোযকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করা হইতেছে। এ নিয়োগ মন্দ হয় নাই। কারণ লালমোহন বাবু বিলাতে শিক্ষিত, এবং তাহার বক্তৃতা শক্তিও আছে। কিন্তু আমাদিগের মতে সুরেন্দ্র বাবুকে প্রেরণ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইত। সুরেন্দ্র বাবু যেরূপ যোগ্য, যেরূপ দক্ষ, এবং যেরূপ শ্রমশীল, তাহাতে তাঁহাকে প্রেরণ করাই সর্ব্বসাধারণের একান্ত প্রার্থনীয়। যদি কোন বিশেষ কারণ না থাকে, তাহা হইলে সভা সুরেন্দ্র বাবুকে প্রেরণ করিতে যত্ন করুন।

দেশীয় রাজগণের সৈন্য লোপ। ২৫. ১১ ১২৮৫

এক শ্রেণির ইংরাজ নীতিজ্ঞ, এবং এক শ্রেণির ইংরাজ লেখক বহুদিন হইতে ধুয়া ধরিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজগণের যে সমস্ত সৈন্য আছে, সংখ্যায় তাহা ব্রিটিস সৈন্যাপেক্ষা অত্যধিক। অতএব সেই সমস্ত দেশীয় সৈন্যকে একেবারে বিদায় দিয়া রাজারা যাহাতে আর সৈন্য রাখিতে না পারেন, এমত বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। কয়েক মাস পূর্ব্বে জনরব উঠে যে, লর্ড লিটন বাহাদুর এই শ্রেণির নীতিজ্ঞ এবং লেখকদিগের পরামর্শ মতে ঐ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত হইতেছেন। কিন্তু জনরবের সে ঘোষণা শেষ জনরব মাত্রে পরিণত হয়। এক্ষণে বিলাতের সর্ব্ব প্রধান সংবাদ পত্র টাইম্‌স আবার ধুয়া তুলিয়াছেন যে, দেশীয় রাজগণকে সৈন্যহীন করা কর্ত্তব্য। রিউটার কেবল সেই সংবাদটী প্রেরণ করিয়াছেন। টাইম্‌স কি কারণ প্রদর্শন করিয়া উক্ত প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। এক্ষণে আর একজন ইংরাজ আবার ভারতীয় সৈন্যদল সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনিও এই শ্রেণির লেখক। দেশীয়

রাজগণকে অনতিবিলম্বে সৈন্যহীন করা বিশেষ কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহারও ধুয়া। তিনি কেবল ইহা বলিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি বলিয়াছেন যে, দেশীয় রাজগণ স্বাধীন নহেন। রাজ-প্রতিনিধিরা যখন টঙ্কের নবাব এবং বরদার গুইকুমারকে ইচ্ছামত সিংহাসনচ্যুত করিয়াছেন, তখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, দেশীয় রাজগণের সচ্চরিত্রতার উপর তাঁহাদিগের স্বাধীনতা নির্ভর করিতেছে। সার কথায় রাজপ্রতিনিধি ইচ্ছামত সকলকেই সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন। তাঁহার মতে ভারতে ইংরাজ শাসন আবশ্যক জন্য এই দণ্ডে হাইদ্রাবাদের নিজামকে সৈন্যহীন করা কর্ত্তব্য। লেখক এইরূপ আরও অনেক অযথা উক্তি দ্বারা জানাইয়াছেন যে, তিনিও এই শ্রেণির লেখক।

একবার নহে, বহুবার আমরা জানাইয়াছি যে, এই শ্রেণির নীতিজ্ঞ এবং লেখকদিগের হৃদয় যেরূপ সঙ্কীর্ণ, অনুদার, সেইমত ইহারা ভ্রান্ত। ভারতের দেশীয় রাজগণের আভ্যন্তরিক অবস্থা এবং মানসিকতার সম্বন্ধে ইহাঁরা কিছুই জানেনা। জানেন না বলিয়াই প্রতিনিয়ত দেশীয় রাজগণের ইংরাজ রাজভক্তির শত শত প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াও ইহাঁরা সেই ভ্রমসঙ্কুল মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন। ইহাঁরা ভাবেন যে, দেশীয় রাজগণকে যতদিন না নিরস্ত্র এবং সৈন্যহীন করা হইতেছে, ততদিন ভারতের মঙ্গল নাই, ততদিন ভারতে ইংরাজ শাসন দৃঢ়ীভূত হইবার উপায় নাই, ততদিন ইংরাজ জাতির নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইবার উপায় নাই। কি ভ্রান্ত মত!! কিন্তু ইহাঁরা একবার ভ্রমেও ভাবেন না যে, যে দিন হইতে ভারতেশ্বরীর নামে ভারতে পররাজ্য আত্মসাৎ নিবারিত হইয়াছে, যেদিন হইতে গবর্ণমেণ্ট ভারতের সমরানল নির্ব্বাণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত এই সমস্ত দেশীয় রাজা গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া অথবা গবর্ণমেণ্টের শত্রুর সহায়তা করা দূরে থাক, ভ্রমেও ইংরাজ রাজের অনিষ্ট করেন না, বরং প্রতি পদে পদে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কি ভাবে ভারতের ভাবি সম্রাটকে ইহাঁরা গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রিটিস রাজ্ঞীর "ভারতেশ্বরী" উপাধি ধারণ দরবারে কি ভাবে রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং রাজপ্রতিনিধির প্রত্যেক আজ্ঞা কি ভাবে পালন করিতেছেন, লেখকগণ কি তাহা জানিয়াও জানিবেন না? আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, দেশীয় রাজগণকে সৈন্যহীন না করিয়া বরং তাঁহাদিগের সৈন্যদলকে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষিত করা কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট-রূপে শিক্ষিত হইলে সেই সৈন্যগণ দ্বারা গবর্ণমেণ্ট অনেক সময়ে অনেক উপকার লাভ করিতে পারিবেন। কোন বিজাতীয় শত্রু যদি কখন ভারতাক্রমণ আশা করে, তখন এই দেশীয় রাজগণের শিক্ষিত সৈন্য দ্বারা যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। এই যে আফগান সমরে দেশীয় রাজগণদত্ত দশ সহস্রাধিক সৈন্য অগ্রসর হইয়াছে, ইহা কি রাজভক্তি প্রকাশক নহে? ইহার দ্বারা কি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের উপকার দর্শিতেছে না? রাজ-প্রতিনিধি—ভারতেশ্বরী এই অল্প সংখ্যক সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া যখন পরিতোষ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ভ্রমান্ধ লেখকগণ ইহার কি উত্তর দিবেন?

উক্ত পুস্তিকা প্রকাশক সৈন্যদল সম্বন্ধে এক তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যে যথেষ্ট সন্ধান লইয়াছেন, তাহা আমরা স্বীকার করি। তিনি দেশীয় রাজগণের সৈন্য সংখ্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তালিকা দিয়াছেন ;—

দেশীয় রাজগণের সৈন্য সমষ্টি	৩১৩০০০ জন।
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত জাতীয়	৩০২০০০ ঐ।
বর্ম্মা, ভূটান, নেপাল	৯০০০০ ঐ।
কাবুল	৭৫০০০ ঐ।
পূর্ব্ব সীমান্ত জাতীয়	২০০০০ ঐ।
মোট	৮০০০০০ ঐ

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের সৈন্যসংখ্যা সম্বন্ধে লেখক নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন ;—

	ইংরাজ	দেশীয়	মোট	কামান
বাঙ্গালায়	৩৮৩৯৯	৪৭৭৭৬	৮৬১৭৫	২০৪
পাঞ্জাব সীমান্তে	....	১২২৯৯	১২২৯৯	১৬
হাইদরাবাদ কণ্টিঞ্জেণ্ট	......	৮০৭১	৮০৭১	১৬
মান্দ্রাজে	১১৪৩৪	১৯৫৮৭	৩১০২১	৬৮
বোম্বাইয়ে	১০১৩৫	২৫৪০৪	৩৫৫৩৯	৮৭
মোট	৫৯৯৬৮	১১৩১৩৭	১৭৩১০৫	৩৯১

ইংরাজাধীনস্থ দেশীয় সৈন্যদল কোন্ জাতীয় কত লোক আছে, লেখক তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন ;—

খৃষ্টান ও ইহুদী	২৫০০ জন।
মুসলমান	৩২০০০ ঐ।
হিন্দু	৩৬০০০ ঐ।
শিখ এবং পঞ্জাবী	১৪০০০ ঐ।
মহারাষ্ট্রীয়	১২০০০ ঐ।
গুরখা এবং দোগড়া	৯০০০ ঐ।
জাঠ	২০০০ ঐ।
মোট	১০৭৫০০ জন।

গবর্ণমেণ্টের কত সৈন্য কোন্ কোন্ প্রদেশে আছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল ;—

পঞ্জাবে ৫০০০০, হাইদ্রাবাদের নিজামের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্য তথায় ৮০০০, মধ্য ভারতবর্ষ এবং রাজপুতানায় ৫৭০০, পূর্ব্ব সীমা চট্টগ্রাম ও জলপাইগুড়িতে ৪৮০০, লক্ষ্নৌয়ে ৪৩০০, মহারাজ সিন্ধিয়ার সৈন্যদলের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য মোরারে ৬৬০০, কাণপুরে ২২০০, আলাহাবাদে ৩১০০, পাটনা, দানাপুর এবং বেহারে ২০০০, কাশীতে ১৬০০, কলিকাতা এবং উপনগরে ৫৮০০, ইহার মধ্যে কলিকাতার দুর্গে ১৮০০ সৈন্য থাকে।

লেখক ইংরাজাধীনস্থ দেশীয় সৈন্য সংস্কার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে অস্ত্র স্থানাভাবে আমরা কিছু বলিতে পারিলাম না। কিন্তু উপসংহারে আমরা পুনরায় বলিতেছি যে, দেশীয় রাজগণকে সৈন্যহীন না করিয়া বরং তাহাদিগের সৈন্যদলকে শিক্ষিত করা হউক। দেশীয় রাজগণের দ্বারা কখনও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না, ইহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে প্রস্তুত আছি। অনিষ্ট ঘটিলে সেই বিদ্রোহের সময়েই ঘটিত, সেই মহাবিপদ কালে রাজগণ অনিষ্ট না করিয়া যখন সহায়তা করিয়াছেন, তখন ভ্রান্ত লেখক ও নীতিজ্ঞদিগের এরূপ ভ্রমসঙ্কুল প্রস্তাব উপস্থিত করা ধৃষ্টতা মাত্র।

বেঙ্গল সিবিল সেক্রেটরীএট কেরাণীগণের ভাগ্য। ১৭. ১০. ১২৯৮

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত পরিতাপিত হইলাম, আমাদিগের বঙ্গেশ্বর সার চার্লস এলিএট বাহাদুর এত দিনের পর নাকি সেক্রেটরী রিজলী সাহেবের প্রস্তাবানুযায়ী বেঙ্গল সিবিল সেক্রেটরীএট বিভাগের কেরাণীদিগের বেতন ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বর্ত্তমান মাস হইতে তাহাদিগের বেতন এককালীন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। কেবল মাত্র যে বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হইবার নিয়ম উঠিয়া যাইতেছে এমত নহে, অনেকগুলিন উচ্চ পদের বেতনও হ্রাস করিয়া দেওয়া হইবে। এমতে উচ্চ পদের আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতের পক্ষে দুরাকাঙ্ক্ষা হইয়া পড়িবে। সেক্রেটরী আফিসের নিরীহ এবং নিরাশ্রয়ী কেরাণীগণ এইক্ষণে পরস্পর বলাবলি করিতেছে যে, তাহারা সার চার্লস এলিএটের নিকট কি অপরাধ করিয়াছে যে, তিনি তাহাদিগকে এমত শাস্তি প্রদানে প্রবর্ত্ত হইয়াছেন। আর রিজলী সাহেবের অধীনস্থ কেরাণীগণ বা অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণীগণ অব্যাহতি পাইলেন। সার চার্লস এলিয়ট নাকি স্বয়ং এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য বেঙ্গল সেক্রেটরী আফিসের সকল ডিপার্টমেণ্টের কার্য্যাপেক্ষা অধিক এবং বিশেষ প্রয়োজনীয়। ভৃত্য প্রভুর নিকট সকলই সমান, কিন্তু প্রভুর আদেশে কেহ বিনা অপরাধে দুখার্ণবে পতিত হইবে, আবার কাহারও গাত্রে কণ্টক মাত্র স্পর্শ করিবেক না, বাইবেল মতে এটী সম্পূর্ণ দোষাবহ। মিঃ রিজলীর মতে হেড ক্লার্ক হইতে নিম্নে ক্রমেই হ্রাসতা প্রাপ্ত হইবে।

তিনি অন্য বিভাগের কর্ম্মচারীগণের বেতন হ্রাস করিয়া আপনার অধীনস্থ কেরাণীগণের বেতন বৃদ্ধি করিতে ক্রুটী করেন নাই। মিঃ রিজলীর পক্ষে ইহা কৌতূহল স্বরূপ কিন্তু অপরের পক্ষে মৃত্যুবৎ। এমত স্থলে আমরা আশা করি যে, আমাদিগের বঙ্গদেশের [illegible] লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর এই দুর্ম্মূল্যের সময় রিজলী সাহেবের প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত না করেন। কারণ এ দুর্দ্দিনের সময় তাহাদিগের বেতন হ্রাস করিলে তাহারা সপরিবারে অনাহারে প্রাণে মারা যাইবে।

বিষয়-পরিচয়। শিক্ষা

২৮ চৈত্র ১২৫৩। ৯ এপ্রিল ১৮৪৭

হুগলী কলেজের সমুদয় বিবরণ ॥

১৮৩৬ শকের ১ জুলাই চুঁচড়ায় হাজি মহম্মদ মহসিনের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর হইতে হুগলী জেলার শিক্ষা ও কলেজের ইতিহাস বিবৃত করা হইয়াছে।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪। ২ জুন ১৮৪৭

পাবনার স্কুল ॥

পাবনার স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে নূতন ঘর নির্মাণ করিতে হইয়াছে।

২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪। ৪ জুন ১৮৪৭

সেণ্ট জান্স কালেজ ॥

এই কলেজের অধ্যক্ষের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পদে নূতন অধ্যক্ষ না আসা পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক কাজ চালাইয়া যাইবেন।

৩ আষাঢ় ১২৫৪। ১৫ জুন ১৮৪৭

সম্পাদকীয় ॥

মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণের বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৫ চৈত্র ১২৫৪। ১৭ মার্চ ১৮৪৮

উপ-সম্পাদকীয় ॥

হিন্দু কলেজের জনৈক শিক্ষকের মৃত্যুর পর তাঁহার ছাত্রগণ শিক্ষকের স্মৃতিরক্ষার জন্য স্তম্ভ নির্মাণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে। উক্ত শিক্ষকের শূন্যপদে হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র জগদীশনাথ রায়কে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হইয়াছে।

১৯ চৈত্র ১২৫৪। ৩১ মার্চ ১৮৪৮

সম্পাদকীয় ॥

প্রশ্ন উঠিয়াছে এ দেশে কোন্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে? বাংলা এবং ইংরেজীর সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু লোক মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। হজসন সাহেব এই বিষয়ে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাহাতে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে বাংলাদেশে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কারণ একটি জাতির ভাষা ইচ্ছা করিয়া বদলাইয়া দেওয়া যায় না। তাই ইংরেজী ভাষার প্রসারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইতেছে তাহা যদি বাংলাভাষার প্রসারের জন্য ব্যয় করা হইত তবে দেশের অনেক উপকার হইত। সম্পাদকীয়তে হজসন সাহেবের মতকে সম্পূর্ণ সমর্থন করা হইয়াছে। শিক্ষা-সংসদকেও এই মত গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

২২ চৈত্র ১২৫৪। ৩ এপ্রিল ১৮৪৮

সম্পাদকীয় ॥

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ছাত্রদের বার্ষিক প্রকাশ্য পরীক্ষার বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। কলিকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সামনে ঐ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। ইহা প্রায় হিন্দু কলেজের সমকক্ষ।

২৪ চৈত্র ১২৫৪। ৫ এপ্রিল ১৮৪৮

উপ-সম্পাদকীয় ॥

প্রত্যেক জাতিই তাহার নিজস্ব ভাষা শিক্ষা ও প্রসারের প্রতি যত্নবান হন। কিন্তু শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম দেখিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অযত্নের জন্য বাংলাভাষার বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে। রাজপুরুষেরা এদেশের বিচারালয়ে বাংলাভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু আমলারা বাংলা-ভাষা শুদ্ধভাবে লিখিতে অক্ষম বলিয়া অশুদ্ধ ও বিকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' সম্পাদক যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া সমর্থন করা হইয়াছে।

৩১ বৈশাখ ১২৫৫। মে ১৮৪৮

হুগলী কলেজ তথা বৃদ্ধ ইংরাজ ॥

একজন বৃদ্ধ ইংরেজ হুগলী কলেজের ছাত্রদের নৈতিক মানের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় একটি পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রে তিনি বলেন যে ছাত্রদের মধ্যে নীতি ও ধর্ম শিক্ষার প্রচলন করা একান্ত কর্তব্য। এই প্রবন্ধে উক্ত

মতকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে ছাত্রদের যদি ধর্মশিক্ষা দিতেই হয় তবে উহা যেন হিন্দুধর্ম হয়। তাহা হইলে রাজধর্ম ও নিরপেক্ষতা রক্ষিত হইবে। এই প্রসঙ্গে আরো বলা হইয়াছে যে হুগলী কলেজের ছাত্রগণ রাজকার্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। নৈতিক মান অবনত হইলে তাহা সম্ভব হইত না। সুতরাং বৃদ্ধ ইংরেজ ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫। মে ১৮৪৮

সম্পাদকীয়॥

এ দেশে কোন্ ভাষায় শিক্ষা দেওয়া উচিত—এই প্রশ্নের আলোচনা করা হইয়াছে। হজসন সাহেব বাংলাভাষার সপক্ষে যে পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রশংসা করা হইয়াছে। এ দেশের শিক্ষা বাংলাভাষাতে হওয়া উচিত বলিয়া সম্পাদকের ধারণা। কারণ একটি জাতির ভাষা বদলাইয়া দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু মনে হয় ইংরেজেরা সেই অসম্ভব কাজে হাত দিয়াছেন। ইংরেজী ভাষার প্রসার ও প্রচারের জন্য এদেশে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইতেছে, তাহা অপচয় মাত্র। ঐ অর্থ যদি বাংলাভাষার জন্য ব্যয় করা হইত তবে বাংলাভাষা এতদিনে অনেক সমৃদ্ধ হইত। দেশে শিক্ষার প্রসার হইত এবং ইংরেজেরা এদেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন।

৯ বৈশাখ ১২৫৬। এপ্রিল ১৮৪৯

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত॥

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিবার ফলে ভারতবর্ষের অজ্ঞতা দূর হইতেছে এবং ইংরেজী ভাষার তুলনায় বাংলাভাষা অসার প্রমাণ হইতেছে। কিন্তু এই ভাষাকে সারবান করিয়া তোলা সরকারের এবং এদেশের শিক্ষিত লোকের দায়িত্ব। সরকার অবশ্য পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন এবং আদালতে বাংলাভাষা চালু করিয়াছেন। কিন্তু আদালতের বাংলা আদপে বাংলাভাষাই নয়। পাঠশালাতে ইংরেজী ভাষা শিখাইবার জন্য ব্যাকুলতা বেশী। বাংলাভাষার প্রতি অবজ্ঞার জন্য আক্ষেপ করিয়া লেখক বলিয়াছেন যে বাংলাভাষায় উপযুক্ত পুস্তক নাই। এই পুস্তক ইংরেজী হইতে অনুবাদ করিতে হইবে। অনুবাদের দায়িত্ব দুই ভাষায় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির উপর দেওয়া উচিত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই কাজের উপযুক্ত ব্যক্তি।

২৬ বৈশাখ ১২৫৬। মে ১৮৪৯

স্ত্রীবিদ্যা॥

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় বেথুন সাহেব "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়াছেন। ইহার জন্য বেথুন সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কারণ পুরুষের সহিত সকল বিষয়ে সমান হইয়াও স্ত্রীজাতি এতদিন বিদ্যাশিক্ষার কোন সুযোগ পায় নাই। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এককালীন আট হাজার টাকা দান করায় তাঁহাকে ধন্যবাদ জানানো হইয়াছে এবং এই বিদ্যালয়ে শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালিকাদিগকে পাঠাইবার জন্য আবেদন করা হইয়াছে।

২৮ বৈশাখ ১২৫৬। মে ১৮৪৯

স্ত্রীবিদ্যা ॥

"ভিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের" উদ্বোধনের সংবাদ প্রচার করিয়া এই প্রবন্ধে বেথুন সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইয়াছে। মৃত মহাত্মা ডেভিড হেয়ার সাহেব এইরূপ এদেশের লোকের হিতকারী অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের দানের পরিমাণ আট হাজারের বেশী।

৩১ বৈশাখ ১২৫৬। মে ১৮৪৯

স্ত্রীবিদ্যা এবং চন্দ্রিকা ॥

চন্দ্রিকা সম্পাদক স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে স্ত্রীশিক্ষার দ্বারা স্বজাতীয় রীতিনীতির পরিবর্তন করা হইতেছে এবং বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া ব্যভিচারের সম্ভাবনা বাড়িতেছে। এই প্রবন্ধে বৃদ্ধ সম্পাদকের এই উক্তিকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬। মে ১৮৪৯

ভূম্যধিকারী সভা এবং স্ত্রীবিদ্যা ॥

ভূম্যধিকারী সভার উৎপত্তি হইয়াছিল এক ব্যক্তির বিশেষ চেষ্টায়। তাৎকালিক সম্পাদক স্বাধীনতা বিক্রয় করিবার পর এই সভা নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সম্প্রতি এই সভা আবার জীবিত হইয়াছে। কিন্তু এই সভায় এমন সব ব্যক্তি আছেন যাঁহারা দেশের হিত কাহাকে বলে জানেন না। ভিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে বালিকা প্রেরণ করিবার জন্য সিংহবাবুদের বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেশের অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে এই সভার তেমন চেতনা নাই।

৩০ আষাঢ় ১২৫৬। জুলাই ১৮৪৯

স্ত্রীবিদ্যার ইতিহাস প্রাচীন কাল অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ॥

এই প্রবন্ধে প্রমাণ করা হইয়াছে যে প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল অবধি এদেশে স্ত্রীবিদ্যার প্রচলন ছিল এবং তাহার সপক্ষে শিক্ষিতা মহিলাদের নাম করা হইয়াছে।

স্ত্রীশিক্ষার বিরোধীদের প্রধান অভিযোগ এই যে শিক্ষার ফলে স্ত্রীজাতি ভ্রষ্টা হইবে। এই যুক্তির বিরুদ্ধে বলা হইয়াছে যে পাপপুণ্য মনের বিষয়। প্রকৃত স্বাধীন হইয়া সতী থাকাই যথার্থ সতীত্ব। বিদ্যাশিক্ষার উপায় হিসাবে লোকাচারকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাঁচ বছর হইতে দশ বছরের বালিকারা পাঠশালায় যাইতে পারে এবং তাহাদের জন্য পাঠ্য-পুস্তক এমনভাবে প্রণীত হওয়া দরকার যাহাতে এই অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা প্রয়োজনীয় বিদ্যা আয়ত্ত করিতে পারে। পাঠশালায় না গিয়া বাড়ীতেও অবশ্য শিক্ষা দেওয়া যায়। পরিশেষে বলা হইয়াছে যে স্ত্রীবিদ্যার সুফল অনেক এবং এ বিষয়ে দেশবাসীর বিশেষ তৎপর হওয়া উচিত।

১৬ বৈশাখ ১২৫৭। ২৭ এপ্রিল ১৮৫০

সম্পাদকীয় ॥

শিক্ষাসংসদের অধীন বিদ্যালয়ে বাইবেল পড়িতে হয় না। কিন্তু মিশনারি স্কুলে বাইবেল অবশ্যপাঠ্য। শিক্ষাসংসদের এই কাজ সুবিবেচনার পরিচায়ক। কারণ বুদ্ধি মাজিত হইলে যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান সম্ভব। কিন্তু সরকার যদি শিক্ষাসংসদের অধীন বিদ্যালয়েও বাইবেল পাঠ আবশ্যিক হিসাবে চালু করিতে চেষ্টা করেন তবে তাহার ফল শুভ হইবে না। ইতিমধ্যে ধর্মত্যাগী খৃষ্টানদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার আছে বলিয়া যে আইন তাঁহারা চালু করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুসমাজের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হউক, ডাফ সাহেব বিভিন্ন পত্রে শিক্ষাসংসদের বিরুদ্ধে লিখিতেছেন। তাহাতে কোন ফল হইবে না বলিয়া মনে হয়। অধিকন্তু শিক্ষাসংসদের অধীন বিদ্যালয়ে শিক্ষার মান উচ্চ। তাহার প্রমাণ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণ। রাজকার্যে হিন্দু কলেজের ছাত্রগণই যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন, মিশনারি স্কুলের ছাত্ররা নয়।

২৩ শ্রাবণ ১২৫৭। ৬ আগস্ট ১৮৫০

সম্পাদকীয় ॥

কলিকাতা শহরে ইংরেজী বিদ্যার অনুশীলনের জন্য অনেক অবৈতনিক বিদ্যালয় আছে, কিন্তু দেশীয় ভাষার জন্য একটিও বিদ্যালয় নাই। যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে দেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, যথা 'হিন্দু কলেজের সহকারিণী' বাংলা পাঠশালা, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি প্রভৃতি, সেখানে বেতনের হার নির্দিষ্ট থাকায় সকলের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই মহেন্দ্রনাথ রায় ও রমানাথ লাহার বাংলা পাঠশালার কার্যারম্ভকে কল্যাণকর বলিয়া অভিনন্দন জানানো হইয়াছে। বেথুন সাহেব এই পাঠশালার অধ্যক্ষ এবং তিনি এই বিদ্যালয়ের ব্যয়ের জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিবেন।

২৪ শ্রাবণ ১২৫৭। ৭ আগস্ট ১৮৫০

সম্পাদকীয়॥

আগস্ট মাসের 'লিটেরারি ক্রনিকেল' পত্রিকা বেথুন সাহেবের অভিনব বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধতা করায় এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে এদেশে পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষার নানা আয়োজন চলিতেছে। স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার কোন উপায় না থাকায় মনে ক্ষোভ ছিল। বেথুন সাহেবের চেষ্টায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বহু প্রতিবন্ধকতা সহ্য করিয়া সেই বিদ্যালয় উন্নতি লাভ করিয়াছে। এখন ক্রনিকেলের আক্রমণ ক্ষোভের সঞ্চার করিয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার যুক্তি হিসাবে বলা হইয়াছে যে ঈশ্বর পুরুষদিগকে যেরূপ মন বুদ্ধি ও মেধা দিয়াছেন, স্ত্রীজাতিকে তাহাই দিয়াছেন। দেশের উন্নতি এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের শান্তির জন্য স্ত্রীশিক্ষা অপরিহার্য।

৭ ভাদ্র ১২৫৭। ২২ আগস্ট ১৮৫০

এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ ইংলণ্ডীয় ভাষাভ্যাসে কি নিমিত্ত অত্যন্ত অনুরাগী হয়েন (চিঠি)॥

ইংরেজীভাষা শিক্ষা করিবার কারণ হিসাবে পত্রলেখক বলিয়াছেন যে ইংরেজী-ভাষা শিখিলে সহজে রাজকাজ পাওয়া যায়, এবং তাহা পাইলে ধন ও সম্মানের অধিকারী হওয়া সম্ভব। তখন বিপদগ্রস্ত আত্মীয়স্বজনকে সাহায্য করা সম্ভব হয়। এই কারণে ইংরেজীশিক্ষার আগ্রহ এত প্রবল। কিন্তু পত্রপ্রেরকের মতে নিজের দেশের ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার পর ইংরেজীভাষা শিক্ষা করা উচিত।

২৩ ভাদ্র ১২৫৭। সেপ্টেম্বর ১৮৫০

সংবাদ॥

শিক্ষা কাউন্সিলের সভাপতি বেথুন সাহেব হিন্দু কলেজ প্রভৃতি সরকারী বিদ্যালয়ে বাংলাভাষা চর্চার জন্য মনযোগ দিয়াছেন। তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। বেথুন সাহেবের সন্দেহ হইয়াছে যে শিক্ষকগণ ভাষান্তরে ভুল করেন। তাই শিক্ষকদের বাংলাভাষায় জ্ঞান যাচাই করিবার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। যাঁহারা পরীক্ষায় পাস করিতে পারিবেন তাঁহারাই কাজে নিযুক্ত হইবেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক নির্বাচন করা হইলে ভাল হইবে। তখন বাংলাভাষার প্রতি যত্ন বাড়িবে এবং সার্থকভাবে ইংরেজী চর্চা হইবে।

১১ পৌষ ১২৫৭। ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫০

সম্পাদকীয়॥

এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার প্রামাণ্য ইংরেজী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। 'বেঙ্গল হরকরা' এই প্রচেষ্টার বিরোধী। হরকরার মতে

অনুবাদ করা উচিত নয়। কারণ অনুবাদে মূলের ভাব ও গাম্ভীর্য রক্ষা করা যায় না। এই প্রবন্ধে হরকরার যুক্তিকে খণ্ডন করা হইয়াছে। অনুবাদ করিলে দেশে পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এবং বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে দেশে শিক্ষিতের হার বাড়িবে। দ্বিতীয়ত, অনুবাদ করিলেই মূলের ভাব নষ্ট হয় না। গ্রীক লাতিন প্রভৃতি ভাষা হইতে ইংরেজীতে বহু গ্রন্থ অনূদিত ও আদৃত হইয়াছে।

২০ পৌষ ১২৫৭। ৩ জানুয়ারি ১৮৫১

অন্যতম সম্পাদকীয় ॥

হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে প্রতি বৎসর ত্রিশজন মেধাবী ছাত্র হিন্দু কলেজে বিনা বেতনে পড়িবার সুযোগ পাইত। সেইজন্য অনেকেই তাঁহাদের পুত্রদের হেয়ার সাহেবের স্কুলে পাঠাইতেন। কিন্তু শিক্ষা কাউন্সিল সম্প্রতি এক আইনে এই সুযোগ দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাহার প্রতিবাদে এই সম্পাদকীয় লেখা হইয়াছে।

২০ পৌষ ১২৫৭। ৩ জানুয়ারি ১৮৫১

চিঠি ॥

হুগলী কলেজের কোন এক ছাত্র এই পত্রে জানাইতেছেন যে এ বৎসর হুগলী কলেজের পরীক্ষার ফল খারাপ হইয়াছে। কারণ হিসাবে পত্রলেখক বলিয়াছেন যে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র খুবই কঠিন হইয়াছিল। পরীক্ষকরা উপযুক্ত নম্বর দেন নাই। ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষা কাউন্সিল ছাত্রদের বৃত্তি দিবার সিদ্ধান্ত রহিত করিয়াছেন। কলেজের অধ্যক্ষ বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করিবার জন্য কাউন্সিলের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন।

২৪ পৌষ ১২৫৭। ৭ জানুয়ারি ১৮৫১

সম্পাদকীয় ॥

সরকারী বিজ্ঞাপনে প্রকাশ, যে-পণ্ডিত মহাশয়েরা সিবিলিয়ানদের পড়াইয়া থাকেন তাঁহাদের পরীক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষকদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা চালু হইলে সরকারকে সিবিলিয়ানদের পরীক্ষার ব্যাপারেও কঠোর হইতে হইবে। কারণ দেশের সুশাসনের জন্য তাঁহাদের এদেশের ভাষা খুব ভাল করিয়া শিক্ষা করা উচিত। কিন্তু কার্যত দেখা যায় যে সিবিলিয়ানরা এদেশের ভাষা কিছুই বোঝেন না। সুতরাং আগে মূল শুদ্ধ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

৬ মাঘ ১২৫৭। ১৮ জানুয়ারি ১৮৫১

অন্যতম সম্পাদকীয় ॥

রেভারেণ্ড লং সাহেবের সুকৃতির জন্য প্রশংসা করা হইয়াছে। লং সাহেব বাংলা-দেশের দশ জায়গায় দশটি পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। পুস্তকালয়ে পুস্তকের সংখ্যা

১৪০০। ইতিহাস পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বহু পুস্তক সেখানে স্থান পাইয়াছে। ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যাহাতে ইংরেজী শিখিতে এবং বাংলায় অনভিজ্ঞ পাঠকেরা যাহাতে বাংলা শিখিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থার জন্য এই পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। আরো সুবিধা হইতেছে এই যে এইবার মফঃস্বলের উৎসাহী ব্যক্তিরা বিদ্যাভ্যাস করিবার সুযোগ পাইবেন। এই প্রসঙ্গে লং সাহেবের বিবৃতিও প্রকাশ করা হইয়াছে।

৬ মাঘ ১২৫৭। ১৮ জানুয়ারি ১৮৫১

বঙ্গীয় ভাষায় ইতিবৃত্ত রচনা॥

কলিকাতার কয়েকজন বিদ্বান ব্যক্তির নামে একটি রচনা প্রতিযোগিতার সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে। রচনার বিষয়বস্তু (১) বঙ্গীয় ভাষায় ইতিবৃত্ত রচনা, (২) ইউরোপ এবং 'এস্যা' (এসিয়া) খণ্ডস্থ নারীগণের চরিত্র, অবস্থা ও প্রভাবে যে তারতম্য আছে তাহার তুলনা এবং ঐ তারতম্যের সাধারণ কারণ কি কি, আর সেই সকল কারণের সহিত খৃষ্টীয় ধর্মের কিরূপ সংযোগ, এতদ্বিষয়ে বর্ণনা।

২০ মাঘ ১২৫৭। ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১

হুগলী কলেজ॥

হুগলী কলেজের পরীক্ষায় ছাত্রদের ফল ভাল না হওয়ার জন্য কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষকে দায়ী করা হইয়াছে। তাঁহাদের অমনোযোগ ছাড়া ছাত্রদের ফল এত খারাপ হইতে পারে না। অধিকন্তু যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দিলে ছাত্রদের সর্বতোভাবে উপকার হইতে পারে, সরকারী বিদ্যালয়ে সেই নীতি অনুসৃত হয় না। তাঁহারা সাহিত্যকে সমাদর করেন না। সেখানে শুধুমাত্র অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ে যত্ন নেওয়া হয়। কিন্তু এই বিজ্ঞানশিক্ষাও অসার। কারণ বিজ্ঞানের যে শাখার যত্ন লইলে দেশের উপকার হইতে পারে, অর্থাৎ "ইঞ্জিনিয়রী", সেই শিক্ষাই দেওয়া হয় না। কারণ ইংরেজদের ধারণা এই বিদ্যা শিক্ষা দিলে তাঁহাদের প্রভুত্ব নষ্ট হইয়া যাইবে এবং এদেশের লোক একদিন বিদ্রোহ করিতে শিখিবে। প্রভুত্ব খর্ব হইবার ভয় স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও, বিদ্রোহের ভয় একান্ত অমূলক।

২০ মাঘ ১২৫৭। ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫১

অন্যতম সম্পাদকীয়॥

সংস্কৃত কলেজের পরীক্ষা সংক্রান্ত গোলমালের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং বিদ্যাসাগরকে এই কলেজের সেক্রেটারী নিয়োগ করাতে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

১১ বৈশাখ ১২৫৮। ২৩ এপ্রিল ১৮৫১

হিন্দু কলেজ এবং লাজ সাহেব ॥

হিন্দু কলেজের প্রধান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ লাজ সাহেব কোচম্যানকে চাবুক মারার অপরাধে এক টাকা জরিমানা দিয়াছেন। বলা হইয়াছে, অধ্যক্ষ সাহেব সেনাপতিপদের যোগ্য হইতে পারেন, কিন্তু শিক্ষকপদের অযোগ্য।

২৪ আষাঢ় ১২৫৮। জুলাই ১৮৫১

সম্পাদকীয় ॥

বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার কন্যা ও ভ্রাতৃকন্যাকে বেথুন সাহেবের বিদ্যালয়ে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করায় আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। বর্ধমানের মহারাজা ঐ বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য একহাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২ শ্রাবণ ১২৫৮। ১৭ জুলাই ১৮৫১

প্রাপ্ত চিঠি ॥

হুগলীর জনৈক পত্রপ্রেরক হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য যে কয়েকটি নিয়ম চালু করিতে মনস্থ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং অধ্যক্ষ সাহেবের ব্যবহারকে আপত্তিকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৫ আষাঢ় ১২৫৯। জুন ১৮৫২

সম্পাদকীয় ॥

মেডিকেল কলেজের বাংলা শ্রেণীর ফলাফল বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে এদেশের অধিকাংশ বাঙালী যুবক এ পর্যন্ত বাংলাভাষায় নৈপুণ্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে কয়েকজন অধ্যাপক নিয়োগ করা হইয়াছে। আশা করা হইয়াছে, দু'চার মাসের মধ্যেই ইহার ফলাফল জানিতে পারা যাইবে।

২ শ্রাবণ ১২৫৯। জুলাই ১৮৫২

সম্পাদকীয় ॥

এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। কিন্তু তবু সরকার বাংলাভাষার প্রচার ও প্রসারের জন্য কিছুই করিলেন না, ইহাই পরিতাপের বিষয়। পল্লীগ্রামের বহু বিদ্যালয় উঠিয়া গিয়াছে। যেগুলি কোনমতে টিঁকিয়া আছে, সেগুলিতে কোনরূপ শিক্ষাদান করা হয় না। এই বিদ্যালয়গুলি দেখাশুনা করেন কালেক্টর বা ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ রাজপুরুষেরা। তাঁহারা সর্বদা কর্মব্যস্ত। বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার

মত সময় তাঁহাদের নাই। তাই এই বিদ্যালয়গুলিকে সত্যই বাঁচাইতে হইলে স্বতন্ত্র তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিতে হইবে।

১৪ ভাদ্র ১২৫৯। আগস্ট ১৮৫২

মেডিকেল কলেজ ॥

মেডিকেল কলেজের বাংলা শাখার ছাত্রদের অসুবিধা অনেক। তাহাদের পড়িবার জন্য মুদ্রিত পুস্তক পাওয়া যায় না। তাই তাহাদের লেকচারের উপর নির্ভর করিতে হয়। বসিবার স্থানও ক্রমাগত সংকুচিত হইয়া আসিতেছে। এ বিষয়ে শিক্ষা কাউন্সিলের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে।

১৮ ভাদ্র ১২৫৯। সেপ্টেম্বর ১৮৫২

সংবাদ ॥

ডেভিড হেয়ার অ্যাকাডেমির উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া নূতন প্রধান শিক্ষকের নিয়োগের কথা প্রচার করা হইয়াছে।

৮ পৌষ ১২৫৯। ডিসেম্বর ১৮৫২

সম্পাদকীয় ॥

হিন্দুরা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়াছেন। আশা ছিল এই কলেজে শুধুমাত্র হিন্দুরাই পড়িতে পারিবে। শিক্ষা কাউন্সিল নিয়ম করিতেছেন যে হিন্দু কলেজের দ্বার সকল ধর্মাবলম্বী ছাত্রদের জন্য মুক্ত থাকিবে। আশঙ্কা করা হইয়াছে যে এইবার মিশনারিরা হিন্দু কলেজে শিক্ষকতা করিবেন এবং ছাত্রদের বাইবেল অবশ্যপাঠ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে যে এইবার সরকার প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ করিয়া দিতেছেন।

৮ পৌষ ১২৫৯। ডিসেম্বর ১৮৫২

সংবাদ ॥

জানা গিয়াছে যে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কলিকাতার বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে আসিবে। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৮ পৌষ ১২৫৯। ডিসেম্বর ১৮৫২

সংবাদ ॥

টাউন হলে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পুরস্কার বিতরণের সভার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে।

১১ ফাল্গুন ১২৫৯ । ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

সম্পাদকীয় ॥

সম্পাদকের মতে হিন্দু কলেজে মুসলমান ও খৃষ্টান ছাত্র পড়িবার অধিকার পাওয়ায় হিন্দুদের প্রভাব ও হিন্দুত্ব খর্ব হইয়াছে। এখন নেপাল হইতে একজন 'বেশ্যানন্দন' এই কলেজে পড়িতেছে। ইহাতে কলেজের গৌরব ম্লান হইয়াছে। যতদিন কলেজ শিক্ষা কাউন্সিলের অধীনে যায় নাই, ততদিন কলেজে হিন্দুদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। কাউন্সিলের হাতে কর্তৃত্ব আসার পর কাহারও পক্ষে কিছু বলা কঠিন। রামগোপাল ঘোষ এবিষয়ে নির্বাক থাকার জন্য সম্পাদক তাহাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। উপসংহারে বলা হইয়াছে যে হিন্দুদের দান হইতেই হিন্দু কলেজের উৎপত্তি। হিন্দুদের উচিত এই দান উঠাইয়া নিয়া হিন্দুদের জন্য আর একটি কলেজ স্থাপন করা।

১৩ ফাল্গুন ১২৫৯ । ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

চিঠি ॥

পত্রপ্রেরকের মতে উত্তরপাড়ার সরকারী ইংরেজী বিদ্যালয় খুব খারাপ অবস্থায় পড়িয়াছিল। কিন্তু বাবু রামতনু লাহিড়ী ঐ স্কুলে হেডমাস্টার হইয়া আসিবার পর স্কুলের অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং সেইজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানানো হইয়াছে।

১৬ ফাল্গুন ১২৫৯ । মার্চ ১৮৫৩

সম্পাদকীয় ॥

হিন্দু কলেজে সকল ধর্মের ছাত্ররা পড়িবার সমান সুযোগ পাওয়ায় 'বেঙ্গল হরকরা' সম্পাদক অভিনন্দন জানাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে হরকরার প্রবন্ধও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কিন্তু সম্পাদকীয়তে হরকরার উল্লাসকে বিজাতীয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই আইন হিন্দুজাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

২৮ ফাল্গুন ১২৫৯ । মার্চ ১৮৫৩

সংবাদ ॥

'ইণ্ডিয়ান ফ্রি স্কুল' নামক অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কাজ ভালভাবে চলিতেছে। জানা গিয়াছে যে সেখানে বাংলা শিক্ষা দিবার নিয়মও চালু করা হইয়াছে। বিদ্যালয়ের আয় অল্প বলিয়া কর্মাধ্যক্ষ মহাশয় প্রকাশ্য পরীক্ষার পর সাধারণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৬০ । মে ১৮৫৩

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ (চিঠি) ॥

রামগোপাল মল্লিকের বৈঠকখানায় শহরের সমস্ত ধনাঢ্য লোকের সহায়তায় "হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ" স্থাপিত হইয়াছে। পত্রপ্রেরক সংবাদ দিতেছেন যে ওরিয়েণ্টাল

সেমিনারীর হরেকৃষ্ণ আঢ্য ভীত হইয়া ছাত্রদের বাড়ি বাড়ি যাইতেছেন এবং তাঁহার স্কুলে উন্নততর শিক্ষা দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। পত্রপ্রেরক বলিতেছেন যে উক্ত আশ্বাস সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

৭ শ্রাবণ ১২৬০। জুলাই ১৮৫৩

হিন্দু কলেজ ও এডুকেশন কাউন্সিল (সম্পাদকীয়)॥

হিন্দু কলেজের নিয়মভঙ্গ করিয়া মুসলমান, খৃষ্টান এবং বেশ্যাপুত্রকে ভর্তি করা হইয়াছে। ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া হিন্দুরা নূতন 'হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ' স্থাপন করিয়াছেন। গবর্নর-জেনারেলের সেক্রেটারি নিয়মভঙ্গের জন্য শিক্ষা-সংসদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন। অনেকদিন পরে সংসদ জানাইয়াছেন, যে-বেশ্যাপুত্রকে ভর্তি করা হইয়াছিল তাহাকে কলেজ হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে। মুসলমান ও খৃষ্টান ছাত্রদের ভর্তির বিষয় এখনও বিবেচনাধীন। সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে এখনও যদি সরকার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করিতে প্রস্তুত থাকেন তবে হিন্দু মেট্রোপলিটন ও হিন্দু কলেজ সরকারের অধীনেই থাকিতে পারে। তাহা হইলে হিন্দু কলেজ হইবে মহাবিদ্যালয় বা ইউনিভারসিটি এবং হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ হইবে তাহার শাখা।

১১ ভাদ্র, ১২৬০। আগস্ট ১৮৫৩

হিন্দুকলেজ॥

'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ হইতে অনুমান করা হইয়াছে যে শিক্ষাসংসদের সভ্যরা হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের উন্নতি দেখিয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। ছাত্ররা যাহাতে হিন্দু কলেজ ত্যাগ না করে সেইজন্য নানা প্রলোভন দেখান হইতেছে। অতি অল্পদিনের মধ্যে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত অধ্যাপকবৃন্দ এই কলেজে যোগ দিয়াছেন। অন্যদিকে, হিন্দু কলেজে মুসলমান ও খৃষ্টান ছাত্র ভর্তি করা এখন বন্ধ আছে। লর্ড ডালহৌসি এই প্রথার বিরোধী। তিনি শিক্ষাসংসদের কাছে জবাব চাহিয়াছেন।

১১ আশ্বিন ১২৬০। সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

রাজনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত (সম্পাদকীয়)॥

রাজনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত সুপণ্ডিত। তিনি হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করাতে ছাত্রদের উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইবে বলিয়া মনে হয়।

১৩ আশ্বিন ১২৬০। সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ (সম্পাদকীয়)॥

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের উন্নতি এবং হিন্দু কলেজের অবনতির তুলনামূলক আলোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে মেট্রোপলিটন কলেজের উন্নতির মূলে রহিয়াছে শিক্ষকদের যত্ন এবং উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা।

১৩ আশ্বিন ১২৬০। সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

স্কুল কলেজে বাইবেল পাঠ (অন্যতম সম্পাদকীয়)॥

হরকরা লিখিয়াছেন যে মাদ্রাসায় কোরানপাঠ করান হয়। স্কুলেও বাইবেল পাঠ হওয়া উচিত। প্রতিবাদে সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে মাদ্রাসায় পড়ে শুধু মাত্র মুসলমান ছাত্ররা। কিন্তু স্কুলে শুধুমাত্র খৃষ্টান ছাত্ররা পড়ে না। সেইজন্য স্কুলে বাইবেল পাঠ হওয়া উচিত নয়।

১৪ আশ্বিন ১২৬০। অক্টোবর ১৮৫৩

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ (চিঠি)॥

পত্রলেখক জানাইয়াছেন যে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্র হিন্দু কলেজের ছাত্র ভাঙাইয়া আনিতে পারে ভাবিয়া হিন্দু কলেজের দ্বার সব সময় রুদ্ধ থাকে। কিন্তু তাহাতেও হিন্দু কলেজ বাঁচিবে না। কারণ হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের উত্তম শিক্ষকতা ছাত্রদের আকর্ষণ করিবেই। উপরন্তু হিন্দুদের মধ্যে জাগরণ আসিয়াছে।

১৬ আশ্বিন ১২৬০। অক্টোবর ১৮৫৩

চিঠি ॥

তারাপ্রসাদ রায় এই পত্রে জানাইতেছেন যে হিন্দু কলেজের 'কলেজ ডিপার্টমেণ্টে' একজন বাংলা অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। উক্ত অধ্যাপক ইংরেজীভাষায় পারদর্শী হইবেন এবং ছাত্রদের বাংলা রচনা ও অনুবাদ সংশোধন করিবেন। পত্রপ্রেরকের মতে অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই পদের উপযুক্ত ব্যক্তি।

১০ কার্তিক ১২৬০। অক্টোবর ১৮৫৩

হিন্দু কলেজ (সম্পাদকীয়)॥

সমাচার চন্দ্রিকার খবর উদ্ধৃত করিয়া সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে লর্ড ডাল-হৌসির নূতন আদেশ অনুযায়ী হিন্দু কলেজ 'জুনিয়ার' ও 'সিনিয়ার' এই দুইভাগে বিভক্ত হইবে। জুনিয়ার বিভাগে শুধুমাত্র হিন্দুরাই পড়িবে। সিনিয়ার বিভাগ সকল ধর্মের

ছাত্রদের জন্য মুক্ত থাকিবে। এই কলেজ ইউনিভারসিটির মর্যাদা পাইবে এবং নানা বিদ্যা এই কলেজেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। জেনারেল মার্টিনের কাণ্ড সরকারের হাতে আসিয়াছে। এখন ইংরেজ যুবকেরা হিন্দু কলেজে পড়িবে। ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে সরকার হিন্দুত্ব নাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

৯ অগ্রহায়ণ ১২৬০। নভেম্বর ১৮৫৩

লর্ড ডালহৌসি ও সর্ব্বজাতীয় বিদ্যালয় (অন্যতম সম্পাদকীয়) ॥

লর্ড ডালহৌসি সর্বজাতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে যে নিয়ম প্রবর্তন করিতেছেন তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। প্রস্তাবিত সর্বজাতীয় বিদ্যালয়ে সর্বধর্মের ছাত্ররা পড়িবে। তাহার জন্য নূতন বাড়ী নির্মাণ করা হইবে। হিন্দু কলেজে কেবল জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট থাকিবে। এই প্রস্তাবের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে হিন্দুদেব দানে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইয়াছে এবং তাহা হিন্দুদেরই থাকা উচিত।

১৭ অগ্রহায়ণ ১২৬০। ডিসেম্বর ১৮৫৩

মেডিকেল কলেজ ॥

মেডিকেল কলেজ হইতে যাঁহারা পাস করিয়াছেন এবং সাতবছর সরকারী চাকরি করিয়াছেন, তাঁহাদের আবার পরীক্ষা দিতে হইবে এবং পরীক্ষায় পাস করিবার পর তাঁহাদের মাহিনা হইবে ১৫০৲ টাকা।

১৭ অগ্রহায়ণ ১২৬০। ডিসেম্বর ১৮৫৩

হার্ডিঞ্জ স্কুল ॥

লর্ড হাডিঞ্জ এই প্রদেশে একশত বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শিক্ষা-সংসদ সেই সব স্কুলের সংস্কার করিবার ইচ্ছায় জিলা ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষাবিষয়ক লোকাল কমিটির নিকট নির্দেশ পাঠাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে এই সব স্কুলের জন্য সংসদকে অর্থব্যয় করিতে হইবে।

২৩ বৈশাখ ১২৬১। এপ্রিল ১৮৫৪

সিবিলিয়ান সাহেবদের শিক্ষা (সম্পাদকীয়) ॥

আগের নিয়ম অনুযায়ী সিবিলিয়ান সাহেবদের ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে পড়িতে হইত। কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নাই। এখন নিয়ম হইয়াছে যে সিবিলিয়ানরা ছ'মাস ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে সহকারী হিসাবে কাজ করিবেন। এই সময় তাঁহারা এই দেশের রীতিনীতি ও ভাষা শিখিয়া লইবেন। তারপর তাঁহাদের পরীক্ষা

গ্রহণ করা হইবে। মন্তব্য করা হইয়াছে যে প্রস্তাবিত নূতন নিয়মে ফল আরো শোচনীয় হইবে। কারণ সাহেবেরা নীলকরদের সঙ্গে সময় কাটান। এ দেশের রীতিনীতি শিখিবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তাঁহাদের নাই।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। মে ১৮৫৪

শিল্প বিদ্যালয় (সম্পাদকীয়)॥

এদেশীয় ও ইয়োরোপীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ এই বিদ্যালয়ের জন্য তাঁহার চিৎপুর রোডের বাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং অর্থসাহায্যকারীদের নামের তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। মে ১৮৫৪

প্রেসিডেন্সি কলেজ (সম্পাদকীয়)॥

প্রেসিডেন্সি কলেজ যে নিয়মের অধীনে থাকিবে তাহা সম্পাদকের মতে সন্তোষজনক এবং এই কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্ররা বড় বড় সরকারী চাকরি পাইবে।

২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। জুন ১৮৫৪

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ (সম্পাদকীয়)॥

হরকরা হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্রদের ব্যবহার সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এই সম্পাদকীয়তে সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলা হইয়াছে।

২৫ আষাঢ় ১২৬১। জুলাই ১৮৫৪

বিদ্যাসাগর॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনে বাংলাভাষার বিদ্যালয়গুলির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করায় সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪ শ্রাবণ ১২৬১। জুলাই ১৮৫৪

বিশ্ববিদ্যালয় (সম্পাদকীয়)॥

বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা সম্পর্কিত নিয়ম প্রবর্তন ইত্যাদির ভার দেওয়া হইয়াছে প্রত্যেক প্রদেশে এক এক ব্যক্তির উপর। এই নিয়মকে শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াও বলা হইয়াছে একজনের পক্ষে জটিল বিষয়ে সঠিক নীতি নির্ণয় করা কঠিন। তাই শিক্ষা বিষয়ে কয়েকজনের পরামর্শ গ্রহণ করার রীতি চালু থাকা উচিত। শিক্ষার নীতি সভার দ্বারা নির্ধারিত হইলে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্তকেও অভিনন্দন জানানো হইয়াছে। আগে যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইত তবে এদেশের লোক এতদিনে ইংরেজদের প্রধান সহকারী হিসাবে বিবেচিত হইত।

৬ শ্রাবণ ১২৬১। জুলাই ১৮৫৪

সম্পাদকীয়॥

আগে সাহেবদের কুসংস্কার ছিল। তাঁহারা ভাবিতেন যে এদেশের লোক দায়িত্বপূর্ণ কাজের অযোগ্য। সুখের বিষয় সে-ধারণা এখন বদলাইতেছে। রাজপুরুষেরা ভাবিতে শিখিয়াছেন যে এদেশের মানুষ বুদ্ধিমান ও উপযুক্ত। সেজন্য বিদ্যাচর্চার প্রতি তাহাদের আগ্রহ বাড়িয়াছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। এই কলেজের নিয়মাবলী লর্ড ডালহৌসি বিলাতে অনুমোদনের জন্য পাঠাইয়াছেন।

১৩ শ্রাবণ ১২৬১। জুলাই ১৮৫৪

বিদ্যাশিক্ষা (সম্পাদকীয়)॥

ভারতবর্ষ যতদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে থাকিবে ততদিন এদেশের লোক দায়িত্বশীল রাজকর্ম পাইবেন না। তাঁহাদিগকে সামান্য কর্ম লইয়া তুষ্ট থাকিতে হইবে। তবে বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার হইলে এই কৌশলজাল ছিন্ন হইয়া যাইবে।

১৫ শ্রাবণ ১২৬১। জুলাই ১৮৫৪

শিল্প বিদ্যালয় (সম্পাদকীয়)॥

শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই বিদ্যালয়ের প্রতি সরকার প্রসন্ন থাকা সত্ত্বেও প্রস্তুতি বন্ধ হইবার কারণ রহস্যাবৃত। কিন্তু শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এদেশের পণ্য লইয়াই ব্রিটিশ এত লাভবান হইয়াছে। ভারতবর্ষে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা হইলে এদেশের ধনবৃদ্ধি ও উন্নতি হইবে।

২৭ শ্রাবণ ১২৬১। আগস্ট ১৮৫৪

মেডিকেল কলেজ (সম্পাদকীয়)॥

মেডিকেল কলেজ হইতে পাস করিলে ৫০৲, কাজ পাইয়া ১০০৲ এবং সাত বছর পরে আর একটি পরীক্ষায় পাস করিলে ১৫০৲ বেতন দেওয়া হয়। যাহারা রেঙ্গুনে যান, তাঁহাদের বেতন বাড়াইয়া দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছে।

২৯ শ্রাবণ ১২৬১। আগস্ট ১৮৫৪

শিল্প বিদ্যালয়॥

সংকল্পিত শিল্প-বিদ্যালয়ের উদ্বোধনের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে শুধু চিত্রবিদ্যা ও পুত্তলিকাদি তৈয়ারী করিবার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইবে।

২০ ভাদ্র ১২৬১। সেপ্টেম্বর ১৮৫৪

প্রেসিডেন্সি কলেজ॥

শিক্ষাবিস্তারের জন্য লর্ড ডালহৌসির প্রস্তাব বিলাতে অনুমোদিত হইয়াছে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

২২ ভাদ্র ১২৬১। সেপ্টেম্বর ১৮৫৪

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন (সম্পাদকীয়)॥

নূতন নিয়ম অনুসারে শিক্ষাসংসদ উঠিয়া যাইবে। সংসদের সভ্য প্রেসিডেন্সি কলেজের তত্ত্বাবধায়ক হইবেন। একজন ব্যক্তির উপর এই প্রদেশের শিক্ষার সব ভার দেওয়া হইবে। কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। হিন্দু কলেজ ভাঙিয়া হইবে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং হিন্দু কলেজের অধ্যাপকেরা হইবেন নূতন কলেজের শিক্ষক। ইহা ছাড়া হুগলী, ঢাকা ও কৃষ্ণনগর কলেজের পরিবর্তনের সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং নূতন বিধি দ্বারা বাংলাভাষা প্রসারের সুবিধা হইবে। এই পরিবর্তন মঙ্গলসূচক।

১০ আশ্বিন ১২৬১। সেপ্টেম্বর ১৮৫৪

কলেজে বাইবেল পাঠ (সম্পাদকীয়)॥

কলেজে বাইবেল পাঠের প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া বলা হইয়াছে যে বাইবেল পাঠ যদি চালু হয় তবে প্রদেশের সমস্ত হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হইয়া দরখাস্ত পাঠাইবে।

১৮ আষাঢ় ১২৬৩। জুলাই ১৮৫৬

সম্পাদকীয়॥

এদেশে বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে সরকার যেরূপ আড়ম্বর দেখাইতেছেন, কার্যত সেইরূপ ফল হয় নাই। শিক্ষাকার্যের অধ্যক্ষতা করিবার জন্য একজন সিবিলিয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু কাজে তাঁহার বিশেষ মনোযোগ নাই। দ্বিতীয়ত বাংলাভাষা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যয় করা হইতেছে না এবং শিক্ষকদের বেতন ধার্য হইয়াছে ১৫ টাকা হইতে ২৫ টাকার মধ্যে। অথচ তত্ত্বাবধায়কদের বেতন অনেক বেশী।

১ মাঘ ১২৬৩। জানুয়ারি ১৮৫৭

কলিকাতা ও তৎসান্নিধ্যবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন॥

বিটন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান করিবার জন্য সরকার-নিযুক্ত কমিটির সদস্যের নাম ও বালিকা বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৭ বৈশাখ ১২৬৫। এপ্রিল ১৮৫৮

"ধর্ম্মশিক্ষা" প্রস্তাবের উপর একটি চিঠি (সম্পাদকীয়) ॥

ছাত্রদের ক্রমাবনত নৈতিক মানের জন্য দায়ী করা হইয়াছে শিক্ষাপ্রণালীকে। ধর্মশিক্ষার অভাবও আর একটি কারণ।

৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫। মে ১৮৫৮

অভিনব বালিকা বিদ্যালয় (সম্পাদকীয়) ॥

অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভার কথা বিবৃত করা হইয়াছে।

•

২২ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫। জুন ১৮৫৮

প্রদেশব্যাপী শিক্ষার প্রসারের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং হাবড়ার ট্রেনিং স্কুলে "ডেভিড স্ট্রো প্রণীত ট্রেনিং সিসটেম"-এর বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৭ আষাঢ় ১২৬৫। জুলাই ১৮৫৮

সরকারী শিক্ষানীতি (সম্পাদকীয়) ॥

কলিকাতার সরকারী স্কুলে ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণ হয় যে সরকার এদেশের শিক্ষার সমস্ত ভার বহন করিতে অক্ষম। বিলাতে সরকারী সাহায্যে শিক্ষাদান করা হয়। এদেশে শিক্ষার উৎসাহ অনেক কম। সুতরাং সরকারী সাহায্য আরো বেশী হওয়া দরকার। কিন্তু সরকার বেতন বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষা-সংকোচন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। দুঃসময়ে এই নীতি গ্রহণ করা অন্যায়।

২ শ্রাবণ ১২৬৫। জুলাই ১৮৫৮

হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ (সম্পাদকীয়) ॥

হিন্দু মেট্রোপলিটন এখন শুধুমাত্র দত্তবাবুদের দানের উপর বাঁচিয়া আছে। সর্বসাধারণকে কলেজের ভাণ্ডারে অর্থসাহায্য করিবার জন্য আবেদন জানানো হইয়াছে।

১২ শ্রাবণ ১২৬৫। জুলাই ১৮৫৮

গভর্নমেণ্ট ও এতদ্দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা (সম্পাদকীয়) ॥

সরকারী সাহায্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু সিপাহীবিদ্রোহের হাঙ্গামায় বিদ্যালয় উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তাহার উপর বেতন বৃদ্ধি শিক্ষার মূলে

কুঠারাঘাত করিয়াছে। আশা একমাত্র মেট্রোপলিটন কলেজ। সমবেত চেষ্টায় উহাকে বাঁচাইয়া রাখা দরকার।

১৯ ভাদ্র ১২৬৫ । সেপ্টেম্বর ১৮৫৮

কি পরিতাপ! এমন কেন হইবে? (সম্পাদকীয়)॥

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে যে পত্র দিয়াছেন সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। পদত্যাগের কারণ সাধারণ্যে প্রকাশ করা হয় নাই। বিদ্যাসাগর সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার অভাবে কলেজের ক্ষতি হইবে। ভারতবর্ষ মহারানীর শাসনের অধীনে আসিতেছে। এই সময় বিদ্যাসাগরের পদত্যাগ করা উচিত নয় বলিয়া পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

১৯ ভাদ্র ১২৬৫ । সেপ্টেম্বর ১৮৫৮

বঙ্গভাষা (চিঠিপত্র)॥

পত্রপ্রেরকের মতে এদেশের মানুষের অযোগ্যতার জন্যই বঙ্গভাষা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই।

২৬ ভাদ্র ১২৬৫ । সেপ্টেম্বর ১৮৫৮

প্রেসিডেন্সি কলেজ (সম্পাদকীয়)॥

প্রেসিডেন্সি কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে শুনিয়া গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া শাসকসমাজের শুভবুদ্ধির উপর কটাক্ষপাত করা হইয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহকে সকল অনিষ্টের মূল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৪ মাঘ ১২৬৬ । ১৬ জানুয়ারি ১৮৬০

ভারতবর্ষে বিদ্যোন্নতি (সম্পাদকীয়)॥

ইংরেজ অধিকারের সূত্রপাত হইতেই ভারতবর্ষে সৌভাগ্যের সূচনা হইয়াছে। কারণ বিদ্যাচর্চার সূত্রপাত তখন হইতেই। তবু শিক্ষার কেন্দ্র শহর। এখানে বিদ্যার প্রসার ও প্রচার বেশী। গ্রামে গ্রামে যদিও পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে, তবুও তাহা দেশের প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। তৎসত্ত্বেও একমাত্র শিক্ষার গুণে বাঙালীরা ইংরেজের সমকক্ষ হইয়া উঠিতেছেন। শেষে পরিতাপ করা হইয়াছে যে সমগ্র ভারতবর্ষে ইউনিভারসিটি মাত্র একটি।

৩০ মাঘ ১২৬৬ । ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (সম্পাদকীয়)॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্ররা কৃতবিদ্য হইয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু

তাহার সামাজিক মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে যে আশা মনে ছিল, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে তাহা পূর্ণ হয় নাই। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা প্রধান ভাষা নয়। সেখানে অবশ্যপাঠ্য ভাষা ইংরেজী। বাংলাভাষা তাই যথাযোগ্য সম্মান পায় নাই। বাংলাভাষা উপাধি পরীক্ষার মান হিসাবে গ্রাহ্য হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে।

১৮ মাঘ ১২৭০। ৩০ জানুয়ারি ১৮৬৪

সম্পাদকীয়॥

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তক হিসাবে নির্ধারিত পুস্তক কোনমতেই উচ্চস্তরের নয়। তাই সেখানে ভাষাচর্চা নিম্ন-মানের হইতে বাধ্য। নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের কারণ হইতেছে, সিণ্ডিকেটের সভ্যরা বাংলাভাষার কোন সংবাদ রাখেন না।

৬ ফাল্গুন ১২৭০। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪

সম্পাদকীয়॥

শিক্ষাব্যবস্থার নূতন নিয়মে শিক্ষার সমস্ত কর্তৃত্ব পাইয়াছে সিবিলিয়ান অফিসার। বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা আয়ব্যয়ের দিকে নজর তাঁহাদের বেশী। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের মাহিনা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। কারণ ঐ কলেজে পড়িতে আসে ধনী লোকের সন্তানেরা। এই ধারণার প্রতিবাদ করা হইয়াছে এবং আশা করা হইয়াছে যে শিক্ষা বিষয়ে সরকারী সাহায্য আরো উদার হইবে।

১৭ আষাঢ় ১২৯৯। ৩০ জুন ১৮৯২

সম্পাদকীয়॥

বালকদিগের নীতিশিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কারণ ইংরেজীশিক্ষার প্রভাবে তাহাদের মধ্যে স্ব-ধর্ম সম্পর্কে বিরূপতা আসিয়াছে। অন্যদিকে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ায় ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি টান কমিয়া যাইতেছে। এইজন্য হিন্দুপ্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

২৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৯। ৮ ডিসেম্বর ১৮৯২

বাংলার কৃষি শিক্ষা (সম্পাদকীয়)॥

উপার্জনের পথ বাণিজ্য কৃষি ও রাজসেবা। ইহার মধ্যে রাজসেবা সর্বনিম্ন। কিন্তু ইহার জন্য শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী। বাণিজ্যে কোন রাজ-সাহায্য নাই। সুতরাং

বাঙালীরা সেদিকে যাইবেন না। তাঁহারা বরং কৃষির দিকে যাইবেন। কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করিয়া লাভ নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাজ করিতে হইবে।

২৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৯। ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২

বাংলার কৃষি শিক্ষা (সম্পাদকীয়)॥

প্রত্যেক সুসভ্য দেশে কৃষিকাজের উন্নতির জন্য সভা থাকে। কৃষিবিদ্যার জন্য বিদ্যালয়ও আছে। প্রয়োজন হইলে সরকারী খরচায় সেই বিদ্যালয় চালানো হয়। এদেশে সে ব্যবস্থা নাই। সরকার শুধু মাত্র রাজস্ব নেন। জমিদার খাজনা লইয়া মত্ত। কিন্তু ইহাতে দেশের ক্ষতি হইতেছে। এ বিষয়ে সরকারের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

রচনা-সংকলন। শিক্ষা

হুগলী কালেজের সমুদয় বিবরণ। ২৮. ১২. ৫৩। ৯. ৪. ১৮৪৭

১৮৩৬ শকে ১ জুলাই দিবসে চুঁচুড়া নগরাস্থত মৃত হাজি মহম্মদ মহিসনের কালেজ সংস্থাপিত হয়, এই প্রধান বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হওনের পূর্ব্বে চুঁচুড়া, চন্দননগর, হুগলি প্রভৃতি নগরে রাজপুরুষদের ভাষা কিম্বা দেশ ভাষার সুচারুরূপে শিক্ষা হয় এমত কোন বিদ্যালয় বিরাজিত ছিল না, চুঁচুড়া নগরে লণ্ডন মিসনরিদের স্থাপিত যৎসামান্য এক অবৈতনিক পাঠালয় ছিল, তথায় ঈশু খ্রীষ্টের গুণ সঙ্কীর্ত্তন যে সকল গ্রন্থে বর্ণনা আছে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের প্রাচুর্য থাকাতে ভদ্রলোকের সন্তানেরা কেহ বিদ্যাভ্যাস করিত না, হুগলিতে এমামবাটীর অধীনস্থ মাদরসা সংক্রান্ত দাতব্য এক ইংরাজী পাঠশালা ছিল; ঐ পাঠশালার কার্য্য কেবল এক জন শিক্ষকদ্বারা নির্ব্বাহ হইত, এবং তত্বাবধানের অভাবে ও কোন বিশেষ নিয়মবদ্ধ না থাকাতে সুশৃঙ্খলারূপে পঠনা কায্য নিষ্পাদন হইত না, সুতরাং তৎকালে পূর্ব্বোক্ত নগরত্রয়ে ও তন্নিকটস্থ গ্রামের বালকবৃন্দের জ্ঞানার্জ্জনের উপায় ছিল না. উল্লেখিত মাদরসা ও তৎসংক্রান্ত ইংরাজী বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় পুণ্যাত্মা মহম্মদ মহিসনের ধন হইতে চলিত, ঐ মহল্লোকের উত্তরাধিকারি না থাকাতে উইলে অর্থাৎ স্বর্গকালীনের দানপত্রে অন্যান্য সৎ ও পুণ্যজনক কর্ম্মের মধ্যে স্বধন নির্ধন ও সাধারণ ব্যক্তিদিগের বালকগণের বিদ্যাভ্যাসের জন্য এক উপযুক্ত পাঠশালা সংস্থাপনের অনুমতি লিখিত ছিল, কিন্তু তাহার সম্পত্তির তত্বাবধারকেরা পূর্ব্বোক্ত ঐ মাদরসা ও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনা করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছিলেন, ঐ পাঠশালাদ্বয়ের ব্যয় অত্যল্প ছিল; মহম্মদ মহিসনের বিষয়ের বার্ষিক আয় ষষ্ঠি সহস্র মুদ্রার অধিক, কিন্তু ঐ সমস্ত টাকা কেবল অপব্যয়ে শেষ হইত, কিয়ৎকাল পরে দেশহিতৈষী ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব হুগলিস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ দ্বারা এমামবাটীর সমস্ত ব্যাপার গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করাইবাতে মহামান্য গবর্ণমেণ্ট হুগলির লোকেদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া মহম্মদ মহিসনের দানপত্রের মর্ম্মানুসারে তাঁহার বিষয়ের আয় হইতে উক্ত স্থানে এক উপযুক্ত কালেজ সংস্থাপিত করিতে বিদ্যাধ্যাপক সমাজের প্রতি অনুমতি করিলেন, উক্ত সভা উল্লেখিত শুভ সময়ে বিদ্যার আলোক বিকীর্ণ করণার্থে ঐ প্রধান পাঠশালা স্থাপন করিলেন, এবং ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য সম্পাদনের ভার

ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, পরে কথিত মহাশয়ের কায়িক পরিশ্রমে ও মানসিক যত্নে বিদ্যালয়ের দিন ২ শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাঁহার অধ্যক্ষতাতে ও নিয়মাদিতে শিক্ষক প্রভৃতি কর্ম্মকারকেরা সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কখন কাহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, বরং নিজাধীন শিক্ষাদাতাদের যাহাতে পদোন্নতি হয় এমত নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। অনন্তর তিনি বিদ্যাধ্যাপনা সভার সম্পাদকত্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইলে শ্রীযুক্ত জেমস্ সদরলেণ্ড সাহেব মহাশয় তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইলেন, তিনি পাঠশালার অধ্যক্ষতা কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে পাঠশালাস্থ সমুদয় ব্যক্তিরা আনন্দে পুলকিত হইল, ঐ মহাশয়ের অধ্যাপনার সুশৃঙ্খলতা ও পারিপাট্য ও বাক্যের মিষ্টতা ও স্বভাবের সরলতা ও দয়া এবং পরহিতেচ্ছা প্রভৃতি যে গুণ তাহা বর্ণে বর্ণনা করা যায় না, তিনি অধীনস্থ ছাত্রগণকে স্বীয় প্রিয় সন্ততির ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহাদের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইতেন, অলৌকিক কথা বা অপ্রিয় বাক্য তিনি জানিতেন না, ছাত্রদের যাহাতে মঙ্গল হয় এমত বিষয়ে অশেষ বিশেষরূপে মনোযোগ করিতেন, শিক্ষকবর্গের প্রতিও তাঁহার তদ্রূপ দৃষ্টি ছিল, তিনি অনেককে উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়াছেন, কোন শিক্ষক বা পণ্ডিত বা মৌলবি কোন কর্ম্মানুরোধে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার ভবনে গমন করিলে তিনি তাহাদের সম্মান পুরঃসর অভ্যর্থনা করিয়া আসনে উপবিষ্ট করাইতেন পরে সদালাপে ও মধুর বচনে তাহাদের পরিতোষ জন্মাইয়া বিদায় করিতেন, অপিচ হিন্দু-ধর্ম্মের কোন অংশে হানি না হয় তাঁহার এমত বিশেষ মনোযোগ ছিল, তাঁহার এক দৃষ্টান্ত দেখুন, যৎকালীন চুঁচুড়ায় একজন ধর্ম্মোপদেশক সাহেব হুগলি কালেজের উচ্চশ্রেণীতে বাইবেল পাঠ করাইবার আশয়ে কএকখানা ঐ গ্রন্থ ও এক অনুরোধ লিপি তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি যে কি পর্য্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহার সবিশেষ তাঁহার অধীনস্থ পাঠার্থিরা কেবল বলিতে পারেন, পরে তিনি পত্রের প্রত্যুত্তর সম্বলিষ্ট উক্ত কতিপয় ধর্ম্মপুস্তক প্রতিপ্রেরণ করিলে ধর্ম্মোপদেষ্টা সাহেবের সহিত সংবাদ লিপিতে তাঁহার তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, তত্তাবদ্বৃত্তান্ত লিখিলে পত্র বাহুল্য হয়. এজন্য এইমাত্র লিখিলাম যে ঐ ঈশু ধর্ম্মশিক্ষকের পরাজয় হইয়াছিল, অপরঞ্চ গৌড়ীয় ভাষার উন্নতির নিমিত্তে তিনি পণ্ডিত ও ছাত্রবর্গকে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিতেন. একশ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে বালকদিগকে উত্থিত করণের সময় যে বালক ইংরাজী ও দেশভাষার তুল্য পরীক্ষা দিতেন, তিনিই উত্থিত হইতেন, যিনি দুই ভাষায় তুল্য ব্যুৎপন্ন না হইতেন তিনি কদাচ উচ্চশ্রেণীতে উঠিতে পারিতেন না এবং এদেশের পর্ব্বোপলক্ষে পাঠশালার অবকাশ দেওনের পূর্ব্বে পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহাদিগের অভিমতানুসারে বিদ্যালয়ের পাঠনা কার্য্য স্থগিত করিতেন, ফলতঃ তিনি বিদ্যামন্দিরস্থ সমস্ত লোকের মনোরঞ্জন পূর্ব্বক সকল কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া দিতেন, ইতিমধ্যে সদরলণ্ড সাহেব পীড়িত হইয়া যখন জন্মভূমিতে প্রস্থান করেন তখন সুবিজ্ঞ শ্রীযুত ডাক্তর ইস্‌ডেইল সাহেব

তাহার প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহার অধ্যক্ষতা ও অধ্যাপনায় সকলে সন্তোষিত চিত্ত ছিল, এবং তিনিও অনেক শিক্ষকের ও ছাত্রের উপকার করিয়াছিলেন, পরে সদরলণ্ড সাহেব স্বদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে ডাক্তর সাহেব অনেক প্রশংসাপত্র প্রাপণানন্তর অধ্যক্ষতা পদ হইতে অবসর হইলেন, তদনন্তর সদরলণ্ড সাহেব পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ পূর্ব্বক কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া অতি অল্প দিবস পরে মেরিণের সেক্রেটারী পদ প্রাপ্ত হইলে কালেজাধ্যক্ষতা ভার শ্রীযুত এল্, ক্লিণ্ট সাহেবের প্রতি অর্পিত হইল, সদরলণ্ড সাহেব যখন পাঠশালার শিক্ষক ও পণ্ডিত ও মৌলবী ও ছাত্রগণ ও নগরবাসি মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগের নিকট হইতে এড্রেস অর্থাৎ সুখ্যাতি পত্র পাইয়া বিদায় হয়েন তখন অনেকেই শোকাকুলিত হইয়া নয়ন নীর নিবারণে অসমর্থ হইয়াছিলেন, শ্রীযুত ক্লিণ্ট সাহেব মহাশয় হুগলি কালেজাধ্যক্ষ হইয়া কিঞ্চিৎকাল শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন ; অনন্তর কালেজের অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও মনোহর কুসুমোদ্যান ও পুস্তকালয় এবং তৎসংক্রান্ত পাঠার্থি সন্দোহ ও শিক্ষকগণ ও অন্যান্য বেতনভুক্ত কর্ম্মকারক প্রভৃতি লোক তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন এবম্প্রকার বিবেচনা করত আপনাকে ধন্য মানিয়া এককালে মদমত্ত হইলেন। সম্পাদক মহাশয় এই মহাপুরুষ কালেজের অধ্যক্ষের আসনে উপবিষ্ট হইয়া জজ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বিচারপতির ন্যায় (খোদাবন্দগিরী) ও কথায় কথায় পাঠশালাস্থ ভৃত্যদিগের নাম ও বেতন কর্ত্তন এবং ছাত্রের অনুপস্থিত হইলে তাহাদিগকে অর্থদণ্ড করিতেন, অপর শিক্ষকদিগের পদ ও মান বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক বরঞ্চ যাহাতে তাহারা অপ্রতিভ ও অপমানিত হয়েন এমত পথানুসন্ধানে নিয়ত থাকিতেন, যদি কোন শিক্ষক ও পণ্ডিতেরা তাহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন তবে তিনি তাহাদিগকে সম্মান না করিয়া কুবাক্য বাণ নিক্ষেপণ দ্বারা তাহাদিগের মর্ম্মভেদ করিয়া প্রস্থান করাইতে বাধ্য করাইতেন ; এবম্প্রকার ব্যবহার এবং অন্যান্য বিষয়ে তিনি কালেজস্থ সমস্ত লোককে যেরূপ জর্জ্জরীভূত করিয়াছিলেন তাহা লিখনে লেখনী কম্পমানা হয়, আহা, এমত মিষ্টভাষী ও পরোপকারী ও দয়াবান সদরলণ্ড সাহেব পরিবর্ত্তে যে এক কটুভাষী ও নির্দ্দয় ও পরপীড়াদায়ক ক্লিণ্ট সাহেব নিযুক্ত হইবেন ইহা আমাদিগের স্বপ্নের অগোচর ছিল। মহম্মদ মহীসনের কালেজ সংস্থাপনের মুখ্যোদ্দিশ্য এই যে দীনদরিদ্র সন্তানদিগকে বিনা বেতনে বিদ্যাদান করা, কিন্তু এই পুণ্যাত্মা সাহেবের দ্বারা এই পাঠশালা সংপূর্ণ বৈতনিক হইয়াছে, অপিচ তিনি যে হিন্দু ধর্ম্মদ্বেষি তাহার অন্য প্রমাণ দর্শাইবার আবশ্যক নাই এতদ্দেশীয় পর্ব্বোপলক্ষে ঐ কালেজের ছুটি বিষয়ে কৌন্সেল অফ্ এডুকেশনে অনুরোধ করিয়া যেরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তদ্দৃষ্টেই বিশেষ জানা যাইতেছে, যাহা হউক অধুনা তিনি যে স্থানান্তর গমন করিয়াছেন ইহা উক্ত পাঠশালার ছাত্র ও শিক্ষক প্রভৃতির সৌভাগ্যের বিষয় ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তিনি যেরূপ পুণ্যাত্মা ও যশস্বী তাহা তাহার বিদ্যাদানকালীন ব্যক্ত হইয়াছে। শুনিতেছি যে বর্ত্তমান অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ডসন

সাহেব অল্পদিনের মধ্যে উক্ত কালেজের সর্বসাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছেন, পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি যে এই বিজ্ঞবর মহাশয় সদরলণ্ড সাহেবের ন্যায় যশস্বী হইয়া ছাত্র ও শিক্ষকদিগের উপকারে নিয়ত রত হউন।

একজন উক্ত পাঠশালার
পূর্ব্বতন ছাত্রস্য

পাবনার স্কুল। ২০. ২. ১২৫৪। ২. ৬. ১৮৪৭

সংপ্রতি পাবনার স্কুলে ছাত্রের সংখ্যা অধিক হওয়াতে স্থানের অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতা হয়, একারণ এক বড় নূতন ঘর নির্ম্মাণ নিমিত্ত কোন ধনি ব্যক্তি ২৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে না, এতন্নিমিত্ত তথাকার ইংরাজ বাঙ্গালি সকলে চাঁদাদ্বারা সাহায্য করিতেছেন।

সেন্ট জান্স কালেজ। ২২. ২. ১২৫৪। ৪. ৬. ১৮৪৭

উক্ত কালেজের মৃত অধ্যক্ষ রেবরেণ্ড মেং ওসিয়া সাহেবের পদে একজন উপযুক্ত লোক পাঠাইবার নিমিত্ত আর্চ্চ বিশপ কের সাহেব বিলাতে এক পত্র লিখিয়াছেন, এবং যদবধি নূতন অধ্যক্ষ না আইসেন তদবধি তিনি স্বয়ং তত্ত্বাবধায়ক হইয়া অধ্যক্ষতা কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।

সম্পাদকীয়। ৩. ৩. ১২৫৪। ১৬. ৬. ১৮৪৭

স্থানের সঙ্কীর্ণতা জন্য আমরা গত দিবস একটা মহদ্বিষয় প্রকাশ করিতে অক্ষম হইয়াছিলাম, অতএব তৎকর্ত্তব্য কর্ম্ম অসাধন জন্য আমারদিগের যে ক্রটি হইয়াছে তাহা গুণাকর পাঠক মহাশয়েরা সরল স্বভাবে অবশ্যই মার্জ্জনা করিবেন।

গত ১ আষাঢ় সোমবার বেলা পাচ ঘণ্টা পরাহ্নে মিডিকেল কালেজের থিয়েটার নামক প্রকাশ্য গৃহে তৎমহদ্বিদ্যালয়ের সুপাত্র ছাত্র-বৃন্দের শুভ পুরস্কার প্রদান কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, অবগতি হইল সমাগত সমূহ সভ্যশ্রেণীমধ্যে বিশেষ ২ সম্ভ্রান্ত ইংলণ্ডীয় এবং এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগি মহোদয়দিগের অধিষ্ঠানে সুরচিতা মহতী সভার বিশেষ শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল, বিশেষতঃ মান্যবর শ্রীযুত এফ্ মিলেট সাহেব, শ্রীযুত সি এচ কেমিরণ সাহেব শ্রীযুত লার্ড বিশাপ সাহেব, শ্রীযুত এফ্ জে হালিডে সাহেব, ডাক্তর গ্রান্ট সাহেব, ডাক্তর ইজ্‌ডেল সাহেব, ডাক্তর টমসন সাহেব এবং আর ২ বিবিধ সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ি সাহেবেরা তথা সমুদয় কালেজাধ্যাপক ও অধ্যক্ষ মহাশয়েরা উপস্থিত হয়েন, এতদ্দেশীয় মান্যলোকদিগের মধ্যে শ্রীযুত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, শ্রীযুত কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু আশুতোষ দেব, শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত, শ্রীযুত বাবু রমানাথ ঠাকুর তথা শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহাশয়গণের সমাগম হইয়াছিল।

প্রথমতঃ মান্যবর শ্রীযুত এফ মিলেট সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে ডিপ্লোমা এবং আর ২ প্রকার পুরস্কার সকল প্রদত্ত হইতে লাগিল, তদ্বিশেষ নিম্ন লিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই পাঠক মহাশয়েরা এক প্রকার বুঝিতে পারিবেন, আমরা কালেজ রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশ করিব, অদ্য স্থূল মাত্র লিখিত হইল।

যথা—ডিপ্লোমাধারী ছাত্রদিগের নাম। প্রথম তামীজ খাঁ, দ্বিতীয় কেদারনাথ দে, অপর বৈদ্যনাথ ব্রহ্ম, নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শশিভূষণ শীল, কালীনাথ মজুমদার, যাদবচন্দ্র রায়, কেদারনাথ ঘোষ, তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামসুন্দর ঘোষ, উমেশচন্দ্র বসু, মেং সিড্‌জ, মেং হব্‌স্‌, মেং গারবিন্‌ প্রভৃতি সুশিক্ষিত ছাত্রেরা, সুকৃতিপত্রসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন। লার্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের প্রদত্ত ২০০ টাকার এবং ডাক্তর জাক্‌সন সাহেব প্রদত্ত ১০০ টাকার পুস্তক তামীজ খাঁ পাইয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাধারণ ব্যুৎপত্তি বিষয়ক স্বর্ণ পদক কেদারনাথ দের প্রতি পুরস্কার স্বরূপ সমর্পিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত পশ্চাল্লিখিত ছাত্রেরা বিবিধপ্রকার পুরস্কার লব্ধ হইয়াছেন। মেং পিটিঙ্গল অস্ত্র চিকিৎসায় এবং ঔষধ নিরূপণ বিদ্যায় প্রথম দুই সংখ্যক প্রশংসাপত্র এবং দুই স্বর্ণপদক। নবীনকৃষ্ণ বসু চিকিৎসা ঘটিত দায়তত্ত্ব এবং ধাত্রী বিদ্যায় দুইটি স্বর্ণপদক এবং দুইখানা প্রশংসাপত্র এবং তদ্ব্যতীত অস্ত্র চিকিৎসা ঔষধ নিরূপণ এবং ব্যবস্থা প্রদায়ক বিদ্যা প্রভৃতিতে পরিপক্বতা জন্য আর তিন খান সার্টিফিকট। মেং মিকার্চ্চ ব্যবস্থাদায়ক শাস্ত্রের স্বর্ণপদক, ঐ বিষয়ের এবং অপর দুই বিষয়ের আরও দুইখানি সার্টিফিকট। নবীনচন্দ্র বসু ধাত্রীবিদ্যার কারণ ১৬ টাকার ছাত্রীয়বৃত্তি। দীননাথ দাস ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার প্রথম স্বর্ণ পদক। মাধবলাল সোম ঐ দ্বিতীয় ঐ। উমেশচন্দ্র মিত্র ঐ তৃতীয় ঐ। ভোলানাথ দাস বৃক্ষ নিরূপক শাস্ত্রের প্রথম স্বর্ণ পদক। নবগোপাল ঘোষাল ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার সার্টিফিকট। নীলমাধব মুখোপাধ্যায় ঐ। শিবচন্দ্র বসাক ঐ। দুই জন ফিরিঙ্গি (নাম অজ্ঞাত) ঐ। ছোট, শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় কিমিয়া বিদ্যায় সার্টিফিকট। বড়, শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায় ঔষধ করণক বিদ্যার সার্টিফিকট। কালিদাস নন্দী ঐ ঐ। এতদ্ব্যতীত চিকিৎসাশাস্ত্রে নৈপুণ্য জন্য ন্যূনাধিক ১৪ জন হিন্দু মুসলমান এবং খ্রীষ্টিয়ান ছাত্র সার্টিফিকট প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমারদিগের সংবাদদাতা মহাশয় তাঁহারদিগের নাম জানিতে না পারাতে আমরা কোন্‌ ছাত্র কোন্‌ বিষয়ে কি প্রকার পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন তদ্বিশেষ প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

পুরস্কৃত ছাত্রদিগের মধ্যে কেবল কালীনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ভোলানাথ দাস সভাস্থ হয়েন নাই, নচেৎ আর সকলেই আসিয়াছিলেন।

আমরা অদ্য সংবাদমাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত রহিলাম আবশ্যক বোধ করিলে এতদ্বিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করা যাইবেক।

উপ সম্পাদকীয় । ৫. ১২. ১২৫৪ । ১৭. ৩. ১৮৪৮

হিন্দু কালেজের দ্বিতীয় শিক্ষক মেং হালফোর্ড সাহেব পরলোক গমন করিয়াছেন, তিনি শিক্ষা প্রদান বিষয়ে অতিশয় উপযুক্ত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর জন্য অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন, আমরা অবগত হইলাম যে, প্রথম ঘরের চতুর্থ শ্রেণীর কৃতজ্ঞ ছাত্রগণ এক টেবলেট অর্থাৎ এক প্রস্তরময় স্তম্ভ প্রস্তুত করতঃ তাহাতে তাঁহার নাম ও অক্ষয় গুণ অক্ষর দ্বারা খোদিত করিয়া কালেজে রাখিবার অভিপ্রায়ে এক চাঁদার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এবং ঐ চাঁদার পুস্তকে দুইশত টাকার অধিক স্বাক্ষর হইয়াছে, ছাত্রেরা শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নপ্রকাশ করেন ইহা আমারদিগের নিতান্ত মানস, যেহেতু তাহাতে তাহারদিগের সুশিক্ষার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক, এবং তাহারা বহুবিধ উপকারজনক কার্য্যে মনোযোগি হইয়া ভবিষ্যতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবেন, সাধারণের অন্তকরণে এমত প্রত্যাশাও হইতে পারিবে, অতএব আমরা মেং হালফোর্ড সাহেবের উল্লেখিত প্রিয় ছাত্রদিগের এতাদৃশ সদভিপ্রায় জন্য অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, উক্ত মৃত সাহেব যে ঘরে বসিয়া শিক্ষা প্রদান করিতেন, ছাত্রেরা সেই ঘরেই তাঁহার স্মরণীয় টেবলেট রাখিবার মানস করিয়াছেন, অধুনা আমরা কালেজ কমিটির মেম্বর মহাশয়দিগ্যে অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা ছাত্রদিগ্যের অভিলাষ পরিপূর্ণ বিষয়ে তাহাদিগের উৎসাহ প্রদান করাই স্থির করেন।

আমরা আরও অবগত হইলাম যে হিন্দু কালেজের প্রথমশ্রেণীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র শ্রীযুত বাবু জগদীশনাথ রায় মেং হালফোর্ড সাহেব পদে অনিশ্চিতরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, যদবধি এডুকেশন কৌন্সেল কর্ত্তৃক অপর কোন বিশেষ ব্যক্তি তাহাতে মনোনীত না হয়েন তদবধি তিনি যথানিয়মে ছাত্রদিগ্যে শিক্ষা প্রদান করিবেন।

সম্পাদকীয় । ১৯. ১২. ১২৫৪ । ৩১. ৩. ১৮৪৮

বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই উভয় ভাষার মধ্যে কোন ভাষা দ্বারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিলে তাঁহারা কৃতবিদ্য হয়েন, সংপ্রতি এই প্রশ্ন লইয়া অনেকে আন্দোলন করিতেছেন, এবং মেং বি এচ হজসন সাহেব বঙ্গভাষার অনুকূলে বিবিধ প্রকার প্রমাণ ও অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগ করত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশ করাতে আন্দোলনের স্রোতঃ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, মেং হজসন সাহেব স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে, এই বিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের স্থানে ২ যে সকল ভিন্ন ২ ভাষা প্রচলিত আছে তত্তাবৎ উচ্ছেদ করিয়া ইংরাজী ভাষা প্রচলিতা করণাভিপ্রায়ে কতিপয় বিলাতীয় ব্যক্তি বাহুল্যরূপে ইংরাজী ভাষা প্রচার নিমিত্ত রাজ-ভাণ্ডার হইতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু তাহারদিগের ঐ দুরাশা কখনই সিদ্ধ হইবেক না, একজাতির ভাষা পরিবর্ত্তন করা সামান্য কার্য্য নহে, যুগ যুগান্তর

মন্বন্তরযোগে ঐশ্বরিক কোন ঘটনার দ্বারা এই জগতের সমুদয় শোভার বিশেষ ভাবান্তর ভিন্ন ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না, কতিপয় শ্বেতকান্তি এই রাজ্যের রাজ কার্য্যের ভার গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ অসাধ্য কার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া পিপীলিকার সিন্ধু সন্তরণের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম করিতেছেন, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট একাল পর্য্যন্ত স্বজাতীয় ভাষার বিস্তার জন্য বিস্তর টাকা ব্যয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষোপকার কি হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না, ঐ টাকা যদ্যপি এতদ্দেশীয় ভাষানুশীলনার্থে ব্যয় করিতেন তবে এতদিনে এই দেশের ভাষার লাবণ্য বিকীর্ণ হইত, দেশীয় ভাষার পুস্তকাদির কিছুমাত্র অভাব থাকিত না, শিক্ষকও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যাইত, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের যথার্থ উপকারক বন্ধু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতেন, যদি বলেন যে, ইংরাজী বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক অনেকে কৃতবিদ্য হইয়াছেন, এ কথা অতি যথার্থ বটে, কিন্তু তাঁহারদিগের সংখ্যা অতি অল্প, এই বৃহদ্রাজ্যের অসংখ্য মনুষ্য বিদ্যা শিক্ষার উপায় বিরহে অজ্ঞানতার অন্ধকারে মগ্ন রহিয়াছেন, কেবল অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বিলাতীয় বিদ্যার আলোকপ্রাপ্ত হইয়া তটস্থ মনুষ্যদিগের সভ্যতা প্রভৃতি সদ্গুণকে লভ্য করিয়াছেন, অপিচ রাজপুরুষেরা যদ্যপি দ্বেষভাব পরিহার পূর্ব্বক এই দেশের ভাষা দ্বারা এই দেশের মনুষ্যদিগ্যে জ্ঞান শিক্ষা প্রদানের নিয়ম করিতেন, তবে সর্ব্বসাধারণে বিদ্যানুশীলনে অনুরাগি হইয়া অনায়াসে বিদ্যাধন লভ্য করিতে পারিতেন।

যবন জাতি যখন এই দেশ অধিকার করিয়াছিলেন তখন তাঁহারা আপনারদিগের ভাষা প্রচার বিষয়ে সামান্য যত্ন করেন নাই, যাবনিক ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা রাজদ্বারে গমন করিতে পারিতেন না, কোন প্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করণেও অক্ষম হইতেন, এ কারণ হিন্দুজাতি যাবনিক ভাষা অনুশীলন করিয়াছিলেন, অধুনা এই রাজ্য ব্রিটিস জাতির অধিকারভুক্ত হওয়াতে তাঁহারা আবার ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করণে অনুরাগি হইয়াছেন, যাবনিক ভাষা দ্বারা হিন্দু জাতি যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার উপকারের চিহ্ন কিছুই দৃশ্য হয় না, কালক্রমে ইংরাজ জাতি যদ্যপি এই দেশ পরিত্যাগ করণে বাধ্য হয়েন তবে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার উপকারও অবিকল তদ্রূপ হইবেক। হায়! কি আক্ষেপ, এই দেশের পূর্ব্বতন অধিকারী যবন রাজাগণ ও বর্ত্তমান অধিকারী ব্রিটিস জাতি যদ্যপি বঙ্গভাষানুশীলনের প্রতি উচিতমত যত্নানুরাগ ও অর্থ ব্যয় করিতেন তবে আমারদিগের বিশেষ উপকার হইত, দেশমধ্যে বিদ্যার আলোক বিস্তীর্ণ হইয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকার রাশি বিনাশ করিত, যাহা হউক, এইক্ষণে সেই পূর্ব্ব কথার আন্দোলন করা বিফল বোধ হইতেছে, মেং হজসন সাহেব আপন প্রকাশিত পুস্তক মধ্যে ঐতিহাসিক বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করাতে আমরাও যৎকিঞ্চিত লিখিলাম, অধুনা এডুকেশন কৌন্সেলের সম্ভ্রান্ত মেম্বর মহাশয়দিগের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় যে তাঁহারা মেং হজসন সাহেবের প্রস্তাবের প্রতি বিশেষ মনোযোগি হইয়া বঙ্গভাষা অনুশীলন বিষয়ে উচিতমত অনুরাগ করেন।

সম্পাদকীয় । ২২. ১২. ১২৫৪ । ৩. ৪. ১৮৪৮

আমরা গত সংখ্যার পত্রের প্রতিজ্ঞানুসারে ওরিএণ্টেল সিমিনরির ছাত্রদিগের বাৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষার বিশেষ বিবরণ নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম। পাঠক মহাশয়েরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

ঐ পরীক্ষা সমাজে সুপ্রীমকোর্টের তৃতীয় বিচারপতি স্যর এচ্ ডবলিউ সিটন, ডাক্তর গ্রাণ্ট, ডাক্তর ন্যাস, ডাক্তর গার্ডন, মেং মণ্টেগু প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক এতদ্দেশীয় মান্য ধনাঢ্য মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন, ডাক্তর গ্রাণ্ট, ডাক্তর ন্যাস প্রভৃতি সাহেবেরা ছাত্রদিগ্যে নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সদুত্তর প্রাপ্ত হইয়া সংপূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, উমাচরণ গুপ্ত সকল ছাত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়াতে বিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ বাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্য তাহাকে এক স্বর্ণ মেডেল প্রদান করিয়াছেন।

"বাণিজ্য দ্বারা রাজ্যের কিরূপ উপকার হয়" রাজা অপূর্ব্বকৃষ্ণ বাহাদুর ছাত্রদিগের রচনাশক্তি পরীক্ষার জন্য এই প্রশ্ন দিয়াছিলেন, অপিচ ঐ বিষয়ে গোপালচন্দ্র বসু উত্তম রচনা করাতে তিনি উক্ত মহারাজার প্রদত্ত রৌপ্য মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য উপযুক্ত ছাত্রেরা নানা প্রকার উত্তম পুস্তক পারিতোষিক স্বরূপ লভ্য করিয়াছে।

উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারিণী বাঙ্গালা পাঠশালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র কৃষ্ণদাস পাল এক রূপার মেডেল ও অন্যান্য ছাত্রেরা নানাপ্রকার পুস্তক পাইয়াছেন।

ওরিএণ্টেল সিমিনরিতে এইক্ষণে ৫৮২ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, এবং তাঁহারা অষ্টাদশ শ্রেণীতে বিভুক্ত হইয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা মিলটন, সেক্সপিয়ার, বেকন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট পুস্তক সকল পাঠ করিয়া থাকেন, বাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্য তাঁহারদিগের সুশিক্ষা জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সকল নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং স্বয়ং যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া থাকেন, বাবু গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় যেরূপ সুনিয়মে বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাধারণ সমাজে যশোলাভ করিয়াছিলেন অধুনা হরেকৃষ্ণ বাবুও তদ্রূপ সুনিয়মে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন; উক্ত বিদ্যালয়ের একজন কৃতবিদ্য ছাত্র হিন্দু কালেজ ও হুগলী কালেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদিগের সহিত একত্র পরীক্ষা দিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইয়াছেন, এবং তাহার নাম রীতিমত কলিকাতা গেজেট পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, অতএব আমারদিগের অবশ্য স্বীকার করিতে হইল যে ওরিএণ্টেল সিমিনরিতে হিন্দু কালেজের ন্যায় উত্তম শিক্ষা হইতেছে।

উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারিণী পাঠশালায় ৮৫ জন ছাত্র নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভুক্ত হইয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা সংস্কৃত ব্যাকরণ হিতোপদেশ এবং জ্ঞান-

প্রদীপ ইত্যাদি পুস্তক অধ্যয়ন করেন, তাঁহারদিগের পরীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক পরীক্ষকেরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছেন।

সম্পাদকীয় (উপ)। ২৪. ১২. ১২৫৪। ৫. ৪. ১৮৪৮

আমারদিগের বিদেশীয় সহযোগি রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ সম্পাদক মহাশয় গত ১৬ চৈত্র মঙ্গলবাসরীয় পত্রে বাঙ্গালিদিগের বাংলা ভাষা শিক্ষার বিষয়ে যে সমস্ত সদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠ করিয়া বিশেষ সুখি হইয়াছি, যেহেতু জাতি মাত্রেই আপনাপন জাতীয় ভাষার প্রতি যত্ন করেন, এবং বিশিষ্টরূপে তাহা শিক্ষা করিতে অনুরাগি হয়েন, কিন্তু কি চমৎকার, এই দেশের মনুষ্যেরা জাতীয় শিক্ষা বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, ইংরাজী ভাষা অনুশীলনার্থ অধিক পরিশ্রম করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহারদিগের অনতুরাগ ও অযত্ন দ্বারা বঙ্গভাষার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে, বহুদিন হইল ব্রিটিস রাজপুরুষেরা এই রাজ্যের সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু আমলারূপে যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহারদিগের মধ্যে প্রায় তাবতেই—বঙ্গভাষা লিখনপঠনে অনভিজ্ঞ তাঁহারা মোকদ্দমা সম্বন্ধীয় যে সকল দরখাস্ত অথবা পত্র লিখিয়া থাকেন, তাহাতে কতক বাঙ্গালা, কতক পারস্য, কতক ইংরাজী ও কতক ওলন্দাজী শব্দ ব্যবহার করেন, একারণ তাঁহারা ব্যতীত বঙ্গভাষায় সুনিপুণ অন্য কোন ব্যক্তি ঐ সকল কাগজপত্রের মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন না, গবর্ণমেণ্ট ঐ সকল আমলাদিগের শিক্ষার পরীক্ষা গ্রহণ না করাতেই রাজবিচারে অশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা ব্যবহার হইয়া আসিতেছে, এবং দেশীয় লোকেরাও বঙ্গভাষানুশীলনে অমনোযোগি হইয়াছেন, যেহেতু বিচারালয়ের কর্ম্মার্থিরা জানিয়াছেন যে বাঙ্গালাভাষার প্রতি রাজার দৃষ্টি নাই, যেরূপে লিখিতে পারিলেই বিচারপতিরা সন্তুষ্ট হয়েন, এজন্য তাহারাও বঙ্গভাষার প্রতি অযত্ন করিয়া কেবল আইনের ধারা সকল কণ্ঠস্থ করত রাজকার্য্যে মনোনীত হইয়া থাকেন, অতএব আমারদিগ্যে অবশ্য বলিতে হইবেক যে রাজপুরুষেরা সমুদয় বিচারালয়ে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইবার অনুমতি দিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার উন্নতি বিষয়ে তাঁহারদিগের কিছুমাত্র যত্ন দেখি না, তাঁহারা এই দেশে ইংরাজী ভাষা প্রচারের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার বিদ্যালয় ও পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গভাষার প্রাচুর্য্যার্থ অল্পব্যয়ও করিতে পারেন না।

অপিচ এই বিষয়ে আমরা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে যদ্রূপ দোষি করিতে পারি, গবর্ণমেণ্টকে তদ্রূপ দোষি করিতে পারি না, কারণ তাঁহারা ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য, অধুনা এতদ্দেশের মনুষ্যরা যদি স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগি হয়েন তবে অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোন প্রকার নিষেধ করেন না, বরং উৎসাহ প্রদান করেন, কারণ আমারদিগের বিশেষ অনুভূত হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি কোন প্রকার

উত্তম পুস্তক প্রস্তুত করিলে, গবর্ণমেণ্ট তাহা তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করিয়া থাকেন, উত্তম বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনাদর নাই, কিন্তু এই পরিতাপ যে আমারদিগের দেশীয় মনুষ্যেরা জাতীয় ভাষা শিক্ষা করা একেবারে অকর্ত্তব্য জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে মুক্ত-কণ্ঠে দেশের ভাষার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করেন, তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না। যাহা হউক, এই বিষয়ে লিখিতে ২ আমারদিগের লেখনীর মুখ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই তাঁহারদিগের বোধোদয় হয় নাই, অধুনা বিদেশীয় সহযোগি বার্ত্তাবহ সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম, পাঠক মহাশয়েরা অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

"কারণ থাকিলেই যে কার্য্যের উৎপত্তি আছে ইহার উদাহরণ অনেকে অনেক স্থানে দেখিতে পান, কিন্তু কারণ সত্ত্বেও যে কার্য্যের উৎপত্তি নাই ইহার উদাহরণ অন্যত্র কেহ দেখিতে পাউন আর না পাউন আমারদিগের এই বঙ্গদেশ খানিতে অনেক দেখিতে পাইবেন। সভ্যলোক মাত্রেই আপন ভাষা প্রশুদ্ধরূপে শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার-দিগের দেশস্থ সভ্যাভিমানি মহাশয়েরা কারণ সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত সে পক্ষে মনোযোগি হন নাই, যবন রাজের রাজত্বকালে ও বর্ত্তমান ম্লেচ্ছ ভূপতির এতদ্দেশ অধিকৃত হওয়ার প্রথমাবস্থায় যখন আমারদিগের এই বঙ্গভাষা রাজকার্য্যে আদৃত ছিল না, তখন যে দেশস্থ লোকেরা ইহার শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্ন করিতেন না তাহাতে ইহারদিগের অধিক নিন্দার বিষয় কিছু ছিল না, যেহেতুক রাজা আদর না করিলে সকলি অনাদৃত হয়, কিন্তু তৎপরে শ্রীরামপুরের মিসনারি মহাত্মা ও মৃত রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি যোগ্য ২ লোকেরা বহু যত্নে বঙ্গভাষাকে ভাষার মধ্যে আনিয়াছেন, অর্থাৎ অন্যান্য সভ্য ভাষার ন্যায় ইহার ব্যাকরণ এতাবতা বর্ণ বিচারাবচ্ছেদ উপক্রম উপসংহারক সমাস ইত্যাদি যে ২ বিষয়ে বন্দ বান্দনী ভাষার পারিপাট্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক হয়, তাহা করিয়া রাখিয়াছেন, এবং সরকার বাহাদুরের হুকুমানুসারে কতিপয় বর্ষ হইল তাহা রাজকার্য্যেও চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আমরা দুঃখের বিষয় কি লিখিব উক্ত প্রকার আয়োজন ও কারণব্যূহ জাজ্জল্যমান থাকিয়াও এতদিন গত হইল তথাপি আমারদিগের দেশীয় ভদ্রলোকদিগের পারিপাট্যরূপে বঙ্গভাষা শিক্ষা করার প্রয়াস পাইল না। ইহারদিগের কি একপ্রকার স্বভাব দোষ ও কুপ্রবোধ হইয়াছে যে বঙ্গভাষাতে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন না, আর কুতর্ক করেন যে দেশীয় লোকের পক্ষে দেশ ভাষা অযত্ন সুলভ, তাহা আর পুস্তকাদি পাঠ করিয়া শিক্ষার আবশ্যক কি, কেন আমরা যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ পড়ি নাই এবং বর্ণ বিচারাদি কিছু জানি না তাহাতে কি কার্য্য চলিতেছে না ইত্যাদি।

দেশীয় ভদ্রলোকদিগের উক্ত প্রকার কুবোধের ফল আমরা যে স্থানে দৃষ্টি করি সেই স্থানে দেখিতে পাই, কোম্পানি বাহাদুরের কাছারী, জমীদার মহাজনাদির সেরেস্তা

যেখানে কেবল বঙ্গভাষার পরিচালনেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে,—সে স্থানের লিখাপড়ার প্রণালী দেখিয়া আমরা বিস্ময় বোধ করি, ব্যাকরণের ভারি ২ বিষয়ের বিবেচনা চুলোয় পড়ুক, আদৌ বালককালের শিক্ষিতব্য যে বর্ণবিবেক তাহাই ইহারদিগের লিখাতে দেখিতে পাই না, গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত যে অশুদ্ধ বাঙ্গালা রাজকার্য্যে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন তাহার প্রতি নির্ভর করাতেই দেশীয় লোকের উক্ত প্রকার মূর্খতা দূর হইতেছে না, এই ক্ষণেই যদি সরকার হইতে হুকুম প্রকাশ হয় যে অশুদ্ধ ভাষা রাজকার্য্যে গ্রহণ হইবেক না তবে আমরা দেখিতে পাই যে কত জনের বহুকালের উপজীব্য লইয়া টানাটানি পড়ে আমারদিগের দেশীয় লোকেরা অতি নির্ব্বোধ, এজন্য অগ্রে বুঝিতে পারিলেন না যে গবর্ণমেণ্ট এ প্রকার হুকুম প্রকাশ করিবেন, কিন্তু যখন দেখিবেন যে হুকুম হইয়া গেল তখন কি করিবেন তখন অবশ্য বোধ করিবেন যে বাঙ্গালা না পড়িয়া মাটী খাইয়াছেন যেহেতু ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।"

সম্পাদকীয় হুগলী কালেজ তথা বৃদ্ধ ইংরাজ। ৩১. ১. ১২৫৫। ১২. ৫. ১৮৪৯

চুঁচুড়া নিবাসি কোন বৃদ্ধ সাহেব তত্রস্থ কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গত মঙ্গলবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে যে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে চমৎকৃত হইয়াছি, তিনি লেখেন "যে উক্ত নগরের বারিকের দক্ষিণাংশে যে সকল বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যবর্ত্তি রাজবর্ত্মে প্রতিদিবস প্রত্যূষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, তথায় কালেজের অনেক ছাত্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং তিনি মনোযোগপূর্ব্বক তাহারদিগের কথোপকথনাদি শ্রবণ করেন, তাহাতে তাঁহার এরূপ প্রতীতি হইয়াছে যে বিদ্যানুশীলনের যে মূলাভিপ্রায় এ পর্য্যন্ত ঐ ছাত্রেরা তাহার কিছুই জানিতে পারে নাই, কেবল ধুতির বিনিময়ে ইংরাজী পেণ্টোলন, ইংরাজী জুতা ও পাগ্‌ড়ি, এবং "পৈতার" পরিবর্ত্তে ওয়াজগার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করিতে শিক্ষিত হইয়াছে, আর মৎস্যের বিনিময়ে মাংস আহার করে গঙ্গাজল মানেনা এবং ব্যবহারও করেনা, সৌগন্ধি সলিলে সংতৃপ্ত হইয়া থাকে, এইরূপে তাহারদিগের আহার ও পরিচ্ছদের বিলক্ষণ বিভিন্নতা হইয়াছে বটে, কিন্তু চরিত্র ও ব্যবহারের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, ধর্ম্ম বিষয়ে বিশ্বাসের স্থিরতা কিছুই দেখা যায় না, তাহারদিগের মধ্যে অধিকাংশই নাস্তিক, কিন্তু স্থিরতর রূপে বিবেচনা করিলে এই দোষ শিক্ষা কৌন্সেলের প্রতিই সমর্পিত হইতে পারে, যেহেতু তাহারা ঐ ছাত্রদিগ্যে পদার্থ বিদ্যা, রেখাগণিত বিদ্যা, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা ইত্যাদি বিবিধ বৈষয়িকবিদ্যাঘটিত পুস্তকের উপদেশ দিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা তাহারদিগের ব্যবহার ও চরিত্রের সংশোধন হয় না, অপিচ পরমেশ্বরের আরাধনা করা মনুষ্যের কিরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না, এবং প্রতিবাসির সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত অনুশীলনের দোষ জন্য তাহাও জানিতে অক্ষম হইয়াছে, ঐ মনোহর বর্ত্মে ভ্রমণকালীন

পাঠার্থিগণ, পরস্পর যে সকল বিষয়ে কথোপকথন করিয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করিলে সুধীর ব্যক্তিদিগ্যে কর্ণে হস্ত প্রদান করিতে হয়, তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই শিক্ষককে গালাগালি দেয়, এবং শিক্ষক পীড়িত হইলে আহ্লাদ প্রকাশ করে, এবং তিনি আরোগ্য হইলে তাহারদিগের দুঃখের সীমা থাকে না। কালেজের ছাত্রদিগের এই সকল অন্যায় আচরণ ও অসদ্ব্যবহার বিবেচনা করিলে বিবেচক মনুষ্যমাত্রেই তাহাদিগ্যে ধর্ম্মপুস্তকে উপদেশ প্রদান করিতে অনুরোধ করিবেন, কারণ ধর্ম্ম বিষয়ে অন্তঃকরণ পরিণত না হইলে বিদ্যাশিক্ষা করণের যে মূলাভিপ্রায় তাহা তারা কোন মতেই জানিতে পারিবে না।

চুঁচুড়া নিবাসি বৃদ্ধ সাহেব এই সমস্ত অভিপ্রায় আপনার অন্তঃকরণ হইতে প্রসব করিয়াছেন, অথবা প্রত্যক্ষ শ্রবণ দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না যদ্যপি তাঁহার বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করা যায় তথাচ তাঁহার ঐ লেখা কোনমতেই গ্রাহ্য যোগ্য হইতে পারে না, তিনি নিম্ন শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের কথোপকথন দ্বারা ঐরূপ দুঃ বাক্য সকল শ্রবণ করিতে পারেন, কারণ তাহারা বাল্য স্বভাব প্রযুক্ত, নীতিধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহার কিছুই জানে না…

…হুগলি কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তাঁহারা তাবতেই হিন্দু সন্তান, শিক্ষা কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়েরা ছাত্রদিগ্যে ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ দেওয়া যদ্যপি কর্ত্তব্য বোধ করেন তবে হিন্দু বালকদিগ্যে অবশ্যই হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করণে বাধিত হইবেন, যেহেতু হিন্দু প্রজাদিগ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ দান করিলে কোনক্রমেই রাজধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না……ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এক প্রতিজ্ঞাদ্বারা প্রজার ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করণে একেবারে বিরত হইয়াছেন, এজন্য শিক্ষা কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়েরা আপনারদিগের অধীনস্থ কোন বিদ্যালয়ে কোন প্রকার ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ প্রদান করণের নিয়ম করেন নাই, কেবল নীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ের পুস্তকাদি ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেছেন, এবং তাহাতেই তাহারদিগের আচার ব্যবহার ইত্যাদি সংশোধন হইতেছে, যে সকল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র বিবিধ প্রকার বিশ্বাসযোগ্য রাজকীয় সম্ভ্রান্ত পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন তাঁহারা বিশেষ সুখ্যাতির সহিত আপনাপন কার্য্যসকল নির্ব্বাহ করিতেছেন, সাহেবের মধ্যে অনেকেই রাজকাযে চাতুর্য্য করিয়া পদচ্যুত এবং তিরস্কৃত হইয়াছেন কিন্তু এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকদিগের মধ্যে কেহই তদ্রূপ অপমানিত হয়েন নাই, বিশেষতঃ হুগলী কালেজের ছাত্রদিগের সচ্চরিত্রের বিষয় শিক্ষা কৌন্সেলের বাৎসরিক রিপোর্ট পুস্তকে প্রকাশ হইয়াছে ইংলিসম্যান পত্রের পত্রপ্রেরক সাহেব তাহা না দেখিয়া থাকিবেন, যাহা হউক তাঁহার ঐ লেখার দ্বারা আমারদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তিনি কোন মিসনরি দলস্থ অথবা গোঁড়া খ্রীষ্টান হইবেন তাহা না হইলে তাঁহার লেখনী হইতে উল্লেখিত দ্বেষ মূলক অভিপ্রায় সকল প্রকাশ হইত না।

সম্পাদকীয়। ৮. ২. ১২৫৫। ২০. ৫. ১৮৪৮

বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই উভয় ভাষার মধ্যে কোন্ ভাষার দ্বারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য? অধুনা এই প্রস্তাব বিষয়ে সংবাদপত্রে ভারি বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, বিশেষতঃ বিজ্ঞবর শ্রীযুত মেং হাজসন সাহেব বঙ্গভাষার অনুকূলে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে অনেকানেক সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু হাজসন সাহেব আপন লেখায় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার বিপক্ষেরা তাহার কোন কথার উত্তর করিতে পারেন নাই কেবল বাহুল্যরূপে ইংরাজী ভাষার প্রশংসাই লিখিয়াছেন ফলতঃ বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিলে তাঁহারদিগের সেই লেখা বিচক্ষণ ও বিবেচক সমাজে কোনক্রমেই আদর যোগ্য হইবেক না, কারণ একজাতির ভাষার মূল ছেদ করা সামান্য মানসিক সাধ্যের কার্য্য নহে, ঐশ্বরিক কোন অনির্ব্বচনীয় ঘটনা ব্যতীত ঐ অভাবনীয় কার্য্য কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারিবেক না·········যে যে জাতি অন্য জাতীয় ভাষা লোপ করিয়া স্বজাতীয় ভাষা প্রচলিত করণের অভিপ্রায় করেন তাহারদিগের অভিলাষ কোনমতে সম্পন্ন হইতে পারে না······যবনেরা এই রাজ্য মধ্যে স্বজাতীয় ভাষার প্রচার নিমিত্ত যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে আমারদিগের কোন উপকার হয় নাই, কাল সহকারে বর্ত্তমান ইংরাজ জাতি এই দেশ পরিত্যাগ করণে বাধ্য হইলে তাঁহারদিগের ইংরাজী ভাষা প্রচার করণের যত্ন ও অর্থব্যয়ও অবিকল তদ্রূপ হইবেক, অতএব ঐতিহাসিক প্রমাণ সকল বিবেচনা করিয়া এতদ্দেশ মধ্যে ইংরাজী ভাষা বাহুল্যরূপে প্রচলিত করণের নিয়ম করিলে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হয়।···

ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশে আগমনাবধি একাল পর্য্যন্ত স্বদেশীয় ভাষার বিস্তার জন্য অর্থব্যয় ও পরিশ্রম করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, ফলতঃ তাহার সুফল সিদ্ধির বিষয়ে সংপূর্ণ ব্যাঘাত হইতেছে, দেশের অধিকাংশ স্থানে বিদ্যার আলোক বিস্তীর্ণ হয় নাই, প্রজারা অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবৃত হইয়া অত্যন্ত দীন ও মলিন হইয়াছে······রাজপুরুষেরা ঐ অর্থদ্বারা যদ্যপি এতদ্দেশীয় ভাষানুশীলনের পথ পরিষ্কার করিতেন, এবং ঐ ভাষায় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগ্যে জ্ঞান শিক্ষা প্রদান করণে অনুরাগি হইতেন তবে আমরা তাঁহাদিগ্যে এই বঙ্গদেশের যথার্থ উপকারি বন্ধু বলিয়া গণ্য করিতাম···কিন্তু কি আক্ষেপ ইংরাজ জাতি সুসভ্য ও বহুদর্শি হইয়াও···বাঙ্গালিদিগ্যে মনুষ্য বলিয়া গণ্য করেন না, বঙ্গভাষার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন···তাঁহারা জাতীয় ভাষার মূলোৎপাটনেই যত্ন করিতেছেন, অপিচ তাঁহারদিগের ঐ দুরাশা কোন মতেই সিদ্ধ হইবেক না·········

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত। ৯. ১. ১২৫৬। ২০. ৪. ১৮৪৯

রজনীকালে চন্দ্রের কিরণ দ্বারা যাদৃশ অন্ধকার মোচন হইয়া আলোকময় হয়, সেইরূপ ভারতবর্ষের মূর্খতা অন্ধকার ইংলণ্ডীয় ভাষা অধ্যয়ন দ্বারা মোচন হইতেছে। কিন্তু

প্রভাকর ব্যতীত যাদৃশ সমস্ত দেশে এককালে আলোক ব্যাপ্ত হইতে পারে না, সেইরূপ অস্মদ্দেশের বঙ্গভাষালোচনা ব্যতিরিক্ত সমস্ত দেশ বিদ্যালোকে উজ্জ্বল হইবার সম্ভাবনা কি? ইংলণ্ডীয় ভাষা চন্দ্র এবং বঙ্গভাষা প্রভাকর, আমারদিগের এমত অভিপ্রায় নহে. ইংরাজীভাষার বিস্তর সার্থক্য আছে আমরা তাহার অন্যথা কহিতে পারি না, এবং বঙ্গভাষায় এইক্ষণে সার কিছুই নাই, তাহাও মিথ্যা নহে, কিন্তু এই বঙ্গভাষাকে প্রভাকর তুল্য না করিলে, তেজস্বী না করিলে ও এদেশের দুরবস্থা বিমোচনের আর উপায় নাই. সে ক্ষমতা রাজপুরুষদিগের ও দেশহিতৈষি জনগণের প্রতি সংপূর্ণ নির্ভর করে, বিশেষতঃ ইহা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠতররূপে পরিগণিত হইতেছে, তাঁহারদিগের এক কথায় যে ফল দর্শিবে প্রজাগণের প্রাণপণে চেষ্টায়ও তদধিক হইবেক না, এই স্থলে কেহ কহিতে পারেন আমারদিগের অধিরাজেরা এতদ্বিষয়ে উৎসুক আছেন এবং এই জন্য জিলার বিচারালয়ে এতদ্দেশীয় ভাষা প্রচলনের অনুমতি করিয়াছেন এবং স্থানে ২ দেশীয় ভাষার পাঠালয় স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল বিচারালয়ে কিরূপ বঙ্গভাষা ব্যবহার হইতেছে গবর্ণমেণ্ট তাহার কি সন্ধান রাখেন? ইহা সত্য বটে, বাঙ্গালা অক্ষরে রুবকারি প্রভৃতি লিখিত হয়, তাহা হইলেই কি বঙ্গভাষা হইল? সে যে কি ভাষা কাহার সাধ্য তাহা নির্ণয় করে, এবং দেশীয় ভাষার পাঠশালারই বা কি তত্ত্বাবধারণ করেন; কিরূপ শৃঙ্খলা পূর্ব্বক অধ্যয়ন হইতেছে, কি কি জ্ঞানদ পুস্তক ব্যবহার হইতেছে এবং কি উপায় করিলেই বা সুশৃঙ্খলা হয় তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট কত যত্ন করিতেছেন; ইংলণ্ডীয় ভাষা শিক্ষার্থে তাঁহারা যেরূপ সচেষ্ট ও ব্যগ্র আমারদিগের দেশীয় ভাষার প্রতি তাহার শতাংশের একাংশ উৎসাহ থাকিলেও আপ্যায়িত হইতাম। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের নিয়ম অঙ্গরাগ অভাবে নিস্তেজঃ হয়, অথচ রাজপুরুষেরা তাহাতে মনোযোগি হয়েন না, ইহাই পরম দুঃখের বিষয়, তাঁহারদিগের নিয়ম আছে বিচারালয়ে বঙ্গভাষা চলিত হইবে, কিন্তু কোথায় বঙ্গভাষা চলিতেছে; তাঁহারদিগের নিয়ম আছে স্থানে ২ বঙ্গভাষার পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইবেক এবং তাহাও হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে কি পাঠ নিয়ম মত পাঠ হয়? এবং যাঁহারদিগের প্রতি পাঠশালা সকলের তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়াছেন তাঁহারা কি কখনো বাঙ্গালা পাঠশালা চক্ষে দেখিয়াছেন? কিন্তু রাজপুরুষদিগের রাজস্বের নিয়মের কোন অংশ নিস্তেজঃ হইলে তাঁহারা কি এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন? আমারদিগের ভূপতিরা যে দেশীয় ভাষার প্রতি এরূপ অনাদর করিবেন তাহা তখন বড় আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় না যখন আমরা দেখি আমারদিগের দেশীয় ভ্রাতারাই ইহার উচ্ছেদে সংপূর্ণ সচেষ্ট আছেন, তাঁহারদিগের ইচ্ছা ইংরাজী ভাষাই এদেশের ভাষা হইলে সুখের কারণ হয়, ইঁহারদিগের এ কথার উত্তর আর কি দিব, "পাগল নয়, ক্ষেপা নয়, তেঁদড় এক জাতি" তাহারা একাল পর্য্যন্ত নানা দেশের নানা ইতিহাস দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহারা কি কোন ইতিহাসে এমত পাঠ করিয়াছেন যে কোন কোন জয়যুক্ত রাজা অধিকৃত দেশে তাঁহারদিগের স্বভাষা প্রচলনে

কি ক্ষমতাবান্ হইয়াছিলেন? কিন্তু যে ব্যক্তিরা এমত আশা ব্যক্ত করেন হিন্দু কালেজের প্রকাশ্য পরীক্ষার দিনে টৌনহালে মহামতি মেডাক সাহেবের প্রকাশ্য বক্তৃতায় তাহা উচ্ছিন্ন হইয়াছে, কারণ সে দিবসে মেডাক সাহেব দেশীয় ভাষা উজ্জ্বল করণার্থ বিশেষ মনোযোগ প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাহাতেই আমারদিগের যথেষ্ট ভরসা হইয়াছে, রাজপুরুষেরা এতদ্বিষয়ে সম্যক্ প্রকারে যত্নশূন্য হয়েন নাই, আমরা জ্ঞাত আছি আমারদিগের কোন বন্ধুকে কোন বিজ্ঞবর সাহেব কহিয়াছেন "যে উপায়ে পার বঙ্গভাষা প্রচলিত করিতে বিশেষ চেষ্টা কর" এই সাহেবের সহিত এইক্ষণে আমারদিগের দেশের যে সম্বন্ধ তাহাতে তাঁহার এরূপ অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া আনন্দযুক্ত হইয়াছি। আরো কোন ভদ্র সাহেবের নিকট কোন বাবু সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, সে সাহেবও উপরোক্ত সাহেবের ন্যায় মত প্রকাশ করিয়া কহিয়াছিলেন "আমার সহিত বঙ্গভাষায় কথোপকথন কর" এই সকল অভিপ্রায়ে আমারদিগের যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদ হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না, এবং যাঁহারা এদেশে ইংরাজী ভাষা প্রচলনে উদ্যোগি তাঁহারা আর বাগাড়ম্বর প্রকাশ করিবেন না, তাঁহারা মনে মনেই রাখুন, এতদিনের পর যখন রাজপুরুষেরা এমত মত প্রকাশ করিয়াছেন তখন অবশ্য এ বিষয়ের একটা বিহিত না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।

আমারদিগের প্রথম বক্তব্য এই বঙ্গভাষা সুচারু রূপে প্রচলনের তাদৃশ জ্ঞানদ পুস্তক নাই, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে, এতদ্ভাষার দ্বাদশ খানি জ্ঞানদ পুস্তক সংগ্রহ করা সুকঠিন হয়, কিন্তু এই উত্তম পুস্তকই বা কোথায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? এ সকল পুস্তক ইংলণ্ডীয় ভাষা হইতে অনুবাদ ব্যতীত পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু এতাদৃশ গুরুভার কাহার প্রতি অর্পণ করা যাইতে পারে, সাহেবদিগের একর্ম্ম নহে, ইংলণ্ডীয় ভাষাভিজ্ঞ অথচ বঙ্গভাষায়ও পণ্ডিত এমত ব্যক্তিকেই এ ভার অর্হিতে পারে, কিন্তু এমত ব্যক্তিও প্রাপ্ত হওয়া সাধারণ নহে, আমরা জানি এক ব্যক্তিকেই এই কর্ম্ম যোগ্য হইতে পারে, তাঁহার নাম শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত, বঙ্গ ও ইংরাজী ভাষায় অতি সুনিপুণ। অতএব এডুকেশন কৌন্সেলের এইক্ষণে এই আবশ্যক যে ইংরাজী হইতে বঙ্গভাষার কোন পুস্তক অনুবাদ করিতে হইলে তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি অর্পিত হয়, বলিতে কি তাঁহার ন্যায় বাঙ্গালা কাহাকেও লিখিতে দেখিতে পাই না, অতএব তাঁহার কৃত বা অনুবাদিত পুস্তক যে সকলে সমাদর পূর্ব্বক পাঠ করিবে তাহার সংশয় কি আছে, কত কত পাদরির লিখিত পুস্তকই গ্রাহ্য হইল, তবে তাঁহার পুস্তক যে পূজ্য না করিবে এমত ব্যক্তি আমারদিগের পরিচিত নাই।

আমরা এইস্থানে আমারদিগের দেশহিতৈষি তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ মহাশয়গণকে বিশেষ নিবেদন করি, তাঁহারা যদি বঙ্গভাষাকে ম্রিয়মাণাবস্থা হইতে পুনর্জ্জীবিত করিতে বাঞ্ছা করেন তবে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাঁহারদিগের লেখক মধ্যে মনোনীত করুন, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ লিখিতে হয় তাহা

অনেকে জ্ঞাত হইবেন, নচেৎ বিলাতি বাঙ্গালা ব্যবহার করিলে কেবল ভাষাকে বধ করা হয়।

পরন্তু বঙ্গভাষাকে পুনরুজ্জ্বল করা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য হইয়াছে, পাঠকগণ মনে ভাবিয়া দেখুন যদি এই কয়েক খানা বাঙ্গালা সমাচার পত্র না থাকিত তবে যে কিঞ্চিৎ বাঙ্গালার আলোচনা আছে ইহাও কি থাকিত? অতএব জরাগ্রস্তা জননীর সেবা করিতে ঘৃণা করা পুত্রের কর্ম্ম নহে, সুশ্রুষা দ্বারা যাহাতে তিনি পূর্ব্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েন তাহার যত্ন করাই কর্ত্তব্য।

কং ঘং

স্ত্রীবিদ্যা। ২৬. ১. ১২৫৬। ৭. ৫. ১৮৪৯

আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, অদ্যকার প্রভাত অতি সুপ্রভাত, এই প্রভাতের প্রভাতে এক অব্যক্ত পুলকজনক আলোকের আভা দৃষ্ট হইতেছে এবং বোধ হইতেছে, যেন অন্ধকার সেই প্রতিভার প্রহার প্রাপ্তে সংহারের সদনে ম্লান হইয়া মৃদুভাবে গমনের উদ্‌যোগ করিতেছে, এইক্ষণে জগদীশ্বর বিড়ম্বনা রূপ মেঘের প্রাবল্য না করেন, তাহা হইলেই আমারদিগের সৌভাগ্য স্বরূপ সূর্য্যোদয়ের আর কোন ব্যাঘাত হইবেক না।

কতকগুলীন্ (দেশীয় প্রথা) যাহাতে দেশের অপকার ভিন্ন উপকার মাত্র নাই, দেশীয় লোকের কুসংস্কার জন্য তাহা সংপূর্ণরূপে সংছেদন করা সহজ ব্যাপার নহে, কি আশ্চর্য্য, আমরা যখন সঙ্গতাসঙ্গত বিবেচনা করণে সমর্থ হইয়াছি, এবং দোষ ও গুণ সকল প্রত্যক্ষ দৃষ্টি করিতেছি, তখন অবশ্যই অপকৃষ্ট অংশ পরিহার পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভাগ গ্রহণ করণে অনুরাগি হইব, পরন্তু যখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন কল্পে অস্মদাদির অন্তঃকরণ সততই ব্যাকুল হইতেছে, তখন তাহা সম্পন্ন না করিয়া কেন পরমেশ্বরের নিকট অপরাধি হই, এবং এই অতি মহৎ মনুষ্যজন্ম কেন পশুর ন্যায় বৃথায় ক্ষয় করি, যে সমস্ত দেশাচার অতি জঘন্য, তাহার প্রতি দ্বেষাচার করাই উচিত হইয়াছে।

এইস্থলে আমরা অধুনা অপরাপর বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ না করিয়া কেবল স্ত্রীজাতির দুরাবস্থার কথাই উল্লেখ করিব, যেহেতু পুরুষের সহিত সকল অংশে সমান হইয়াও মহা-রত্ন বিদ্যাধনে বঞ্চিতা হওয়াতে তাহারদিগের জন্মই বৃথা হইতেছে, অনেক মহানুভব কারুণিক মহাশয়েরা বঙ্গদেশীয়া অঙ্গনাগণের ঐ দারুণ দুঃখ বিমোচনার্থ সর্ব্বদাই মানসিক যত্ন করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রবলতর প্রচুর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত এপর্য্যন্ত কেহ তাহার সূত্র সূচনা করিতে পারেন নাই, এজন্য আমরা মনের আক্ষেপ মনেই রাখিতাম, কল্যাণের উপায় না দেখাতে লেখনী ধারণে প্রবৃত্তিই হইত না, সংপ্রতি দয়াময় বিশ্বপতির অনুকম্পায় কোন সর্ব্বগুণান্বিত কৃপাপূর্ণ রাজপুরুষ আমাদিগের সেই ক্লেশ কদম্ব নিবারণ নিমিত্ত

যথোচিত যত্ন, চেষ্টা, উৎসাহ অনুরাগ, স্নেহ, প্রেম, শ্রম এবং ব্যয় দ্বারা এক মহানুষ্ঠান করিয়াছেন, ঐ শুভানুষ্ঠান অস্মৎ পক্ষে যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গলের ব্যাপার হইয়াছে, তাহা কল্পনাতীত।

ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক তথা বিদ্যাধ্যাপনীয় সমাজের অধিপতি করুণাময় ড্রিঙ্কওয়াটর বেথিউনি সাহেব বাঙ্গালি জাতির বালিকা বর্গের বঙ্গভাষার অনুশীলন নিমিত্ত বিপুল বিত্ত ব্যয় ব্যসন পূর্ব্বক "বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়" নামক এক অভিনব স্ত্রীবিদ্যাগার স্থাপন করিয়াছেন, অদ্য প্রাতে তাহার কর্ম্মারম্ভ হইবেক, আপাততঃ সিমুলার অন্তঃপাতি সুকিএস্ ষ্ট্রিট মধ্যে দয়ার্দ্রচিত্ত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানা বাটীতে কর্ম্ম সম্পন্ন হইবেক, পরে তাহার জন্য স্বতন্ত্র স্থানে এক স্বতন্ত্র বাটী নির্ম্মাণ করা যাইবেক, এই স্থলে স্থাপন কর্ত্তার কথাইতো নাই, তাঁহাকে এদেশের মহোপকারী অদ্বিতীয় বন্ধু বলিয়া বাচ্য করিতে হইবেক, যেহেতু দেশীয় ভ্রাতারা চিরদুঃখিনী আশ্রিতা সহোদরাদিগের প্রতি যে এক অতি প্রয়োজনীয় সদ্ব্যবহার করণে অদ্যাপি ভ্রান্ত হইয়াছিলেন, সাহেব ভিন্ন দেশীয় মনুষ্য হইয়া তাহারদিগকে কন্যার ন্যায় জ্ঞান করত পিতার ন্যায় স্নেহ পূর্ব্বক সেই সদ্ব্যবহার দ্বারা তদ্দিগের অজ্ঞানাবস্থা দূরীকরণার্থ এক বলবৎ উপায় করিতেছেন, সুতরাং এতদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় স্থিরদর্শি মানুষ মাত্রকেই চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার সদ্‌গুণ সমূহ স্মরণ করিতে হইবেক, কিন্তু শ্রীমান্ দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বদান্যতা; এবং সদ্‌গুণের বিষয় এইক্ষণে বাক্য দ্বারা ব্যাখ্যা হইতে পারে না, ঐ মহাশয় কিছুদিনের জন্য পাঠশালার কর্ম্ম নির্ব্বাহ নিমিত্ত বিনা বেতনে বাটী দিয়াছেন এবং নূতন বাটী নির্ম্মাণার্থে এককালীন্ ৮০০০ অষ্ট সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন, আর সময়ানুসারে সাধ্যমত আনুকূল্য করণে অঙ্গীকার করিয়াছেন, দক্ষিণা বাবুর বিষয় বিভব সাধারণের অগোচর নাই, ইহাতে তিনি সম্ভবত বিভবাপেক্ষা এই দান অতি উচ্চদান করিয়াছেন, প্রায় কোন ধনি ব্যক্তি ইদানীং এতদ্রূপ উক্ত দানে সাহসি হয়েন না, বিশেষতঃ অপর বিষয়ের দানাপেক্ষা এই বিষয়ের দানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান কহিতে হইবেক, অতএব ইহাতে আমরা মুখোপাধ্যায় বাবুকে কি বলিয়া প্রশংসা করিব এমন শব্দ প্রাপ্ত হই না, কেবল এই মাত্র কহিতে পারি দক্ষিণা বাবুর এই কীর্ত্তি এই পৃথ্বীমধ্যে চিরস্থায়িনী হইয়া প্রতিক্ষণেই আমারদিগের পক্ষে আনন্দদায়িনী হইবেক, অপিচ দক্ষিণা বাবু যখন এতন্মাঙ্গলিক ব্রতে ব্রতী হইয়া প্রতিষ্ঠাকালীন্ দক্ষিণা স্বরূপ ৮০০০ টাকা প্রদান করিলেন তখন সম্পন্ন করিতে কখনই যত্নের ত্রুটি করিবেন না, সংপ্রতি অস্মদ্দেশীয় ভাগ্যধর মহাশয়েরা দক্ষিণারঞ্জন বাবুর দৃষ্টান্তানুসারে দেশাহিতার্থে যদিস্যাৎ যথাযোগ্য যত্ন প্রকাশ করেন তবে আমরা অনায়াসেই কৃতকার্য্য হইয়া অবিলম্বেই দেশের দুর্নাম দূর করিতে পারি।

উক্ত "বিক্টরিয়া বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে" আপাততঃ অতি সম্ভ্রান্ত ভদ্র বংশের প্রায় বিংশতি বালিকা অধ্যয়নার্থ নিযুক্তা হইয়াছে, একজন সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহারদিগকে

বঙ্গভাষার উপদেশ এবং একজন স্থনিপুণা বিবী স্থচের কর্ম্মাদি শিল্পবিদ্যার শিক্ষা প্রদান করিবেন, প্রাতে সাত ঘণ্টা অবধি নয়ঘণ্টা পর্য্যন্ত পাঠশালার কর্ম্ম চলিবেক, বিশিষ্ট পরিবারের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গতিশূন্য, তাঁহারদিগের কন্যাগণের গমনাগমনার্থ ইহার পর গাড়ী নিয়োজিত হইবেক এমত কল্পনা আছে, আমরা প্রফুল্লচিত্তে অনুরোধ করিতেছি হিন্দু মহাশয়েরা দেশ শব্যবহৃত ঘৃণিত নিয়ম উচ্ছেদ পূর্ব্বক স্ব স্ব বালিকাদিগকে অধ্যয়ন জন্য তথায় প্রেরণ করুন, ইহাতে কোন সন্দেহের বিষয় নাই, (অবলা বালা) কোন প্রকার দোষ যাহারদের শরীরের নিকটস্থ হইতে পারে না, যাহারা কেবল সারল্য গুণে পরিপূর্ণা, তাহারদিগ্যে পাঠাইতে সংশয়ের বিষয় কি! এই উত্তম বৃক্ষের স্থফল অচিরাৎ স্থফল অচিরাৎ স্থদৃষ্ট হইবেক, যদি কেহ কহেন এতদ্দেশের পরিমাণ অধিক, তাহাতে কলিকাতা মধ্যে একটী বিদ্যালয়ে কয়েকটী বালা শিক্ষা প্রাপ্তা হইলে কি বিশেষ উপকার হইতে পারে! ইহার উত্তর এই যে, সৎকর্ম্মের স্থচনা যে পরিমাণে হউক তাহাই উত্তম, এবং অল্প হইতেই ক্রমে ২ অধিক উৎপন্ন হয়, ক্ষুদ্র একটী বীজ ভূমির গর্ভে বপন করিলে তাহাতে বৃক্ষ হইয়া সেই বৃক্ষে এত ফল হয় যে ঐ ফল হইতে উৎপাদিত তরুগণ পৃথিবীময় বিস্তৃত হইতে থাকে, স্থতরাং প্রথমে যাহারা শিক্ষা করিবেক তাহারদের দ্বারা পরে অনেকে শিক্ষিতা হইতে পারিবেক, এবং এই উপমানুসারে হিতার্থি মহাশয়েরা স্থানে ২ বিদ্যালয় করিলে পরস্পর বিনিময় এবং সাহায্য দ্বারা কি এক অনির্ব্বচনীয় স্থখের ব্যাপার হইবেক।

স্ত্রীলোকদিগ্যে বিদ্যাদান করা কর্ত্তব্য, এইক্ষণে প্রায় অনেকেই তাহা মুক্তমুখে স্বীকার করিবেন, তবে কতকগুলীন্ প্রতিবন্ধকতা দেখাইতে পারেন, কিন্তু যদবধি তাহার সংহার হইয়া এবিষয়ের সঞ্চার না হইবেক তদবধি কোনমতেই আমারদিগের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই, নিশ্চয়রূপে কহিতে পারি যে এদেশের অবিদ্যারা বিদ্যাবতী না হওয়াতেই সকল প্রকারে অনিষ্ট হইতেছে। দ্বেষ, হিংসা, কলহ, দ্বন্দ্ব, ক্রোধ, অহঙ্কার, বিচ্ছেদ, আলস্য, মূর্খতা এবং দুঃখ প্রভৃতির এদেশে এত আধিক্য শুদ্ধ স্ত্রীজাতির দোষেই কহিতে হইবেক, কারণ আমরা যাঁহারদিগের উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি তাঁহারা অহরহ কেবল দ্বেষ হিংসায় প্রমত্তা। বালিকাদিগের কবে বিবাহ হইবেক তাহার নিশ্চয়তা নাই, বিবাহ হইলে তাঁহার একটী স্বতীন হইবে কি না তাহাও অনিশ্চিত, অথচ তিনি পঞ্চম বর্ষ বয়স্কা হইয়া এক ব্রত করত কল্পনা পূর্ব্বক অগ্রেই তাহার মাথা খাইয়া বসিতেছেন, যথা।

"হাতা ২ হাতা, খা স্বতীনের মাতা," "বেড়ী ২ বেড়ী, স্বতীন্ বেটী চেড়ী"

ভগিনী ব্রত করিতেছেন, যথা।

"গুয়া গাছে গুয়া ফলে, আমার ভাই চিব্যে ফ্যালে, আর লোকের ভাই কুড়্যে খায়।"

বিবেচনা করুন, যাঁহারা আমারদের প্রসব করেন ও লালন পালন করেন যখন তাঁহারাই এরূপ হইলেন তখন আমরা কত ভাল হইব? স্থতরাং বিদ্যা দ্বারা তাঁহারদিগের

ঐ কুসংস্কার বিনষ্ট হইলে অস্মৎ পক্ষে কত কুশল হওনের সম্ভাবনা। আহা! সেই দিবস কি সুখের দিবস হইবেক—যে দিবসে জননী এবং ভগিনী পুত্র এবং সহোদরগণকে কুনীতি শিক্ষা দানের বিনিময়ে পুস্তক ধরিয়া বিদ্যাবিষয়ের উপদেশ প্রদান করিতে থাকিবেন।

কামিনীরা পুরুষের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, বরং স্থিরতা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি গুণে শ্রেষ্ঠা হইতে পারে, অতএব তাহারা বিদ্যাশালিনী হইলে সাংসারিক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ সূত্রে অতিশয় মঙ্গল হইবেক, পুরুষেরা সর্ব্বদা সুনীতির বর্ত্মে ভ্রমণ করিতে পারিবেন, তাহারদিগের স্বাভাবিক যে শক্তি আছে বিদ্যার অভাব জন্য তাহার স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না, চালনা হইলে ঐ শক্তি যে কত উজ্জ্বলা হয় তাহা বলা যায় না, পাঠকবর্গের স্মরণ আছে, আমরা ১০ বৈশাখ শনৈশ্চর বাসরীয় প্রভাকরে "দৈবশক্তি" শিরোভূষণ প্রদান পূর্ব্বক নবম বর্ষীয়া এক হিন্দু বালিকার বিরচিত কয়েকটি কবিতা প্রকটন করিয়াছিলাম, সেই কবিতা যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই চমৎকৃত হইয়াছেন, তিনিই সংশয়ে জড়িত হইয়া দৈবশক্তির চরণে প্রণিপাত করিয়াছেন, তিনিই অঙ্গনাগণকে এখনি বিদ্যা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া তৎখনাৎ মনে ২ উদ্যোগী হইয়াছেন, আমরা গত দিবস প্রাতে কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে ঐ বালিকার নিকট গমন পূর্ব্বক এই প্রশ্ন দিলাম, যথা।

"লেখাপড়া নাহি শিখে এ দেশের মেয়ে।
"কোন্ অংশে ছোটো তারা পুরুষের চেয়ে॥

তাহাতে বিদ্যানুরাগিনী আমারদিগের সম্মুখে বসিয়া এক ঘণ্টা কালের মধ্যে নিম্ন প্রকাশিত কবিতা রচিয়া ঐ প্রশ্ন পূরণ করিল, যথা।

"লেখাপড়া শেখে যেই প্রফুল্ল হৃদয়।
"না শিখিলে লেখাপড়া অন্ধ হয়ে রয়॥
"বিদ্যা না শিখিলে রামা পশুর সমান
"অবলা বলিয়া লোক নাহি রাখে মান॥
"মেয়ে বিনে পুরুষ্ তো না হয় কখন্।
"তবে কেন মেয়েদের না করে যতন॥
"মেয়ে বোলে পুরুষেতে করয়ে হেলন্।
"ভিতরের গুণ তার না করে গ্রহণ॥
"লেখাপড়া নাহি শিখে এদেশের মেয়ে।
"কোন্ অংশে ছোটো তারা পুরুষের চেয়ে॥

আমারদিগের পত্রের কলেবর অতি ক্ষুদ্র, একারণ স্থানাভাব প্রযুক্ত অদ্য এবিষয়ে অধিক অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, বিজ্ঞ মহাশয়েরা এতদ্দ্বারা অতি সহজেই স্ত্রীজাতির বিদ্যানুশীলনের কর্ত্তব্যতা জানিতে পারিবেন।

স্ত্রীবিদ্যা। ২৮. ১. ১২৫৬। ৯. ৫. ১৮৪৯

আমরা গত দিবসীয় পত্রে "বিক্টরিয়া„ বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম, পাঠকগণ তৎপাঠে অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, প্রথম দিবসে এক বিংশতি বালিকা শিক্ষার্থে নিযুক্তা হইয়াছে। এইক্ষণে ক্রমে ২ তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, ইহার স্থাপন কর্ত্তা মহাত্মাবর শ্রীযুত ড্রিঙ্কওয়াটর বেথিউনি সাহেব গত সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকা সময়ে পাঠশালার কর্ম্মারম্ভ সূত্রে আপনার উদারচিত্তের ভাণ্ডার খুলিয়া সদভিপ্রায় সম্বলিত সদ্বক্তৃতারূপ অমূল্য রত্ন সকল বিতরণ করত সকলকে সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত করিয়াছেন. তৎকালীন্ তচ্ছ্রবণে তাবতেই স্তব্ধ হইয়াছিলেন, এবং তাবতেই কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র হইয়া এমত বিবেচনা করিয়াছেন যে এই মহাশয় কেবল এতদ্দেশীয় স্ত্রীপুরুষদিগের উপকারার্থেই অবনী মণ্ডলে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, এতদিবস অস্মদাদির দুরদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার এদেশে আগমন হয় নাই, অধুনা পরমেশ্বরের অনুকম্পায় আমারদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হওনের উপক্রম হইল, কথিত সাহেব হিন্দু স্ত্রীদিগের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিতে করিতে স্বীয় স্বভাব সিদ্ধ সুসংস্কার সূচক করুণার ধর্ম্মে নয়ন নীরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, এই রাজ্যে ব্রিটিস জাতির প্রভুত্ব স্থাপন হওনাবধি অনেকানেক সদ্বিদ্বান্ সাহেবের সহিত আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছে বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শুদ্ধ এক ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেই সর্ব্বতোভাবে আমারদিগের যথার্থ হিতৈষি বন্ধু দেখিতে পাই নাই, সেই সদাত্মা ব্যক্তি অস্মদ্দেশীয় বৃদ্ধদিগের ভ্রাতার অপেক্ষা অধিক হিতকারী, যুবকদিগের বন্ধুর অপেক্ষা অধিক হিতকারী এবং বালক ব্যূহের পিতার অপেক্ষা অধিক হিতকারী ছিলেন, তিনি এই প্রকাণ্ড পৃথিবী-মণ্ডলে অপর কোন কর্ম্মকেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, কেবল এদেশের বালকগণকে বিবিধ বিষয়ের বিদ্যাবিতরণ এবং তাহারদিগের হিত চেষ্টাকেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তিনি উইরোপ খণ্ডে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই বঙ্গভূমি তাঁহার জন্মভূমি অপেক্ষা অত্যন্ত প্রিয়স্থল হইয়াছিল, তিনি স্বজাতীয়দিগের সহিত আমোদ প্রমোদে তাদৃশ সুখানুভব না করিয়া শুদ্ধ আমারদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে বিশেষ সুখী হইতেন, অস্মদাদির সহিত অধিক ঘনিষ্টতা করাতে ধবলকান্তির মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ বিরক্ত ছিলেন, এবং এক প্রকার গুরু পুরোহিত বারণ করিয়াছিলেন. অর্থাৎ সাহেব এরূপ করাতে তাঁহারা বিবেচনা করিতেন তিনি স্বধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন না।

এই মহাশয়ের নাম আর গোপন রাখিতে পারিলাম না, তাঁহার নাম ডেবিড্ হেয়ার সাহেব, এই মৃত মহাত্মা এতদ্দেশের যেরূপ হিতকারী বন্ধু ছিলেন তাহা আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি কাহারো অগোচর নাই, ইনি আমারদিগের কুশলের কার্য্যে আপনার সমুদয় সম্পত্তি সংহার করিয়াছিলেন তথাচ সংহারের সময় পর্য্যন্ত স্বীয় মানসিক কল্পনা সুসিদ্ধ করণে বিরত হয়েন নাই, বোধকরি তিনি চরম কালে মৃত্যু চিন্তায় চিন্তিত মাত্র না

হইয়া কেবল পুত্রতুল্য বালকদিগের চিন্তায় অধিক ব্যাকুল হইয়াছিলেন, উক্ত মহাশয় লোকান্তরিত হইলে কলিকাতাস্থ কোন ব্যক্তি কাতর চিত্তে এক গীত রচনা করেন, ভিখারিরা ভিক্ষাছলে সেই গান গাইয়াছিল।

যথা গীত।

"কৃপানিধি ডেবিড হ্যারকে কল্লে হরণ।
মরণের, বুঝি নাই কো মরণ॥
সদা, হাহা হাহারবে, কাঁদে শিশু সবে,
ত্রিভুবনে হবে, আর কি তেমন।
হায়, কে করিয়া প্রীতি, বালকের প্রতি,
পিতৃভাবে করে, স্নেহ বিতরণ॥
হোয়ে শশি সুধাহত, চকোরের মত,
ছাত্রগণ যত, করছে রোদন।১।
খেদে, ভনে রসময়, এই অসময়, কোথা
দয়াময় রইলে এখন।
প্রভু একা আমায় ফেলে, কোথা তুমি গেলে,
কোথা গেলে পাব তোমার চরণ।২।

এই চিরস্মরণীয় মহাশয় ইহলোক হইতে অদৃশ্য হইলে এরূপ ভাবিয়াছিলাম যে ইংরাজের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ভারতবন্ধু ব্যক্তি আর আমরা প্রাপ্ত হইব না, কিন্তু দয়ালু ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমারদিগের দুঃখ বিমোচনার্থ সংপ্রতি ধর্ম্মশীল মেং ড্রিঙ্কওয়াটর বেথিউনি সাহেবকে প্রেরণ করিয়াছেন, মৃত হেয়ার সাহেবের তাদৃশ বিদ্যা ছিলনা, এবং তিনি উচ্চ পদস্থ ছিলেন না, আমারদিগের ব্যবস্থাপক সাহেব অতি সুপণ্ডিত এবং উচ্চ পদস্থ, সুতরাং ইহাতে ইঁহার নিকট অধিক সুখের প্রত্যাশা করিতে হইবেক, আমরা বিশিষ্টরূপে অবগত হইলাম, ইনি বর্ত্তমান বিষয়ে সাধ্যমতে ধন ব্যয় এবং কায়িক মানসিক যত্ন ও পরিশ্রম করণে কখনই ক্রটি করিবেন না, এবং মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট হইতে সম্ভব মত সাহায্য প্রাপনের উদ্যোগ করিতেছেন।

আমরা পূর্ব্বগত সংখ্যক পত্রে লিখিয়াছিলাম শ্রীযুত বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ নিমিত্ত এককালীন্ ৮০০০ টাকা দান করিয়াছেন, এইক্ষণে অবগতি হইল, তেঁহতদর্থে যে সম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন তাহার মূল্য ১০০০০ দশ সহস্র মুদ্রার অধিক হইবেক, এবং ইহার পর যাহা দান করিবেন তাহার মূল্যও ততোধিক হইবেক, এইস্থলে আমরা আর কি লিখিব, শুদ্ধ এই মাত্র

কহিতেছি, হে দেশস্থ ভ্রাতাগণ, আপনারা দক্ষিণারঞ্জন বাবুর এতৎ মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া মানবজন্মের সার্থকতা করুন।

অপিচ চন্দ্রাদিত্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত যখন যে সময়ে এই ব্যাপারের প্রসঙ্গ হইবেক তখন সর্ব্বাগ্রেই দক্ষিণাবাবুর নাম উল্লেখিত হইবেক, এবং অবলা বালারা বিদ্যাবতী হইয়া যে সময়ে সৌভাগ্য শালিনী হইবেন, তৎকালে তাঁহারা কৃতজ্ঞতা এবং পুলকে পরিপূর্ণা হইয়া বারম্বার দক্ষিনারঞ্জন বাবুর নামোচ্চারণ করত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে থাকিবেন।

আমরা শুনিলাম উত্তরপাড়া নিবাসী বিদ্যানুরাগি বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপন গ্রামে অবিলম্বে এক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিবেন, তাহার সমুদয় অনুষ্ঠান হইয়াছে, হে শুভাদৃষ্ট, তুমি, শীঘ্র আগমন কর, শীঘ্র আগমন কর, হে কুসংস্কার, তুমি আর এদেশে অবস্থান করিও না, ত্বরায় প্রস্থান কর, দেশীয় পুরুষ সকল স্ত্রীজাতির দুরবস্থা দূর করিতে যত্নবান হউন, আমরা স্বাবকাশ মতে এবিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব।

স্ত্রীবিদ্যা এবং চন্দ্রিকা । ৩১. ১. ১২৫৬ । ১২. ৫. ১৮৪৯

চন্দ্রিকা সম্পাদক মহাশয় "হাস্যরসের কৌতুক তরঙ্গে অভিষিক্ত হইয়া স্মের বক্ত্রে" অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে যে আমোদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরাও আমোদিত হইলাম। সম্পাদক মহাশয় প্রবীণ, আমারদের পিতামহ তুল্য পূজ্য, অতএব তাঁহার অবয়বে কালের করাল আক্রমণ হইলেও তিনি অদ্যাপি হাস্যরসে রসিক হইতে অক্ষম নহেন, তাহা দেখিয়া অতিশয় চিত্ত সন্তোষ জন্মিল, আমরা পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম দাদা মহাশয় বুঝি হাস্যরস কৌতুক প্রভৃতি যৌবনের লক্ষণ সকলি ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বালিকা শব্দ শ্রবণে তাঁহার যেরূপ রঙ্গরস দেখিতেছি তাহাতে বোধ হয় বীর্য্য বিক্রমের হ্রাস মাত্র হয় নাই, তবে কেবল কুম্ভকর্ণের ন্যায় সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সামান্যতঃ কোন সাধারণ ব্যাপারে ব্যাবৃত হয়েন না, স্বয়ং বৈষ্ণব হইয়াছেন, এবং চন্দ্রিকা দেবী বৈষ্ণবী হইয়া হরিবোল হরিবোল শব্দ করত শুদ্ধ ইংরাজী পত্রগুলীন্‌কে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

যাহা হউক, এমত প্রাচীন পুরুষের কৌতুক রঙ্গ দেখিয়া আমাদেরও কৌতুক হইল, কিন্তু কালের ধর্ম্মের সংপূর্ণ লয় হওয়া অসম্ভব। দাদা মহাশয় বয়সের বৈগুণ্যে অথবা রঙ্গরসের মত্ততাতে বিলক্ষণ হতচেতা হইয়াছেন, গত সংখ্যক পত্রেতে লেখেন যে "কএকজন নব্য হিন্দু স্বজাতীয় রীতিনীতি পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন" ফলে বালিকারদিগকে উপদেশ করিলে "স্বজাতীয় রীতি-নীতি পরিবর্ত্তন" হয় না, বরঞ্চ প্রাচীন রীতিনীতি সংস্থাপনই হয়। পূর্ব্বতন মহর্ষিরা

বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে নিষেধ করেন নাই, বরং তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তিই দিয়াছেন। যথা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে।

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।

অন্বার্থ। কন্যাকেও এইরূপ পালন করিবে এবং অতি যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যা শিক্ষা দিবেক।

যদিও ধর্ম্মসভা সম্পাদকের সহিত বিবাদ করি আমারদের ক্ষমতা নাই, তথাপি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া প্রবীণ সম্পাদকের প্রমাদ দর্শাইলে নবীন লোকেরও দূষণাবহ হইতে পারে না।

কিন্তু আমরা নব যৌবনকালেও প্রাচীন দাদা মহাশয়ের ন্যায় রসিক হইতে পারিলাম না, একারণ তাঁহার অপূর্ব্ব উক্তির সর্ব্বাংশের উত্তর দেওয়া সাধ্যাতীত, তাঁহার উক্তি 'বালিকাগণকে বিদ্যালয়ে পাঠাইলে ব্যভিচার সংঘটনের শঙ্কা আছে, কেননা বালিকাগণ কামাতুর পুরুষের দৃষ্টি পথে পড়িলে অসৎপুরুষেরা তাহারদিগকে বলাৎকার করিবে, অল্প বয়স্ক বলিয়া ছাড়িবে না, কারণ খাদ্য খাদক সম্বন্ধ। ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা কি ছাগাদির শাবককে পশু বলিয়া দয়া করে, ধনবানদিগের কন্যারা পথিমধ্যে ভৃত্য দ্বারা রক্ষিত হইয়া গমন করিলে তথাপি কৌমার হরণের ভয় আছে কেননা রক্ষকেরাই স্বয়ং ভক্ষক হইবেক ইত্যাদি" হায়, বুড়া সম্পাদকের কি অপূর্ব্ব যুক্তি, এরূপ উক্তি কি প্রকারে করিলেন তাহা তিনিই কহিতে পারেন, পঞ্চম অবধি নবম বর্ষীয়া বালা, যাহারদিগের দৃষ্টিমাত্রেই অন্তঃকরণে স্নেহ, দয়া এবং বাৎসল্য ভাবের উদয় হয়, পৃথিবীতে এমত কোন্ পাপাত্মা পুরুষ আছে যে তাহারদের দেখিয়া মদনানলে প্রজ্বলিত হইয়া বলের দ্বারা কৌমার হরণে উদ্যত হইবেক, তিনি কি ভাবের প্রভাবে এরূপ অদ্ভুত ভাব ব্যক্ত করিলেন তাহা ভাবনা করাই যে একপ্রকার নূতন ভাবনার ব্যাপার হইল, তবে বলিতে পারি না পিতামহ নামানুযায়ী গুণানুসারে নূতন সৃষ্টি করিবেন আশ্চর্য্য নহে, সুতরাং পিতামহ পিতামহের ন্যায় হইলে এ শব্দ লিখিতে পারেন।

পরন্তু পুরুষের সহিত স্ত্রীজাতির খাদ্য খাদক সম্বন্ধ বলিয়া বাঘ ছাগলের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, এ দৃষ্টান্তও চমৎকার বটে, মানুষের উপমায় বাঘ ছাগলের কথা ধর্ত্তব্যই হইতে পারে না, এজন্য আমরা ঐ পশুর দৃষ্টান্তে প্রস্তাবিত বিষয়ের কোন প্রসঙ্গ করিতেই ইচ্ছা করি না।

অপিচ রক্ষক কর্ত্তৃক রক্ষিতা হইয়া বালিকারা বিদ্যালয়ে গমন করিলেও আশঙ্কার বিষয় আছে 'ঠাকুর দাদার মনে এমত শঙ্কা কেন হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, রক্ষকেরা ভক্ষক হইলে অতিশয় ভয়ের বিষয় বটে, কিন্তু তাহার স্থল আছে, পাত্র আছে। পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া ভয়ই কেন করেন, তবে তাঁহার "মনের ভাব, পেটের কথা" ইহাতে ভয়ের কারণ থাকিলে করিতে পারেন, তাঁহার সেই কারণের কার্য্য বারণের বাধ্য হইবেক না।

সম্পাদক লেখেন, "যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করেন তাঁহারা মান্য ও পবিত্র হিন্দু কুলোদ্ভব না হইবেন" একথার উত্তর আমরা কি লিখিব, বহুবাজার নিবাসী শ্রীমান্ নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মান্য নহেন, শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মান্য নহেন। শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ মান্য নহেন বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত, বাবু হরিনারায়ণ দে মান্য নহেন। তবে তাঁহার মতে কাহাকে মান্য বলা যায়, যাঁহারা কুলবিশিষ্ট হইয়া স্বভাবে আছেন এবং স্বাধীনতা দ্বারা সম্ভ্রমের সহিত সময় সম্বরণ করেন তাঁহারদিগকে অবশ্যই মান্য কহিতে হইবেক, এতদ্ভিন্ন অনেক বিশিষ্টবংশ্য মহাশয়েরা কন্যা প্রেরণ করিতেছেন, এবং করিবেন।

অনেক মানুষের ধন নাই, বড় ২ বাড়ী, ভাল ২ গাড়ী নাই, কিন্তু উত্তম বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে, বিবেচনা আছে, সৎকর্ম্ম আছে, উৎসাহ আছে, চেষ্টা আছে, ইহাতেও কি তাঁহারা সদ্বংশজ হইয়া নীচ হইবেন, লঘুত্ব এবং গুরুত্ব কেবল কার্য্যের উপর নির্ভর করে, অতএব যাহারা কোনরূপ দুষ্কর্ম না করিয়া নিয়তই নানাবিধ সৎকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তাহারা কখনই লঘু হইবেক না, সে যাহা হউক, দাদামহাশয় যে ভয় করেন তাহা মিথ্যা, অতএব বার্দ্ধক্যকালে সৎকর্ম্ম সাধনে কেন আর বাধা দেন, স্থির রূপে বিবেচনা করিলে ইহাতে অনেক উপকার দেখিতে পাইবেন, এবং যদি না পান, তবে বলুন, আমরা চক্ষে ধরিয়া দেখাইব।

ভূম্যধিকারী সভা এবং স্ত্রীবিদ্যা। ১০. ২. ৫৬। ২২. ৫. ১৮৪৯

আমরা গত দিবস অতি সংক্ষেপে ভূম্যধিকারী সভার বিষয় লিখিয়াছিলাম, এইক্ষণে বিদিত হইল ইংলিসম্যান সম্পাদক মেং হরি সাহেব উক্ত সভার সম্পাদকীয় কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এই সংবাদে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু ঐ মহাশয় অতি যোগ্য পাত্র, অথচ দীর্ঘসূত্রী নহেন, তিনি কার্য্যদক্ষ, পরিশ্রান্ত, মহোদ্যোগি বাবু কাশীনাথ বসুর সহিত সংযুক্ত হইয়া যথার্থ মনের অনুরাগে কর্ম্ম করিলে সুসিদ্ধ হওনের অনেক সম্ভাবনা আছে, নচেৎ ঠাকুর বংশীয় কতিপয় বিশেষ মহাত্মা ব্যক্তি ব্যতীত অপর প্রাচীন হিন্দু মহাশয়দিগের দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন হয় এমত বোধ্য নহে, আমরা অনেকবার তাঁহারদিগের অনেক প্রকার যোগাযোগ ও ভোগাভোগ দেখিয়াছি, তাঁহারদিগের যে যোগ, সে যোগ নহে, তাহাকে রোগ বলিতেই হইবেক, কারণ রোগের শান্তি হইলেই যোগের শেষ হইয়া যায়, সুতরাং অনুযোগের জন্য যে যোগ সে যোগ সুযোগ নহে, তাহাকে কুযোগ বলিতেই পারি। কর্ত্তাদিগের ভোগের মধ্যে কর্ম্মভোগের অংশই অধিক, এপ্রযুক্ত তাহাতে বিশেষ কথা ব্যক্ত করাই বাহুল্য মাত্র। এই ভূম্যধিকারী সভার যখন সৃষ্টি হয় তখন কি প্রকার ব্যাপার হইয়াছিল, তাহা মনে করিতে হইলে বোধ হইবে বুঝি আমরা এতক্ষণ নিদ্রাযোগে স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, কেবল এক ব্যক্তির জন্যই সেই সমস্ত কাণ্ড হইয়াছিল, অধুনা তাঁহার

অভাবে সকল বিষয়েই অভাব হইয়াছে, তৎকালীন্ যিনি সম্পাদক ছিলেন তিনি স্বাধীনতা বিক্রয় করিলেন, সুতরাং তদুপলক্ষে ক্রমে ২ সকলের উৎসাহের হ্রাসতা হইতে লাগিল, এবং তাহাতেই তাহার অকালে গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল, তদবধি আমরা ভূম্যধিকারী সভার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়াছিলাম, কয়েক মাস হইল আমারদিগের বন্ধুবর কাশীনাথ বসু মহাশয় প্রযত্নরূপ অমৃত কুণ্ডের জল দ্বারা তাহাকে পুনর্জ্জীবিতা করণার্থ বিশেষ চেষ্টা করাতে আমরা যথোচিত সন্তুষ্ট হইয়াছি, এবং যাহাতে ইহার মঙ্গলদর্শে তদর্থে বারম্বার সাধারণকে অনুরোধ করিতেছি, বসুজ বাবুর কোন অংশেই ক্রটি দেখিতে পাই না, তিনি স্বয়ং প্রাচীন হইয়াছেন, অথচ পীড়িত, তথাচ শরীরের প্রতি কিছুমাত্র মায়া না করিয়া অহরহ শুদ্ধ এই বিষয়েই বিব্রত রহিয়াছেন, আমরা তাঁহার কৃত অনুষ্ঠান সকল দৃষ্টি করিয়াছি, তাহা সর্ব্বতোভাবে দেশহিতজনক বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এ পর্য্যন্ত মূল সভা স্থাপিতা হইল না, অথচ তাহার ডাল পালা হইতেছে, আমরা কাশী বাবুর উপরে কোন কথা কহিতে পারি না, কারণ তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া কেবল ইহাতেই আত্মার্পণ করিয়াছেন, এবং নিজ হইতে অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন, অতএব তাঁহার কি দোষ ; প্রধান মহাশয়েরা পর্ব্বতের ন্যায় ভারি, কিছুতেই চাগিয়া উঠেন না, বিশেষতঃ ব্যয়ের দিগে পদক্ষেপ করা অভ্যাস নাই, ফাঁকি দিয়া নাম হইলেই সন্তুষ্ট হয়েন, কতকগুলীন্ মহাশয় দেশের হিত কাহাকে বলে তাহাও জানেন না, শুদ্ধ বাম্‌নাইটি রক্ষা করেন, এবং কেহ ২ কেবল কেঁড়েলিটিই বুঝিয়াছেন, পয়সা ব্যয় না হইলে অনেক দিন এ কর্ম্ম সম্পন্ন হইত, হায়! কি পরিতাপ, যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়ের ভয়ে চিরকালের উপকারের প্রতি ভ্রমেও কটাক্ষ করেন না, কিন্তু জাতি মারার বিষয় হইলে এখনি সকলে কোমোর বান্ধিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছেন, "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে" কন্যা প্রেরণ করাতে প্রতিজ্ঞাপরায়ণ তথ্যদর্শী বাবু রসিকলাল সেন মহাশয় সিংহ বাবুদিগের দল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, মধ্যে একটা কর্ম্ম গিয়াছে তাহাতে সেন বাবুর নিমন্ত্রণ হয় নাই, আমরা নিশ্চিতরূপে কহিতে পারি সদাত্মাবর ৺রাজকৃষ্ণ সিংহ ৺নবকৃষ্ণ সিংহ, ৺নন্দলাল সিংহ প্রভৃতি মহাশয়েরা জীবিত থাকিলে কখনই এরূপ হইত না, রামকৃষ্ণপুরের হেঙ্গামা অবধি এবং শেষ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহারদের প্রতিজ্ঞার বিষয় বিশিষ্টরূপেই অবগত আছি, মহানুভব বিদ্যানুরাগী বাবু শ্রীকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় অতি সুশীল, তিনি দলাদলির ঢলাঢলিকে অত্যন্ত ঘৃণা করেন, তিনি ইহার কিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন নাই, বরং প্রস্তাবকর্ত্তার প্রস্তাবে মহাভারত, মহাভারত বলিয়া কর্ণে হস্ত দিয়াছেন, কি করেন, দলচক্র ভৈরবীচক্রের অপেক্ষাও অধিক ভয়ঙ্কর, ভৈরব খেপিলে কি করিতে পারেন, থামাইবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং ভৈরবীচক্রে যাহা হইবার তাহাই হইল।

অপরাপর দলপতি মহাশয়েরদের ফৌজদার, ছড়িদার সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিতেছে, গৃহস্থদিগের বাড়ী ২ ভয় দেখাইতেছে, আর্কফলাধারী ভগ্নদূত কাশী কৈলাস, দেবালয় মঠালয় প্রভৃতি সকল স্থানে গমন পূর্ব্বক লোকের চক্ষে ধূলি দিবার নিমিত্ত কারণের ঝুলি খুলিয়া

বসিতেছেন, তাঁহার সেই কারণ গুলীন্ যে কত কারণে হইয়া উঠিয়াছে তাহা তিনিই কহিতে পারেন।

হে পাঠকগণ, দৃষ্টি করুন, ধনাধ্যক্ষ, দলাধ্যক্ষ, বিবাদদক্ষ মহাশয়েরা স্বদেশের মাঙ্গলিক ব্যাপারে কিরূপ মনোযোগি। "ভূম্যধিকারী সভা" যদ্দারা এতদ্দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের সমূহ প্রকার উপকার হইবেক অদ্যাপি তাহার বীজ বপন করিলেন না. অথচ চমৎকার এই যে, স্ত্রীবিদ্যা বিষয়ে উৎসাহান্বিত সৎকর্ম্মকারি স্বজাতীয়দিগের জাতি মরিবার নিমিত্ত বিজাতীয় স্বভাব প্রকাশ করিতেছেন, অতএব যে দেশে সুকর্ম্মে বিরাগ কুকর্ম্মে অনুরাগ সে দেশের সুরাগ হওয়া অতি কঠিন।

বাবু বাহাদুর মহাশয়ের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীবিদ্যা বিষয়কে উত্তম বলিয়া জানেন. বিশেষতঃ প্রধান রাজাটী বহুদিন পূর্ব্বেই স্কুলবুক সোসাইটি নামক সমাজে এ বিষয়ে আনন্দচিত্তে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে কি তিনি আপনার প্রকাশিত মতের অপহ্নব করিতে পারেন? ফলে বিচিত্র নহে, কর্ত্তাদিগের সকলি বিচিত্র, চমৎকার চরিত্র, সর্ব্ব বিষয়েই পবিত্র আছেন. কিছুতেই অপবিত্র হয়েন না, কিন্তু তাঁহারদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না. এজন্যই ক্ষুব্ধ হইতে হয়।

তিন বৎসর হইল রাজপুরুষেরা গাড়ী ঘোড়ার টেক্স বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিয়াছেন. কর্ত্তারা এতকাল নাকে সরিষার তৈল দিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন. যখন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্ম শেষ করিয়া তুলিলেন তখন নিদ্রা ভঙ্গ হইল, অর্থাৎ আইন পাশ হইয়া গেলে পরে সভা করিয়া কহিলেন "এ বিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবেক" ভাল তাঁহারদিগের কথা ধরি না, মেং হরি সাহেব কি করিলেন. তিনিতো জানেন আইন পাশ হইয়াছে, এখন আর ফিরিবার নহে, ফলে তাঁহার দোষ নাই, সংসর্গের দোষ. দলভুক্ত হইবা মাত্রেই চৈতন্য হারা হইয়াছিলেন, যাহা হউক, তথাচ সাধুবাদ প্রদান করিতে হইবেক, কারণ কর্ত্তারা যাহা করেন তাহাই উত্তম, ঐ ভ্রমে ভ্রম যায় না, ফলতঃ তাঁহারদিগের অভ্রমের বিষয় আমারদের প্রার্থনা নহে. কিন্তু অভ্রমের বিষয় প্রার্থনা বটে. সুতরাং ভ্রম হইলে ভাল হয়তো ভ্রম হইলে ভাল।

স্বাবকাশমতে এ বিষয়ে পুনর্ব্বার লেখনী ধারণ করিব।

৩০. ৩. ১২৫৬। ১৩. ৭. ১৮৪৯

স্ত্রীবিদ্যার ইতিহাস প্রাচীন কাল অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত।

এতদ্দেশের স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা যদিও সর্ব্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয় নাই, তথাচ কোন ২ রাজকন্যা এবং পণ্ডিতের কন্যা ও ঋষিপত্নী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহার ভূরি ২ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যথা, রুক্মিণী, লীলাবতী, চিত্ররেখা, মৈত্রেয়ী, বিদ্যা ও কর্ণাট রাজার পত্নী প্রভৃতির বৃত্তান্ত সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, শারদানন্দ গুরুর কন্যা

যিনি কবি কালীদাসের পত্নী হইয়াছিলেন, তিনি বিবাহ বাসরে এই কবিতা পাঠ করেন।

কিং নকরোতি বিধি যদি রুষ্টঃ
কিং নকরোতি স এবহি তুষ্টঃ
উষ্ট্রে লুম্পতি রম্বা ষম্বা
তস্মৈদত্তা বিপুল নিতম্বা

অর্থাৎ বিধাতা রুষ্ট হইলে কি না করেন, উষ্ট্র শব্দ কখন রকারের এবং কখন যকারের লোপ করে এতাদৃশ যে মূর্খ তাহাকে পরমাসুন্দরী স্ত্রী প্রদান করিয়াছেন।

পরিশেষ আগামিতে হইবে,

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়।

(গত বারের শেষ)

মহারাজ লক্ষণ সেনের পত্নী পরম পণ্ডিতা ছিলেন, তাহার কৃত কবিতা পশ্চাৎ লেখা গেল।

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনোমুদা।
অদ্যকান্তঃকৃতান্তোবা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

অবিরত বারিপতন হইতেছে এবং ময়ূর সকল নৃত্য করিতেছে, অদ্য কান্ত কিম্বা কৃতান্ত আমার দুঃখের শান্তি করিবেন।

ভাস্করাচায্যের কন্যা লীলাবতী বিদ্যাবতী ছিলেন, তাহা আচায্য নিজ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই প্রচার করিয়াছেন, মহর্ষি যাজ্ঞ্যবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ করেন, কিন্তু বেদান্ত স্ত্রীলোক সম্প্রদায়ে সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ছিল না, যেহেতু কর্ণাট রাজার পত্নীর সঙ্গে কবি কালীদাসের যে বিচার হয় তাহাতে তিনি তাঁহাকে বেদান্তে পরাস্ত করেন, এবং বিদ্যাসুন্দরের বিষয়েও এইরূপ আখ্যান আছে অধিকন্তু শাস্ত্রে কহেন।

স্ত্রীশূদ্র দ্বিজবন্ধুনাং।
ত্রয়িণঃ শ্রুতি গোচরাঃ॥
ভাগবতং।

স্ত্রীশূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণের শ্রুতি গোচর হইতে পারেন না।

কিন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে বেদান্তের উপদেশ যদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইত তবে যোগীশ্বর যাজ্ঞ্যবল্ক্য স্বীয় পত্নীকে কদাচ তাহার শিক্ষা প্রদান করিতেন না, রুক্মিণী শিশুপালের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ স্থির জানিয়া পত্রিকাসহ দ্বারকায় এক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন,

শ্রীকৃষ্ণ সেই পত্র প্রাপ্ত মাত্র অচিরাৎ তথায় গমন পূর্ব্বক অন্যান্য ভূপতিগণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া রুক্মিণীকে গ্রহণ করিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত অদ্ভুত রামায়ণে প্রচার আছে যে সত্যভামা নারদকে সঙ্গীত শাস্ত্রের উপদেশ করেন, বাণরাজার কন্যা উষা যদুবংশীয় রাজকুমার অনিরুদ্ধকে স্বপ্নযোগে দর্শনে কাতরা হওয়াতে তাঁহার সহচরী চিত্ররেখা চিত্রসহকারে বিচিত্র বিশ্বকে চিত্রপটে দেখাইয়াছিলেন*। ইদানীন্তন কেবল রাণীভবানীর নাম শ্রুত হওয়া যায়, এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা রূপে গুণে ধন্যা ছিলেন, এই সকল নিদর্শন প্রদর্শনের তাৎপয্য এই যে বিদ্যাশিক্ষা যদিস্যাৎ স্ত্রীলোকের পক্ষে অবিধি হইত তবে পুরাকালে শ্রুতি স্মৃতি নীতি বিশারদ পণ্ডিতেরা কদাচ স্ত্রীশিক্ষার বিধি প্রদান করিতেন না।

বর্ত্তমানাবস্থায় স্ত্রীশিক্ষার উপায়।

আদৌ যদবধি এতদ্দেশের অবলা কোকিলাগণ গৃহ পিঞ্জরে বদ্ধ আছেন তদবধি ইঁহারদিগের বিশেষ সদুপায় দৃষ্ট হয় না, অতএব ইঁহারদিগকে কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য, যদি বল স্বাধীনতা দেওয়াতে কুচরিত্র হওনের সম্ভাবনা, তাহার উত্তর, অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিয়া মনেতে অহোরাত্র উপপতি করণের অভিলাষ করা কিন্তু উপায় না থাকাতে সিদ্ধ না হওয়া জন্য সতী হওয়া অর্থাৎ উড়িতে না পারিয়া পোষমানাকে যথার্থ উত্তম স্বভাব কহিবেন, কি স্বাধীনতাবস্থায় ধর্ম্মপথে থাকাকে প্রকৃত ধর্ম্ম কহিবেন? যেহেতু ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য সকল মনে, মনঃ শুদ্ধ না হইলে কিছুই হয় না। যদি বল স্বাধীনতা প্রদান করিলে নিশ্চয় স্ত্রীলোক ভ্রষ্টা হয়, তাহা হইলে ইউরোপ খণ্ডের কোন স্ত্রী সতী থাকিত না তবে যে ইটালি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অপবাদ শ্রবণ করা যায়, সে প্রকার ভারতবর্ষের কামরূপ রাজ্যেরও কলঙ্ক আছে।

সর্ব্বত্র ত্রিবিধা লোকা উত্তমাধম মধ্যমাঃ।

বিষ্ণুশর্ম্মা।

উত্তম অধম মধ্যম তিন প্রকার লোক সর্ব্বত্র আছে।

যদিস্যাৎ কথিত বিষয়ে অস্মদ্দেশীয় ব্যক্তিব্যূহ অসম্মত হয়েন তবে এই উপায় হইতে পারে যে স্ত্রীশিক্ষার নিমিত্তে স্বতন্ত্র পাঠশালা হয়, যাহাতে পিতা মাতা স্ব ২ তনয়াকে পঞ্চম বর্ষাবধি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত নিঃশঙ্ক হইয়া প্রেরণ করিতে পারেন যাহাতে ধর্ম্ম হানির কোন

* চিত্র বিদ্যা এতদ্দেশে অত্যল্প প্রচার ছিল কিন্তু এই এক প্রসিদ্ধ আখ্যান প্রাপ্ত হওয়া যায় শ্রীলশ্রীমন্মহারাজাধিরাজ বীর বিক্রমাদিত্যের পত্নী ভানুমতীর প্রতিমূর্ত্তি সম্বন্ধে বধূরূপি কবি কালীদাস কহিয়াছিলেন।

দেব গুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রেনে সরস্বতী।
তেনাহং নৃপজানামি ভানুমত্যাস্তিলংযথা।

প্রকারে সম্ভাবনা না হয়, এবং ইহাতে লৌকিক নিয়মের কিঞ্চিৎ মাত্রও পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, এবং স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্তে এপ্রকার পুস্তক সকল প্রস্তুত করিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় যাহাতে তাঁহারা এই ছয় বৎসরের মধ্যে জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হয়েন, অপিচ অনুবাদিত পুস্তক সকলের মর্ম্মাবগত হইলেই তাঁহারা অনায়াসেই সকল দেশের রীতিনীতি ও আহার ব্যবহার জানিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ যদিস্যাৎ প্রকাশ্য পাঠশালায় প্রেরণে পিতা সম্মত না হয়েন তবে তিনি উক্ত নিয়মে স্বয়ং কন্যাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন যেহেতু ইহা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম এরূপ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আদেশ আছে, কিন্তু তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব সাধারণের উপকারাভাব, এজন্য কন্যাকালে কন্যাদিগ্যে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করাতে কখনই দোষজনক হইতে পারেনা।

স্ত্রীশিক্ষার ফল।

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা হইলে দেশের কত মঙ্গল হয় তাহা অনির্ব্বচনীয়, ধর্ম্মের উন্নতি এবং লৌকিক কার্য্য উত্তমরূপে নির্ব্বাহ প্রভৃতি অসংখ্য উপকার হয়। ইতু* যম পুকুর প্রভৃতি যাহা বালিকা সম্প্রদায়ে এক প্রকার উপাসনার অঙ্গ হইয়াছে, তাহা ক্রমে লুপ্ত হয় ষষ্ঠী, শীতলা, মার্কণ্ড প্রভৃতি ক্রমে লণ্ড ভণ্ড হইয়া যায়, এবং মাতা প্রথমাবস্থায় পুত্রকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন† তাহা হইলে পিতা বিদেশে কিছুকাল সুস্থ থাকেন, অতএব এতাদৃশী মহতী ক্রিয়া যে স্ত্রীশিক্ষা তাহাতে আমারদিগের দেশস্থ লোক মনোযোগী হউন, হে পরমাত্মন্ আমাদিগকে যথার্থ জ্ঞান প্রদান কর।

৪ বৈশাখ, ১৭৭১ শক।

সম্পাদকীয়। ১৬. ১ ১২৫৭। ২৭. ৫. ১৮৫০

শিক্ষা কৌন্সেলের বিচক্ষণ মেম্বরগণ যেরূপ নিয়মে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রদিগের শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাহার উৎকৃষ্টতা বিষয়ে সকলেই একবাক্য হইয়াছেন, কারণ ঐ নিয়মানুসারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যে সকল ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হয়েন তাঁহারা নানা বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, কেবল মিসনরি সাহেবেরা ঐ নিয়মের বিপক্ষতা করেন, কারণ শিক্ষা কৌন্সেলের অধীনস্থ কোন বিদ্যালয়ে বাইবেলাদি খ্রীষ্ট ধর্ম্ম পোষক পুস্তকের অধ্যয়ন হয় না, পরন্তু বিশিষ্টরূপ বিবেচনা করিলে এই বিপক্ষতা কেবল দ্বেষমূলক বোধ হইতে পারে, যেহেতু ঐ সকল বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বালক শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহারা ভাবতেই হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বি সুতরাং তাহার দিগ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের উপদেশ করিলে ও তাহারদিগের

---

* বোধ হয় ঋতু শব্দের বিকৃতি ইহা হইবেক।

† Native Female Education Rev'd K. M. Banerjee.

জাতীয় ধর্ম্মের উপদেশ না করিলে রাজার পক্ষপাত প্রকাশ হয়, একারণ রাজপুরুষেরা অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগ্যে কেবল নীতি ইতিহাস ও রেখাগণিত পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ের উপদেশ করেন, ধর্ম্ম বিষয়ে কোনরূপ শিক্ষা দেন না, ইহার প্রধান তাৎপর্য্য এই যে উত্তমানুশীলন দ্বারা অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হইলে এবং বুদ্ধির গাঢ়তা জন্মিলে তাহারা হিতাহিত বিহিত বিবেচনায় অবশ্য মর্ম্মজ্ঞ হইবেক, সুতরাং যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ক্রটি করিবে না, এই বিবেচনা যেরূপ যুক্তিসিদ্ধ, সেইরূপ রাজনীতি প্রসিদ্ধ বলিতে হইবেক, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে যদ্যপি অদ্য বাইবেল পুস্তক অধ্যয়ন করণের অনুমতি হয় তবে আগামি দিবসে তথায় কোন বালক গমন করে না, ওরিএণ্টেল সিমিনরি ও মিট্রোপলিটান একাডিমি ইত্যাদি বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, এবং হিন্দু মণ্ডলী প্রকাশ্য রূপে সভা করত গবর্ণমেণ্টের দোষোল্লাষ করেন, যাহা হউক আমারদিগের বর্ত্তমান লার্ড সাহেব লেক্সলোসি নামক ঘৃণিত নিয়ম প্রচলিত করিয়া মিসনরিদিগের অভিমতের সাহায্য করিয়াছেন বটে কিন্তু শিক্ষা কৌন্সেলের অধীনস্থ কোন বিদ্যালয়েই বাইবেল চলিত করিতে পারিবেন না।

পরন্তু আমারদিগের পূর্ব্বতন বিচক্ষণ গবর্ণর জেনরল লার্ড আকলেণ্ড সাহেব শিক্ষা কৌন্সেলের চলিত নিয়মের অনুকূলে যে এক মাইনিউট অর্থাৎ অভিপ্রায় পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার প্রতিকূলে বিখ্যাত পাদরী শ্রীযুত ডাক্তর ডফ সাহেব বিপক্ষতা করণে ক্রটি করেন নাই, তিনি প্রথমতঃ খ্রীষ্ট ধর্ম্ম সংক্রান্ত পত্রে অনেক লিখিয়া পরিশেষ বাঙ্গাল হরকরা পত্রে লেখনী চালনা করত সর্ব্বশেষে এক পেম্পলেট প্রকাশ করিয়াছিলেন, ফলতঃ তাহাতে তিনি লার্ড সাহেবের লেখার কোন অংশই অপহ্নব করিতে পারেন নাই, তাঁহার লেখাতে কেবল দ্বেষভাব প্রকাশ পাইয়াছে, এবং তিনি যে একজন গোঁড়া খ্রীষ্টান সাধারণে এমত জানিতে পারিয়াছেন, অতএব যে বিষয়ে মিসনরি পালের প্রধান সাহেব পরাস্ত হইয়াছেন, অন্যান্য মিসনরিরা পুনর্ব্বার সেই বিষয় উত্থাপন করেন ইহাই পরমাক্ষেপের কারণ বলিতে হইবেক।

অপরন্তু শিক্ষা কৌন্সেলের অধীনস্থ বিদ্যালয়ে যেরূপ উৎকৃষ্ট শিক্ষা হয়, মিসনরির বিদ্যালয়ে তদ্রূপ হইতে পারে না, ইহার প্রমাণ হিন্দু কালেজের সুশিক্ষিত অনেক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া প্রধান সদর আমীন, মুন্সেফি ও ডেপুটি কালেক্টর, ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট, আফগারি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত পদে নিযুক্ত হইয়া সম্ভ্রমের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিন্তু মিসনরি বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র ঐরূপ সম্ভ্রান্ত পদাভিষিক্ত হয়েন নাই, আর যদ্যপি হইয়া থাকেন তাঁহারদিগের সংখ্যা অতি অল্প, অপিচ পাঠক মহাশয়েরা দেখুন মিসনরি বিদ্যালয়ের অনেক বালক খ্রীষ্টান হইয়াছেন বটে কিন্তু কালেজের ছাত্র শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহারদিগের শিরোভূষণ হইয়াছেন।

সম্পাদকীয় । ২৩. ৪. ১২৫৭ । ৬. ৮. ১৮৫০

গত দিবস পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে শুকেস ষ্ট্রীটে ৮ নম্বর বাটীতে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুত বাবু রমানাথ লাহা প্রণীত বাঙ্গালা পাঠশালার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, ওই সময় আমরা উপস্থিত থাকিয়া দেখিলাম, মান্যবর মেং বেথুন সাহেব ও রেবেরেণ্ড মেং লাং সাহেব ও শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র শাহা প্রভৃতি কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া পরীক্ষাপূর্ব্বক বিদ্যার্থিদিগ্যে গ্রহণ করেন, গত দিবসেই প্রায় ৭০ জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছে এবং ক্রমে তাহারদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেও পারিবেক, তাহারা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া উপযুক্ত পণ্ডিতদিগের অধীনে ভূগোল, খগোল, নীতি ইতিহাস, ব্যাকরণ, বর্ণমালা ইত্যাদি বিবিধ পুস্তক অনুশীলন করিবেক, শিক্ষা কৌন্সেলের বিচক্ষণ অধিপতি শ্রীযুত অনরেবেল জে ই ডি, বেথুন সাহেব এই নবীন পাঠশালার সর্ব্বাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, এবং তিনি আপাততঃ বিদ্যালয়ের নিয়মিত ব্যয় নির্ব্বাহ নিমিত্ত ছয়মাস পর্য্যন্ত প্রতিমাসে ৫০ টাকা করিয়া প্রদান করিবেন, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সাহেব ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরাও চাঁদা পুস্তকে স্বাক্ষর করিয়াছেন ।...

এই কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে ইংরাজী বিদ্যার অনুশীলন নিমিত্ত অনেকানেক অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত আছে, কিন্তু দেশী ভাষার আলোচনার জন্য একটি বিদ্যালয়ও দৃষ্ট হয় না, সাধারণের অনুরাগে হিন্দু কালেজের সহকারিণী যে এক বাঙ্গালা পাঠশালা আছে তথায় অনুশীলন পূর্ব্বক অনেক ব্যক্তি দেশীয় ভাষায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছেন বটে, কিন্তু তথায় বেতন নির্দ্দিষ্ট থাকাতে সাধারণে গমন করিতে পারে না, এতদ্ভিন্ন ওরিএণ্টেল সিমিনরি প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সংযোগে আরো যে কয়েকটা পাঠশালা আছে তাহাও বেতন বিশিষ্ট, অতএব কলিকাতা নগরে বঙ্গভাষার অনুশীলন নিমিত্ত এই প্রথম বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, ইহার প্রতি দেশহিতেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রেরই বিহিত মনোযোগ ও যত্ন করা অতি আবশ্যক হইয়াছে ।...

সম্পাদকীয় । ২৪. ৪. ১২৫৭ । ৭. ৮. ১৮৫০

আগষ্ট মাসের লিটেররি ক্রোনিকেল পত্রে তৎ সম্পাদক মহাশয় মান্যবর মেং বেথুন সাহেবের প্রণীত অভিনব বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই তাহা অযৌক্তিক বলিবেন, যেহেতু সম্পাদক লিখিয়াছেন "এদেশে অসংখ্যক প্রজা বাস করিতেছে, রাজপুরুষেরা তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত বিহিতরূপ মনোযোগ না করিয়া অঙ্গনাগণের বিদ্যালোচনার সূত্র সঞ্চার করাতে তাঁহারদিগের সুখ্যাতি না হইয়া বরং অখ্যাতিই হইতে পারে, তাঁহারা যদ্যপি পুরুষপুঞ্জের অনুশীলন কল্পে সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে বালিকাগণের বিদ্যালোচনার উপায় করিতেন তবে সর্ব্ববিধায়েই উত্তম হইত" এই কথার উত্তর প্রদান করিতে আমাদের কেবল হাস্যই উপস্থিত হয়, পুরুষদিগের

অনুশীলন নিমিত্ত এই বঙ্গদেশের স্থানে স্থানে বিবিধ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, অধুনা যিনি ইচ্ছা করেন তিনিই অনায়াসে বিদ্যালয় বিশেষে নিযুক্ত হইয়া অনুশীলন করিতে পারেন, এবং ক্রমে ২ বিদ্যাশিক্ষার উপায় ও বৃদ্ধি হইতেছে, তবে প্রজাগণ যদ্যপি বিদ্যাশিক্ষা প্রয়োজনীয় বোধ না করে সে স্বতন্ত্র কথা, তাহাতে রাজপুরুষেরা কদাচ নিন্দাস্পদ হইতে পারেন না।

পরন্তু আমরা স্থির নেত্রে পুরুষ জাতির বিদ্যা শিক্ষার বিবিধ উপায় অবলোকন করত যেরূপ সুখানুভব করিতাম, স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার উপায়াভাব জন্য সেইরূপ দুঃখিত ছিলাম, কিন্তু মান্যবর মেং জে ই ডি বেথুন সাহেব আমারদিগের সেই দুঃখ নিবারণ জন্য স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তিনি প্রথমতঃ আপনার অর্থব্যয় দ্বারা এই মহানগর কলিকাতা মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তাহার প্রারম্ভ সময়ে এতদ্দেশীয় দলাদলি প্রিয় মহানুভব মহাশয়েরা তাহার উন্নতির প্রতি প্রতিবন্ধকতা করণে ত্রুটি করেন নাই, সংস্কৃত কালেজের বিচক্ষণ ইংরাজী শিক্ষক শ্রীযুত বাবু রসিকলাল সেন মহাশয় কথিত বিদ্যালয়ে বালিকা প্রেরণ করাতে যোড়াসাঁকো নিবাসি সিংহমহাশয়েরা আপনারদিগের দলে তাঁহার নিমন্ত্রণ রহিত করিয়াছিলেন। এইরূপ কতপ্রকার প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না, কিন্তু সকলের সকল প্রকার বিপক্ষতা ছিন্ন করিয়া এইক্ষণে বেথুন সাহেবের স্ত্রী বিদ্যালয় যত উন্নত হইতেছে ততই আমরা হর্ষ প্রাপ্ত হইতেছি, ইহাতে ক্রোনিকেল সম্পাদক মহাশয় প্রতিকূলতা করাতে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলাম এবং তাঁহাকে নিতান্ত নিষ্ঠুর বোধ হইল, তিনি বিশিষ্টরূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যে স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষা অকর্ত্তব্য বলেন ইহাই আমারদিগের পরমাক্ষেপ। আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি পরমেশ্বর পুরুষদিগ্যে যেরূপ মন বুদ্ধি বিবেচনা, মেধা প্রভৃতি সদ্গুণ প্রদান করিয়াছেন স্ত্রীজাতিকে কি তদ্রূপ করেন নাই? তাহারা কি জ্ঞানালোচনায় উপযুক্ত নহে? আর অজ্ঞান অবস্থায় গৃহ মার্জ্জনা রন্ধন ইত্যাদি সামান্য কার্য্যই নির্ব্বাহ করিবেক? আহা! স্ত্রীলোকেরা জ্ঞানশিক্ষা করণের উপায় প্রাপ্ত না হওয়াতে কত বিষয়ে আমারদিগের ক্লেশ হইতেছে তাহা কি লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না, আমরা যদ্যপি গৃহ বিচ্ছেদ, ভ্রাতৃ বিরোধ ইত্যাদি অনিষ্ট ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি তবে স্ত্রীজাতির অজ্ঞানতাকেই তাহার মূলিভূত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাহারা বিদ্যাবতী হইলে ঐ সকল অনিষ্ট অনায়াসে নিবারণ হইতে পারে, আর সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দতাও ক্রমে বৃদ্ধি হয়।

অপরন্তু ক্রোনিকেল সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে পুরুষদিগের বিদ্যাশিক্ষা হইলেই দেশের মঙ্গল দর্শে, স্ত্রীলোকের বিদ্যাতে কোন দেশই সুন্দর অবস্থায় স্থাপিত হয় নাই, সহযোগী মহাশয়ের এই কথা স্বীকার করিতে হইলে বিদ্যাশিক্ষার যে মহতি গুণ তাহা হানি হইবার সম্ভাবনা, কারণ বিদ্যাশিক্ষা সমূহপ্রকারে উপকার দায়ক হইয়া থাকে বিদ্যা কদাচ অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হয় না, ইহা প্রায় সকল নীতি শাস্ত্রেই সুব্যক্ত আছে, আহা! জননী বিদ্যাবতী হইলে সন্তান কদাচ মূর্খ হইতে পারে না, তিনি তাহাকে সর্ব্বদা সদুপদেশ প্রদান

করেন এবং তাহার বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অবশ্য যত্নবান্ হয়েন, আর যে সকল স্ত্রীলোক বহু ধনের অধিকারিণী হইয়াছেন তাঁহারা অনায়াসে তত্তাবৎ যথা নিয়মে রক্ষণা বেক্ষণ করিতে পারেন, কোন প্রতারক প্রতারণার দ্বারা কদাচ তাহা অপহরণ করিতে পারে না, এইরূপ স্ত্রীশিক্ষার বিবিধ উপকার আছে, এই স্থলে সকল লিখিত হইলে বাহুল্য হয়, অতএব আমরা সহযোগী মহাশয়ের প্রবোধার্থ সারমাত্র লিখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে তিনি কি অবলাদিগকে অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে আবৃত রাখিয়া কেবল পুরুষদিগ্যে জ্ঞানালোক দেখাইবার অভিপ্রায় করেন? হায়! একি পক্ষপাত, কি অবিবেচনা? এ কি প্রকার অযৌক্তিক পাঠকমহাশয়েরাই ইহার বিবেচনা করিবেন, অপিচ সম্পাদক অন্যান্য যে সকল কারণ দেখাইয়াছেন তাহা নিতান্ত দ্বেষ মূলক, এইস্থানে আমরা তাহার উত্তর প্রদান করা প্রয়োজনীয় বোধ করিলাম না।

এতদ্দেশীয় মনুষ্যগণ ইংলণ্ডীয় ভাষাভাসে কি নিমিত্ত অত্যন্ত অনুরাগি হয়েন।

চিঠি-পত্রের স্তম্ভে প্রকাশিত ৭. ৫. ১২৫৭। ২২. ৮. ১৮৫০

মান্যবর শ্রীল শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—

শুনহ সজ্জন গণ, বিদ্যা কর উপার্জ্জন,
বিদ্যা সম বন্ধু নাহি হয়।
পৃথিবীস্থ দ্রব্য যত, কালক্রমে হয় হত
বিদ্যার নাহিক কভু লয়॥…

এতদ্দেশস্থ মনুষ্যগণের স্বদেশীয় বিদ্যানুশীলনে অনাদর ও অমনোযোগ, অনুরাগ ও ও অশ্রদ্ধা সংপূর্ণরূপে জন্মিয়াছে, যেহেতু বঙ্গভাষাতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন হয় না, কিন্তু ইংলণ্ডীয় ভাষাতে সুশিক্ষিত হইলেই অনায়াসে যথেষ্ট ধনার্জ্জন করিবার ক্ষমতা হইতে পারে, তজ্জন্য এতদ্দেশীয় মনুষ্যেরা স্ব স্ব তনয়বৃন্দকে শৈশবকালাবধি অর্থলোভে লুব্ধ হইয়া অত্যন্তিক যত্নপূর্ব্বক ইংরাজী পাঠশালাতে বিদ্যাভ্যাসার্থে প্রেরণ করেন, ইংলণ্ডীয় বিদ্যাতে সুপণ্ডিত হইলে এইক্ষণে যাবতীয় রাজকীয় কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন হওয়া যায়, ও উচ্চপদ প্রাপ্ত দ্বারা সর্ব্বসাধারণের সমীপে অত্যন্ত মর্য্যাদা ও সম্মান ও প্রশংসা লাভ করা যায় ও স্বদেশে কিম্বা বিদেশে খ্যাতাপন্ন ও মহাশয় ও মান্যবর ও সর্ব্বাগ্রগণ্য ও স্বদেশস্থ লোকদিগকে সাধ্যানুসারে মঙ্গল করিতে সক্ষম হওয়া যায় ও ধনী হইয়া আত্মসম্বন্ধীয় মানব সমূহকে ভরণ পোষণ পরিধান প্রদান করত তাহারদিগকে নিয়ত সানন্দিত করা যায় ও যাহারা দীন দরিদ্র ও অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর হইয়া কঠোর জঠর জালাতে সর্ব্বদা ব্যাকুল ও শীতকালে বস্ত্র ব্যতিরেকে দুগ্ধপোষ্য বালক কোলে করিয়া রোদন করত শীতে থরথর কম্পিত কলেবর হয় তাহারদিগকেও স্বোপার্জ্জিত অর্থ দান দ্বারা অব্যক্ত দুঃখ হইতে মুক্ত করা যায়, অতএব তন্নিমিত্তে অস্মদ্দেশীয় মানব মণ্ডলী ইংরাজী বিদ্যোন্নতি করিতে আসক্ত হয়েন। আমারদিগকে এই

বঙ্গদেশ ইংরাজলোকেরদের হস্তগত হইয়াছে, তজ্জন্য উক্ত জাতীয় ভাষাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে তাঁহারদের সহিত বাক্যালাপ ও মিত্রতা ও সদুপদেশ বিষয়ে তর্ক ও বাণিজ্যোত্যাদি করিতে পারি ?…

…ইংলণ্ডীয় ভাষা যৎকালীন এতদ্দেশে পদার্পণ করে নাই তৎকালে কোন পণ্ডিত ব্যক্তিও দেশীয় বৃত্তান্ত ব্যতিরিক্ত অন্যান্য দেশের নাম শ্রুত হয়েন নাই, অতএব ইংলণ্ডীয় বিদ্যাধ্যয়নে জ্ঞানের প্রশস্ততা হয়, তজ্জন্য বঙ্গদেশীয় লোকেরা স্বেচ্ছাতে উক্ত দেশীয় ভাষাভ্যাস করিয়া থাকেন।…

ইংলণ্ডীয় বিদ্যাভ্যাসে এতাধিক উপকার কিন্তু স্বীয় ভাষাতে সর্ব্বাগ্রে নিপুণ হইয়া তদনন্তরে ইংলণ্ডীয় ও আর ২ অপরদেশীয় ভাষাভ্যাস করত সাধ্যানুসারে জ্ঞানোন্নতি করিয়া পারদর্শি হইতে চেষ্টা করা উচিত, কারণ স্বদেশীয় বিদ্যা অগ্রে না শিখিয়া পরদেশীয় ভাষাভ্যাস করিলে দেশীয় ও বিদেশীয় নর সমূহের সমীপে নিন্দনীয় ও উপহাসের যোগ্য ও লজ্জিত হইতে হয়।…

সংবাদ। ২৩. ৫. ১২৫৭। ৭. ৯. ৫০

আমরা অবগত হইলাম শিক্ষা কৌন্সেলের বিচক্ষণ সভাপতি শ্রীযুত ড্রিঙ্কওয়াটর বেথুন সাহেব হিন্দুকালেজ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের বালকদিগের বঙ্গ-ভাষানুশীলন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিয়াছেন, তিনি কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছিলেন যে শিক্ষকেরা ছাত্রদিগ্যে ইংরাজী পুস্তকাদির অর্থ যেরূপ বলিয়া দেন তাহা যথার্থ বাঙ্গালা হয় না। ইহাতে সাহেব সন্দিগ্ধ হইয়া সংপ্রতি অনুমতি করিয়াছেন যে কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের এতদ্দেশীয় শিক্ষকগণের বঙ্গ ভাষায় নিপুণতা বিষয়ের পরীক্ষা হইবেক, এবং যাঁহারা ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারাই পদস্থ থাকিতে পারিবেন। শিক্ষকদিগের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি বঙ্গভাষা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন তাঁহারা এই অনুমতিতে কিছুমাত্র ভীত হয়েন নাই, বরং আহ্লাদিত হইয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের মনে প্রত্যাশা জন্মিয়াছে যে পরীক্ষা দিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন, কিন্তু যাঁহারা বঙ্গভাষা জ্ঞাত নহেন তাঁহারদিগের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে, কিরূপে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কাজ রক্ষা করিবেন তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই, যাহা হউক আমরা বেথুন সাহেবের ঐ অনুমতিতে সন্তুষ্ট হইয়াছি, যেহেতু কালেজীয় ছাত্রগণ দেশীয় ভাষা শিক্ষা না করিলে তাঁহারদিগের ইংরাজী বিদ্যা দ্বারা এ দেশের কোন উপকার হইবেক না, তাঁহারা এতদ্দেশীয় ভাষায় পারদর্শি হইয়া ইংরাজী পুস্তকের মর্ম্মসকল যত প্রকাশ করিতে পারিবেন ততই সাধারণের উপকার হইবার সম্ভাবনা……এই পরীক্ষা দ্বারা আর এক বিশেষ উপকার দর্শিবেক. ভবিষ্যতে যে সকল ব্যক্তি শিক্ষকের পদের প্রার্থনা করিবেন তাঁহারা আর বঙ্গভাষানুশীলনে অমনোযোগি হইবেন না।…

সম্পাদকীয়। ১১. ৯. ১২৫৭। ২৫. ১২. ১৮৫০

বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় এইরূপ অন্যায় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে "ইংরাজী পুস্তকাদি অনুবাদ নিমিত্ত যে অভিনব সভা সংস্থাপিতা হইয়াছে তদ্দ্বারা এদেশের উপকার না হইয়া বরং অপকারই হইবেক, কারণ উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থ সকল বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত হইলে স্থানে ২ তাহার অভিপ্রায়ের অন্যথা ও লিখন প্রণালীর বিভিন্নতা হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং ইংরাজী ভাষায় ঐ পুস্তকাদির যেরূপ আদর আছে বঙ্গভাষায় তাহা কোনমতেই রক্ষা পাইবেক না, অতএব এতদ্দেশীয় লোকেরা ইংরাজী অধ্যয়ন পূর্ব্বক ঐ সমুদয় পুস্তক পাঠ করিলেই সর্ব্ববিধায়ে উত্তম হয়" বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিলে হরকরা প্রকাশকের এই উক্তি কখনই যুক্তিযুক্ত হইবেক না, কারণ ইংরাজী ভাষায় বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক বিবিধ প্রকার গ্রন্থ আছে, পাঠার্থিগণ অনায়াসেই তত্তাবৎ পাঠ করিতেছেন, বঙ্গভাষায় তাদৃশ উত্তম পুস্তক প্রায় নাই, গবর্ণমেণ্ট ঐ ভাষা শিক্ষা নিমিত্ত স্থানে ২ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন বটে ফলতঃ উপযুক্ত পুস্তকাভাবে তত্তৎ পাঠালয়ের শিক্ষা বিষয়ের সংপূর্ণ ব্যাঘাত হইতেছে, অতএব প্রাগুক্ত সভার দ্বারা ইংরাজী পুস্তকের সমুদয়াংশ অথবা সারাংশ বঙ্গভাষায় ভাষান্তরিত হইলে যে প্রকার উপকার সম্ভূত হইবেক বিজ্ঞলোকেরা অতি সহজেই তাহা অবধারণ করিতে পারিবেন।

পরন্তু ভাষান্তরিত হইলেই যে মূল পুস্তকের ভাবের ব্যতিক্রম ও লেখার দোষ হইবেক একথা কোনমতেই সম্ভবপর নহে, জরম্যান, গ্রীক, লাটিন ইত্যাদি অনেক ভাষার গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে এবং তাহা পাঠে সকলেই লেখকদিগের অভিপ্রায় সমস্ত অবধারণ করিতেছেন, অনুবাদ জন্য তাহাতে যে সকল দোষ জন্মিয়াছে তাহা অনুশীলন কল্পে কোন ব্যাঘাতজনক হয় নাই। অপরন্তু হরকরা সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি বঙ্গভাষাকে অবজ্ঞা করিয়া কেবল ইংরাজী ভাষার দ্বারা এতদ্দেশীয়দিগ্যে শিক্ষা দান করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া থাকেন তবে তাহাতেও তাঁহার অত্যন্ত ভ্রম বলিতে হইবেক, কেননা ইংরাজী বিদ্যার প্রাচুর্য্য নিমিত্ত রাজপুরুষেরা একাল পর্য্যন্ত যত অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিলেন তদ্দ্বারা বিশেষ ফল কিছুই দৃষ্ট হইল না, ফলের মধ্যে কেবল কতগুলিন লোক ইংরাজী লিখন পঠনে সক্ষম হইয়া কিঞ্চিৎ ২ অর্থাহরণ পূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন ও অনেকেও তদর্থে চিন্তাকুল আছেন। বিদ্যাশিক্ষার যে মহৎ তাৎপর্য্য প্রায় কেহই তাহা অবধারণ করিতে পারেন নাই, বিশেষতঃ এই বঙ্গদেশবাসি সমুদয় ব্যক্তি-দিগের সংখ্যার সমষ্টি করিয়া ঐ সমস্ত লোকের সংখ্যা গণনা করিলে তাহার সহস্রাংশের একাংশও হইতে পারে না, এদেশের বহুলোকেই দুঃখের জালে জড়িত আছে সাহেবেরা ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার নিমিত্ত হাজার চেষ্টা করুন কোনমতেই তদ্দুঃখের বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু জাতীয় ভাষার দ্বারা শিক্ষাদান করিলে যেরূপ উপকার হয় পর-জাতীয় ভাষা শিক্ষায় কখন তদ্রূপ হইতে পারে না, আর এক জাতির ভাষা বিলোপ

করিয়া অন্যদেশের ভাষা প্রচলিত করাও প্রায় সাধ্যাধীন হয় না, এবং ইহাও অকর্ত্তব্য কর্ম্ম, অতএব আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি যে ইংরাজী ভাষার পুস্তকাদি অনুবাদ করণার্থ যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত অভিনব সভার আয়োজন করিয়াছেন তাঁহারা এদেশের যথার্থ উপকারক বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হইবেন, যেহেতু তাঁহারদিগের দ্বারা ইংরাজী পুস্তক বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইলে কেবল বিদ্যালয়ের বালকগণই যে তাহা অধ্যয়ন করিবেক এমত নহে, সকল অবস্থার লোকেরাই তাহা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করত পাঠ করিবেন, সুতরাং তাহা হইলে সর্ব্ব ক্ষেত্রেই বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ের অনুরাগ বর্দ্ধিত হইবেক, অতএব সভার অনুষ্ঠানকারি মহাশয়দিগের মহদভিপ্রায়ের প্রতি সাধুবাদ করিলাম,…

অন্যতম সম্পাদকীয়। ২০. ৯. ১২৫৭। ৩. ১. ১৮৫১

বহুদিবসাবধি এরূপ এক সুনিয়ম প্রচলিত ছিল যে মৃত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম বিখ্যাত ইংরাজী বিদ্যালয়ের অতি উপযুক্ত ৩০ জন ছাত্র হিন্দু কালেজে নিয়োজিত হইয়া বিনাবেতনে সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইত, ঐ নিয়ম স্থাপনাবধি এ পর্য্যন্ত এই সুরীতিক্রমে উক্ত কালেজে অধ্যয়ন পূর্ব্বক অস্মদ্দেশের কত পাঠার্থি কৃতবিদ্য হওত সমূহ সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়াছেন তাহার সংখ্যাই করা যায় না, এইক্ষণে তাঁহারা অতি সম্ভ্রান্তরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, হিন্দু কালেজের অধ্যক্ষেরা এতদ্রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করাতেই হেয়ার সাহেবের স্কুলের বিশেষ সম্মান বৃদ্ধি হইয়াছিল, অনেকে এই এই অভিপ্রায়ে উক্ত বিদ্যালয়ে অনুশীলনার্থ বালক নিয়োজিত করেন যে ভবিষ্যতে আমার এই সন্তানটি হিন্দু কালেজে প্রবেশ করিতে পারিলে সর্ব্বাংশে উত্তম হইবেক, কিন্তু কি আক্ষেপ? সংপ্রতি শ্রুত হইলাম শিক্ষাকৌন্সেলের কর্ত্তা মহাশয়েরা এতৎ সময়াবধি হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে আর কোন ছাত্রকে অবৈতনিকরূপে হিন্দু কালেজে গ্রহণ করিবেন না, এই সংবাদ শ্রবণ মাত্রেই আমরা যে পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি তাহা লিখিয়া কি জ্ঞাত করিব? কর্ত্তারা এমত মহৎকার্য্যে বিরত হইলেন, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ কি উপকার হইবেক? বরং নির্দ্দয়তা নিমিত্ত সম্মানের হানি জন্য কলঙ্ক লাভ সার হইবে, আমরা কোন হিত বাক্য বলিলে রাজপুরুষেরা তাহা শ্রবণ করেন না, সুতরাং বলিতেও ইচ্ছা হয় না, কিন্তু কি করি ব্যবসার ধর্ম্মে না বলিয়াও থাকিতে পারি না, এ কারণ সহজেই কহিতে হইল একর্ম্ম কোনমতেই উত্তম হয় নাই, তবে তাঁহারা না শুনিলে কি করিতে পারি।

চিঠি। ২০. ৯. ১২৫৭। ৩. ১. ১৮৫১

হুগলি কালেজের কোন সুপাত্র ছাত্র কর্ত্তৃক নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

"নিম্নলিখিত বিষয় প্রকটন করিয়া বাধিত করিবেন।

সংপ্রতি কৌন্সেল হইতে হুগলি কালেজের বাৎসরিক পরীক্ষার যে বিবরণ আসিয়াছে তদ্দর্শনে প্রতীতি হইল যে কালেজের পরীক্ষা উত্তম হয় নাই, যদিও অন্যান্য বৎসরাপেক্ষা অধিক বালক সিনিয়র ছাত্রীবৃত্তি প্রাপণের যোগ্য হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারদের নম্বরের সংখ্যা অধিক নহে, বিশেষতঃ জুনিয়র স্কালারসিপের বিষয় লিখিতে হইলে মনোমধ্যে কেবল আক্ষেপ ও লজ্জার উদয় হয়, যে সকল বালক গত বৎসর জুনিয়র স্কালারসিপের পরীক্ষোত্তীর্ণ হওত ছাত্রবৃত্তি অথবা তৎপ্রাপণের যোগ্যতাপত্র পাইয়াছিলেন তাঁহারা এবৎসরের পরীক্ষায় কেহই তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, এবং ছাত্রীবৃত্তি আকাঙ্ক্ষি বালকদিগের মধ্যে কেবল একজন বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইয়াছেন, কিন্তু জুনিয়র স্কালারসিপের পরীক্ষা এতদ্রূপ অধম হইবার বিশেষ কারণ আছে, প্রথমতঃ ছাত্রদিগের যেরূপ বিদ্যা তদনুসারে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা না হইয়া সুকঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় বালকগণ সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদানে অশক্ত হইয়াছিলেন ও তন্মধ্যে উত্তমোত্তম বালকেরা যথাসাধ্য যাহা প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলেন তাহা পরীক্ষকগণ যথাসাধ্য সুকঠিনরূপে পরীক্ষা করায় বালকপুঞ্জের এতদ্রূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, কারণ "একে গোদ, তার উপর বিষফোড়া" হইলে কি রক্ষা আছে? কোন ২ পরীক্ষকের চরিত্র আশ্চর্য্য, তাহারা যথা সাধ্য সুকঠিনরূপে ছাত্রদিগের প্রত্যুত্তর সকল পুনঃ পরীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি ৪০ নম্বর পাইবার যোগ্য কৌন্সেলের নিকট স্বীয় অপক্ষপাতিতা দর্শাইবার নিমিত্ত অথবা তাহারদের খয়ের খাঁ হইবার আশয়ে তাঁহাকে ২০ নম্বর দিয়া বসেন এবং স্বয়ং অপক্ষপাতিত্ব দেখাইবার নিমিত্ত পক্ষপাত করেন, পরীক্ষকদিগের এমন বিচিত্র চরিত্র হইলে কোন্ বালকের সাধ্য আছে যে উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়া প্রশংসাভাজন হয়েন ; এ কালেজের বালকদিগের জুনিয়র ছাত্রবৃত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইবার আর এক বিশেষ প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়াছিল, অন্যান্য কালেজের জুনিয়র বৃত্তিধারি ছাত্রেরা সিনিয়র স্কালারসিপের পরীক্ষা দিয়া কেবল ৬০ নম্বর পাইয়া স্ব স্ব বৃত্তি রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু এ কালেজের দুর্ভাগ্য বালকেরা পুনরায় জুনিয়ার পরীক্ষা দিয়া এতদ্রূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছেন। আমি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক কহিতে পারি যে অন্যান্য কালেজের বালকের ন্যায় যদি তাঁহারা সিনিয়র স্কালারসিপের পরীক্ষা দিতে পাইতেন তবে অনায়াসে স্ব ২ বৃত্তি রক্ষা করিতে পারিতেন। ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যে শিক্ষা কৌন্সেল বালকদিগের পরীক্ষার অবস্থা কৃপানেত্রে না দেখিয়া তাঁহারদের বৃত্তি ছেদ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। অপিচ বালকেরা অধ্যক্ষ সাহেবের দ্বারা কৌন্সেলে এক প্রার্থনা পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তাঁহারদের পরীক্ষার অবস্থা জানাইয়া তাঁহারদিগের প্রতি কৃপা করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন। শিক্ষাসমাজ যাহা প্রত্যুত্তর দেন পশ্চাৎ সংবাদ লিখিব, ফলতঃ এ বিষয়ে অনুগ্রহ করিয়া বালকবৃন্দের উৎসাহার্থ বিশেষ উপায় করা উচিত ইতি।

ছাত্রস্য।

সম্পাদকীয়। ২৬. ৯. ১২৫৭। ৯. ১. ১৮৫১

রাজপুরুষেরা রাজকার্য্য পরিচালন ব্যাপারে কেবল এতদ্দেশীয় লোকের উপর সকল বিষয়েই শঙ্কাশক্তি ও আঁটাআঁটি করিয়া থাকেন, কিন্তু ইংরাজদিগের প্রতি সে বিষয়ের কোন গোলযোগ নাই, কোন কর্ম্মে তাঁহারদিগের কোন নিপুণতা না থাকিলেও তাহা নৈপুণ্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, আইনের ওলট পালট কিছুই হয় না, সংপ্রতি গত শনিবারের রাজকীয় বিজ্ঞাপন পত্রে এমত এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ হইয়াছে "যে সকল মুন্সি ও পণ্ডিতেরা সিবিলিয়ানদিগের এতদ্দেশীয় কয়েক ভাষার শিক্ষা দিয়া থাকেন, এই অবধি তাহারা উত্তমরূপে পরীক্ষা দিতে না পারিলে শিক্ষকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না." গবর্ণমেণ্ট শিক্ষকদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করুন ইহাতে আমরা সন্তুষ্ট আছি, কিন্তু (সিবিল সাহেবেরা) যাঁহারা রাজকোষ হইতে ভূরি বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারদের পরীক্ষা এ পর্য্যন্ত কি করিলেন, অনেক সাহেবরাই এদেশের ভাষায়, অত্যন্ত অপটু, তাঁহারা কিরূপে ফোর্ট উইলিএম কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পদপ্রাপ্ত হইলেন আমরা তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি না, বোধ করি তৎকালীন্ বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপারি হইয়া থাকে, আমরা অনেক জিলাতেই দেখিয়াছি জজ, মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর প্রভৃতি সাহেবেরা প্রজাদিগের ভাষায় সম্পূর্ণরূপেই অনবিজ্ঞ, বিশেষতঃ কলিকাতা পুলিসের শান্তিরক্ষকেরা বাঙ্গালা ভাষাতে জানেনি না এবং হিন্দীও তথৈবচ, যাহারদিগের হস্তে অনুসন্ধান ও বিচারের ভার অর্পিত আছে প্রজার ভাষায় তাঁহারদিগের পারদর্শিতা হওনের বিশেষ আবশ্যক করে, আমরা নিশ্চিত কহিতে পারি যে মুন্সেফ নিয়োগ বিষয়ে পরীক্ষার ব্যাপার যে প্রকার হইয়াছে তদনুরূপ কঠিন নিয়ম ক্রমে ফোর্ট উইলিএম কলেজে সিবিলদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইলে শতকরা শতকরা ফাইব পারসেণ্ট···যদি উত্তীর্ণ হয়েন তবে সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক এবং তাঁহারা নিয়ত তিন বৎসর দিবারাত্রি শিক্ষা করিলেও পরীক্ষাদানে সাহসী হইতে পারেন না, অতএব অগ্রে মূল শুদ্ধ করুন, পরে তাহার শাখা পল্লবের সৌষ্টব করিবেন. যেমন শিক্ষকের পরীক্ষার আইন করিলেন অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই সিবিলের এগজামিনের কথাটী উল্লেখ করুন, তাহা হইলেই প্রজার কুশল ও রাজার যথার্থ সুখ্যাতি সম্বর্দ্ধিত হয়।

অন্যতম সম্পাদকীয়। ৬. ১০. ১২৫৭। ১৮. ১. ১৮৫১

সাধারণ দেশহিতজনক বিষয়ের বিশেষ হিতার্থি বন্ধু বহুশাস্ত্রজ্ঞ সুবিজ্ঞোত্তম শ্রীযুক্ত রেবরেণ্ড জে, লাং সাহেব সংপ্রতি এতদ্দেশীয় ভাষা এবং বিদ্যার উন্নতিকল্পে প্রায় সর্ব্বত্যাগী হইয়া দিবারাত্রি প্রাণপণে পরিশ্রম ও প্রযত্ন করিতেছেন, তদ্বিশেষ আমরা গত পৌষ শুক্রবাসরীয় প্রভাকরে বিস্তারিতরূপে উল্লেখ করিয়াছি, যৎকালীন আমরা ভিন্নদেশীয় কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ভিন্নদেশের কোন উপকারের কার্য্যে বিশেষ উৎসুক দেখিতে পাই, আহা! তৎকালীন আমারদিগের অন্তঃকরণ কি এক অদ্ভুত আহ্লাদ মিশ্রিত কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র

হইতে থাকে। মেং লাং সাহেব অতি উদার চিত্ত, সর্ব্বতোভাবে সুগুণজ্ঞ, এই মহাশয় প্রায় ২ সামান্য গুরুমহাশয়দিগের ক্ষুদ্র ২ পাঠালয়ে গমনান্তর তাহার তত্ত্বাবধারণ এবং ছাত্রগণের পরীক্ষা লইয়া থাকেন, আর তাহারদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সাধ্যানুসারে সাহায্য করণে ত্রুটি করেন না, অতএব পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন ইহার অপেক্ষা উত্তম সাহেবের মহদ্গুণের আর কি অধিক নিদর্শন প্রদর্শন হইতে পারে! জগদীশ্বর ইহাকে সম্ভব মত বিভব দেন নাই ইহাই বড় দুঃখের বিষয়, তাহা থাকিলে তিনি আপনার মনোগত বিষয় সকল অতি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারিতেন, আমরা প্রোক্ত রেবরেণ্ড বন্ধু কর্তৃক নিম্নস্থ পত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রকটন করিলাম, বোধকরি এতৎপাঠে তাবতেই প্রীতি প্রাপ্ত হইবেন।

"শ্রীযুত সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়েষু।

যে ২ মহাশয়েরা এবং যে ২ সভাস্থ লোকেরা সাধারণ জনগণের পাঠার্থ বঙ্গীয় পুস্তকালয় স্থাপনের প্রসঙ্গে গত বৎসরে আমার বক্তৃতায় সানন্দচিত্তে মনোযোগ করিয়াছিলেন, আমি তাহারদিগের নিকট এক্ষণে মনের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

পশ্চাল্লিখিত দশস্থানে দশটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, এবং ইয়োরোপীয় লোকের অধ্যক্ষতায় তাহার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, যথা ঠাকুরপুকুর, কলিকাতা, আগড়পাড়া, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, ছাপ্রা, সোলো, বল্লভপুর, রত্নপুর এবং কার্পাসডাঙ্গা। রত্নপুরস্থ দেশীয় খ্রীষ্টিয়ানেরা অতিরিক্ত পুস্তক সংগ্রহ করণার্থ একেবারে ১২ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছে।

উক্ত দশ পুস্তকালয়ের নিমিত্ত ১৪০০ বঙ্গীয় পুস্তক ক্রীত অথবা দত্ত হইয়াছে। কলিকাতাস্থ পুস্তকালয়ে বিশেষ ২ দান হইয়াছে, তন্মধ্য নানাবিধ বঙ্গীয় পুস্তক চরিশত আছে।

ঐ সকল পুস্তকালয়ের তাৎপর্য্য এই যে ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ এতদ্দেশীয় লোকেরা উত্তম বিষয়ে গ্রন্থ পাঠ করিতে পায় এবং ইউরোপীয় লোকেরাও গৌড়ীয় বিদ্যা এবং বাক্য বিন্যাসের পরিচয় পায়েন। নূতন প্রকাশিত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পুস্তকালয় বৃদ্ধি করিবারও উপায় হইয়াছে।

উক্ত পুস্তকালয়ে এই ২ গ্রন্থ আছে যথা ইংলণ্ড, গ্রীস, রোম, ইজিপ্ত, বঙ্গ, ভারতবর্ষ এই সকল দেশের এবং খ্রীষ্টীয় সভার পুরাবৃত্ত, তথা পদার্থ, জ্যোতিষ, যন্ত্রাধ্যায়, ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং পশুপক্ষির প্রকৃতি ও চেম্বরের নির্ব্বাচিত জীবন বৃত্তান্ত, রেসেলস্ এবং নীতি বোধক ইতিহাস।

পূর্ব্বোক্ত স্থানের মধ্যে পাঁচ গ্রামের ইংরাজী ভাসাজ্ঞ লোকের অধয়নার্থ ইংরাজী পুস্তকালয় পূর্ব্বে স্থাপিত ছিল।

লোকে ঐ সকল পুস্তকালয় কেমন উপকারক জ্ঞান করে তদবিষয়ের নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তদ্দারা মফঃসলের লোকেরা অবসরমতে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে

পায়, গ্রন্থাধ্যায়নে তাহারদের অনুরাগ জন্মে এবং তাহারা কলিকাতায় মুদ্রাঙ্কিত অথচ পল্লীগ্রামে অপ্রসিদ্ধ নূতন ২ পুস্তক পাঠ করিতে পায়।

কলিকাতা
১১ জানুয়ারি ১৮৫১।" জে, লং

বঙ্গীয় ভাষায় ইতিবৃত্ত রচনা। ৬ ১০. ১২৫৭। ১৮. ১. ১৮৫১

কোন দেশ হিতৈষি বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্নস্থ বিষয় প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গভাষায় লিপি নিপুণ এতদ্দেশীয় সুশিক্ষিত বিদ্যার্থিব্যূহের চিত্তাকর্ষণ নিমিত্ত প্রকটন করিলাম, এতৎপাঠে সকলেই জানিতে পারিবেন যে বিদ্যা বিষয়ে এদেশের লোকের অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত বিলাতবাসিনী স্ত্রীলোকরা কি পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন। অতএব অনুরোধ করি জগদীশ্বর যাঁহারদিগে রচনাশক্তি প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা পশ্চাল্লিখিত প্রবন্ধ রচনা করত পারিতোষিক প্রাপণে প্রযত্ন করুন।

"বঙ্গীয় ভাষায় ইতিবৃত্ত রচনা। পশ্চাল্লিখিত বিষয়ে যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা করিতে পারিবেন তাঁহাকে ৩০০ টাকা এবং যে ব্যক্তির রচনা দ্বিতীয়রূপে গণ্য হইবে তাঁহাকে ১০০ টাকা পারিতোষিক দেওয়া হইবে।

"ইউরোপ এবং এস্যা খণ্ডস্থ নারীগণের চরিত্র অবস্থা এবং প্রভাবে যে তারতম্য আছে তাহার তুলনা এবং ঐ তারতম্যের সাধারণ কারণ কি? আর সেই সকল কারণের সহিত খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের কিরূপ সংযোগ এতদ্বিষয়ে বর্ণনা।"

প্রথম পারিতোষিক ৩০০ টাকা কেবল বিবি লোকের বদান্যতায় সংগৃহীত হইয়াছে।...

এই বৎসরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে লালদীঘির পূর্ব্ব ব্রিটিশ লাইব্রেরির অধিকারীরদের নিকট স্ব ২ রচনা পাঠাইবেন, রচনার সহিত মোহর সমেত এক ২ মোড়ক পাঠাইতে হইবে, মোড়কের উপর চলিত রীত্যনুসারে কোন কল্পিত নাম লিখিতে হইবে।...

ইতি—

শ্রীকৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
„ এইচ, বি, বেলি
„ রামগোপাল ঘোষ
„ জন, গ্রাণ্ট
„ ডাবলিউ, কে।

শ্রীজেম্‌স, লং
„ জি, টি, মার্শেল
জানুয়ারী ১৮৫১।

হুগলি কালেজ (সম্পাদকীয়)। ২০. ১০. ১২৫৭। ১. ২. ১৮৫১

আমরা অনেক বিজ্ঞলোকের মুখে শুনিতেছি গত দুই বৎসরাবধি হুগলি কালেজের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতেছে, ফলে প্রিন্সিপেল অর্থাৎ অধ্যক্ষ এবং শ্বেতাকার প্রধান

এই বিক্রয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে হইলে সম্প্রতি কলিকাতার হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে ৫ নম্বর ভবনে মিস্তুরা মন্ত্রালাই মেকিন্টস ডেলাস সাহেবদিগের দপ্তর খানায় অনুসন্ধান করিলে সকলে জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন

ওলাউঠা।

ওলাউঠা রোগোৎপত্তির মূল কারণ ও তন্নিবারণের সদুপায় যাহা শ্রীযুক্ত ডাক্তর হলিগ বরজর সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তন্মূল্য কেবল এক লক্ষ টাকা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর উপকারার্থ যদ্যপি কেহ এই মূল্য দিয়া তাহা প্রকাশ করেন তবে তাঁহার নাম চিরোজ্জ্বল হইয়া সাধারণের স্মরণীয় হইবেক, ৮ আপ্রিল তারিখের হিন্দিক্স পত্র দেখিলেই সকলে এই বিষয়ের অন্যান্য বিবরণ জানিতে পারিবেন।

বিজ্ঞাপন।

পণ্ডিতবর শ্রীযুত তারাশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় "কাদম্বরী" নামক কাব্য গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন পূর্ব্বক বঙ্গভাষায় যে পুস্তক বিরচন করিয়াছেন, তদন্তর্গত মহাশ্বেতার উপাখ্যান নাটক প্রবন্ধে পয়ারাদি ছন্দে বিরচন পূর্ব্বক প্রভাকর যন্ত্রালয়ে উত্তমাক্ষরে ও উত্তম কাগজে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা গিয়াছে, যাঁহার প্রয়োজন হয় তথায় পত্র লিখি

বিজ্ঞাপন

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব প্রযুক্ত বটতলাস্থ "হিন্দু মেট্রপলিটন সেমিনরির" ছাত্রদিগকে অদ্য হইতে প্রত্যহ প্রাতে ছয় ঘণ্টার সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসার্থে উপস্থিত হইতে হইবেক।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
অধ্যক্ষ।

২০ আপ্রিল ১৮৫৭।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রথম শিক্ষার্থি বালকগণকে আগত জুন ও অক্টোবর এই দুই মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রবিষ্ট করা যাইবেক, উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য কোন সময়ে লওয়া যাইবেক না।

শ্রীপ্যারীচরণ সরকার।
কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলের
প্রধান শিক্ষক।

বিজ্ঞাপন।

রুডিমেন্টস অফ নলেজের অর্থের পুস্তক।

সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে অত্র যন্ত্রালয়ে "চেম্বর্স রুডিমেন্টস অফ নলেজের অর্থের পুস্তক" ছাপা হইতেছে অতি ত্বরায় প্রকাশ হইবেক যাঁহারদিগের প্রয়োজন হইবেক তাঁহারা অত্র যন্ত্রালয়ে অ

মন্দিরে তত্ত্ব করিলে পাইবেন ইতি সন ১৮৫৭ সাল ১০ আপ্রিল।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

সংবাদ প্রভাকর

১০ বৈশাখ শকাব্দাঃ ১৭৭৯। বাঙ্গলাব্দাঃ ১২৬৪

শ্রীযুত বাবু দীনবন্ধু গুপ্ত প্রণীত "অজেন্দুমতীচরিত" নামক যে এক পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে আমরা তাহার এক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আদ্যোপান্ত পাঠানন্তর পরম পরিতুষ্ট হইলাম। সবিজ্ঞান গ্রন্থকর্ত্তা সংস্কৃত রঘুবংশের আদর্শানুসারে অজরাজ ও তৎপত্নী ইন্দুমতীর ইতিবৃত্ত লিখিয়াছেন, যদিও ইহা সংস্কৃত পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ন্যায় সুরস নহে, তথাচ সুললিত সরল সাধুভাষায় উক্ত পুস্তক বিরচিত হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, সংস্কৃতের লালিত্য ও রস ভাষায় রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে, তেমন সমুদ্র পারের সেতুর ন্যায় হাস্যাস্পদ হইতেন। অপিচ উল্লেখিত পুস্তকখানি ৭৯ পৃষ্ঠায় উত্তম অক্ষরে আ... রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ।০ আনা, গ্রহণেচ্ছু মহাশয়েরা শ্রী... চন্দ্র সেন গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের শোভাবাজারস্থ ২১১ নং ভবনে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। পাঠকবর্গের বিদিতার্থ পুস্তকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

"অজেন্দুমতীচরিত।"

শিক্ষকের অমনোযোগ অথবা অযোগ্যতা ব্যতীত কখনই এরূপ হইতে পারে না, কারণ পূর্ব্বাধ্যক্ষদিগের অধিকার সময়ে ঐ কালেজের এরূপ দুর্দ্দশা দৃষ্ট হয় নাই, ক্রমেই সুখ্যাতির উন্নতি হইতেছিল, সে যাহা হউক, আমরা এ-বিষয়ে সাধারণ শিক্ষাকর্ম্ম সমাজের অধ্যক্ষ মহাশয়দিগের প্রতিই অধিক দোষার্পণ করিব, কারণ যে পদ্ধতিক্রমে শিক্ষা প্রদান করিলে ছাত্রদিগের সর্ব্বতোভাবে উপকার এবং সৌভাগ্য হইতে পারে, এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমুদয় বিদ্যালয়ে সেই সুপদ্ধতিক্রমে শিক্ষা দেওয়া হয় না, কেননা কর্ত্তারা সাহিত্যের ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে সমাদর শূন্য হইয়া তদনুশীলনের বিষয় অতি সংক্ষেপ করত কেবল বিজ্ঞান এবং তদ্ঘটিত বিদ্যার বৃদ্ধির জন্যই যত্ন করিতেছেন, কিন্তু বিবেচনা করেন না যে ইহাতে কেবল পাঠ্যার্থিপুঞ্জের পণ্ডশ্রম সার হইয়া দুই পক্ষেই ব্যাঘাত ঘটিতেছে, অর্থাৎ কোন পক্ষেই পরিপূর্ণ ফলদর্শে না, বিজ্ঞান বিদ্যার যে ২ শাখার উপদেশ প্রদান করিলে উপকার দর্শে সেই ২ বিষয়ের উপদেশে ছাত্রদিগ্যে বঞ্চনা করিতেছেন "ইঞ্জিনিয়রী" অর্থাৎ যুদ্ধ ঘটিত যন্ত্রাদি ও আর ২ কারুকর্ম্ম সম্বন্ধীয় অস্ত্রাদি এবং যন্ত্রকলাদি নির্ম্মাণ এবং সেতু, ব্যূহ প্রভৃতি প্রস্তুত করণ বিষয়ক বিদ্যা জিওলজী···এই সমস্ত কল্যাণকর ব্যাপারের আলোচনা নিমিত্ত রাজপুরুষেরা বিদ্যার্থিদিগ্যে যতদিন নিযুক্ত না করিবেন ততদিন এদেশের পক্ষে তাঁহারদের যথার্থ স্নেহ কখনই প্রকাশ পাইবেক না, গবর্ণমেণ্টের সমুদয় বিদ্যালয়ে উক্ত বিদ্যা ব্যবহৃত হইলে যে পর্য্যন্ত উপকার হয় তাহা লিখিয়া কি ব্যক্ত করিব? যেমন বালকবৃন্দের শিক্ষার প্রতি যত্ন করিতেছেন সেইরূপ আবার তাহারদের উপজীবিকার উপায় করা কর্ত্তব্য হয়। কি পরিতাপ! ছাত্ররা ১৫।১৬ বৎসর নিয়ত পরিশ্রম করত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া পরিশেষে কর্ম্মাভাবে অন্নাভাব জন্য হাহাকার করিতে থাকে। "সিবিল ইঞ্জিনিয়রী" ও আর ২ বিদ্যায় নিপুণ হইলে অনায়াসেই নানাউপায়ে উপজীবিকা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে, অতএব যাহাতে দুই প্রকার উপকার অর্থাৎ একটা মহতী বিদ্যা নৈপুণ্য এবং তৎসহযোগে সৌভাগ্য সঞ্চয়, এমত মহৎকল্পে নিরুৎসাহি হওয়া অতিশয় অনুচিত হইতেছে, অনেকে অনুমান করেন গবর্ণমেণ্ট দুই কারণে ইহাতে বিরত আছেন, প্রথম কারণ এই যে এতদ্দেশীয় লোকেরা বিজ্ঞান বিদ্যায় তৎপর হইলে কতকগুলিন্ ইংরাজের এদেশে প্রভুত্ব থাকিতে পারে না, দ্বিতীয় কারণ ভয়, কেননা কালেজের ছাত্রেরা যুদ্ধ সম্পর্কীয় অস্ত্র সস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে শিখিলে ভবিষ্যতে গোলযোগ করিতে পারে। ইহার প্রথম কারণ যথার্থ বটে, কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে দেশীয় ধনে ও দেশীয় কর্ম্মে ও দেশীয় লোককে বঞ্চনা করিয়া তদ্দারা ভিন্ন দেশীয় লোকের দীর্ঘোদর পরিপূর্ণ করা কি যুক্তিসিদ্ধ হয়? দ্বিতীয় কারণ যে আশঙ্কা করা, সে মিথ্যা, যেহেতু এখানকার লোকেরা স্বভাবতঃ অতি দুর্ব্বল ও নিতান্ত প্রভুভক্ত, ইহারদিগের দ্বারা রাজার কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনাই নাই।

অপিচ উত্তমরূপে ব্যবস্থা বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া শ্রেয়স্কর হইতেছে, এইক্ষণে অঙ্ক শাস্ত্রের যে বাহুল্য করিয়াছেন তাহাতেও তাদৃশ শুভোদয় হয় না, কারণ ভবিষ্যতে

কোন কার্য্যকারণে আইসে না, সুতরাং বহুকষ্টে সূত্রগুলীর অভ্যাস করিয়া মরিলে কি হইবে?...

প্রভাকর সম্পাদক।

সংস্কৃত কালেজ (অন্যতম সম্পাদকীয়)। ২০. ১০. ১২৫৭। ১. ২. ১৮৫১

জনরবে অবগত হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের ইংরাজী ১৮৫০ সালের বাৎসরিক ইংরাজী পরীক্ষার এক ভারি গোলযোগ হইয়াছে, তদ্বিশেষ এই যে হিন্দু কালেজের কোন ইংরাজ শিক্ষকের প্রতি ইংরাজী শিক্ষার পরীক্ষণের ভার অর্পিত হয়, তাহাতে তিনি পরীক্ষাকালীন্ অনাগত ছাত্রদিগের নামে ঢেরার চিহ্ন দিয়া পরীক্ষা করত তদ্দ্ঘটিত কাগজপত্রাদি বাটীতে লইয়া গিয়া চিহ্নের ভ্রমক্রমে সেই অনাগত ছাত্রদিগ্যে উপযুক্ত বলিয়া পারিতোষিক দিবার অভিপ্রায় লেখেন। এই বিষয় তথাকার অধ্যক্ষ শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদিত হওয়াতে তিনি সাহেবের ভ্রমভঞ্জন নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেব তা গ্রাহ্য না করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শিক্ষা কৌন্সেলের সেক্রেটারী সাহেবকে পত্র লিখিতে বলেন, তাহাতে তথায় পত্র প্রেরিত হওয়ায় পরীক্ষক সাহেব আপনার ভ্রম স্বীকার করিয়াছেন, এই বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রশংসা করিতে হইবেক, অপিচ অবগত হওয়া গেল বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট অতি সুবিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তিনি এইক্ষণে ১৫০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইবেন।

হিন্দু কালেজ এবং লাজ সাহেব। ১১. ১. ১২৫৮। ২৩. ৪. ১৮৫১

যাহারা বিবিধ বিদ্যাবিশারদ এবং বিখ্যাত অধ্যাপক, তাঁহারদিগের চরিত্র সর্ব্ব বিষয়ে পবিত্র হওনের আবশ্যক করে। নীতিজ্ঞজনেরা নম্রতা বিষয়ে ফলবান্ বৃক্ষের সহিত বিদ্বান্ ব্যক্তির তুলনা করিয়াছেন, যে পণ্ডিত শীলতা, নম্রতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্গুণের আভরণে ভূষিত আছেন বিচার মতে কেবল তাঁহারদিগ্যেই যথার্থ পণ্ডিত শব্দে বাচ্য করা যাইতে পারে, নচেৎ বিদ্যার সমুদ্র হইলেও তিনি বিচক্ষণ এবং সুশীল শব্দে কখনই উক্ত হইতে পারেন না।

আমারদিগের এবিষয়ে লেখার তাৎপর্য্য এই যে, হিন্দুকালেজের প্রধানাধ্যাপক অথচ অধ্যক্ষ মেং লাজ সাহেব কয়েকমাস হইল একবার একজন কোচ্ম্যানকে চাবুক্ মারিয়া শমনসম শমনদ্বারা পুলিসে উপস্থিত হইয়া ছিলেন, যদিও সেবারে মাজিষ্ট্রেটসাহেব তাঁহার কোন দণ্ড করেন নাই, কিন্তু সহিসের নালিসে প্রতিবাদিরূপে শান্তিরক্ষকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াই তাঁহার পক্ষে কত লজ্জার বিষয় তাহা বিবেচনা করুন, দ্বিতীয়ত মাজিষ্ট্রেট মহাশয় তাঁহাকে যথোচিত মিষ্ট ভৎর্সনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। আমরা মেং লাজের এই কার্য্য দেখিয়া লাজ পাইয়াছিলাম, কিন্তু লাজ তাহাতে লাজ প্রাপ্ত হয়েন নাই, নতুবা দ্বিতীয়বার

কেন তদনুরূপ ব্যবহার করিবেন? অর্থাৎ কয়েকদিবস হইল এই মহাত্মা বাবু হরিমোহন সেনের কৌচম্যানকে পুনর্ব্বার চাবুক মারিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে এমত জনরব যে ঐ কৌচম্যানও তৎকালে সাহেবের রাঙ্গামুখ দেখিয়া ভয় পায় নাই, উপযুক্তরূপে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, সাহেব যেমন সপ্ করিয়া প্রহার করিলেন সে ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সপাং করিয়া সেলামি দাখিল করিয়াছিল, বাড়ার ভাগ আবার পুলিসে নালিস করে, তাহাতে কালেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাহেব পুলিসে গিয়া প্রহারের বিষয় বিচারপতির নিকট অস্বীকার করিলেন, কিন্তু সুবিচারক সে কথায় কেন বিশ্বাস করিবেন? প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া তদ্দণ্ডেই সাহেবের এক টাকা দণ্ড করিলেন। ইহাতে কি হইল, তাহা বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করুন, ভদ্রলোকের পক্ষে ঐ দণ্ড যমদণ্ডের অপেক্ষাও গুরুদণ্ড।

লোকে কথায় কহে, যে বাটীর কর্ত্তা দণ্ডায়মান হইয়া মূত্র পরিত্যাগ করেন সে বাটীর পরিজনেরা লম্ফঝম্প দ্বারা পাক্ দিয়া পল্লীময় প্রস্রাব করিয়া থাকে, সুতরাং মেং লাজ হিন্দু কালেজের হেড গুরু হইয়াছেন, ছাত্রেরা ইঁহার ব্যবহারের উপদেশ পাইতেছে, ইনি বিনা-দোষে যখন মনুষ্যের শরীরে চাবুকের আঘাত করেন তখন তাহারা অস্ত্রাঘাত করিলেও বড় দোষ হইবে না।...

আমারদিগের বিবেচনায় এই মহাশয় যুদ্ধকার্য্যের বিশেষ যোগ্য, বিদ্যালয়ের কার্য্য ইঁহার পক্ষে অতি ক্ষুদ্র কার্য্য হইতেছে, অতএব এই কর্ম্মের পরিবর্ত্তে যদি সেনাপতির পদে ইঁহাকে পেশোয়ারে প্রেরণ করা যায়, তবে ইনি অনায়াসেই অবাধ্য অত্যাচারিত উজিরিজাতিকে শাসন করিয়া গবর্ণমেণ্টের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইতে পারেন। বীর পুরুষ কি স্থির হইয়া থাকিতে পারেন?...

নাহিক লাজের লেষ, লোকে বলে লাজ্।
সকল সংহারকারী, নাম, ধর্ম্মরাজ॥
লাজের দেখিয়া কাজ লাজ লাজ পায়।
তথাচ দলন করে, লাজ লাজ পায়॥
কেহ বলে ভিতরেতে উঠিয়াছে গ্যাঁজ্।
তাহাতে ধোরেছে দোষ, করে ম্যাজ্ ম্যাজ্॥
ভাল বটে কোচম্যান, সোজা হল ল্যাজ।
শেষে আছে : : তাই তাই : : শুধু নহে প্যাঁজ্

সম্পাদকীয়। ২৪. ৩. ১২৫৮। ৭. ৭. ১৮৫১

আমরা কোন বিশেষ বিশ্বাসি বন্ধুর প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম যে দেশ হিতৈষি সুবিখ্যাত মান্যবর বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনরবিল মেং বেথুন সাহেবের স্থাপিত "বিক্টরিয়া বালিকা বিদ্যালয়ে" আপনার কন্যা ও ভ্রাতৃ কন্যাকে বিদ্যানুশীলনার্থ প্রেরণ করিবেন এমত

কল্পনা স্থির করিয়াছেন এবং বেথুন সাহেবের নিকট স্পষ্টরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর অতি সজ্জন, সত্যবাদী, প্রতিজ্ঞাপরায়ণ এবং সর্ব্বগুণজ্ঞ মহন্মনুষ্য। বরং পশ্চিমদিগে সূর্য্যোদয়ের সম্ভবনা আছে......তথাচ উল্লেখিত ঠাকুর বাবুর মুখ নিঃসৃত বাক্যের অন্যথা হওনের সম্ভাবনা নাই, তিনি যখন যে কার্য্য করেন তখন পূর্ব্বেই দৃঢ়রূপে তাহার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন। অগ্রে স্থির না করিয়া কোন কর্ম্মের সূচনা করেন না, অতএব তিনি যৎকালে বালিকা বিদ্যালয়ে কন্যা প্রদানের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তৎকালে কদাচ কোন ব্যক্তিবিশেষের অনুরোধে বশ্য হইয়া তাহাতে বিরত হইবেন না। অস্মদ্দেশের সর্ব্বাগ্রগণ্য প্রধান মহাশয়েরা যদি এ বিষয়ে যথাযোগ্য অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ করেন তবে অবিদ্যাবৃন্দের বিদ্যালাভের কোন প্রতিবন্ধকতাই থাকে না। আর ব্যবস্থাপক সাহেবের রোপিত কীর্ত্তিলতা কিছুতেই বিনাশ হইবেনা, ক্রমেই বলবতী ও ফলবতী হইতে থাকিবেক। তিনি এখানে থাকুন না থাকুন তাহাতে হানি কি? স্ত্রীবিদ্যার বন্ধু হিন্দুগণ দ্বারা সুনিয়মে তৎকার্য্য নিষ্পাদিত হইবেক।

পরন্তু আর এক আহ্লাদের বিষয় এই যে শ্রীল শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ এই বিদ্যালয়ের উন্নতি নিমিত্ত এক সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন।

প্রাপ্ত চিঠি। ২. ৪. ১২৫৮। ১৭. ৭. ১৮৫১

হুগলিস্থ বন্ধু কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া অতি সমাদর পূর্ব্বক প্রকটন করিলাম।

"মেং জেম্‌স কার সাহেব হুগলি কালেজের প্রীন্সিপেল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইয়া কত খেল খেলিতেছেন এবং স্বীয় অপূর্ব্ব বুদ্ধির কৌশলে কত ২ নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতেছেন তাহা ব্যক্ত করিতে লেখনী সঙ্কুচিত হয়েন, সংপ্রতি আবার এক অপূর্ব্ব নিয়ম করিয়াছেন যে "যখন কোন দর্শক কালেজে সমাগমন পূর্ব্বক কোন শ্রেণী দর্শন বা পরীক্ষা করিবেন তখন তচ্ছ্রেণীস্থ যাবতীয় বালক তাঁহার সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইবেক" ভাল মহাশয়, জিজ্ঞাসা করি শ্রেণীস্থ শিক্ষক দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলে কি দর্শকের সম্মান করা হয় না? বালকবৃন্দের যাহারদের মধ্যে অধিকাংশের হৃদে মানাপমান জ্ঞান সম্পূর্ণরূপ উদয় হয় নাই তাহারদের অনর্থক কষ্ট পাইয়া "উট বয়েট" করিবার আবশ্যক কি? অপিচ যদি বিদ্যালয়ে এককালীন্ বিংশতি সংখ্যক দর্শক আগমন করেন এবং প্রত্যেকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া সমুদয় শ্রেণী দর্শন করেন তবে বিবেচনা করুন ছাত্রদিগের অত্যল্পকালের মধ্যে কতবার দাঁড়াইতে হয়, অতএব এরূপ নিয়ম দোষাশ্রুত ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক। সম্পাদক মহাশয়, কার সাহেব অভিনব ২ নিয়ম ধার্য্য করত কেবল বিবেচকগণের সমীপে হাস্যাস্পদ হইতেছেন, তিনি সকল প্রীন্সিপেল হইতে কৌন্সেল অফ এডুকেশনের নিকটে অধিক যশস্বী হইবার প্রত্যাশায় কর্ত্তব্যকর্ম্মের অতিক্রম করিয়া কেবল উপহাস প্রাপ্ত

হইতেছেন তাঁহার ন্যায় আশ্চর্য্য মানুষ ধরাতলে অতি বিরল, কি পাঠশালা সংক্রান্ত, কি অপরাপর লোক তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রার্থনা করিলে অমনি স্বীয় স্বাভাবিক বদন ভঙ্গিমা মিষ্ট ভাষার সহিত উত্তর প্রদান করেন "তোমারদের বক্তব্য বিষয় আমাকে officially জ্ঞাত করাও" হায়! প্রচার করিতে হাস্যসম্বরণ করা যায় না যে একদা তাঁহার অধীনস্থ কোন ছাত্র মলমূত্র ত্যাগ করণার্থে বহির্গমন নিমিত্ত তাঁহার নিকট বাচনিক প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহাতে তিনি পূর্ব্বোক্ত উত্তর করিয়াছিলেন......যাহা হউক, বিদ্যাধ্যাপনীয় সভার সভাপতি বেথুন সাহেবের এ সকল ব্যাপারে দৃষ্টি থাকা উচিত।"

সম্পাদকীয়। ৫. ৩. ১২৫৯। ১৭. ৬. ১৮৫২

মিডিকেল কালেজের বাঙ্গালা শ্রেণীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১ জন ছাত্র নিযুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত কালেজের বৃত্তিধারি পাঠার্থি ১০ জন, তাঁহারদিগ্যে পরীক্ষা প্রদান করিতে হয় নাই, অতএব নির্দ্দিষ্ট হইল ৩২০ জন প্রার্থকের মধ্যে কেবল ২১ জন মাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন, যাহা হউক দুঃখের বিষয় এই যে শুদ্ধ ঘোরতর মেঘাড়ম্বর পূর্ব্বক মিথ্যা তর্জ্জন গর্জ্জন সার হইল, বর্ষণ ফোঁটা মাত্র হইল না, ইহাতে বিশিষ্টরূপেই বিবেচ্য হইতেছে যে এদেশের অধিকাংশ বাঙ্গালি যুবকেরা এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় নৈপুণ্যলাভ করিতে পারেন নাই। আমরা প্রার্থি লোকের সংখ্যাদৃষ্টে মনে করিয়াছিলাম, ন্যূনকল্পে ১৫০ জন পরীক্ষা দিয়া অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন, কিন্তু কি পরিতাপ! পরিশেষে পর্ব্বতের ইন্দুর প্রসবের ন্যায় এককালে সমুদয় মিথ্যা হইল, পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন। বাঙ্গালা রচনার নিমিত্ত পরীক্ষকেরা এই প্রশ্ন দিয়াছিলেন যে, "মিথ্যা কথনের ফল কি" এই সহজ প্রস্তাব লিখিতেই যখন অক্ষম হইয়া পাল পাল যুবা মেষপালের ন্যায় পলায়ন করিল, এবং অনেকেই যখন শ্রীফাঁদিতে হতশ্রী হইল, আর অন্নদামঙ্গলের কবিতার উত্তরে "নাম্‌তা জিজ্ঞাস্য বালকের ন্যায় আম্‌তা মুখে ফ্যা ফ্যা করিয়া ঠোঁট মুখ চাটিতে লাগিল," তখন এদেশের কল্যাণ ও দেশীয় ভাষার উন্নতি কোথায়? তাহারা এখনো বহুদূরে রহিয়াছে।

অদ্য ঐ বাঙ্গালা শ্রেণীর কার্য্যারম্ভ হইবেক। পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, বাবু শিবচন্দ্র কর্ম্মকার, তথা বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন পূর্ব্বেই উপদেশের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, অধুনা শুনিতেছি বাবু রামনারায়ণ দাস ২০০ টাকা মাসিক বেতনে অস্ত্র চিকিৎসার শিক্ষা প্রদানার্থ উক্ত শ্রেণীর একজন শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, দেখা যাউক কিরূপ হয়, দুই চারি মাসের মধ্যে ফল অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবেক।

সম্পাদকীয়। ২. ৪. ১২৫৯। ১৬. ৭. ১৮৫২

প্রজাগণের বিদ্যাদান কল্পে যতই ইংরাজীকে যত্নারূঢ় দেখা যায় ততই চিত্তে অপেক্ষাকৃত আহ্লাদের সঞ্চার হয়। যে রাজা প্রজা প্রিয় তিনিও প্রজার প্রিয় হয়েন। আমারদের

রাজপুরুষেরা এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের জ্ঞান শিক্ষার্থ স্থানে স্থানে যে ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এজন্য আমরা প্রায় সদাই অন্তঃকরণের সহিত তাঁহারদের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া থাকি।...এ বিষয়ে যে অসামান্য উৎসাহ দান করিয়া থাকেন, তাহা দিনান্তে এক এক বার স্মরণ করিলে কাহার চিত্ত কৃতজ্ঞতা রসে আর্দ্র না হইয়া থাকে? কিন্তু তাঁহারদের মনে বারেক আলোচনা করা আবশ্যক যে ইংরাজী, সংস্কৃত, চিকিৎসা বিদ্যার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া লোকের যে অসংখ্য উপকার করিতেছেন, কেবল বঙ্গভাষার চর্চ্চা প্রতি তাঁহারদের অবহেলা হেতু সে সমুদয়ে গুণকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছে। শশধর সম নানা ঔদার্য্য ভাবাপন্ন থাকিয়া ও একমাত্র ক্ষুদ্র দোষে অতীব কলঙ্কিত হইতেছেন। যে কালে মহানুভব সুবিচক্ষণ লার্ড হারডিঞ্জ বাহাদুর বঙ্গ রাজ্যে শতাধিক বাঙ্গলা পাঠশালা সংস্থাপনের নির্দ্দেশ প্রচার করেন তখন আপামর সাধারণ জনগণের এরূপ মহতী আশা হইয়াছিল, রাজপ্রসাদাৎ তাহারা অনায়াসেই বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইবেক। কিন্তু এক্ষণে তাঁহারদের সেই অভ্যুদয় আশার কি অকালিক তিরোভাব হইয়াছে! তাহারা এককালে সে লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। মফঃসলের বাঙ্গালা পাঠশালার বর্ত্তমান দশা স্মরণ করিলে যুগপৎ মনস্তাপ ও বিস্ময় উদয় হয়। প্রায় অনেক-গুলিই উঠিয়া গিয়াছে তবে অদ্যাপিও যে কয়েকটা টাম্‌ট্রুম্ করিতেছে তাহারও দশমী দশা মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমরা এতদ্বিষয়ে অনেক স্থান হইতে অনেক পত্র পাইয়া নিতান্তই খিন্ন হইয়া আছি।...যে সমুদয় রাজস্বের কমিস্যনর ও কালেক্টরের প্রতি ইহার তত্ত্বাবধারণের ভারার্পিত আছে, তাঁহারা আপন কর্ম্মই নির্ব্বাহ করার সময় পায়েন না, ইহার মধ্যে পাঠশালা সকলের প্রতি মনোযোগ কি প্রকারে দিবেন, তাঁহারা বর্ষমধ্যে একবার যাইয়া দেখিতেও মহাকষ্ট, কার্য্য নষ্ট স্বীকার বোধ করেন। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যশোহর জিলার অন্তঃপাতি কোন বাঙ্গালা পাঠশালার তিন বৎসর মধ্যেও ছাত্রগণ বর্ণমালা ও নীতিকথা পুস্তক শেষ করিতে পারে নাই। যে স্থলে এইরূপ পাঠোন্নতি হইল সে স্থানে রাজপুরুষেরদের অমনোযোগ যে কত দোষ সম্ভূত হইল তাহা বিবেচনা করিলেই উপলব্ধি হইতে পারে, ফলে এ বিষয়ে অধিক লেখাতে আমারদের কেবল শ্রম মাত্রই সার হইতেছে। আমরা এক প্রকার নিশ্চয়ই অনুভব করিয়াছি যে যতদিন জনেক স্বতন্ত্র তত্ত্বাবধারক কেবল তদর্থেই নিযুক্ত না হইবেন ততদিন বাঙ্গালা পাঠশালার উন্নতি কখনই হইবেক না। আমরা এই সমুদয় মনে মনে আলোচনা করিতে এক সুখের সংবাদ অবগত হইলাম, অতএব তাহাও এ স্থানে জানাই। আগ্রা গবর্ণমেণ্ট অধুনা দেশীয় ভাষার অনুরাগী হইয়া তদনুশীলন কল্পে কতিপয় সুনিয়ম প্রচলিত করার জন্য আদেশ প্রচার করিয়াছেন।...জিলার রাজকর্ম্মচারিগণ প্রতি ইহার বিশেষ ভার হইয়াছে। তাঁহারা এরূপ অনুজ্ঞাত হইয়াছেন যে ছয়মাস পরে যে ব্যক্তি কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায় আবেদন করিবেন তাঁহারা দেশীয় ভাষার ভাল পরীক্ষা না লইয়া কাহাকেও পদাভিষিক্ত না করেন অতএব

একটি কী হর্ষের বিষয় এই যে আগ্রার গবর্ণমেণ্ট লার্ড হার্ডিঞ্জ মহাশয়ের প্রণীত ১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবরের আকৃটের প্রকরণ বিশেষের মর্ম্মার্থ ও মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

মিডিকেল কলেজ। ১৪. ৫. ১২৫৯। ২৮. ৮. ১৮৫২

অবগতি হইল মিডিকেল কালেজের বাঙ্গালা শ্রেণীর ছাত্রদিগের শিক্ষাকার্য্যে এক প্রকার নির্ব্বাহ হইতেছে, ফলে তাদৃশ উন্নতি হইতেছে না, যেহেতু শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকাদি অদ্যাপি কিছুই মুদ্রিত হয় নাই, এক লেকচারের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রেরা কি করিতে পারে? তাহারদিগ্যে পাঠ্যপুস্তক না হইলে কোন মতেই সুফল দর্শিবেক না। এ বিষয়ে আমরা এজুইকেশন কৌন্সেলকে অনুরোধ করি, ত্বরায় বিহিত মনোযোগ পূর্ব্বক মিডিকেল কালেজের বাঙ্গলা শ্রেণীর ছাত্রদিগের দুরবস্থার উচ্ছেদ করুন? ছাত্রেরা একপ্রকার গর্ভযন্ত্রণায় পড়িয়াছে, কারণ তাহারদিগের পাঠার্থ পুস্তক তো প্রস্তুত হয়ই নাই আবার উপদেশ জন্য স্থানের সংকীর্ণতা হইয়াছে, যে কয়েকটী গেলারী আছে ইংরাজী ক্লাসের ছাত্রদিগের লেকচারের জন্যই তাহা আবদ্ধ থাকে, অতএব বাঙ্গালা শ্রেণীর ছাত্রদিগের উপদেশের পক্ষে অনেক ব্যাঘাত হইতেছে, সেক্রেটারী মেং মৌএট সাহেব কি ইহা দেখিতে পান না? তাহার উচিত, যখন ঐ শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছেন তখন উহার মঙ্গলকল্পে বিশেষ মনোযোগ করুন।

সংবাদ। ১৮. ৫ ১২৫৯। ১. ৯. ১৮৫২

ডেভিড হেয়ার একিডিমি নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদানের সুনিয়মচয়দি নির্দ্ধারিত হওয়াতে তাহার যেরূপ সুখ্যাতি হইয়াছে, পাঠক মহাশয়েরা তাহা বিশিষ্টরূপেই অবগত আছেন, অল্পদিবসের মধ্যে ঐ বিদ্যাগারে যেরূপ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে আমরা বোধ করি কোন বিদ্যালয়েই এরূপ হয় নাই, অধুনা অবগত হওয়া গেল যে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ দত্ত মহাশয় মেং স্পিড সাহেবকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়াছেন……গুরুচরণ বাবু এতাদৃশ উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিয়া অতি সুবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন……

সম্পাদকীয়। ৮. ৯. ১২৫৯। ২১. ১২. ৫২

সম্ভ্রান্ত হিন্দু মণ্ডলী চাঁদা দ্বারা বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া হিন্দুকালেজ নামক বিখ্যাত বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন, তখন হিন্দু মাত্রেরই অন্তঃকরণে এমত বিশ্বাস হইয়াছিল যে হিন্দু বালক ব্যতীত তথায় অন্য ধর্ম্মাবলম্বি ছাত্র নিযুক্ত হইবেক না। কালেজ সংস্থাপন কাল অবধি এ পর্য্যন্ত ঐ নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, কোন ব্যক্তি তাহার প্রতি কোন আপত্তি করেন নাই, কিন্তু কি চমৎকার! শিক্ষা কৌন্সেলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ও মেম্বরগণ অধুনা ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার অভিপ্রায় কার্য্য করিয়াছেন, অতএব মেম্বার মহাশয়-

দিগের এই নিয়মকে এক প্রকার চমৎকার নিয়ম বলিতে হইবেক। আমরা অবগত হইলাম, মৃত মহাত্মা হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়ে একজন খ্রীষ্টান বালক নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহার পর হিন্দুকালেজ ও সংস্কৃত কালেজ ও তৎসহকারিণী বাঙ্গালা পাঠশালায় অন্য ধর্ম্মাবলম্বি বালকেরা নিযুক্ত হইতে পারিবেক। মেং হেয়ার সাহেবের বিদ্যালয়েই তাহার সূত্রপাত হইল। আহা! এই সময়ে মেং হেয়ার সাহেব যদ্যপি জীবিত থাকিতেন তবে এই নিয়ম ভঙ্গ কোন মতেই হইত না; আমারদিগের বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে যে হিন্দু কালেজের সম্মুখে যখন উচ্চঘর নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়, মেং হেয়ার সাহেব সেই সময় গুরুতর আপত্তি করিয়াছিলেন, তিনি ঐ বিধর্ম্ম মঞ্চ নির্ম্মাণ করিতে দেন নাই, সেই ভূমির উপরেই বাঙ্গালা পাঠশালা নির্ম্মিত হইয়াছে।

পরন্তু হিন্দু কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ে যখন সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বি বালকদিগের নিযুক্ত হইবার নিয়ম হইল ইহার পরে আবার মিসনরি সাহেবেরা তথাকার শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, তাহা হইলেই চূড়ান্ত হইয়া উঠিবেক, বাইবেল পুস্তকের অধ্যয়ন হইবার আর বড় বিলম্ব থাকিবেক না, অতএব স্বধর্ম্মতৎপর হিন্দু মণ্ডলী এই সময়ে সতর্ক হউন। আপনাপন্ বালকদিগের বিদ্যানুশীলনের কোন সদুপায় দেখুন, হিন্দু কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ে তাঁহাদের বিদ্যাশিক্ষার যে সদুপায় ছিল এতদিনের পর তাহা রহিত হইল, মেং পিকক সাহেব অত্যল্প দিবস হইল কলিকাতা নগরে আগমন করিয়া শিক্ষা সমাজের অধ্যক্ষের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই বুঝি বিদ্যা বিষয়ে তিনি নবানুরাগ প্রকাশ করিলেন? এইরূপ আর দুই চারিটী নিয়ম হইলে একেবারে চূড়ান্ত হইয়া উঠিবেক, এদেশে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিস্তার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের প্রকাশ্যরূপে সাহায্য করণের আর বড় অপেক্ষা থাকিবেক না।

সংবাদ। ৮. ৯. ১২৫৯। ২১. ১২. ৫২

বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে মেং বীটন সাহেব যে সদুপায় করিয়া গিয়াছেন সাধারণে তাহার উপকার গ্রহণ করিলে অবলাদিগের অন্তঃকরণ বিদ্যালোকে উজ্জ্বল হইবেক, অধুনা অবগত হওয়া গেল যে শ্রীমতী লেডী ডেলহৌসী ঐ বিদ্যামন্দিরের প্রতি বিহিত সাহায্য করণে সম্মতা হইয়াছেন অতি অল্প দিবসের মধ্যে কলিকাতাস্থ বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষা কৌন্সেলের অধীন হইবেক। এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমরা যে পর্য্যপ্ত সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না।

সংবাদ। ৮. ৯. ১২৫২। ২১. ১২. ৫২

আগামি দিবস টৌন হালে হিন্দু কালেজ প্রভৃতি বিদ্যালয়ের সুপাত্র ছাত্রদিগের বাৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য অতি সমারোহ র্ব্বক নির্ব্বাহ

হইবেক। পরীক্ষা সমাজে আমাদিগের গবরনর জেনারল বাহাদুর ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত সিবিল ও মিলেটরি ও অপরাপর বিদ্যানুরাগি ব্যক্তিদিগের সমাগম হইবার সম্ভাবনা।

সম্পাদকীয়। ১১. ১১. ১২৫৯। ১১. ২. ১৮৫৩

আমরা জনরবে শ্রবণ করত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলাম, এই আক্ষেপ কোথায় নিক্ষেপ করি তাহার স্থল দেখিতে পাই না, আমাদিগের শুভাদৃষ্ট এক্কালে নিকৃষ্ট ও অদৃষ্ট হইয়াছে, এইক্ষণে কেবল অদৃষ্টের অপকৃষ্টফল সম্ভোগ করিয়া মনস্তাপে কাল-যাপন করিতে হইবেক। এই বিষয় শুনিতে ২ অস্মদাদির শ্রুতিপথে যেন বিষমতর বিষবৃষ্টি হইতেছে। এই বিষয় লিখিতে লিখিতে আমারদিগের কাটের কলম কাট হইতেছে, এই বিষয় লোকের নিকট বলিতে বলিতে রসনা রসহীন হইতেছে, শরীর আড়ষ্ট হইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, নয়ন কখন অরুণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনল বর্দ্ধন করিতেছে কখন বা নীরধর হইয়া নীর নির্গত করত বক্ষস্থলকে প্লাবিত করিতেছে, এই বিষয়ের দুঃখ ক্ষণে ক্ষণে মনের মধ্যে উদয় হইয়া একেবারে সমস্ত শরীরকে আসন্নকালের বিষণ্ণ ভাবের ন্যায় অবসন্ন করিতেছে, এবং অন্তঃকরণের সমুদয় ভাবের অভাব হইয়া স্বভাবকে স্বভাবভ্রষ্ট করিতেছে। হাতের কলম হাতেই রহিয়াছে, লেখনীর আর অক্ষর প্রসবের ক্ষমতা নাই। মুখের কথা মুখেই রহিয়াছে, মুখ হইতে বাক্য আর নিঃসৃত হয় না।

এই স্থলে "হিন্দুকালেজ" এই শব্দটী উল্লেখ করিয়াই চতুর্দ্দিগ্ শূন্য দেখিতেছি, যেহেতু হিন্দুকালেজের হিন্দুত্ব আর রক্ষা হয় না। এই কালেজের (শাখা) যাহা হার সাহেবের স্কুল বলিয়া বিখ্যাত, পূর্ব্বেই সেই শাখায় দুটো পোকা ধরিয়া প্রশাখা ও পল্লব পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছে, তাঁহার একটী পোকা ঈশুর খোকা, একটী পোকা মহম্মদের খোকা। উক্ত পোকা কি প্রকারে কোথা হইতে আইল তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা বোকা হইয়াছি, মনের ধোঁকা কিছুতেই নিবারণ হয় না। এই কীট ইহার পর ভস্ম কীট্ হইয়া মূল শুদ্ধ ধ্বংস করিবে। ফল খাইয়া, ফুল খাইয়া, ফেকড়ি খাইয়া, ডাল খাইয়া যখন মূল খাইবে তখনি মূলে হাবাৎ হইবেক। ফলে এই কীট মূল স্পর্শ না করিতে করিতেই মূলে আর একখানা নূতন দোষ ধরিয়াছে, এই দোষ বদ্ধমূল হইয়া মূল ধরিলে মূলের আমূল নষ্ট করিবে।

এতন্নগরের সর্ব্বত্র এমত জনরব হইয়াছে যে নেপালদেশীয় একটী বেশ্যানন্দন অধ্যয়নার্থ হিন্দু কালেজে নিযুক্ত হইয়াছে, কি আক্ষেপ! যবন ও খ্রীষ্টান এই দুই দোষ ছিল, এইক্ষণে বেশ্যাপুত্র আসিয়া ত্রিদোষ প্রাপ্ত করাইল। আর বড় অপেক্ষা নাই, ত্র্যহস্পর্শ হইয়াছে, ইহার পর "মঘা এড়াবি ক ঘা" যাহা হউক নাগরিক হিন্দু বালকবৃন্দের ইংরেজী শিক্ষার যে এক প্রধান স্থান ছিল সংপ্রতি সে স্থানের অগ্রে অন্ত্য বর্ণের সংযোগ হইল, সুতরাং সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহাশয়েরা আর তথায় বালক প্রেরণে সাহসী হইতে পারেন

না, আমরা বিশেষরূপে শ্রবণ করিলাম অনেক ধনি লোকেরা হিন্দু কালেজ হইতে অবিলম্বে আপনাপন সন্তানদিগ্যে ছাড়াইয়া অন্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিবেন, আমারদিগের এই প্রভাকরের জন্মকালীন "ড্রোজ্‌ সাহেবি" হেঙ্গামায় একবার হিন্দু কালেজের বিরুদ্ধে লেখনী ধরিতে হইয়াছিল, এইক্ষণে ২২ বৎসরের পর পুনরায় "মুসলমানি" "খ্রীষ্টানি" এবং "জারজ" এই ত্রিদোষ জন্য সেই লেখনীকে আবার কর সদনে নৃত্য করাইতে হইল।

তৎকালে এজুইকেসন কৌন্সেল স্থাপিত হয় নাই, কালেজ কমিটিতে হিন্দুদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল, অধুনা কালেজ কৌন্সেলের অধীন হওয়াতে বর্ণিগণ শক্তিশূন্য হইয়াছেন। কৌন্সেলের কর্তৃত্ব জন্য কৃষ্ণবর্ণের মহাশয়দিগের একটী কথা কহিবারো ক্ষমতা নাই শ্বেত কর্ত্তারা যাহা করেন তাহাই হয়, এজন্য সর্ব্বমান্য অগ্রগণ্য রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর এবং বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি কালেজ কমিটির অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিলেন। ইহাতে হিন্দু পক্ষে ক্রমেই কমিটির কমিটিই হইল, কমিটির বেশিটি আর দেখিতে পাই না। অপর যাঁহারা আছেন অপমান ভয়ে তাঁহারা কেবল নতমুখ হইয়া থাকেন। কি জানি পাছে কথা রক্ষা না হয়, এই ভাবিয়া (দাদার মতেই আমার মত) অর্থাৎ সাহেবেরা যাহা করেন ঘাড় গুঁজিয়া তাহাতেই সম্মত হইয়া (সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ) দিয়া Ditto Ditto Ditto, ঐ ঐ ঐ, করিয়া যান।

ইদানীং এজুইকেসন কৌন্সেলে বাঙ্গালির মধ্যে কেবল বাবু রামগোপাল ঘোষ মহাশয়েরই বিশিষ্টরূপ সম্মান আছে, কিন্তু ঘোষ বাবু এই সকল দোষ ধরিয়া আপত্তি উপস্থিত কেন না করেন তাহা বলিতে পারি না, ঐ সমস্ত দোষের বিষয়ে ঘোষের অনুরোধ রক্ষা না হইবে এমত নহে, অতএব গোপাল এ সময়ে শুদ্ধ সাক্ষিগোপালের মত নীরব থাকাতে হিন্দু মাত্রেই খেদ করিতেছেন। ফলে এবিষয়ে গোপালের দোষ কি, আমারদিগের কপালের দোষই স্বীকার করিতে হইবেক, যাহা হউক রাজপুরুষেরা অবিবেচনা পূর্ব্বক পূর্ব্বকার অঙ্গীকার লঙ্ঘন করত নিয়ম ভঙ্গ করিলে কোন মতেই হিন্দুকালেজের হিন্দুত্ব ও উচ্চ গৌরব রক্ষা হইবে না, যদি ন্যায় বিরুদ্ধ ব্যাপার দেখিয়া প্রধান প্রধান হিন্দুদিগের সন্তানেরা তথায় বিদ্যা শিক্ষা না করে তবে তাহার সম্মান আর কোথায় থাকিবে। রায়, রাঁড়ী, ও মুড়ি মিছারি এক করা কিছু উচিত হয় না, একারণ আমরা বিনয় পূর্ব্বক অনুরোধ করি, শিক্ষা সমাজাধ্যক্ষ মহোদয়েরা নিয়মের অতিক্রম পূর্ব্বক ব্যতিক্রম করত গোটাদুই "মরকোট্" আনিয়া কেন স্বোণার হিন্দুকালেজকে ছারখার দিতেছেন?...

কেবল হিন্দুর দানে মূলধন নির্দ্দিষ্ট হইয়া হিন্দুকালেজ স্থাপিত হয় এবং কেবল হিন্দুদিগের কর্তৃত্বাধীনে ঐ কালেজের কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবে এমত নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, অতএব যখন হিন্দুরাই ক্ষমতাহীন হইলেন এবং যখন সেই নিয়মেরই অন্যথা হইল তখন হিন্দুধনদাতারা আপনারদিগের প্রদত্ত ধন পুনর্ব্বার গ্রহণ করিতে পারেন, ঐ ধনে আর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিতে পারে না, কেননা নিয়মাতিক্রম করাতেই তাঁহারা স্বত্বহীন হইলেন।

…হিন্দুরা আপনার দত্তধনে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সন্তানদিগ্যে উপদেশ প্রদান করুন, অত্র স্থানাভাব জন্য অধিক লিখিতে পারিলাম না।

চিঠি। ১৩. ১১. ১২৫৯। ২৩. ২. ১৮৫৩

মান্যবর শ্রীযুত

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি সংশোধন পূর্ব্বক আপনকার জগন্মান্য প্রভাকর পত্রে স্থান দানে চির বাধিত করিবেন।

কলিকাতার সান্নিধ্য গঙ্গার পশ্চিম উত্তর পাড়ার গবর্ণমেণ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্য্যাদি অতি কুৎসিতরূপে নির্ব্বাহ হওয়াতে প্রায় দুই বৎসর গত হইল কোন ছাত্র ছাত্রীবৃত্তি প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন নাই, অধুনা সুশীল সুবিজ্ঞ সৎস্বভাবান্বিত শ্রীযুত বাবু রামতনু লাহিড়ী মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যে তাঁহার দ্বারা পাঠালয়ের কার্য্যাদি উত্তমরূপে চলিতে পারিবেক, যেহেতু শিক্ষকতা কর্ম্মে বিশেষরূপ পারদর্শিতা শক্তি থাকাতে তেঁহ গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছেন এবং ঐ কর্ম্ম বহুদিবসাবধি করিতেছেন, লাহিড়ী বাবুর আগমনে বিদ্যামন্দিরের বহুদোষ সংশোধন হইয়াছে, ফলতঃ অদ্যাপি সম্পূর্ণ শোধন হয় নাই। যাহা হউক, আমরা লাহিড়ী বাবুর নিকট এই প্রার্থনা করি যে তিনি যেমন সদ্‌গুণ ও নৈপুণ্য সহকারে গবর্ণমেণ্ট সমীপে প্রশংসার ভাজন হইয়াছেন সেইরূপ কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই নিকটবর্ত্তি কয়েকখানা গ্রামস্থ বন্ধুদিগের প্রশংসার পাত্র হউন।…

উত্তরপাড়া নিবাসিনাং

সম্পাদকীয়। ১৬. ১১. ১২৫৯। ২৬. ২. ১৮৫৩

হিন্দু কালেজে যবনাদি নানা বর্ণের বালকবৃন্দ নিযুক্ত হইবার অন্যায় নিয়ম নির্দিষ্ট হওনের সংবাদ যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম তাহা কি সত্য হইল? হিন্দু মণ্ডলী তাহাতে কোন কথার উল্লেখ করিলেন না। কি আশ্চর্য্য! কি পরিতাপ! যাঁহারদিগের ধনদ্বারা হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহারা কোথায়? ঐ মহাশয়ের উত্তরাধিকারিরা যাঁহারা মেনেজিং কমিটির মেম্বর হইয়াছেন তাঁহারা "দাদার মতে আমার মত" বলিয়া হিন্দু কালেজের হিন্দুনাম লোপ করিয়া বসিলেন। এই পরিতাপজনক ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করিতে লেখনী ধারণ করণে তাঁহারা কি লজ্জিত হইলেন না? হা পরমেশ্বর এই আক্ষেপ আমরা কোথায় নিক্ষেপ করিব? এই খেদজনক সংবাদ লিখন কালীন আমারদিগের দৈনিক সহযোগী হরকরা সম্পাদক মহাশয়ের পক্ষের লেখনী একেবারে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছে, হে পাঠকগণ তাঁহার উক্তি পাঠ করুন।

(From the Harkaru, 25th February.)

"We stated lately that the Hindu College council had passed an order rescinding the rule which prohibited the entrance of others than Hindus as students. We now learn that the managing members have issued a circular promulgating this order and intimating their readiness to receive all classes without distinction. This measure, although opposed to the spirit in which the College was originally established, is nevertheless a very desirable one, and is decidedly a move in the right direction. We shall be happy to hear that the opening thus afforded has been freely availed of by all classes which the prohibitory rules hitherto shut out. This liberal measure will tend much to extend the utility of the institution. Distinctions of caste and creed are bad enough in private life, much more so in public institutions like a government College".

আহা! এই অবনী মণ্ডলে সর্ব্বজাতি অপেক্ষা যে জাতির জাত্যভিমান অত্যন্ত বলবান্, সেই জাতির সম্পাদকের এ প্রকার বিজাতীয় অভিপ্রায় অতিশয় রহস্যজনক বলিতে হইবেক, আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, গবর্ণমেণ্ট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া হিন্দু কালেজের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এইক্ষণে সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল। আর বিদ্যালয় মাত্রেই যদ্যপি সকল জাতিকে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য হয় তবে মহারাজ কুরুগেশ্বর স্বীয় দুহিতাকে বিলাতের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলে তথাকার অধ্যক্ষেরা কেন আপত্তি করিয়াছিলেন? এবং ঐ রাজনন্দিনীকে ব্যাপ্টাইজ করিতেই বা কেন হইল? সহযোগি মহাশয়ের লেখার আর অধিক উত্তর করিতে ইচ্ছা করি না হিন্দু মণ্ডলীর প্রতি এতদুপলক্ষে আমারদিগের যাহা বক্তব্য আছে তাহা শীঘ্র প্রকাশ করিব, অদ্য স্থানাভাব হইল।

সংবাদ। ২৮. ১১. ১২৫৯। ১০. ৩. ১৮৫০

ইণ্ডিয়ান ফ্রিস্কুল নামক অবৈতনিক বিদ্যালয়ের কার্য্য এইক্ষণে অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইতেছে, ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষা করিবার নিয়ম না থাকাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম। অধুনা শ্রবণ করত অতিশয় সন্তোষ প্রাপ্ত হইলাম যে তথায় বাঙ্গালা শিক্ষাদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এবং ব্যাকরণ দর্পণ প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু নন্দকুমার রায় মহাশয় বিনা বেতনে বাঙ্গালা শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া অতি মনোযোগ পূর্ব্বক ছাত্রদিগকে শিক্ষাদান করিতেছেন, প্রথম শ্রেণীতে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা এবং বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত

বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার এই দুই পুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, অন্যান্য শ্রেণীতে কিরূপ পুস্তক সকল দেওয়া হইয়াছে, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই।

বিদ্যালয়ের আয় অতি অল্প হওয়াতে কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়েরা প্রকাশ্য পরীক্ষার পর সাধারণের নিকটে চাঁদার পুস্তক প্রেরণ করত সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্নলিখিত মহাশয়েরা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত	লার্ড বিসাপ সাহেব কোং		৫
,,	জেম্‌স সাহেব	,,	৫
,,	রেবরেণ্ড এচ, এস, ফি সাহেব		৫
বাবু	সারদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	ঐ	১০
,,	গিরীশচন্দ্র দত্ত	ঐ	৫
,,	গোরাচাঁদ দত্ত	ঐ	৫
,,	বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	২
,,	ব্রজলাল বসু	ঐ	২
,,	ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়	ঐ	২
,,	দুর্গাচরণ লাহা	ঐ	২
,,	তারাচাঁদ ঘোষ	ঐ	২

আমরা প্রার্থনা করি অন্যান্য বদান্যবর মহাশয়েরা এতদ্বিষয়ে বিহিত সাহায্য করিয়া বিদ্যালয়টিকে রক্ষা করিবেন।...

হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ (চিঠি)। ৭. ২. ১২৬০। ১৯. ৫. ১৮৫৩

অশেষ বিজ্ঞবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞবরেষু।

সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং।

"হিন্দু মেট্রোপলিটান" কালেজ নামক যে এক অভিনব বিদ্যালয় কলিকাতাস্থ যাবতীয় প্রধান ধনী মহাশয়দিগের প্রযত্নে ৺রামগোপাল মল্লিকের বৃহদ্বাটীতে সংস্থাপিত হইয়াছে তাহার উন্নতি জন্য ধনাঢ্য বাবুরা কেবল অর্থ প্রদান করিয়া নিশ্চিত আছেন এমত নহে, কায়িক শ্রমেতেও সর্ব্বদা সাহায্য করিতেছেন, যদিস্যাৎ এই নিয়মে কিছুকাল তাঁহারা সাহায্য করেন তবে বিদ্যালয়ের উন্নতি হওয়া কোন বিচিত্র কথা? যাহা অসাধ্য তাহাও সুসাধ্য হইতে পারে।

পরম্পরায় অবগতি হইল প্রাচীন ওরিএণ্টাল সিমিনরির বর্ত্তমান কর্ত্তাবাবু হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয় এই পাঠশালার জন্ম গ্রহণ হওয়াতে অতিশয় ভীত হইয়া যাবতীয় ছাত্রের পিতার বাটী বাটী গমন করিয়া কহিতেছেন, এই নূতন বিদ্যালয় কেবল তাঁহার বিদ্যাগারের অনিষ্ট জন্য সংস্থাপিত হইয়াছে, অতএব যে যে মহাশয় স্বীয় স্বীয় সন্তান তাঁহার বিদ্যালয়ে

পাঠাভ্যাসার্থ প্রেরণ করিয়া থাকেন তাঁহারা পূর্ব্ববৎ সাহায্য করণে ত্রুটি না করেন, যে হেতু তিনি বালকদিগের বিদ্যার উন্নতির নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উপায় স্থির করিয়াছেন হে সম্পাদক মহাশয় হরেকৃষ্ণ বাবু যে সদুপায় স্থির করিয়াছেন তাহা অযথার্থ নহে। রেবরেণ্ড উডরো সাহেব ও রেবরেণ্ড মরগেন সাহেবকে বালকদিগের শিক্ষার্থ শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন……কেবল বালকদিগকে বিদ্যাভাস করান এমত নহে, বরং যাহাতে অধর্ম্মমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বালকেরা ধর্ম্মতলায় দণ্ডায়মান হয় মিসনরি সাহেবেরা এমত চেষ্টা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন, উক্ত সাহেবেরা ইহাও শিক্ষা দিবেন এমত আঢ্যবাবুর নিকটে স্বীকার করিয়াছেন…… সুতরাং আমরা বিবেচনা করিতেছি এই মহতী পাঠশালা ত্যাগ করিয়া কদাচ অভিনব বিদ্যালয়ে অথবা অন্য কোন মিসনরি শূন্য বিদ্যালয়ে সন্তান প্রেরণ করা অনুচিত…

অহং ছেলের বাপ।

হিন্দু কালেজ ও এজুইকেসন্ কৌন্সেল (সম্পাদকীয়)। ৭. ৪. ১২৬০। ২১. ৭. ১৮৫৩

পাঠক মহাশয়দিগের বিলক্ষণ স্মরণ থাকিতে পারে আমরা গত ৮ আষাঢ়…লিখিয়াছিলাম "গবরনর জেনরল বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি সাহেব এজুইকেসন কৌন্সেলের সেক্রেটরিকে এরূপ এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে "গবরনর জেনরল বাহাদুর সংবাদ পত্র পাঠে অবগত হইয়াছেন যে কলিকাতাবাসি হিন্দু প্রজাগণ হিন্দুকালেজের প্রতি প্রতিকূল হইয়া আপনারদিগের ব্যয়ে ও সম্পূর্ণ আনুকূল্যে এক নূতন কালেজ স্থাপন করিয়াছেন এবং অনেকেই হিন্দুকালেজ হইতে বালক ছাড়াইয়া ঐ নূতন কালেজে নিযুক্ত করিতেছেন, ইঁহারদিগের বিরক্তি জন্মিবার কারণ এইমাত্র দৃষ্ট হয় যে হিন্দুকালেজে বেশ্যানন্দন ও যবন এবং খ্রীষ্টান বালকেরা অধ্যয়ার্থ নিয়োজিত হইয়াছে। এজুইকেসন কৌন্সেল কি বিশেষ কারণে, কোন্ নিয়মে ও কোন্ ক্ষমতায় এতদ্রূপ কার্য্য সকল ধার্য্য করিয়াছেন অবিলম্বেই তার বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া শ্রীশ্রীযুতের নিকট প্রেরণ করিবেন।"

গবর্ণমেণ্টের এইপত্র পাইয়া এজুইকেসন কৌন্সেলের কর্ত্তারা অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার উত্তর প্রদান করেন নাই, পরিশেষে শ্রবণ করিলাম, সংপ্রতি তাঁহারা বিস্তর গোলমাল করত জবে স্ববে ভাব রাখিয়া ভঙ্গীক্রমে একখানি উত্তর লিখিয়াছেন। সেই পত্রের তাৎপর্য্য এই "নূতন নিয়ম কিছুই করা হয় নাই, পূর্ব্ব নিয়মানুরূপ কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, বেশ্যাপুত্র যে নিযুক্ত হইয়াছিল তাহা আমারদিগের জ্ঞাতসারে হয় নাই, যখন তাহাকে বারাঙ্গনা সুত জানিতে পারিলাম তখনই বিদায় করিয়া দিলাম, এবং খ্রীষ্টান ও মুসলমান বালক নিযুক্ত করণের বিষয় এজুইকেসন্ কৌন্সেলের বিবেচনাধীনে রহিয়াছে, অদ্যাপি সে বিষয় নিষ্পন্ন করাণ যায় নাই ইত্যাদি।"

এ বিষয় যদি সত্য হয় তবে এই উত্তর অতি আশ্চর্য্য উত্তর হইয়াছে, ছয়মাস হইল

ডালে পোকা ধরিয়াছে, শিকড়ে ইন্দুর লাগিয়াছে। কর্ত্তারা আপনারাই তাহার সূত্র সঞ্চার করিয়াছেন, এখন বলেন বিবেচনার অধীন রহিয়াছে, ইহার পর চমৎকার আর কি আছে? এ বিবেচনা কেমন বিবেচনা তাহা বিবেচনা করিতেই পারিলাম না, যখন ব্রাঞ্চে আসিয়া [illegible]বা হোরা মারিয়া টেবিল পাতিয়া ডেভিল প্রভুর পূজা করিতেছে। যখন দাড়ুধারি নাড়ুর পালা আসিয়া "ইয়া হুঁসেন্, ইয়া হুঁসেন" বলিয়া বুক চাপড়াইয়া দুপুরে মাতন করিতেছে, তখন হিন্দু কালেজের হিন্দুত্বনাশের আর কি অপেক্ষা রহিল? হিন্দু কালেজ তো প্রকৃত খিচুড়ি কালেজ হইয়াছে, সামান্য খিচুড়ি হইলেও কথা চলিত, "তেউটির ডেলের খিচুড়ী" যাহা হউক, বড় ঘরের বড় কথা, রিপুর কামের তালি দেখাইয়া বড় মহাশয়কে অনায়াসেই ভুলাইতে পারিবেন, কিন্তু হাবার মুখে থাবা দেওয়ার ন্যায় আমারদিগ্যে সামান্য ছলে কখনই ভুলাইতে পারিবেন না। "ফাটলায় পোড়েছে কলা গোবিন্দায় নমঃ" একথা শুনিলে লোকে হাস্য করিবে না, বিশ্বাস করিবে, কি করিবে?…

সাধারণ শিক্ষা সমাজে যে সকল কালো ও আলো মহাশয়েরা কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন তাহারা যদি এখনো ভালরূপ বিবেচনা করিয়া পূর্ব্ব নিয়মানুসারে কার্য্য করেন তবে আমারদিগের স্বতন্ত্র একটা কালেজ রাখিবার কি আবশ্যক করে? আমরা এই "হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজকে" গবর্ণমেণ্টের হস্তে এখনিই অর্পণ করি, তাঁহারা দুই কালেজের উপরই প্রভুত্ব করুন। হিন্দুকালেজে "ইউনিবরসিটি" অর্থাৎ মহাবিদ্যালয় হউক, অস্মদাদির নূতন কালেজ তাহার প্রধান শাখা হইয়া কালেজ নামে বিখ্যাত থাকুক।…

…এজুইকেসন্ কৌন্সেলের স্কন্ধ হইতে দুষ্ট সরস্বতী বিদায় হউন।

হিন্দুকালেজ। ১১. ৫. ১২৬০। ২৬ ৮. ১৮৫৩

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে হিন্দুকালেজ প্রভৃতি গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে বলিতেছেন যে, "এবারে স্কালর সিপ অর্থাৎ ছাত্রীয় বৃত্তি প্রদান নিমিত্ত কোন বিশেষ নিয়ম অথবা বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবেক না, যিনি উত্তম পরীক্ষা দিবেন তিনিই বৃত্তি পাইবেন" এই কথা দ্বারা ছাত্রদিগকে প্রলোভ প্রদান করা হইতেছে, হিন্দু মিট্রাপলিটান কালেজের উন্নতি দেখিয়া শিক্ষা কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়দিগের ভয় জন্মিয়াছে; হিন্দুকালেজের অনেক ছাত্র ঐ নূতন কালেজে এইক্ষণে গমন করিতেছে, একারণ পাঠার্থিরা আর কালেজ পরিত্যাগ না করে এই অভিপ্রায়েই শিক্ষকেরা লোভ দেখাইতেছেন…শিক্ষা কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়েরা…মানস করিয়াছিলেন,… মাদরসা কালেজ ও হিন্দুকালেজ একত্র করিবেন, কিন্তু হিন্দুমণ্ডলী একত্র হইয়া মিট্রাপলিটন কালেজ সংস্থাপন করাতে তাঁহারা সেই মানস পরিপূর্ণ করিতে পারে নাই, নূতন কালেজ যদ্যপি প্রতিষ্ঠিত না হইত তবে এতদিনে হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান ও বেশ্যা পুত্রেরা হিন্দু কালেজে একত্রে বসিয়া অধ্যয়ন করিত।…অতি অল্প দিবস হইল কালেজ

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহার মধ্যেই ১০০০ বালক একত্র হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, কলিকাতা নগর-মধ্যে যেরূপ উৎকৃষ্ট শিক্ষক প্রাপ্ত হওয়া যায় নূতন কালেজের অধ্যক্ষরা তাহা পাইয়াছেন, যে বাটী ভাড়া লইয়াছেন তাহাও এই বৃহদ্বিদ্যালয়ের উপযুক্ত বটে।…

……শিক্ষা কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়েরা……হিন্দুকালেজের হিন্দুয়ানী লোপ করণে অধিক যত্ন করাতেই বিবেচক সমাজে অত্যন্ত অবিবেচক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। লার্ড ডালহৌসি সাহেব তাঁহারদিগের কার্য্য দৃষ্টে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তিনি ইতিপূর্ব্বে এক পত্রে লিখিয়াছেন, "হিন্দুকালেজের সহিত মাদ্রাসা কালেজের সংযোগ করিবার প্রস্তাব শিক্ষা কৌন্সেল এইক্ষণে দূরে নিক্ষেপ করুন· ·হিন্দুরা কি কারণে এক স্বতন্ত্র কালেজ স্থাপন করিলেন ইহার উত্তর লিখিবেন।……

রামনারায়ণ তর্ক সিদ্ধান্ত (সম্পাদকীয়)। ১১. ৬. ১২৬০। ২৬. ৯. ১৮৫৩

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্ক সিদ্ধান্ত মহাশয় হিন্দুমিট্রোপলিটন কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে ছাত্রদিগের বাঙ্গালা শিক্ষা অতি সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে. ইনি অতি সুপণ্ডিত, ও সংস্কৃত কালেজের একজন বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন। বঙ্গভাষা লেখন পঠনেও বিশেষ পারদর্শী, পতিব্রতোপাখ্যান নামক পুস্তক লিখিয়া রঙ্গপুরের কুণ্ডি পরগণার বিখ্যাত ভূম্যধিকারী শ্রীযুত কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রদত্ত প্রাইজ গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব এতাদৃশ সুযোগ্য মহাশয়ের সংযোগ দ্বারা অভিনব কালেজ বিদ্যালোকে পরিদীপ্ত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

হিন্দু মেট্রোপলিটন কালেজ (সম্পাদকীয়)। ১৩. ৬. ১২৬০। ২৮. ৯. ৫৩

হিন্দু মেট্রোপলিটন কালেজের দিন দিন বিশেষ উন্নতি হইতেছে, অনেক ছাত্রীয় বৃত্তি-ধারি ছাত্র ইচ্ছা পূর্ব্বক হিন্দু কালেজ পরিত্যাগ করিয়া নূতন কালেজে আগমন করিতেছে, ইহার প্রধান কারণ সেখানে পড়া ভাল হয় না, এখানে পড়া অতি উত্তম হইতেছে। কাপ্তেন বিচার্ডসন, কাপ্তেন পামর, কাপ্তেন হেরিস ও মেং কার্ক পাট্রিক প্রভৃতি, যাঁহারদিগের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়ে সদ্বিদ্বান সুপণ্ডিত শিক্ষক প্রায় নাই বলিলেই হয়, তাঁহারা হিন্দু মেট্রোপলিটন কালেজে অধ্যাপকের পদে থাকিয়া যথোচিত পরিশ্রমপূর্ব্বক অতি সুনিয়মে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এইক্ষণে হিন্দুকালেজের কেবল নাম মাত্র সার হইয়াছে, সেখানে পড়া কিছুই হয় না, কাজেই যে সকল ছাত্র বিদ্যারসের রসজ্ঞ হইয়াছে তাহারাই বাসনা পরবশ হইয়া যত্ন পূর্ব্বক মেট্রোপলিটন কালেজে আগমন করিতেছে।

স্কুল কালেজে বাইবেল পাঠ (অন্যতম সম্পাদকীয়)। ১৩. ৬. ১২৬০। ২৮. ৯. ১৮৫৩

গবর্ণমেণ্ট অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন কালেজ ও স্কুলের ছাত্রগণ বাইবেল পুস্তক পাঠ করে এই অভিপ্রায়ে বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় পুনর্ব্বার যে সমস্ত প্রমাণ ও যুক্তি প্রয়োগ

করিয়াছেন, আমরা তাহা পাঠ করিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইয়াছি, তিনি লিখিয়াছেন, "মাদ্রাসা কালেজের ছাত্ররা যখন যাবনিক ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছে তখন ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকেরা কি কারণে বাইবেল পুস্তক অধ্যয়ন করিবেক না?" এই লেখার কোন উত্তর কথা যদিও প্রয়োজন বোধ হয় না তথাচ হরকরা পত্রের উচ্চ সম্মান বিবেচনায় কিঞ্চিৎ লিখিতে লেখনী ধারণ করিলাম। মাদ্রাসা কালেজের ছাত্ররা সকলেই যবন, সুতরাং স্বজাতীয় ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করা তাহারদিগের পক্ষে উচিত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্টের অধীন বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যদ্যপি খ্রীষ্টান হইত তবে তথায় বাইবেল পুস্তকের উপদেশ করা অবশ্য যুক্তিযুক্ত ও বিচার সিদ্ধ হইত, কিন্তু ঐ সকল বিদ্যালয়ের বালকেরা যখন সকলেই হিন্দু তখন তথায় বাইবেলের উপদেশ করা কদাচ কর্ত্তব্য বোধ হয় না, একে বেশ্যা নন্দনকে গ্রহণ করাতে হিন্দু কালেজের দুরবস্থা হইয়াছে, আবার বাইবেল পুস্তক পড়াইবার নিয়ম হইলে তথায় যে কয়েকজন বালক আছে তাহারাও থাকিবেক না।

"হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ" (চিঠি)। ১৪. ৬. ১২৬০। ২৯. ৭. ৫৩

শ্রীযুত প্রভাকর কারকেষু।

গত মঙ্গলবাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রে কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন "হিন্দু মেট্রো-পলিটান কালেজের কোন কোন ছাত্র হিন্দু কালেজে প্রবেশ পূর্ব্বক কৌশল ক্রমে তথাকার বালকদিগের মনাকর্ষণ করত হিন্দু মেট্রেপলিটান কালেজ আনয়ন করিতেছে, এই সংবাদ এজুইকেসন কৌন্সেলের সেক্রেটরী ডাক্তার মোয়েট সাহেবের কর্ণ গোচর হওয়াতে তিনি মেং জোন্স সাহেবের প্রতি এমত অনুমতি করিয়াছেন যে "হিন্দুকালেজের দ্বার যেন রুদ্ধ থাকে, ভিন্ন স্কুলের কোন ছাত্র যেন কলেজের গৃহে প্রবেশ করিতে না পায় মেং জোন্স সাহেব সেক্রেটরী সাহেবের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত কালেজের দ্বার রোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন"

এই বিষয় পাঠ করিয়া চমৎকৃত হইলাম, কামার ডাকাইয়া চাবি কুলুপ প্রস্তুত করিলে কি হইবে? ইহাতে যেন কালেজের দ্বার রুদ্ধ করিলেন, কিন্তু বালকবৃন্দের মনের দ্বার কিরূপে রোধ করিবেন? সে দ্বারের নিমিত্ত চাবি কুলুপের কি উপায় স্থির করিয়াছেন? মনের কপাট যখন খুলিয়া যায় তখন কোন প্রকার চাবি দ্বারা পুনর্ব্বার তাহা রুদ্ধ হইবার নহে, সেখানে দ্বারপাল কিছুই করিতে পারে না। এ দ্বার, ও দ্বার, সে দ্বার, যত দ্বার আছে দ্বারী সকল দ্বারেই বসিতে পারে বটে, কিন্তু ডাক্তার সাহেব চিত্ত দ্বারের দ্বারির জন্য সর্ব্বদ্বারী হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেও কিছুই করিতে পারিবেন না। যখন দ্বারকানাথের বিচ্ছেদে দ্বারকার দ্বার খোলা হইয়াছে তখন দ্বারির ভরসা কেন করেন?

আগড় বাঁধিয়া কেন, ঝাঁপ দেও হাটে।
খুলিলে মনের দ্বার, চাবি নাহি খাটে॥

মিছে হাঁক, মিছে ডাক্, মিছে জাঁক্ জারি।
দ্বারকার দ্বার খোলা, কি করিবে দ্বারী॥
এক ঘরে দ্বার নয়, রুদ্ধ কভু নয়।
তাহার ভিতরে এক, অপূর্ব্ব আলয়॥
সে ঘরের দ্বারে দ্বারে, কিছু নাই নিল।
কোন রূপে কোন দ্বারে, নাহি লাগে খিল॥
চারি দিগে হই হই, বসিয়াছে হাট।
মিছে আর কেন দেও, কপট কপাট॥
শিথল বন্ধন কর, খিল দেও কোষে।
বিফল হইবে সব, হুড়ুকার দোষে॥
প্রবল প্রভাবে বায়, গতি যদি করে।
করের কি সাধ্য তাহা, নিবারণ করে॥
একে ঝড়, তাহে বজ্র, তাহাতে বরষা।
এ বিপদে কিসে করি, হ্যাণ্ডের[১] ভরসা॥
ভয়ানক ভাব দেখে, হারালেম জ্ঞান।
ছাতায় বাঁচেনা মাতা, কি করিবে হ্যান্॥ (Hand)
যেখানে সমান হয়, দুজনের দোষ।
সেখানেতে এক "জনে", কি করিবে তোষ॥
সুজন কুজন হৌন, যিনি আর তিনি।[২]
জন নন, জন নন, জোন্ হন ইনি॥
বল দেখি, শঠ-ক্লীবে[৩] কি হইতে পারে।
সন্তানের সম্ভাবনা, হবে কি প্রকারে॥

লোভ দেখাইলেও কিছুই হয় না, ওদিগে রূপ গুণেই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। যথা।

"কিবা রূপ কিবা গুণ, কহিলেন ভাট।"
"খুলিল মনের দ্বার, না লাগে কপাট॥"

হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজের রূপগুণেই ছাত্র সমূহের মন মুগ্ধ হইতেছে, সেখানে শিক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয়, তজ্জন্যই অনেক বৃত্তিধারি ছাত্র হিন্দুকালেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

১ শিক্ষক।
২ জোন্স—শিক্ষক।
৩ প্রধান।

...থায় অনুশীলনার্থ নিযুক্ত হইতেছে। বিশেষত হিন্দুকালেজ গুরুতর দোষে পতিত হওয়াতেই ...দিগণ পরস্পর ঐক্য হইয়া এই নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, সুতরাং এখানে বালক ...রণ করা হিন্দুমাত্রেরই কর্ত্তব্য হইয়াছে। এইক্ষণে উপযুক্ত বালকেরা স্বজাতীয় সম্মান ... এবং উৎকৃষ্টরূপে জ্ঞানালোচনা এই দুই প্রকার উপকার সাধন নিমিত্ত আপনারাই ইচ্ছা ...ক আসিতেছে, কোন প্রকার কৌশল দ্বারা তাহাদিগের মন আকর্ষণ করিতে হয় না।

কর্ত্তারা হিন্দুকালেজের জাতি মারিলেন। ফিরিঙ্গিবাচ্ছা ব্রাহ্মণ তনয়ের মুখে থু থু ...দান করিল তাহার কোন শাসন না করিয়া একটী শিক্ষককে পদচ্যুত করত ব্রহ্ম হত্যা ...রিলেন, কি বাঁকি রাখিলেন, অতএব এসকল দেখিয়া শুনিয়া কোন্ হিন্দু হিন্দুকালেজে ...লক পাঠাইতে পারেন।

ছাত্রস্য।

চিঠি। ১৬. ৬. ১২৬০। ১. ১০. ৫৩

জনশ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে হিন্দুকালেজের কালেজ ডিপার্টমেণ্টে একজন ...ঙ্গালা প্রফেসর (শিক্ষক) নিযুক্ত হইবেন। তিনি অন্যান্য প্রফেসরদিগের ন্যায় কেবল উক্ত ডিপার্টমেণ্টের ছাত্রপুঞ্জকে শিক্ষা প্রদান করিবেন ও তাঁহারদিগের ন্যায় যথোচিত মান ... পদ প্রাপ্ত হইবেন। উক্ত প্রফেসর ইংরাজী ভাষায় সম্যক্ পারদর্শী হইয়া ছাত্রগণের ...ঙ্গালা রচনা ও অনুবাদ সকল সংশোধিত করিবেন এবং উপদেশচ্ছলে নানাবিধ প্রসঙ্গের উপর বক্তৃতা করিবেন। এক্ষণে উক্ত স্থানে বঙ্গভাষা শিক্ষার যে প্রকার নিয়ম প্রণালী প্রচলিত আছে তাহা অত্যন্ত দোষাকর কহিতে হইবে সন্দেহ নাই। বঙ্গভাষা শিক্ষা ...ষয়ে শিক্ষা সমাজ তাদৃশ উৎসাহ প্রদান করেন না, এবং যে সকল শিক্ষক তথায় নিযুক্ত আছেন, তাঁহারা যদিও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, কিন্তু বঙ্গভাষায় পারদর্শী নহেন। তাহারদিগের মতের সহিত ছাত্র সমূহের অভিপ্রায়ের অনৈক্য প্রযুক্ত শিক্ষানিয়মের ...শৃঙ্খলতা হয়। সুতরাং পাঠকবৃন্দ বঙ্গভাষানুশীলনে সংপূর্ণ অবহেলা করে। পণ্ডিতগণ শিক্ষা নিয়মে ও ইংরাজী ভাষায় নিতান্ত অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত ছাত্র সমাজে পরিহসনীয় হয়েন··· অতএব প্রার্থনা শিক্ষা সমাজ এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ ও বিবেচনা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে এই বৃহৎ ব্যাপার সমর্পণ করেন। কালেজস্থ মিত্র বাবুর এই পদ প্রাপ্তির অধিক সম্ভাবনা, কিন্তু তাহা হইলে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। বঙ্গভাষার উন্নতি একেবারে গর্ত্তস্রাবের ন্যায় বিনষ্ট হইবে···মান্যবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ও মান্যবর শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মান্যবর কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় এই মহোদয়ত্রয় উক্ত কর্ম্মের যোগ্য পাত্র, ইঁহারা ভদ্রসমাজ মধ্যে সুবিখ্যাত আছেন।

কালেজস্থ ছাত্রগণের নিতান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীতারাপ্রসাদ রায়স্য।

হিন্দু কালেজ (সম্পাদকীয়)। ১৭. ৭. ১২৬০। ১৬. ৮. ৬০

·· আমারদিগের গবরনর জেনরল সাহেব হিন্দু কালেজের নিমিত্ত যে নূতন বিধান করিয়াছেন তাহা আমরা সমাচার চন্দ্রিকা পত্র হইতে নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম. বাবুরা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করুন।

"গবর্নমেণ্টের হিন্দু কালেজের নিগূঢ় বৃত্তান্ত"

আমরা কোন বিশ্বাসি বন্ধুদ্বারা শুনিলাম আমারদিগের ভারতবর্ষীয় গবরনর জেনরল শ্রীযুত লার্ড ডেলহৌসী বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল হইতে কলিকাতার হিন্দুকালেজ প্রভৃতি সকল বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিচালনীয় মন্তব্য নিয়ম প্রস্তুতীকৃত, বিদ্যাশিক্ষা কৌন্সেলের সম্পাদক সাহেবের হস্তে প্রকাশ ও পরিচালনার্থে প্রেরণ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত হিন্দুকালেজে জুনিয়ার, সিনিয়ার, এই দুই ভাগে ছাত্র বিভক্ত হইবেক তন্মধ্যে জুনিয়ার ভাগে কেবল হিন্দু বালকেরাই অধ্যয়ন করিবেন সিনিয়র ভাগে হিন্দু মুসলমান, ইংরাজ. ফ্রিঙ্গি প্রভৃতি সর্ব্বজাতি অধ্যয়ন করিবেন, সুতরাং তাহাতে বাইবেল পুস্তক পাদ্রী সাহেবেরা পাঠ দিবেন, গবর্ণমেণ্ট আরো প্রলোভন দর্শন করাইয়াছেন, ঐ কালেজকে ইউনীবার্সিটি কালেজ উপাধি দেবেন ইংলণ্ডের ন্যায় নানা বিদ্যাধ্যয়ন ঐ কালেজেই হইবেক, সাহেবদিগের বালক যুবকেরাও তথায় পাঠ করিবেন এবং গবর্ণমেণ্টে অন্যান্য বিদ্যালয়ের, কলিকাতার হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজের এবং অরিএণ্টাল সেমিনারি প্রভৃতি বিদ্যালয়ের প্রধান শ্রেণীর ছাত্রেরা পরীক্ষা দিয়া গবর্ণমেণ্টের উক্ত কালেজভুক্ত হইতে পারেন অনেকেই বলিতেছেন. জেনরল মার্টিনের যে বিদ্যালয় কলিকাতায় আছে তাহার 'ফণ্ড' অর্থাৎ বিপুল মূলধন গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে, অতএব ঐ বিদ্যালয়ের সহিত পুরাতন হিন্দু কালেজের সম্মিলিত করিলেন, উক্ত কালেজের ইউরোপীয় যুবক সকল হিন্দু কালেজে অধ্যয়ন করিবেন। আমরা নিশ্চয় বুঝিয়াছি গবর্ণমেণ্ট এইক্ষণে আর হিন্দু নাম সহিতে পারেন না···ছলে বলে··· হিন্দু শব্দ লোপ করিলেন······

লার্ড ডেলহৌসি ও সর্ব্বজাতীয় বিদ্যালয়। ৯. ৮. ১২৬০। ২৩. ১১. ৫৩
(অন্যতম সম্পাদকীয়)

কলিকাতা নগরে এক প্রধান বিদ্যালয় সংস্থাপন বিষয়ে আমারদিগের গবরনর জেনরল লার্ড ডেলহৌসি সাহেব শিক্ষা কৌন্সেলের সম্পাদক সাহেবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন তাহার স্থূল মর্ম্ম গত শনিবাসরীয় সিটিজান পত্রে প্রকাশ হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল যে ঐ প্রধান বিদ্যালয়ে সর্ব্বজাতীয় বালকেরা নিযুক্ত হইতে পারিবেক, কিন্তু যাঁহারা জুনিয়ার স্কালারসিপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহারা ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি ঐ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, বিদ্যালয়ের নিমিত্ত এক নূতন বাটী নির্ম্মিত হইবেক, হিন্দুকালেজে কেবল জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট থাকিবেক, তথায় শুদ্ধ হিন্দু বালকেরা

অধ্যয়ন করিবেক, হ্যার সাহেবের প্রণীত বিদ্যালয় কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল নামে বিখ্যাত হইবেক, তথায় সর্ব্বজাতীয় বালকেরা শিক্ষা করিতে পারিবেক। সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদিগের প্রতি বেতন নিরূপিত হইবেক।

মাদরসা কলেজে যবনেরা শিক্ষা করিবেক, তথায় এক ইংরাজী ক্লাশ থাকিবেক, কলিঙ্গাতে এক ব্রাঞ্চ স্কুল থাকিবেক, তথায় সর্ব্বজাতীয় বালকেরা নিযুক্ত হইবেক, অতএব হিন্দুদিগের নিমিত্ত হিন্দুকালেজ, যবনদিগের জন্য মাদরসা কালেজ এবং সর্ব্বজাতীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা জন্য কলুটোলার ব্রাঞ্চ স্কুল এবং কলিঙ্গার ব্রাঞ্চ স্কুল নিরূপিত থাকিবেক, আর প্রধান বিদ্যালয়ে সকল লোকেরা অধ্যয়ন করিবেক, তথায় শিক্ষা জন্য উৎকৃষ্ট নিয়মাদি নির্দ্ধারিত হইবেক।

বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে লার্ড ডেলহৌসি সাহেব যে অভিপ্রায় ধার্য্য করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম উপরিভাগে লিখিত হইল, সর্ব্বজাতীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা জন্য লার্ড সাহেব যে কোন নিয়ম নির্দ্ধারণ করুন তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যে সকল বিদ্যালয় প্রথমতঃ কেবল হিন্দুজাতির বালকদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহাতে হিন্দুরা বাহুল্য রূপে সাহায্য করিয়াছেন তাহাতে অন্যজাতীয় বালকদিগকে নিযুক্ত করা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। হিন্দুকালেজে যবনাদি বহুবর্ণকে নিযুক্ত করণের প্রস্তাব যদ্যপি নিয়মপর না হইত তবে এই নগর মধ্যে হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ নামক নূতন কালেজ কদাচ স্থাপিত হইত না। যাহা হউক সেই বিষয় লিখিয়া আমরা অদ্য প্রস্তাব বাহুল্য করিতে ইচ্ছা করি না, লার্ড সাহেব আমারদের পত্রের শেষভাগে লিখিয়াছেন যে নগর মধ্যে যে প্রধান বিদ্যালয় হইবেক তাহাতে হিন্দুদিগের প্রদত্ত হিন্দু কালেজের স্কালারসিপ অর্থাৎ ছাত্রীয় বৃত্তি প্রদান করা যাইবেক, কিন্তু হিন্দু বালকগণ ব্যতীত অপর কোন বালক তাহা প্রাপ্ত হইতে পারিবেক না। এই বিষয়ে আমারদিগের অন্যান্য অভিপ্রায় পরে লিখিব।

মেডিকেল কালেজ। ১৭. ৮. ১২৬০। ১. ১২. ১৮৫৩

মেডিকেল কালেজ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া যাহারা সাত বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা দিতে হইতেছে, যাঁহারা তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া পরীক্ষকগণের প্রতিষ্ঠা পত্র পাইবেন তাঁহারদিগের মাসিক বেতন ১৫০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইবেক। এইরূপে অনেকে পরীক্ষা দিয়াছেন এবং তাঁহারদিগের বেতনও বাড়িয়াছে, তন্মধ্যে একজন চিকিৎসক শ্রীযুত বাবু মনোহর মুখোপাধ্যায় ইঁহার নিবাস বৈদ্যবাটী।......

হার্ডিঞ্জ স্কুল। ১৭. ৮. ১২৬০। ১. ১২. ১৮৫৩

শিক্ষা কৌন্সেলের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সম্প্রতি এরূপ অভিপ্রায় ধার্য্য করিয়াছেন, যে লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব প্রদেশ মধ্যে যে একশত এক বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অবস্থা সংশোধন করিবেন। জিলার মাজিষ্ট্রেট ও শিক্ষা বিষয়ক লোকেল

কমিটির মেম্বরদিগের প্রতি আদেশ হইয়াছে যে তাঁহারা আপনারদিগের পাঠশালার অবস্থা লিখিয়া পাঠাইবেন। লার্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব যে অভিপ্রায়ে উক্ত পাঠশালা সকল স্থাপন করেন তাহা কিছুই সিদ্ধ হয় নাই, শিক্ষা কৌন্সেলের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ঐ সকল বিদ্যালয়ের উন্নতি নিমিত্ত যে পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ২ অর্থ ব্যয় করণে স্বীকৃত না হইবেন এবং তথাকার ছাত্রগণের শিক্ষা জন্য উত্তমোত্তম পুস্তক সকল ব্যবহার না করিবেন তদবধি কোন উপকার দর্শিবেক না।······

সিবিলিয়ান সাহেবদের শিক্ষা (সম্পাদকীয়)। ২৩. ১. ১২৬১। ৫. ৫. ১৮৫৪

যেমন অনেকের মাতা ও দাড়ি কাটিয়া নরসুন্দরের শিক্ষা, অধুনা নিম্ন পদস্থ সিবিলিয়ান সাহেবদিগের কার্য্য শিক্ষার নিমিত্তও সেইরূপ হইয়াছে, পূর্ব্বে সিবিল সম্পর্কীয় কর্ম্মচারিরা জাহাজ হইতে কলিকাতায় নাবিলে তাঁহারদিগকে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে অধ্যয়ন করিতে হইত তাহাতেও যদি তাঁহারদিগের অধিকাংশ বাল্য স্বভাব বশতঃ অথবা আপনাপন পদ গরিমায় কিম্বা বিলাতের মুরুব্বির জোরে শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগি হইতেন না, তথাচ ঐ নিয়ম এক প্রকার উত্তম ছিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দেখিলেন যে ৫।৬ মাসের মধ্যে এক একজন খোদাবন্দ এতদ্দেশের ২।৩ ভাষায় সুশিক্ষিত হইতেছেন তখন উক্ত কালেজের শিক্ষাপ্রদানের নিয়ম ও পরীক্ষকদিগের প্রতি সন্দেহ হইল এবং সেই সন্দেহ নিমিত্তই ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ উঠিয়া গিয়াছে, গবর্ণমেণ্ট এরূপ জানিতে পারিয়াছেন যে ঐ কালেজের নিমিত্ত প্রতিবৎসর বিস্তর টাকা খরচ হয় অথচ তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না, অতএব তাঁহারা নূতন নিয়ম করিয়াছেন যে নিম্ন পদস্থ সিবিলিয়ানেরা জিলায় গমন করিয়া মাজিষ্ট্রেটদিগের সহকারিরূপে নিযুক্ত থাকিবেন এবং সেইখানেই তাঁহারদিগের এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষা কার্য্য শিক্ষা ও প্রজাদিগের আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি প্রভৃতির শিক্ষা হইবেক, ছয়মাসের পরে তাঁহারদিগকে কলিকাতায় আসিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের পরীক্ষকদিগের সমীপে পরীক্ষা দিতে হইবেক, তাহাতে যে ব্যক্তি সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবেন তিনি ১০০০ টাকা পর্য্যন্ত পারিতোষিক পাইবেন।

আমারদিগের রাজপুরুষেরা নূতন সিবিলিয়ানগণের নিমিত্ত এই নিয়ম করিয়া তাঁহারদিগের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু জিলায় গিয়া ঐ সাহেবরা যেরূপ শিক্ষা করিতেছেন তাহা অনেকেই জানিতেছেন, কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে থাকাতে তাঁহাদের এক প্রকার ভয় ছিল···এইক্ষণে আর সেই ভয় নাই, প্রদেশ মধ্যে কেবল শিবাদি পশু হনন করিতেছেন এবং নীল কুঠির সাহেবদিগের সহিত প্রণয় বন্ধন হইতেছে···অতএব সিবিলিয়ানেরা এইরূপে ভাষা শিক্ষা বা কার্য্য শিক্ষা করিলে দেশের যেরূপ উপকার হয় তাহা বিজ্ঞলোকেরাই বুঝিবেন···নিম্ন পদস্থ সমুদায় সিবিলিয়ানদের যদি পরীক্ষা করা যায় তবে ১০০ ব্যক্তির মধ্যে ১০ ব্যক্তিও উত্তীর্ণ হইতে পারেন না।

শিল্প বিদ্যালয় (সম্পাদকীয়) । ১২. ২. ১২৬১ । ২৪. ৫. ১৮৫৪

আমরা পরম আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে এতন্নগরস্থ লোকদিগের শিল্পবিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কতিপয় এতদ্দেশীয় ও ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহি মহানুভব একত্রিত হইয়া এক শিল্প বিদ্যালয় সংস্থাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন অতএব আমরা ভরসা করি যে সুবিজ্ঞ বিদ্যোৎসাহি মহাশয়েরা আপনাপন সন্তানদিগকে উক্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যোপার্জ্জনার্থ প্রেরণে সমুচিত উৎসাহ প্রদান করিবেন…

শ্রীলশ্রীযুত রাজা প্রতাপনারায়ণ [চন্দ্র] সিংহ বাহাদুর এই বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্বাহার্থ তাঁহারদিগের চীৎপুর রোডে যে অপূর্ব্ব অট্টালিকা আছে, তাহা বিনা ভাড়ায় অর্পণ করিয়াছেন, এবং নিম্নলিখিত মহোদয়েরা নীচের লিখিত মুদ্রা দান করিয়াছেন।

	এককালীন দান	মাসিক
শ্রীযুত এচ্ গুডউইন	১০০৲	১০৲
,, সি, আলান	২০০৲	১০৲
,, এ, মকট মিলস্	১০০৲	৫৲
,, আর, বার্লো		৫৲
,, আলথর বুলার		৫৲
,, জে, কলবিল		৫৲
,, সিসিল, বিডন	১০০৲	১০৲
,, বি, পিকক্	১০০৲	
,, রামগোপাল ঘোষ		
রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ		৮৲
বাবু রমানাথ ঠাকুর		৫৲
,, প্রসন্নকুমার ঠাকুর		১০৲
,, রাজেন্দ্র দত্ত	১০০৲	
রাজা সত্যচরণ ঘোষাল	১০০৲	
শ্রীযুত আই লো	১৫০৲	
,, সেয়ার উড কোম্পানি	১৫০৲	
,, উইলিয়ম রিচি	৬০৲	১০৲
,, এডওয়ার্ড গুডিব	৬০৲	৩৲
,, জে জেক্সন	৬০৲	৫৲
বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১০০৲	৫৲
শ্রীযুত আবরক্রমবি, ডিক্	১০০৲	

	এককালীন দান	মাসিক
শ্রীযুত এ, সি বিডওয়েল	১০০৲	১০৲
,, ডবলিউ জি ইয়ং	১০০৲	
,, ডবলিউ জে বিডেন	১০০৲	
,, ডবলিউ, এচ, আলিয়েট	৫০৲	
,, এফ, এ, লসিংটন	২৫৲	
,, ডবলিউ, ই বেকর	১০০৲	
,, এ, সি, ম্যাক্রি	২৫৲	
,, আর, এম ষ্টিবিলসন	২৫৲	
,, এ গ্রোট	৫০৲	
বাবু রমাপ্রদাস রায়	৫০৲	
শ্রীযুত হজসন্ প্রাট	১০৲	
,, আর ওয়াটসন	১০৲	
,, টি, সি, কোই	২৫৲	
,, জে চর্চ্চ	২০৲	
,, হামিলটন কোম্পানি		
,, কাপ্তান উইলি	২৫৲	
,, বারণ কোম্পানি		
,, জে, এফ কোটনি		
,, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০০৲	
নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
গোবিন্দচন্দ্র সেন	৫০৲	
জে, গ্রে	১০০৲	

প্রেসিডেন্সি কালেজ (সম্পাদকীয়)। ১২. ২. ১২৬১। ২৪. ৫. ১৮৫৪

প্রেসিডেন্সি কালেজ নামক বিদ্যালয়ের কার্য্য যেরূপ নিয়মে নির্ব্বাহ হইবেক তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, পাঠক মহাশয়েরা তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন, শিক্ষা কৌন্সেলের মেম্বর মহাশয়েরা ঐ বিষয়ে সম্প্রতি এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, যেহেতু নূতন কালেজে আইন শিক্ষা করণের নূতন পদ্ধতি হইবেক, এবং তাহাতে ছাত্রেরা সুশিক্ষিত হইলে, সুপ্রিম কোর্টে ও সদর আদালতে ওকালতি ও মুন্সেফি সদর আমিনী এবং ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন, সুপ্রিম কোর্টের কোন

সম্প্রতি কৌন্সেলি সাহেব নূতন কালেজের আইন শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হইবার কল্পনা আছে।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ (সম্পাদকীয়)। ২০. ২. ১২৬১। ১. ৬. ১৮৫৪

গত সংখ্যক "ইবিনিং মেল" নামক ইংরাজী পত্রে তৎ সম্পাদক হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজের অবস্থা ও অধ্যক্ষদিগের কার্য্য, ছাত্রগণের ব্যবহার ও প্রধান পক্ষের দুরাচরণ উল্লেখ পূর্ব্বক যে এক প্রবন্ধ প্রকটন করেন হরকরা পত্রে সে প্রবন্ধ উদ্ধৃত হওয়াতে অনেকে অনেক প্রকার বিবেচনার আলোচনা করিতেছেন এবং ইহার তথ্যাতথ্য জানিবার নিমিত্ত কোন কোন মহাশয় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন…

"হিন্দু মেট্রোপলিটান" কালেজের বিষয় এবং অধ্যক্ষগণের ব্যাপার আমরা যাহা জ্ঞাত আছি তাহা সর্ব্বতোভাবেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ তথায় কয়েকজন সুপণ্ডিত শিক্ষক আছেন ভারতবর্ষ মধ্যে অপর কোন বিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষক নিয়োজিত নাই, অতএব কোন রকম অনিয়ম, ও কু ব্যবহার হইবার, অথবা বালক বৃন্দের অসন্তোষ জন্মিবার সম্ভাবনাই বা কি ?…

বিদ্যাসাগর। ২৫. ৩. ১২৬১। ৮. ৭. ১৮৫৪

আমরা অপর্য্যাপ্ত সন্তোষ সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি, রাজপুরুষেরা শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ৫০০ টাকা মাসিক বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারীর পদে ৩০০ টাকা পাইয়া থাকেন, অধুনা বঙ্গভাষার বিদ্যালয় সকলের তত্ত্বাবধারণ জন্য ঐ নূতন পদে অতিরেক ২০০ টাকা প্রাপ্ত হইবেন, এবং ঐ বর্ত্তমান পদের নিমিত্ত তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে "কান্ট্রলর আব বর্ণাকিউলর স্কুলস্" এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমরা শুনিলাম লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর শ্রীযুত হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন, এবং কহিয়াছেন, এ ব্যক্তি যদ্রূপ যোগ্য ও মহানুভব তাহাতে ইঁহাকে ১০০০ টাকা বেতন দেওয়াই কর্ত্তব্য হয়। বোধকরি এই সুসংবাদে এতদ্দেশীয় বিদ্যানুরাগি মনুষ্য মাত্রেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন।

বিশ্ববিদ্যালয় (সম্পাদকীয়)। ৪. ৪. ১২৬১। ১৮. ৭. ১৮৫৪

অস্মদ্দেশীয় জনগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে দেশাধিপতি মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক যে কয়েকটি প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ কল্যাণকর এবং বিশেষ প্রার্থনীয় বটে, তবে বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষা বিষয়ক নিয়ম সংস্থাপন ও শিক্ষক নিযুক্ত করণ ইত্যাদি সমস্ত শিক্ষাকার্য্যের তত্ত্বাবধারণ ও কর্ত্তৃত্ব করণ বিষয়ে প্রতি প্রদেশে যে এক এক ব্যক্তি কর্ত্তা নিযুক্ত করিবার কথা উত্থাপিত হইয়াছে তাহার হিতাহিতের বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ-

রূপে বিবেচনা করিতে পারিতেছি না, কেননা যে সমস্ত মহন্মনুষ্যকর্ত্তৃক ঐ মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে তাঁহারা অবশ্যই শিক্ষা পদ্ধতিপক্ষে অতি সুনিপুণ এবং তাহার সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াই এমত যুক্তি স্থির করিয়াছেন, বিশেষতঃ এক ব্যক্তির হস্তে কোন কার্য্যের সকল ভার সমর্পিত হইলে এবং কোন বিষয়ে এক ব্যক্তির আধিপত্য হইলে যে সমস্ত শুভাশুভ ঘটিতে পারে তাহার সমস্ত বিষয় বিচার না করিয়া এবং তাহার কার্য্য-কারণ বিষয়ক সকল সম্বন্ধ নির্ণয়পূর্ব্বক সে বিষয়ে পরিণাম দৃষ্টি না রাখিয়া যে তাঁহারা উক্ত প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন ইহাও কোনমতে সঙ্গত হইতে পারেনা, অতএব এ বিবেচনায় উক্ত নিয়মকে শিক্ষাপ্রণালী বিষয়ে যথাযুক্ত ও বোধ করিতে হয়, এবং এদেশের প্রজার পক্ষেও শুভদায়ক বলিতে হয়, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাতে অন্যান্য ভারও উপলক্ষিত হইতে পারে, যেহেতু শিক্ষা বিষয়ক কার্য্য বিবেচনা করা সহজেই সুকঠিন, তাহাতে আবার বহু লোক সংক্রান্ত হইলে ততোধিক কঠিন হইয়া উঠে কোন এক দেশের লোককে শিক্ষা প্রদান করিতে হইলেও সেই দেশীয় সমস্ত লোকের বুদ্ধি সাধ্য, রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার ইত্যাদি সকল বিষয় বিচার করা নিতান্ত আবশ্যক হয়। কোন্ বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা করিতে দেশীয় লোকের স্বাভাবিক শক্তি আছে, কি শিক্ষা করিতেই বা তাহারদিগের প্রবৃত্তি এবং কোন্ বিষয়ে শিক্ষা করিলেই বা তাহারদিগের প্রকৃত হিত হইতে পারে ও সময়ে সময়ে তাহারদিগের শক্তি প্রকৃতির পরিবর্ত্তনানুসারে কিরূপেই বা শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয়, এ সমস্ত বিষয় বিশেষ করিয়া সর্ব্বদা বিবেচনা করিতে হয়, অতএব এতাদৃশ বৃহৎ ব্যাপার যে এক ব্যক্তির কর্ত্তৃত্বাধীনে রক্ষা করিলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, ইহা আমারদিগের বিবেচনা হয় না। ভারতবর্ষে ইংরাজরাজাদিগের অধীনে এপর্য্যন্ত যে প্রকার কতিপয় ব্যক্তির সংযোগে একটি শিক্ষা বিষয়ক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে, আমার-দিগের বিবেচনায় সেই প্রথাই উৎকৃষ্ট বোধ হয়, কেন না তাহাতে সহসা কোন ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা নাই, এক ব্যক্তির বিবেচনায় কোন দোষ থাকিলে অপর একজন তাহা সংশোধন করিতে পারেন, একজনের বিবেচনায় ত্রুটিতে বহুলোককে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না, কিন্তু একজনের হস্তে সকল ভার থাকিলেও এক ব্যক্তির একাধিপত্য হইলে তাহার বিবেচনার ত্রুটি আর কোনমতেই সংশোধিত হইবার উপায় হয় না এবং তৎকর্ত্তৃক সাধারণ প্রজাদিগকে মহা ক্লেশ ভোগ করিতেই হয়, এক জনের বুদ্ধি যে সর্ব্বদাই স্থির থাকিবেক, সকল বিষয় বিচার করিতে শক্ত হইবেক, এবং এক জনের বিবেচনা যে সর্ব্ব প্রকার দোষশূন্য হইবেক ইহা কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না, সুতরাং যে সমস্ত বিষয় অতি বৃহৎ অতি কঠিন এবং যাহার সহিত সাধারণের সম্বন্ধ থাকে, সে সমস্ত ব্যাপারে একব্যক্তিকে কর্ত্তা করা কোনমতেই যোগ্য হইতে পারে না, তাহা বহু লোকের বিবেচনার অধীনে রাখাই কর্ত্তব্য, অতএব শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন বিষয়ে এক সভা নিযুক্ত থাকাই বিধেয়, তবে বর্ত্তমান শিক্ষা

...জের মধ্যে কোন কোন বিষয় সংশোধন করণে কি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট নিয়ম-ভুক্ত হওনে ...নি নাই, অর্থাৎ উপস্থিত শিক্ষা-সমাজাপেক্ষা কোন নূতন সংশোধিত প্রকারে ...ক্ষা সমাজ স্থাপন করা আমারদিগের প্রার্থনীয় বটে।

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার যে কল্পনা স্থির হইয়াছে তাহা অতি উত্তম, ...লণ্ড দেশে যে সমস্ত বিশ্ব বিদ্যালয়ে যে যে প্রকার বিদ্যার শিক্ষা হইয়া থাকে এদেশীয় ...কে তাহার কোন বিষয়ই শিক্ষা করিতে অক্ষম নহে, কেবল শিক্ষার অভাবে, রাজ পুরুষ-...গের দয়ার অভাবেই তাহারা সে সমস্ত বিষয়ক জ্ঞান লাভে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, ...দেশে বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া অত্রস্থ প্রজাদিগকে তদুপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিলে ...তদিনে তাহারা নানা বিষয়ে উপযুক্ত হইতে পারিত অনেক বিষয়ে রাজপুরুষদিগের ...হকারি হইত এবং আপনারাও অশেষ সৌভাগ্য ভাগি হইতে পারিত তাহারা ...কান অংশেই উপযুক্ত ইংরাজদিগের অপেক্ষা ন্যূন হইত না, তবে বর্ণে যাহা কিছু বৈলক্ষণ্য ...কুক, যাহা হউক, আমরা এত দিনে জানিলাম যে আমারদিগের এদেশে সৌভাগ্য শশী ...দয় হইবার উপক্রম হইয়াছে, আর দুর্ভাগ্যরূপ ঘোরান্ধকার ভারতভূমিতে স্থান পায় না; ...খন ভূপতি প্রজার প্রতি সদয় হইয়াছেন, প্রজার দুঃখে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন তখন ...র প্রজার দুঃখ কি।

সম্পাদকীয়। ৬. ৪. ১২৬১। ২০ ৭. ১৮৫৪

অধুনা প্রজাদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিশিষ্টরূপ মনোযোগ হইয়াছে, ...লাতের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়েরা এতদিনের পর জানিতে পারিয়াছেন যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা ...দ্যাশিক্ষা করিলেই তাঁহারদিগের সুখ্যাতি শশাঙ্ক নিষ্কলঙ্ক হইবেক, এবং রাজকর্ম্ম ...কল সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক, পূর্ব্বতন সাহেবদিগের এমত ঘৃণিত সংস্কার ...ছল যে, এদেশের প্রজারা পশু তুল্য, কোন বিশেষ কার্য্যের উপযুক্ত নহে, এইক্ষণে সেই ...সংস্কারের প্রায় শেষ হইয়াছে, রাজপুরুষেরা জানিতে পারিয়াছেন, এখানকার লোকেরা ...কল বিষয়ে শিক্ষা করণের যোগ্য, তাহারদিগের বিলক্ষণ বুদ্ধিস্ফূর্ত্তি আছে, বিশেষতঃ ...াঙ্গালিরা অতিশয় রাজানুগত, প্রভুভক্ত ও কার্য্যক্ষম, মৃত মহাত্মা লার্ড উইলিয়ম বেণ্টিক ...াহাদুরের নির্ণীত সুনিয়মানুসারে যে সকল বাঙ্গালির প্রতি ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটি ও ...ডেপুটি কালেক্টরি অথবা মুন্সেফি কিম্বা সদর আমীনি ইত্যাদি যে যে কার্য্যে ভার অর্পিত হইয়াছে তত্তাবতেই তাঁহারা সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছেন······

আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনরল লার্ড ডেলহৌসী সাহেব অভিনব প্রেসিডেন্সি কালেজ সংস্থাপন বিষয়ের নিয়মাদি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক শিক্ষা কৌন্সিলের অভিপ্রায় গ্রহণ করিয়া বিলাতে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন তাহা গ্রাহ্য হওন বিষয়ে কোন আশঙ্কা নাই, একারণ বিলাতের পত্র আসিবার পূর্ব্বেই এখানে শিক্ষক নিয়োগের কার্য্য ধার্য্য হইয়াছে।

আমরা গত মঙ্গল বাসরীয় ইংলিসম্যান পত্রপাঠে অবগত হইলাম যে হিন্দুকালেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্ট যাহা হিন্দু স্কুল নামে বিখ্যাত হইয়াছে, মেং গ্রিসেন্থোয়েট সাহেব তথাকার প্রেসিডেন্সি কালেজের লিট্রেচর বিদ্যার উপদেশক হইয়াছেন, লা মার্টিনিয়র কালেজের শিক্ষক মেং উইলসন ষ্টীল সাহেব উক্ত উভয় বিদ্যালয়ের মেথেমেটিক বিদ্যার উপদেশকের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, হিন্দু কালেজের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের সুশিক্ষিত ছাত্র বাবু মহেন্দ্রলাল সোম হিন্দু কালেজের মেথেমেটিক বিদ্যার শিক্ষক হইয়াছেন···· এই সকল পদ পরিবর্ত্তনেব সংবাদ দ্বারা বিলক্ষণরূপে প্রতীতি হইতেছে যে প্রেসিডেন্সি কালেজ সংস্থাপন বিষয়ে বিলাতের কর্তৃপক্ষদিগের কোন আপত্তি নাই।

বিদ্যাশিক্ষা (সম্পাদকীয়) ১৩. ৪. ১২৬১। ২৭. ৭ ১৮৫৪

লণ্ডন টাইম্‌স পত্রে কোন বিচক্ষণ পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন যে, "ভারতবর্ষ-বাসি প্রজাদিগের পক্ষে এইক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা করা কর্ত্তব্য হয় কারণ ক্রমে তাঁহারদিগের প্রতি প্রধান প্রধান রাজকার্য্যের ভার অর্পিত হইবেক। "পার্লিয়ামেণ্টের নিয়োজিত কমিটি কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বিষয়ে যে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কর্তৃপক্ষ মহাশয়েরা বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন যে এখানকার লোকেরা কার্য্যক্ষম বটেন" সাহেবের এই লেখা পাঠে আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিষয়ে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রভুত্ব থাকিবেক, কোর্ট অফ ডৈরেক্টরস সাহেবেরা কর্তৃত্ব করিবেন, সিবিলিয়ান নিয়োগের নিয়ম প্রচলিত থাকিবেক সেই পর্য্যন্ত পত্রপ্রেরক মহাশয়ের লেখা কিছুতেই সিদ্ধ হইবেক না, ছোট আদালতে ও কলিকাতা পুলিসে এই দুই স্থানে দুইজন বাঙ্গালিকে নিযুক্ত করিয়াই কোর্ট অফ ডৈরেকটর্স সাহেবেরা মহা বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক ব্যক্ত করিয়াছেন যে তাঁহারা সদ্বিদ্বান প্রজাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে বিরত নহেন। এবারে পার্লিয়ামেণ্ট কোন ব্যক্তি ঐ বিষয়ের প্রস্তাব উপস্থিত করিলে আবার বলিবেন যে মৃত মহাত্মা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কষ্টম কালেক্টর সাহেবের সহকারির পদে নিযুক্ত করিয়াছেন; নূতন চার্টরের নূতন নিয়মানুসারে শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি ক্লার্কের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, এই উক্তি শ্রবণ করিয়া পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বরগণ কোনমতেই কোম্পানিদিগের বিপক্ষ হইবেন না বরং তাঁহারদিগের পক্ষ হইয়া বক্তৃতা করিবেন, কিন্তু যাঁহারা ভারতবর্ষ বিষয় বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন তাঁহারা এই প্রলোভবাক্যে মুগ্ধ হইবেন না, ফলতঃ আক্ষেপের বিষয় এই যে তাঁহারদিগের সংখ্যা অধিক নহে, অধিকাংশের অন্তকরণে যদ্যপি ভারতবর্ষের মঙ্গল করিবার অনুরাগ থাকিত তবে চার্টরের বিচার সময়েই ঘৃণিত নিয়মাদি পরিবর্ত্তন হইত। মূর্খ সিবিলিয়ানেরা মামার শ্যালার পিসের প্রতিবাসির অনুরোধ পত্রের দ্বারা পদস্থ হইয়া আমারদিগের ধন প্রাণের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারিতেন না।

পরন্তু পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা যে কথা বলিয়াছেন কালে তাহা সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সেই শীঘ্র আসিবেক না, বিলাতের বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের পক্ষপাত দোষের উচ্ছেদ না হইলে সেই কালের উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই, অপিচ পত্রপ্রেরক মহাশয় এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগকে বিদ্যানুশীলনার্থ যে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা অতি আবশ্যক বটে, কারণ বিদ্যার বিমল কিরণ দ্বারা তাঁহারদিগের অন্তঃকরণস্থ ধ্বান্তরাশি বিনাশ হইলে তাঁহারা আপনারাই স্বদেশের উপকার সাধনে যত্নবান হইবেন, এবং রাজপুরুষেরা তাহাতে কোন প্রকার কৌশল জাল বিস্তার করিলে তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবেক, আমরা সাতিশয় ব্যগ্রতার সহিত সেই শুভ কালের প্রত্যাশা করিতেছি।

শিল্প বিদ্যালয় (সম্পাদকীয়)। ১৫. ৪. ১২৬১। ২৯. ৭ ১৮৫৪

শিল্পাদি বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন নিমিত্ত এই মহানগরের মধ্যে যে এক বিদ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, অধুনা তাহার কোন কথা শ্রবণ করা যায় না, ঐ বিদ্যালয়ের জন্য চাদার অনুষ্ঠান হইয়াছে, শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ তাহার নিমিত্ত চীৎপুরের রাস্তার পার্শ্বভাগে এক উত্তম বাটী দিতে সম্মত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টও তদ্বিষয়ে বিহিত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তথাচ কেন বিদ্যালয় স্থাপিত হইল না আমরা তাহার হেতু অবধারণে অক্ষম। সাহিত্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি নানা বিদ্যার উপদেশ গ্রহণ করিয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা যখন বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইতেছেন তখন তাঁহারা শিল্পাদি বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইতে পারিবেন তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব যে বিদ্যার অনুশীলনে এ দেশের সমূহ মঙ্গল সম্ভাবনা, সেই বিদ্যা বিতরণ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অমনোযোগী হওয়া কদাচ উচিত হইতে পারে না।

পরমেশ্বরের প্রসাদে এই ভারতবর্ষ মধ্যে সোরা, গন্ধক, নীল, হরিতাল, তাম্র, শোলাক, লাকডাই, পাট, শোন, পসম, তুলা, লৌহ সীসক ইত্যাদি বিবিধ বস্তু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সমস্ত দ্রব্য জাহাজ যোগে বিলাতে প্রেরিত হওয়াতে তথাকার লোকে শিল্পাদি বিদ্যা প্রভাবে বিচিত্র বিচিত্র বস্তু প্রস্তুত করিয়া পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন ও সেই দ্রব্যসকল ভারতবর্ষেও আসিয়া থাকে তাহাতে জাহাজ ভাড়া, মহাজনের লাভ, রাজার মাশুল ইত্যাদিতে অনেক ব্যয় হইয়াও বণিকেরা সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় পূর্ব্বক বিপুল বিত্ত লাভ করিতেছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা শিল্পবিদ্যায় শিক্ষিত হইলে, তাঁহার স্বদেশজাত বহু বস্তুর দ্বারা বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন, তাহাদিগকে জাহাজের ভাড়া, মাশুল ও মহাজনের লাভ ইত্যাদি কিছুই দিতে হইবেক না। যাহারা দ্রব্যাদি বিক্রয় করে তাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া নানা-প্রকার শোভাকর ও মনোহর ও অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে পারিবেন, এবং তত্তাবৎ অতি সুলভ মূল্যে এ দেশে বিক্রয় হইতে পারিবেক। এক্ষণে যে বিলাতি

লণ্ঠন বাজারে ১৬।২৪ টাকায় যোড়া বিক্রয় হইতেছে, এদেশের লোকেরা লণ্ঠন প্রস্তুত করিতে পারিলে তাহার যোড়া ছয় সাত টাকায় বিক্রয় করিতে পারিবেক, এবং সামান্য কাঁচ নির্ম্মিত আলোকাধার সকল সামান্য মূল্যে বিক্রীত হইলে দুঃখি প্রজার পর্ণ কুটীর মধ্যেও তাহার ব্যবহার হইতে পারিবেক।…

পরন্তু যাঁহারা শিল্পাদি বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইবেন, তাঁহারদিগের সামান্য উপকার দর্শিবেক না, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় অনুশীলনের আধিক্য সহকারে যত নৈপুণ্য প্রকাশ করিতে পারিবেন ততই এই ভারতবর্ষের সৌভাগ্য ও গৌরব প্রকাশ হইতে পারিবেক, পুরাকালে এই রাজ্যের প্রজারা শিল্পাদিবিদ্যায় পরম নিপুণ ছিলেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ অদ্যাপিও রাজ্যের স্থানে স্থানে স্তম্ভ, মন্দির, পুল, দুর্গ, জল-প্রণালী ইত্যাদি নির্ম্মিত আছে। কতকাল গত হইয়া গিয়াছে তথাচ তাহার কোন অংশের বিকৃতি হয় নাই, ঢাকার লোকেরা যে প্রকার বস্ত্র ও তৈজসাদি প্রস্তুত করে ইংরাজেরা বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও সেইরূপ প্রস্তুত করিতে পারেন নাই, ইহার প্রমাণ ঢাকাই উড়্যানি ও বিলাতি ঢাকায়ের ন্যায় উড়্যানিতেই বিশেষ প্রকাশ আছে। আমরা আর দৃষ্টান্ত লিখিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা লিখিলাম এই বিস্তর হইল। এতদ্দ্বারা পাঠক মহাশয়েরা অবশ্য বিবেচনা করিবেন যে এদেশের লোকেরা শিল্পবিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হইলে তাহাতে অবশ্য নিপুণতা দর্শাইতে পারিবেক।

রাজার সাহায্য ব্যতীত কোন দেশেই কোন প্রকার শিক্ষার আতিশয্য হয় না। পূর্ব্বে নৃপতিরা এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের শিল্পবিদ্যা শিক্ষার সাতিশয় সমাদর করিতেন, এক রূপ তাহার বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইয়াছিল, আধুনিক রাজ্যাধিপতি মহাশয়দিগের এরূপ এক প্রবল ভ্রান্তি আছে যে তাঁহারা স্বদেশ ব্যতীত অন্যদেশজাত কোন দ্রব্যের প্রশংসা বা ব্যবহার করেন না……কলিকাতা নগরে যে শিল্পাদি বিদ্যার উপদেশ প্রদান নিমিত্ত যে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য করা অতি আবশ্যক, এতদ্দেশীয় লোকেরা অন্যান্য বিদ্যায় যেরূপ নিপুণতা দর্শাইয়াছেন, শিল্প বিদ্যাতেও সেরূপই দর্শাইবেন, এবং তাহাতে সুশিক্ষিত হইলে আর কেহ দাসত্বপ্রিয় হইবেন না।…

মেডিকেল কলেজ (সম্পাদকীয়)। ২৭. ৪. ১২৬১। ১০. ৮. ১৮৫৪

মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের নিমিত্ত সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে তাঁহারা যদবধি কার্য্যপ্রাপ্ত না হইবেন তদবধি ৫০ টাকার হিসাবে বেতন পাইবেন, কিন্তু কার্য্য বিশেষের ভারপ্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের বেতন ১০০ টাকা হইবেক, ঐ বেতন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত থাকিবেক, পরে তাহারা দ্বিতীয়বারে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে বেতন ১৫০ টাকা হইবেক। এই নিয়ম সাধারণ রূপেই প্রচলিত আছে। ফলতঃ যাঁহারা রেঙ্গুনে কার্য্য পাইবেন তাঁহারদিগকে এই নিয়মের অধীন করিলে কোন মতেই

সঙ্গত হইতে পারে না, কারণ রেঙ্গুন অতি কদর্য্য দেশ, তথায় খাদ্য দ্রব্যাদি অতি দুর্ম্মূল্য এবং জাহাজারোহণ না করিলে তথায় যাইবার কোন উপায় নাই, অতএব যে সকল ব্যক্তি প্রথমে সাব এসিষ্টেণ্ট সারজনের পদে অভিষিক্ত হইবেন তাঁহারা সিবিল ষ্টেসিয়ান ও জেলখানার চিকিৎসা করণের ভার পাইবেন আর তাঁহাদিগের বেতন প্রতি মাসে প্রথমত ১০০ টাকা হইবেক এবং ৭ বৎসর পর তাঁহারা পরীক্ষা দিলে ঐ নির্দ্দিষ্ট বেতনের দেড়গুণ পাইবেন, এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সুপ্রেনটেণ্ডেণ্ট সারজন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকটে রিপোর্ট করাতে গবর্ণমেণ্ট তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন, অতএব অল্প বেতন বলিয়া মেডিকেল কালেজের ছাত্ররা যে আপত্তি করিয়াছিলেন গবর্ণমেণ্ট অতি সুকৌশলে তাহা নিবারণ করিলেন।···

শিল্প বিদ্যালয়। ২৯. ৪. ১২৬১। ১২. ৮. ১৮৫৪

আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সঙ্কল্পিত শিল্প বিদ্যালয় আগামি সোমবারাবধি খোলা হইবেক, তাহার নিয়ম সকল পাঠকবর্গ বিজ্ঞাপন স্থলে দৃষ্টি করিবেন, ঐ বিদ্যালয়ের দ্বারা সাধারণের যেরূপ উপকার সম্ভাবনা আমরা তা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এতদ্দেশীয় লোকেরা অন্যান্য বিদ্যায় যেরূপ পারদর্শি হইতেছেন, শিল্পবিদ্যায়ও তদ্রূপ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমত ঐ বিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা ও পুত্তলিকাদি গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক, পরে অন্যান্য বিষয়ে ছাত্রগণ উপদেশ প্রাপ্ত প্রাপ্ত হইবেন, শিল্পবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন শাখা সাধারণের পক্ষে যদ্রূপ প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থিগণের পক্ষে তদ্রূপ আনন্দজনক, বিশেষতঃ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর বিকৃতেতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তু প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা নানাপ্রকার মনোহর ও শোভাকর দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করণে পারগ হইলে বিলাতীয় লোকদিগের ন্যায় এতদ্দেশীয় সাধারণ ব্যক্তিদিগের গৃহাদি সজ্জীভূত হইতে পারিবেক, আত্মীয় বন্ধুগণের চিত্র প্রতিমূর্ত্তি সকল অনায়াসে অথচ অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত হইলে সামান্য উপকার দর্শিবেক না অতএব যে সকল মহাশয়েরা এই বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন আমরা তাহাদিগকে অসংখ্য ধন্যবাদ করিলাম······

শিল্প বিদ্যালয়। ৯. ৫. ১২৬১। ৩৪. ৮. ১৮৫৪

শিল্প বিদ্যাগারের কার্য্য অতি সুনিয়মে নির্ব্বাহ হইতেছে। তথাকার সেক্রেটারী শ্রীযুত হজসন প্রাট্ সাহেব ও অন্যান্য অধ্যক্ষেরা এরূপ নিয়ম করিয়াছেন যে চিত্রবিদ্যার শিক্ষার শ্রেণীতে ৫০ জন ও মৃত প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করণ বিদ্যা শিক্ষার শ্রেণী ৪৫ জন আপাতত গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ঐ সংখ্যা প্রথম দিবসেই পরিপূর্ণ হওয়াতে প্রতিদিবস বহু ব্যক্তি তথায় গমন করত হতাশ হইয়া প্রত্যাগত হইতেছে, কর্ম্মাধ্যক্ষেরা যদ্যপি নূতন

ছাত্র নিয়োগ করেন তবে ৪।৫ দিবসের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা ৫০০ হইতে পারে, অধুনা অধিক শিক্ষক নাই, এ কারণ অধ্যক্ষেরা তাহাতে বিরত হইয়া সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে বিচক্ষণ ইঞ্জিনিয়ার কার্নেল গুড্উইন সাহেব ঐ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং মান্যবর মেং হজসন প্রাট্ সাহেবের সম্পূর্ণ যত্নে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে, আমরা আরো অবগত হইলাম যে কর্নেল মেকলৌড প্রভৃতি কতিপয় বিচক্ষণ ইংরাজ এই অভিনব বিদ্যালয়ের প্রতি সম্পূর্ণ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন এবং এদেশের পরম হিতকারী বন্ধু শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকেই যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়, তাঁহারা বিদ্যাগারের নিমিত্ত এক বৃহদ্বাটী প্রদান করিয়াছেন এবং অর্থ দিয়াও তাহার সাহায্য করিতেছেন, বিদ্যাবৃদ্ধির বিষয়ে উভয় মহাত্মার যে প্রকার অবিচলিত উৎসাহ অতি অল্পলোকের তদ্রূপ দেখা যায়।

শিক্ষা কৌন্সেলের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা এ পর্য্যন্ত শিল্প শিক্ষালয়ের প্রতি কোনরূপ উৎসাহ বা সাহায্য প্রদান করেন নাই, তাঁহারা কেবল তাহার কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কিন্তু ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বিচক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া বহিষ্কৃত হইলে এবং আপনাপন শিক্ষিত বিষয়ে নিপুণতা দেখাইলে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ পূর্ব্বক বিদ্যালয়কে রক্ষা করিবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমারদিগের সাপ্তাহিক সহযোগি খ্রীষ্টান এডবোকেট প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন যে অভিনব শিল্পবিদ্যালয়ে যখন সকল ধর্ম্মাবলম্বি ব্যক্তিদিগের শিক্ষা করিবার নিয়ম হইয়াছে তখন তাহা নূতন বাজারে স্থাপন করা উত্তম হয় নাই ·····ইংরাজ পল্লিতে স্থাপিত হইলেই উত্তম হইত, সম্পাদক মহাশয়ের এই লেখাতে কেবল ·····পক্ষপাত প্রকাশ পাইয়াছে·· বিদ্যালয় ইংরাজ পল্লিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে বাঙ্গালিদিগের গমনের ব্যাঘাত হইবেক, বিশেষত বাঙ্গালিদিগের শিক্ষার উদ্দেশ্যের জন্যই যখন তাহার সূত্রপাত হইয়াছে এবং এক ধনাঢ্য বাঙ্গালি পরিবার যখন বাঙ্গালি পল্লিতেই এক বৃহদ্বাটী প্রদান করিয়াছেন তখন বাঙ্গালি টোলায় না করিয়া ইংরাজ পল্লীতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করা কোন মতেই বিচার সিদ্ধ হইতে পারে না······

প্রেসিডেন্সি কালেজ। ২০. ৫. ১২৬১। ৪. ৯. ১৮৫৪

আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের বিশেষ হিতকারী, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া নামধারি সম্পাদক মহাশয় বিলাত হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন তদ্দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে রাজপুরুষেরা যে নিয়ম নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়দিগের সম্মতি গ্রহণার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহারা সম্পূর্ণ সম্মত হইয়াছেন, অতএব ঐ প্রস্তাবানুসারে কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সি কালেজ নামক বৃহদ্বিদ্যালয় স্থাপিত

হইবেক, এবং মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজ্যেও ঐরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হবার কল্পনা আছে, অতএব আমরা বর্ত্তমান গবর্নর জেনরল লার্ড ডেলহৌসি সাহেবের প্রশংসা লিখিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার প্রস্তাবানুসারেই অভিনব প্রেসিডেন্সি কালেজ সংস্থাপিত হইল।...... ঐ বিদ্যালয়ে বাইবেল পুস্তকের উপদেশ প্রদানের নিয়ম নির্দ্ধারিত না হওয়াতে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রের অভিনব সম্পাদক মহাশয় বৃহদ্বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক......বৈরক্তি ভাব প্রকাশ করিয়াছেন কোর্ট অফ ডৈরেক্টর্স অতি সুবিবেচনাপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে প্রকাশ্যরূপে বাইবেল পুস্তকের উপদেশ প্রদানের কোন নিয়ম নির্ণীত হইবেক না......

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন (সম্পাদকীয়)। ২২. ৫. ১২৬১। ৬. ৯. ১৮৫৪

প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে সংপ্রতি রাজপুরুষগণের বিশিষ্টরূপ অনুরাগ হইয়াছে, শিক্ষা কৌন্সেল একেবারে উঠিয়া যাইবেক, তাহার মেম্বরগণ অভিনব প্রেসিডেন্সি কালেজের তত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত হইবেন, আর একজন বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি শিক্ষা সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ভার অর্পিত হইবেক, তাঁহার অধীনে কয়েকজন তত্বাবধায়ক থাকিবেন, তাহারা সকল জিলায় পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শিক্ষা বিষয়ক নিয়মাদি দর্শন ও ছাত্রদিগের পরীক্ষা ইত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, অধুনা নিয়মাদি নির্দ্ধারণ করিবার ভার শিক্ষা কৌন্সেলের প্রতি সমর্পিত থাকাতে মেম্বর মহাশয়দিগের বিচার ও অভিমত গ্রহণার্থ যে বিলম্ব হইত তাহা কিছুই হইবেক না, অতএব নূতন নিয়ম অতি উত্তম হইয়াছে। বিলাতে ইউনিবার্সিটি নামক যেরূপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত আছে কলিকাতা মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই তিন রাজধানীতেই সেইরূপ প্রধান বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবেক, তথায় ছাত্রগণ ইংলণ্ড প্রভৃতি বিবিধ রাজ্যে ভাষা শিল্প ও জ্ঞান ও সাহিত্য ও গণিত ইত্যাদি তাবৎ প্রকার বিদ্যার উপদেশ প্রাপ্ত হইবেন, কিন্তু কোন বিদ্যালয়েই কোন প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদত্ত হইবেক না ফলতঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষা জন্য যে সময় নিরূপিত থাকিবেক ছাত্রগণ সেই সময়ের মধ্যে বাইবেল পাঠ করিতে পারিবেন না। কোন মিসনারি সাহেবও কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইবেন না, এই সুবিবেচনার জন্য আমারদিগের বর্ত্তমান গবরনর জেনারল লার্ড ডেলহৌসী সাহেব ও কোর্ট অব ডৈরেক্টর্স সভার বিচক্ষণ মেম্বর মহাশয়েরা বিজ্ঞ সমাজে যদিও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন তথাচ মিসনারি সাহেবেরা তাঁহারদিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।

বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ক অভিনব নিয়মের মধ্যে আরো লিখিত হইয়াছে যে, অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা রীতিমত পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিলে ইউনিবার্সিটি বিদ্যালয়ে অবৈতনিকরূপে নিযুক্ত হইতে পারিবেন, ইহাতেও মিসনারি সাহেবেরা বৈরক্তিভাব প্রকাশ করিতেছেন, কারণ, তাঁহারদিগের স্থাপিত কোন বিদ্যালয়েই ছাত্রদিগের প্রতি বেতন নিরূপিত হয় নাই, অতএব গবর্ণমেণ্ট উক্ত অনুমতি দ্বারা অতি কৌশলে মিসনারি

বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রাগুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, ইউনিবার্সিটি বিদ্যালয়ের নিমিত্ত অন্যান্য যে কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে তত্তাবৎ অতি উৎকৃষ্ট বলিতে হইবেক, আমরা সময়ান্তরে তদ্বিস্তারিত পাঠক মহাশয়দিগকে বিদিত করিব।

আমারদিগের রাজপুরুষেরাই হিন্দু কালেজ ভাঙ্গিয়াই কলিকাতা নগরে প্রেসিডেন্সি কালেজ স্থাপিত করিবেন, ঐ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে যে যে কথা লিখিয়াছিলাম তাহার সমুদয় অংশই সত্য, মেং সটক্লিপ, মেং বান ইত্যাদি যে কতিপয় শিক্ষক এইক্ষণে হিন্দু কালেজে নিযুক্ত আছেন তাহারা সকলেই প্রেসিডেন্সি কালেজে নিযুক্ত হইবেন, মেং রামচন্দ্র মিত্র ও বাঙ্গালা প্রফেসরের পদ গ্রহণ করিয়া প্রতিমাসে ৩০০ টাকা বেতন লইবেন, অতএব গবর্ণমেণ্টের আড়ম্বর কেবল শরৎকালের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় বলিতে হইবে, ফলের মধ্যে হিন্দু কালেজের নাম পরিবর্ত্তন ও তাহাতে সর্ব্বসাধারণ বালকদিগকে নিযুক্ত করণ ব্যতীত আর কোন ফল প্রত্যক্ষ হইল না, পরে কি হয় বলা যায় না কিন্তু এমত কল্পনা আছে যে অতি-শীঘ্র বিলাত হইতে কতিপয় উপযুক্ত শিক্ষক আগমন পূর্ব্বক শিক্ষা প্রদানের কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, আইন ও অন্যান্য বিষয়েও উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

হুগলি ও কৃষ্ণনগর এবং ঢাকা কালেজেরও অবস্থা পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা আছে, ঐ সমস্ত কালেজে কয়েকজন উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন এবং তথাকার ছাত্রেরা আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিদ্যারও উপদেশ পাইবেন। আর তথাকার ছাত্রেরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে বিনা বেতনে প্রেসিডেন্সি কালেজে আগমন করিতে পারিবেন, পরন্তু ছাত্রীয় বৃত্তি বিষয়ক যে যে নিয়ম হইয়াছে, তাহাও মন্দ হয় নাই, হিন্দু কালেজে হিন্দুদিগের প্রদত্ত যে টাকা ছিল তাহার উপস্বত্ব হইতে কতিপয় ছাত্রীয় বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন জাতীয় বা লোকেরা প্রাপ্ত হইবেক না, এতদ্ভিন্ন হিন্দু মহাশয়েরা অপর কতিপয় বৃত্তি দান করিয়াছেন, যথা মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপতি বৃত্তি ইত্যাদি হিন্দু প্রদত্ত বৃত্তি সকল হিন্দু ছাত্রেরাই পাইবেন। তদ্ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট যে সকল বৃত্তি দান করিবেন তাহা সাধারণ বালকেরা পাইবেন, অন্য যে কোন মহাশয় ভবিষ্যতে বৃত্তিদান করিবেন তাহা তাহার প্রার্থনানুসারেই প্রদান করা যাইবেক।

বঙ্গভাষানুশীলন বিষয়ে যে যে নিয়ম হইয়াছে আমরা তত্তাবৎ পাঠ করিয়া অশেষ আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, সেই নিয়মানুসারে বঙ্গ-ভাষায় শিক্ষা প্রদত্ত হইলে অল্পকালের মধ্যেই এই বঙ্গদেশে বঙ্গভাষার বিলক্ষণ প্রভাব উদ্দীন হইবেক, পণ্ডিতবর পরম বিদ্যানুরাগী শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গভাষায় শিক্ষাদানের তত্ত্বাবধারকের পদে অভিষিক্ত হইবেন, অতএব তিনি জাতীয় ভাষানুশীলনের প্রাচুর্য্য নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ উদ্যোগী ও মনোযোগী হইবেন তাহার সন্দেহ নাই, এই কলিকাতা নগরে ও অন্যান্য জিলায় বাঙ্গালা পাঠশালা সকল স্থাপিত হইবেক, তদ্বিষয়ে আমারদিগের যে অভিপ্রায় তাহা আগামিতে প্রকাশ করিব, অদ্য স্থানাভাব হইল।

কালেজে বাইবেল পাঠ (সম্পাদকীয়) ১০. ৬. ১২৬১ । ২৫. ৯. ১৮৫৪

এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের বিদ্যানুশীলনের নিয়মাদি নির্দ্ধারণ বিষয়ে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহার একস্থলে লিখিত আছে যে যদিও কোন স্কুল বা কালেজে বাইবেল বা অন্য কোন প্রকার ধর্ম্ম পুস্তকের উপদেশ প্রদান করা উচিত নহে, তথাচ আমরা বিবেচনা সিদ্ধ করিলাম যে কালেজ ও বিদ্যালয়াদির পুস্তকালয়ে বাইবেল থাকিবেক, বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে পুস্তকের উপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন, কিন্তু ছাত্রেরা প্রার্থনা না করিলে ঐ উপদেশ দিতে পারিবেন না। এই অন্যায় অনুমতি পাঠে আমারদিগের বিজ্ঞসহযোগী কলিকাতা লিটরেরি গেজেট প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছিলেন যে ধর্ম্ম বিষয়ে কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স সাহেবদিগের পক্ষপাত করা হইয়াছে, যখন তাঁহারা কোন বিদ্যালয়ে কোন ধর্ম্ম পুস্তকের উপদেশ প্রদান করেন না, তখন বাইবেল পুস্তকের বিষয়ে এই অনুজ্ঞা করাতে এক প্রকার মিসনারি মতের পোষকতা করা হইয়াছে, অতএব ঐ আজ্ঞা প্রচলিত না করিয়া রহিত করাই উচিত, সহযোগি মহাশয়ের এই মতকে অতি সঙ্গত বলিতে হইবেক, কিন্তু কি চমৎকার, মিসনারি মতের প্রতিপোষক পরধর্ম্ম নাশ তৎপর খ্রীষ্টান এড্‌বোকেট সম্পাদক মহাশয় এই লেখায় বিরক্ত হইয়া গত শনিবাসরীয় পত্রে বৃহদ্বাগাড়ম্বর পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে বালকদিগের ইচ্ছানুসারে, বিদ্যালয়ের নিয়মিত সময়ের পরে যখন বাইবেল উপদেশের অনুজ্ঞা হইয়াছে তখন ডৈরেক্টর সাহেবেরা দোষী হইতে পারেন না, বরং প্রশংসার ভাজন হইতে পারেন, কিন্তু আমারদিগের নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে গবর্ণমেণ্ট ঐ নিয়ম চলিত করিলেই হিন্দু মণ্ডলী ঐক্য হইয়া তাহার বিরুদ্ধে আবেদন পত্র অর্পণ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

সম্পাদকীয়। ১৮. ৩. ১২৬৩। ৩০. ৬. ১৮৫৬

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কি বিদ্যানুরাগ দৃষ্টি করা যাইতেছে, কিন্তু তাঁহারা যেরূপ আড়ম্বর করিতেছেন সেইরূপ ফলোদয় হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, প্রজাপুঞ্জের জাতীয় ভাষানুশীলনের প্রস্তাব আমরা পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করাতে বিলাতের কর্তৃপক্ষ মহাশয়েরা তদ্বিষয়ে কিঞ্চিদ্ব্যয় করণে স্বীকৃত হইয়াছেন বটে কিন্তু শিক্ষা কার্য্যের অধ্যক্ষতা পদে যে একটী সিবিলিয়ান মহাশয় অভিষিক্ত হইয়াছেন, তিনি কেবল আপনার বেতনের টাকা গণনা করিতেছেন, কার্য্য বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না, লার্ড ডেলহৌসি সাহেব স্বয়ং বিশেষোপযুক্ত ছিলেন, একাকী এই বৃহদ্রাজ্যের সমুদয় কার্য্য ধার্য্য করিয়াছেন, তিনি যে যে বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন যদিও তাহা এতদ্দেশীয় রাজা ও বাদশাহদিগের পক্ষে অতিশয় প্রমাদজনক ও সমূহ ক্লেশের নিমিত্ত হইয়াছে বটে, তথাচ যেরূপ সুকৌশলে সেই সমস্ত লিপি কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন তাহাতে

তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হইবেক, তিনি আপনি যেরূপ এক বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন সেইরূপ এক এক জন সিবিলিয়ানের প্রতি এক একটি বৃহৎ কার্য্য সম্পাদনের ভার প্রদান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার ন্যায় সুযোগ্য ও সুকৌশলসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং পোষ্ট আফিস ও বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ে বিশৃঙ্খল নিয়মাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই ভারতবর্ষ অতি বিস্তীর্ণ, ইংলণ্ড প্রভৃতি রাজ্যত্রয়ের অপেক্ষা দীর্ঘ বলিতে হইবেক। লার্ড ডেলহৌসি সাহেব এই সুদীর্ঘ রাজ্যের প্রজাপুঞ্জের বিদ্যানুশীলনের তত্ত্বাবধারণ নিমিত্ত একজন সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত করিয়াছেন, বিদ্যা শিক্ষা কাহাকে বলে এবং কিরূপে তাহার তত্ত্বাবধারণ করিতে হয় তাহা তিনি কিছুই জানেন না, পূর্ব্বে কোন জিলার মাজিষ্ট্রেটি বা কালেক্টরি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া অধুনা আপনার বিদ্যা বুদ্ধি বলেই হউক অথবা সৌভাগ্য বলেই হউক এই বৃহদ্রাজ্যের বিদ্যাধ্যাপন কার্য্যের প্রধানাধ্যক্ষ হইয়া বসিয়াছেন, সুতরাং আমারদিগের মনোমধ্যে যে প্রত্যাশা হইয়াছিল তাহা ক্রমে ক্রমে মলিন হইয়া আসিতেছে, গবর্ণমেণ্টে প্রজাদিগের জাতীয় ভাষা অধ্যয়ন নিমিত্ত যদিও অল্প পরিমাণে অর্থদানে স্বীকৃত হইয়াছেন, তথাচ সেই অর্থ ব্যর্থ ব্যয় হইতেছে, এই রাজধানী মধ্যে শিক্ষকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটি বিদ্যালয় হইয়াছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে তাহার মূলীভূত কারণ বলিতে হইবেক। আমারদিগের বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ঐ বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যান্য গ্রামে যে কতিপয় পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার অবস্থার কথা লিখিতে হইলে অন্তঃকরণে কেবল আক্ষেপ উপস্থিত হয়, ঐ সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতন ১৫ টাকা, ২০ টাকা অথবা ২৫ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যাঁহারা তত্তাবতের তত্ত্বাবধারণ করিবেন, তাঁহারদিগের বেতন ১০০ অথবা ১৫০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই বিষয়ে বিদ্যাধ্যাপন কার্য্যের প্রধানাধ্যক্ষ মহাশয়ের যেরূপ অবিবেচনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা ধীমান বর্গই বিবেচনা করিবেন, যেমন নিম্নমাত্র আপনার পরিশ্রমোপযুক্ত বেতন প্রাপ্ত না হইলে কার্য্য বিষয়ে তাহার অনুরাগ জন্মে না, সেইরূপ শিক্ষকগণ আপনার পরিশ্রমোপযুক্ত বেতন না পাইলে বালকদিগের উত্তমরূপ শিক্ষা হইতে পারে না, গবর্ণমেণ্টের এই একটি প্রবল ভ্রম দৃষ্ট হইতেছে যে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রদান বিষয়ে কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত বা কোন্ ব্যক্তি অনুপযুক্ত তাহা তাঁহারা কিছুই বিবেচনা করেন না, একজন সাহেব যিনি বাঙ্গালা বিষয়ে শ্রীপঞ্চমী বলিলেই হয়, তিনি অদ্যাপি টুমি আমি বলিয়া দুই একটা বাঙ্গালা শব্দোচ্চারণ করিতে পারেন তাঁহাকেই বাঙ্গালার বৃহস্পতি বিবেচনা করেন, কিন্তু যে সকল ব্যক্তি যথার্থরূপে বাঙ্গালা লিখন পঠনে উপযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা কোন রূপেই আদর প্রাপ্ত হয়েন না, আমরা বাঙ্গালা শিক্ষা প্রদানের অভিনব নিয়ম সন্দর্শনে আশ্চর্য্য হইয়াছি এবং আমারদিগের বিশেষ প্রতীত হইয়াছে যে এতদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করণে সম্মত হইয়াছেন বটে, কিন্তু প্রজাদিগের উপকার হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

"কলিকাতা ও তৎসান্নিধ্যবাসী হিন্দুবর্গের প্রতি বিজ্ঞাপন। ১. ১০. ১২৬৩

বীটন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। যে নিয়মে বিদ্যালয়ের কার্য্য সকল সম্পন্ন হয় এবং বালিকাদিগের বয়স ও অবস্থার অনুরূপ শিক্ষা দিবার যে সকল উপায় নির্দ্ধারিত আছে, হিন্দু সমাজের লোকদিগের অবগতি নিমিত্ত, আমরা সে সমুদায় নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

উক্ত বিদ্যালয় এই কমিটির অধীন। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক বিবি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষা কার্য্যে তাঁহার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আর দুই বিবি ও একজন পণ্ডিতও নিযুক্ত আছেন।

বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে, প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতির স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে, নিযুক্ত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পান না।

ভদ্র জাতি ও ভদ্র বংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না। যাবৎ কমিটির অধ্যক্ষদের প্রতীতি না জন্মে অমুক বালিকা সদ্বংশজাতা, এবং যাবৎ তাঁহারা নিযুক্ত করিবার অনুমতি না দেন, তাবৎ কোন বালিকাই ছাত্ররূপে পরিগৃহীত হয় না।

পুস্তক পাঠ, হাতের লেখা, পাটীগণিত পদার্থজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীকর্ম্ম, এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে। সকল বালিকাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে। আর যাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ইঙ্গরেজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারা ইঙ্গরেজীও শিখে।

বালিকাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা ও বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া গিয়া থাকে, আর যাহাদের দূরে বাড়ী, এবং স্বয়ং গাড়ী অথবা পাল্কী করিয়া আসিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার ও বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ী ও পাল্কী নিযুক্ত আছে।

হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের যথোপযুক্ত বিদ্যা শিক্ষা হইলে, হিন্দুসমাজের ও এতদ্দেশের যে কত উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে অধিক উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যাঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন ইহা কত প্রার্থনীয় যে যাঁহার সহিত যাবজ্জীবন সহবাস করিতে হয় সেই স্ত্রী সুশিক্ষিত ও জ্ঞানাপন্ন হন এবং শিশু সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, আর স্ত্রী ও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মার্জ্জিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকে এবং যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।

অতএব আমরা এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় নিরূপিত রহিয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার

ফলভাগী হউন। এই সকল উদ্দেশ্যসাধন হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন।

সিসিল বীডন,	সভাপতি
রাজা শ্রীকালীকৃষ্ণ বাহাদুর,	সভ্য
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র সিংহ,	"
শ্রীহরচন্দ্র ঘোষ,	"
শ্রীঅমৃতলাল মিত্র,	"
শ্রীপ্রাণনাথ রায় চতুর্ধুরীণ,	"
শ্রীরামরত্ন রায়,	"
শ্রীরাজেন্দ্র দত্ত,	"
শ্রীনৃসিংহচন্দ্র বসু,	"
শ্রীভবানীপ্রসাদ দত্ত,	"
শ্রীরমাপ্রসাদ রায়,	"
শ্রীকাশীপ্রসাদ ঘোষ,	"

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।
সম্পাদক।

কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়।
২৪ ডিসেম্বর। ১৮৫৬ সাল। "

"ধর্ম্ম শিক্ষা" প্রস্তাবের উপর একটি চিঠি। ১৭. ১ ১২৬৫
(সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত)

"বর্ত্তমান শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার "ধর্ম্মশিক্ষা" প্রস্তাব লইয়া প্রভাকর পত্রে বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণ ও প্রভাকর পাঠকের যে তুমুল বিচার সংগ্রাম চলিতেছে, আনুপূর্ব্বিক তাহা আমি পাঠ করিয়া আসিতেছি।......সম্পাদক মহাশয় ও আপনার বিজ্ঞ পাঠকগণ পক্ষপাত বিরহিত চিত্তে উপযুক্ত বিবেচনা পূর্ব্বক উভয় পক্ষের উক্তিগুলীন দৃষ্টিপাত করিবেন এই প্রার্থনা।

প্রস্তাবের মুখবন্ধ স্বরূপ সজ্জনগণকে বিজ্ঞাত করা আবশ্যক যে আমি শিক্ষা সম্বন্ধীয় কার্য্যে অন্যূন আট নয় বৎসর হইল নিযুক্ত আছি। শিক্ষকতা ব্যবসা-বোধে শিক্ষা সম্বন্ধীয় কতিপয় প্রসিদ্ধ পুস্তক পাঠ করিয়াছি এবং এই দীর্ঘকাল এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া বালক স্বভাব, তাহারা উপদেশ বিরহে যে যে দোষে পতিত হইতে পারে ও ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞানের আবশ্যকতা ও সুফল সমস্তই বিশেষাবগত হইয়াছি।···

বিবাদের মূল প্রস্তাবই এই যে এতদ্দেশে ধর্ম্মশিক্ষা বিরহে বালকেরা অকথ্য ও

অসাধু যোগ্য নানাবিধ কুৎসিত দোষে লিপ্ত আছে। ইহার সত্যাসত্য নিরূপণই আমারদিগের উদ্দেশ্য।······ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের লিখিত কথার সারাংশে এই যে এতদ্দেশস্থ বিদ্যালয় সমূহে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহাতে তত্রস্থ ছাত্রেরা নানাবিধ অধর্ম্মচারি হইয়া উঠে। কি বেদবৎ বাক্যগুলীন! জিজ্ঞাসা করি কোন ব্যক্তি ইহার সত্যতা অপহ্নব করিতে পারেন? শিক্ষাদোষে যে কি পর্য্যন্ত গরলময় ফল উৎপন্ন হইতেছে একবার পাঠকবর্গ মনে অনুধাবন কর। প্রবঞ্চনা, লাম্পট্য, বেশ্যাশক্তি, মদ্যপান ও অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় দোষ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পাপাচার অনুষ্ঠানে লোলমতি বালকেরা বিদ্যালয়েই প্রথম প্রবৃত্ত হয়, বিদ্যালয়েই তাহাদের পাপাচার অভ্যাসের অগ্রগণ্য গুরু স্বরূপ, শিক্ষা-প্রণালী দোষে এই পুণ্য তীর্থ বিদ্যালয় নরকভূমি হইয়া উঠিয়াছে···

অবশেষে এই বলিয়া উপসংহার করিতেছি যে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অনেকখানি দোষাশ্রিত। বিদ্যালয়ের বালকদিগের চরিত্রের শাসন উত্তমরূপ হয় না। ধর্ম্ম ও নীতি-জ্ঞান হীনাবস্থায় আছে ইহার ফল স্বরূপ পাপ ও অধর্ম্ম বিদ্যালয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। যদবধি শিক্ষা প্রণালীর দোষ দূরীকৃত না হয়, যদবধি শিক্ষকেরা ঐকান্তিকি মনে পঠন কালীন ও ক্রীড়া কালীন স্ব স্ব বালকগণকে ধর্ম্ম ও নিতি উপদেশ প্রদান না করিবেন,······ তদবধি বিদ্যালয় ধর্ম্মালয় হইয়া উঠিবেক না।···

কস্যচিৎ শিক্ষকস্য।

অভিনব বালিকা বিদ্যালয় (সম্পাদকীয়)। ৬. ২. ১২৬৫

আমরা পরমাহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি গত সোমবার দিবসে শিমলা নিবাসি স্বর্গবাসি ৺আশুতোষ দেব মহাশয়ের ভবনে সুবিখ্যাত সর্ব্বমান্য শ্রীযুত রেবারেণ্ড ডব সাহেবের স্থাপিত অভিনব বালিকা বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিনী বৃন্দের প্রথম বাৎসরিক প্রকাশ্য পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণের কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট এ সমারোহ পূর্ব্বক সুনির্ব্বাহ হইয়াছে, ঐ পরীক্ষা সমাজে কতিপয় সম্ভ্রান্ত সাহেব এ অনেকগুলীন সম্ভ্রান্তা গুণবতী বিদ্যাবতী বিবি, আর এতদ্দেশীয় বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল।······বালিকারা অঙ্ক, বানান এবং শব্দার্থ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সুন্দররূপ পরীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক পরীক্ষক ও পরীক্ষাদর্শক সকল ব্যক্তিকেই আশাতীত সীমাশূন্য সন্তোষ সাগরে ভাসমান করিয়াছে, অপিচ তাহারা যে সকল সুচের কার্য্য করিয়াছে, তদ্দৃষ্টে তাবতেরি নয়ন প্রফুল্ল হইল, এতৎ বিষয়ের জন্য আমরা প্রথমতঃ শ্রীযুত ডাক্তার ডব সাহেবকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পরিশেষে শ্রীমতী গুণশালিনী বিবিধ বিদ্যানিপুণা উপদেশদায়িনী মিস্ টগুড, এবং সদ্বিদ্বান সুশীল সদুপদেশক শ্রীযুত বাবু ভবানীচরণ সেন মহাশয়কে মহানন্দে মনের সহিত সাধুবাদ প্রদান করিতেছি, যেহেতু ইহারদিগের পরিশ্রম ও শিক্ষাদানের সুপ্রণালী ও সুযত্নে অতি সংক্ষেপ সময়ের মধ্যে সুফল উৎপাদন করিয়াছে, বিদ্যালয়ের স্থাপনকর্ত্তা পাদ্রি সাহেব

যৎকালে দণ্ডায়মান হইয়া অতি সুমধুর বক্তৃতা দ্বারা সকলের মন মহিত করেন, তৎকালীন স্বীয় মুক্তকণ্ঠেই এ বিষয়টি স্বীকার করিয়াছেন, পরন্তু তিনি ৺আশুতোষ দেব বাবুর পরিবার এবং সমুদয় পারিতোষিক দাতাদিগের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন।

নিম্নলিখিত মহাশয়েরা পারিতোষিক প্রদান করেন। যথা—ত্রাণনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে শ্রীযুত লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ বাবু ৭৫৲ শ্রীযুত বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ রৌপ্যপদক, শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক ১০ মুদ্রা, ২জন সম্ভ্রান্ত ইংরাজ কামিনী কতকগুলীন বিলাতি পুত্তলিকা ইত্যাদি। উক্ত পাঠাগারেই ভদ্রকুলের বালিকারাই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া অধ্যয়ন করিতেছে।

২২ ২. ১২৬৫। ৩. ৬. ১৮৫৮

প্রদেশ মধ্যে এক্ষণে বিদ্যা ও জ্ঞানালোচনায় অনুষ্ঠান দিন দিন ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ও গ্রাম্য ভদ্র মহাশয়দিগের যত্ন ও উৎসাহে দেশ মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি এই সমস্ত বিদ্যালয় দীর্ঘজীবি হইয়া প্রদেশ মধ্যে জ্ঞান প্রভা প্রদীপ্ত করুক এবং অজ্ঞান তমোরাশি দূরীকৃত হউক।

আমরা যে সকল বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করিতেছি, তন্মধ্যে জিলা হাবড়ার অন্তঃপাতি জনাঞ্জি গ্রামের ট্রেণীং স্কুল সুপ্রসিদ্ধ এবং তথায় যে উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে শিক্ষা প্রদত্ত হয় তদ্দ্বারা বিস্তর সুফল ফলিয়াছে। এই বিদ্যালয় ইংরাজী ১৮৫০ সালে প্রথমতঃ স্থাপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যালয়ের উন্নতি দর্শন করিয়া পূর্ব্বতন শিক্ষা সমাজের অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট ১৮৫৩ সালে ইহার সাহায্যার্থে কোম্পানির একশত টাকা মাসিক দান প্রদান করেন এবং তদবধি দিন দিন তাহার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা বৃদ্ধি হইতেছে, ট্রেণীং শব্দ শ্রবণ মাত্রেই পাঠকবর্গের মনে সহসা এক প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে এস্থলে কিরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আমরাও এবিষয়ে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বিগত শনিবারে বিদ্যালয় দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। বিদ্যালয়ের কার্য্য প্রণালী দৃষ্টে সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি, আক্ষেপের বিষয় স্বল্প সময় প্রযুক্ত সমস্ত সন্দর্শন করিতে পারি নাই।

যে প্রণালীতে শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহার নাম "ডেভিডষ্টো প্রণীত ট্রেণীং সিষ্টিম"। বাঙ্গালা ভাষায় ইহার অনুরূপ শব্দ আনুষ্ঠিকী প্রণালী পাঠকবর্গকে তাহার সারাংশ বিদিত করিতেছি। যাহারা বিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উক্ত ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিবেন এবং কার্য্যও দর্শন করিবেন।

যাহাতে বালকদিগের জ্ঞান বুদ্ধি প্রখর হয়, যাহাতে তাহারদিগের মন নির্ম্মল হয় এবং চরিত্রের শাসন হয়, যাহাতে শিক্ষা হৃদয়স্থ হয় এবং তাহার ফল কার্য্যগত হয়, তাহাই এই প্রণালীর উদ্দেশ্য। স্বল্প-বয়স্ক বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি তেজস্বিনী হয়, এবং জ্ঞানতৃষ্ণা

প্রবল হয়, তজ্জন্য প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, বস্তুতত্ত্ব বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে তত্ত্বমুখে তাহারদিগের শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষা কি উপকারিণী বালকেরা পুস্তক পাঠ ব্যতীত অতি অল্প বয়সে বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে স্থূল স্থূল তত্ত্ব অনায়াসে জানিতে পারে। তাহারদিগের আকার অনুভব, বর্ণজ্ঞাপন অঙ্কতত্ত্ব, বস্তু জ্ঞান, প্রভৃতি নানা জ্ঞান জন্মে। যথা, এই বস্তু গোল, ইহা চতুর্ভুর্জ, এইটি সরল, এইটি বক্র, ইহা রক্তবর্ণ, উহা পীতবর্ণ, মূল বর্ণ কি ৭।৮ সর্ব্বশুদ্ধ ১৫ কিন্তু পনের কি বস্তু? ইহার সত্য কি? এই সমস্ত সত্য তাহারদিগের হৃদয়গত হয়। শব্দ জ্ঞান বিষয়েও কতদূর চতুরতা আবশ্যক। যথা, নিষ্ঠুর শব্দ সমান্যতঃ অর্থ দয়া শূন্য, কিন্তু পঞ্চম বর্ষ বালক কি এই শব্দ প্রভেদ মাত্রেই তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হয়? না দয়া কি পদার্থ, তাহার বিরহিতাই বা কি? ইহা জানিতে পারে? ইহার মূলতত্ত্ব বালকমনোজ্ঞ প্রদীপ্ত করিতে হইলে দয়ার ব্যাখ্যা করিতে হয়। দয়া কি পদার্থ, তাহার লক্ষণ কি, কিরূপে দয়া প্রকাশ করা যায়, দয়ার ফল কি, তাহা না থাকিলেই বা কি কুফল ঘটে দৃষ্টান্ত করা এই সমস্ত বৃত্তান্ত দ্বারা শিশুর মনে প্রদীপ্ত করিলে তবে সে নিষ্ঠুর শব্দার্থ অবগত হইতে পারে।

শারীরিক অঙ্গচালনা এপ্রণালীর আর এক অঙ্গ, ক্রমাগত শিশুরা একস্থানে থাকিয়া নিয়ত পাঠ করিতে ইচ্ছুক হয় না। এবং এইরূপ ইচ্ছা হওয়াও স্বভাব বিরুদ্ধ হয়, এই নিমিত্তে এ প্রণালীক্রমে বালকেরা শিক্ষকের নিয়ম মত মধ্যে মধ্যে অঙ্গচালনা করিয়া থাকে। কখন করতালি দেয় কখন হস্ত উত্তোলন করে, কখন দণ্ডায়মান হয়, কখন মুখে কৃত্রিম ঘটিকা বাতাসের শব্দ করে, কখন কাষ্ঠচ্ছেদনের অনুরূপ প্রদর্শন করে, কখন বা সমবেত হইয়া সকলে একস্বরে কোন নীতি বিষয় গীতিকা পাঠ করে। ইহার প্রত্যক্ষ ফল এই, মন, পরিষ্কৃত হয়। শিক্ষা শ্রমদায়ক না হইয়া আমোদজনক হয় এবং শিক্ষককে ব্যাঘ্র বা ভয়ানক শত্রুবোধ না হইয়া বন্ধু বোধে শিক্ষাকার্য্যের উন্নতি হয়।

নীতি ও ধর্ম্মজ্ঞান এবং চরিত্রের শাসন ইহার শেষ অথচ প্রধান অঙ্গ, বোধ হয় সঙ্গ এই অঙ্গ জন্যই এ প্রণালী সর্ব্বপ্রশংসনীয়াও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া সুশিক্ষা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই নিকটে আদরণীয় হইয়াছে। অনেকে কহিয়া থাকেন যে আমাদিগের কোন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হয় না। যাঁহারা যে প্রকারে যে আপত্তি করুন মূল তাৎপর্য্য এই যে কার্য্যতঃ নীতিশিক্ষায় অভাব প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যায়। পুস্তক মধ্যে নীতিপাঠ এবং শিক্ষকদিগের উপদেশ ক্রমে নীতি শিক্ষা বিদ্যালয়ে অনেক হইয়া থাকে কিন্তু সেই শিক্ষা যদি কার্য্যে পরিণত হয় তবেই তাহার ফল দর্শে। আনুষ্ঠিকী প্রণালী অনুসারে সেই নীতি যাহাতে ছাত্রেরা কার্য্যে অভ্যাস করে তাহাই শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধারণ করিতে হয়। যথা দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখাইতেছি, সর্ব্বদা সত্য কহিবেক, পরদ্রব্য হরণ করিও না, দরিদ্রকে দয়া কর, জগদীশ্বরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা কর এই নীতি সমূহ বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া গেল, কিন্তু তাহারা ইহা সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যে লক্ষ রাখিয়া চলে কিনা এবং যাহাতে চলে

তাহার বিধান করা শিক্ষকদিগের কর্ত্তব্য। তজ্জন্য শিক্ষকেরা তাহারদিগ্যে ক্রীড়া সময়ে নিকটস্থ দেখিয়া তাহারদিগের আনুষ্ঠিক কার্য্য সকলি দর্শন করেন এবং পরে তাহাদিগের ব্যবহারের দোষগুণ প্রদর্শন করিয়া দোষের নিন্দা ও গুণের প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন, এইরূপে বাল্যকালাবধি জগদীশ্বরে প্রেম মনুষ্যে প্রেম এবং সমস্ত বিষয়ে প্রেম অভ্যাস্ত হইয়া কালক্রমে তাহারদিগের কি রমণীয় ও দেববৎ চরিত্র হইয়া উঠে, হা ধন্য সেই বালক! ধন্য সেই শিক্ষক! যে প্রণালীক্রমে জনাগ্রী ট্রেণীংস্থ স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে তাহার সারাংশ সঙ্কলন করিলাম। তদ্দৃষ্টে তাহার মহৎ উদ্দেশ্য পাঠকমণ্ডলী অবগত হইতে পারিবেন। শিক্ষার এই যথার্থ অভিপ্রায় সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ শিক্ষকও দুর্লভ। আমরা প্রত্যাশা করি এই প্রণালী সকলে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানশিক্ষার পথ পরিষ্কৃত করুন।···

অবশেষে প্রস্তাব সাঙ্গ কালীন শ্রীযুত বাবু রামনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সৎকীর্ত্তির অগণ্য প্রশংসাবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তিনিও এই বিদ্যালয়ের আদিকর্ত্তা, তিনিই গ্রামের উন্নতি ও শোভার মূল, এই বিদ্যালয় তাঁহারই যত্ন ও পরহিতৈষিতার প্রত্যক্ষ ফল।

সরকারী শিক্ষানীতি (সম্পাদকীয়)। ১৭. ৩. ১২৬৫

সাধারণ বিদ্যাধ্যাপনের ডাইরেক্টর সাহেবের অনুমতিক্রমে বর্ত্তমান জুনমাসাবধি কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের বালকবৃন্দের বেতনের হার বৃদ্ধি হইয়াছে।···এই বিধি কি নিমিত্ত সৃষ্ট হইল তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না, এবং গবর্ণমেণ্টও তাহার কারণ স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া কিছুই বলেন নাই, তবে আভাস মাত্র এই যে তাঁহারা প্রজার শিক্ষার সংপূর্ণরূপে ব্যয়ের ভার লইতে অনিচ্ছুক, প্রজাগণ স্ব স্ব সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য আপনারাই উদ্যোগি ও ব্যয় ভাগি হইবেন। ইহা হইলে ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয় দিগের অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হয়, এবং দেশের উন্নতিও সম্পাদিত হয়। এই নিয়ম শ্রুতি সুখকর বটে, এবং এই নিয়মানুসারে লোকের প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া বিদ্যা বিষয়ের ঔৎসুক্য হইলে ও ব্যয় কল্পে কার্পণ্য পরিহার হইলে অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হয় সন্দেহ কি? কিন্তু সকল নিয়মগুলীন শাস্ত্র এবং যুক্তি সম্মত হইলেও ঘটনা হওয়া কঠিন বোধ হয়। এদেশে সাধারণ জনসমাজ মধ্যে বিদ্যার বিমল জ্যোতিঃ এখন এতদ্রূপ প্রতিভাত হয় নাই, লোকের অবস্থা এতাদৃশ উন্নত হয় নাই······যে তাঁহারা এই নূতন নিয়মের নিগূঢ়ার্থ নিরূপণ করিতে পারেন, সুতরাং দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এ নিয়ম উপকারি না হইয়া বরঞ্চ অতীব অনিষ্টকারী হইয়া উঠিতেছে। ইহাতে বিদ্যার স্রোত প্রতিরুদ্ধই হইবে।······গবর্ণমেণ্ট অগ্রে লোকের মন নির্ম্মল করুন, এবং তাহারদিগের অবস্থা উন্নত করুন, তাহা হইলে এই প্রার্থিত বিষয়গুলীন সময়ে সংঘটিত হওনের সম্ভাবনা বটে।

আর ইংলণ্ডস্থ সভ্য জাতির মধ্যে বা কত বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া চলিতেছে, ইহাও বিবেচনা কর্ত্তব্য, অতএব যখন তথায় এইরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, তখন এই অনুরাগ শূন্য দেশে যে, এই নিয়ম বলবতী হইবেক ইহা আশ্চর্য্য বিবেচনা, ইহাতে হিত ভাবিয়া কেবল বিপরীত করা হইবে, ইংলণ্ডস্থ কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়দিগের বিদ্যাবিষয়ক লিপির অনুসারে প্রাত তিন বৎসর হইল এদেশে শিক্ষার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে, কিন্তু এই কালের মধ্যে পরিশ্রমের উপযুক্ত কি ফল হইয়াছে? যে মহাত্মারা ডেপুটী ইনসপেক্টরের পদে নিযুক্ত আছেন তাঁহারাই এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিবেন, তাঁহারাই আমারদিগের দেশীয়দিগের সমস্ত বিষয় বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছেন।

হা! স্বদেশীয় বন্ধুদিগের যত্ন ও উৎসাহ থাকিলে কি দেশের এরূপ দুর্গতি হয়?

হা বন্ধুগণ। তোমারদিগের স্থাপিত "হিন্দু মেট্রোপলিটান" কালেজ এইকালে যেন অকালে কাল কবলে নিপতিত না হয়। তদর্থে তোমরা বিশেষ যত্ন কর, সকলে ঐক্য হইয়া এই সময়ে উচিত সাহায্য পূর্ব্বক স্ব স্ব বালককে অধ্যয়নার্থ তথায় নিযুক্ত করিলে তাহার দুরবস্থা এখনই দূর হইয়া ভবিষ্যতের বিশেষ উপকার সম্ভাবনা।

আহা! হিন্দু জাতির কীর্ত্তি পতাকা যে ভূমিশায়ী হইবে তদপেক্ষা লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় আর কি আছে?

হে ভ্রাতৃগণ! তোমারদিগের প্রাথমিক উৎসাহ এইক্ষণে কোথায়, সেই বক্তৃতার তেজই বা কোথায়? আকাশ-পুষ্পের ন্যায় সকলি মিথ্যা হইল। আহা কি পরিতাপ! কেবল এক দত্ত পরিবারের দ্বারা তোমাদের কীর্ত্তি এতদিন পর্য্যন্ত স্থায়িনী আছে। প্রথমতঃ বিবেচনা কর, দেশের দুর্ণাম দূর করাই বিধেয়……তোমারদিগের স্থাপিত এই কীর্ত্তিটি স্থায়িনী করা অতি প্রয়োজনীয় হইতেছে, তাহা হইলে আপনারদিগের ধনের মানের, নামের ও কার্য্যের সার্থকতা হইবে।

আর আমাদিগের প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্টেরো ইহা বিবেচনা করা উচিত, যে, যে সকল বালকেরা উচ্চশ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করে তাহারা ধনী লোকের সন্তান নহে, সুতরাং তাহারদিগের পক্ষে এই নিয়ম অতীব অকল্যাণকর কিনা? ইহাতে তাহারদিগের বিদ্যা শিক্ষার ব্যাঘাত এককালেই হইবে। হিন্দু স্কুলের বেতন যে, কি নিমিত্ত বৃদ্ধি হইল বুঝিতে পারিলাম না। তাহার আয় ব্যয় দৃষ্টি করিলে ব্যয়ের অপেক্ষা আয়ের পরিমাণ অধিক দেখিতে পাইব।

প্রস্তাব সাঙ্গকালীন শুনিলাম ভারতবর্ষীয় সভা দ্বারা এই বিষয়ে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টে এক আবেদন পত্র প্রদত্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহার কিরূপ উত্তর প্রদান করেন, তদ্বিষয়ের অপেক্ষায় রহিলাম।……হিন্দু স্কুলে এবং ব্রাঞ্চ স্কুলে একটি টাকা মাহিনা বাড়াইলেন, কিন্তু সেই একটি টাকাতেই একটি একটি পরিবারের ৩।৪ করিয়া বালককে একেবারে জন্মের মত বিদ্যাধন উপার্জ্জনে বঞ্চিত করা হইতেছে। প্রেসিডেন্সি কালেজেও

পাঁচ টাকা হইতে ১০ দশ টাকা বেতন, ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ইহা কি গৃহস্থ লোকে দিতে উঠিতে পারে?……ইহাতে অনেকেই অনুমান করিতেছেন যে, গবর্ণমেণ্টের আর বিদ্যাদানে অভিরুচি নাই, কিন্তু সে কথাটি প্রকাশ করিয়া বলা হইবে না। সুতরাং "খেদাইলে, তোর উঠান চসি" সেই প্রকার ব্যাপার করিয়া বেতন বৃদ্ধি করা হইল। কারণ ধনি ভিন্ন অপর সাধারণে এত উচ্চ বেতন দিতে পারিবে না, কাজেই তখন বলা হইবে "বোলেছিলাম হোলনা, খার গিয়ে খান"।

মেট্রোপলিটান কালেজের প্রথম উন্নতির সময়েই রাজ কর্ত্তারা আঁটুনি ফাঁটুনি করিয়া অল্প বেতনে প্রেসিডেন্সি কালেজ স্থাপন করেন, এবং হিন্দু কালেজ তুলিয়া দিয়া ন্যূন বেতনে হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। নিয়ম প্রকাশ করিয়া তাহাতে অনেক প্রকার লোভের কথা প্রকাশ করেন, অদৃঢ় প্রতিজ্ঞ, অস্থির কল্প, অব্যবস্থিত চিত্ত বাঙ্গালিরা সেই লোভে ভুলিয়াই মেট্রোপলিটান কলেজ হইতে সন্তানদিগ্যে উঠাইয়া গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাগারে অর্পণ করিলেন ইহাতে আমারদিগের ঐ নূতন কালেজের আয়ে ব্যাঘাত হইল, এবং রাজ বিদ্যালয়ের আশুই উন্নতি হইল। তৎকালে মেট্রোপলিটানে কাপ্তেন রিচার্ডসন, কাপ্তেন পামর, কাপ্তেন হেরিস উইলিয়ম, মাষ্টার থোয়েটস্ এবং কার্ক পোট্রিক প্রভৃতি মহা-মহোপাধ্যায় অদ্বিতীয় শিক্ষক সকল নিয়োজিত ছিলেন, যাঁহারদিগের এক জনেই রক্ষ নাই, এমনধারা ১০।১২ জন পণ্ডিত ছিলেন, তখন হিন্দু কালেজের উপযুক্ত শিক্ষক বিশেষ কেহই ছিলেন না, ইহাতেও ভাগ্যধর বাবুরা "ধান্ ভানিলে কুঁড়ো দিবা, মাচ কুটিলে মুড়ো দিব" শিক্ষা সমাজের এতদ্রূপ প্রলোভন বচনে ভুলিয়া স্ব হস্তে আপনারদিগের গর্দ্দান আপনারাই কাটিলেন, এখন তাহার বিলক্ষণরূপ ফলভোগ করুন। তখন জানিতে পারেন নাই "ভাঁড়ের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নাই" আহা কি পরিতাপ! অধুনা শিক্ষা সমাজের সেই নিমন্ত্রণ পাঁকই ভাঁড়ের নিমন্ত্রণ হইয়া উঠিল। হায়! কর্ত্তারা কি এইরূপ বিবেচনা করেন না, যে, এই সময় প্রকৃত দুর্ভিক্ষ সময়। চতুর্দ্দিগে আহারাভাবে কেবল ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিয়াছে, কত পরিবার অনাহারে মারা যাইতেছে……এমত ভীষণ সময়ে বিদ্যা বিষয়ে কি বেতন বৃদ্ধি করিতে আছে?

এই সময়ে দেশস্থ সকলকে একটি কথা কহি, দত্ত বাবুরা কি একাই চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছেন, তাঁহারা "মা বাপ মরা" দায়ের অপেক্ষাও অধিক দায় ভোগ করিতেছেন। অধিক কি বাহির এই কালেজ রক্ষার নিমিত্ত এপর্য্যন্ত তাঁহারদিগের নিজ ভাণ্ডারের লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কুবের তুল্য হইলেও কেহ একাকী একটা বৃহৎ বিদ্যালয়ের কর্ম্ম চিরকাল সমান ভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। অতএব সকলে এই সময়ে তাহার রক্ষার প্রতি যথা কর্ত্তব্য উপায় করুন, তাহা হইলে অনায়াসেই রক্ষা পাইবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। আর "হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়" এই কালেজের অধীন করুন তাহা হইলে তাহারও বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা।

হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ (সম্পাদকীয়)। ২. ৪. ১২৬৫

হিন্দু মেট্রোপলিটান কালেজ যাহা হিন্দু জাতির কীর্ত্তি মন্দির স্বরূপ, সেই বিদ্যালয়কে সুরক্ষিত ও উন্নত করা হিন্দুজাতি মাত্রেরি সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহার যত বৃদ্ধি সাধন হইবে, ততই সুযশ, সুনাম, সুরাগ, এবং গৌরব বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, এবং তদ্বিপরীতে যত ইহার হ্রাস, অকল্যাণ ও পতন হইবে, ততই দুর্নাম হইয়া কলঙ্কের পরিসীমা থাকিবে না।...কি পরিতাপ! হিন্দু মহাশয়েরা এই অবশ্য-কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধন কল্লে একাল পর্য্যন্ত কেবল কৃপণতাই করিতেছেন, কেহই একবার এতৎপ্রতি প্রীতি পূর্ব্বক কটাক্ষপাত করিলেন না। লোকে স্ব হস্তে বিষ বৃক্ষ রোপণ করিলে কখনই তাহা ছেদন করে না, কিন্তু চমৎকার এই, যে এতদ্দেশীয় মহোদয়েরা অমৃত ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া অযত্নরূপ কুঠারের আঘাতে আপনারাই তাহা ছেদন করিতেছেন।......

সাধারণ কর্ত্তৃক সম্ভাবিত সাহায্য প্রাপ্ত না হওয়াতেই শুদ্ধ এই কালেজের এতদ্রূপ দুরবস্থা হইয়াছে, এতদিন ইহার স্থায়িত্ব সম্ভাবনাই ছিল না, কেবল দত্ত বাবুদিগের দত্ত মুদ্রায় অদ্যাপি সংহারমুদ্রা প্রাপ্ত হয় নাই...যিনি বিদ্যাবিষয়ক কোন ইতিহাস পুস্তক রচনা করিবেন, তাঁহার উচিত সেই গ্রন্থমধ্যে অগ্রেই উল্লেখিত বিদ্যাদাতাদিগের কীর্ত্তিও সুনামের বিষয় বিশেষরূপে বর্ণনা করেন।

......কেবল একমাত্র দত্ত পরিবারের দ্বারা এতদ্রূপ একটা বৃহদ্বিদ্যালয়ের কার্য্য ক্রমানক্রমেই চিরকাল সমভাবে সমাধা হইবার নহে।......দত্ত বাবুরা যে এই ছয় বৎসর কাল এক ঢোল এক কাঁসীতে এক ঘেয়ে বাদ্য করিয়া সকল দিগ রক্ষা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদিগের মহত্ব ও পুরুষার্থ মহীময় ব্যাপিত হইয়াছে, এইক্ষণে তাঁহারদিগ্যে আর অধিকতর ভারগ্রস্ত করা কর্ত্তব্য হয় না, যতদূর সাধ্য তাঁহারা ততদূর করিয়াছেন।...

এই "মেট্রাপলিটান কালেজ" ১২৬০ সালের সেই যৎকালে সংস্থাপিত হয়, তৎকালে ইহার সহিত "শীলস্ ফ্রি কালেজ" এবং সদ্বিদ্বান বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুত বাবু গুরুচরণ দত্ত স্থাপিত "ডেবিড হেয়ার একাডেমী" এই উভয় বিদ্যালয়কে মিলিত ও সংযুক্ত করিয়া কার্য্যারম্ভ করা হয়। "শীলস্ ফ্রি কালেজে" ২৫০ জন ছাত্র এবং ডেবিড হেয়ার একাডেমিতে ১০০ জন বালক ছিল, এতদ্ব্যতীত বহু সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়নার্থ বিদ্যাগারে আসিয়া প্রবেশ করে। কালেজের অবস্থা যতদূর পর্য্যন্ত উত্তম করিতে হয় তাহাই করা হইয়াছিল, কোন বিষয়েরই অন্যথা হয় নাই। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক সকল নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণে হোউক কিছুদিন পরে আর সে প্রতিভা রহিল না। রাজপুরুষদিগের লোভ জালে আচ্ছন্ন হইয়া এবং স্বদেশ মঙ্গলের অনিচ্ছা করিয়া অনেকেই তথায় আপনাপন বালকদিগের পাঠ রহিত করিলেন।...যে হাতে সোনার গন্ধেশ্বরী পূজা করিয়াছিলেন, আবার সেই হাতেই গিয়া "কাণীচ্যাং মুড়ীর" পূজা করিয়া বসিলেন......

সংপ্রতি কয়েকদিবস হইল "শীলস্ ফ্রি কালেজের" অধ্যক্ষগণ "হিন্দু মেট্রাপলিটান"

কালেজের সহিত সংযোগ সংচ্ছেদন পূর্ব্বক আপনারা স্বতন্ত্র হইয়াছেন ছাত্র এবং শিক্ষকদি সহিত তাহারা আপনারদিগের কালেজ আপনারা তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন। ঐ কালেজের অবস্থা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, অর্থাৎ তথায় যদ্রূপ বিদ্যানুশীলন হইত, তাহা কাহারো অবিদিত নাই, এইক্ষণে "মেট্রোপলিটান "একক হইয়াছে, ইহাতে অনেক গোলযোগ নিবারণ হইয়াছে। শীলস ফ্রি কালেজের সহিত ইহার বিচ্ছেদ হওয়াতে উচ্ছেদের সম্ভাবনা মাত্রই নাই, বরং বিশেষরূপে উন্নতি হওনেরি সম্ভাবনা, কারণ আর সেই হুড়োগোল রহিলনা, শীল বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক আছেন, তাহারা তাদৃশ উপযুক্ত নহেন, এজন্য সংযোগ থাকাতে তাহারদিগের উপদেশে ছাত্রদিগের সম্ভাবিত উপকারের সম্ভাবনা ছিল না, সংপ্রতি সেই বিষয়ের যথার্থ রূপ সুসঙ্গতি হইল, মেট্রাপলিটানে অত্যুপযুক্ত শিক্ষক সকল নিযুক্ত আছেন ও হইবেন···বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক ডেবিড হেয়ার একাডিমির পূর্ব্বতন সর্ব্বাধ্যক্ষ বাবু গুরুচরণ দত্ত সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব এবং স্বয়ং অধ্যাপনার কার্য্যও নির্ব্বাহ করিবেন।

আমরা কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক নিবেদন করি, হিন্দু মহাত্মারা অনুরত হইয়া এই সময় মেট্রোপলিটানকে উন্নত করুন, সকলে বালক প্রেরণ করুন, এবং চারি আনা, আট আনা, শত সহস্র, যাঁহার যেমন সঙ্গতি, তিনি সেইরূপ দান দ্বারা একটা মূলধন ন্যস্ত করিয়া দিন, তাহা হইলে আর ইহার চির স্থায়িত্বের উপর কোন প্রকার বিড়ম্বনা হইবে না।

হে সুপাত্র ছাত্রগণ!—

···তোমারদিগের শিক্ষার জন্য ইহার ন্যায় দ্বিতীয় বিদ্যালয় আর নাই, গবর্ণমেণ্ট বেতন বৃদ্ধি করিয়া বিদ্যা বিতরণে নির্দ্দয় হইয়াছেন, মিসেনারি সাহেবেরা খ্রীষ্টান করিবার ফাঁদ পাতিয়া জুজু বুড়ির ন্যায় ওৎ করিয়া বসিয়াছেন, তাঁহারদিগের নিকট বালক প্রদান ও চীলের বাসায় মৎস্য সমর্পণ, এই দুই তুল্যই হইয়াছে। অন্য কোন স্কুলে উত্তমরূপ পড়া হয় না, কাজেই এখানে শিক্ষিত হওয়া তোমাদের পক্ষে সর্ব্বতো ভাবে শ্রেয়স্কর।··

ওরে হিঁদু! সকলে এই হিঁদুর কীর্ত্তিটি রক্ষা করিয়া তোরা হিঁদু হ-রে, হ-রে। স্বদেশের মুখে উজ্জ্বল কর্‌রে কর্‌রে।

গবর্ণমেণ্ট ও এতদ্দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা (সম্পাদকীয়)। ১২. ৪. ১২৬৫

আমারদিগের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগের জ্ঞানদানার্থে এতদ্দেশে স্থানে স্থানে নানা প্রকার বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এবং এইক্ষণেও উক্ত বিদ্যালয় সমূহ এক প্রকার জীবিতাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে। ফলে কোন কোন স্থলে কার্য্যগতিকে বোধহয় যেন সেই সকল বিদ্যামন্দির জীবন্মৃত প্রায় হইয়াছে। কারণ বর্ত্তমানকালের বিপরীত গতি জন্য মিউটিনির হেঙ্গামায় গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার "উঠেধানের পত্তি করিতে পারেন না" নানা প্রকারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। উপস্থিত রাজবিদ্রোহিতা বিষয়ে নানা স্থানে নানামত

অপব্যয় সকল সঞ্চালন করত গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট খতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং সাধারণ মঙ্গল বিধায়ক বিষয় সকল ব্যাপার বিশিষ্ট হইতে পারিতেছে না। পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের কার্য্য পরিচালন কিছুমাত্র সন্দর্শন নাই, এককালে রহিত হইয়া গিয়াছে বলিলেও হয়, সাধারণ কার্য্যের আর আর সকল বিষয় কার্য্য না হইলে কিছু আমরা তত আক্ষেপ করিতে পারি না। তবে বিদ্যাধ্যাপনীয় ডৈরেক্টর শ্রীযুক্ত মেং ইয়ং সাহেব কি বিবেচনায় যে আমারদিগের দেশীয় লোকদিগের প্রতি নিৰ্দ্দয় হইয়াছেন, তাহা কি কেহই বলিতে পারেন? অন্যের সাধ্য কি তাহা বিবেচনা করিতে পারেন? না, তাঁহার মনের ভাব তিনিই জানেন, ফলে প্রেসিডেন্সি কালেজ ও হিন্দুস্কুল প্রভৃতিতে যে অসম্ভবরূপে বালকদিগের স্কুলিং বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখি প্রাণি লোকদিগের সাধ্য কি যে, তাহারা আর উক্ত স্কুলের বা কালেজের বিদ্যা শিক্ষায় নিজ নিজ সন্তান সন্ততিকে নিযুক্ত করিতে পারিবে?

প্রেসিডেন্সি কালেজে সাধ্যবান্ ভিন্ন সামান্যের বিদ্যা শিক্ষার সম্ভাবনা থাকিল না, তাহাকে বৃত্তি দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, শুনিতে পাই আরো কিছুদিন পরে আরো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে, তবে, "কর গোবিন্দে বাপের ছরাদ্, আরো বামন জড়ো হোক্" আমারদিগের দুঃখি প্রাণি লোকদিগের···বিদ্যাশিক্ষা মাতায় উঠিল কি না? বাঙ্গালিরা কাঙ্গালি হাঙ্গালি হইয়া ভিক্ষা করিলে করিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট যেমন দাতার কার্য্যে মনোযোগী তাহা সকল বিষয়েই প্রত্যক্ষ, সে আক্ষেপ আর কি করিব? বিদ্যাদান ভিক্ষা করিতে গিয়া শেষে কি ই রাজ জাতির কু-পরামর্শ-সহকারি কুক্কুর দংশনে পতিত হইব? না, "ভিক্সেঁ বাজে আপ্ত কুত্তা হাঁকায় লে" প্রেসিডেন্সি কালেজ বা হিন্দু স্কুলের শিক্ষায় আমরা হিন্দুরা বাপ্ বাপ্ ডাক ছাড়িয়া কোথায় পালাইব? তাহার ঠিকানা নাই, তবে বিদ্যাধ্যাপনের ডৈরেক্টর মেং ইয়ং সাহেবকে বলা ভস্মে আহুতি প্রদান মাত্র, তিনি কি করিবেন? তাঁহার সাধ্য কি? "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, নাড়া বনে কীৰ্ত্তন" আক্ষেপোক্তি একবার বলিতে হয় বলিলাম, তাঁহারা যে আমাদিগের প্রতি দয়া ভিক্ষা দেন বা দিতে পারেন, তাহার সম্ভাবনা কি? আমারদিগের দেশের দুরদৃষ্ট, দেশীয় লোকেরা ক্রমেই গর্হিত মতালম্বি হইয়া পরস্পর অনৈক্য সংস্থাপন করিতেছেন। তাহাতে পরেরা কি প্রকারে বিদ্যাদান ভিক্ষা প্রদান করিতে পারেন? আমারদিগের দেশীয় লোকেরা প্রকৃতই একবাক্য হইয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলে গবর্ণমেণ্ট ডাইরেক্টর সাহেবের বাচনিক অবগত হইয়া আমারদিগের তুল্যদান সাহায্য প্রদান করিবেন। বরঞ্চ "ইদমধিকং" একজন প্রিন্সিপালও নিয়োগ করত অধিকন্তু বেতন দিবেন, তাহাও মান্য করা যায়। যাহাহউক আর ভাবী আশা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক কি, এইক্ষণে স্বদেশীয় লোকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা আপনারা বিশেষ মনোযোগি হইয়া স্বস্ব সন্ততিবর্গের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে কোন প্রকার সুনিয়ম সংস্থাপন করুন, যে নিয়মের অনুসারি হইয়া স্বদেশের বিদ্যানুশীলনের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে, সেই নিয়ম কি?

এমতও কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, অতএব তাঁহাদিগের প্রশ্নের সিদ্ধান্তও বলিয়া দিই— একবাক্য হইয়া স্বজাতির ধর্ম্ম দীক্ষা ও বিদ্যা শিক্ষার উপযোগি হইয়া মেট্রোপলিটন কালেজের রক্ষা বিষয়ে মনযোগি হউন, তাহাই আমরা কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করি।

কি পরিতাপ ! এমন বিমন কেন হইল ? (সম্পাদকীয়) ১৯. ৫. ১২৬৫। ৩. ৯. ১৮৫৮

হে পাঠকগণ! আপনারা কি জলতত্ত্বের অধিকত্ব কিছু বলিতে পারেন ? এই ভাদ্র মাসে অভাত্র বর্ষণে সাগর ভাসিয়া গেল নাকি ? কি জন্য সাগরের ঢেউ দেখা যায় না ? আমারদিগের পোড়া চক্ষুও কি দর্শনের অতীত পন্থায় উত্থিত হইল ? যাহা হউক, ইহার অন্যতম অবশ্যই কিছু না কিছু ঘটিয়া থাকিবে, আমরা সংবাদ শুনিলে দুটো একটা কথা না বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, সুতরাং স্বভাবের প্রভাব দেখাইতেই হয়, অতএব আমরা যেমত অবগত হইলাম, তাহাই বলিতেছি······

আমরা পূর্ব্বে শ্রুতমত লিখিয়াছিলাম, শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয় স্বীয় সংস্কৃত কালেজীয় অধ্যক্ষতাপদ পরিত্যাগ জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে রেজিগ্‌নেশন পত্র অর্পণ করিয়াছেন, অধুনা অবগতি হইল বিদ্যাসাগরী পদ পরিত্যাগ সূচক আবেদন পত্র গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করিয়াছেন, ফলত বিদ্যাসাগর মহোদয় কি বিশেষ কারণে উক্ত সম্ভ্রান্ত পদ পরিত্যাগ করিলেন, তাহার কোন বিশেষ বিবরণ অদ্যাপি জানা যায় নাই, কেহ কেহ অনুমান করেন, কোন উপলক্ষে শিক্ষা বিষয়ের প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেং গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহোদয়ের শিক্ষা বিষয়ক কোন সাধারণ নিয়ম লইয়া মনোহন্তর সংস্থিত হইয়াছিল, ঐ মনের অন্তরই বিদ্যাসাগরের পদ পরিত্যক্তির কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, "পরের মুখে ঝাল খাওয়া" যাহার তাহার কথায় আমরা সংপূর্ণরূপে প্রত্যয়ার্পণ করিতে পারি না, তবে তাদৃশ প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত কার্য্যতই সাধারণ কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, অন্যথা কি ? বিদ্যাসাগর মহোদয় সংস্কৃত কালেজের পাঠনার বিষয়ে যে অভিনব নিয়মসাগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন, অধুনা তদ্রূপ কোনো বিচক্ষণ কাণ্ডারির অভাবে, বিদ্যাসাগরের অবিদ্যমানে সংস্কৃত কালেজীয় ছাত্রেরা সেই নিয়ম সাগরে পড়িয়া কিছুদিন হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করিল, এইমাত্র আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক। কোন্ মহোদয় যে বিদ্যাসাগরের সংস্থাপিত নিয়ম সাগরে কাণ্ডারী হইয়া ছাত্রবর্গেরি পাঠহারূপ তরণীচালনা করিবেন, তাহার কিছুই অবধারিত হয় নাই, অপিচ পূর্ব্বে সংস্কৃত কালেজে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ভিন্ন অপরাপর কোনো জাতীয় ছাত্রেরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে পাইত না, বিদ্যাসাগরী অভিনব নিয়মে সংস্কৃত কালেজের ছাত্র মধ্যে গণিত হইয়া প্রায় অপরাপর সকল জাতীয় ছাত্রেরাই সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেছে, এতদ্দ্বারা সচরাচররূপে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। সংস্কৃত ভাষাকে দেবভাষা বলিয়া অনেকানেক শাস্ত্রকারেরা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন,······ অভিমানি হিন্দুমহোদয়েরা বিশেষত এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য

ব্যতীত অপরাপর বর্ণেরা সংস্কৃতভাষা শিক্ষার অধিকারি নহে······বিদ্যাসাগরের বিদ্যাবলে সাধারণ সকল বর্ণেরাই এই সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররূপে পরিণত হইয়াছে। এজন্য অধুনাতন লোকদিগের মধ্যে বহুবংশে সংস্কৃতের চর্চ্চা উন্নত হইয়াছে, অন্যথা নাই।

বিদ্যাসাগর মহোদয় একান্তত সদভিসন্ধিৎসু হইলেও রাজপক্ষ সমাশ্রয়ে বিধবা বিবাহ বিধি সিদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া অনেক প্রধান পক্ষ হিন্দুগণের চিত্তশূল হইয়া পড়িয়াছেন। বিধবা বিবাহ-বিপক্ষ পক্ষেরা এক প্রকার বাহ্বাস্ফোট করিতে পারেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর যখন স্বেচ্ছাক্রমে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতাপদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার উদ্দিষ্ট বিধবা বিবাহ বিধির বিরোধি মহাশয়েরা আস্ফালন করিলে আর কিছুই ক্ষতি হইবেক না, কেননা, তিনি যে অভিপ্রায়ে বিধবা বিবাহ বিধি সিদ্ধ করাইয়াছেন সে অভিমতে তো অন্যথা হইবার উপায় দেখা যায় না? তবে এই এক কথা আছে যে, এইক্ষণে ভারতবর্ষের কর্ত্তৃত্ব কোম্পানি বাহাদুরদিগের হস্ত হইতে রাজমাতা শ্রীশ্রীমতি ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনে আসিয়াছে, মহারাণী যদ্যপি স্বীয়াধিকৃত কোম্পানি বাহাদুরদিগের সংস্থাপিত নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন করেন তাহা হইলে আর বিধবা বিবাহ পক্ষিগণের পূর্ব্বমত আনন্দ থাকিতে পারিবেনা· ····যাহা হউক বিদ্যাসাগরের পদ পরিত্যাগ উপলক্ষে আগড়ম্ বাগড়ম্ অনেক কথা লিখিত হইল··· পরিশেষে এই বলি, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করিয়া ভাল করেন নাই যে হেতু তিনি ঐ পদে অভিষিক্ত থাকিলে এই রাজ্য পরিবর্ত্তন কালে তথায় আমারদিগের বর্দ্ধনশীল সম্ভ্রম সুরক্ষিত হইত···হা। আমাদিগের কি দুর্ভাগ্য। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করিলেন?

বঙ্গভাষা। ১৯. ৫. ১২৬৫। ৩. ৯. ১৮৫৮

হে স্বদেশ হিতৈষী বিবিধ গুণরাশি মহোদয়গণ! আপনারা বিবেচনা করুন, আমারদিগের দেশীয় ভাষার অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এবং এইক্ষণেই বা ইহার কি অবস্থা হইয়াছে?···বিরলে বসিয়া দীন হীনা বঙ্গ ভাষার উন্নতিকল্পে বিশেষরূপে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিলে কেবল ইহাই প্রতীতি হইবে, যে অসামান্য ধী শক্তি সম্পন্ন রাজপুরুষগণই এই সর্ব্ব শুভকর ব্যাপার সাধনার্থ প্রধান উদ্যোগি হইয়াছেন, কেননা, তাঁহারা আপনারদিগের রাজকোষ হইতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে অসংখ্য বিদ্যামন্দির সংস্থাপন করিতেছেন···হায়! আমরা কি মূঢ়! দুর্ভাগা মাতৃভাষার পুনরুদ্ধারে যত্নবান হওয়া দূরে থাকুক, স্বপ্নেও ইহার একবার শুভ প্রত্যাশা করি নাই, অধিকন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, যাহারা সংস্থাপিত বিদ্যালয় সকলের মানেজর অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত আছেন তাঁহারদিগের মধ্যে সকলে না সকলে না হউন, প্রায় অনেকেই এতৎ মহৎ রসের আস্বাদনে সম্যক অনভিজ্ঞ ··সম্পাদক মহাশয়! বলিতে কি, যেরূপ কষ্টে শিক্ষকগণ মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বরই জানেন। আহা,

ইহা কি সামান্য দুঃখের বিষয়! যে তাঁহারদিগের বেতন পঞ্চদশ মুদ্রার অধিক এক কপর্দ্দকও নহে, তাঁহারা মাসদ্বয়াতীত না হইলে এক মাসের বেতন লাভ করিতে পারেন না,······শ্রীযুক্ত মানেজর বাবুদিগের আলস্যে ও ঔদাস্যে এইরূপ নানাবিধ বিষম্‌তর মর্ম্মান্তিক ক্লেশের উৎপত্তি হইতেছে। সে যাহা হউক, যদিস্যাৎ শ্রীশ্রীযুতেরা এরূপ বেতন বিষয়ে শিক্ষক সমূহকে সমূহ কষ্ট প্রদান করিয়াও সাবকাশানুসারে এক একবার আপনারদিগের অধীনস্থ বঙ্গবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বাবধারণ করেন, তাহা হইলেও পরমানন্দের বিষয় হয়।···দেখুন তাঁহারা [রাজপুরুষগণ] বিদেশীয় ধবলাঙ্গ বণিক হইয় যখন আমাদিগের হিতার্থে অস্মদাদির মাতৃভাষার এতদূর গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন, তখন আমাদিগের যে কি পর্য্যন্ত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনারও অতীত। হে পরমমঙ্গলালয় পরমেশ্বর! আপনার সমীপে এই প্রণত দীনহীনের নিবেদন এই যে, এমত ন্যায়বান্ রাজা নির্ব্বিঘ্নে ও নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন এবং আপনি করুণ হইয়া উপস্থিত বিদ্রোহ জনিত কষ্টনষ্ট করুন্ তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব···

কস্যচিৎ বিদ্যোৎসাহি জনস্য

প্রেসিডেন্সি কালেজ। সম্পাদকীয়। ২৬. ৫. ১২৬৫। ১০. ৯. ১৮৫৮

আমরা গত দিবসীয় প্রভাকরে প্রেসিডেন্সি কালেজ উঠিয়া দিবার প্রস্তাব শুনিবা-মাত্র কিঞ্চিৎ আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক আগামীতে স্বাভিমত প্রকাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। অদ্য সেই প্রতিজ্ঞা মোচনের জন্য লেখনীকে করশাখার অতিথিনী করিলাম।

আহা ভারতবর্ষবাসী হিন্দু প্রজাগণ তোমরা যে কি প্রকার দুরদৃষ্ট সহকারিতায় এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা ভাবিতে হইলে হৃদয়ের রক্ত শুষ্ক হইয়া যায়। পূর্ব্বে ইংরাজ রাজগণের শাসন প্রণালী ও প্রজাবৎসলতা দৃষ্টে ভাবিয়াছিলাম, বুঝি বিধাতা আমারদিগের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া ব্রিটিস জাতিকে ভারতবর্ষের শাসন কর্ত্তা করিয়া-দিয়াছেন? কিন্তু অধুনাতন কার্য্যদৃষ্টি-বিশিষ্টতই বোধ হইতেছে যে, আমারদিগের পূর্ব্বানুমান অমূলক হইয়াছে।—ওমা! কৌন্সিলের মেম্বর মহোদয়েরা গবর্ণমেণ্টকে নাকি অনুরোধ করিয়াছেন যে প্রেসিডেন্সি কালেজ উঠিয়া দিবেন? তাহা হইলেই আমাদিগের দেশের জ্ঞানসাধন পক্ষে "গয়াগঙ্গাহরি" বিষম ব্যাঘাত সংঘটিত হইল। গবর্ণমেণ্ট যেমন প্রজাদিগের ধন প্রাণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এমনি দেশের জ্ঞান বৃদ্ধি ও মানসম্ভ্রমের ও রক্ষণা-বেক্ষণ করিবেন অন্যথা কি? কিন্তু কি জন্য যে তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে এ প্রকার ছেমূয়া চাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরমেশ্বরই বলিতে পারেন, আর আমারদিগের দুরদৃষ্টই মেম্বর মহোদয়দিগের অন্তঃকরণে এইমত মন্দ প্রবৃত্তি প্রদান করিতেছে। কারণ দুষ্ট লোকেরা চক্রান্ত দ্বারা রাজদ্রোহিতা উপস্থিত করিল, দুষ্ট লোক-

দিগের দুষ্টমির প্রতিফলে আমারদিগের শিষ্ট সম্প্রদায়ের অনিষ্ট হইল।…দুরাত্মা যবনেরা দুষ্ট ব্যবহার দ্বারা কতক কতক সিপাহিদিগকে হস্তগত করত ভারতবর্ষে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করাতে আমরা কোন দোষে জড়িত না হইয়াও দণ্ডভাগি হইতেছি…যাহা হউক, এক্ষণে শ্রীশ্রীমতি মহারাণী ইংলণ্ডেশ্বরী আমাদিগের ধন, প্রাণ, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতির …শিকা হইয়াছেন, তিনি ও তাঁহার সুধীবর মন্ত্রিবর্গেরা কদাপিও কৌন্সেলের মেম্বর …দয়দিগের বিষ-দৃষ্টিতে আমারদিগ্যে দগ্ধ করাইবেন। তাঁহারা অবশ্যই হিতাহিত সকল বিষয় সুবিহিত বিবেচনা পূর্ব্বক প্রেসিডেন্সি কালেজের সংরক্ষণে সযত্ন হইবেন। আমরা যে প্রকার রাজভক্ত প্রজা তাহা প্রায় বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেরি অগোচর নাই। অতএব রাজভক্ত প্রজাদিগের প্রতি রাজকোপ প্রকাশ পাইলে জগদীশ্বরের নিকট তাঁহারা দোষি হইবেন।…

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৪. ১০. ১২৬৬। ১৬. ১. ১৮৬০

ভারতবর্ষে বিদ্যোন্নতি।—যে দিবস ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজ রাজপুরুষদের অধিকার …দার সূত্রপাত হয়, সেই দিবসই ভারতবর্ষীয়দের মঙ্গল পরম্পরার প্রধান দিবস। সেই দিবস হইতেই ভারতবর্ষে নির্ম্মল সৌন্দর্য্য, সভ্যতার অঙ্গ সৌষ্ঠব, এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ দিন দিনই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষের ইঙ্গরেজাধিকারে বিদ্যাবৃদ্ধিই প্রধান ফল। এই বিদ্যাবৃদ্ধিফলই আমাদের উদ্দেশ্য। রাজপুরুষদের দয়া গুণে এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই বিদ্যার নির্ম্মলজ্যোতি বিকীর্ণ হইয়াছে। ঘরে বসিয়া মূর্খ ও অজ্ঞান হইব এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় না হইলে অনেকেই কিছু না কিছু জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারে। দেশীয়দের গৃহের চতুর্দ্দিকেই বৃহৎ বৃহৎ বিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠশালা সকল সংস্থাপিত হইয়াছে।

বোধ হয়, আমাদের দেশীয় ভ্রাতৃগণের বিদ্যোন্নতিবিষয়ে অদ্যাপি আদর জন্মে নাই। এই নিমিত্তেই বিদেশীয় দয়াবান রাজপুরুষেরা বারবার বিদ্যোন্নতি সাধনে ভগ্নমনোরথ ও বিফলপ্রয়াশ হইতেছেন। কলিকাতা রাজবাটীর দিব্যচক্ষু প্রজারা অনেক বিষয়ে আপনাদের অবস্থাকে উন্নত করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র আনন্দ হইতেছে না। সুবিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ মধ্যে অণুমাত্র রাজধানী কেবল বিদ্যাফল জ্ঞানফল প্রভৃতি বহুবিধ ফলভারে আক্রান্ত হইলে কি হইবে? পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ উদ্যান মধ্যে একটী বৃক্ষ প্রফুল্ল হইলে কি কখনো শোভা হয়। অদ্যাপি রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ পল্লীগ্রাম সমূহে বিদ্যার নির্ম্মল সৌন্দর্য্য সমাদৃত বা পরিগৃহীত হয় নাই। সুতরাং সেই সুমহৎ দুঃখই আমাদের রাজধানীর বিদ্যোন্নতি নিবন্ধন অল্প সুখকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

আমাদের রাজনীতিপরায়ণ রাজপুরুষেরা পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে বিদ্যোন্নতির নানা প্রকার উপায় নিরূপণ করিতেছেন। বিদ্যার্থি প্রজাদিগেরও তাহাতে বিদ্যাবিষয়ে দিন দিন আদর

বৃদ্ধি হইতেছে। রাজপুরুষেরা এক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পরীক্ষা এবং উপাধি পরীক্ষার নিয়মাবলী প্রচার করিয়া শিক্ষার্থিবর্গের মনে কি এক আশ্চর্য্য প্রকার উৎসাহ ও যশোলিপ্সা জন্মিয়া দিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। ছাত্রেরা দিন দিন আপনাদের জ্ঞানের উন্নতি, দুরবস্থার অবনতি, এবং স্বদেশের অলঙ্কার বৃদ্ধি করিতেছে। এই সকল অসাধারণ সদ্গুণ দেখিয়া অবশ্যই প্রজারঞ্জন রাজার গুণ ব্যাখ্যা করিতে হয়।

কিছুকাল পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ভাষার ছাত্রেরা আরেবিয়ান্ নাইট তুতিনামা প্রভৃতি কয়েকখানি সামান্য সামান্য কাব্য পাঠ করিয়াই ইঙ্গরেজী ভাষায় পারদর্শিরূপে গণ্য হইতেন। এনিমিত্তে কোন কোন অল্পবুদ্ধি অনাত্মজ্ঞ ইঙ্গরেজ বাঙ্গালিদিগকে অকর্ম্মণ্য ও অসার ভাবিয়া বিদ্রূপ করিতেন। তাহারা এক্ষণে আর সেরূপ করেন না। বাঙ্গালিরা এক্ষণে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সমকক্ষ হইবার উপক্রম করিতেছেন। অষ্টাদশবর্ষীয় বালকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইতেছে—অবিলম্বেই এম, এ, উপাধি প্রাপ্ত হইবে। অতএব এক্ষণে দিন দিন বিদ্যাবৃদ্ধি সহকারে দেশের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

পরিমাণ বিষয়ে ভারতবর্ষের নিকট ইংলণ্ড দেশ দাড়াইতে পারে না। তথাপি ইহার শ্রীবৃদ্ধির বিষয় বিবেচনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। এই ক্ষুদ্র অলৌকিক দ্বীপে অন্যূন ২৭টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কি দুঃখের বিষয়! এই সুবিস্তীর্ণ বহুজনপরিপূর্ণ ভারতবর্ষে একটীও তাদৃশ বিদ্যালয় ছিল না। রাজপুরুষদের প্রযত্নাতিশয়ে অল্পকাল হইল একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। হে পাঠকবর্গ! এই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের কি হইতে পারে। বৃহৎ রাজপ্রাসাদ কি কখন একটী সামান্য প্রদীপে আলোকিত হয়? অমাবস্যার আকাশে একটী তারকায় কি করিতে পারে? বালুকাপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যস্থ একমাত্র শুষ্কচ্ছায় বৃক্ষ পথিকদের কোন কার্য্যেরই হয় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩০. ১০. ১২৬৬। ১১. ২. ১৮৬০

(সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত)

প্রায় তিন বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিন বৎসরকালের মধ্যে দেশীয়দের কতদূর উপকার হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। এই তিন বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশে প্রায় ২১০ জন ইঙ্গরেজী ছাত্র প্রবেশ পরীক্ষায় এবং প্রায় ২২ জন কৃতবিদ্য ছাত্র বি, এ, উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ত্রৈবাৎসরিক ফল দেখিয়া বিবেচনা করা উচিত, ইহাতে দেশীয়দের সামাজিক কোন উপকার দর্শিয়াছে কিনা? বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের অধ্যক্ষ ও সভ্যেরা ইহার কি উত্তর করিবেন? অবশ্যই বলিবেন, বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্য দিনদিন বর্দ্ধিত হইতেছে দেশীয় ছাত্রবর্গের ভ্রান্তিসঙ্কুল প্রাচীন মত পরিবর্ত্তিত হইয়া

সুসংস্কৃত মত প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এবং ক্রমে ক্রমে সকলেরই মনে বিদ্যাভ্যাসের বাসনা বলবতী হইতেছে। ইহাই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান ফল। হে পাঠকবর্গ! আপনারা ইহাতে কি বিবেচনা করেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও সভ্যদের এ সিদ্ধান্ত সত্য কিনা? বোধ হয় এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সত্য নহে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্ব্বে আমরা যে সকল আশা ভরসা করিয়াছিলাম এক্ষণে দেখিতেছি, সে সকল কোন কার্য্যেরই হইল না। আমরা মনে করিয়াছিলাম রাজধানীতে ইঙ্গলণ্ডীয়রীতিমতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আমাদের দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে তাহার আদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে, সকলেই অকারণ ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আদর পূর্ব্বক দেশীয় ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিবে এবং অবিলম্বেই দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা সুসংস্কৃত ও সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। কৈ এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে পাই না বরং দিন দিন দেশীয় ভাষার শ্রীহ্রাস সহকারে তাহার সঞ্চিত গৌরবের হানি হইতেছে ইহা সাধারণ দুঃখের বিষয় নহে।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন দেশের মঙ্গল সাধনের এক প্রধান উপায়। ইহা আমরা অবশ্য স্বীকার করি তবে কেন দুর্ভাগ্য বাঙ্গালা দেশে বিশ্ববিদ্যালয়বৃক্ষে এরূপ কুফল ফলিতেছে? হে পাঠকবর্গ! কলিকাতা রাজধানীতে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনাবধি বিদ্যালয়ের সমুদায় ছাত্রগণেরই মন ইঙ্গরেজী ভাষার প্রতি আসক্ত হইয়াছে। ইঙ্গরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব, ইহাই সকল ছাত্রের ইচ্ছা। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সুবিজ্ঞ অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নিয়ম করিয়াছেন, ছাত্রদিগকে দুইটী ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে। ইঙ্গরেজী ভাষাই পরীক্ষার প্রধান অঙ্গ। ইহা না হইলে চলিবে না। তাহার সঙ্গে অন্য কোন একটী ভাষার আবশ্যক। তাঁহাদের নিয়মানুসারে সকল ছাত্রেরাই অগ্রে কেবল ইঙ্গরেজী ভাষায় নৈপুণ্য লাভ করিতে অগ্রসর হয় দেশীয় ভাষার প্রতি তাহাদের আর তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। অতএব যাহাতে দেশীয় ভাষার কোন প্রকারে অবনতি না হইয়া উন্নতি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণের সে বিষয়ে মনোযোগ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন গবর্ণমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রে কর্ত্তব্য। ইঙ্গরেজী ভাষা ও আমাদের সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উপাধি পরীক্ষা ও উপাধি গ্রহণের রীতি আছে, আমাদের মতে বাঙ্গালা ভাষাতেও সেইরূপ রীতি প্রচারিত করা অতি আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার স্বতন্ত্র রূপে উপাধি পরীক্ষার রীতি প্রচারিত হইলে বড় এক দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় হয়। বোধ হয় তাহা হইলে আমাদের দেশীয় দশ বার বৎসরের বালকেরা অনায়াসে প্রথম উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সেই সকল মাতৃভাষা নিপুণ বালকেরা যদি পরে ইঙ্গরেজী ভাষায় নিপুণ হইয়া ইঙ্গরেজী উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহা হইলে কি এক পরমাহ্লাদেরই বিষয় হইবে! অতএব আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি বিবেচনা পূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষার উপাধি

পরীক্ষার নিয়ম প্রচার করেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইয়া উঠিবে।

(সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত)। ১৮. ১০. ১২৭০। ৩০. ১. ১৮৬৪

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানার্থ ইদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট ও বিদ্যা... ব্যক্তিদিগের বিলক্ষণ অনুরাগ ও প্রযত্ন অবলোকন করা যাইতেছে, এবং তাহাতে তা... উন্নতি বিধানও হইয়া আসিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উক্ত প্রধান বিদ্যালয়ে প্রবেশার্থিদিগের পরীক্ষা জন্য যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক সময়ে সময়ে নিরূপিত হইয়া থাকে তাহাতে তন্নিরূপণকারিদিগের বিশেষ বিবেচনা কিছুই প্রকাশ হয় না।

ইদানীন্তন বঙ্গভাষায় গদ্যপদ্য পূরিত পুস্তকের অভাব নাই, বিশেষতঃ কতিপয় সুলেখকের দ্বারা অনেকানেক হিতোপদেশ, ইতিহাস ও অন্যান্য সংসন্দর্ভ পূরিত অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পাঠোপযোগী বাঙ্গালা পুস্তক নিরূপণের ভার যাঁহারদিগের প্রতি সমর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা ঐ সমস্ত প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি স্পর্শ মাত্র না করিয়া গদ্য পদ্য পাঠের জন্য বিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত বিদ্যাকল্পদ্রুম নামক পুস্তক হইতে কোন কোন অংশ এবং কবিকঙ্কনের লিখিত চণ্ডী ও কিত্তিবাসের রচিত রামায়ণের কোন কোন অংশ এবং কোন কোন হঠাৎ কবি কামার কুমারের লিখিত পদ্যাবলী নিরূপণ করিয়াছেন, এবং এইক্ষণেও করিতেছেন, সুতরাং ছাত্রদিগের মাতৃভাষা শিক্ষার বিশেষোন্নতি কিছুই হইতেছে না, বাঙ্গালা ভাষায় যদ্যপি উত্তম পুস্তকাদির অভাব থাকিত, তবে আমরা এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট অথবা বাইস্‌চেন্সেলার মহাশয়ের প্রতি কোনরূপ দোষারোপ করিতাম না, জাতীয় ভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তকের অভাব জন্য দেশীয় মহাশয়দিগের প্রতিই আক্ষেপ করিতাম।

বঙ্গ ভাষা যখন এদেশের প্রচলিত ভাষা এবং গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ অনাদর সত্ত্বেও যখন কেবল দেশীয় ব্যক্তিদিগের অনুরাগ, প্রযত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে তাহার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়া আসিতেছে এবং তাহার আরো উৎকর্ষতা বিধান হইবার প্রত্যাশা করা যাইতেছে, তখন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার সম্পূর্ণ আদর করাই উচিত হইয়াছে সিণ্ডিকেট মহাশয়েরা এদেশে ইংরাজী ভাষার বিস্তার ও উন্নতি জন্য অধিক অনুরাগ ও অধিক মনোযোগ করিতেছেন, করুন আমরা তাহার বিরোধী নহি, ইংরাজী এদেশের রাজভাষা এবং তাহাতে বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানোন্নতি হওয়াতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ ক্রমে সভ্যতা সোপানে আরোহণ করিতেছেন, সত্য বটে, কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী ভাষার আদর করিয়া প্রজাদিগের জাতীয় ভাষার অনাদর করা কদাচ উচিত হয় না, বিশেষতঃ জাতীয় ভাষার উন্নতি হইলে এদেশের চির উপকার হইতে পারে, এবং তাহার অনুশীলন

দেশ মধ্যে বিদ্যাজ্যোতিঃ যেরূপ সহজে ও শীঘ্র সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইতে পারে, আমরা পূর্ব্বক বলিতে পারি, ইংরাজী ভাষার দ্বারা সেইরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, আমারদিগের বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী ছাত্রদিগের পরীক্ষা জন্য কেবল ত্তম বাঙ্গালা পুস্তক নিরূপণ করা কর্ত্তব্য এমত নহে, গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত সমুদায় নয়ে বঙ্গ ভাষার অনুশীলন প্রাচুর্য্য বিষয়ে বিশেষ রূপে যত্ন করা আবশ্যক হইয়াছে।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৬. ১১. ১২৭০। ১৭. ২. ১৮৬৪

পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে প্রজাদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে আমারদিগের রাজপুরুষ- অনুরাগ অনেক বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, রাজধানী কলিকাতা মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ত হওনাবধি ছাত্রবৃন্দের অনুশীলনের আধিক্য দেখা যাইতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, যাহাতে বিদ্যা শিক্ষা প্রথা সাধারণরূপে দেশমধ্যে প্রচলিত হইয়া অজ্ঞানতার ড়ান্ধকার একেবারে তিরোহিত হইয়া জ্ঞান দিবাকরের উদয় হইতে পারে, বিদ্যাধ্যাপন র আচার্য্য মহাশয়েরা তদর্থে বিশেষ যত্ন প্রকাশ করা দূরে থাকুক বরং প্রকারান্তরে প্রতিযোগিতা করিতেছেন।

পূর্ব্বে বিদ্যাধ্যাপন কার্য্যের অধ্যক্ষতা পদে গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ও বিদ্বান্ লোকদিগকে ক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে নিয়মাদি নির্দ্ধারণ ও অন্যান্য সমস্ত কার্য্যের বিচারভার সমর্পণ তেন, ঐ প্রধান তত্ত্বাবধারক মহাশয়ের অধীনে এডুকেশন কমিটি নামে এক কমিটি ছিল, পয় বিদ্যানুরাগী ইংরাজ এবং এতদ্দেশীয় লোক সেই কমিটির মেম্বররূপে নিযুক্ত ছিলেন, টির দ্বারাই বিদ্যাধ্যাপন ঘটিত, বিবিধ প্রস্তাবের বিচার হইত, যে সময়ে সদ্বিদ্বানবর সি, সি, সদরলেণ্ড সাহেব এবং বিজ্ঞবর ডাক্তার ওয়াইজ সাহেব বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ের ন তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে প্রজার বিদ্যানুশীলন নিমিত্ত যে সমস্ত শুদ্ধ নিয়মাবলি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, আমারদিগের পত্র পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে করই তাহা বিলক্ষণ স্মরণ হইতে পারিবেক।

ইদানীন্তন সেই পূর্ব্ব প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছে; রদিগের বিবেচনায় তাহা তাদৃশ উৎকৃষ্ট হয় নাই; এইক্ষণে গবর্ণমেণ্ট একজন সিবিল য় কর্ম্মচারীর প্রতি প্রজার বিদ্যানুশীলন বিষয়ের সকল ভার সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছেন, তাঁহার অধীনে কতকগুলীন তত্ত্বাবধারক আছেন মাত্র, জিলায় জিলায় লোকেল টি স্থাপনের প্রথা পূর্ব্বেও ছিল, এইক্ষণেও রহিয়াছে, তাহার কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

সিবিলিয়ান সাহেবের প্রতি বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার সমর্পিত তে তিনি অনেক বিষয়ে আপনার কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন, একথা আমরা শ্যই স্বীকার করি কিন্তু তিনি আয় ব্যয় বিষয়ে যে প্রকার মনোযোগী হইয়াছেন, অনুশীলনের আতিশয্য এবং বিদ্যা প্রভা সর্ব্বত্র প্রকাশ বিষয়ে তদ্রূপ মনোযোগ অথবা যত্ন

কিছুই করেন নাই, তিনি সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিবেচনা জন্য যে একটি নূতন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন, আমরা তৎপাঠে বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্সি কালেজের প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি এইক্ষণে ১০ টাকা মাসিক বেতন নিরূপিত আছে, তাহ ১৫ টাকা করা কর্ত্তব্য ; তিনি আপনার এই অন্যায় মতের পোষকতা নিমিত্ত লিখিয়াছেন যে, প্রেসিডেন্সি কালেজে যখন ধনাঢ্য সন্তানগণ বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকে, তখন তাহারা বিদ্যা শিক্ষা জন্য প্রতিমাসে ১৫ টাকা প্রদানে কদাচ অক্ষম হইবেক না, প্রেসিডেন্সি কালেজে ছাত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষা প্রদানার্থ যখন বিলক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে তখন তাহার আয় বৃদ্ধির উপায় করা কর্ত্তব্য।

এই প্রস্তাবে বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ের প্রধান তত্ত্বাবধারক মহাশয়ের যে প্রকার অবিবেচনা প্রকাশ হইয়াছে, পাঠক মহাশয়েরা তাহা অনায়াসে বিবেচনা করিতে পারিবেন. হিন্দুকালেজ যাহা এইক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজ নামে বিখ্যাত হইয়া এই রাজধানীর প্রধান বিদ্যালয়রূপে গণিত হইয়াছে, পূর্ব্বে তথায় ছাত্রদিগের প্রতি পঞ্চ মুদ্রা মাসিক বেতন নিরূপিত ছিল, তদ্ভিন্ন মেনেজারগণ সময়ে সময়ে তথায় বিনা বেতনে ছাত্র নিযুক্ত করিতেন, পরে ঐ বেতন আট টাকা নিরূপিত হইয়া এইক্ষণে যখন দশ টাকা হইয়াছে. তখন অধিক বলিতে হইবেক, আবার বৃদ্ধি করা কদাচ বিধায় হইতে পারে না, প্রেসিডেন্সি কালেজে কেবল ধনাঢ্য সন্তানেরাই যে বিদ্যানুশীলন করিয়া থাকেন এমত নহে ; তথায় মধ্যমাবস্থ লোকদিগের সন্তানের সংখ্যাই অধিক, আমরা দিব্যচক্ষে সন্দর্শন করিতেছি যে, ধনাঢ্য সন্তানগণ বিদ্যা শিক্ষা নিমিত্ত প্রেসিডেন্সি কালেজে গমন করেন বটে, কিন্তু শিক্ষার বিশেষাতিশয্য না হইতেই তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন, এবং আপনাপন পৈতৃক জমীদারী বা অন্যান্য কার্য্যে নিবিষ্টচিত্ত হয়েন, কেহ কেহ বা অল্প বয়সেই বিলক্ষণ বাবু হইয়া উঠেন, কদাচিৎ দুই চারিজন ধনাঢ্য সন্তানকে শেষ পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে দেখা গিয়াছে।

প্রেসিডেন্সি কালেজে যাঁহারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগের মধ্যে মধ্যমাবস্থ লোকদিগের সংখ্যা অধিক, এ বিষয়ে যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন তথাকার ছাত্রীয় বেতন কি প্রকারে বৃদ্ধি হইবেক, মধ্যমাবস্থ লোকদিগের মধ্যে অনেকেই গবর্ণমেণ্টের অচিহ্নিত কর্ম্মচারী শ্রেণীভুক্ত অতি অল্পাংশ বিষয় ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারদিগের মাসিক আয় তাদৃশ অধিক নহে, তাহার দ্বারা আবার তাঁহারদিগকে যথা নিয়মে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কোন ব্যক্তিকে তিন চারিটি সন্তানের বিদ্যাশিক্ষা করাইতে হয়, এইক্ষণে সংসারিক সকল বিষয়েই লোকদিগের ব্যয় দ্বিগুণের অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিয়াছে, সকল দ্রব্যাদিই দুর্ম্মূল্য ইহার উপর আবার বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার মূল্য বৃদ্ধি হইলে অনেকের প্রতি প্রেসিডেন্সি কালেজের দ্বার রুদ্ধ করা হইবেক।

প্রধান তত্ত্বাবধারক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ইদানীন্তন প্রেসিডেন্সি কালেজে

ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদানের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছে, ইদানীন্তন অধ্যাপকদিগের অধিক বেতন নিরূপিত হওয়াতে আয়াপেক্ষা ব্যয় কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে বটে কিন্তু ডাইরেক্টর জেনরল মহাশয়ের প্রতি আয় ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত করিবার ভার সমর্পিত হয় নাই, যে, তিনি ব্যয়াপেক্ষা আয়াংশ ন্যূন হইয়াছে বলিয়া নূতন প্রকার কর স্থাপনের নিয়ম করিবেন, বিদ্যাধ্যাপন কার্য্যের নিয়ম স্বতন্ত্র, কেবল ছাত্রদিগের বেতনের টাকার দ্বারাই তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইবেক এমত নহে, গবর্ণমেণ্ট প্রজার বিদ্যাধ্যাপন বিষয়ে রাজকোষ হইতে যখন প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করণে সম্মত হইয়াছেন এবং ঐ সাহায্য করা যখন রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে, তখন প্রেসিডেন্সি কালেজের ছাত্রদিগের বেতন বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য নহে।

আমারদিগের বিলক্ষণ অনুমান হইতেছে যে, বিদ্যাধ্যাপন কার্য্যের প্রধান তত্ত্বাবধারক মহাশয়ের ছাত্রীয় বেতন-বৃদ্ধি করণের ঐ অন্যায় প্রস্তাব প্রথমতঃ আমারদিগের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর, তৎপরে গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সমীপে বিবেচনার্থ যদিও প্রেরিত হয়, তবে তাঁহারা উভয়েই প্রজার বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন নিমিত্ত আপত্তি করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

(সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত)। ১৭. ৩. ১২৯৯। ২০. ৬. ১৮৯২

আজ কাল আমাদিগের সমাজের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কোনপ্রকার উন্নতির আশা করা কেবল দুরাশা মাত্র। বালক বালিকাদিগকে সম্যক প্রকারে সুনীতি শিক্ষা না দিলে সমাজের কোন উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

আমাদিগের দেশের বালক বালিকাদিগকে এরূপ নীতিশিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য যাহাতে তাহাদিগের মন মধ্যে সধর্ম্মানুরাগ, স্বদেশানুরাগ, স্বজাতি অনুরাগ প্রভৃতি উদ্ভাবিত হইতে পারে।

আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে বালকগণকে গুরু মহাশয়ের নিকট দেশীয় ভাষা শিক্ষার্থে পাঠান হইত, এক্ষণে সুকুমারমতি শিশুগণকে এককালীন ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠান হইয়া থাকে, তথায় ইংরাজী বিদ্যাই বাহুল্যরূপে শিক্ষা হইয়া থাকে, সুতরাং দেশীয় ভাষা বালকগণ তাদৃশ যত্নের সহিত শিক্ষা করে না।

পূর্ব্বে আমাদিগের দেশের বালিকাগণ জননীর নিকট সাঁজসেউতীর ব্রতাদি শিক্ষা করিত, গুরুজনকে কি প্রকার ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে হয়, দেবাদিদেব মহাদেব প্রভৃতি দেবতাদিগকে কি প্রকারে পূজা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা পাইত, সেকালে বালিকাদিগকে খেলার ছলে কেমন করিয়া রন্ধনাদি করিতে হয়, তাহার শিক্ষা দেওয়া হইত, এক্ষণে কি আর সে প্রকার দেওয়া হইয়া থাকে? এক্ষণে এইরূপ এক প্রকার প্রথা হইয়াছে যে, বালিকাগণকে বিদ্যাভ্যাস না করাইলেই চলিবে না। এইরূপ রীতি যদি সকলেরই হইল,

তবে তাহাদিগের শিক্ষার্থে আমাদের দেশীয় মহাশয়েরা কেন স্বতন্ত্র বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন না, তাঁহাদিগকে শিক্ষার জন্য কেন পাদরী মেমদিগের স্থাপিত বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, জানেন না যে পাদরী মেমেরা সেই সকল সুকুমারমতি বালিকাগণকে এরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন যে, তাহা তাহারা যে আর কস্মিনকালে ভুলিবে এমত বিবেচনা হয় না। সে শিক্ষা এমত নহে, সে শিক্ষায় হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে, যেহেতু তাঁহারা এরূপ শিক্ষা দেন যে, তোমরা হিন্দু দেব দেবীর পূজা করিও না। পুত্তল পূজা করিলে পাপ হয়। এই সকল সংস্কার তাহাদিগের বাল্যাবস্থা হইতে বদ্ধমূল করিয়া দিলে তাহারা কি তবে কখন আমাদিগের ধর্ম্মানুযায়ী দেবদেবীর পূজা করিতে চাহিবে তাহা কখনই নহে।

এদিকে আবার ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে বালকদিগের মন মধ্যে স্বদেশ, স্বধর্ম্ম প্রভৃতির প্রতি যেন কি একটা বিদ্বেশ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে। এই ঘৃণার ভাব সকল আমাদিগের বালকগণের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকাতে আমাদিগের দেশের উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইতেছে। ইহার একমাত্র উপায় সৎসঙ্গ, সৎসঙ্গ ব্যতীত এ সকল সংস্কার কোন প্রকারে তিরোহিত হইবার নহে।

বালকগণ ইংরাজী বিদ্যার প্রভাবে আমাদিগের দেশের আচার ব্যবহার প্রভৃতি সকলই পরিহার করিতে চাহে। তাহাদিগের মনে এ সকল কিছুই ভাল লাগে না। এ সমস্ত সংসর্গের দোষ। এই জন্য আমাদিগের বালক বালিকাগণকে হিন্দু প্রণালী মতে সুশিক্ষা দেওয়া আমাদের অতীব কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালার কৃষি শিক্ষা (সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত)। ২৭. ৮. ১২৯৯। ৮. ১২. ১৮৯২

ধনোপার্জ্জনের প্রধান উপায় বাণীজ্য তন্নিম্নে কৃষিকার্য্য, এবং সর্ব্ব কনিষ্ঠ উপায় রাজসেবা। কৃতবিদ্য বঙ্গবাসীগণ এক্ষণে সেই সর্ব্ব কনিষ্ঠ উপায় অবলম্বন করিয়াই দিন যাপন করিতেছেন। উন্নতি শিক্ষা বা সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত উত্তম এবং মধ্যম উপায়ের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি উপযুক্ত পরিমাণে পতিত হইতেছে না। কিন্তু এক্ষণে বাঙ্গালায় যে পরিমিত অধিবাসী শিক্ষিত হইতেছেন, সেই পরিমাণে রাজদ্বারে বা অন্যত্র দাসত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন না। ইহা একপক্ষে দুঃখজনক হইলেও অন্যপক্ষে ভারি মঙ্গলজনক। যত শিক্ষা বৃদ্ধি হইবে, যত শিক্ষিত সংখ্যা বর্দ্ধিত হইবে, ততই লোকে রাজসেবা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের উপায় না পাইয়া অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবে। অন্য উপায়ের মধ্যে বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্য প্রধান।

এক্ষণে বাঙ্গালী জাতির যেরূপ অবস্থা, তাহাতে যে কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিবেন, সাহায্য না করিবেন, উৎসাহ না দিবেন, সে কার্য্যে বাঙ্গালী কোন সংস্রব রাখিবে না। সুতরাং বাণিজ্য কার্য্যে রাজা নিজে সাহায্য করিতেও পারিবেন না, প্রজারাও ইহাতে তত সহজে মনোযোগী হইবে না। কৃষি বিভাগে রাজার সাহায্য প্রাপ্তির অনেক

সম্ভাবনা। সুতরাং এ বিভাগে কৃতবিদ্য দল সহজে অন্যান্যোপায় হইয়া প্রবিষ্ট হইতে চেষ্টা করিবেন। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা, এবং নদী মাতৃক বলিয়া এখানে কৃষিকার্য্যও সমধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের যেমত পরিবর্ত্তন হইতেছে, এই কৃষি বিভাগের সেইমত পরিবর্ত্তন হইলে এতদিন আমাদিগের দেশে কৃষিবিদ্যদিগের মধ্যে হাহাকার শুনা যাইত না।

কৃষি কার্য্যের প্রতি আমরা নিজে যেমন দৃষ্টি শূন্য গবর্ণমেণ্টও সেই মত দৃষ্টি শূন্য। কৃষি কার্য্যের ভার বহুদিন হইতে মূর্খ, অজ্ঞ এবং দীন চাষাদিগের হস্তে রহিয়াছে। সুতরাং ইহার ক্রমিক কোন উন্নতিই হইতেছে না। চাষারা জ্ঞানাভাবে শিক্ষাভাবে, এবং অর্থাভাবে কৃষিকার্য্যের কোন উন্নতিই করিতে পারিতেছে না। তাহারা সেই মান্ধাতার আমলের অস্ত্র লইয়া সেই একভাবে কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কৃতবিদ্য সমাজ যতদিন না এই কৃষিকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, ততদিন এ বিভাগের এইরূপ অবস্থাই থাকিবে। বর্ত্তমান কৃষকদিগের দ্বারা কৃষিকার্য্যের উন্নতি কোন ক্রমে সম্ভবে না। আমাদিগের মতে কৃষিকার্য্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত ভদ্র সন্তানেরা যখন বর্ত্তমান কৃষক কুলকে নিজ নিজ অধীনে নিযুক্ত করিয়া বাহুল্যরূপে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবেন, ধান, কলাই, পাট, তামাক প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিবেন, তখন একদফা দেশের অনেক কৃতবিদ্যের অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইবে, এবং দেশের ধন বৃদ্ধি সহ বর্ত্তমান কৃষকদিগের দুরবস্থা দূর এবং কৃষিবিভাগের ক্রমোন্নতি হইতে থাকিবে।

বাঙ্গালার কৃষি শিক্ষা। (২)। ২৫. ৮. ১২৯৯। ৯. ১২. ১৮৯২

গবর্ণমেণ্ট এদেশের কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ এবং সাহায্য করেন না, অথচ তাহার প্রধানাংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রজারা যে প্রকার, নিয়মানুসারে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করুক না কেন, গবর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে কোন কথারই উল্লেখ করেন না, কিন্তু তাহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিলে আপনাদিগের অংশ নগদ টাকায় গ্রহণ করেন। অন্যান্য সুসভ্য দেশে এই প্রকার অন্যায় নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না। সকল সুসভ্য দেশেই কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ সভা সকল স্থাপিত হইয়াছে, সম্ভ্রান্ত জমীদার ও প্রজাগণ এবং বিশেষ বিশেষ রাজকর্ম্মচারীগণ তাহার মেম্বরের পদে অভিষিক্ত হইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন নিমিত্ত নানাপ্রকার সদুপায় করিতেছেন, ব্যতীত সাধারণ কৃষি কর্ম্মচারীদিগকে নূতন প্রকার নিয়মাদি শিক্ষা প্রদান নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিদ্যালয়াদি স্থাপিত হওয়াতে তাহার দ্বারা তথাকার সামান্য উপকার হইতেছে না। ঐ সকল বিদ্যালয়ের প্রতি তথাকার গবর্ণমেণ্ট বিশেষ রূপে সাহায্য করিতেছেন, তাহার নিমিত্ত অর্থব্যয় করা আবশ্যক হইলে রাজভাণ্ডার হইতেই প্রদান করেন, এবং জমীদার প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যাঁহারা ভূমির উপস্বত্বের অংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহারাও

তাহা প্রদান করণে কাতর হয়েন না, আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই বিবেচনা করেন, কারণ ভূমির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইলেই তাঁহাদিগের আয় বৃদ্ধি হইতে পারিবেক।

পরন্তু এদেশে এই রুচির নিয়মের কিছুই অবলোকন করা যায় না, সমস্ত দেশের নিমিত্ত এগ্রিকলচারাল ও হর্টিকলচারাল সোসাইটি নামে যে এক সভা আছে, তাহার সহিত দেশের সাধারণ কৃষিকার্য্যের কোন সম্বন্ধই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংলণ্ডীয় ও আমেরিকা ও অন্যান্য দেশীয় নূতন প্রকার ফলমূল এবং পুষ্পাদি, সাহেব প্রভৃতি কতিপয় প্রধান লোকদিগের বাগানে কিরূপ উৎপন্ন হইতেছে, আমেরিকা দেশের কোন প্রকার তূলার বীজ হইতে এদেশে বৃক্ষাদি শীঘ্র জন্মিতে পারে, এই সকল বিষয়ের বিবেচনাতেই ঐ সভার মেম্বর মহাশয়দিগের অধিক সময় অতিবাহিত হয়, কিন্তু কি উপায় দ্বারা এদেশের তূলাদি প্রয়োজনীয় শস্য সকলের উৎপন্ন বৃদ্ধি হইতে পারে, কোন্ বৎসর সম্ভবমত বারি বর্ষণ না হইলে অন্য কি উপায় দ্বারা তাহা রক্ষা হইতে পারে, একপ্রকার ভূমি হইতে প্রতি বৎসর দুই প্রকার ফসল উৎপন্ন করা যাইতে পারে কি না, এই সকল আবশ্যক বিষয়ে সভা কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না, অতএব ঐ সভার দ্বারা এদেশের কৃষিকার্য্যের কিরূপে উন্নতি সাধন হইতে পারে।

আমরা প্রস্তাবোপলক্ষে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে এক্ষণকার সুসভ্য দেশের প্রচলিত নিয়ম দ্বারা উপদেশ প্রদানে যত দিবস পর্য্যন্ত অনুরাগী না হইবেন, এবং তাহার নিমিত্ত স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন না করিবেন, এদেশের জমীদার প্রভৃতি প্রধান লোকসকল যাহারা ভূমির উৎপন্নের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিশেষরূপে মনোযোগী হইয়া ভূমির অবস্থা সংশোধনে যত্নবান না হইবেন সেই পর্য্যন্ত এদেশের কৃষিকার্য্যের কিছুমাত্র উন্নতি হইবে না।

গবর্ণমেণ্ট একাল পর্য্যন্ত কেবল ভূমির উৎপন্নের অংশ গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কি উপায় দ্বারা তাহার উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহার কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। যদি বলেন গবর্ণমেণ্ট ঐ ভার জমিদারদিগের প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন, এদেশের ভূমির উৎপন্ন বৃদ্ধি হইলে জমিদারেরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু জমিদারেরাও ত ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন নাই, তাঁহারা কেবল আপনাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, ইহাতে রাজ্যের পক্ষে যে গুরুতর অনিষ্ট হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহা সন্দর্শন করিয়াও কোনও উপায় করিতেছেন না।

বিষয়-পরিচয়। বিবিধ

১০ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪। ২ জুন ১৮৪৭

কবিতা॥

'ইয়ং বেঙ্গল'দের উদ্দেশে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একটি কবিতা প্রকাশ করা হইয়াছে। কবিতাটি শ্লেষ ও ব্যঙ্গে পূর্ণ।

১২ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪। ৪ জুন ১৮৪৭

উপ-সম্পাদকীয়॥

১ জুন মঙ্গলবার রাত্রে মেডিকেল কলেজে ডেভিড হেয়ারের স্মৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কারের একটি রচনা বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে।

১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪। ৫ জুন ১৮৪৭

সম্পাদকীয়॥

বিদেশী পত্রপ্রেরকেরা সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ যে-সব রচনা পাঠান, তাহা মানানুযায়ী হয় না। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যে-সব রচনা জনহিতকর, তাহাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেজন্য বিভিন্ন জিলাবাসী লেখকগণকে ভাল ভাল বিষয়ে রচনা পাঠাইবার জন্য অনুরোধও জানানো হইয়াছে।

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৪। ৮ জুন ১৮৪৭

সংবাদ॥

'বেঙ্গল হরকরা' ও 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকার প্রকাশ্য বিবাদ লজ্জাকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে। এই ইংরেজী পত্রিকাই বাংলা কাগজকে এই জঘন্য বিবাদের জন্য অভিযুক্ত করিয়া থাকেন। এখন তাঁহারাই দৃষ্টান্তস্থল হইলেন।

৭ শ্রাবণ ১২৫৪। ২২ জুলাই ১৮৪৭

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত। প্রবন্ধ। আলস্য॥

মেদিনীপুরের স্কুলের ছাত্র তারিণীচরণ চৌধুরী এই প্রবন্ধে আলস্যকেই পরাধীনতার মূল কারণ হিসাবে নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহার মতে বাঙালীরা যদি সাহসী ও পরিশ্রমী হইত তবে তাহারা কখনও পরাধীন হইত না।

৬ চৈত্র ১২৫৪। ১৮ মার্চ ১৮৪৮

সম্পাদকীয় (সংবাদ ভাস্কর)॥

'সংবাদ ভাস্কর' প্রভাকরের সংবাদের একটি ভুল ধরিবার জন্য দুই কাগজের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের সূত্রপাত হয়। প্রাচীন সংবাদপত্রের ঝগড়ার ইহা একটি উপভোগ্য দৃষ্টান্ত।

১৫ চৈত্র ১২৫৪। ২৭ মার্চ ১৮৪৮

সম্পাদকীয়॥

সংবাদ প্রভাকরের সহিত ভাস্করের বিবাদের জের টানা হইয়াছে। তর্কের বিষয় এই দুইটি সংবাদপত্রের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ।

২৪ চৈত্র ১২৫৪। ৫ এপ্রিল ১৮৪৮

সম্পাদকীয়॥

'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ ভাস্করের' মধ্যে বিবাদের আর একটি নমুনা।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৫। ২৬ মে ১৮৪৮

সম্পাদকীয়॥

'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' পত্রিকায় জনৈক পত্রলেখক বলিয়াছেন যে পূর্বে যবন রাজারা বিদ্যাবুদ্ধি এবং রাজনীতিজ্ঞানের পুরস্কার হিসাবে যোগ্য ব্যক্তিকে উপাধি বিতরণ করিতেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার শুধু ধনাঢ্য ও অযোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করেন। উপাধিধারী ব্যক্তিদের মধ্যে আবার রাজকর্মচারীরাই প্রধান। পত্রলেখকের এই মতামত সমর্থন করিয়া যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মানিত করিবার জন্য বলা হইয়াছে।

১৩ আশ্বিন ১২৫৫। ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৪৮

সম্পাদকীয়॥

'কায়স্থ কৌস্তভ' গ্রন্থের রচয়িতা রাজনারায়ণ মিত্রের সহিত প্রভাকর-সম্পাদকের মতবিরোধের একটি ঘটনা প্রকাশ করা হইয়াছে।

৫ পৌষ ১২৫৭ । ১৯ ডিসেম্বর ১৮৫০

সংবাদ ॥

দক্ষিণ-কলিকাতার শ্যামপুরে বাঘের উপদ্রবে একটি বালিকা প্রাণ হারায়। ২৪-পরগণার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বাঘটিকে মারিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

১১ পৌষ ১২৫৭ । ২৫ ডিসেম্বর ১৮৫০

বড়দিন ॥

বড়দিনের সময় সাহেবদের আচার-ব্যবহারকে বিদ্রূপ করিয়া কবিতাটি রচিত হইয়াছে।

১০ বৈশাখ ১২৫৮ । ২২ এপ্রিল ১৮৫১

সম্পাদকীয় ॥

এই সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে তুলনামূলক বিচারে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনে বাংলা পত্র-পত্রিকা অপেক্ষা ইংরেজী পত্রিকা অনেক বেশী অগ্রণী।

১৯ বৈশাখ ১২৫৮ । ১ মে ১৮৫১

সংবাদ ॥

কুমারহট্টের বালিকা বিদ্যালয়ের কোন উন্নতি হয় নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৯ বৈশাখ ১২৫৮ । ১ মে ১৮৫১

সংবাদ ॥

কৃষ্ণনগর কলেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেণ্টের প্রধান শিক্ষক রামতনু লাহিড়ী বর্ধমান স্কুলে বদলি হওয়ায় প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের জন্য কনিষ্ঠ শিক্ষকদের মধ্যে একজনের পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করা হইয়াছে।

১ শ্রাবণ ১২৫৮ । ১৬ জুলাই ১৮৫১

সংবাদ ॥

‘কর’ বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া জানা গিয়াছে যে মুটেমজুর প্রভৃতিকেও রাজকর দিতে হইবে। এই সংবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৩০ শ্রাবণ ১২৫৮। ১৪ আগস্ট ১৮৫১

সম্পাদকীয়॥

বেথুন সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ পরিবেশন করিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে বেথুন সাহেবের নানাবিধ গুণের কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে রচিত একটি কবিতা প্রকাশ করা হইয়াছে।

৪ ভাদ্র ১২৫৮। ১৯ আগস্ট ১৮৫১

সংবাদ॥

বেথুনের স্মৃতিরক্ষার জন্য কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মেডিকেল কলেজে একটি সভা আহ্বান করিয়াছেন। সংবাদটি তাহারই বিজ্ঞপ্তি।

১২ ভাদ্র ১২৫৮। ২৭ আগস্ট ১৮৫২

সংবাদ॥

গুরুচরণ দত্তের প্রতিষ্ঠিত বটতলার "ডেভিড হেয়ার একাডেমি" নামক স্কুলের বিশেষ উন্নতির সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

১৮ ভাদ্র ১২৫৮। ২ সেপ্টেম্বর ১৮৫১

চিঠি॥

৩০ আগস্ট 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকায় মৃত মহাত্মা বেথুনের অপযশ প্রকাশিত হওয়ায় পত্রলেখক ক্ষুব্ধ হইয়া এই প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৯। ৩১ মে ১৮৫২

সম্পাদকীয়॥

'ইংলিশম্যান' পত্রিকার জনৈক পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ানীর পদ প্রাপ্ত হইবার অল্পদিন পরেই পদচ্যুত হইয়াছেন। 'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

১৯ শ্রাবণ ১২৫৯। ২ আগস্ট ১৮৫২

সংবাদ॥

ঈদ উপলক্ষে মুর্শিদাবাদে নবাবপ্রাসাদে যে উৎসব হইয়াছিল তাহার বিবরণ দিয়া দেওয়ান বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় নবাবের নিকট যে সম্মান পাইয়াছেন তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে।

১২ ভাদ্র ১২৫৯। ২৬ আগস্ট ১৮৫২

সংবাদ॥

সাঁতরাগাছিতে 'বঙ্গভাষানুশীলন সভা' স্থাপিত হওয়ার সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৬ মাঘ ১২৫৯। ১৮ জানুয়ারি ১৮৫৩

বুলবুলি-পক্ষির যুদ্ধ।

সিমুলিয়ার দয়ালচাঁদ মিত্র এবং জোড়াসাঁকোর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের বাগানে বুলবুলি পাখির যুদ্ধ দেখিবার জন্য প্রতি বৎসর প্রচুর লোকসমাগম হয়। আশুতোষ দেবের বাড়িতে পাখির যুদ্ধে রাজার হার হইয়াছে।

২১ মাঘ ১২৫৯। ২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

সংবাদ॥

পটলডাঙায় 'ফিবর হসপিটাল' নামে হাসপাতালের জন্য আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া একটি প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মিত হইয়াছে। নির্মাণকার্য শেষ হয় নাই। শেষ করিতে আরও কত টাকা লাগিবে বলা যায় না। সকলকে উক্ত অট্টালিকা দেখিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৬ ফাল্গুন ১২৫৯। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

সংবাদ॥

জানবাজার হইতে মৌলালী দর্গা অবধি ভাল জলপ্রণালী না থাকার রানী রাসমণি নিজে ২৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া একটি জলপ্রণালী নির্মাণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। তাঁহাকে অশেষ সাধুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

৮ ফাল্গুন ১২৫৯। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

সম্পাদকীয়॥

জমি জরিপের বিষয় লইয়া 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র পত্রপ্রেরকের সহিত 'হিন্দু পেট্রিয়টের' বাদানুবাদ হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র মতে জমি জরিপের আইন শুভ। প্রতিবাদে পেট্রিয়ট জানাইয়াছে যে জরিপ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু জরিপের সহিত স্বত্বাদির বিষয় নিষ্পত্তি না হইলে ব্যাপারটি জটিল হইয়া উঠিবে। সম্পাদকীয়তে 'পেট্রিয়টের' মতকে সমর্থন করা হইয়াছে।

১৪ ফাল্গুন, ১২৫৯। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

সংবাদ॥

কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরীর অংশীদারদের সভায় স্থির হয় যে এ দেশের লোকদের পর্বের দিনে লাইব্রেরী খোলা থাকিবে, কিন্তু খ্রীষ্টানদের পর্বের দিন বন্ধ থাকিবে; এই সিদ্ধান্তকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে এবং বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র সভায় উপস্থিত থাকিয়াও এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ না করার জন্য বিস্ময় প্রকাশ করা হইয়াছে।

১৪ ফাল্গুন ১২৫৯। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৩

সংবাদ॥

কলিকাতার রাস্তা ধূলায় অন্ধকার হইয়া ওঠে, যদিও ট্যাক্স নিয়মিতভাবে আদায় করা হয়। এই অবহেলার জন্য অভিযোগ করা হইয়াছে।

৩০ ফাল্গুন ১২৫৯। ১২ মার্চ ১৮৫৩

সংবাদ॥

'বীটন সভা'র মাসিক বৈঠকে পঠিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দীর্ঘ প্রবন্ধের প্রশংসা করা হইয়াছে।

১ বৈশাখ ১২৬০। ১২ এপ্রিল ১৮৫৩

মৃত পত্রের নাম॥

৭৬টি মৃত এবং ১৯টি জীবিত পত্র-পত্রিকার নামের একটি তালিকা প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬০। ৯ জুন ১৮৫৩

হাড়গিলার নালিস॥

কলিকাতায় জনরব উঠিয়াছে যে ছিন্নপক্ষ হাড়গিলা প্রথমে পুলিসের নিকট, পরে ব্যর্থ হইয়া গবর্নমেণ্ট হৌসের দ্বারে দাঁড়াইয়া আপনার ছিন্নপক্ষ দেখাইয়া নালিশ জানাইয়াছিল। এই হাড়গিলার সঙ্গে তিনচার হাজার মানুষ কৌতুক দেখিতে গিয়াছিল।

৯ ভাদ্র ১২৬০। ২৪ আগস্ট ১৮৫৩

বিজ্ঞাপন॥

অক্ষয়কুমার দত্তের বাড়িতে চুরি হইয়াছে। তিনি হৃত জিনিস ফিরিয়া পাইবার আশায় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

১০ বৈশাখ ১২৬১। ২২ এপ্রিল ১৮৫৪

আরব্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ ও বিক্রয় প্রসঙ্গ ॥

নীলমণি বসাক আরব্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ করিয়াছেন এবং তাহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। উপন্যাসটির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে অনুবাদক একটি বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। অনুবাদের প্রশংসা করা হইয়াছে।

২৩ বৈশাখ ১২৬১। ৫ মে ১৮৫৪

জুলিয়াস সিজার নাটক অভিনয় ॥

জোড়াসাঁকোর প্যারিমোহন বসুর বাড়িতে এ দেশের শিক্ষিত যুবকেরা শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের যে অপূর্ব অভিনয় করিয়াছেন তাহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে। সেদিন কলিকাতা শহরের প্রায় চারশত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক নাটক দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রস্তাব করা হইয়াছে যেন টিকিটের দাম কমাইয়া এই নাটক আর একবার মঞ্চস্থ করা হয়।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। ২ জুন ১৮৫৪

সংবাদ ॥

ইংলিশম্যান পত্রিকা সংবাদ দিয়াছে যে হরচন্দ্র ঘোষ ছোট আদালতের বিচারক এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ম্যাজিস্ট্রেট হইবেন। বলা হইয়াছে যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্বান, তিনি ঐ কাজ যোগ্যতার সহিত করিতে পারিবেন।

২১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। ২ জুন ১৮৫৪

সংবাদ ॥

কলিকাতার কমিশনারগণ ছোটলাটের নিকট কলিকাতার নর্দামা পরিষ্কার করিবার জন্য টাকা চাহিয়াছিলেন। ছোটলাট জানাইয়াছেন যে তিনি অল্প সুদে টাকা ধার দিতে পারেন। তাঁহার এই মনোভাবকে বেণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। ৭ জুন ১৮৫৪

সংবাদ ॥

গোপালকৃষ্ণ মল্লিক তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে কাঙালি বিদায় করিতে অক্ষম হওয়ায় কাঙালিরা নগরের বাজার লুট করিয়াছিল। মতিলাল শীলের শ্রাদ্ধের সময় যাহাতে অনুরূপ ঘটনা না ঘটে সেইজন্য সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা শীলবাবুর পুত্রদিগকে কোর্টে একলক্ষ টাকা জমা রাখিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৬১। ১০ জুন ১৮৫৪

সংবাদ ॥

'বাঙ্গাল হরকরা' জানাইতেছেন যে মতিলাল শীলের পুত্ররা পিতৃশ্রাদ্ধে তিনলক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন। 'হরকরা' এই খরচ কমাইয়া ঐ টাকায় একটি কলেজ স্থাপনের পরামর্শ দিয়াছেন। 'প্রভাকর' কিন্তু 'হরকরা'র যুক্তি সমর্থন করিয়াও এ দেশের রীতির দোহাই দিয়াছেন।

১৮ আষাঢ় ১২৬১। জুলাই ১৮৫৪

বাবু প্রসন্ন ঠাকুর ॥

প্রসন্ন ঠাকুর অভিনব ব্যবস্থাপক সভার ডেপুটি ক্লার্কের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' বলিয়াছেন যে প্রসন্নবাবু ডেপুটি ক্লার্কের উপযুক্ত, প্রধান ক্লার্কের পদের যোগ্য নহেন। এই উক্তিতে বিজাতীয় দ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া 'প্রভাকর' অভিযোগ করিয়াছেন।

১ শ্রাবণ ১২৬১। ১৫ জুলাই ১৮৫৪

এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন ॥

প্রাচীন কবিদের গান, পদ, এবং জীবনচরিত লিখিয়া পাঠাইবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বনামে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন। যাঁহারা এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক চাহিবেন তাঁহাদেরও সামান্য পারিশ্রমিক দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। এই সঙ্গে পুরাতন পদ-কর্ত্তাদের নামের তালিকাও প্রকাশ করা হইয়াছে।

১০ ভাদ্র ১২৬১। ২৫ আগস্ট ১৮৫৪

সম্পাদকীয় ॥

বিলাতের 'রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি'র এক সভায় জনৈক সভ্য এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে কলার বাস্না হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। বিলাতের সাহেবরা কলার বাস্না কিনিতে রাজী হইলে এ দেশের অনেক লোকের উপকার হইবে।

২৪ আশ্বিন ১২৬১। ৯ অক্টোবর ১৮৫৪

কলিকাতার দুর্গোৎসব (সম্পাদকীয়) ॥

নগরে দুর্গাপূজা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শোভাবাজারে রাজবাড়িতে এবং জোড়াসাঁকোর নবকৃষ্ণ মল্লিকের বাড়িতে যথেষ্ট আড়ম্বর হইয়াছিল। পাদ্রীদের নিষেধ

সত্ত্বেও বহু ইংরেজ মল্লিকবাড়ি আসিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে পূজার দিন সাহেবদের নিমন্ত্রণ করা অন্যায়। এইজন্য দত্তবাবুরা রাসের পরে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অন্যান্য হিন্দুবাবুরা দত্ত মহাশয়ের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইলে ভাল হয়।

১ অগ্রহায়ণ ১২৬১। ১৩ নভেম্বর ১৮৫৪

প্রাচীন কবি ॥

প্রাচীন কবি রাম বসুর কবিতা সংগ্রহ করিতে যে কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহা ব্যক্ত করিয়া এ বিষয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের আলস্য ও ঔদাসীন্যের জন্য আক্ষেপ করা হইয়াছে। আরও কিছুকাল গত হইলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও এই পদসমূহ উদ্ধার করা যাইবে না। এই প্রসঙ্গে রাম বসুর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়া আলোচনা করা হইয়াছে।

২০ মাঘ ১২৬২। ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬

সম্পাদকীয় ॥

আশুতোষ দেবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

২ পৌষ ১২৬৩। ১৫ ডিসেম্বর ১৮৫৬

সর্বসাধারণ, হিতকারী আশ্রয়দাতা, বন্ধু বান্ধব, গুণগ্রাহক গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক পাঠকবর্গের প্রতি প্রভাকর সম্পাদকের সবিনয় নিবেদন ॥

এই প্রবন্ধে সম্পাদক তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের আশা ও ব্যর্থতার কথা পাঠকবর্গকে জানাইয়াছেন। প্রভাকরের অবস্থা এবং সম্পাদকের আর্থিক দুরবস্থা ও শারীরিক অসুস্থতার কথাও জানানো হইয়াছে।

১৪ শ্রাবণ ১২৬৪। ২৮ জুলাই ১৮৫৭

চিঠিপত্র ॥

বিদ্যাসাগরকে বিদ্রূপ করিয়া 'প্রভাকরে' একটি ব্যঙ্গকবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তারপর যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের একটি পত্রের উত্তরে সম্পাদক জানাইয়াছিলেন যে সুকাব্যের ধর্মই ব্যঙ্গোক্তি। পত্রপ্রেরক তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বিদ্যাসাগরের ন্যায় সম্মানীয় ব্যক্তি কোনমতেই উপহাসের পাত্র হইতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশিত কবিতাটি কাব্যপদবাচ্য নহে। উহা শ্লেষোক্তি ও দোষ-পূর্ণ। মিল, ব্যঙ্গোক্তি, অনুপ্রাস কবিতার যথার্থ গুণ নহে। কবিতার গুণ আনন্দ। কবিতা মানুষকে অন্য এক আস্বাদ দেয়। উল্লেখিত কবিতায় কোন গুণ নাই। শেষে সম্পাদককে অনুরোধ করা হইয়াছে, তিনি যেন তাঁহার দোষের পোষকতা না করেন।

১১ অগ্রহায়ণ ১২৬৪ । ২৫ নভেম্বর ১৮৫৭

বিক্রমোর্ব্বশী নাট্যাভিনয় ॥

জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহের বাড়িতে বিক্রমোর্ব্বশী নাট্যাভিনয়ে নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যোগদান করিয়াছিলেন। নাট্যাভিনয়ের প্রথা এ দেশে অতি পুরাতন ইহাকে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা চলিতেছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ বিষয়ে কয়েকটি মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে।

১০ বৈশাখ ১২৬৫ । এপ্রিল ১৮৫৮

বাবু গুরুদাস দত্ত (সম্পাদকীয়) ॥

এক মিথ্যা জনপ্রবাদ-জনিত সন্দেহক্রমে কলুটোলা-নিবাসী বাবু গুরুদাস দত্ত কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। মামলার বিচারে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হইয়া মুক্তি পাইয়াছেন। এই সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৫ বৈশাখ ১২৬৫ । মে ১৮৫৮

মেডিকেল কলেজে পারিতোষিক সভা ॥

মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের পারিতোষিক বিতরণী সভার বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে

২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৫ । ১ জুন ১৮৫৮

জনাই-এর জমিদারবাড়িতে নন্দকুমার রায় প্রণীত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটকাভিনয়ের প্রশংসা করা হইয়াছে। এই নাটক দেখিবার জন্য আটশত লোক উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরা উপস্থিত থাকিয়া শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সম্পাদকের মতে অঙ্গভঙ্গী ও বাক্যচ্ছটা দ্বারা মনের ভাবকে শ্রোতাদের মনে সঞ্চারিত করাই সার্থক নাটক ও নটের উদ্দেশ্য। এই নিরিখে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র অভিনয় সার্থক হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পল্লীগ্রামে এই প্রথম নাট্যাভিনয় হইতেছে এবং নটগণ সকলেই স্কুলের ছাত্র। সেইদিক হইতেও এই অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য।

১৮ আষাঢ় ১২৬৫ । জুলাই ১৮৫৮

"হিন্দুদের রাজভক্তি" (সম্পাদকীয়) ॥

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "হিন্দুদের রাজভক্তি" নামে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহার বিশেষ প্রশংসা করা হইয়াছে। রাজভক্ত প্রজাগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া আনন্দিত হইবেন।

১৮ শ্রাবণ ১২৬৫। আগস্ট ১৮৫৮

আবার রাজমার্গে প্রস্রাব ধরাশায়ী॥

জনৈক পথচারী রাজপথে প্রস্রাব করিবার অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছেন।

২০ শ্রাবণ ১২৬৫। আগস্ট ১৮৫৮

রত্নাবলী নাটক॥

বেলগেছের প্রতাপচন্দ্র সিংহের বাগানবাড়িতে রত্নাবলী নাটকের অভিনয়ের দিন বাংলার ছোটলাট হেলিডে, বিদ্যাসাগর, রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

২১ শ্রাবণ ১২৬৫। আগস্ট ১৮৫৮

ঐ যাঃ! (সম্পাদকীয়)॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। পদত্যাগের কারণ জানা যায় নাই। অনুমান করা হইয়াছে যে কর্তৃপক্ষের সহিত মতের অমিল পদত্যাগের কারণ। বিদ্যাসাগরের পারদর্শিতার কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে সংস্কৃত কলেজ যে-প্রণালীতে চলা উচিত ছিল, সেই প্রণালী রহিত করিয়া তিনি ইংরেজী মতে কলেজ পরিচালনা করিয়াছিলেন।

২০ ভাদ্র ১২৬৫। ৪ সেপ্টেম্বর ১৮৫৮

'হরকরা' বনাম 'প্রভাকর' (সম্পাদকীয়)॥

সুপ্রিম কোর্টের বিচারে গোরা সৈন্য দণ্ডিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে 'হরকরা' সম্পাদককে বিদ্রূপ করা হইয়াছে।

১৬ মাঘ ১২৬৫। ২৮ জানুয়ারি ১৮৫৯

চিঠিপত্র॥

বেহালার 'হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার' সম্পাদক গুরুদয়াল রায় 'প্রভাকর'-সম্পাদক ও কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

২০ মাঘ ১২৬৫। ১ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

শোক সংবাদ॥

সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুতে 'সমাচার চন্দ্রিকা' সম্পাদক ১২ মাঘ যে আক্ষেপোক্তি লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে চন্দ্রিকা-

সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের নানাগুণের কথা উল্লেখ করিয়া এই আশা ব্যক্ত করিয়াছেন যে কবিভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত সংবাদপত্র যোগ্যতার সহিত চালাইতে থাকিবেন।

২২ মাঘ ১২৬৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

চিঠিপত্র॥

"কোন এক দূরদেশী ছাত্র" প্রভাকর-সম্পাদক ও কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এই পত্র লিখিয়াছেন।

২৩ মাঘ ১২৬৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

চিঠিপত্র॥

শম্ভুনাথ গড়গড়ি গুপ্তকবির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

২৪ মাঘ ১২৬৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

সম্পাদকীয়॥

এই সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে গুপ্তকবির মৃত্যুর শোক মুছিতে না মুছিতে 'সংবাদ ভাস্কর' সম্পাদক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাতে গভীর শোক প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৯ মাঘ ১২৬৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

সম্পাদকীয়॥

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর তাঁহার পালিত পুত্র ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য 'সংবাদ ভাস্কর' পত্রিকার সমস্ত ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১ ফাল্গুন ১২৬৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

চিঠিপত্র, সিমলা হিত বিলাসিনী সভা॥

সিমলার হিত বিলাসিনী সভা গুপ্তকবির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

৫ ফাল্গুন ১২৬৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

চিঠিপত্র॥

মথুরানাথ মৈত্র গুপ্তকবির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এই পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

৭ ফাল্গুন ১২৬৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

সম্পাদকীয় ॥

সম্পাদক জানাইতেছেন যে গুপ্তকবির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া যে-সব রচনা আসিয়াছে তাহা নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিলেও শেষ হইতে ছয় মাস লাগিবে। সুতরাং স্থির করা হইয়াছে যে শোকসূচক আর কোন রচনা প্রকাশ করা হইবে না। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের সহানুভূতি প্রার্থনা করা হইয়াছে। কারণ প্রভাকরকে রক্ষা করিলেই মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাম রক্ষা করা হইবে।

৭ ফাল্গুন ১২৬৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

সম্পাদকীয় ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের স্মৃতিচিহ্নের জন্য নানারকম প্রস্তাব আসিয়াছে। তাহার মধ্যে গুপ্তকবির নামে ছাত্রদের বৃত্তি দিবার প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং জনসাধারণকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

১৩ ফাল্গুন ১২৬৫। ফেব্রুয়ারি ১৮৫৯

চিঠিপত্র ॥

শ্রীমতী থাকমণি দাসী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুতে ত্রিপদী ছন্দে যে দীর্ঘ কবিতা লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ করা হইয়াছে।

২৩ চৈত্র ১২৬৫। এপ্রিল ১৮৫৯

উর্দ্দু গাইড (সম্পাদকীয়) ॥

'উর্দ্দু গাইড' সম্পাদক লিখিয়াছেন যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা মাসিক একসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া গোলদীঘির নিকট একটি বাড়িতে যে 'ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা কোনদিন ফলবতী হইবে না। উর্দ্দু গাইডের এই শ্লেষোক্তির প্রতিবাদ করিয়া সম্পাদকীয়তে বলা হইয়াছে যে প্রসন্নবাবু 'ক্লাব' প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন কি না তাহা তিনি জানেন না। তবে যদি করিয়া থাকেন তবে তাহা নিশ্চিত ফলবতী হইবে।

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৬। জুন ১৮৫৯

সম্পাদকীয় ॥

গোপেরা মোদকদিগকে ছানা বিক্রয় করিবে না বলিয়া ধর্মঘট করিয়াছে। এই প্রবন্ধে উক্ত ধর্মঘটকে সমর্থন করিয়া এই আশা ব্যক্ত করা হইয়াছে যে উহা হিন্দুজাতির ঐক্যবদ্ধতার প্রমাণ হিসাবে বাঁচিয়া থাকিবে।

২৬ মাঘ ১২৬৬। ফেব্রুয়ারি ১৮৬০

সম্পাদকীয়॥

একদিন শিক্ষিত বাঙালীর ঝোঁক পড়িয়াছিল পত্রিকা প্রকাশের উপর। পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু এখন তাহা অনিয়মিত। সামান্য কয়েকটি কাগজ, যথা তত্ত্ববোধিনী, বিবিধার্থ সংগ্রহ, অরুণোদয় বাঁচিয়া আছে। সংবাদপত্র বা মাসিকপত্র প্রকাশ করিয়া খ্যাতি ও অর্থ অর্জন করা কঠিন। সেজন্য এখন ঝোঁক পড়িয়াছে পুস্তক প্রকাশের উপর। প্রকাশিত পুস্তকের অধিকাংশ নাটক, তাহাও আবার উচ্চশ্রেণীর নয়।

২৭ ফাল্গুন ১২৬৬। মার্চ ১৮৬০

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (সম্পাদকীয়)॥

কলিকাতায় 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বঙ্গভাষার উন্নতি এবং মূল গ্রন্থের সংখ্যাবৃদ্ধি এই সমাজের উদ্দেশ্য। এই সম্পাদকীয়তে সমাজের কার্যাবলীর সমালোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে মূল গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বাংলা ভাষার উন্নতি করা যায় না। বাংলা ভাষায় অনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা পড়িবার উপযুক্ত নয়। সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ অশুদ্ধ ভাষায় রচিত। তাহার কারণ বোধ হয় সমাজ সামান্য পারিশ্রমিক দিতে চান। এইজন্য পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে যে সমাজ যদি অধিক সংখ্যায় খারাপ গ্রন্থ প্রকাশ না করিয়া একখানি ভাল গ্রন্থ প্রকাশ করেন তবে অনেক উপকার হয়।

৩০ মাঘ ১২৭০। ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৪

পুস্তক সমালোচনা॥

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারতের একাদশ খণ্ড পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

৯ মাঘ ১২৮৫। জানুয়ারি ১৮৭৯

ন্যাসনাল থিয়েটার॥

ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত "কামিনী কুঞ্জে"র প্রশংসা করা হইয়াছে। এই অভিমত প্রকাশ করা হইয়াছে যে এমন গীতাভিনয় এই প্রদেশে প্রথম অনুষ্ঠিত হইল। আলোচ্য গীতাভিনয় ইতালিয়ান অপেরার আদর্শে রচিত।

১১ মাঘ ১২৮৫। জানুয়ারি ১৮৭৯

চিঠিপত্র॥

পত্রলেখক 'কামিনী কুঞ্জে'র অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে প্রত্যেক গীতের অবসরে বাকচাতুর্য থাকিলে ভাল হইত। সম্পাদক এই উক্তির বিরোধিতা করিয়া

বলিয়াছেন যে কথা থাকিলে সংস্কৃত যাত্রা হইত। কিন্তু ইহা ইতালিয়ান অপেরার আদর্শে রচিত

১১ চৈত্র ১২৯৮। মার্চ ১৮৯২

হিন্দু পেটরিয়ট ॥

হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা সাপ্তাহিকের পরিবর্তে দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে।

১০ ফাল্গুন ১২৯৯। ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩

হিন্দুমেলা ॥

হিন্দুমেলার উপভোগ্য অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে হিন্দুমেলা জাতীয় মান রক্ষা করিতেছে।

কবিতা। ২০. ২. ১২৫৪। ২. ৬. ১৮৪৭

আমরা নিম্নলিখিত পদ্য ইয়ংবেঙ্গাল মহাশয়ের বান্ধবদিগের বিশেষ আমোদ জন্য প্রকাশ করিলাম

সুবৃষ্টি।

ত্রিপদী।

হইল সুধার বৃষ্টি, শীতল করিল সৃষ্টি,
উত্তাপ প্রতাপ হইল শেষ।
স্নিগ্ধকর বরিষণে, মৃদু মন্দ সমীরণে,
ঘুচে গেল শরীরের ক্লেশ॥
স্বেদ বিন্দু নাহি ক্ষরে, বিমলিন কলেবরে,
বিহরে শিহরে যুবা জানি।
অনেক দিনের বাদ, দিনে পূর্ণ মনোসাধ,
পরিবাদ অবিষাদ মানি।
নীলরুচি নীলধর, শোভাকর মনোহর,
নয়ন প্রফুল্লকর অতি।
হায়রে কালীর ঘটা, হেরি তোর শোভা ছটা,
সাধে মজে ব্রজের যুবতী॥
শুনি ঘন ২ ধ্বনি, অপার উল্লাস গণি,
চাতকিনী সুখধ্বনি করে।
দুঃখের যামিনী ভোর, সুখভরে মীনচোর,
ঘোর দিয়ে ভ্রমে সরোবরে॥
মরাল মোদিত মনে, সঙ্গে লয়ে স্বীয় গণে,
সন্তরণে না দেয় বিরাম।

করি রব কুক্ ২, প্রকাশে মনের সুখ,
ডাহুক ডাকিছে অবিশ্রাম ॥
শুনিয়ে মেঘের নাদ, মত্ত মতি মেঘনাদ,
পাদপৃট হইল অস্থির।
জলধর দেয় তাল, নৃত্য করে পালে পাল,
কাল পেয়ে প্রফুল্ল শরীর ॥
আর ২ স্থলচর, জলচর, শূন্যচর,
চরাচর নিরসয়ে যেবা।
হইয়ে শীতল কায়, কেহ ধায় কেহ গায়,
আত্মমত করে আত্মসেবা ॥
স্নানকরি ধারাজলে, শ্যামল বিমল দলে,
তরুদলে নবশোভা ধরে।
বিরহ বিশ্রাম যেন, হাস্যরস পূর্ণ হেন,
যুবাজন আস্য শশধরে ॥
তরুর পল্লব মালে, দেখা দেয় ডালে২
কদম্ব কালিকা বিকশিত।
মধু-মক্ষী মত্ত হয়ে, সঙ্গেতে সদল লয়ে,
পান করে অমৃত অমিত ॥
হেরি তার মত্তভাব, মনে ভাব আবির্ভাব
ভয় হয় কবিতা রচনে।
গুপ্ত ভাবে গুপ্তভাব, রাখিলে কি হবে লাভ,
গুরু ভয়, গুরুর কুবচনে ॥
অতএব ব্যক্ত করি, মধুমক্ষী মধুহরি,
মত্ত হয় বরষা কৃপায়।
মল্লিক মুকুল ভাতি, মধুকর মদে মাতি,
গুঞ্জুরিয়া ভুঞ্জে মধু তায় ॥
আর এই দেখ সত্য, খাইয়া মেঘের মদ্য,
প্রাচীনার শিরোমণি ধরা।
নবীনা ষোড়শী প্রায়, অপরূপ শোভা পায়,
রসিক ভাবুক মনোহরা ॥
রসপানে তরুলতা প্রাপ্ত হয় প্রবলতা,
মাদকতা গুণে বলিহারী।

যত সব নদীনদ, খাইতে তুষার মদ,
হইয়াছে শেখর বিহারী॥
রসে হয়ে গদ ২ পাইয়ে পরমপদ,
সাগরেতে করিছে পয়াণ।
তথা সিন্ধু সুখী হয়ে, তাদের উচ্ছিষ্ট লয়ে,
অবিরত করিতেছে প্রাণ॥
ত্রিলোক তিমির পুর, নাম যার দিবাকর,
সেই সূর্য্য মদে মাতোয়ালা।
ঢল ২ লালমূর্ত্তি, প্রকাশি বিশেষ স্ফূর্ত্তি,
শুষিছেন সংসার পেয়ালা॥
অতএব বুধগণ, আমাদের নিবেদন,
শ্রবণেতে হউন সন্তোষ।
দেখিতেছি চরাচরে, সকলেই পান করে,
অভাগা গণেতে শুদ্ধ দোষ॥
বহ ২ সমীরণ, বরিষ বারিদগণ,
চমক হে চপলার মালা।
সহাস্য রহস্য মুখে, পান করি মনোসুখে,
জুড়াইব অন্তরের জ্বালা॥

ইয়ং বেঙ্গল

উপসম্পাদকীয়। ২২. ২. ১২৫৪। ৪. ৬. ১৮৪৭

গত ১ জুন মঙ্গলবার রাত্রে মেডিকেল কালেজের থিয়েটরে মৃত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নামের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারার্থ এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি ব্যূহের সাম্বৎসরিক নিয়মিত সভা হইয়াছিল, শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসনে উপবেশন পূর্ব্বক সভার তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিলে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কারের ঘরের শিক্ষক শ্রীযুত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় মৃত মহাত্মা হেয়ার সাহেবের অসাধারণ বদান্যতা ও অন্যান্য মহদ্ গুণ বিষয়ে বঙ্গভাষার এক অত্যুত্তম রচনা পাঠ করেন, তাহা শ্রবণ করত সভাস্থ সকল লোকেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের প্রতি ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ সভাপতি শ্রীযুত রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ অত্যন্ত সন্তোষ পূর্ব্বক ব্যক্ত করিলেন যে তর্কালঙ্কার মহাশয় এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের সহিত সংযুক্ত হইয়া সাধারণের হিতজনক ও অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ করাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছি, এবং তিনি সরলান্তকরণে প্রার্থনা করিলেন

যে কলেজের অন্যান্য বিদ্বান্ পণ্ডিত মহাশয়েরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মহদ্দৃষ্টান্তের অনুগামি হউন।

তদনন্তর শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের পোষকতায় ধার্য্য হইল যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পঠিত পত্র কমিটিকে প্রদান করিবেন এবং কমিটির কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাহা মুদ্রাঙ্কন পূর্ব্বক সাধারণকে দিবেন।

পরে রেবরেণ্ড সভাপতি মহাশয় পুনর্ব্বার গাত্রোত্থান করত বলিলেন যে সকলে বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন যে হেয়ার সাহেবের প্রাইজ কমিটির মূলধন হইতে একশত টাকা উদ্বর্ত্ত হওয়াতে এতদ্দেশীয় ভাষা শিক্ষার উন্নতির জন্য এরূপ ঘোষণা পত্র প্রকাশ করা গিয়াছে যে, যেব্যক্তি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অল্পবয়সে বিবাহের ফল বিষয়ে বঙ্গভাষায় উত্তম প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন তাঁহাকে ঐটাকা পারিতোষিকরূপে প্রদান করা যাইবেক এবং ঐ কমিটির মূলধন ক্রমে বৃদ্ধি হইলে তাহার উৎপন্ন হইতে পারিতোষিক দান দ্বারা বঙ্গভাষা রচনা বিষয়ে বিদ্যার্থিগণকে উৎসাহিত করিবেন, রেবরেণ্ড মহাশয়ের বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে সভাস্থ মহাশয়েরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলেন, তদনন্তর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীযুত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় যে রচনা পাঠ করেন আমরা তাহা প্রাপ্ত হই নাই, তাহা মুদ্রাঙ্কিত হইলে পাঠক মহাশয়দিগ্যে জ্ঞাত করিব।

সম্পাদকীয়। ২৩. ২. ১২৫৪। ৫. ৬. ১৮৪৭

বিদেশীয় পত্রপ্রেরক মহাশয়েরা বিবেচনা করেন যে তাঁহারা ছাই ভস্ম যাহা পাইবেন তাহাই সংবাদপত্রে প্রকাশ হইবেক, এই অভিপ্রায়ে যাহার মনে যাহা উদয় হয় তিনি তাহাই লিখিয়া পাঠান, কিন্তু সম্পাদকেরা কত সাবধানে কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা বিবেচনা করেন না, ছাই ভস্ম বিষয় সকল প্রকাশ করণের জন্য সমাচার পত্রের সৃষ্টি হয় নাই, যে সমুদয় বিষয় সাধারণের উপকার ও হিতজনক আমরা তাহাই প্রকাশ করিয়া থাকি, নিন্দাজনক কুৎসিত বিষয় কখনই প্রকটিত করি না, বিশেষতঃ পরগ্লানি প্রকাশে অতিশয় দুঃখ বোধ করিয়া থাকি, কোন ২ পত্র প্রেরক রাজকর্ম্ম সংক্রান্ত কোন ২ প্রধান ব্যক্তির ব্যবহার দোষ লিখিয়া প্রেরণ করেন, সেই সকল পত্র সাধারণের দৃগোচর করাতে একপ্রকার উপকার আছে বটে, কারণ তদ্দারা রাজপুরুষেরা সমুদয় বিষয় জ্ঞাত হইতে পারেন, ফলতঃ তাহার নিশ্চিতানিশ্চিত না জানিতে পারিলে আমরা কি প্রকারে তৎপ্রকটনে সাহসি হইতে পারি? আদৌ পত্রপ্রেরকের প্রতি বিশ্বাস চাই, তাহা না হইলে কোন মতেই তাঁহার প্রেরিত পত্রের প্রতি প্রত্যয় হইতে পারে না, অতএব বিদেশীয় অজ্ঞাতকুলশীল পত্রপ্রেরক মহাশয়দিগ্যে বিনয়পূর্ব্বক জ্ঞাত করিতেছি তাঁহারা অনর্থক পরিশ্রম গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তি বিশেষের বিপক্ষে

বৃহৎ ২ পত্র রচনা করিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইবেন না, যিনি অস্মদাদির নিকট বিশিষ্টরূপে পরিচিত না হয়েন আমরা তাঁহার লিখিত এতদ্রূপ পত্র সকল কখনই পত্রস্থ করিব না। ঢাকা নগরবাসি এক মহাশয় তথাকার এতদ্দেশীয় কোন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করত বড় ২ দুইখানা পত্র পাঠাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে আমা-দিগের পরিপূর্ণ একঘণ্টা সময় নষ্ট হইল, অথচ কোন লাভ হইল না, যেহেতু লেখক স্বীয় নাম ধাম গোপন রাখিয়া (সত্যই হউক বা মিথ্যাই হউক) একজন বিচারকের অপ্রতিষ্ঠা লিখিয়াছেন, হুগলিবাসী মহাশয় কোন সিবিলের উপর দোষার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন "কস্যচিত পাঠকস্য" সুতরাং ইহাতে তাঁহার পত্র চিরকাল ফাইলের কাঁটায় গাঁথিয়া রাখিতে হইবেক। শান্তিপুর হইতে একব্যক্তি বিয়ারিংপোষ্টে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রে তত্রস্থ কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গদ্যপদ্যে কতকগুলীন গালাগালি লেখা হইয়াছে, পাঠ করিবা মাত্রই পত্রখানি ফেলিয়া দিলাম, লাভের মধ্যে দণ্ড স্বরূপ দুই পয়সা মাশুল দিতে হইল। আমারদিগের এমত প্রার্থনা যে, জিলাবাসি মহোদয়েরা সর্ব্বদাই বিদ্যাবিষয়ের অনুশীলন করেন, এবং ভাল ২ বিষয় রচনা করিয়া পাঠান, আমরা সমাদর পূর্ব্বক তাহা প্রকটিত করিয়া পাঠকবর্গের সন্তোষ জন্মাই, কিন্তু কি চমৎকার সেখানেও নিন্দার বাতাস প্রবাহিত হইতেছে।

সংবাদ। ২৬. ২. ১২৫৪। ৮. ৬. ১৮৪৭

সংপ্রতি বাঙ্গাল হরকরা ও ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এই উভয় পত্রের সম্পাদক দ্বয়ের মধ্যে পরস্পরের গোপনীয় বিষয় লইয়া যে প্রকার বিবাদ চলিতেছে, আমরা তদ্দৃষ্টে অত্যন্ত লজ্জিত হইতেছি, ইঁহারা উচ্চ নামের গৌরব করিয়া যখন এমত কদর্য্য বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন তখন আমরা আর কাহারও উপর সহসা দোষার্পণ করিতে পারিব না, ঐ মহাশয়েরা পূর্ব্বে এতদ্রূপ ঘৃণিত বিষয়ের কথা উল্লেখ করত সততই নিন্দাকারি বাঙ্গালা পত্র সম্পাদকদিগ্যে নিন্দা করিতেন, এইক্ষণে দেখুন, আপনারাই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হইলেন কি না, ভবিষ্যতে তাঁহারদিগের আর কোন উচ্চ কথা কহিবার মুখ রহিল না।

ছাত্র হইতে প্রাপ্ত। আলস্য। ৭. ৪. ১২৫৪। ২২. ৬. ১৮৪৭

যে মনুষ্য আলস্যকে শরীর সদনে স্থাপিত করেন তিনি আপনিই আপন বুদ্ধি ও সৌভাগ্যের দ্বার অবরুদ্ধ করেন, আলস্যের দ্বারা উপার্জ্জনের হানি হয় এমত নহে, তদ্দ্বারা মনের অবস্থা এমত মন্দ হয় যে, এক পলের কারণ ও সুখোৎপত্তি হওনের সম্ভাবনা থাকে না, যে দেশের লোকেরা আলস্যকে আলিঙ্গন প্রদান পূর্ব্বক অহরহ বিনা পরিশ্রমে কালক্ষয় করেন, তাঁহারা আপন দেশকে পরের অধীন করিয়া চিরকাল দুঃখভোগ করিতে থাকেন, দেখুন আমরা আলস্যের অধিকারী হইয়া এই দেশকে স্বাধীনাবস্থায় সংস্থাপনের

উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রযত্ন করি নাই, এজন্য পরাধীন হইয়া এইক্ষণে অতিশয় ক্লিষ্ট হইতেছি। যবনেরা প্রথমতঃ অত্যাচার করতঃ অস্মদ্দেশ হইতে কত ধনসম্পদ হরণ করিয়া লইয়া যায়, এবং ইংরাজেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিয়মাতিক্রম পূর্ব্বক কত ধন গ্রহণ করিতেছেন তাহার সংখ্যা হয় না। যদিস্যাৎ আমরা ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিবর্গের ন্যায় সাহসী ও পরিশ্রামক হইতাম তবে কখনই পূর্ব্বেকার সঞ্চিত সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইতাম না, কোন দুঃখ থাকিত না, আপনারাই আপন দেশে প্রভুত্ব করিতাম, বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হইত, অর্থের অভাব হইত না, কারণ পৃথিবীর অপরাপর খণ্ড অপেক্ষা ভারতবর্ষের ভূমি অতি উর্ব্বরা এবং ফসলশালিনী, এই দেশে যে সকল উত্তম দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা নানাপ্রকারে অন্য দেশের লোকেরা ধনি ও যশস্বি হইতেছেন, তাঁহারা আমারদিগের দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের উত্তম সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আমারদিগের নিকট হইতেই বহুমূল্য প্রাপ্ত হইতেছেন, অতএব এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা যদি আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডবাসি লোকদিগের মত শিল্পবিদ্যায় অনুরাগি হওত বিভিন্নরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করেন এবং জাত্যাভিমান পরিহার করিয়া বিদেশীয় বাণিজ্যে উৎসুক হয়েন তবে দুঃখের লেশ মাত্র থাকিতে পারে না, সংপ্রতি অস্মদাদির যদ্রূপ হীনাবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে বোধ করি অতি অল্প দিবসের মধ্যেই ভারতবর্ষকে এরূপ ধনহীন করিবেক যে পরিশেষে কেবল ভিক্ষার উপর নির্ভর করিতে হইবেক, অধুনা অত্যল্প মনুষ্যের অন্নের সঙ্গতি আছে, নচেৎ প্রায় সকলেই নির্ধন হইয়াছে, কলিকাতাস্থ ধনিদিগের মধ্যে অনেকেরি শুদ্ধ কোম্পানীর কাগজ সম্বল মাত্র, এবারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুনর্ব্বার চার্টর অর্থাৎ ইজারা না পাইলে তাহারদিগের সেই কাগজের বিষয়ে কি হইবে বলিতে পারি না।

শ্রীতারিণীচরণ চৌধুরী।
মেদিনীপুরের স্কুলের ছাত্র।

সম্পাদকীয়। ৬. ১২. ১২৫৪। ১৮. ৩. ১৮৪৮

॥ সংবাদ ভাস্কর ॥

অনেকেই বোধ করিয়াছিলেন যে, আমাদিগের উপদেশ এবং সাধারণের হিতবাক্যে ভাস্কর সম্পাদক সতর্ক হইয়া স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইবেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না, ক্রমশঃই বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পাইতেছে, ইহার তাৎপর্য্য কেবল কুতর্ক, ভ্রমেও সত্যকে মনের আপনে স্থাপন করিবে না, সুতরাং কুতর্কের আশ্রিত হইলে কিরূপে ভদ্রতা হইতে পারে, তিনি বার বার আমাদিগের দোষ করিতে গিয়া আপনিই মহাদোষের আকররূপে পরিচিত হইতেছেন, তথাচ অন্তঃকরণ মধ্যে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না, যাহা হউক ইহাতে তাহাকে সাধুবাদ করিতে হইবেক, গত সংখ্যা ভাস্কর পত্রে ১১ ফাল্গুন মঙ্গলবাসরীয় প্রভাকরের যে ভুল ধরিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে ভুলেরও ভুল নষ্ট হইতে

পারে, কারণ আমারদিগের সেই লেখায় কিছুমাত্র দোষ হয় নাই, ভাস্করকার বিলাতের সিন্ধুতুল্য সংবাদের বিন্দুমাত্র পাঠ করিয়া কি জানিতে পারিবেন, অতএব এরূপ অন্যায় বিবাদের সূত্রপাত কেন মিথ্যা বাহাদুরী প্রকাশ করেন, একর্ম্ম রাগের কর্ম্ম নহে, ধৈর্য্য অবলম্বন করুন, সত্য এবং অনুরাগকে মানসমণিতে……করুন এবং এতৎ সহকারে যত্ন ও পরিশ্রমকে আহ্বান করুন, তাহা হইলেই বিজয়ী হইতে পারিবেন,……না অহঙ্কার এবং দম্ভ এতদ্ভরে……না ও সৌভাগ্যের পরম শত্রু·· না সহজে বড় গাড়ী অথবা ঘড়ি দ্বারা সৌভাগ্য……দাম্ভিকতা কিম্বা নীচতার দ্বারা নিজেকে যোগ্য বলে, সৎকার দ্বারা সাধনা… হওয়াকেই……সৌভাগ্য……ভট্টাচার্য্য, সুপণ্ডিত বটেন, সততা জানেন, কিন্তু কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশ করেন না ইহাই দুঃখের বিষয়।

আমরা আত্মীয়তা ভাবে তাহাকে সদুপদেশ প্রদান করি, তিনি তাহাতে ক্রোধান্ধ হইয়া ভাস্করে এবং আপনার বেনামি পত্রে আমাদিগ্যে মিথ্যারূপে কটু লেখেন, ইহাতে তাঁহার সহিত কি প্রকারে লিপিবিবাদ হইতে পারে, গালাগালি ও দ্বেষ নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া ভদ্র স্বভাবে সম্পাদকীয় ধর্ম রক্ষা করুন, তাহাতে আমরা পরমানন্দে মাতায় তুলিয়া নৃত্য করিব।

পরন্তু মেং লা……সাহেবের বিষয়ে ঐ দিবসীয় ভাস্করে তৎ সম্পাদক 'শ্যালক' শব্দে যে শ্লেষ করিয়াছেন, তাহাতে হাসিই আইসে, সুতরাং এতদ্রূপ সামান্য কথার অর্থাৎ শ্যালকের উত্তর কি লিখিব, ঐ শ্লেষ সহ্য করাই উচিত, অপিচ ভাস্করকার শ্যালকের টীকা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, ফলতঃ ইহার টীকার আর অপেক্ষা কি? কেননা তিনি "বিডিন সাহেবের শ্যালক" এই শব্দ ধরিয়া যখন গদ্দি করিয়াছেন, তখনিতো টীকা করিয়া টিকা দেওয়া হইয়াছিল।

ভাস্করের ভুল আমরা আর ধরিলাম না, উক্ত সম্পাদক স্বীকার করিয়াছেন যে, মান্দ্রাজের রাজধানীতে নদী নাই, ইহাতে আশ্বস্থ হইলাম ,এইক্ষণে মেং……সাহেবের বিনয়ে, আপন……করুন।

ইতি……

সম্পাদকীয়, ১৫. ১২. ১২৫৪। ২৭. ৩. ১৮৪৮

গত শুক্রবাসরীয় ভাস্করে তল্লেখক গাত্রদাহ পূর্ব্বক আমারদিগের প্রতি কয়েকটি কটূক্তি করিয়াছেন, সম্পাদকের নিতান্ত ইচ্ছা প্রভাকরকরকে মেঘাচ্ছন্ন করিবেন, যদ্যপিও তাহার এই হীন বাসনার প্রতি উপহাস করাই কর্ত্তব্য, তথাপি "শঠেশাঠ্যবদাচরেৎ" এই গুরু পরম্পরা প্রচলিত বাক্যের সম্মান রক্ষা করনার্থ কিঞ্চিল্লিখিলাম।

চতুর চূড়ামণি, কুতর্ক দ্বারা প্রভাকর পত্রকে হীনরূপে প্রকাশ্যে প্রতিপন্ন করণ জন্য কতকগুলীন মিথ্যা প্ররোচনা করিতেছে, স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় ভদ্র সমাজে প্রভাকর

প্রচলিত নহে, এই অলীক বাক্যের আমোদে ভাস্করকার প্রমত্ত প্রমথ প্রায় মত্ততা প্রকাশ করিতেছেন, করুন, আমরা তাঁহার এবম্প্রকার প্রমোদ প্রভঞ্জন করণে ইচ্ছুক নহি, কিন্তু তিনি এই অপবাদ পঙ্ক হইতে আমারদিগকে বিমুক্ত দেখিতে ইচ্ছা রাখেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন মাত্র করিতেছি, যে প্রভাকর পত্রের অধিক গ্রাহক আছে, ইহা ভাস্কর পত্রের অনুমান বৎসরাতীত হইল পুনঃ ২ প্রকাশ হইয়াছে, সম্পাদক সময়ে ২ আপনার কার্য্যোদ্ধার নিমিত্ত মিথ্যারূপ ভয়ঙ্করী নিশাচরীর বশ হইয়া থাকেন, অতএব এইক্ষণে বিপরীত কহিবেন আশ্চর্য্য কি ? যদ্যাপি কহেন, প্রভাকর পত্র বিস্তৃতরূপে বিক্রীত হইলেও ভদ্র সমাজে আদরণীয় নহে আমরা এ কথার এই উত্তর দিতেছি, যে নগরীর প্রায় সমস্ত ধনাঢ্য বিদ্যানুরাগি মহাশয়গণের স্বাক্ষারিত সংবাদ প্রভাকরের এক মর্য্যাদাসূচক পত্র আছে, তল্লিপির একস্থলে এরূপ স্পষ্টাভিপ্রায় যে, "প্রভাকর পত্র সমুদয় বাঙ্গালা পত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" অভিমানী ভাস্করকার ইহা মিথ্যা বলিয়া আস্ফালন করিবেন, এজন্য আমরা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, যদ্যপি তিনি প্রাগলভ্য স্বরূপ নেত্ররোগে অন্ধ না হইয়া থাকেন, তবে সচ্ছন্দে মহারাণীর বিচারালয়ে গমন পূর্ব্বক বিচারপতি সাহেবদিগের নিকটে তথ্যাবগত হইবেন, যদ্যাপি এমত সাহস না হয়, তবে বিখ্যাত ২ উকিলদিগের স্থানে সন্ধান করিলেও জানিতে পারিবেন, অপর ডাকঘরের কথা তুলিয়া ভাস্করকার আত্মগরিমা প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু অহঙ্কৃত সর্ব্বজ্ঞ ভট্টের ইহাতে কেবল অজ্ঞত্ব প্রচার হইয়াছে, ডাকবাঙ্গীতে প্রতি বাসরীয় প্রভাকর একত্রীকৃত হইয়া সপ্তাহের প্রথমদিকে যে সব পুলিন্দা যায় তাহার রসিদপুস্তক আমারদিগ্যের নিকট আছে, এবং গবর্ণমেণ্টের ভৃত্যেরাও তাহার হিসাব রাখেন, ভাস্করকার এতদুভয় পক্ষের নিকটে আগত হইয়া দৃষ্টি করিবেন, এতদ্ব্যতীত প্রাত্যহিক ডাকে প্রাত্যহিক প্রভাকর মুর্শিদাবাদের নেজামতে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজার সমীপে এবং মহিষাদলাধীশ্বর প্রভৃতি মান্যবর মহাশয়দিগের নিকটে প্রেরিত হইয়া থাকে, আমরা আত্মাভিমানি নহি, এবং আত্মগৌরব প্রকাশকদিগকে রৌরববাসিগের সহিত তুলনা করিয়া থাকি, কিন্তু ভাস্করকার বারম্বার উত্তেজনা করাতে আমারদিগের স্বরূপাবস্থা ব্যক্ত করিলাম, ইহাতে গুণাকর পাঠকচিত্ত বিরক্ত না হয়েন এতাবন্মাত্র প্রার্থনা।

ভাস্কর সম্পাদক আমারদিগ্যে কটুভাসি এবং নীচ সহবাসিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে আমরা এই কহি যে, "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ", একথা অন্যথা করা অভিমান পূর্ণ ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম নহে।

প্রতিযোগি ভট্টাচার্য্য প্রভাকরের বর্ণ সংশোধন কার্য্য অবৈতনিক রূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন, এজন্য আমরা তাহার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, আত্মীয়তার ধর্ম্ম যতই রক্ষা করেন ততই উত্তম, কি ইহাতে কটুকথার আবশ্যক কি ? ঔষধ শব্দ একস্থলে "ঔষধী" অন্যস্থলে "ঔষধি" রূপে লিখিত থাকাতে, সম্পাদক কহেন, "প্রভাকর সম্পাদক বৈদ্য সন্তান বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু বৈদ্যজাতির স্বজাতীয়ব্যবসায়ের মূলীভূত যে ঔষধ,

তাহার নাম ঔষধ, কি ঔষধী তাহাই জানেন না” আমরা এতদুত্তর কহিতেছি যে, যে ব্যক্তি পৃথিবীর সর্ব্বত্র গ্রহ বিপ্রসূত বলিয়া পরিচিত তিনি গ্রহরাজ ভাস্কর পত্রে শুক্রগ্রহের স্থলে মঙ্গলগ্রহ লেখেন ইহাতে কি তাঁহার পৈতৃক বিগ্রহ ধর্ম্মের নিগ্রহ করা হয় নাই, হে ভাস্কর পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা গত শুক্রবাসরীয় ভাস্করের বারাদি নিরূপণের স্থলে দৃষ্টি করিয়া থাকিবেন, যে শুক্রবারের স্থলে মঙ্গলবার লিখিত আছে, যাহা হউক তথাপি আমরা তাঁহার ন্যায় দুর্ভিক্ষ শব্দের স্থলে মন্বন্তর শব্দ লিখি নাই।

অপর ভক্ত বাসরে ভগবান্ ভাস্করের রাজকীয় বিদ্যা প্রকাশ।

দশম স্তম্ভের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অষ্টম পংক্তি অবধি দশম পর্য্যন্ত লেখেন “ইংরাজেরা বাণিজ্য যোগেতেই প্রকাণ্ড আসিয়া খণ্ডকে অধিকার করিয়াছেন।” এইক্ষণে, “সর্ব্বশাস্ত্র-কেশরী” ভাস্করকারকের প্রতি জিজ্ঞাস্য তিনি এই সমাচার কোন্ দেশীয় সমাচার পুরাবৃত্ত দৃষ্টে জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহা জ্ঞাপন করুন, নচেৎ তাহার মিথ্যাবাদিত্ব দোষ আরো প্রবল হইয়া উঠিবেক।

সম্পাদকীয়। ২৪. ১২. ১২৫৪। ৫. ৪. ১৮৪৮

অম্লরসের কোন ফলকে যত ঘর্ষণ করা যায়, তাহা হইতে ততই তিক্ত রস নির্গত হইতে থাকে, এবং চন্দনকে দিবারাত্রি ঘর্ষণ করিলেও তাহার সৌগন্ধির হ্রাসতা না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হইতে থাকে, অতএব মন্দ বিষয়ের আন্দোলন পরিহার পূর্ব্বক উত্তম বিষয়ের আলোচনাই কর্ত্তব্য হয়, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি প্রতিযোগি হওনের অযোগ্য তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করাই অন্যায়, কারণ ইহাতে কেবল মানের হানিই হইয়া থাকে, ভাস্কর সম্পাদক, যিনি আপনার কার্য্য ও ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বত্র ভয়ঙ্কররূপে বিখ্যাত হইয়াছেন, যাঁহার নাম শুনিলেই মনুষ্য মাত্রেই তটস্থ হয়েন, যিনি এ পর্য্যন্ত সম্বাদ পত্রের স্বাধীনতা সুখের আস্বাদন প্রাপ্ত হইলেন না, যিনি সম্পাদকীয় ব্যবসাকে কলঙ্ককজ্জলে ভূষিত করিতেছেন, পরের কুৎসা লেখা যাঁহার উপজীবিকা এবং স্বভাব হইয়াছে। যিনি কৃতজ্ঞতাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, টাকার সঙ্গে২ যাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয়, অদ্য যাহাকে কটু লেখন কল্য শ্বেতপুষ্প প্রাপ্ত হইলে আবার তাহাকেই মাতায় করিয়া পূজা করেন, যিনি সকলের নিকট শীতলতাপরিত্যক্ত ও কটুভাষী রূপে পরিচিত, যিনি মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ রায়কে রোঘো ডাকাইতের ন্যায় এক পত্র লিখিয়া সুপ্রিমকোর্টের বিচারে কারারুদ্ধ হয়েন, ও জরিবানা দেন, যাহা এ পর্য্যন্ত কোন সম্পাদকের হয় নাই, পরন্তু যিনি কারাগার হইতে পরিত্রাণকারী মহাত্মা ব্যক্তির নিকট কৃতঘ্ন হয়েন, তাঁহার সহিত আমাদের লিপিবিবাদে প্রবত্ত হইয়া প্রথমেই বিবেচনার দোষ হইয়াছে, কেননা এতদ্রূপ ভয়ানক ব্যক্তি কখনই ভদ্র লোকের লক্ষ্য স্থল নহে, অতএব ভ্রমবশতঃ এতদিন ইহার সহিত প্রতিযোগিতার দ্বারা আপনারদিগের স্বভাব এবং পত্রকে অপবিত্র করাতে যে মহদ্দোষ হইয়াছে প্রার্থনা করি

সুধী মহাশয়েরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন, ইনি এই পর্য্যন্ত আপনার স্বভাবদোষে সঞ্চিত ভাণ্ডার খুলিয়া যতটুকু লিখিতে পারেন লিখুন, আমরা তাহাতে উপহাস পূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিব, আমরা ভাবিয়াছিলাম বারম্বার আমারদিগের সদুপদেশে উক্ত সম্পাদক মহাশয় স্বীয় দোষ সংশোধন পূর্ব্বক সুশীল হইবেন, কিন্তু তাহা হইবার নহে, অঙ্গারের মলিনতঃ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না, পরন্তু যাহার নিন্দা লেখাই লোকের পক্ষে প্রশংসা ও প্রশংসা লেখাই লোকের পক্ষে নিন্দার বিষয় হইয়াছে, তিনি আবার আপন পত্রকে প্রধান বলিয়া অভিমান করেন, ইহাই পরমাশ্চর্য্য, ফলতঃ লজ্জাজীবনের কার্য্যই ঐ রূপ, তিনি শ্লাঘা করুন তাহাতে ক্ষতি বিরহ, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পুনঃ ২ লিখিতেছেন, তাঁহার রচিত পত্র অনেক ভদ্রলোক গ্রহণ করেন, ইহাতে শুদ্ধ ভদ্রলোকদিগ্যে অভদ্র বলা হইতেছে, কারণ যাহার ভাষা বোধ নাই, ও যিনি লোকের নিন্দা ভিন্ন উত্তম বিষয় লিখিতে জানেন না, এবং যিনি অব্যবস্থিতচিত্তে লেখনীকে অর্থের অধীণী করেন, বিশিষ্ট জনেরা কি পত্র লইয়া থাকেন, কি চমৎকার ; ঐ লেখায় কোন বিশিষ্টদিগ্যে বিশিষ্টরূপে অবশিষ্ট করেন, অবশিষ্ট আবার কি করিবেন তাহাও বলা যায় না, জ্ঞানি ব্যক্তিমাত্রেই জানিতেছেন যে দুঃশীল বিশ্বনিন্দুক জনেরা কস্মিন্‌কালে সাধুদিগের সমাদরের যোগ্য হয় না, ইহাতেও যদি ভাস্কর সম্পাদক সজ্জন সমীপে সমাদৃত হয়েন, হউন, তাহাতে কালের বিচিত্র গতিই বলিতে হইবে, যাহা হউক আমরা এই পর্য্যন্ত—তাহার সহিত বিবাদে—বিরত হইলাম, তিনি এখন মনের সুখে বিনা বিঘ্নে তর্জ্জনগর্জ্জন করিতে থাকুন।

সম্পাদকীয়। ১৪. ২. ১২৫৫। ২৬. ৫. ১৮৪৮

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের কার্য্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া রাজা, রায়, রায় বাহাদুর ইত্যাদি যে সকল সম্ভ্রান্ত উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্বিষয় উপলক্ষ্য করিয়া গত সোমবাসরীয় হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সর পত্রে কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি যে এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাহা পাঠ করত বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি, তিনি লেখেন "যে যবন রাজারা উক্ত সম্মান সূচক উপাধি দ্বারা বিদ্বান বিচক্ষণ ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিদিগ্যে জনসমাজে পূজ্য করিতেন, নন্দকুমার প্রভৃতি মান্য লোকেরা ঐ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অধুনা ইংরাজরা এই রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া কেবল ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগ্যে ও গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত ভৃত্যগণকে ঐ উপাধি প্রদান করিতেছেন, যে সকল ব্যক্তি কোনপ্রকার বিশেষ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন নাই, কেবল বহুধনের অধিকারি হইয়া জাঁকজমকে কাল হরণ করণে যত্নশীল, আমারদিগের গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগ্যেই রাজা অথবা রায় বাহাদুর করিয়াছেন… আর যাহারা ডেপুটী কালেক্টর, মুন্সেফ কিম্বা সদর আমিনের পদে নিযুক্ত হয়েন রাজপুরুষদিগের চলিত নিয়মানুসারে তাঁহারা সকলেই রায় বাহাদুর হইয়া বসেন, এইরূপে উল্লেখিত সম্ভ্রম সূচক উপাধি প্রদান বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অবিবেচনা প্রকাশ হইতেছে, তাঁহারা

যগুপি পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত মনুষ্যদিগ্যে ঐ সকল উপাধি প্রদান করেন তবে সর্ব্ব বিধায়ে উত্তম হয়, কি ধনি, কি সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মকারি, সকল ব্যক্তিরা তৎপ্রাপ্তিচ্ছায় সৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন,…" ইণ্টেলিজেন্সের পত্রের পত্রপ্রেরক মহাশয়ের এই লেখায় বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন, কারণ উপযুক্ত ব্যক্তিদিগ্যেই উপযুক্ত উপাধিদ্বারা সম্মানিত করা কর্ত্তব্য…

সম্পাদকীয়। ১৩. ৬. ১২৫৫। ২৭. ৯. ১৮৪৮

মনুষ্য বিশেষ বিষয়ের মর্ম্মজ্ঞ হইয়া কেবল স্বমত সংস্থাপনে যত্নশীল হইলে কখনই সাধু সমাজে সুখ্যাতির ভাজন হইতে পারেন না, যিনি সকল বিষয়ের তাৎপর্য্য গ্রহণানন্তর প্রকাশ্যরূপে কার্য্যের স্থচনা করেন যুক্তিমতে কেবল তিনিই মহানুভব রূপে বাচ্য হইতে পারেন, এই স্থলে আমি অধিক লিখিবার ইচ্ছা না করিয়া কেবল আধুনিক কর্ম্ম-ধর্ম্ম প্রকাশকারী কায়স্থ কৌস্তুভ গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীযুত বাবু রাজনারায়ণ মিত্রজ মহাশয়ের প্রতি আক্ষেপ পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে তিনি প্রাচীন হইয়া ক্রোধের হস্তে অন্তঃকরণকে সমর্পণ করত অনর্থক বাগ্বিতণ্ডায় কেন প্রবৃত্ত হইতেছেন, ইহার মধ্যে কোন দিবস তত্ত্ববোধিনী সভায় তাহার সহিত প্রভাকর সম্পাদকের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সভা শব্দের অর্থ কি ; যাহা হউক, এক দিবস বৈকালে উক্ত সভার কর্ম্মালয়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সভামধ্যে নহে বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত নানাবিধ কথোপকথনানন্তর মিত্র মহাশয়কে কহিলেন, আপনার কৌস্তুভ গ্রন্থের বিরুদ্ধে প্রভাকর পত্রে যাহা লিখিত হইতেছে তাহা দৃষ্টি করিয়াছেন কিনা ? গ্রন্থকার এই কথায় যে উত্তর করিলেন তাহাতে তৎক্ষণাৎ দুই প্রকার ভাব ব্যক্ত হইল অর্থাৎ প্রথমে কহিলেন "না, আমি দেখি নাই, কারণ এইক্ষণে আমি ওই পত্রের গ্রাহক নহি" আবার ইহার পরক্ষণেই কহিলেন, "প্রভাকরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই ২ শ্লোকে এবং এই ২ কথায় এই ২ রূপ দোষ আছে, আমি তাহার উত্তর লিখিব কখনই ছাড়িবনা…" অপিচ তিনি আমাকে কহিলেন "আপনি পৌত্তলিক নহেন, আমিও নহি, উভয়েই ব্রাহ্ম অতএব আমার প্রণীত পুস্তকের প্রতি প্রতিকূলতা কেন করিতেছেন" আমি…কৌতুকচ্ছলে কহিলাম "পৌত্তলিক এবং ব্রাহ্ম উভয়কে তুল্যরূপে হীন বলিয়া বোধ করি"…

সংবাদ। ৫. ৯. ১২৫৭। ১৯. ১২. ১৮৫০

আমারদিগের কোন সংবাদদাতা লিখিয়াছেন যে কলিকাতার দক্ষিণ শ্যামপুর নামক স্থানে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া অতিশয় অনিষ্ট করিতেছে, কিয়দ্দিবস গত হইল বেহালা গ্রামে এক বালিকা নিকটস্থ কোন সরোবর হইতে জল আনায়ন করিতে গিয়াছিল এমত সময় ঐ ব্যাঘ্র আসিয়া তাহাকে সিকার করে, তাহাতে বালিকা ক্রন্দন করিয়া উঠিতে তাহার

আত্মীয়গণ চীৎকার করিয়া উঠে, ব্যাঘ্র পলাইয়া নিকটস্থ এক বনে তাহাকে ফেলিয়া যায়, পরে তাহারা বালিকাকে আনিয়া নানারূপ চিকিৎসা করিয়াছিল, কিন্তু কোনরূপেই আরোগ্য করিতে পারে নাই, ব্যাঘ্রের দন্ত ও নখাদি দ্বারা সে যে আঘাত প্রাপ্ত হয় তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে, অতএব জিলা চব্বিশ পরগনার বিচক্ষণ মাজিষ্ট্রেট সাহেবের পক্ষে কর্ত্তব্য হয় তিনি মনোযোগী হইয়া শীঘ্র ওই ব্যাঘ্রকে নষ্ট করেন, নচেৎ তাহার দ্বারা আরো অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে।

১১. ৯. ১২৫৭। ২৫. ১২. ১৮৫০

বড়দিন : রূপক

(পয়ার)

খ্রীষ্টের জনম দিন বড় দিন নাম।
বহুসুখে পরিপূর্ণ কলিকাতা ধাম॥
কেরাণি দেয়ান আদি বড় ২ মেট।
সাহেবের ঘরে ২ পাঠাইছে ভেট্॥
ভেটকি কমলা আদি মিছিরি বাদাম।
ভাল দেখে কিনে লয় দিয়ে ভাল দাম॥
এই পর্ব্বে গোরা সর্ব্বে সুখি অতিশয়।
বাঙ্গালির বিদিতার্থে লিখি সমুদয়॥
কেথলিক্ দল সব প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশু গোড়ে দেয় মেরি মার কোলে॥
বিশ্বমাঝে চারুরূপ দৃশ্য মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা গোপালের শোভা

সেরূপ খ্রীষ্টানগণ ভাবে ঢল্ ২।
গোড়া প্রেমে মত্ত যথা নেড়া নেড়ী দল্॥
প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি।
আহারে আহ্লাদ পান যত মিসনরি॥
টেবিল সাজায়ে সব ভাবে গদগদ।
মাংস বোলে রুটি খান রক্ত বলে মদ॥

ভুবন করেছ বদ্ধ কুহকের ডোরে।
হায়রে কুমারী পুত্র, বলিহারি তোরে ॥
যে প্রকার খ্রীষ্টানের পূর্ব্ব প্রকরণ।
কেথলিক্ চর্চ্চে গিয়া দেখে এসো মন ॥
দেখিলে তাদের ভাব রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয় বঙ্গবাসি লোকে ॥
ওল্‌ড এক টেষ্টমেণ্ট গোলড তায় বাঁধা।
কোলড করে মানুষেরে লাগাইয়া ধাঁদা ॥
রিফারণ প্রটেষ্টেণ্ট বিশাপের দল।
বড়দিন পেয়ে মুখে হাস্য খলখল ॥
মিলেটরি সিবিল বণিক আদি যত।
ছুটী পেয়ে ছুটাছুটি আস্ফালন কত ॥
জমকে পোষাক পরি গাড়ি আরোহণে।
চর্চ্চে যান স্বরূপসী শ্রীমতীর সনে ॥
বিশাপের অগ্রভাগে ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণমাত্র অবস্থান টেষ্টমেণ্ট ধরি ॥
ভজনা হইলে শেষ উঠে দেন্ ছুট্।
সহিস্ বোলাও, বগি, ড্যাম্ ২ হুট্ ॥
আলয়েতে আগমন মনের খুসিতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ চুষিতে ২ ॥
অনঙ্গ সম্পদ সুখ লুসিতে ২।
প্রেমালাপে শ্রীমতীরে তুষিতে ২ ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণ কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে কারিগুরি নানা ॥
বেষ্টিত সাহেব সব বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন আহারের কালে ॥
শক্তি সহ ভক্তিভাবে খেয়ে মাংস মদ।
হাতে ২ স্বর্গ লাভ প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ ॥
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব প্রেম তত্ত্বলাভে।
হয়ে প্রীত নৃত্য গীত বিপরীত ভাবে ॥
বড় ২ সাহেবেরা এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় মুখ বড়দিন যোগে ॥

আন্দ্রুস পিন্ত্রিস আদি ডিক্রুস্ মেণ্ডিস্।
ডিকোষ্টা ডিরোজা জোনা ডি সোজা গমিস
জেম্স্ নেম্স্ কেম্স্ আদি টেম্সগণ যত।
ঝাঁকে ২ মহা ঝাঁকে চলে শত ২ ॥

পোরে ড্রেস্ হন্ ফ্রেস্ দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকা ভাবে কথা কন কালা মুখ নেড়ে ॥
পুঁইখাড়া চিঙ্গড়ির করি ভুষ্টি নাশ।
মেম সঙ্গে নানা রঙ্গে গরিমা প্রকাশ ॥
চুণাগলি অধিবাস খোলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ আড়ম্বর হয় ॥
ছাড়েন বাঙ্গালি দেখি বিলাতের বুলি।
লিচু যাও কেলাম্যান নেটিব বাঙ্গালি ॥
জুতা গোড়ে প্রাণ যায় করে হেই ঢেই।
রূপি বিনা রূপিভাব কড়ামাত্র নেই ॥
বড়দিনে বাবু সেজে কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন নামিলেন এই ॥
আনাক্যাষ্ট কন্‌বর্ট গৃহত্যাগি যারা।
সুখে সুখ যাচিতেছে নাচিতেছে তারা ॥
ছেঁড়া পচা কামিজ্ নাহিক তার হাতা।
তাই পোরে বাবু হন্ খালি করে মাতা ॥
ভাঙ্গা এক টেবিলেতে ডিস সাজাইয়া।
ঈশুভাবে খানা খান বাহু বাজাইয়া ॥
মনে ২ খেদ বড় কান্না হয় রেতে।
পরমান্ন পিটাপুলি নাহি পান খেতে ॥
যে সকল বাঙ্গালির ইংলিস ফ্যাসন।
বড়দিনে তাহাদের সাহেবি ধরণ ॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধী বাগানেতে আহার বিহার ॥
হায়ারে সুখের দিন, শোভা কব কায়।
ইংরাজটোলায় গেলে নয়ন জুড়ায় ॥

প্রতি গেটে গাঁথাহার কারিগুরি তাতে।
বিরচিত ছটা চারা দেবদারু পাতে॥
হোটেল মন্দিরে ঢুকে দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয়, হিঁদুয়ানি রাখিবনা আর॥
জেতে আর কাজ নাই ঈশুগুণ গাই।
খানা সহ নানা সুখে বিবি যদি পাই॥
চারিদিগে দেখ মন অতি বেড়ে ২।
তোতে মোতে থাকি আয় হিঁদুয়ানি ছেড়ে॥

অহং পেটুক।

সম্পাদকীয়। ১০. ১. ১২৫৮। ২২. ৪. ১৮৫১

ইংরাজী পত্র সম্পাদকেরা কত শত মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহার সংখ্যাই হয় না, অথচ তাহারা ঐ বিষয়ে বাঙ্গালা পত্রের কলঙ্ক করিতে ত্রুটি করেন না, কিন্তু আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে বাঙ্গালা পত্রে প্রায় কোন অসত্য বিষয় প্রকাশ পায় না. তবে সহস্রের মধ্যে দুই এক সংবাদ অমূলক হইলে সে দোষ ধর্ত্তব্য করা যাইতে পারে না, ইংরাজী পত্রের শরীর যেরূপ তদনুসারে তাহার মিথ্যার ভূষায় ভূষিত হয়, এই সূত্রে আমাদিগের স্নেহান্বিত সহযোগি রসসাগর সম্পাদক আপনার গত দিবসীয় পত্রে যাহা লিখিয়াছেন আমরা তৎপাঠে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

সংবাদ। ১৯. ১. ১২৫৮। ১. ৫. ১৮৫১

আমরা বিশেষ বিশ্বাসী বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে যদিও কুমারহট্টের বালিকা বিদ্যালয়ের এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই, কিন্তু তথায় যে কয়েকটী বালিকা আছে তাহারা তাবতেই ভদ্রবংশোদ্ভবা এবং সুশিক্ষক কর্ত্তৃক উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্তা হইতেছে। মূল বর্দ্ধিত হইলেই ক্রমে ২ বৃক্ষ বলিষ্ট হইবেক, এবং তাহার শাখা প্রশাখা সকল পুষ্পিত ও ফলিত হইলে ভবিষ্যতে সেই ফলেই অনেক সুফল ঘটনার সম্ভাবনা আছে।

১৯. ১. ১২৫৮। ১. ৫. ১৮৫১

কৃষ্ণনগরের বন্ধুর লিখিত পত্র অবিকল নিম্ন ভাগে প্রকটন করিলাম।

"কৃষ্ণনগর। ১৫ বৈশাখ ১২৫৭।

"এখানকার কলেজের জুনিয়ার ডিপার্টমেন্টের প্রধান শিক্ষক বাবু রামতনু লাহিড়ি মহাশয় বর্দ্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করাতে অধুনা সেই

পদ শূন্য হইয়াছে, ইহাতে প্রিন্সিপেল সাহেব নিম্নস্থ শিক্ষকদিগের এক এক পদবৃদ্ধি করণের অভিপ্রায়ে গতদিবসে এজুকেসন কৌন্সেলে পত্র লিখিয়াছেন, অধ্যক্ষ সাহেবের এই অভিপ্রায়ে অতি সদঅভিপ্রায় কহিতে হইবেক। কারণ উচ্চপদে নূতন লোক নিযুক্ত করিলে কনিষ্টদিগের অনিষ্ট করা হয়, সুতরাং ক্রমোন্নতির কল্পনাই সুকল্পনা হইতেছে।"

সংবাদ। ১. ৪. ১২৫৮। ১৬. ৭. ১৮৫১

আমারদিগের গবর্ণমেণ্টের রাস্তার ট্যাক্স বিষয়ক যে এক আইনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তৎপাঠে চমৎকৃত হইয়াছি ; সেই আইনের মর্ম্মানুসারে মুটে মজুর প্রভৃতিকেও রাজকরে কর প্রদান করিতে হইবেক, ধনতৃষ্ণা, তোমার চরণে নমস্কার করি, আমরা স্বাবকাশমতে এ বিষয়ে অতি শীঘ্রই লেখনী ধারণ করত বিস্তারিতরূপে মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

সম্পাদকীয়। ৩০. ৪. ১২৫৮। ১৪. ৮. ১৮৫১

আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি এই ভারতবর্ষের পরমবন্ধু ও গুণসিন্ধু অনরেবল মেং বেথুন সাহেব সাংঘাতিক রাজগাঁর রোগ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণ তিন ঘটিকা সময় পরলোক গত হইয়াছেন। হা বিধাতঃ! এই নিষ্ঠুর সংবাদ লিখনকালীন আমারদিগের করস্থিতা কাষ্ঠের লেখনী ক্রন্দন করিতেছে, চিত্ত বিকলিত হইতেছে নয়ন নিঃস্থত বারি দ্বারা বর্ণ সকল বিবর্ণ হইয়া আসিতেছে, আমরা চতুর্দ্দিগ শূন্য সন্দর্শন করিতেছি, বেথুন সাহেব হঠাৎ আমারদিগ্যে পরিত্যাগ করিবেন স্বপ্নেও এমত বিবেচনা করিতে পারি নাই। রে ক্রূর কৃতান্ত! এতাদৃশ বহুগুণ সম্পন্না সাধারণ হিততৎপর অবিদ্যার বিদ্যাপ্রদ পরম পুরুষকে হরণ করণে তোমার কঠিন অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার হইল না? আহা! বেথুন সাহেবের ন্যায় সচ্চরিত্র প্রিয়ভাষী, পর-দুঃখে কাতর, বিদ্যানুরাগী, গরিমাশূন্য, নম্র স্বভাব, প্রতিজ্ঞা তৎপর মনুষ্য আমরা আর কোথায় পাইব? তিনি রাজকীয় উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়াও ক্ষণ কালের জন্য অভিমানের অনুগামী হয়েন নাই। বিদ্যাদান বিষয়ে তাহার এতাদৃশ অনুরাগ ছিল যে বিদ্যালয়ের নাম শুনিলেই তথায় গমন করিয়াছেন, সাহায্যদ্বারা তাহার স্থাপনকর্ত্তাদিগ্যে উৎসাহ দিয়াছেন, বালিকা-বিদ্যালয়ে দণ্ডায়মান হইয়া যখন বালিকাগণকে শিক্ষাদান করিতেন তখন তাঁহার শরীর একেবারে পুলকে পরিপূর্ণ হইত, বেথুন সাহেবের ন্যায় সদ্বক্তা, সুপণ্ডিত ব্যক্তি এদেশে অতি অল্প আসিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিলে কত লোকে হাহাকার করিবেন তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য! হা! আমারদিগের কি দুভাগ্য! যদিও বহুকালপরে পরম প্রিয়বর করুণাপূর্ণ মহাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু অদৃষ্টের অপকৃষ্ট ফলজন্য

তিনিও অকালে ক্রূর কালের দন্তপাঁতির অন্তর্গত হইলেন। আহা! যে বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রস্তর রোপণ দিবসে তিনি প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোকের মধ্যবর্ত্তী হইয়া আন্তরিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণকার্য্য শেষ না হইতেই তিনি লোকান্তরিত হইলেন। ঐ বিদ্যালয় সমীপে তিনি যে অশোক বৃক্ষ রোপণ করিয়াছেন সেই অশোক এই ক্ষণে শোক শাখা বিস্তার করুক, আর তাহার চারু পুষ্প অবলোকনে কে পুলকিত হইবে? বিদ্যালয়ের বাটী যত উচ্চ হইতেছিল ততই আমরা উচ্চ আশার অনুগামি হইলাম অধুনা সেই বাটীর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অন্তঃকরণে কেবল শোকসিন্ধুর প্রবাহ বৃদ্ধি হইতেছে।...হা পরমেশ্বর!..... বেথুন সাহেব নাই, তিনি একেবারে আমারদিগ্যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহার অভাবে স্বভাবের শোভা মলিন দেখিতেছি. বিদ্যালয়ের বালকদিগের বদন বিবর্ণ হইয়াছে, বিদ্যার্থিণী বালিকাগণ ক্রন্দন করিতেছে. বিদ্যানুরাগিদের শোকপ্রকাশ শ্রবণ করিয়া আমারদিগের অন্তঃকরণে কি এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখের সঞ্চার হইল, আমরা চক্ষুর নিমিষ হত হইলাম, লেখনী অচলা হইয়া রহিল। হে পাঠকগণ! অদ্য তাহাকে বিশ্রাম প্রদান করিলাম।

পদ্য

"অমায়িক কারুণিক, প্রেমিক সুজন।
স্নেহ ক্ষেত্রে প্রেমবীজ, করিল বপন॥
মূলে তার যত্ন জল, হইলে সিঞ্চিত।
চারু তরু দৃশ্যমান, হইল কিঞ্চিৎ॥
পল্লব শাখায় তরু, হোলে বদ্ধমূল।
ফুটিল সৌরভযুক্ত, করুণার ফুল॥
ফলিবে সুমিষ্ট ফল, লব আস্বাদন।
কৃতান্ত কীটের দন্তে, হইল নিধন॥"

সংবাদ। ৪. ৫. ১২৫৮। ১৯. ৮. ৫১

মেং বেথুন সাহেবের স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপনের নিমিত্ত যে সভা হইয়াছিল ঐ সভায় শ্রীযুক্ত বাবু রামগোপাল ঘোষ দণ্ডায়মান হইয়া এরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন যে উক্ত সাহেব এদেশের পরমোপকারী বন্ধু ছিলেন, অতএব এতদ্দেশীয়গণ তাঁহার স্মরণার্থ স্বতন্ত্র চাঁদার দ্বারা এক চিত্র প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবেন। আমার উপরি লিখিত বিষয় শেষ না করিতেই নিম্নস্থ পত্র প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক প্রকাশ করিলাম।

"মান্যবর মেং জে, ই, ডি, বেথুন সাহেবের এতদ্দেশীয় বন্ধুগণকে সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন করা যাইতেছে যে আগামী ২২ আগষ্ট শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা সময়ে মেডিকেল

কালেজের থিয়েটারে তাঁহারদিগের এক বিশেষ সভা হইবেক, ঐ সভায় উক্ত মৃত মহাত্মার স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপনের সদুপায় স্থির করা যাইবেক।

প্রতাপ চন্দ্র সিংহ
ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা
দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
কে, এম, বন্দ্যোপাধ্যায়
রামগোপাল ঘোষ
প্যারীচাঁদ মিত্র
জি, এম, ঠাকুর
তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায়
রামচন্দ্র মিত্র

সংবাদ। ১২. ৫. ১২৫৮। ২৭. ৮. ১৮৫১

আমারদিগের সদ্বিদ্বান বন্ধু বাবু গুরুচরণ দত্ত মহাশয় সংপ্রতি বটতলার মধ্যে "ডেভিড হেয়ার একাডেমি" নামক যে এক অভিনব ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন এইক্ষণে তাহার কর্ম্ম অতি উত্তমরূপে নিষ্পাদিত হইতেছে……অধুনা অবগত হইলাম তিনি এই নূতন স্কুল স্থাপন করাতে প্রায় ১৫০ জন বালক ওরিএন্টেল সিমিনারি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিয়াছেন, সুবিখ্যাত সুপণ্ডিত মেন্টেগু সাহেব কথিত স্কুলের অংশি হইয়াছেন, তিনি ও গুরুচরণ বাবু অপরাপর কতিপয় উপযুক্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালি অধ্যাপনার কার্য্য নিষ্পাদন করিতেছেন। বঙ্গভাষা শিক্ষাদান জন্য বহু শাস্ত্রজ্ঞ একজন পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছেন। অতএব জগদীশ্বর ক্রমে ইহার উন্নতি করিবেন তাহাতে সন্দেহাভাব।

চিঠি। ১৮. ৫. ১২৫৮। ২. ৯. ১৮৫১

শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

অসহ্য হেতু কয়েক পংক্তি লিখিয়া প্রেরণ করিতেছি সংশোধনপূর্ব্বক ভবদীয় পত্রে স্থান দানে বাধিত করিবেন।

সম্পাদক মহাশয়, গত ৩০ আগষ্ট দিবসীয় ভাস্করে তৎপাঠক মৃত মহাত্মা মেং বেথুন সাহেবের মহদ্‌গুণের প্রতি দোষ-যুক্ত করণাভিপ্রায়ে স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধির কৌশল প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে মৃত সাহেবের গুণের ভাগ ঘোষণা দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়। এরূপ উক্তি যেরূপ "বাপ বলিতে শ্যালা বলে" তদ্রূপ হইল কিনা সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিবেন, আমি লেখককে চিনিতে না পারিয়া জগদীশ্বরের নিকট চিরজীবির

প্রার্থনা করিয়া তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ করিলাম। সাধারণে প্রকাশ যে সাধারণের নিস্বার্থ উপকারি ব্যক্তিই উপকারক, আর সাধারণের সচ্চরিত্র কর্ত্তা ও বিদ্যা বুদ্ধি দাতাই গুণবান, ইহাতে বেথুন সাহেব কর্ত্তৃক এতদ্দেশীয় স্ত্রী পুরুষদিগের বিদ্যাদান কল্পে স্বীয় সর্ব্বস্ব দান করিতে ও পরিশ্রম এবং উপরোধানুরোধ দ্বারা যে প্রকার যত্নশীল দেখিয়াছি এ প্রকার এ ভারতবর্ষে অন্যব্যক্তির আগমন দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচর হয় নাই······অপিচ কতকগুলীন্ বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদক এবং কতিপয় নব্য হিন্দু বেথুন সাহেবের গুণগান করিতে ২ দশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন,······'না জানে আন্দি সান্দি, নব্য হিন্দু লেখাতেই যে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন তাহা প্রকাশ হইল।······স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপনকল্পে হিন্দু বালিকাগণ ধর্ম্ম ও ব্যবহার ভ্রষ্ট হওয়া সম্ভাবনা, কল্পনা স্বীয় বুদ্ধিতে স্থাপন করিয়া ব্যঙ্গচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষিতা বালিকাগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রেরণ কর্ত্তারা তাহারদিগের ইংরাজের ব্যবহারানুযায়ী পরপুরুষের সহিত ভ্রমণ ও আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বনাদি করিতে দিবেন কিনা?' এ প্রশ্নের উত্তর দানের নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন, তথাচ পত্র প্রেরককে জিজ্ঞাসা করি, বেথুন সাহেব হিন্দু বালিকাগণকে ইংরেজি বিবি করিতে মনস্থ কি যত্ন করিয়াছিলেন? কখন তাহা নহে······হা বেথুন সাহেব! তুমি কোথায়? সংবাদ ভাস্করে লিখিত হইয়াছে তোমার গুণ পাওয়া যায় না ইতি। কস্যচিৎ যথার্থবাদী

সম্পাদকীয়। ১৯. ২. ১২৫৯। ৩১. ৫. ১৮৫২

গত সংখ্যক ইংলিসম্যান্ পত্রে "Lover of Justice" লবর অফ্ জষ্টিস নামধারী কোন পত্র প্রেরক লেখেন যে "কলিকাতায় এমন জনরব যে বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মুরশিদাবাদের নবাবের দেওয়ানীকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া অল্পদিবসের মধ্যেই পদচ্যুত হইয়াছেন ইত্যাদি।"

ইংলিসম্যানের পত্র প্রেরক বোধহয় বাতাসের দ্বারা এই জনরব সংগ্রহ করিয়াছেন, নচেৎ অন্য কারণ কিছুই দেখিতে পাই না। যাহা হউক, নিশ্চিৎ না জানিয়া এমত মিথ্যা সংবাদ রটনা করা অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ের বিশেষ সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীল শ্রী নবাব বাহাদুর দক্ষিণারঞ্জন বাবুকে আপনার মন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত করত অতি সম্মানপূর্ব্বক রাজোপাধি প্রদান করিয়াছেন। এবং তাঁহার প্রতি তাবৎ কর্ম্মের ভারার্পণ করিয়াছেন। মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ইতিমধ্যেই কর্ম্মদক্ষতা ও বিচক্ষণতার দ্বারা নবাব বাহাদুরের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছেন, এবং সমস্ত কার্য্যেই সমূহ সুখ্যাতি সংগ্রহ করিয়াছেন, এইস্থলে আমরা আর অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না, লেখনী পরিত্যাগ করণ-কালে এইমাত্র উল্লেখ করিতেছি যে "Lover of Justice" অর্থাৎ সত্যের প্রিয় পত্র প্রেরক ভবিষ্যতে আর এতদ্রূপ অতথ্য লিপিদ্বারা অসত্যের প্রিয়রূপে পরিগণিত না হয়েন······।

নিশ্চিতরূপে না জানিয়া যাঁহারা কোন বিষয় প্রকাশ করেন, তাঁহারা সাধারণ সমাজে

কখনই বিশ্বাস্য হইতে পারেন না, কেবল উপহাসের পাত্ররূপে পরিচিত হইয়া থাকেন। এতদ্রূপ মিথ্যা লেখার কারণ দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম কারণ স্বভাব দোষ। দ্বিতীয় কারণ উন্নতি দৃষ্টে হিংসার উদয়······মুরশিদাবাদের নবাব বাহাদুরের দেওয়ানীপদে নিযুক্ত হইয়া বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় "রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর "এই সম্ভ্রম সূচক রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার মাসিক বেতন ২০০১৲ দুই সহস্র এক মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে······অপিচ তাঁহার প্রতি সমস্ত বিষয়েরই ভারার্পিত হইয়াছে।

সংবাদ। ১৯. ৪. ১২৫৯। ২. ৮. ১৮৫২

ইদ নামক পর্ব্বাহোপলক্ষে নবাব নাজিম বাহাদুরের নিকেতনে যেরূপ সমারোহ হইয়াছিল····তাহা প্রকাশ করিলাম। আমারদিগের পরমবন্ধু কার্য্যকৌশল সুবিচক্ষণ অভিনব দেওয়ান শ্রীযুত রাজা দক্ষিণারঞ্জন বাহাদুর, নবাব নাজিম কর্ত্তৃক যেরূপ সম্মানিত হইয়াছেন আমরা বোধকরি অন্য কোন এতদ্দেশীয় ব্যক্তি নবাব সরকারে এরূপ সম্মান প্রাপ্ত হয়েন নাই।······

শ্রীশ্রীযুত [নাজিম বাহাদুর] যে সুদৃশ্য আসনে উপবেশন করেন,···তাহার বামভাগে এক রজত চৌকীতে গবরনর জেনরল বাহাদুরের এজেণ্ট সাহেব এবং তাঁহার পার্শ্বভাগে শ্রীমান্ দেওয়ান দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় উপবেশন করেন······

শ্রীমান্ দেওয়ান বাহাদুর এই পর্ব্বাহ উপলক্ষে নজর ধরিলে শ্রীশ্রীযুত অতি সন্তুষ্ট মনে নিম্নলিখিত খেলোয়াত সকল প্রদান করিলেন, এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তি ইহার উর্দ্ধ খেলোয়াত প্রাপ্ত হয়েন নাই।

খেলোয়াতের বিবরণ।

এক ফরজি, এক চিরা, এক গোস্‌পেচ, এক গোসোয়ারা, এক কোমরবন্দ, এক বালাবন্দ, হোমর পর সংযুক্ত শিরপেঁচ মণ্ডিত এক কল্‌গিদার পাগড়ি, এক ছড়া মুক্তার মালা, এক চৌঘড়ি, একটা হস্তি তদুপরি রজত নির্ম্মিত আমারি অর্থাৎ বসিবার স্থান, রূপার সাজ সহিত এক অশ্ব, একখানা ঝালরদার পাল্কি, দুইটা বঁড়সা, একখানা ঢাল, একখানা তরবাল, এবং একটা রূপার শীলমোহর।·· ···

দেওয়ান বাহাদুর নিজামদত্ত হস্তি রজত নির্ম্মিত হাওদার উপর প্রিয়বর পুত্র সহিত উপবিষ্ট হইয়া স্বধামে গমনকালীন তাঁহার উভয়ভাগে সিপাহী ও অশ্বারোহিগণ শ্রেণীবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হয়, এবং তিনি দুই হস্তে অর্থপূর্ণ করিয়া রাজপথের উভয় পার্শ্বে দুঃখি লোকদিগ্যে বিতরণ করেন, খেলোয়াতের অপরাপর দ্রব্য লইয়া অন্যলোকে পশ্চাদ্ভাগে আগমন করে দেওয়ান বাহাদুর······প্রায় দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন, ঐ দিবস রজনীযোগে তাঁহার ভবনে নাচ ও মহাফেল হইয়াছিল তথায় অনেক ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়। ১২. ৫. ১২৫৯। ২৬. ৮. ১৮৫২

আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি হাবড়া জিলার অন্তঃপাতি সাঁতরাগাছী গ্রামে যে বঙ্গভাষানুশীলন সভা সংস্থাপনের কল্পনা হইয়াছিল তাহা গত রবিবার অপরাহ্ণ চারি ঘটিকা সময়ে কতিপয় কৃতবিদ্য স্বদেশানুরাগী যুবক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার সভাপতিত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল ভাদুড়ী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য সহকারি সম্পাদক স্বরূপ মনোনীত হইয়াছেন।······

বুল্‌বুলি-পক্ষির যুদ্ধ। ৬. ১০. ১২৫৯। ১৮. ১. ১৮৫৩

গত দিবস আমরা বুল্‌বুলি যুদ্ধের সংবাদ অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি; অদ্য কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধু তদ্বিস্তারিত বর্ণনা করত অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রেরণ করাতে সানন্দচিত্তে নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম; পাঠকগণ অবলোকন করুন।

"সিমুলিয়াস্থ শ্রীযুত বাবু দয়াল চাঁদ মিত্র মহাশয় এবং যোড়াসাঁকো নিবাসি শ্রীযুত রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর উভয়ে শীতকালে বুল্‌বুলি পক্ষি সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহারদিগের যুদ্ধ দ্বারা আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকেন, তাহাতে উভয়েই বিশেষ উদ্যোগী হইয়া দেশ বিদেশ হইতে পক্ষী আনয়ন করত সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন এবং তদুপলক্ষে অনেকানেক মনুষ্য প্রতিপালন করিয়া থাকেন। এই আমোদের এই এক মহা সুখ যাহা আমরা প্রতি বৎসর প্রাপ্ত হইয়া থাকি তাহা অপর কোন কাণ্ডে দৃষ্টিগোচর হয় না, অর্থাৎ এই সামান্য সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ কলিকাতাস্থ যাবতীয় ধনাঢ্যব্যক্তি একত্রীভূত হইয়া স্বীয় পুত্র পৌত্র দৌহিত্র অমাত্যবর্গকে সমভিব্যাহারে লইয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন, অন্য নিমন্ত্রণে সম্ভ্রান্ত লোকের এতদ্রূপ সমারোহ হওয়া অতি সুকঠিন, কেননা দেব দর্শন ও নৃত্য গীতাদি উপলক্ষ্যে ধনাঢ্যব্যক্তিকে আহ্বান করিলে কেহ বা স্বয়ং কেহ বা প্রতিনিধি দ্বারা সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন; কিন্তু এই সূত্রে সংবাদ করিবামাত্র সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে অতি প্রত্যূষে প্রাণপণ যত্নে প্রাত্যহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া সভায় কিঞ্চিৎ স্থান প্রাপ্ত হওনাভিলাষে সত্বর হইয়া আগমন করেন এবং ইহাতে কেহ উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত স্থান বিবেচনা করেন না। অতএব জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, উক্ত মহাশয়দিগকে যেমত দশটা সৎক্রিয়ায় লিপ্ত করিয়াছেন, এই আমোদকেও তাহার সহিত সংযুক্ত করুন।"

"শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের সিমুলিয়াস্থ সদনের সম্মুখে যে পক্ষিশালা শ্রীযুক্ত বাবু দয়াল চাঁদ মিত্র মহাশয় প্রস্তুত করিয়াছেন সেই পক্ষিশালায় রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পক্ষি সমস্ত অষ্টাহ হইতে আনীত হইয়াছিল, পরে গত ৪ মাঘ রবিবার বেলা দশ ঘটিকা হইতে দুই প্রহর আড়াই ঘণ্টা পর্য্যন্ত উভয় দলের বুল্‌বুলির যুদ্ধ বিক্রম হয়; ইহাতে

সর্ব্বশুদ্ধ ৩৭ যোড়া পক্ষির সংগ্রাম হইয়াছিল, তন্মধ্যে মিত্র বাবুর পক্ষীয় ২৭ পক্ষি এবং রাজপক্ষীয় ১০ পক্ষি জয়ি হয়, এ বিষয়ের মধ্যবর্ত্তি স্বরূপ শ্রীযুত হরিনারায়ণ গোস্বামী মহাশয় ব্রতী হইয়াছিলেন, ঐ মহাশয় এ বিষয়ে অতি সদ্বিবেচক এবং সুমীমাংসক বটেন, ইঁহার মীমাংসায় উভয় পক্ষিদলের পক্ষি পক্ষের পক্ষগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমরাও সন্তুষ্ট হইয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, রাজা বাহাদুর তিন বৎসরাবধি আহার নিদ্রা পরিহার পূর্ব্বক নানা স্থান হইতে পাখি সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন, ফলে কোন বৎসর তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই, ইহাতে কি নির্দ্দয় মিত্র বাবুর দয়া হয় না? তিনি কোন্ বিবেচনায় রাজাকে হেঁট-মুণ্ড এবং সজলনেত্র করিয়া বিদায় করিলেন? ভাগ্যে রাজা বুদ্ধিমান, এই কারণে তিনি পূর্ব্বেই সাবধান হইয়া স্বীয় রথে চতুরশ্ব সংযুক্ত করিয়া পক্ষিদিগ্যে আনিয়াছিলেন, সেই জন্য তিনি অতি দ্রুত চম্পট পূর্ব্বক অশ্রুধারা নিক্ষেপ করিয়া আক্ষেপ দূর করিলেন।”

সংবাদ (সম্পাদকীয়)। ২১. ১০. ১২৫৯। ২. ২. ১৮৫৩

পটল ডাঙ্গায় ফিবর হাস্পিটাল নামক যে এক রম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধকরি সকলেরই নয়ন সম্পূর্ণ সন্তোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে, ঐ বাটীর নিমিত্ত যে মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল তৎসমুদয় ব্যয় হইয়া গিয়াছে, এ কারণ আর আর কর্ম্মের জন্য অতিরেক অর্থের আবশ্যক হইতেছে এবং কার্য্যারম্ভকল্পেও বিলম্ব হইতেছে। উত্তরভাগে বাবু মতিলাল শীলের কালেজ ও দক্ষিণভাগে হীরাকাটার গলি অবধি ইহার পরিসর বৃদ্ধি হইবার প্রস্তাব হইতেছে, কিন্তু টাকা ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারে না, এই সূত্রে এ পর্য্যন্ত যে ব্যয় হইয়াছে তাহার সংখ্যা ২॥০ আড়াই লক্ষ টাকার উপর হইবেক। ইহার পর সমুদয় কল্পনা সম্পন্ন করিতে যে আরো কত ব্যয় হইবে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করুন। অধুনা এতন্নগরে এতদ্রূপ মনোহর অট্টালিকা আর দৃষ্ট হয় না, যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে ঐ গৃহে বাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক বোধকরি সে ব্যক্তির জন্ম সফল হইয়া কৈবল্য লাভ হইবেক। উক্ত বাটীর তেতালার ছাদের উপর চারিদিগে চারিটা পুষ্করিণী হইয়াছে, তাহা জল পরিপূর্ণ করণার্থ নূতন জল প্রণালী প্রস্তুত হইতেছে, গোলদীঘীর জল সেই প্রণালীতে পড়িয়া কলের দ্বারা উপরে উঠিয়া ছাদের পুষ্করিণীকে পরিপূর্ণ করিবেক। এই সময়ে আমরা অনুরোধ করি, সকলে একবার উক্ত অট্টালিকা এবং তৎসংক্রান্ত কার্য্য সমুদয় দেখিয়া আসুন।

সংবাদ। ৬. ১১. ১২৫৯। ১৬. ২. ১৮৫৩

আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি, জানবাজার নিবাসিনী সুশীলা পুণ্যশীলা সৎকীর্ত্তিকারিণী শ্রীমতী রাসমনি দাসী সংপ্রতি এক অতি সৎকার্য্যের সূচনা করিয়াছেন, তচ্ছ্রবণে সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিবেন।

উক্তা শ্রীমতীর বাটীর নিকট হইতে মৌলালির দর্গা পর্য্যন্ত জল প্রণালী না থাকাতে পথিক ও পল্লীস্থ লোকদিগের বিশেষ ক্লেশ হইতেছে, তালতলা নিবাসী সুচিকিৎসক বিচক্ষণবর বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কষ্ট দুরীকরণার্থ এক জল প্রণালী নির্ম্মাণ নিমিত্ত চাঁদা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করণে উদ্যত হইয়াছিলেন। এ বিষয় শ্রীমতীর কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বয়ং ২৫০০ টাকা দান পূর্ব্বক একাকিনী তৎকার্য্য সম্পন্ন করণে সম্মত হইয়াছেন। এই দান সাধারণ দান নহে—এবং; এই কীৰ্ত্তি সামান্য কীর্ত্তিও নহে, ইহা পৃথ্বীমধ্যে বহুকাল ব্যাপিনী হইয়া জনসমূহের মহোপকার করত কীর্ত্তিকারিণীকে চির-স্মরণীয়া করিবেক।

সম্পাদকীয়। ৮. ১১. ১২৫৯। ১৮. ২. ৫৩

বঙ্গদেশের অভিনব সরবে অর্থাৎ জরিপের বিষয়ে সংবাদপত্রে বিলক্ষণ বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া পত্রে কোন পত্র প্রেরক লিখিয়াছিলেন যে ঐ জরিপ সাধারণের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক হইবেক····সংপ্রতি হিন্দু পেট্রিয়াট নামক নূতন পত্র সম্পাদক ঐ বিষয়োপলক্ষে এক দীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় সকল উত্তম বটে, গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের ভূম্যাদির পরিমাণ করুন তাহাতে আমারদিগের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যে কোন্ ভূমি কার তাহার নিশ্চয় করা অতি আবশ্যক হইয়াছে, জরিপের সময় একের ভূমি যদ্যপি অন্যের নামে লেখা হয় তবে ভবিষ্যতে তজ্জন্য অবশ্য গোলযোগ হইতে পারে, অতএব যে কার্য্যের দ্বারা একের স্বত্বের অপহ্নব হইতে পারে তাহা কোনমতেই উপকারজনক নহে, এই বিষয়ে ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার পত্র প্রেরক যখন কোন উত্তর করিতে পারেন নাই তখন আমরা তাঁহার কোন কথাই মান্য করিতে পারি না, তাঁহার লেখার দ্বারা নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে তিনি ঐ জরিপ সংক্রান্ত কোন কর্ম্মকারক হইবেন, না তাহা হইলে তিনি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইয়া অযৌক্তিক কথা সকল উল্লেখ করিতেন না।

সংবাদ। ১৪. ১১. ১২৫৯। ২৪. ২. ১৮৫৩

গত সোমবার দিবসে কলিকাতার পবলিক লাইব্রেরির অংশিদিগের যে এক সভা হইয়াছিল তাহাতে এ প্রকার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে যে এতদ্দেশীয় লোকদিগের পর্ব্বাহ দিবসে লাইব্রেরি খোলা থাকিবেক, কর্ম্মকারদিগ্যে স্ব স্ব কার্য্যে উপস্থিত হইতে হইবেক, কিন্তু খ্রীষ্টানদিগের পর্ব্বদিবসে তাহা বন্ধ থাকিবেক। এই নিয়মে সম্পূর্ণ পক্ষপাত প্রকাশ হইয়াছে কি আশ্চর্য্য! তথাকার পুস্তকরক্ষক বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই, এতদ্দেশীয় ধনদাতাদিগের মধ্যেও অনেকে "দাদার মতে আমার মত" বলিয়া বসিয়াছেন। সাহেবেরা কোন কথা বলেন নাই, স্বধর্ম্মের বিষয়ে হিন্দুগণের এই অনুরাগ

দেখিয়া হাস্য করিয়াছেন। খ্রীষ্টানদিগের পর্ব্ব দিবসে লাইব্রেরী খোলা রাখিবার প্রস্তাব হইলে আপত্তির সীমা থাকিত না, আমারদিগের লার্ড বিশপ সাহেব পর্য্যন্ত একেবারে নাচিয়া উঠিতেন।

সংবাদ। ১৪. ১১. ১২৫৯। ২৪. ২. ১৮৫৩

এইক্ষণে প্রতিদিন কলিকাতার রাস্তা সকল ধূলায় অন্ধকার হইতেছে, নগরের শোভাবৃদ্ধি কারক কমিশ্যনরগণ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন রাস্তায় জল দিবার নিমিত্ত আর ভিস্তি রাখিবেন না, তাঁহারা বসতি বাটীর ট্যাক্স বৃদ্ধি করিলেন, ইহাতেও কি জল দিবার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না? কী আশ্চর্য্য! গবর্ণমেণ্ট যে অভিপ্রায়ে নগর পরিষ্কার রাখিবার নূতন আইন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম সকল কবে রক্ষা হইবেক?

আমরা শ্রবণ করিলাম, বড় রাস্তার উত্তরভাগে জল দিবার জন্যে স্থানে স্থানে কূপ খনন হইতেছে, নূতন রাস্তা ও অন্যান্য স্থানে ঐরূপ করিলে আপাততঃ ধূলা নিবারণের উপায় হইতে পারে, ইহাতেও কি কমিশ্যনরগণ টাকা নাই বলিয়া ছল করিয়া বসিবেন? বলা যায় না, প্রজারা এরূপ কষ্টভোগ করিলে অতিরিক্ত বাটীর টেক্স কেন প্রদান করিবেক?…

সংবাদ॥ ৩০. ১১. ১২৫৯। ১২. ৩. ১৮৫৩

বীটন সভার মাসিক বৈঠকে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যার গৌরব প্রতিভা সন্দীপন মূলক বঙ্গভাষায় যে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম হইয়াছে, তাহাতে তিনি অসামান্য লিপি নৈপুন্য ও সংস্কৃত বিদ্যার বিপুল ব্যুৎপন্ন প্রদর্শনে ত্রুটি করেন নাই, যে সকল মহাশয়েরা সভাগারে উপস্থিত ছিলেন, তাহারা সকলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন। আমরা ওই প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইলে তাহার কিয়দংশ পাঠক মহাশয়দিগ্যে বিদিতার্থ প্রকাশ করণে বিলম্ব করিব না।

মৃত পত্রের নাম॥ ১. ১. ১২৬০। ১২. ৪. ১৮৫৩

১। সংবাদ কৌমুদী। ২। সংবাদ তিমিরনাশক। ৩। সংবাদ রত্নাকর। ৪। সংবাদ রত্নাবলী। ৫। সংবাদ সার সংগ্রহ। ৬। অনুবাদিকা। ৭। মহাজন দর্পণ। ৮। সমাচার সভা রাজেন্দ্র। ৯। সংবাদ সুধাকর। ১০। সংবাদ সুধা সিন্ধু। ১১। গুণাকর। ১২। দিবাকর। ১৩। নিশাকর। ১৪। মৃত্যুঞ্জয়ী। ১৫। মুক্তা-বলী। ১৬। জ্ঞানন্বেষণ। ১৭। সোদামিনী। ১৮। বঙ্গদূত। ১৯। জ্ঞানাঞ্জন। ২০। বাঙ্গাল স্পিকটেটর। ২১। ভক্তি সূচক। ২২। পাষণ্ড পীড়ন। ২৩। আক্কেল-গুড়ুম। ২৪। রাজারাণী। ২৫। কাব্যরত্নাকর। ২৬। বারাণসী চন্দ্রোদয়। ২৭। সমাচার জ্ঞান দর্পণ। ২৮। ভৈরব দণ্ড। ২৯। ভারত বন্ধু। ৩০। মনোরঞ্জন। ৩১ সুজন রঞ্জন। ৩২। দিগ্বিজয়। ৩৩। জগদুদ্দীপক ভাস্কর। ৩৪। রত্ন বর্ষণ।

৩৫। মুর্শিদাবাদ পত্রিকা। ৩৬। জ্ঞান দীপিকা। ৩৭। জ্ঞানসঞ্চারিণী পত্রিকা। ৩৮। অরুণোদয়। ৩৯। রসমুদ্গার। ৪০। জ্ঞান রত্নাকর। ৪১। ভৃঙ্গদূত। ৪২। সুজনবন্ধু। ৪৩। দুর্জ্জন দমন মহানবমী। ৪৪। হিন্দুধর্ম্ম চন্দ্রোদয়। ৪৫। শাস্ত্র প্রকাশ। ৪৬। সত্য সঞ্চারিণী। ৪৭। জগদ্বন্ধু পত্রিকা। ৪৮। বিজ্ঞান সেবধি। ৪৯। জ্ঞান সিন্ধু তরঙ্গ। ৫০। রসরত্নাকর। ৫১। বিদ্যা দর্শন। ৫২। দূরবীক্ষণিকা। ৫৩। কৌস্তুভ। ৫৪। সর্ব্বরসরঙ্গিনী। ৫৫। দিনমণি। ৫৬। সত্যধর্ম্ম প্রকাশিকা। ৫৭। আয়ুর্ব্বেদ দর্পণ। ৫৮। জ্ঞানদর্পণ। ৫৯। সজ্জনরঞ্জন। ৬০। সুধাংশু। ৬১। কৌস্তুভ কিরণ। ৬২। সত্য প্রদীপ। ৬৩। সর্ব্ব শুভকরী। ৬৪। হিন্দু বন্ধু। ৬৫। বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় ৬৬। জ্ঞানচন্দ্রোদয়। ৬৭। বিদ্যারত্ন। ৬৮। সাম্যদণ্ড মণ্ডিত। ৬৯। সমাচার দর্পণ ৭০। জ্ঞানারুণোদয়। ৭১। সংবাদ শশধর। ৭২। সাগর। ৭৩। বিশ্ব বিলোকন ৭৪। মেদিনীপুর ও হিজলী অঞ্চলের অধ্যক্ষ। ৭৫। পুরাতন চন্দ্রিকা ৭৬। জ্ঞানোদয়

জীবিত পত্রের নাম। ১. ১. ১২৬০। ১২. ১৮৫৩

সংবাদ প্রভাকর।	দৈনিক	সংবাদ পত্র।
পূর্ণচন্দ্রোদয়।	ঐ	ঐ
ভাস্কর।	বারত্রয়িক।	ঐ
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।	মাসিক।	ধর্ম্মপত্র।
নিত্যধর্ম্মানু রঞ্জিকা।	পাক্ষিক।	ঐ
গবর্ণমেণ্ট গেজেট।	সাপ্তাহিক।	আইন পত্র।
সংবাদ সাধুরঞ্জন।	ঐ	সংবাদ পত্র
রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ।	ঐ।	ঐ।
বর্দ্ধমান জ্ঞানপ্রদায়িনী।	ঐ।	ঐ।
সংবাদ বর্দ্ধমান	ঐ।	ঐ।
সম্বাদ জ্ঞানোদয়	ঐ।	ঐ।
কাশীবার্ত্তা প্রকাশিকা	ঐ।	ঐ।
সংবাদ রসরাজ।	অর্দ্ধ সাপ্তাহিক	সংবাদ পত্র।
সংবাদ বিভাকর।	ঐ	ঐ
নূতন সমাচার চন্দ্রিকা।	ঐ	ঐ
উপদেশক।	মাসিক।	ধর্ম্মপুস্তক।
সত্যার্ণব।	ঐ।	ঐ।
বিবিধার্থ সংগ্রহ।	ঐ।	নানা বিষয়ক।
ধর্ম্মরাজ	ঐ।	নানা বিষয়ক

২৮. ২. ১২৬০। ৯. ৬. ১৮৫৩

হাড়গিলার নালিস

এতন্নগর মধ্যে এমত জনরব হইয়াছে; গত মঙ্গলবার দিবসে কোন ব্যক্তি একটা হাড়গিলার একটা পক্ষ ভঙ্গ করাতে ঐ পক্ষী ভূমির উপর চরণ চালনা করত পুলিসে আসিয়া অনেক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত ভগ্ন পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক দণ্ডায়মান ছিল, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কেহ তৎপ্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করিবায় তৎস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গবর্ণমেণ্ট হৌসের পূর্ব্ব দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করণে উদ্যত হইলে শান্ত্রী সাহেব তাড়না করিলেন। ইহাতে দুঃখিত হইয়া ঐ বিহঙ্গ তথা হইতে আস্তে আস্তে দক্ষিণ দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে সেক্রেটারি মহাশয় বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া তাহাকে দ্বার ছাড়িয়া দিতে দ্বারপালের প্রতি অনুমতি করিলেন। দ্বারি তাহার আগমনে বিরোধী না হওয়াতে সে অনায়াসে রাজ ভবনের সোপান সমক্ষে উপস্থিত হইয়া আপনার ছিন্ন পক্ষ দর্শন করাইল।

শুনিলাম ঐ সময়ে ঐ পক্ষির সঙ্গে সঙ্গে তিন চারি সহস্র মনুষ্য আশ্চর্য্য কৌতুক দর্শনার্থ গমন করিয়াছিল।

পদ্য

অপরূপ একি শুনি, বিচারের তরে।
শাখি ছেড়ে, পাখি এসে, পুলিসের ঘরে॥
তাহার মনের ভাব জ্ঞাত মাত্র গাড্।
দেখা যাক্, এ বিচারে কি করেন লাড্॥

৯. ৫. ১২৬০। ২৪. ৮. ১৮৫৩

বিজ্ঞাপন

আমার এক ভৃত্য গত শুক্রবার প্রাতঃকালে স্বর্ণালঙ্কারে ও নগদে প্রায় আড়াইশত টাকা হরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। যে ব্যক্তি তাহাকে বমাল সহিত ধরিয়া দিতে পারিবে তাহাকে উচিতমত পারিতোষিক প্রদান করা যাইবেক ইতি ৬ ভাদ্র।

অক্ষয়কুমার দত্ত।

স্বর্ণালঙ্কারের বিবরণ।

হেলেহার	১ ছড়া
কণ্ঠমালা	১ ছড়া
বাজু	২ খানা
বালা	৪ গাছ

আরব্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ ও বিক্রয় প্রসঙ্গে। ১০. ১. ১২৬১। ২২. ৪. ১৮৫৪

শ্রীযুত বাবু নীলমণি বসাক মহাশয় আরব্য উপন্যাস যেরূপ সরল ও সুসাধু ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, অনেকেই তাহা পাঠ করিয়া থাকিবেন···লেখা উত্তম ও জলের ন্যায় সহজ এবং পরিষ্কার, পাঠকালে পাঠকদিগকে কটমট শব্দের অর্থ চিন্তা করিতে হয় না,·· একারণ প্রথমে যত পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল তত্তাবৎ অল্পকালের মধ্যে বিক্রয় হইয়াছে, নীলমণি বাবু পুনর্ব্বার ঐ পুস্তক উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে এবং সংস্কৃত যন্ত্রে অতি উৎকৃষ্টরূপে ছাপাইয়াছেন···আমরা পাঠক মহাশয়দিগের পাঠার্থ তাহার ভূমিকা নিম্নভাগে উদ্ধৃত করিলাম।

"দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের এক আক্ষেপের বিষয় এই যে, এতদ্দেশীয় লোকেরা বঙ্গভাষার পুস্তক পাঠে অধিক অনুরাগ প্রকাশ করেন না। কেহ বা অনুরোধ প্রযুক্ত পুস্তক ক্রয় করেন পাঠ করেন না। কিন্তু আরব্য উপন্যাসের পক্ষে এ কথা সম্যকরূপে সত্য বলা যাইতে পারে না, এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইলে বর্ত্তমান রীত্যনুসারে দ্বারে দ্বারে চাঁদার বহি প্রেরণ অথবা ক্রয় জন্য কাহাকে অনুরোধ না করিয়া পুস্তক সকল সাধারণ বিক্রয়ালয়ে বিক্রয়ার্থ অর্পণ করা গিয়াছিল, যাঁহার প্রয়োজন হইয়াছে সেই স্থান হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে অল্পদিন মধ্যে সকল পুস্তক শেষ হইয়া গিয়াছে। শুনা যায় ইংরাজ মুসলমান ও বাঙ্গালি প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক, এবং কোন কোন স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ যাঁহারা কখনই পুস্তক হস্তে করেন না তাঁহারাও এই পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিয়াছেন, ইহা সামান্য আহ্লাদের বিষয় নহে। অতএব এই পুস্তক উত্তমরূপে সংশোধিত করিয়া দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কিত করা গেল······ইতি।"

কলিকাতা শ্রীনীলমণি বসাক

১২ চৈত্র ১২৬০।

জুলিয়াস সিজার নাটক অভিনয়। ২৩. ১ ১২৬১। ৫. ৫. ১৮৫৪

গত বুধবার সন্ধ্যার পরে যোড়াসাঁকো নিবাসি গুণরাশি শ্রীযুত বাবু প্যারিমোহন বসু মহাশয়ের ভবনে এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য হিন্দু যুবকগণ মহাকবি সেক্সপিয়ার প্রণীত নাটকের জুলিয়াস সিজারের মৃত্যু বিষয়ক নাট্য কাণ্ডের পঞ্চম প্রকরণ যাহা খেদোক্তি প্রণয়োক্তি স্বদেশ প্রীতি ইত্যাদি নানা রসে মিশ্রিত, তত্তাবৎ অতি উত্তমরূপে প্রদর্শন পূর্ব্বক সংপূর্ণরূপে সুখ্যাতি সংগ্রহ করিয়াছেন, প্যারীমোহন বাবুর ভবন আলোকাধার ছবি ও অন্যান্য মনোহর ও নয়ন প্রফুল্লকর দ্রব্যাদি দ্বারা বিশেষ রমণীয় হইয়াছিল, বিশেষতঃ নাট্যশালার শোভা বর্ণনা করা যায় না, উক্ত হৃদয় বিদীর্ণকর নাট্যকাণ্ড প্রদর্শন করাইবার নিমিত্ত যে

বারে যে যে দ্রব্যাদির আবশুক সেই বারেই সেই সেই দ্রব্যাদির দ্বারা তাহা শোভিত হইয়াছিল। ঐ নাটক দর্শনার্থ প্রায় ৪০০ শত অতি সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হয়, ইংরাজ ও বিবি অনেক আসিয়াছিলেন, যদ্যপি ঝড় বৃষ্টি না হইত তবে দর্শকের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি হইত···বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু জুলিয়াস সিজারের বেশ ধারণ পুর্ব্বক যথার্থ নাটকের বর্ণনারূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাবু কৃষ্ণধন দত্ত সারকম ব্রুটাসের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আপন কার্য্য সাধনের সামান্য পারদর্শিতা প্রকাশ করেন নাই, বাবু যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কেসিয়াসের রূপ ধারণ করিয়া ব্রুটাসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সুশিক্ষার বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়াছে···এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্য যুবকেরা জুলিয়াস সিজারের মৃত্যু সম্বন্ধী কঠিন নাটকের অনুরূপ এতদ্রূপে দর্শাইবেন ইহা কেহই বিবেচনা করেন নাই, দর্শক মাত্রেই তাঁহারদিগের প্রশংসা করিয়াছেন এবং নাট্যকাণ্ড দেখিয়া অনেকের শরীর শীর্ণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে···যদিও হেয়ার একাডিমিতে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের দ্বারা ইংরাজী নাটক দেখাইবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হয়, তৎপরে ওরিয়েণ্টল থিয়েটরের ছাত্ররাও নাটক কাণ্ড করিয়াছেন তাঁহারদিগের দ্বারাও উত্তমরূপে সকল ব্যাপার সমাধা হইয়াছে তথাচ এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পাদন হয় নাই···আমরা নাট্যশালার অধ্যক্ষদিগের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহারা টিকিটের মূল্য ন্যূন করিয়া ঐ নাট্যকাণ্ড পুনর্ব্বার সাধারণকে দেখাইবেন।

সংবাদ। ২১. ২. ১২৬১। ২. ৬. ১৮৫৪

ইংলিসম্যান সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে বাবু হরচন্দ্র ঘোষ মৃতবাবু রসময় দত্তের পরিবর্ত্তে ছোট আদালতের কনিষ্ঠ বিচারকের পদে অভিষিক্ত হইবেন এবং বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় হরবাবুর পরিবর্ত্তে মাজিষ্ট্রেটি কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন···

বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় পুলিসের আসন প্রাপ্ত হইলে তাঁহার দ্বারা অতি উত্তমরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক। তিনি বিশেষ সদ্বিদ্বান ও বহুদর্শী স্বদেশের কুশল বর্দ্ধন বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ আছে, পুলিসের কার্য্যে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা ভাজন হইবেন এবং তাঁহার সুবিচারে বাদী ও প্রতিবাদি উভয় পক্ষই তাঁহাকে সুবিচারক বলিয়া মান্য করিবেন।

সংবাদ। ২১. ২. ১২৬১। ২. ৬. ১৮৫৪

আমাদের অভিনব লিউটিনাণ্ট গবরনর শ্রীযুত এফ জে হালিডে সাহেব জেনরল ট্রেজুরিকে একপ্রকার বেনের দোকান করিবার অভিপ্রায় করিয়াছেন।···মহানগর কলিকাতার শোভাবৃদ্ধিকারক কমিস্যনরগণ তাঁহার নিকট এরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে রাজকোষ হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিলে নগরের নরদমা সকল উত্তমরূপে পরিষ্কার

করা যাইতে পারে, ইহাতে হালিডে সাহেব উত্তর করিয়াছেন যে তিনি অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে পারেন না কিন্তু কমিস্যনরগণ যদ্যপি টাকা কর্জ্জ লয়েন তবে তিনি অল্প স্যুদে প্রদান করিতে পারেন···অতএব···একপ্রকার বেনেতি।

সংবাদ। ২৬. ২. ১২৬১। ৭. ৬. ১৮৫৪

মৃত বাবু মতিলাল শীলের পুত্রেরা অতি সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহার শ্রাদ্ধ করিবার মানস করিয়াছেন, শ্রাদ্ধ দিবসে আহূত রবাহূত কাঙ্গালি ইত্যাদি বহুলোকের সমাগম হইবেক, একারণ স্যুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সাহেবেরা মতিবাবুর পুত্রদিগের প্রতি এপ্রকার অনুমতি করিয়াছেন যে ঐ লোক সমারোহ জন্য নগরবাসিদিগের যদ্যপি কোন ক্ষতি হয় তবে তাহা পূরণ করণার্থ তাঁহারদিগকে অগ্রে এক লক্ষ টাকা কোর্টে জমা দিতে হইবেক, যে হেতু মৃত বাবু গোপাল কৃষ্ণ মল্লিকের মাতৃ শ্রাদ্ধ সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ কাঙ্গালি বিদায় করণে অক্ষম হওয়াতে কাঙ্গালিরা আহারাভাবে নগরের বাজার সকল লুট করিয়াছিল, এই বিষয় মতিলাল বাবুর পুত্রেরা কি উত্তর করিয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

সংবাদ। ২৯. ২. ১২৬১। ১. ৭. ১৮৫৪

বাঙ্গাল হরকরা সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন যে "মৃত বাবু মতিলাল শীলের পুত্রেরা তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন, ঐ টাকায় অনায়াসে এক চিরস্থায়ি কালেজ স্থাপিত হইতে পারে···আদ্য শ্রাদ্ধে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইলে মহা সমারোহ হইবেক এবং শীলবাবুর শ্রীমান পুত্রেরা যশোলাভ করিবেন তাঁহার সন্দেহ নাই কিন্তু শ্রাদ্ধের দানাংশ যাহারা পাইবেন তাঁহারদিগের বিশেষোপকার কিছুই হইবেক না অতএব শ্রাদ্ধের ব্যয় ন্যূন করিয়া কোন সাধারণ হিতজনক বিষয়ে অর্থ দান করা শীল বাবুর সুশীল পুত্রদিগের কর্ত্তব্য হয়।" হরকরা সম্পাদক মহাশয়ের এই উপদেশ অতি উত্তম বটে, কিন্তু এদেশে শ্রাদ্ধে বহুব্যয় বিধান করণের বিধি থাকাতে ধনবান লোকেরা পিতা মাতার শ্রাদ্ধে অর্থব্যয় করা আপনারদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া গণনা করেন···অতএব মৃত শীল বাবুর পুত্রেরা তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন ইহার বিচিত্র কি ?

বাবু প্রসন্ন ঠাকুর। ১৮. ৩. ১২৬১

শ্রীযুত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় অভিনব ব্যবস্থাপক সভার সহকারি ক্লার্কের পদে অভিষিক্ত হওয়াতে আমারদিগের গঙ্গাবাসি সহযোগী লিখিয়াছেন যে প্রসন্নকুমার বাবু ঐ পদের যোগ্য ব্যক্তি বটেন, কিন্তু ক্রমে তিনি যদ্যপি প্রধান ক্লার্কের পদ প্রাপ্ত হয়েন তাহা হইলে উত্তম হইবেক না, কারণ ঐ পদের কার্য্য ইংরাজ ব্যতীত অন্য কোন জাতির

দ্বারা নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক না, ফ্রেণ্ড সহযোগির এই লেখার দ্বারা এতদ্দেশীয় ব্যক্তি-দিগের প্রতি তাঁহার বিজাতীয় দ্বেষ প্রকাশ হইয়াছে, ভারতবর্ষের ব্যবস্থা বিষয়ের বিচার কার্য্যে ভারতবর্ষীয় লোকেরা যেরূপ পারগ হইবেন, সাহেবেরা অতিশয় উপযুক্ত হইলেও তদ্রূপ হইবেন না, বিশেষতঃ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর ব্যবস্থা বিষয়ে অতি উপযুক্ত… ফ্রেণ্ড সাহেব প্রসন্নকুমার বাবুকে কি চিরস্থায়িরূপে ডেপুটী ক্লার্কের পদে নিযুক্ত রাখিতে চাহেন? কি আশ্চর্য্য! তাঁহার কি আর পদবৃদ্ধি হইবেক না? কি চমৎকার! এইরূপ দুই একটি সম্পাদক থাকিলেই প্রতুল।

এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন। ১. ৪. ১২৬১। ১৫. ৭. ১৮৫৪

এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমারদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশ হিতৈষি দলের প্রধান শ্রেণীমধ্যে গণ্য করিব। এই মহা মঙ্গলময় ব্যাপারে ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার জন্য যদিস্যাৎ কেহ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রত্যাশা করেন, আমরা যথা সাধ্য ও যথা সম্ভব তৎপ্রদানেও বিরত হইব না। জগদীশ্বর অস্মদাদিকে ধন দেন নাই, কেবল এক মন দিয়াছেন, সুতরাং ধনে দ্বারা কিছুই করিতে পারি না, শুদ্ধ মনের দ্বারা পণের ব্যাপার যতদূর পর্য্যন্ত করিতে পারি তাহাই করিয়া থাকি। অস্মদ্দেশীয় ধনী মহাশয়দিগের এ বিষয়ে অনুরাগ থাকিলে আমারদিগের এই দারুণ দুঃখ সহজেই দূর হইত ও দেশের এত দুর্দ্দশা কখনই হইত না।… যাহা হউক যদবধি এই দেহের সৎকার্য্য না হয়, তদবধি এই সৎকার্য্য সাধনে যদ্যপি সর্ব্বস্ব যায়, নিঃস্ব হইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয় তথাচ আমরা এই কর্ত্তব্য কল্পে কখনই ক্ষান্ত হইব না……পুরাতন গ্রন্থ কর্ত্তা "কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিদ্যাধর, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কেতকী দাস, রামেশ্বর, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতির জীবন চরিত ও প্রকাশিত গীত বা পদ অথবা পদ্য সকল।

"কমলাকান্ত, নরচন্দ্র, দুগারাম, অন্ধ রামচন্দ্র, নন্দকুমার, দেওয়ান মহাশয়, নীলমণি ঘোষ, কালীব্রজা রাজা রামকৃষ্ণ, রাজা শ্রীকণ্ঠ, রাজা গিরিশচন্দ্র, রাধামোহন সেন ইত্যাদি মহাশয় দিগের জীবন বৃত্তান্ত ও সংগীত সকল।

সংকীর্ত্তন ও ঢপ ও কালীয়দমন যাত্রার সৃষ্টিকর্ত্তাদিগের জীবন চরিত ও পদাবলী।

"রাসু নৃসিংহ, রঘু, রামজী, হরু ঠাকুর, নীলু ঠাকুর, নিতাই দাস বৈষ্ণব ও রাম বসু" প্রভৃতি প্রাচীন কবিওয়ালা দিগের কৃত উত্তম উত্তম কবিতা ও জীবন চরিত।

যে মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া প্রার্থিত বিষয়ে আমারদিগের মনোরথ পরিপূর্ণ করিবেন, আমরা বিনা বেতনে চিরকাল তাঁহারদিগের নিকট বিক্রীত রহিব।……

সর্ব্বশেষে এই মাত্র প্রার্থনা, সর্ব্বতোভাবে সম্পন্ন না হউক, যিনি অধিক বা অত্যল্প যাহা সংগ্রহ করিতে পারিবেন তাহাই পাঠাইবেন

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত।
প্রভাকর সম্পাদক।

সম্পাদকীয়। ১০. ৫. ১২৬১। ২৫. ৮. ১৮৫৪

বিলাতের রয়েল আসিয়াটিক সভায় কোন বিচক্ষণ ইংরাজ এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে এই বঙ্গদেশ মধ্যে বিস্তর কদলীবৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, প্রজারা তাহার ফল ফুল অর্থাৎ মোচা এবং পত্র ও মধভাগ ব্যবহার করিয়া থাকে, বাসনা ব্যবহার করে না ফেলিয়া দেয়, কিন্তু ঐ বাসনা হইতে সূত্রবৎ সোণের ন্যায় উত্তম দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, তাহাতে কাগজ ও অন্যান্য কতিপয় দ্রব্য অতি উত্তমরূপে হয়, সাহেব কদলী বাসনা সূত্র দ্বারা প্রস্তুত করা কাগজ উক্ত সভায় উপস্থিত করাতে সকলেই তদ্দৃষ্টে চমৎকৃত হইয়াছেন, অতএব ঐ প্রকার কাগজ প্রস্তুত করণের নিয়ম বিলাতে প্রচলিত হইলে বঙ্গদেশীয় শুষ্ক কদলীর বাসনার বাণিজ্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে পারিবেক।

এই বঙ্গদেশের উর্ব্বরা ভূমিতে কলার গাছ অনায়াসে প্রস্তুত হয়। একবার কদলীবৃক্ষ রোপণ করিলে তাহার মূল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ অর্থাৎ তেউড় বৃদ্ধি হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ সতর্কভাবে কদলীর চাস করিলে ৬ মাসের মধ্যে ১০ বিঘা জমিতে কলাবাগান হয়, অতএব বিলাতের বণিকেরা শুষ্ক কদলী বাসনা ক্রয় করণে প্রবৃত্ত হইলে এতদ্দেশীয় অনেক লোক কদলী বন করিয়া বাজারে তাহার মূল্য ন্যূন করিয়া দিবেন, সুতরাং বিলাতী কাগজের মূল্যও ন্যূন হইতে পারিবেক

কলিকাতায় দুর্গোৎসব (সম্পাদকীয়)। ২৪. ৬. ১২৬১। ৯. ১০. ১৮৫৪

…নগরে মহামায়া মহেশ্বরীর মহা মহোৎসব অতি সমারোহপূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে, ধনাঢ্য পরিবারেরা অতি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, শোভাবাজারস্থ নৃপতিদিগের উভয় নিকেতনে নৃত্য গীতাদির মহাধুম হইয়াছিল, সাহেবেরা নিমন্ত্রিত হইয়া সেই নাচের সভা উজ্জ্বল করিয়া ছিলেন, লোভ দেবের প্রিয় শিষ্য শ্বেতাঙ্গ ও আন্দ্রু পিন্দ্রু গোমিস্ ও গানসেলবস্ প্রভৃতি কৃষ্ণাঙ্গগণ যাঁহারা মোদের বেলাত ও মোদের কুইন বলিয়া গর্ব্ব পর্ব্ব বৃদ্ধি করেন তাঁহারা এই পূজোপলক্ষে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া বিলক্ষণরূপে উদর পূরণ করিয়াছেন।

যোড়াসাঁকো নিবাসি মিষ্টভাসি পরহিত তৎপর শ্রীযুত বাবু নবকৃষ্ণ মল্লিক মহাশয় স্বীয় কুল প্রতিমা সিংহবাহিনী দেবীর পূজার পালা প্রাপ্ত হইয়া আপনারদিগের রম্য নিকেতন অমর ভবনের ন্যায় সুসজ্জিভূত করিয়াছিলেন, নাচের মজলিস্ দর্শনে দর্শক মাত্রেরই

চিত্তক্ষেত্র পুলকালোকে পরিদীপ্ত হইয়াছিল, গাথিকাগণের তানমান শ্রবণ ও সুন্দর অঙ্গ ভঙ্গিমা দর্শনে অনেকেই মোহিত হইয়াছিলেন, বিশেষতঃ মধ্যে মধ্যে রণবাদ্যবৎ চিত্ত প্রফুল্লকর ইংলণ্ডীয় বাদ্য ব্যাদন হইবায় সকলেই এক একবার মহাআনন্দ অনুভব করিয়াছেন; যে দিবস ইংরাজদিগের সভা হইয়া ছিল সেইদিবস অনেকানেক সম্ভ্রান্ত সাহেব তথায় সমাগত হইয়া ছিলেন। আমারদিগের মিসনরি সহযোগী খৃষ্টান এডবোকেট সম্পাদক মহাশয় কোথায়? তিনি কি পূজার সময়ে নগরে ছিলেন না? প্রতি বৎসর লিখিয়া থাকেন যে হিন্দু পর্ব্বাহে সাহেবদিগের গমন করা উচিত নহে, কিন্তু তাঁহার কথা কিছুই গ্রাহ্য হয় নাই, তাঁহার ঐ লেখা অরণ্যে রোদনবৎ হইয়াছে, তাহাতে কেবল হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করা হইয়াছে, বিজ্ঞ সাহেবগণ যাঁহারা দ্বেষকে অতিশয় ঘৃণা করেন এবং এতদ্দেশীয় ধনিলোকদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতে চাহেন তাঁহারা পূজার নিমন্ত্রণ আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, এমত সাহেবও বিস্তর আছেন যাঁহারা নিমন্ত্রণের পত্র চাহিয়া লইয়া যান।

পরন্তু হিন্দু শাস্ত্রের ব্যবস্থানুসারে পর্ব্বাহ দিবসে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করা অতিশয় নিষিদ্ধ। একারণ বহুবাজার নিবাসি ধনরাশি পরম বদান্যবর দত্তবাবুরা রাসের কয়েক দিবস সাহেবদের নিমন্ত্রণ না করিয়া রাস শেষ হইলে এক দিবস তাঁহারদিগকে অতি সম্মান পূর্ব্বক আহ্বান করত খানা ও নাচ দেন। অন্যান্য ধনাঢ্য হিন্দুমহাশয়েরা যদ্যপি এই নিয়মের অনুগামি হয়েন তবে অতি উত্তম হইতে পারে।

নগরীয় পূজার ব্যাপার আমরা উপরিভাগে লিখিলাম……

প্রাচীন কবি। ১. ৮. ১২৬১। ১৩. ১১. ১৮৫৪

রাম বসু প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের কৃত কবিতা সকল সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমরা ধন, মন ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছি। এজন্য সাংসারিক সমুদয় সুখ হইতে প্রায় বঞ্চিত হইয়াছি। নিয়তই আহার নিদ্রার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছি। স্থলপথে ও জলপথে গমন পূর্ব্বক নানাস্থানি হইয়া নানা লোকের উপাসনা করিতেছি। অমুক স্থানের অমুক মহাশয় অমুক গীতটী জানেন, ইহা শ্রুতিগোচর হইবা মাত্রই তৎক্ষণাৎ যে উপায়ে হউক তাঁহার আশ্রয় লইয়া সেই গীতটী আনয়ন করিতেছি। তাহা না পাইলে জগদীশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক কেবল আক্ষেপ করিতেছি। অধুনা এ বিষয়ে আমার মনে অবস্থা যেরূপ হইয়াছে তাহা কেবল সর্ব্বান্তর্যামী জগদীশ্বর জানিতেছেন। এই জগতের কোন সুখই সুখ বোধ হয় না—কিছুতেই মন স্থির হয় না—অপর কোন কর্ম্মেই প্রবৃত্তি জন্মে না, শুদ্ধ পুরাতন গান গান করিয়া মনে মনেই ভাবনা করিতেছি। গীতের মত একটী গীত পাইলে আনন্দের পরিসীমা থাকে না, তৎকালে বোধ হয় যেন ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাৎকার হইল।

কিছুদিন পূর্ব্বে যদি আমরা এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতাম তবে এতদিনে বোধ হয়,

আশার অর্দ্ধেক ফল লাভ হইত। এই ক্ষণে উদ্যোগের সঙ্গে সঙ্গেই দুর্যোগের সাক্ষাৎ হইতেছে, কারণ অনুষ্ঠান করণমাত্র গাত্র পাত্র বিষম ব্যাধির আধার হইল; দুই মাস কাল নিয়ত শয্যা সার করত পরিশেষ দুই মাস কেবল জলে জলে বহু স্থলে ভ্রমণ করিয়াছি। এই ঘোরতর ভয়ঙ্কর সময়েও ক্ষণকালের নিমিত্ত কবিতা সংগ্রহের অনুষ্ঠান হইতে বিরত হই নাই, রোগের ভোগের যাতনায় জড়িত হইয়া সময়ে সময়ে প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়াছি, তথাচ এ প্রত্যাশায় বিরত হই নাই। সুপ্তির যথার্থ তৃপ্তি ভোগ প্রায় রহিত হইয়াছে, স্বপ্নে স্বপ্নে এমত বোধ হইয়াছে, যেন আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ি কার্য্য সাধন করিতেছি।

আমরা সজীব থাকিয়া এই গুরুতর ব্যাপার সহজে সুসম্পন্ন করিতে পারি এমত সম্ভাবনা নাই, কেননা একে ধনাভাব, তাহাতে আবার দৈহিক বলের হ্রাসতা হইয়া ক্রমে মৃত্যুর দিন নিকটস্থ হইতেছে। যদি মনের মত ধন থাকিত তবে কখনই এতাদৃশ খেদ করিতে হইত না, যেহেতু ধনের দ্বারা সুসিদ্ধ না হয় এমত কর্ম্ম প্রায় দেখা যায় না, অর্থ পাইলে লোভাকুল হইয়া অনেকেই আমারদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করণে যত্নশীল হইতে পারেন। কি করিব? সে পক্ষে কোনরূপ উপায় দেখিতে পাই না, আমরা এ পর্য্যন্ত সাধ্যের অতীত অনেক ব্যয় করিয়াছি ও করিতেছি, আরো যত দূর সাধ্য তত দূর করিব। কেহ যদি অস্মদাদির যন্ত্রালয়াদি সর্ব্বস্ব লইয়া পুরাতন সমুদয় কবিতা প্রদান করেন, আমরা তাহাতে সর্ব্বতোভাবে সম্মত আছি, পরাঙ্মুখ না হইয়া এই দণ্ডেই উন্মুখ হইব। ইহার নিমিত্ত যখন অমূল্য মহারত্ন পরমায়ুঃ পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন সামান্য অর্থে কি অধিক মায়া জন্মিতে পারে?

এতৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে কোন কোন ধনি সম্ভবমত সাহায্য করণে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এইক্ষণে সেই সেই ধনির সেই সেই ধ্বনি শরৎ কালের মেঘ-ধ্বনিবৎ মিথ্যা হইল। ধনাঢ্য জনেরা যদিস্যাৎ এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উৎসাহ প্রকাশ করেন, তবে এত আক্ষেপ প্রকাশ কেন করিতে হইবে? সকলেই ধনের কেনা, ধন পাইলে কে না যত্ন করিবেন? ফলে এখনো সময় বহির্ভূত হয় নাই, ইহার পর আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে সুফল সিদ্ধ করা এককালেই নিষ্ফল হইয়া উঠিবেক, কারণ প্রাচীন লোকের অভাব হইলে আর কাহার নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? তখন কুবেরের ভাণ্ডার শূন্য করিয়া ধন বিতরণ করিলেও ফলোদয় হইবে না। একেতো প্রাচীন অনুরাগি লোক সকল পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইদানীং যে দুই একজন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারদেরও আর বড় অপেক্ষা নাই, তাঁহারা কেহ কেহ কিছু কিছু জ্ঞাত আছেন, ইহার পর ঐ মহাশয়দিগের অভাব হইলে সংপূর্ণরূপেই তাহার অভাব হইয়া যাইবে। কেহই এ সকল কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, কেবল মুখে অভ্যাস করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং সে অভ্যাস বৃথা হইতেছে। অক্ষরবদ্ধ থাকিলে অন্বেষণ দ্বারা প্রাপণ পক্ষে প্রত্যাশা

করা যাইতে পারে। অভ্যাসকর্ত্তা স্বয়ং যত দিন জীবিত থাকেন তত দিন তাঁহার অভ্যাসে ফলদর্শে, পরে সমুদয় বিফল হইয়া যায়।

যদিও অর্থ ব্যয় ও শারীরিক শ্রম দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সমুদয় সঙ্কলন করা সম্ভব নহে, তথাচ যেপর্য্যন্ত হয় তাহাই উত্তম, উত্তমের অল্পাংশই অধিক। ঘৃত ও ক্ষীরের বিন্দু মাত্র ভোজন করিলেই রসনার তৃপ্তি জন্মে। তিমির ময় কুটীর মধ্যে আলোকের কিঞ্চিন্মাত্র আভাকেই যথেষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যখন সর্ব্বস্বই লোপ পাইবার লক্ষণ হইয়াছে তখন যৎকিঞ্চিৎ যাহা হস্তগত হয় তাহাই সৌভাগ্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবেক।—আমরা এই দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া সাহসকে সহায় করত প্রবৃত্তি দেবীর চরণ শরণ লইয়াছি। এ বিষয়ে এরূপ চেষ্টা ও যত্ন না করিয়া যদি আর পাঁচ বৎসর কাল আলস্যের ক্রীতদাস হইয়া বৃথা যাপন করি, তবে এদেশে ঐ সমস্ত কবিরদিগের প্রণীত কবিতা গুলীন প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক্ তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত লোপ হইয়া আসিবে নব্য জনেরা ইহার কিছুই জানিতে পারিবেন না। একশত বৎসরের অধিক কালের কথা প্রসঙ্গ করিতে চাহি না, ৪০।৫০ বর্ষের মধ্যে এই বঙ্গদেশে কবিগণের দ্বারা যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কবিতা রচনা হইয়াছে তাহার যথার্থ গুণ ব্যাখ্যা করিতে হইলে প্রকৃত এক খানি পুস্তক প্রকটন করিতে হয়। অদ্য বাসরীয় পত্রে যে কয়েকটী গীত উদিত হইল ইহার কোন কোন গীতে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই অনায়াসে জানিতে পারিবেন।

স্থানাভাব জন্য অদ্য আমরা কেবল নিতাইদাস বৈরাগী ও রাম বসুর গান মাত্র প্রকাশ করিলাম, ক্রমে শ্রেণীবদ্ধরূপে অন্যান্য কবিদিগের কবিতা পত্রস্থ করিব, তখন তাবতেই পাঠ করিতে করিতে চমৎকৃত হইবেন।

কোন কোন গান অসংপূর্ণ প্রকাশ হওয়াতে দুঃখরূপ অনলে আমারদিগের অন্তঃকরণ অহরহঃ দগ্ধ হইতেছে। যথা রাম বসুর কবিতা।

"যদি অনলো, হোতো প্রবলো, জলে
হইত নির্ব্বাণ্।
নহে কাল্ ভুজঙ্গ, দংশিলে অঙ্গ, মন্ত্রেতে
বাঁচিত প্রাণ্॥"

হে পাঠকগণ! আপনারা বিবেচনা করুন, ইহার পর ঐ কবি কিরূপ বিচিত্র বাক্ কৌশলে মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অব্যক্ত থাকা সাধারণ শোকের ব্যাপার নহে। আহা! ঐ কথাগুলীন্ লুপ্ত হওয়াতে ভাবগ্রাহি পাঠকের মন কেমন চঞ্চল হইতেছে! মধুকর প্রফুল্ল পঙ্কজ মধুপানে—চাতক নব-নীল নীরদ-নির্গত নীর-পানে—চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধা পানে—ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে—ভূপতি স্বীয় প্রিয় সিংহাসনে—সাধ্বী স্ত্রী পতিসুখ সম্ভোগে—রসিক জন রসালাপ আস্বাদনে—এবং কৃপণ

আপন ধনে বঞ্চিত হইলে যাদৃশ দুঃখিত না হয়, আমরা উত্তম উত্তম কবিতার অপ্রাপ্য অসংপূর্ণ পূর্ণ করণে বঞ্চিত হওয়াতে তদপেক্ষা সহস্র গুণে ক্ষুব্ধ হইয়াছি। যদি পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া এই অভাব বিমোচন করিয়া দেন, তবেই স্বান্তকে শান্ত করিতে পারিব, নচেৎ তাহার চাঞ্চল্য নিবারণ পক্ষে কোন রূপ উপায় দেখিতে পাই না।

যৎকালে আমরা মনে মনে সংকল্প করিয়া এই মহাব্রতে ব্রতি হই, তৎকালে কৃতকার্য্য হওন পক্ষে কিছু মাত্রই ভরসা ছিল না, কিন্তু এইক্ষণে বাঞ্ছাফলপ্রদ করুণাময় করুণা কটাক্ষ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে সেই আশার সুসার করিতেছেন। অতিশয় অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনার যোটনা হইতেছে। যাঁহার সহিত কস্মিন্‌কালে সাক্ষাৎ হয় নাই, তিনি হঠাৎ আসিয়া আপনিই দয়া বিতরণ করিতেছেন।—যাঁহার দ্বারা এ বিষয়ের আশা পূর্ণ হওনের অসম্ভাবনা জ্ঞান করিয়াছিলাম তাঁহার দ্বারাই বাঞ্ছা পূর্ণ হইতেছে। দেশ বিদেশীয় অনেকেই অনুকূলভাবে আমারদিগের সহিত সমান উৎসুক হইয়া শ্রম ও চেষ্টা দ্বারা সমান অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে যত উৎসাহি লোকের সংখ্যার আধিক্য হইবে ততই আমরা চরিতার্থ হইতে থাকিব। এই কার্য্য কখনই এক জনের সাধ্যাধীন নহে।—ইহাতে বহু জনে সমভাবে অনুরত হইলে অনায়াসে বিড়ম্বনার পক্ষে বিবিধ প্রকার বিড়ম্বনাই হইতে পারে।—যাহাতে দশের মনোযোগ, তাহাতেই যশের সংযোগ, ইহাতে সংশয় কি? অতএব আমরা অত্যন্ত কাতর হইয়া বারম্বার বিপুল বিনয়ে ব্যক্ত করিতেছি, সকলে এই মহোৎসাহে কুৎসা না করিয়া যত্ন রত্ন অবলম্বন করিলেই কৃতার্থ হইতে পারিব।……

সম্পাদকীয়। ২০. ১০. ১২৬২। ১. ২. ১৮৫৬

আমরা গভীর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রকাশ করিতেছি যে গত মঙ্গলবার রজনী অবসান সময়ে বাবু আশুতোষ দেব মহাশয় পাণিহাটির উদ্যানের সম্মুখে ভাগীরথী তীরে নীরে সজ্ঞান পূর্ব্বক পরমেষ্ট দেবতা ভাবনা করিতে করিতে মর্ত্যলীলা সম্বরণ পূর্ব্বক যোগ্যধামে গমন করিয়াছেন। হে পাঠকগণ এই হৃদয় বিদীর্ণকর সংবাদ লিখিতে আমার দিগের লেখনী মসীছলে শোকাশ্রু নিক্ষেপ করিতেছে। আহা! কি অশুভক্ষণে নিষ্ঠুর ক্ষতরোগ তাঁহার রসনাগ্রে উপস্থিত হইয়াছিল, ইংরাজ, বাঙ্গালি, ফরাসি, ইউনানি প্রভৃতি বহুগুণসম্পন্ন চিকিৎসকগণ বহু পরিশ্রম ও উপায়াবলম্বন করিয়াও তাহা আরোগ্য করিতে পারিলেন না। ঐ সাংঘাতিক নিদারুণ রোগ কয়েকমাস পর্য্যন্ত বাবুকে অসীম ক্লেশ দিয়া তাঁহার দেহের সহিত জীবনের বিচ্ছেদ করিল, কি পরিতাপ! বাবু আশুতোষ দেব এ প্রকার উৎকট ও ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়া আমারদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিবেন আমরা তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারি নাই, এত দিনের পর দেবপুর অন্ধকার হইল, দেব পরিবারের হাহাকার শব্দে পাষাণ-তুল্য কঠিন হৃদয়ও আর্দ্র হইতেছে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺রামদুলাল দেব মহাশয়ের বংশধর সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইলেন। হা

পরমেশ্বর! আশুতোষ বাবু জীবিত থাকাতে আমারদিগের পূর্ব্বকার সকল শোক নিবারণ হইয়াছিল, অধুনা তাঁহাকেও কৃতান্তের করালদন্তে নিক্ষেপ করাতে আমরা একেবারে অসীম শোকে অভিভূত হইয়াছি, কি লিখিতেছি কিছুই স্থির নাই। হে বন্ধুবর বাবু গিরীশচন্দ্র দেব কোথায়? তোমার পিতৃ বিয়োগ হইল, শীঘ্র আসিয়া আমারদিগের সহিত বিলাপ বারিধিবারি প্রবাহে নিমগ্ন হও। হে প্রমথনাথ বাবু তুমি অতি পুণ্যাত্মা ছিলে, ভ্রাতৃ বিয়োগের গুরুতর যন্ত্রণা তোমাকে সম্ভোগ করিতে হইল না।

আহা! বাবু আশুতোষ দেব মহাশয়ের তুল্য সরলস্বভাব উদার চিত্ত, সদালাপী, মিষ্টভাষী, সর্ব্বগুণসম্পন্ন, লোক প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তিনি করুণার সাগর ছিলেন, পরোপকার-গুণ তাঁহার বিমল মনের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল, কত পরিবার ও কত নির্দ্ধন লোক কেবল তাঁহার অসামান্য বদান্যতার উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাহার সংখ্যা করা যায় না, আহা এই নিদারুণ ঘটনা শেল স্বরূপ হইয়া তাঁহারদিগের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেক। আহা! তাঁহারদিগের দশা কি হইবেক তাহা অনুভূত হয় না, রে নিষ্ঠুর কৃতান্ত এই সর্ব্ব জনপ্রিয় বহুজনাশ্রয় বঙ্গ দেশের মহারত্ন স্বরূপ আশুতোষ দেব মহাশয়কে অপহরণ করিতে তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র করুণার সঞ্চার হইল না, আহা! যে মহাত্মা পরদুঃখ দর্শনে সর্ব্বদা কাতর হইতেন এবং তাহা নিবারণ করিতে পারিলেই আনন্দ অনুভব করিতেন, দুঃখি বালকদিগকে আহার দিয়া তাহারদিগের বিদ্যানুশীলন বিষয়ে যত্ন করা যিনি অতি কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জানিতেন, শাস্ত্র বিষয়ে তাঁহার এরূপ যত্ন ছিল যে বিদ্বান লোক পাইলে তাঁহাকে মাসিকবৃত্তি দিয়া অতিশয় আদর পূর্ব্বক রাখিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত শাস্ত্র বিষয়ের আলাপ করিয়া পরম প্রীত হইতেন তিনি আপনার পুস্তকালয়ে সংস্কৃত প্রায় সমুদয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দেশের হিত বর্দ্ধন ও হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপন বিষয়ের কোন সদনুষ্ঠান হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রতি প্রচুররূপে আনুকূল্য করিতেন, তাঁহার ন্যায় সংগীত বিদ্যানুরাগী অধুনা প্রায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে যে সকল উত্তমোত্তম গায়ক সময়ে সময়ে নগরে আসিয়াছেন তিনি তাঁহারদিগকে লইয়া যথেষ্ট আমোদ করিয়াছেন, এবং তাঁহারদিগের সাহার্য্যার্থ অকাতরে অর্থ দিয়াছেন। আহা! এইক্ষণে সংগীত বিদ্যানিপুণ ব্যক্তিগণ কোথায় সেইরূপ আদর ও সাহায্য প্রাপ্ত হইবেন, আশুতোষ বাবু স্বয়ং সুকবি ছিলেন, তাঁহার বিরচিত অনেক গীত প্রচলিত আছে এবং উত্তমোত্তম গায়কগণ তাঁহার ভাব রস, সুর, রাগ, তাল মান অনুভূত করিয়া বাবুকে সাধুবাদ করিয়াছেন।

মৃত মহাত্মা আশুতোষ দেব মশয়ের সমুদয় গুণ বর্ণনা করিতে হইলে দশ দিবসের পত্রেও স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়, অদ্য আমরা তাঁহার মৃত্যু শোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, এই বঙ্গদেশের এক মহারত্ন কৃতান্ত কর্ত্তৃক অপহৃত হইল, এতৎ পাঠে সকল লোকেই শোকাভিভূত হইবেন।…

সর্ব্বসাধারণ হিতকারি আশ্রয়দাতা বন্ধুবান্ধব, গুণগ্রাহক গ্রাহক এবং অনুগ্রাহক পাঠকগণের প্রতি প্রভাকর সম্পাদকের সবিনয় নিবেদন।

২. ৯. ১২৬৩। ১৫. ১২. ১৮৫৬

……হে মহামহিম মহিমার্ণব মহাশয়-সকল! হে বিদ্যানুরাগি গ্রাহক এবং পাঠক বর্গ! অধুনা আপনারা আমার দৈহিক এবং বৈষয়িক সমুদয় অবস্থা অবগত হউন। আমি পাত্র ভেদে সকলকে পৃথকরূপে "প্রণাম, নমস্কার, বিনয়, এবং আশীর্ব্বাদ" জ্ঞাত করিতেছি যথাযোগ্য জনেরা যথাযোগ্য গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার করুন। কেহ যেন তাহার অন্যথা না করেন। ইদানীং প্রতিনিয়তই পীড়ার ভোগ ও দুর্ব্বলতা বশত স্বয়ং সকলের নিকট গমন করিয়া অথবা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সকলকে পত্র লিখিয়া আপনার এই ক্ষীণাবস্থার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতে পারি না, এবং যথা সময়ে পাত্র বিশেষের লিখিত পত্রের উত্তর প্রদানে অশক্ত হই, ইহাতে যথা সম্ভব দোষ দৃষ্টে রোষপরবশ হইবেন না, তাবতেই আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। পরন্তু অপর যে কোন বিষয়েই হউক, যদি আমি কাহারো নিকট কোন প্রকার দোষে দোষী হইয়া থাকি, তবে তিনি করুণা পূর্ব্বক ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিয়া আমার সেই দোষ ক্ষমা করুণ, এইক্ষণে তাঁহার নিকট আমি এইমাত্র ভিক্ষা করিতেছি। অপিচ যে কোন ব্যক্তি যে কোন কারণে হউক, কিম্বা নিরপরাধেই হউক, অতিশয় শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া আমার অশেষ প্রকার অনিষ্ট করিয়াছেন, বা করিতেছেন, কিম্বা করিতে উদ্যত আছেন, এই সময়ে আমি যেন আর তাঁহারদিগ্যে শত্রু বলিয়া জ্ঞান না করি, আমার অন্তঃকরণ তাঁহারদিগের প্রতি সকল প্রকার দ্বেষভাব পরিহার করুক, আমি আর যে যৎকিঞ্চিৎ কাল জীবিত রহিব, সেই কালের মধ্যে যেন আর কাহারো সহিত বৈরভাব না থাকে, সকলকই মিত্র বোধ করিয়া মনের সহিত মিত্রবৎ আচরণ করি, এবং তাঁহারা তাবতেই পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতি অনুকূল হউন। অতি অল্প দিবসের নিমিত্ত এই অনিত্য সংসারে আসিয়া পরস্পর দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, কলহ প্রভৃতি অত্যন্ত অশুভকর কর্ম্ম-দ্বারা জীবনযাত্রা যাপন করণের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের ব্যাপার আর কিছুই নাই, জগতে কিছুই রহেনা, কিছুই রহেনা, কিছুই রহেনা, কেবল এক ধর্ম্ম রহেন, সৎকীর্ত্তি রহে, এবং সুনাম কিছুদিন রহে।

সময়ে সময়ে আমার অন্তঃকরণে যে সমুদয় সংসংকল্পের সঞ্চার হয়, তাহা রাবণের সংকল্পের ন্যায় হইয়া মনেতেই অমনি লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। দৈহিক পীড়ার প্রচুরতর প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে সেই সমস্ত সম্পন্ন করিতে পারিনা, প্রতিদিবসের কর্ম্ম অবাদে নির্ব্বাহ করিয়া আবার মাসে মাসে এই প্রকার ব্যাপার করা বড় সহজ নহে। যাঁহারা এ বিষয়ে ভুক্তভোগি, তাঁহারা বিশিষ্টরূপেই জ্ঞাত আছেন। মানসিক পরিশ্রম, ও চিন্তা এবং তাহারদিগের সহযোগি আর আর বিষয় সকল কি প্রকার? তাহা ব্যক্ত করিবার নহে, সকলি অনির্ব্বচনীয়। এই ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু বস্তু আছে, সেই সমস্ত

এবং তদ্ভিন্ন কত কত অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় বিষয়ের আন্দোলন এই মনের মধ্যেই করিয়া সর্ব্বসাধারণের চিত্ত-সন্তোষকর প্রবন্ধপুঞ্জ প্ররচনা পুরঃসর যে উপায়ে প্রকাশ্যে প্রকটন করিতে হয়, তাহা অতি সহজেই সুবোধ সমূহের সুবোধ্য হইবে। আমার দেহের অবস্থা যদিস্যাৎ ইহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎমাত্র উত্তম হইত, তবে কখনই এরূপ আক্ষেপ করিতাম না, সংপূর্ণরূপে না হউক, অনেকাংশে মানস সফল করিয়া আপনারদিগের নিকটে অধিক অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিতাম। এই মাসিক পত্রেই আরো কত কত সৎসন্দর্ভ প্রকাশ করিয়া মনের মলিনতা মোচন করিতাম। কি করি! মন মনেরমত চেষ্টা করিলে কি হইবে? অবস্থা অনুরোধের বশ্য নহে,—কাল কথার বাধ্য নহে, দেহ আর সুস্থ হইতে পারেনা, কৃতান্ত নিতান্তই নির্দ্দয় হইয়াছে, সে আমার কথা শুনেনা, আবার প্রার্থিত বিষয়ে পরমেশ্বর প্রসন্ন নহেন, সুতরাং আর কি হইতে পারে? আহা। লিখিতে লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে! আমার একান্তই অভিলাষ ছিল, একাল পর্য্যন্ত যে সকল বিষয় প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছি, তাহা একত্র সঙ্কলন করত সংশোধন পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে এক এক-খানি পুস্তক প্রকাশ করিব, তদ্ব্যতীত যথাশক্তি ও সাধ্যগত মধ্যে মধ্যে মন হইতে অতি প্রয়োজনীয় নূতন নূতন উত্তম উত্তম বিষয় সকল গদ্য পদ্যে রচনা করিয়া গ্রন্থ করিব। শরীরের ব্যাঘাতে তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না, এই বড় খেদ রহিল, বর্ত্তমান দেহের ভাবে যখন আমিই আমার হইয়া কিছুদিন অবস্থান করিতে পারিলাম না, তখন আমার এই অভিলাষ সুসিদ্ধ হওনের আশার উপর আর কি প্রকারে ভরসা করিতে পারি? আবার কি দুঃখ! মরা, বাঁচা, বিবেচনা না করিয়াও আন্তরিক কষ্টে যদিও কিছু করি, তাহাতে শ্রমের সার্থকতা হয় না, সমস্তই নিষ্ফল হয়। রাজপুরুষদিগের মধ্যে অধুনা এ বিষয়ের গুণগ্রাহী কেহই নাই, এবং যথার্থরূপ গুণের বিচার কেহই করেন না, কাহারো পাত্রাপাত্র বিবেচনা নাই, তাঁহারা সুপাত্রের গয়া করিয়া অপাত্রে দয়া বিতরণ করিতেছেন। মৃত মহাত্মা বেথুন সাহেব স্বর্গারোহণ করাতেই এই বিষয়ের শেষ হইয়া গিয়াছে, তিনি এদেশে আসিয়া কিছুদিন পরেই আমার বিনা প্রার্থনায় অপার কৃপা বিস্তার পূর্ব্বক গ্রন্থ রচনার নিমিত্ত আমাকে স্বয়ং দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এমত সময়েই বিষমতর বিড়ম্বনা হইল, কাজেই নিয়ত কেবল কপালে করাঘাত করিতেছি,—নিতান্ত পদানত হইয়া নিরন্তর কাহারো তোষামোদ করিতে পারিনা, কারণ প্রথমাবধি তাহা অভ্যাস করা হয় নাই, এজন্য মনে প্রবৃত্তিই জন্মেনা, দুঃখে হউক, সুখে হউক, আপনার ভাবে আপনিই থাকি, আমি শীঘ্রই বেথুন সাহেবের সেই পত্র দুখানি সাধারণের সুগোচর করিব। পরন্তু আর এক অধ্যাপক মহাশয়, যিনি রাজদ্বারে অত্যন্ত মান্য হইয়াছেন, এক প্রধান বিদ্যালয়ের প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাংশে উচ্চ হইয়াছেন, তিনি অতি সুপণ্ডিত ক্ষমতাশীল, সুলেখক হইয়াও লেখক ও কবি-দিগ্যে আপনার গুণানুযায়ি

উচিত মত উৎসাহ প্রদান করেন না, গুণের বিচার প্রায় করিলেন না, আপনার ও আপনার অনুগত জনেরদের বিরচিত শৃঙ্গাররস পরিপূরিত পুস্তক সকল অনায়াসেই সমুদয় বিদ্যালয়ে প্রচলন করিতেছেন, কিন্তু অন্যের রচিত একখানি শান্তিরসের গ্রন্থের প্রতি একবারো দৃষ্টিপাত করিলেন না, আর অন্যের গ্রন্থে কদাচিৎ কোনরূপ প্রসঙ্গাধীন দুই একটি দোষশূন্য আদিরসের কথা থাকিলে অমনি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া বসেন, অথচ আপনার বেলা সকল চলিতেছে, কারণ তাহাতে কিছু মধু আছে, কি প্রকারে সেই মধুর আস্বাদ ভুলিতে পারেন? তিনি অতি সুপণ্ডিত, সুধীর, যদি নিরপেক্ষ হইয়া যথার্থ বিবেচনা করেন, তবে আমার এই লেখাতে কখনই ক্রোধ করিতে পারিবেন না। হায়! এই দুঃখ কাহাকে কহিব; মনুষ্য গুণি হইয়া গুণের বিচার করে না, যাহা হউক, তাহাতে খেদ করাই মিথ্যা, যদি শরীর সুস্থ থাকে, তবে কাহারো প্রত্যাশা করিনা। ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব, পরে যাহা হইবার তাহাই হইবে, তবে আক্ষেপ এই যে, এদেশে ধনির মধ্যে যথার্থ অনুরাগি উৎসাহদাতা মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প, এবং বিষয়িদিগের শ্রেণীতেও অদ্যাপি তদ্রূপ হয় নাই।

এই সংপূর্ণ সংসয়সূচক শঙ্কটের সময়ে যদি দৈহিক ও মানসিক শ্রম পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন এই রচনার কর্ম্ম হইতে অবসৃত হই, বোধ করি তবে ঈশ্বরেচ্ছায় আরোগ্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু তাহা করিলে এদিগে আবার কোনমতেই নির্ব্বাহ হইতে পারে না, আয়ের পক্ষে হানি হইলে ব্যয়ের ব্যাঘাতে মূলে আঘাত হইবার সম্ভাবনা, কারণ রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহের লঘুতা জন্য বিজ্ঞাপনের বিস্তর হানি হইয়াছে, পূর্ব্বের আয়ের সহিত তুলনা করিলে এইক্ষণে কিছুই নাই বলিলেই হয়। আট ভাগের এক ভাগো দেখিতে পাই না, সংপ্রতি শুদ্ধ গ্রাহকগণের ভরসার উপরেই ভর করিতে হইয়াছে, গ্রাহকদিগের মধ্যে যিনি মূল্যদান কল্লে যে প্রকার কৃপা করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার আর অবিদিত কি? অতএব বারম্বার বাহুল্য করিয়া লেখনের আবশ্যক করে না। লিখিতে লিখিতে কেবল আক্ষেপের বৃদ্ধিই হইতে থাকে, তাঁহারা উচিতমত বিবেচনা করিলে আমারদের এ দুর্দ্দশাই বা কেন হইবে?

অধুনা আমার দুইদিগেই প্রাণ লইয়া টান পড়িয়াছে, যদিস্যাৎ নিয়তই এইরূপ পরিশ্রম করি, তবে কোনমতেই দেহ রক্ষা পায় না, আর যদি পরিশ্রম না করি, তবে উপজীবিকার হানি হইয়া যত দূর অবধি কষ্ট হইতে পারে তাহাই হইবে, এমত কিছুই সম্ভাবনা নাই, যে, তদ্দ্বারা অনায়াসেই চলিতে পারে, পূর্ব্বে বিবেচনা করি নাই, সাবধান হই নাই এবং মানুষ চিনিতে পারি নাই, এই ক্ষণে দৈহিক ও বৈষয়িক উভয় বিষয়ক দুঃসময়ে তাহার উপযুক্তই বিলক্ষণরূপ ফলভোগ হইতেছে। পরন্তু শরীর রক্ষার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা যে একটি বলবান উপায় আছে, কালের কুগতিকে তাহাও আমার পক্ষে অতিশয় কঠিন হইয়াছে, অর্থাৎ জলপথে এই সময়ে কিছুকাল উত্তর পশ্চিম দেশে ভ্রমণ করিলে আর তথাকার স্বাস্থ্যকর

কোন রম্য স্থানে অবস্থান করিতে পারিলে প্রতিকার হইবেই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, এবং তাহাতে রচনার আলোচনা পক্ষেও হানি হইবে না, বরং ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ফলে সাময়িক অবস্থায় তাহা অত্যন্তই দুষ্কর হইয়াছে। বিস্তর ব্যয়ের আবশ্যক করে, সেই ব্যয়ের উপযুক্ত আয় কোথায়? সংপ্রতি কয়েকটি কারণেই কেবল আমার পীড়ার প্রাবল্য ও ক্লেশের বাহুল্য হইতেছে। প্রথমতঃ আয়ের অত্যন্তই অল্পতা, দ্বিতীয়তঃ বিবিধ বিষয়ে ব্যয়ের আধিক্য। পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রকার সুখে কালযাপন করিয়া অধুনা অর্থাভাবে তদনুরূপ মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে না পারিলে মনের দুঃখে দেহের দুর্দ্দশাই বৃদ্ধি হইতে থাকে, কিছুতেই আর পূর্ব্ববৎ স্ফূর্ত্তি হয় না, সাহস হয় না, উৎসাহ হয় না। ক্রমেই চিত্তের কল্যাণ কর বৃত্তিব্যূহ নিবৃত্তির চরণে লয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। সকল সময়েই কিছু সৌভাগ্য সমান থাকে না, একারণ এতদ্রূপ আক্ষেপ করা যদিও উচিত হয় না, কিন্তু এই এক বলবৎ হেতু বশতঃ এবম্ভূত বিলাপ করণের তাৎপর্য্য, এই যে, গ্রাহকের মধ্যে যদি অনেকে ভিক্ষা স্বরূপ বলিয়া নিয়মিত সময়ে দয়া করিয়া নিয়মিত মূল্য প্রদান করিতেন তবে এত কষ্ট ও এত অবস্থা কেন হইবে? তাঁহারা নিতান্তই করুণা-শূন্য, নচেৎ দুরবস্থার সকল ব্যাপার বিশেষরূপে বিদিত হইয়াও বারম্বার এপ্রকার নির্দ্দয়তার কার্য্য কেন করিবেন?

হে পাঠকপুঞ্জ! এই সময়ে এই স্থলে মৃতবৎ হইয়া লিখিতেছি, যে, আমার অতি স্নেহান্বিত প্রাণাধিক প্রিয়তম বন্ধু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদক ও কলিকাতা "নরমেল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত, যাঁহাকে অদ্বিতীয় লেখক বলিলে বলা যায়, যিনি আপনার রচনামৃত বৃষ্টি করিয়া বহু ব্যক্তির মানসক্ষেত্র আর্দ্র করিয়াছেন, আমি যাঁহাকে অগ্রে শিষ্যের পদে অভিষিক্ত করিয়া এইক্ষণে গুরু বলিয়া বরণ করিতে ইচ্ছা করি, এই মানসিক শ্রমের অধীন হইয়া সেই অক্ষয়ের দৈহিক বল অক্ষয় হইতে পারিল না, এইক্ষণে প্রাণাধিক এমত দুর্ব্বল ও এমত অশক্ত যে, প্রায় আপনাতেই আপনি নাই, পূর্ব্বে যিনি লেখনী ধারণ করিয়া অতি সহজে অনায়াসেই অনবরত সর্ব্বশিবকর বিষয় সকল অভ্রান্তে রচনা করিতেন, এইক্ষণে তিনি এমত অশক্ত, যে, দুইটি কথা একত্র করিয়া লিখিতে হইলে অতিশয় প্রমাদ ঘটিয়া উঠে।—পূর্ব্বে যিনি ক্ষণমাত্র নয়ন মুদ্রিত করিয়া অতি অভাবনীয় ভাব সকল সংগ্রহ পূর্ব্বক পুলকে পরিপূরিত হইতেন, অধুনা সেই ভাবের নিমিত্ত সেই ভাবে একবার নয়ন মুদ্রিত করিতে হইলে একেবারেই নয়ন মুদ্রিত করিতে হয়।—পূর্ব্বে যিনি বহুজন বেষ্টিত পণ্ডিত মণ্ডিত প্রকাশ্য সভায় দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে প্রকট বদনে দোষহীন সুধাময় সুললিত সাধুশব্দে সদ্বক্তৃতা দ্বারা শোতৃ সকলের শ্রুতি-সদনে পীযুষ বর্ষণ করিয়াছেন, মানস হরিয়াছেন, সংপ্রতি সাধারণ শব্দ সংযোগ করিয়া সামান্য-রূপে কথা কহিতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হয়। আহা কি বিলাপের ব্যাপার! ও মহাশয়েরা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, ইদানীং অক্ষয়-কুমারের সময় সর্ব্বপ্রকারেই সুসময় হইয়াছে, পূর্ব্বাপেক্ষা আয় চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, যখন

তিনি এতদ্রূপ উত্তম অবস্থায় অবস্থিত হইয়াও আন্তরিক শ্রমের জন্য দৈহিক পীড়ায় প্রায় অকর্ম্মণ্য হইয়াছেন, তখন এই দারুণ দুরবস্থার সময়ে আমি তাঁহার অপেক্ষা অধিক প্রাচীন হইয়া ও অধিক পরিশ্রম করিয়া যে এরূপ হইব, ইহা কোনমতেই অসম্ভব হইতে পারেনা, তবে এই দুর্ভাগ্যকালে আমি ইহাকেও একপ্রকার সৌভাগ্য বলিয়া স্বীকার করি, যে অদ্যাপি এককালে অকর্ম্মণ্য হই নাই, বহু কষ্ট সহ্য করিয়াও সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছি, কিন্তু আর চলে না, সর্ব্বদিগেই অচল হইয়া উঠিল, যাঁহারদিগের আনুকূল্যে উৎসাহী হইব, তাঁহারাও আমার কপালে অচল হইয়াছেন।—পূর্ব্বে যে কর্ম্মকে তৃণ অপেক্ষা লঘু বোধ করিতাম, এইক্ষণে তাহাকে অচল অপেক্ষাও ভার বোধ হইতেছে। এই শঙ্কটাবস্থায় বাবু অক্ষয়কুমার এক বৎসরের বিদায় লইয়া এতন্নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রয়াগে যাত্রা করিয়াছেন, বোধ করি, এতদিনে তিনি ভোজপুর প্রদেশ অতিক্রম করিয়া গাজিপুরের নিকটস্থ হইয়া থাকিবেন। চারি পাঁচ দিবসের মধ্যেই বারাণসী-ধাম দর্শন করিবেন, তিনি এই জলবায়ুর পরিবর্ত্তন গুণে ইতিমধ্যেই কিঞ্চিৎ আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, বোধ করি আর কিছুদিন পরে সংপূর্ণরূপেই সুস্থ হইবেন। পরন্তু একান্তচিত্তে এই প্রার্থনা করি, অক্ষয়ের দেহ অক্ষয় হউক, অক্ষয় হউক,—হে জগদীশ্বর! তুমি শীঘ্রই তাঁহার মঙ্গল কর, মঙ্গল কর তিনি শীঘ্রই অরোগী হইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনার আসনে আরূঢ় হইয়া মনের সুখে কার্য্য নির্ব্বাহ করত আমারদিগের আনন্দকর হউন; অক্ষয় যে কি গুণের মানুষ তাহা বাক দ্বারা ব্যক্ত করিয়া কি জানাইব? তাহার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রায় বিদ্য মানাভাব, আমি তাঁহাকে কি বাক্যে সম্বোধন করিব তাহা স্থির করিতে পারিলাম না "প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা"—এই বাক্য হইতে মধুরবাক্য এবং এই সম্বোধন হইতে মধুর সম্বোধন আর কিছুই প্রাপ্ত হই না। অতএব ধাতা-পাতা-ত্রাতা! আমার ঐ অক্ষয় ভ্রাতার কুশলদাতা হউন, এই স্থলে আর অধিক লিপি বাহুল্য করণের প্রয়োজন করে না।

আমি জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া সাক্ষি রাখিয়া অকপটে সরলচিত্তে সমুদয় কথা ব্যক্ত করিলাম, বলিবার বিষয় শেষ করিলাম, এইক্ষণে যে কতিপয় বিশেষ ব্যক্তি অস্মদাদির বিশেষ হিতার্থি হইয়া সর্ব্বদা হিত চিন্তা করেন, স্নেহ করেন, সাহায্য করেন, সুখে সুখি ও দুঃখে দুঃখি হয়েন, তাঁহারা এবং যাঁহারা দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আমার দিগের অজ্ঞাতসারে এইরূপ করিবার অনুরাগ রাখেন, তাঁহারা সকলে বিবেচনা পূর্ব্বক যদ্রূপ সৎপরামর্শ প্রদান করিবেন আমি তাহাই করিব। অধুনা আমার বিবেচনা শক্তি তাদৃশ নাই, নানাপ্রকার গোলে কিছুই স্থির করিতে পারি না, সকলদিগে অস্থির হইয়া সকল অস্থির দেখিতেছি।

(চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত)। ১৪. ৪. ১২৬৪। ২৮. ৭. ১৮৫৭

আপনকার ৫৮২৮ সংখ্যক প্রভাকরে "শ্রীযদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়স্য" ইতি স্বাক্ষরিত পত্রের আপনি যে প্রত্যুত্তর লিখিয়াছেন তন্মধ্যে একটি বিপরীত বিষয় পাঠ করিয়া আমি

অতিশয় দুঃখিত ও আশ্চর্য্য হইলাম। একস্থলে আপনি এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে "সুকাব্যের ধর্ম্মই ব্যঙ্গোক্তি" ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে কোন সামান্য বিষয় লইয়া কি ব্যঙ্গের উপযুক্ত কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করিলে কোন হানি হয় না বটে, বরং তজ্জন্য লেখকও অনেক সময়ে প্রশংসার ভাজন হয়েন, কিন্তু আমার সল্পবুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এবং ক্ষণকাল বিবেচনা করিলে বোধ করি ইহা সকল বুদ্ধিমান লোকের হৃদয়ঙ্গম হইবে, যে কোন প্রধান ও উপহাসের সংপূর্ণ অনুপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা কবিতার গুণ নহে, বরং ইহাতে সংপূর্ণ দোষ আছে, এবং তজ্জন্য লেখককে শত শতবার দোষী বলা যাইতে পারে। পরমেশ্বর আমারদিগকে বাক্‌শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই সকল লোকের প্রতি অনুচিত ও উপহাস বাক্য প্রয়োগ করা কোন মতে উচিত নহে বরং সকলের প্রতি মিষ্টবাক্য কহা এবং ঐ বাক্‌শক্তির দ্বারা জনসমাজে হিতসাধন করা কর্ত্তব্য। তদ্রূপ পরম কারুণিক পরমেশ্বর কৃপা করিয়া যে মহাত্মাকে কবিত্ব শক্তি দিয়াছেন সেই কবিত্ব শক্তি দ্বারা অন্য লোকের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি না করিয়া তদ্দ্বারা যাহাতে সাধারণের মঙ্গল সাধন হয় এমত চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব যে ব্যক্তি আমারদের দেশের পরম হিতকারী, যাহা হইতে বঙ্গভাষার সম্যক্ উন্নতিসাধন হইতেছে, যিনি ধন মান সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও এতদ্দেশীয় অবলাগণের বৈধব্য যন্ত্রণা দুর করিতেছেন, এমত মহদ্ব্যক্তিকে ব্যঙ্গোক্তি করা কি মীরাটবাসি কবি মহাশয়ের উচিত কর্ম্ম হইয়াছে? তিনি কি কবিতা লিখিবার আর কোন বিষয় অনুসন্ধান করিয়া পান নাই? বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যথার্থ কবিতা কাহাকে বলে, তাহা তিনি এখন বিশেষরূপ অবগত হয়েন নাই, এবং অস্মদ্দেশীয় লোকদিগের মধ্যে অনেকেই ইহা এখন সংপূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে কেবল দুই পংক্তির শেষ কথার মিল হইলেই কবিতা হয়। কেহ কেহ বলেন যে কেবল অনুপ্রাসে পূর্ণ থাকিলেই কবিতা হয়। এবং দোষগুণ কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তিকে ব্যঙ্গোক্তি করা, অনেকে "কবিতার ধর্ম্ম" বলেন, কিন্তু বিবেচনা করিলে কথার মিলন, কি অনুপ্রাস, কি ব্যঙ্গোক্তি কিছুই কবিতার যথার্থ গুণ নহে, এবং কেবল এই সকল গুণ দ্বারা যাঁহারা আপনারদিগকে কবি বিবেচনা করেন, তাঁহারদের সেই বিবেচনা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ও তদ্দ্বারা তাঁহারা কবি নামে কলঙ্ক করেন, যে কবিতা হিতজনক নূতন নূতন উৎকৃষ্টভাবে পূর্ণ থাকে যাহা পাঠ করিতে করিতে আমারদের মন একেবারে আকৃষ্ট হইয়া যায়, যদ্দ্বারা চরিত্রশোধন মন-মার্জ্জিত ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হয় যাহাতে আমারদিগকে কখনো স্বর্গে কখনো মর্ত্ত্যে কখনো পাতালে লইয়া যায় এবং যাহা পাঠ বা শ্রবণ করিতে করিতে আমারদের মন কখনো অপার দুঃখ-সাগরে কখনো বা অনির্ব্বচনীয় সুখসলিলে সন্তরণ করিতে থাকে, কখনো প্রগাঢ় ভক্তিরসে আর্দ্র হয়, কখনো বা ঘোর কোপানলে প্রজ্জলিত হইতে থাকে, ইহাকেই "যথার্থ কবিতা বলে এবং যিনি এইরূপ কবিতা লিখিতে পারেন তিনিই "যথার্থ কবি" কোন ইংরাজি

গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে "শেষ কথার মিল হইলে কবিতা হয় না, 'যথার্থ কবিতা' যাহাকে বলে তাহা গদ্যের মধ্যেও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়" অতএব পরমেশ্বর যদি উল্লেখিত মিরাটবাসি মহাশয়কে কবিত্বশক্তি দিয়া থাকেন তবে সেই কবিত্ব শক্তির দ্বারা একজন পরম দেশহিতৈষির প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করা উচিত হয় নাই, অন্য কোন উত্তম বিষয় লিখিয়া দেশের হিতসাধন করা উচিত ছিল।

যদি ব্যঙ্গোক্তি আপনি কবিতার একগুণ বলেন (কিন্তু ইংরাজি সুকবিরা ইহাকে কখন গুণের মধ্যে গণ্য করেন না।) তথাচ মিরাটবাসি মহাশয় শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহাকে ব্যঙ্গোক্তি কোন মতে বলা যাইতে পারে না। "হয় হক রাজদ্বারে সম্মান ডাগর" "হয় হক অবিধান বিধবার বিয়ে" ইত্যাদি কখনো ব্যঙ্গোক্তি বাচ্য হইতে পারে না, এই সকল সংপূর্ণ নিন্দা ও শ্লেষোক্তি তাহার কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক এবিষয়ে আর অধিক কিছু না বলিয়া আপনকার নিকট এই নিবেদন করিতেছি যে আপনি যখন আমারদের দেশের মধ্যে প্রধান কবি বলিয়া গণ্য ও আপনকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া যখন অন্য লোকেরা শিক্ষা করিতেছে, তখন কাহার কবিতার কোন দোষ দেখিলে তাহার পোষকতা না করিয়া তদ্বিষয় সংশোধন করা আপনকার কর্ত্তব্য, কারণ আপনি যদি দোষির দোষ না দেখাইয়া দেন তাহা হইলে সে আরো গুরুতর দোষে পতিত হইবে। অতএব আমার এই কয়েক পঁক্তি আপনকার পত্রে প্রকাশ করিয়া এবিষয়ে আপনকার যথার্থ মত প্রকাশ করিলে বাধিত হইব। কিমধিকং

কশ্চিৎ যথার্থ বক্তা।

বিক্রমোর্ব্বশী নাট্যাভিনয়। ১১. ৮. ১২৬৪। ২৫. ১১. ৫৭

যোড়াসাঁকো নিবাসি ধনরাশি বিদ্যোৎসাহি শ্রীযুত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের বাটীর বৈঠকখানাস্থিত বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গভূমিতে গত দিবস রজনী ৮ ঘটিকা হইতে একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাট্যক্রীড়াছলে "বিক্রমোর্ব্বশী" নাটকের অনুরূপ প্রদর্শিত হয়, তদ্দর্শনার্থ কয়েক জন সুসম্ভ্রান্ত প্রধান ইংরাজ এবং বহু সংখ্যক এতদ্দেশীয় মান্যলোকের সমাগম হইয়াছিল, নেপথ্য এবং নাট্যশালার সুসজ্জায় এবং নট নটী প্রভৃতি সমুদয় কেলিকিল অর্থাৎ ক্রীড়ক কদম্বের ক্রীড়ায় তাবতেই সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

এতদ্দেশীয় নাট্যক্রীড়ার প্রাচীন প্রথা, যাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া সাধারণের গোচর-পথের অগোচর রহিয়াছে, তাহার পুনরুদ্দীপনে যাঁহারা যত্নশীল হইতেছেন, আমরা সাধুবাদ সহযোগে অগণ্য ধন্যধ্বনি-সম্বলিত তাঁহারদিগকে নমস্কার করিতেছি, কিন্তু এই স্থলে এই মাত্র বক্তব্য, যে যে মহাশয় প্রাচীন কোনো সংস্কৃত নাটক বঙ্গভাষায় অনুবাদ পূর্ব্বক তাহার ক্রীড়া প্রকাশে উৎসুক হয়েন, দোহাই, দোহাই, সহস্র দোহাই, তাঁহারা অতি বিবেচনা ও সতর্কতার সহিত তৎকার্য্যে যেন প্রবৃত্ত হয়েন, এই ব্যাপারটি বড় সহজ নয়,

অতি কঠিন, যে সকল পূর্ব্বতন পূজ্যপাদ মহাকবিগণ সংস্কৃত ভাষার সহিত প্রাকৃতভাষার সংযোগ পূর্ব্বক নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহারদিগের পূর্ব্বকার কবিত্ব, পাণ্ডিত্য শক্তি, লিপিনৈপুণ্য, এবং কৌশলাদি স্বতন্ত্র। ঐ সমস্ত গুণ তাঁহারদিগের সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্থান করিয়াছে, বঙ্গভাষায় তাহার অবিকল অনুবাদ দূরের কথা। কেবল মাত্র মর্ম্মানুবাদ করিতে হইলেও, যে, কতদূর পর্য্যন্ত ক্ষমতা ও আর আর আনুসঙ্গিক ব্যাপারের প্রয়োজন করে, তাহা কেবল তাঁহারাই জানিতেছেন, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া যাঁহারদিগকে রচনাবিষয়ক সংপূর্ণরূপ দৈবশক্তি অথবা তদ্বিষয়ক ভাবগ্রহণের যথার্থরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, কি গদ্য, কি পদ্য, এই উভয় বিষয়ের চরণ-চালনা করিতে গিয়া প্রায় অনেকেই আছাড় খাইয়া থাকেন, তাহার কারণ পদের ও পদের দোষে বিপদে পড়িতে হয়, গদ্যে পদ্যে, যে, কি, প্রভেদ, তাহা এপর্য্যন্ত বহু লোকেরি হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, যে গদ্যটি নিজ রচকের গদ্যজনক না হয়, সেই গদ্যই গদ্য। কবিতা কি? এইক্ষণকার কবিতা জানিলে আর কোনো ভাবনাই থাকে না। যিনি পদগুলিকে পদে রাখেন, তিনিই পদে থাকেন, নত বা পদহীন যে পদ, সে বিষম বিপদ, যাহা হউক, নাটককাব্যে কেহ কাব্য করিতে না পারেন এইরূপ করিয়া রচনা করিলেই ভাল হয়, বঙ্গভাষায় গদ্যের কতক কতক নূতন প্রণালী এই প্রকারে প্রকাশের প্রয়োজন করে, যাহা সর্ব্বতোভাবেই সর্ব্বজনের মনোরঞ্জক হয়, এবং কবিতাতেও নূতন পদ্ধতি ক্রমে বর্ণগত ও মাত্রাগত কতকগুলিন ছন্দের সৃষ্টিকরণের আবশ্যক করে, নতুবা সকলি মিথ্যা হইবে। যে ক্রীড়ক যে বিষয়ের ক্রীড়া করিবেন, তাঁহার উক্তি গদ্যই হউক, কিম্বা পদ্যই হউক, তাহার রচনাটি প্রকৃত স্বভাবানুযায়ি হইবে, তাহাতে প্রকৃতির কিছু মাত্রই যেন বিকৃতি না হয়, ভাব ভঙ্গিমাদি সর্ব্বসুলক্ষণ-বিশিষ্ট হইবে। নাটকটি অতি সুমিষ্ট বিষয়, অতএব নাটক না টক হয়। ইহার আদিবর্ণ লোপ হওয়া বড় দুঃখের ব্যাপার অতএব সাবধান সাবধান।

বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ অতি তরুণ বয়স্ক বালক, তিনি এই তরঙ্গ বয়সে যখন বিবিধ প্রকার কুকর্ম্মের তরঙ্গ-রঙ্গ ছেদ করিয়া বিদ্যানুশীলন রূপ-সমুদ্র-তরঙ্গে উৎসাহ-নৌকা প্রবাহিত করিতেছেন তখন আমরা তাঁহার রচিত নাটকের বিষয়ে কোনো বিশেষ কথা উল্লেখ না করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক শত শত বার প্রশংসাবাদ প্রদান করিব, এবং প্রত্যয় ও প্রত্যাশাকে মানস মন্দিরে স্থাপিত করিয়া এমত প্রার্থনা করি, যে, তিনি ভবিষ্যতে এইরূপে স্থিরতর প্রতিজ্ঞা ও অনুরাগারূঢ় হইয়া অনুশীলনের যতই আধিক্য করিবেন ততই উত্তর উত্তর কৃতকার্য্য হইতে হইতে পরিশ্রম ও যত্নবৎ রত্নফল প্রাপ্ত হইবেন।

যাঁহারা সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান পূর্ব্বক তর্কালঙ্কার, শর্ম্মা, তর্করত্ন, চূড়ামণি ইত্যাদি উপাধি ধারণ করত বাঙ্গালায় সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ পারিতোষিকের লোভে ও নাম এবং ধনাগম তৃষ্ণায় নিজে নাটক রচিয়াছেন, তাহারদিগের রচনা কিরূপ হইয়াছে? সেই অভিনব গ্রন্থগুলিকে কি কহিব? নাটক

বা না-টক কহিব? আমরা বিশেষ করিয়া তাহার কোনো নাটকেরি নাম উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি নাটকের ন্যায় যথার্থ সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে? আমারদিগের অল্প বুদ্ধিতে যেরূপ উদয় হইল তাহাই লিখিলাম, এইক্ষণে বড় বড় রচনাপণ্ডিত কবি মহাশয়েরা যাহা বক্তব্য হয় তাহাই ব্যক্ত করিবেন।

বাবু গুরুদাস দত্ত (সম্পাদকীয়)। ১০. ১. ১২৬৫

আমরা পরমেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণিপাত পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রকাশ করিতেছি, কলিকাতার কলুটোলা নিবাসি ধনরাশি গুণরাশি ধার্ম্মিকবর শ্রীযুত বাবু গুরুদাস দত্ত মহাশয় গত পরশ্বঃ মঙ্গলবার দিবসে রাজ বিচারে নির্দ্দোষী হইয়া হুগলি হইতে আপনার ভবনে আগমন করিয়াছেন, সেই শুভ সমাচার যিনি শ্রবণ করিবেন তিনিই আনন্দ নীরে নিমগ্ন হইবেন। গুরুদাস বাবু অতি সুজন, সাধু তাঁহার বিপদ সজ্জন মাত্রেই নিজ বিপদ জ্ঞান করিয়া অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। এক মিথ্যা জনাপবাদ-জনিত সন্দেহক্রমে রাজপুরুষেরা তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলে আমরা মর্ম্মান্তিক কষ্টে এ পর্য্যন্ত কেবল নীরব ছিলাম, একটিবারো লেখনী ধারণ করি নাই, মুখ ফুটিয়া কাহারো নিকট এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করি নাই, ইংরাজী পত্রে কতব্যক্তি কতরূপ লিখিয়াছেন। কত স্থানে কত ব্যক্তি কল্পনা পূর্ব্বক কত কথা কহিয়াছেন, আমরা পাষাণ হইয়া কেবল তৎ সমুদয় শ্রবণ করিয়াছি, সকলি সহ্য করিয়াছি, কোন লেখকের কোন লেখারি, ও কোন ব্যক্তির কোন কথারি কোন প্রকার উত্তর করি নাই।......সত্য আপনিই প্রকাশ হইলেন, এবং ধর্ম্ম আপনার কার্য্য আপনিই করিলেন।

মেডিকেল কালেজে পারিতোষিক সভা। ২৫. ১. ১২৬৫

বিগত ১৯ আপ্রিল দিবসে মেডিকেল কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের প্রতিষ্ঠা পত্র ও পারিতোষিক প্রদানের কার্য্য অতি সমারোহ পূর্ব্বক সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে, আমাদিগের ছোট কর্ত্তা মহাশয় উক্ত পরীক্ষা সমাজে সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, শিক্ষা বিষয়ের প্রধান অধ্যক্ষ মেং গার্ডন ইয়ং সাহেব, রেবরেণ্ড ডফ সাহেব রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এবং অন্যান্য ১২।১৩ জন অতি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় ব্যক্তি তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলেন।......উক্ত সমাজে আমাদিগের লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেব যে সুদীর্ঘ ন্যায়যুক্ত সদ্বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা আমাদিগের পাঠকবৃন্দের সুগোচরার্থ আগামি পত্রে প্রকাশ করিব।

সম্পাদকীয়। ২০. ২. ১২৬৫। ১. ৬. ১৮৫৮

বিগত শনিবার রজনীযোগে জনাঞিগ্রামে তত্রত্য ভূম্যধিকারী মুখোপাধ্যায় পরিবারের বিশেষ উদ্যোগে শ্রীযুত নন্দকুমার রায় প্রণীত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের

অভিনয় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে জনাঞ্চি, বাক্সা, বলুহাটী, বেগমপুর, গরলগাছা, আধপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম সমূহস্থ ন্যূনাধিক ৭০০।৮০০ সাত আট শত ভদ্র ব্যক্তির সমাগম হয়। অপিচ কলিকাতাস্থ কতিপয় বিদ্যানুরাগি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সংগীত সমাজে উপস্থিত হইয়া সভার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। আদ্যোপান্ত যে প্রণালীতে অভিনয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে দর্শকমাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং নটগণের সমীচিন ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তাঁহারদিগকে সকলেই অগণ্য প্রশংসাবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

নাটক সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আমরা প্রভাকরে যে অভিপ্রায় প্রকাশ করি, তাহা স্পষ্টই এমত লিখিয়াছি যে অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্যচ্ছটা দ্বারা আপন মনোগত ভাব শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণে প্রতিভাত করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং যে নটবর এবিষয়ে কৃতকার্য্য হন তিনিই যথার্থ নট, নচেৎ অভ্যস্ত গদ্য পদ্য গুলিন মুখ হইতে নির্গত করিলেই নাটকের অভিনয় হইল না।

এই নিয়মে এই অভিনয় ক্রিয়া পরীক্ষা করিয়া আমরা অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। দুষ্মন্ত রাজা ও শকুন্তলা যথার্থই নাটকের মর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন, শকুন্তলার রূপ, গুণ, ভাব, ভঙ্গী, দর্শনে কে না মোহিত হইয়াছিল? প্রিয়ম্বদা ও অনুসূয়া অবিকল প্রিয় সখীর কার্য্য সাধন করিয়াছিল, রহস্যপ্রিয় বয়স্য বিদূষক পরিহাসচ্ছলে কায়বিচেতন দুষ্মন্তকে সান্ত্বনা প্রদানে ক্রটি করেন নাই। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য নটগণের বিষয় বিশেষ লিখিতে পারিলাম না, তবে এই মাত্র বক্তব্য যে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব ভাব সুস্থরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। কর্ণ্য মুনির তাপস আশ্রয় হইতে শকুন্তলা ভর্ত্তৃগৃহে গমনকালীন আলাপ দর্শনে ভাবুক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন পরন্তু তাহার প্রত্যাগমন দর্শনেও সকলে দয়ার্দ্র হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

পল্লীগ্রামে নাটক অভিনয়ের এই প্রথম অনুষ্ঠান, অতএব মুক্তকণ্ঠে বাবু পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করি, নটগণ সকলেই গ্রামস্থ ট্রেনীং স্কুলের ছাত্র, অতএব তাহাদিগের বিদ্যাবত্তা সাহস প্রভৃতি গুণেরও প্রশংসা করি অবশেষে এই বলিয়া প্রস্তাব শেষ করি যে এই সাধু বালকদিগের সদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া অপর গ্রামস্থ বিদ্যামোদি ছাত্রগণ এই বিশুদ্ধ আমোদ প্রথা প্রচলিত করুণ।

"হিন্দুদের রাজভক্তি" সম্পাদকীয়। ১৮ আষাঢ় ১২৬৫। ২. ৭. ১৮৫৮

শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় বিদ্যোৎসাহী নব যুবক ব্যক্তি। তিনি "হিন্দু জাতির রাজভক্তি" নামক একখানি অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উক্ত গ্রন্থ পাঠ করত অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। যেহেতু যথার্থ পক্ষে এই পুস্তকখানি নিজ নামের অর্থ প্রকাশ করিতেছে। রাজভক্ত প্রজাগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে পর তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে স্বরূপ রাজভক্তি উদ্দীপিত হইবে সন্দেহ কি? ঐ পুস্তক খানিতে অনেকানেক

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্তাদিগের সদাভিপ্রায় সকল সঙ্কলিত হইয়াছে, এ জন্য পাঠকগণ কথিত গ্রন্থ পাঠ করিলে রাজভক্তি বিষয়ে বহুবিধ সদুপদেশ প্রাপ্ত হইবেন। পুস্তকের মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। অনুরোধ করি রাজভক্ত প্রজাগণ ঐ পুস্তক ক্রয় করত আপনারা রাজভক্তি বিষয়ে সদুপদেশ গ্রহণ করুণ এবং গ্রন্থকর্ত্তাকেও সমুচিত উৎসাহ দিন, অধিকন্তু উক্ত গ্রন্থ সমগ্ররূপে প্রচারিত হইলে পর প্রজাগণের প্রতিও সবিশেষ রাজানুগ্রহ প্রকাশ পাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভরসা করি কেদার বাবুর ন্যায় অন্যান্য বিদ্যোৎসাহী নব যুবকেরা সাধারণ মঙ্গলানুষ্ঠাপক গ্রন্থাদি প্রচারে যত্নবন্ত হউন, ইহাই অভিপ্রায়।

আবার রাজমার্গে প্রস্রাব ধরাধরী। ১৮. ৪. ১২৬৫। ২. ৮. ১৮৫৮

গত ১৩ শ্রাবণ বুধ বাসরে একজন ভদ্রলোক কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে রসায় গমন করেন। প্রত্যাগতি কালে প্রস্রাবের পীড়া হওয়াতে রাজমার্গের প্রান্তভাগে প্রস্রাব ত্যাগ করিয়া যেমত উঠিবেন তৎক্ষণাৎ জনেক প্রহরী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া হেঁক্কা হেঁক্কা করত তাঁহাকে প্রথমে কেশে বাগানের থানায় লইয়া যায়, তথা হইতে কালীঘাটের থানায়, এই প্রকার থানা থানা চালান হইয়া সর্ব্বশেষে উচ্চ হুজুরে হাজির করিল, প্রায় বেলা অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার কালে মৌলবী সাহেব (যাঁহার প্রতি ঐ প্রকার দণ্ডবিধানের ক্ষমতা আছে) তিনি, চারি আনা দণ্ড করত অব্যাহতির আজ্ঞা দিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমরা গরিব বাঙ্গালি প্রজা, রাজপুরুষেরা আমারদিগের প্রতি যত পারেন ততই ধুম ধামের হুকুম জারি করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বদাই দেখা গিয়া থাকে সাহেবরা পথে যাইতে যাইতে প্রস্রাব ত্যাগ হইবার ইচ্ছা হইলে অমনি তালগাছের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, তৎক্ষণাৎ ভদ্রলোকের প্রাচীরের গায়ে অথবা উত্তম চূণকাম করা অট্টালিকার গায়ে ফন্‌ফনাইয়া মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাঁহারদিগকে প্রহরিরা কিছুই বলিতে পারেন না। কথা কওয়া চুলায় যাউক, প্রহরিরা নগরবাসিগণের নিকটেও যাইতে ভীত হয়, ইহা কি বিপরীত রাজধর্ম্ম বলিয়া গণ্য নয়?

রত্নাবলী নাটক। ২০. ৪. ১২৬৫

গত শনিবার রাত্রে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বেলগেছের উদ্যানে এতদ্দেশীয় কতিপয় যুবা কর্ত্তৃক ঐ নাটক সমাধা হয়, রাত্র ৮॥০ সাড়ে আট ঘণ্টাকালে আরম্ভ হইয়া দুই প্রহরের সময় শেষ হয়, তদ্দর্শনে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল, তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশের ছোট গবর্ণর শ্রীযুক্ত মান্যবর হেলিডে সাহেব, শ্রীযুক্ত মেং হিউম সাহেব, ডাক্তার গুড্‌ইব চক্রবর্ত্তী এবং আরো অনেকানেক ইংরাজ লোক ও বাঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রামগোপাল ঘোষ, শ্রীযুত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র,

শ্রীযুত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত রামনারায়ণ ন্যায়রত্ন প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।......

ঐ যাঃ! (সম্পাদকীয়)। ২১. ৪. ১২৬৫

কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রমুখাৎ অবগতি হইল যে, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্টও তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন। পূর্ব্বে একবার বিদ্যাসাগর কথিত পদ-পরিত্যাগ-করণের অভিপ্রায় গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করাইয়াছিলেন, তাহার পর আর কোনো উচ্চবাচ্য শুনা যায় নাই, এক্ষণে হঠাৎ পুনরায় বিদ্যাসাগর পদ পরিত্যাগ-করণের হেতু কিছুই প্রকাশ পায় নাই, বোধহয় সেই উচ্চ মহাশয়ের সহিত মনের অনৈক্যতা জন্যই বিদ্যাসাগর উক্ত সম্ভ্রমের পদ ছাড়িয়া দিলেন, দেখা যাউক কোন্ মহাশয় ঐ পদে পদান্বিত হন। বেঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই কোন তাদৃশ উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, তবে যে মহোদয় বিদ্যাসাগরের পদস্থ হইবেন, তিনি বিদ্যাসাগর ভট্টাচার্য্যের ন্যায় নূতন একটা কোন মহৎ পরোপকার-সূচক কার্য্য দেখাইতে পারিবেন কিনা তাহার বিষয়েই সন্দেহ করিতে পারা যায়। যাহাহউক বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেক দিবস পর্য্যন্ত ঐ উচ্চ আসনে উপবেশন করিয়া বিলক্ষণ পারদর্শিরূপে আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কেবল তিনি সংস্কৃত কালেজ যে প্রণালীতে চলা আবশ্যক ছিল সেই ব্যবহারটি রহিত করিয়া ইংরাজী মতে শিক্ষা প্রণালী ইত্যাদির নিয়ম করিয়া প্রাচীন কল্প জন সমাজে কিছু বিশিষ্ট প্রকার সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাহাই বিদ্যাসাগর মহোদয়ের মহৎ কীর্ত্তির স্মরণার্থক হইয়া থাকিবে, এইমাত্রই গৌরব সৌভান্বিত থাকিল।

হরকরা বনাম প্রভাকর (সম্পাদকীয়)। ২০. ৫. ১২৬৫। ৪. ৯. ১৮৫৮

পাবনাবাসি পত্র প্রেরকের লিখিত "গোরা সেনাদিগের দৌরাত্ম্য ঘটিত" এক পত্র প্রভাকর পত্রে প্রকাশ হওয়াতে হরকরা সম্পাদক মহাশয় আপনার সৌজন্য, বৈচক্ষণ্য এবং সম্পাদকীয় ধর্ম্ম অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বেষভাবে যে কয়েকটি অন্যায় উক্তি করিয়াছিলেন, যদিও তৎপাঠে বিচক্ষণ পাঠক মাত্রেই হাস্য করিয়াছেন, এবং এইরূপ বিবেচনা করিয়াছেন, যে বৃদ্ধ হরকরার সেই সকল উক্তি বার্দ্ধক্যধর্ম্মের প্রলাপ মাত্র, আর যদিও আমরা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা পূর্ব্বক সুসঙ্গত সদুত্তর প্রদানে ত্রুটি করি নাই, তথাচ অদ্য পুনর্ব্বার সুপ্রিম কোর্টের সুবিচার সংঘটিত সুশাসন সম্বন্ধীয় সুসংবাদ স্বরূপ সুসঙ্গতীক্রমে লেখনী ধারণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে বাধ্য হইলাম, বয়ঃজ্যেষ্ঠ পদশ্রেষ্ঠ ধবলকান্তি সবল সহযোগী এই অবল সম্পাদকের নমস্কার সহকারে বিনয় উপহার গ্রহণ করুন।

হে শাদাবর্ণের দাদা সম্পাদক!

আপনারা সাদা, আমরা কালো, কিন্তু আমারদিগের এই কালোর মধ্যে যে একটি আলো আঁছে, নিরপেক্ষ নেত্রে তৎপ্রতি দৃষ্টি করাতো কর্ত্তব্য হয়, বাহিরে কিছুই করে না, বস্তু যাহা তাহা ভিতরেই থাকে, আপনার যেরূপ "রং" ইদানীং সেরূপ "ঢং" দেখিতে ও "টং" শুনিতে পাই না, যেন নাটকের প্রকৃত এক "জাবড়্ জং সং" সাজিয়া "রং" করিতেছেন করুন, কিন্তু ইহা আপনার পদানুরূপ ব্যবহার নহে, আমরা সর্ব্বাপেক্ষাই আপনাকে অধিক সম্মান প্রদান করিয়া থাকি, কিন্তু আপনি কেন অধুনা লেখনী সঞ্চালন দোষে প্রবীণত্ব নষ্ট করিয়া সেই সম্মানে অসম্মানের সম্মান করিতেছেন?—পাবনার সংবাদে আমারদিগের কোন ভাবনার বিষয় নাই, "পাবনা" যখন স্থির রহিয়াছে তখন তদ্বিষয়ে আমরা কখন লজ্জা "পাবনা, পাবনা, পাবনা" হরকরা কমেণ্ডি অফিসারের একখানা পত্র দেখাইয়াছেন, প্রভাকরের পত্র প্রেরকেরা যদিও যদিও সেইরূপ পত্র দেখাইতে পারেন, কিন্তু এই ক্ষণে আমরা তাহার আর অপেক্ষা রাখি না। কারণ এবিষয়ে জয়লাভের প্রার্থনা করি না, কেবল এই মাত্র প্রার্থনা করি, জগদীশ্বর অনুকূল হইয়া সমভাবে রাজা প্রজার মঙ্গল করুন, এই উভয়ের মধ্যে অভেদভাবে চির সম্বন্ধ সম্বর্দ্ধিত হউক।

দুঃখের বিষয় এই, যে এই সূত্রে হরকরা সম্পাদক আমার দিগের প্রতি "রাজদণ্ড" উল্লেখ করিয়াছিলেন, কি আশ্চর্য্য! পত্র লেখকের লেখা সত্য মিথ্যা নির্দ্দেশ না করিয়া তিনি সম্পাদকের দণ্ড বিধান করেন, চমৎকার বটে, "রাজদণ্ড" কাহাকে বলে আমরা এপর্য্যন্ত তাহা অবগত নহি, হরকরা সম্পাদক সে বিষয়ে বিলক্ষণ ভুক্তভোগী বটেন,—পরমান্ন খাইয়া যাহার মুখ পুড়িয়া যায়, সে ব্যক্তি ফুঁ না পাড়িয়া 'দধি' ভোজন করে না, অদ্যাপি এক বৎসর গত হয় নাই উক্ত সম্পাদককে কয়েক দিবস যন্ত্রালয়ের দ্বার রুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, তাহাতে যন্ত্র না চলনের যে যন্ত্রণা, তাহা বিশিষ্ট রূপেই ভোগ করিয়াছেন।...আমাদিগের পাপ মাত্রই নাই, তথাচ গুরু দণ্ড বিধি করেন। যাহা হউক, তিনি যদি গুরুর মত উক্তি করিতেন, তবে আমরা অনায়াসেই, তদ্দণ্ডে তাঁহার নিকট গুরুর দণ্ড গ্রহণ করিতাম, কি করিব, গুরু হইয়া লঘু হইলেন। ইহাতে কিরূপে আপনি দণ্ড করিবেন? দণ্ডী হইবেন? দণ্ডী করিবেন?

এইক্ষণে আর বাগাড়ম্বরের আবশ্যক করে না, গোরা সেনারা সুপ্রিম কোর্টে যে দণ্ড পাইয়াছে তাহার রিপোর্ট...বিবেচনা করুন, যখন ওই কলিকাতা মহানগরেই গোরার অত্যাচার এত প্রবল, তখন জেলায় ও পল্লীগ্রামে কতদূর পর্য্যন্ত হইবার সম্ভাবনা, আমরা এই দেশের প্রজা, আমাদের এই দেশ, অতএব আমরা রাজসেনা কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে রাজসমীপে সে বিষয়ের আর্দ্দাশ করিব না, নীরব থাকিব, আপনার এই চমৎকার অভিমতে ধন্যবাদ প্রদান করি।......

(চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত)। ১৬. ১০. ১২৬৫। ২৮. ১. ১৮৫৯

পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত
প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু
বেহালা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।

গত সোমবাসরীয় সংবাদ প্রভাকর পত্র পাঠে আমারদিগের পরম বন্ধুবর কবিকুল তিলক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিধন সমাচার জ্ঞাত হইয়া একেবারে জ্ঞান শূন্য হইয়াছি, এবং দশদিক তমোময় দর্শন করিতেছি, এই শোকাবেগ বিস্মরণ হওন মানসে অন্যমনা হইলেও কিছুতেই সুখানুভ হয় না, হায় কাল, তুমি কালরূপ ধারণ করিয়া অকালে আমারদিগের প্রিয়তম প্রভাকরকে কি জন্য তোমার কালদণ্ডের অন্তর্গত করিলে, হা! বিধাতা কি তোমার হৃদয় পাষাণে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? এই জগতের প্রিয়ধন প্রিয়জন প্রভাকরকে সংহার করিয়া তোমার কি পৌরুষ হইল? আহা! তোমার মনে কি কিঞ্চিৎ দয়ার সঞ্চার হইল না? অতএব তোমার করুণা বিহিন মনকে ধন্যবাদ না দিয়া আর কি বলিব।

পদ্য।

কোথায় রহিলে, প্রিয়তম প্রভাকর।
কে আর লিখিবে, প্রভাকর প্রভাকর॥
এই ছিলে কোথা গেলে, ওহে গুণাকর।
একে বারে হলে কেন···অন্তর॥···
চারিদিগে পড়িয়াছে হাহাকার ধ্বনি।
বাল, বৃদ্ধ, যুবা কাঁদে কুলের রমনী॥
বাঙালি কাঙালি হোলো এত দিন পরে।
ডুবিল সুখের তরি, প্রমাদ সাগরে॥
কে আর রচিবে পদ, দিয়ে নানা রস।
পড়িতে পড়িতে হবে, প্রফুল্ল মানস॥···

১৪ মাঘ, ১২৬৫। শ্রীগুরুদয়াল রায়।
সভা সম্পাদক।

সংবাদ। ২০. ১০. ১২৬৫। ১. ২. ১৮৫৯

আমাদিগের বিজ্ঞ সহযোগী সমাচার চন্দ্রিকা সম্পাদক সংবাদ প্রভাকর সম্পাদকের মৃত্যু শুনিয়া ১২ মাঘ দিবসীয় পত্রে যে আক্ষেপোক্তি লিখিয়াছেন, আমরা নিম্নভাগে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"হে ঈশ্বর তুমি কি করিলে !!

আমাদিগের প্রাণাধিক সহযোগী অকৃত্রিম বন্ধু সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক কবিবর বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে এককালে কি পৃথিবী হইতে হরিলে? আমরা গত পরশ্ব রজনী হইতে সেই গুণাকর সহযোগী ভ্রাতৃবিচ্ছেদ শোকে অধৈর্য্য হইয়াছি, এ শোকসিন্ধু হইতে তৎকাল উত্তীর্ণ হইব এমত জ্ঞান হইতেছে না, আমাদিগের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সকল বিকল হইয়া অনন্যমনায় কেবল ঈশ্বর চিন্তায় বিমুগ্ধ হইয়াছে। হে ঈশ্বর ভ্রাতঃ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গেলে, তোমার সুমধুর বাক্যে একবার আমাদিগকে উত্তর কর আমরা কাতর হইয়া তোমাকে এত ডাকিতেছি ইহাতেও কি তোমার কিছুমাত্র মায়াদয়া হইল না? হে ভ্রাতঃ তুমি কি এমনি নিষ্ঠুর, না, না, তুমিতো কোনকালেই নিষ্ঠুর ছিলে না আমরা শোকেই তোমাকে এরূপ উক্তি করিতেছি! নিষ্ঠুর কৃতান্ত তোমাকে লইয়া গেল তুমি কি করিতে পার।

হে পাঠক মহাশয়গণ! আমাদিগের সহযোগী ভ্রাতা প্রভাকর সম্পাদক বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত গত ১০ মাঘ শনিবার রাত্রি ১ ঘণ্টার সময় ত্রিদশতরঙ্গিণীর ক্রোড়ে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন, ১০ দিবসের জ্বর বিকার কোষস্ফীত রোগমাত্র উপলক্ষ, ইংলণ্ডীয় প্রধান ডাক্তার মেং ওয়েব সাহেব এবং বাঙ্গালী ৮ জন উত্তম চিকিৎসক চিকিৎসা করেন অস্ত্র-চিকিৎসা পর্য্যন্ত করা হয়, তাহার কিছুই ত্রুটি হয় নাই কিন্তু "নিয়তিং কেন বাধ্যতেঃ"।

ভ্রাতৃ সম্পাদকের গুণ ব্যাখ্যা কি করিব শোকাচ্ছন্নে সকল স্মরণ হয় না, তাহার গুণই সমূহ, দোষ দৃষ্ট হয় না। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল, শুনিলাম একখানি ঐচ্ছিক পত্র লিখিয়া গিয়াছেন, প্রভাকর যন্ত্রাদি তাবৎ সম্পত্তি তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান রামচন্দ্র গুপ্তকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমরা ভরসা করি উক্ত পত্র চলিতে থাকিবেক।"

আরো শুনিলাম ভাস্কর সম্পাদক এখন তখন হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার কখন কি হয় বলা যায় না, প্রাচীন কল্প সম্পাদকের মধ্যে অবশিষ্ট আমরা একাকী হইয়া পড়িয়া রহিলাম। এই সকল প্রতিযোগিদিগের বিচ্ছেদে আমাদের প্রাণ ধারণ করা না করা তুল্য দর্শন হইতেছে, কি করি পরমেশ্বরাধীন কর্ম্মে কাহারো সাধ্য নাই যে কেহ কিছু করে, যাহা ঈশ্বরের মনে আছে তাহাই হইবেক।

চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত। ২২. ১০. ১২৬৫। ৩. ২. ১৮৫৯

সম্পাদক মহাশয় নিম্নলিখিত কয়েক পঁক্তি গদ্য পদ্য সংশোধন পূর্ব্বক মহাশয়ের পৃথিবী-প্রিয় পত্রৈক পার্শ্বে প্রকটিত করিয়া পরমাপ্যায়িত করিতে আজ্ঞা হইবেক।

সম্পাদক মহাশয়! আমি মহাশয়ের সহোদর মহোদয়ের এক প্রিয় পাত্র ছাত্ররূপে পরিগণিত থাকিয়া সময়ে সময়ে যে রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা বাক্য দ্বারা কি ব্যক্ত

করিব? আমি তাঁহার বিয়োগে পৃথিবী এককালীন শূন্য প্রায় দেখিতেছি, তাদৃশ পুণ্যাবতার মহামান্য আমার সর্ব্বাচ্ছাদক আর কোথায় পাইব, মহাশয়ের নিকটে আমি বিশেষ পরিচিত নাই এবং এক্ষণে দূর দেশে রহিয়াছি, তজ্জন্য সমীপস্থ হইয়া সাক্ষাৎকার সময়োচিত সৌজন্য সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, ৺ঈশ্বর বাবুর বিয়োগ বার্ত্তা যে কি প্রকার যন্ত্রণা প্রদান করিতেছে তাহা লিখিয়া কি জানাইব! আমি এককালীন অসহায় হইয়া অনবরত কেবল হায় হায় শব্দে রোদন করিতেছি! আমাকে সময়ে সময়ে সনাতন ধর্ম্ম বিষয়ে তিনি যাদৃশ সুখাকর শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন, আমি দীক্ষা গুরুদেব হইতেও তদ্রূপ স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হই নাই, এক্ষণে মহাশয়ও আমাকে নিতান্ত অনুগত জানিয়া যথাবিহিত হিতোপদেশ দ্বারা নিয়ত চরিতার্থ করিবেন, এই ভরসায় বিলাপ বাক্য কএকটী বিন্যাস পূর্ব্বক প্রেরণ করিলাম, প্রকৃত কৃপা বিতরণে কৃপণতা না করিয়া বালকের বাসনা পুরণ করিতে আজ্ঞা হইবেক, আমি উপস্থিত মতে এখানকার সমাচার লিখিয়া প্রেরণ করিতে ক্রটী করিব না।

পয়ার।

হায় বিধি দিলে মনে, কি দারুণ শোক।
সে ভাব বুঝিবে কিসে, নিদারুণ লোক॥
ঈশ্বর ঈশ্বর নিধি, করিয়া সৃজন।
অকালে কালের কোলে, দিলে বিসর্জ্জন।
যথা যাই যাহা করি, নাহি পাই সুখ।
ঈশ্বর বিচ্ছেদে খেদে, ফেটে যায় বুক॥
গুপ্ত গুণ জগদ্ব্যাপ্ত, কি জানিব আমি।
যত্নে সৃজিলেন যাঁরে, জগতের স্বামী॥
যাঁর সম অনুপম, পণ্ডিত সুধীর।
কে পারে ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে করিতে বাহির॥
আবাল বনিতা বৃদ্ধ, বাধ্য যাঁর গুণে।
সে ধন নিধন হয়ে, মিশিল নিগুণে॥
কে আর ভাবের ডরে ভুলাবে ভুবন।
গুপ্ত বিনে ত্রিভুবন হলো গুপ্ত বন॥
লিখিতে শিখিতে আর যাব কার কাছে।
কবিতার সার আর কোথাও কি আছে॥
কে আর করিবে বলো কবিত্ব প্রচার।
কে আর শুনাবে ভ্রম, রাজার প্রজার॥

কে আর আনিবে ভাব, ভাবিবে সকলে।
আর কি তেমন ধন, মিলে ধরাতলে॥
যড়সড় হয়েছিল, বড় বড় কবি।
প্রভাকর করে ভাবি অবিকল রবি॥
তাহার স্বভাবে দিবা, দেখি অন্ধকার।
অনিবার কাঁদিতেছি, করে হাহাকার॥
কেন হেন ধনে হোরে নিল পোড়া বিধি।
আর কি হেরিব কভু, গুপ্ত গুণনিধি॥
এ আলাপে মনে হয়, কতই বিলাপ।
সহজ শরীরে সদা, সমূহ প্রলাপ॥

কস্যচিৎ দূরদেশী ছাত্রস্য···।

চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত। ২৩. ১০. ১২৬৫। ৪. ২. ১৮৫৯

মহাশয়! প্রাণসম প্রিয়তম অদ্বিতীয় কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু সংবাদে নিতান্ত কাতর হইয়া নিম্নলিখিত কতিপয় গদ্যপংক্তি রচনা করিয়া প্রেরণ করিতেছি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধনান্তর ভবদীয় প্রভাকর পত্রৈক পার্শ্বে স্থান দান করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

হায় কি শুনিলাম। কবিকুল চূড়ামণি ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যিনি অদ্ভুত দৈব কবিতা শক্তিদ্বারা একাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষবাসিদিগের হৃদয় পদ্মকে প্রফুল্ল করিতেছিলেন, যিনি যথাসাধ্য পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক কাব্য-প্রিয় বিদ্যার্থিজনগণের কাব্য রচনা সংশোধনান্তর স্বাভিপ্রায় সহিত স্বীয় পত্রিকায় প্রকটিত করিতেছিলেন, যিনি রাজা ও প্রজার সুখ বৰ্দ্ধনার্থ কত শত সৎ প্রবন্ধাদি লিখিতেছিলেন, যিনি সৌজন্য গুণে সাধারণকে বশীভূত করিয়াছিলেন, যিনি যশঃ সৌরভ দ্বারা দিক্‌দশকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, তিনি দশই মাঘ শনিবার নিশীথ সময়ে এতন্মায়াময় সংসার হইতে অবসৃত হইয়া ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বিষম বিরহ বার্ত্তা কোন্ পাষাণ হৃদয়কে না দ্রবীভূত করিয়াছে, কোন্ ব্যক্তির নয়ন যুগল হইতে না বাষ্পবারি বিগলিত হইয়াছে, হা মৃত্যু তুই কি নৃশংস আমাদিগের প্রাণসম কবিবরকে বহু গুণে গুণান্বিত দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া অমনি উদরসাৎ করিলি। প্রভাতে প্রভাকরের অনুদয়ে জগতীয় যাবতীয় প্রাণির যেরূপ দুরবস্থা হয়, কোনো প্রবল প্রতাপশালী প্রজাবৎসল রাজার বিরহে তদীয় সিংহাসন শূন্য দর্শনে প্রজাপুঞ্জের মনে যেরূপ স্বাভাবিক শোকের সঞ্চার হইতে থাকে, পিতৃমাতৃ বিয়োগে সন্তানগণ যেরূপ দশদিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকেন, প্রাণাধিক সুহৃদ্বরের মৃত্যুমুখ দর্শনে চিত্ত যেরূপ অপরিমেয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয় তদপেক্ষা আমরা অসংখ্য গুণে আমাদের কবিবরের মৃত্যু হইবায় দুঃখিত হইয়াছি।

আমরা যে তাঁহাকে জ্ঞানদাতা গুরু বলিয়া কিরূপ ভক্তি করিতাম, কিরূপ ভালবাসিতাম, তাহা যদি জগদীশ্বর আমাদিগকে সহস্রানন প্রদান করিতেন বোধ করি তাহাতেও বর্ণনা করিতে পারিতাম না, মন যে তাঁহার বিরহে কীদৃশ অবস্থায় অবস্থান করিতেছে তাহা একমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বস্বামী চৈতন্য স্বরূপ পরম পুরুষই জানিতেছেন।

রে আত্ম! তুমি কি দুর্ভাগ্য! তুমি কতবার মনে করিয়াছিলে যে একবার সেই কবিকেশরীর চরণ দর্শন করিয়া প্রাণ মন সার্থক করিবে। হা! তাহা তোমার দীর্ঘ সূত্রিতা দোষ জন্য হইল না এখন আমরণ পর্য্যন্ত আক্ষেপ রহিল।

হায় কি হইল। কে আর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আমাদের কাব্য রচনা সংশোধন করিবে, কে আর সুমধুর সরল গদ্য পদ্যময়ী রচনা দ্বারা আমাদিগের মানসক্ষুধা হরণ করিবে, হা মাতঃ বসুমতি তুমি কি ভাগ্যবতী এইবার যথার্থ তুমি পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছ। হা ভারতবর্ষ তুমি কি দুর্ভাগ্য, তোমার সকল পুত্রই কি এইরূপ অকালে করাল কালকবলে কবলিত হইল, তোমার রামমোহন রায়কে ইংলণ্ড দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিতে হইল না, আবার কি সর্ব্বনাশ পরিশেষে তোমার অদ্বিতীয় কবীশ্বর ঈশ্বরের এই হইল। হায় আর লেখনী সঞ্চালন করিতে পারি না যত তাঁহার বিষয় বর্ণন করিতে ইচ্ছা করি ততই শোকানল প্রবল হইতে থাকে।

ভবদীয় নিতান্ত অনুগত।
শ্রীশম্ভুনাথ গড়গড়ি।
সাং কাঞ্চন নগর।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ২৪. ১০. ১২৬৫। ৫. ২. ১৮৫৯

আমরা গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনীযোগে কবিতা রত্নাকর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরকরের বিয়োগে বিহ্বল হইয়া অদ্যাবধি বিশৃঙ্খল রূপে বিষয়কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছি, আবার সংবাদ ভাস্কর কর বান্ধববর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুরধুনী তীরে গমন বার্ত্তা শুনিয়া এককালীন বিপুল শোকাকুল হইয়াছি ইনিও বুঝি কাল সহকারে কালের সহকারে কালের করাল কবলে পতিত হইতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবৎসর অবসর হইবার পূর্ব্বে অপূর্ব্ব ভীষণমূর্ত্তি সন্দর্শন করাইতেছেন বোধ হয়, স্বর্গে সমাচার পত্র প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না গুপ্ত গুণাকর গুপ্ত হইতে হইতেই ভাস্কর কর সত্বর হইয়া স্বর্গগমনোদ্যত হইয়াছেন, ইঁহারা উভয়েই অতি সুলেখক, পদ্যবিষয়ে ঈশ্বর বাবু অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, গদ্য বিষয়ে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও লেখক মণ্ডলীর মণিময় মস্তকভূষণ স্বরূপ স্বীকার পাইতে হইবেক, অতএব উপলব্ধি হইতেছে যে, দেব লোকেও গদ্যপদ্যভূষিত কোনো পত্রপ্রচার হইবেক, তজ্জন্যই সুপাত্র দেখিয়া পরীক্ষা পূর্ব্বক প্রকৃষ্ট সম্পাদকীয় পদে প্রচুর প্রভান্বিত পণ্ডিত দ্বয়কে নিযুক্ত করিতে দেবতারা উদ্যুক্ত হইয়া থাকিবেন, অতএব

আমরা বর্ত্তমান বর্ষকে বিশেষ অনুনয় করিতেছি, তিনি যেনো আর ভারতবর্ষের বিশেষ সৌভাগ্য সম্বর্দ্ধক সম্পাদকদিগকে কাল সদনে প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে ভারতভূমি একেবারে সাধারণ প্রিয় পাত্র সৎপুত্রহীনা হইবেন, এবং সম্পাদক মহাশয়দিগেরেও সঙ্কেত দ্বারা সতর্ক করা বিধেয় বিবেচনায় বিনয় করিতেছি যে, এবার সমাচার প্রচারকদিগের সংহার জন্যই বুঝি ৬৫ সাল বিশাল কর আকার ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং সতর্কতা পূর্ব্বক সহযোগি মহোদয়েরা সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে থাকুন এবং উপরের জন্যও একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, কেননা কখন কি হয়, কার পালা আসিয়া পড়ে কিছুই বলা যায় না।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ২৯. ১০. ১২৬৫। ১০. ২. ১৮৫৯

আমরা অসীম শোকসাগরে সংমজ্জন পুরঃসর পাঠকপুঞ্জের গোচরার্থ গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ অদ্য প্রাপ্তিমাত্র প্রচার করিলাম, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য অনিবার্য্য রোগসঙ্করগ্রস্থ হইয়া সংকটাপন্ন পীড়িতভাবে প্রায় দুইমাসেরো অধিককাল শয্যাগতভাবে অতিপাত করেন পরে গত বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণে ৺ত্রিদশতরঙ্গিণীতীরে নীত হন, তথায় তিন দিন দিব্য জ্ঞান পূর্ব্বক গঙ্গাদর্শন ও স্পর্শানাবগাহনাদি করিয়া তৎকালিক কর্ত্তব্য চান্দ্রায়ণ ও বৈতরণিকাদি ক্রিয়া যথাশাস্ত্র স্বয়ং সম্পাদনপুরঃসর গত রবিবার অসার গর্হিত মোহ গেহ দেহ স্নেহ শূন্য হইয়া পুণ্যধাম গীর্ব্বান নগরে গমন করিয়াছেন উতহার বিশেষভাস্কর ভাস্কর পত্রখানির ভার সমুদায়ে তাঁহার পালিত পুত্র শ্রীমৎ ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্যের হস্তে কিঞ্চিৎ সুস্থাবস্থায় সচৈতন্য চিত্তে পরলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বেই অর্পণ করেন কেননা তর্কবাগীশ মহাশয় দুর্নিবার দারুণ দৈবদর্শিত দিবাকর সুত দূতসদৃশ সঙ্কট পীড়াবস্থা পতিত হইয়া প্রায় দুই মাস পর্য্যন্ত কখন সুস্থ কখন অসুস্থায় দেখিয়া (স্বয়ং সুবোধ ছিলেন) শেষ সময় সন্নিহিত বিবেচনা বিশেষ বিষয় যে ভাস্কর তাহার ব্যবস্থা স্বয়ংই সমুদায় শেষ করিয়া যাহাতে স্বীয় সুখ্যাতি সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত সুস্থির থাকে তাহার সদুপায় করিয়া গেলেন ভালই হইয়াছে কিন্তু এই সালটা যাবার সময় খাবার মাচ বিলক্ষণ দুটী সংগহ করিয়া চলিলেন ইতি পূর্ব্বে গুপ্ত গুণরাশিকে গ্রাস করিয়া ও এমনি বিপরীত ক্ষুধা যে এক পক্ষ অতীত না হইতেই আবার বাছিয়া বাছিয়া গুণাকর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যকে দ্বোদরে পর্য্যাপ্ত করিলেন গমনের কিঞ্চিৎবিলম্ব এখনও আছে ৬৫ সম্পূর্ণ শেষ হন নাই এখনি এই, যাই যাই সময় কি জানি কি করিয়া বসেন এবিষয়ে যদিও আরো কিঞ্চিৎ লেখা কর্ত্তব্য কিন্তু স্থান সংকীর্ণতা জন্য সে বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া সাল মহাশয়কে সবিনয়ে এই নিবেদন করিতেছি যে তিনি শেষ দশাটায় আর যেন এরূপ সন্ধান করিয়া সুপাত্রগুলিকে শমনসদনে প্রেরণ না করেন গুপ্ত, গুপ্তবাবু ও ভট্টাচার্য্য উভয়েই অতি সুপাত্র ছিলেন সন্দেহ নাই।

চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত। ১. ১১. ১২৬৫। ১২. ১. ১৮৫৯

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত

প্রভাকর সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।

সিমল্যা।

হিতবিলাসিনী সভা।

গত ১০ মাঘ শনিবার আমাদিগের পক্ষে কি বিষম শোচনাকর দিন আসিয়াছিল, সেই দিন রাত্রি দুই প্রহর ১ ঘণ্টার সময় কবিগণাগ্রগণ্য বিশ্বমান্য ঈশ্বর প্রেরিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় ৺ তীরে নীরে ঈশ্বর নামোচ্চারণ পূর্ব্ব তন্মায়াময় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আহা, এই সংবাদ কি হৃদয় বিদীর্ণকর বজ্রস্বরূপ! হা, কি আক্ষেপ! কি আক্ষেপ! পোড়া কালের কি কালাকাল বিবেচনা বিষয়ে ভ্রূক্ষেপও নাই! হা মাতঃ ধরিত্রি! তুমি কি পাষাণময়ী হইয়া রহিয়াছ! তোমার প্রিয়পুত্র আমাদিগের স্নেহ-সূত্র ছিন্ন করিয়া তোমা হইতে ভিন্ন হইয়া অন্য স্থানে গমন করিলেন ইহা দেখিয়াও কি তুমি ক্ষুণ্ণ হইলে না! হায়, এত দিনে বুঝি তোমার ক্রোড় শূন্য হইল, ওরে নৃশংস শমন! তোমার উপর কি আর শমন নাই! তুই, আমাদিগের এমন চিত্তরমণ বন্ধুকে রাহুর সমান হইয়া আশা পূরিয়া গ্রাস করিয়া কোথায় গমন করিলি! ফের ফের শোন শোন তুই তাঁহাকে বমন করিয়া দিয়া যা, আমরা একবার সুমনে দেখি, নতুবা ঈশ্বরের জন্য আমরা সকলেই ঈশ্বর ধামে গমন করিব, ঈশ্বরের নিকটে মন খুলিয়া মনোদুঃখ বলিব, তাঁহার চরণে ধরিব, এবং ও নিষ্ঠুর শমন! তোকেও দমন করিয়া শমন সদনে পাঠাইব।

আহা ঈশ্বর বাবুর গুণ, এক মুখে বলিয়া শেষ করা যায় না, পরোপকারে এমন আর দ্বিতীয় দেখি নাই, কেহ যদ্যপি কোনোপ্রকার দুঃখে পতিত হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়া প্রকাশ করিত তাহা হইলে তিনিও সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া যাহাতে দুঃখির দুঃখ-ভার মোচন হইত এমত বিষয়ে প্রাণপণ করিতেন তিনি অপরকে ক্রন্দন দেখিলে আপনিও কাঁদিতেন, তিনি বালকের সহিত বালক, যুবার সহিত যুবা এবং বৃদ্ধের সহিত বৃদ্ধের ন্যায় অমায়িকত্ব ব্যবহার করিতেন তাঁহার দ্বারা শত শত লোক কত শত প্রকারে, কত কত বিষয়ে উপকৃত হইয়াছেন, তাহা দুঃখের সময় মুখের কথায় কতই প্রকাশ করিব। আহা, এক্ষণে তাহারা হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে, এবং সকলেরই নয়ন-মেঘ হইতে শোক-মলিন পতিত হইয়া বক্ষ্যক্ষেত্র প্লাবিত করিতেছে, কবিতাসবিতা ঈশ্বর বাবু আমাদিগের দেশের অহঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া আমরা দেশ বিদেশ সকল স্থানেই আমাদিগের দেশের গৌরব বিস্তার করিতাম, হা এক্ষণে আর সে সম্বন্ধে কাহার নাম উচ্চারণ করিয়া রসনাকে

তৃপ্ত করিব। হা, দৈবশক্তি দেবি! তোমার কি দুরদৃষ্ট! তোমার পরম প্রিয় পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে কাল রাহু গ্রাস করিয়া চলিল, দেখিয়াও কি তোমার চৈতন্য হয় না? তোমার কি কঠিন প্রাণ! তোমার পোড়া চক্ষে কি এক বিন্দুও বারিধারা পতিত হইল না? তুমি এখনও জীবিতা রহিয়াছ? আর তোমার বাঁচিয়া ফল কি? হা, কবিতে! অদ্যাবধি ভারতে আর কেহই তোমার সমাদর করিবে না! হায়, তোমার দশা কি হইল! হা বঙ্গভূমি! আমরা অনেক ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার কপালে আর সুখ নাই, যিনিই তোমার মঙ্গল সাধনার্থে এতদ্ধরণীধামে অবতীর্ণ হইবেন পোড়া কাল অকালেই তাঁহাকে স্বীয় করাল কবলে নিক্ষেপ করিবেক। হা, আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম, যে যৎকালীন ঈশ্বর বাবু আসিয়া তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তৎকালীন জগদীশ্বর অবশ্যই তোমার দুর্দ্দিন ঘুচাইয়া সুদিন দিবেন, কিন্তু আহা, অদ্যাবধি আমারদিগের সে আশার বাসা একেবারেই নিরাশা নীরে ভাসিয়া গেল, ঈশ্বর বাবুর পরলোক গমনান্তে আমাদের সে আশাও পরলোক-গামিনী হইয়াছে।

হা, ঈশ্বর বাবু। তুমি আমাদের দশা কি করিযা কোথায় গেলে! আমরা কোথায় যাব, আর কোথায় কাহার নিকট সদুপদেশ প্রাপ্ত হইব! কেই বা আমাদের প্রতি তাদৃশ প্রীতি ও যত্ন প্রকাশ পূর্ব্বক মহারত্ন কবিতারত্ন রচনার পদ্ধতি শিক্ষা করাইবেন এবং কেই বা আমাদিগকে সদা সদালোচনার বিযয়ে সে প্রকার উৎসাহি করিবেন। হা ঈশ্বর বাবু! তোমার প্রাণসম প্রিয়তম পুত্র সদৃশ প্রিয় ছাত্রগণকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলে! তাহারা আর কাহার কাছে কবিতা রচনা করিয়া দেখাইবে এবং কাহার কাছেই বা তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। হায়, তোমার অভাবে তোমাকে ভাবিয়া তাহাদিগের যে কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে, তাহা কি একবারও দেখিবে না! তাহারা যে কত কাঁদিতেছে, কত দুঃখ করিতেছে তাহা কি আসিয়া প্রত্যক্ষ করিবে না?

চৌপদী

হারে কাল নিদারুণ, কারে কব তোর গুণ,
আমরণ মর মর, মুখেতে আগুণ,
তোর, মুখেতে আগুন রে।
বিশ্বপটে ছিল চিত্র, আমাদের প্রিয় মিত্র,
হোরে নিলি, গালে তোর, দিব কালী চুণ,
গালে দিব কালী চুণ রে॥

হা হা মাতঃ বঙ্গভূমি, শোভাহীন হলে তুমি.
ঈশ্বর অভাবে ভবে, আর কত রবে,
তুমি আর কত রবে গো।

যে তোমার হিত চায়, হরি স্নুত হরে তায়,
কি পোড়া কপাল তব, ভাবি তাই সবে,
সদা ভাবি তাই, সবে গো ॥

মরি মরি হায় হায়, ঈশ্বরীয় প্রেরণায়.
ঈশ্বরে পাইয়াছিলে, হারাইলে হাতে,
তুমি হারাইলে হাতা গো
উঠেছিল সুখ রবি, ফুটেছিল তার ছবি,
লুটে নিল কাল নিশা, বিধি বাদী তাতে,
হলো বিধি বাদী তাতে গো ॥

হা হা দৈবশক্তি দেবি, এতদিন তোমা সেবি,
জগতে তোমার গুণ, করিল প্রচার,
সেই করিল প্রচার গো ।
সেই তব সুকুমার, মায়াময় এ সংসার,
গেল করি পরিহার, দেখ একবার
চেয়ে দেখ একবার গো ॥

আর না দেখিতে পাবে, কার মুখ আর চাবে,
বেঁচেছিলে যার ভাবে, অভাব সে ভাবে,
হলো অভাব সে ভাবে গো ।
ঈশ্বর গেছেন যবে, নাম মাত্র তুমি রবে,
তব গুণ আর ভবে কেহ নাহি গাবে,
আর কেহ নাহি গাবে গো ॥

ছিল এক কালিদাস, ভারতে যাহার বাস,
ঈশ্বরে প্রকাশ হোয়ে, ঈশ্বরে বিনাশ,
হলো ঈশ্বরে বিনাশ গো ।
কবিতা কমল ফুল সুবাসের নাহি ভুল,
হায়, হায় এতদিন হলো হীনবাস
তাহা হোলো হীন বাস গো ॥

হা ঈশ্বর কোথা গেলে, তব ছাত্রগণ ফেলে,
তাহারা তোমার তরে, করে হাহাকার,
সদা করে হাহাকার হে ।

তোমা ধ্যানে অবিবাদে, কত ছাঁদে কত কাঁদে,
সবাকার নয়নেতে, বহে শত ধার,
কত, বহে শত ধার হে॥

হাহা প্রভাকর কর, তব প্রভাকর কর,
সর্ব্ব মনঃ সরোজিনী, ফুল্লকর হয়,
যাহে, ফুল্লকর হয় হে।
হায় প্রভাকর কর, হীন প্রভাকর কর,
করি কোথা প্রভাকর, হইলে উদয়,
তুমি হইলে উদয় হে॥

মাসিক রচনা যাহা, লিখে গেছ আহা তাহা,
কাহারো সহিত, তুলে, তুলনার নয়,
কভু তুলনার নয় হে।
প্রতি বাক্যে সুধা ক্ষরে, সুধা যথা সুধাকরে,
পাঠক চকোর বরে, যুড়ায় হৃদয়,
পাঠে যুড়ায় হৃদয় হে॥

যে লেখা লিখেছ ভবে, আর কি তেমন হবে,
হয়নি, হবেনা কভু, হবার তা নয়,
আর হবার তা নয় হে।
ভারতে ফিরিয়া চাই, ভারতে তেমন নাই,
তোমার তুলনা তুমি, এই মনে লয়,
শুধু এই মনে লয় হে॥

স্বভাবে স্বভাব ভাব, ভাবে করি অনুভাব,
যত ভাব আনিয়াছ, নব সমুদায়,
হয়, নব সমুদয় হে।
ভাবের যে হয় ভাবী, সেই তব ভাবে ভাবী,
ভাবে, ভাবী তার ভাবি, ভাবনায় রয়,
সেই ভাবনায় রয় হে॥

ফুটেছিল সেই ফুল, নাহি তার সমতুল,
অগ্রগণ্য কবিকুল, পেলে কালে লয়,
আহা, পেলে কালে লয় হে।

কি বলিব, কি রচিব কেমনে দুঃখ রচিব,
হেন কে আছে সচীব অভীমত কয়,
সেই অভিমত কয় হে ॥

নয়ন নিমিষ হত, কিছু নয় মনোগত,
লেখনী অচল মত, নাহি চলে আর,
দেখি, নাহি চলে আর হে।
আর কি বলিব শোক, ভাবিয়া দেখহ লোক,
কি আছে মনের স্তোক, বিশেষ প্রকার,
বল, বিশেষ প্রকার হে ॥

কলিকাতা ২০ মাঘ। শ্রীপ্রিয়মাধব বসু।
১২৬৫ সাল। সিমল্যা হিতবিলাসিনী সভা সম্পাদক।

চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত। ৫. ১১. ১২৬৫। ১৬. ২. ১৮৫৯

মান্যবর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু, সবিনয় নিবেদন মিদং।

…অদ্য কি নিরানন্দ! কি দুর্দ্দিন। পূর্ব্বে যে প্রভাকর করে করিয়া পাঠ করিতে করিতে আনন্দনীরে ভাসমান থাকিতাম, অদ্য সেই প্রভাকর প্রভাকর এই মায়াময় নশ্বর কলেবর পরিহার করিয়াছেন, বিশ্বের কি আশ্চর্য্য কৌশল, এক ভাবিতে আর হইয়া পড়ে। যাহা কখনো ভাবি নাই এখন তাহাই প্রত্যক্ষ হইল।…

সেই গুণনিধি সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া সম্পাদকীয় কার্য্য সাধনপক্ষে যে কত অসাধারণ শিবকর ব্যাপার সাধন করিয়াছেন তাহা কোথাও অবিদিত নাই, প্রিয় সম্পাদক মহাশয় একদিনের জন্যও রাজদ্বারে দণ্ডগ্রস্ত হন নাই, ইহাই তাঁহার বিশেষ গৌরব ও পুরস্কার, যদি তিনি আর কিছুকাল এই ধরাধামে বিরাজ করিতেন তাহা হইলে কাঙ্গালি বাঙ্গালির পক্ষে কত কল্যাণ হইত তাহা বলা বাহুল্যমাত্র যাহা হউক তাঁহার যশঃসৌরভ সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত রহিয়াছে, ইহাই আমাদের পরমাহ্লাদ বলিতে হইবে। এবং তাঁহার নাম যে সাধুজন সমাজে প্রাতঃস্মরণীয় হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।…

নিঃ শ্রীমথুরানাথ মৈত্র।
সাং কুমারখালী।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৭. ১১. ১২৬৫। ১৮. ২. ১৮৫৯

প্রভাকর কর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের অকাল মৃত্যু সংবাদ পাঠে শোকাভিভূত হইয়া এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পত্রগ্রাহক মহাশয়েরা যে সমস্ত শোকসূচক গদ্য পদ্য বিরচন পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিতে হইলে ছয়মাসের প্রভাকরেও

স্থানের সঙ্কীর্ণতা হয়, একারণ আমরা তৎ প্রকাশে অক্ষম হইলাম ইহাতে গুণাকর গ্রাহক মণ্ডলী ক্ষুব্ধ হইবেন না, তাঁহারা যে সকল শোক জনক আক্ষেপ বাক্য ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ পাঠেই আমারদিগের অশ্রুপাত হইয়াছে, প্রভাকরের বহুগুণাকর সম্পাদক প্রবর অসামান্য কবিতাশক্তি ও লিপিনৈপুণ্য জন্য এই রাজ্য মধ্যে কি প্রকার সর্ব্বপ্রিয় হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাহাও বিলক্ষণরূপেই প্রতিপন্ন হইয়াছে কিন্তু এইক্ষণে কেবল আক্ষেপোক্তির দ্বারা পত্র পরিপূর্ণ করা উচিত নহে, যদিও ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিয়োগ-সন্তাপ আমারদিগের চিত্তকে যাবজ্জীবন সন্দগ্ধীভূত করিবেক কোনোকালেই তাঁহার গুণ-গরিমা ও বিমল মুখ চন্দ্রমা বিস্মৃত হইতে পারিব না, তথাচ এইক্ষণে অস্মাদির পক্ষে শোক সম্বরণ করাই উচিত যদ্যপি আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিলে তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার উপায় হইত তবে অসংখ্য লোকে একত্র হইয়া ক্রন্দন ধ্বনিতে গগনমণ্ডল ভেদ করিতাম।···এইক্ষণে আর তাঁহার নিমিত্ত অকারণ আক্ষেপ বাক্য ব্যক্ত করিলে কি হইবেক, তাহাতে কেবল চিন্তাচাঞ্চল্য প্রকাশ হইবারই সম্ভাবনা, জ্ঞানবান লোকেরা শোককে সম্বরণ করেন, অধুনা আমারদিগের পক্ষে সেই জ্ঞানিগণের দৃষ্টান্তের অনুগামি হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যাদির বিধান করাই অতি আবশ্যক হইয়াছে, তাঁহার কৃত এই প্রভাকর পত্র জন্ম পরিগ্রহণাবধি তাঁহার লেখনী বলে যে প্রকার সম্মানিত হইয়াছে, এই প্রভাকরের দ্বারা তিনি স্বদেশের যে সমস্ত হিতসাধন করিয়াছেন, অধুনা অস্মদাদির পক্ষে প্রভা-করের এই উচ্চ সম্মান রক্ষা করা এবং তদ্দ্বারা স্বদেশের শুভকার্য্যের বিধানার্থ সাধ্যানুসারে যত্ন করা অতিশয় আবশ্যক হইয়াছে।

পরন্তু কেবল আমারদিগের দ্বারাই এতদুভয় কার্য্য কোনোমতেই সম্পাদন হইবেক না, ইহাতে বান্ধব ও গ্রাহকগণেরও বিশেষ সাহায্যের প্রয়োজন করে বিদেশীয় গ্রাহক-মণ্ডলী যত দেশ-হিত-জনক উত্তমোত্তম বিষয়াদি ও উপস্থিত সংবাদাদি প্রকাশার্থ প্রেরণ করিবেন ততই প্রভাকরের প্রভা বিশ্বপ্রকাশক প্রভাকরের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল হইবেক, এবং তদ্দ্বারা অবশ্যই দেশের অশেষবিধ হিতকার্য্য-সাধন হইতে পারিবেক, অতএব আমরা সবিনয়ে সকলকে নিবেদন করিতেছি, যে তাহারা শোক সম্বরণ করিয়া অসময়ে অস্মাদির প্রতি অনুকূল হইবেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের স্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভস্বরূপ এই প্রভাকর পত্র যাহাতে গগন-বিরাজিত প্রভাকরের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত প্রকাশমান থাকিয়া তাঁহার মহিমা প্রকাশ করে, অধুনা তজ্জন্যই তাঁহারদিগের যত্ন করা অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে বিদেশীয় সমুদায় গ্রাহক মহাশয়দিগের সমীপে অস্মদাদির গমন করিবার সাধ্য নাই, অতএব আমারদিগের এই উক্তিস্থলে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, যে, তাঁহারা যে প্রকার স্নেহানুগ্রহ ও সাহায্যদানে এই প্রভাকর পত্রকে রক্ষা করিয়াছেন, অধুনা অস্মদাদির প্রতি সেই প্রকার কৃপা বিতরণে বিরত হইবেন না, এই প্রভাকরকে রক্ষা করিলেই মৃত মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নাম রক্ষা করা হইবে।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ৭. ১১. ১২৬৫। ১৮. ২. ১৮৫৯

প্রভাকরকর ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের কোনো স্মরণীয় চিহ্ন সংস্থাপিত হয়, এই মহদুদ্দেশে নগরবাসি কতিপয় অতি মান্য ব্যক্তি বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন, এবং বিদেশীয় কয়েকজন প্রভাকরের বিশেষ হিতাভিলাষি বান্ধব, তদ্বিষয়ে বিশেষ আগ্রহাতিশর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, কেহ কেহ হুণ্ডি করিয়া আমারদিগের নিকটে টাকাও পাঠাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু কিরূপ স্মরণীয় চিহ্ন সংস্থাপন করা যায় তদ্বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মহাশয়েরা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রস্তাব করিয়াছেন, কেহ লিখিয়াছেন যে ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের স্মরণার্থ ক্ষুদ্রাকার প্রস্তর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া কোনো প্রকাশ্য স্থানে স্থাপন করা উচিত, কেহ লিখিয়াছেন, যে, প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা অল্প ব্যয়সাধ্য নহে, এবং তাহা এদেশেও প্রস্তুত হইবেক না, সুতরাং কালবিলম্ব হইবার সম্ভাবনা, অতএব কবরডেঙ্গার বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা সিগুয়ার্স আর এম বসু কোম্পানিরা যে প্রকার মহাত্মা রামমোহন রায়ের চিত্রপট প্রস্তুত করিয়াছেন সেইরূপ চিত্রপট করাই উচিত, নেপাল প্রবাসি প্রভাকর পত্রের বিশেষ হিতকারী বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল ঘোষ মহাশয় বিদ্যালয় বিশেষে ছাত্রীয় বৃত্তি স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অভিপ্রায়ের সারভাগ তাঁহার লিখিত দীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে নিম্নভাগে গ্রহণ করিলাম।

"৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের স্মরণীয় চিহ্ন স্থাপন বিষয়ে আমি স্থির সিদ্ধান্ত পূর্ব্বক আত্মমতে নিবেদন করি, যে, এবিষয়ের জন্য কি রাজধানী কি দেশ বিদেশ কোন দেশ সর্ব্বত্র হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ পুরঃসর কোম্পানির চারিহাজার টাকার একটি মূলধন স্বরূপ মহারাণীর ৫ পারসেণ্টের একটি কাগজ লইয়া তদ্দ্বারা ২ দুইটি সামান্য ছাত্রীয় বৃত্তি ও ২ দুইটি সামান্য-পদকের সংস্থান হউক অর্থাৎ মহারাজ্ঞীর ৫ পারসেণ্টের ৪০০০ হাজার টাকার কাগজের বাৎসরিক সুদ কোং ২০০ টাকার দুইটি সামান্য ছাত্রীয় বৃত্তি অর্থাৎ মাসিক ৮ আট টাকা করিয়া প্রতিবৃত্তির হিসাবে এক বৎসরে কোং ১৯২ টাকা এবং প্রতি বৎসর সামান্যাকারে দুইটী রৌপ্যপদক প্রতি পদক ৪ টাকার হিসাবে কোং ৮ সর্ব্বশুদ্ধ ব্যয় কোং ২০০ টাকা, এক্ষণে দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রত্যাশা পুরঃসর সাহস করিয়া বলিতে পারি, যে ঈশ্বর বাবুর দ্বারা কোনো না কোনো প্রকার উপকৃত না হইয়াছেন, এমত একটী মনুষ্যও বাঙ্গালিতে নাই, অতএব তাঁহারা সকলে মনে করিয়া কড়াকড়ি দান করিলেও ইহার অষ্টগুণ দ্বাদশগুণ মূলধন অনায়াসে হইতে পারে বিশেষত ঈশ্বর বাবুর গুণ গ্রাহক দেশ বিদেশস্থ পাঠকপুঞ্জও এত আছেন যে, তাঁহারাই মনে করিলে সকল করিতে পারেন, অন্যের কোনো সাহায্যে আবশ্যক করে না উপরান্ত অনেকানেক সুপাত্র ছাত্র ও কবি ভ্রাতাগণ ঈশ্বর বাবুর প্রসাদাৎ কাব্যকলাপে সুসমর্থ হইয়াছেন, আবার অনেকানেকেই তাঁহার নিত্য প্রকাশিত প্রভাকর বিনামূল্যে (বরং বিনা ব্যয়ে) ঘরে বসিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া জ্ঞান বিদ্যা, বুদ্ধি, ইত্যাদিতে উন্নতি সাধন করিয়াছেন,

অতএব তাহাদের এসময়ে কিছু মনোযোগ করা চাই, নচেৎ কৃতঘ্নতার এক শেষ হইবেক এবং এঋণ কদাচ পরিশোধনীয় নহে, অতএব সর্ব্বসাধারণ সমীপে কৃতাঞ্জলি পুরঃসর নিবেদন কৃতজ্ঞতার সমান আর অন্য বস্তু জগতে নাই এবং তদ্বিষয়ে অনেকেই আমারদিগকে দোষী বলে সুতরাং অকৃতজ্ঞ দোষক্ষালনের এই একটী উত্তম সহজ সদুপায় আছে, এক্ষণে ঈশ্বর বাবুর ভ্রাতা রাম বাবুকে বিনীত ভাবে নিবেদন করি, আশু এ বিষয়ের জন্য নগরে চাঁদার পুস্তক বাহির করুন এবং প্রভাকর দ্বারা দেশ বিদেশ জ্ঞাত করিয়া সাধারণ দ্বারা মূলধন সংগ্রহ করত প্রোক্ত কাগজ খানি একটী আবেদন পত্র সম্বলিত "পাবলিক ইনসৃট্রকসন ডিপার্টমেণ্টের ডাইরেক্টর সাহেবের" হস্তে ন্যস্ত করুন, যদ্দ্বারা এই সুকীর্ত্তিটি চিরবর্ত্তিত থাকিবেক এবং এ বিষয়ের পথ প্রদর্শন স্বরূপ অগ্রে এই চাঁদায় কোং ১০ দশ টাকা আমি প্রত্যর্পণ করিতেছি, অর্থাৎ অত্র পত্র সম্বলিত "কলিকাতা জেনরেল ট্রেজুরির" উপর এক কেতা ১০ টাকার বিল পাঠাইলাম, অনুগ্রহ করিয়া "ফণ্ডে" (চাঁদায়) জমা করিবেন কদাচ অন্যথা করিবেন না, এবং নিত্য চাঁদায় যত জমা হয় তাহার সংবাদাদি সকলকে জানাইবেন, এক্ষণে এবিষয় সুসম্পন্ন করণের ভার সর্ব্বসাধারণ দেশীয় মহোদয়বর্গের উপর নির্ভর করত ইহার কর্ত্তৃত্বভার ঈশ্বর বাবুর ভ্রাতা অথচ অভিনব সম্পাদক রাম বাবুর উপর প্রত্যর্পণ করিলাম কেননা রাম বাবু ঈশ্বর বাবুর পদাভিষিক্ত এবং তাঁহার প্রধান অভিভাবক, অতএব রাম বাবুর বিবেচনানুসারে স্বয়ং অর্থাৎ কোনো কোন সজ্জনগণের সহায়তা ও সভা বিশেষ দ্বারা এবিষয় সুসম্পন্ন করিতে যত্নবান হইয়া ঈশ্বর বাবুর সংকীর্ত্তি সংস্থাপনে যশস্বী হউন"।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবলাল ঘোষ প্রভাকর পত্রের একজন বিশেষ শুভার্থী বন্ধু তিনি নেপাল পর্ব্বতে কার্য্যানুরোধে অবস্থানাবধি সময়ে সময়ে অনেক বিষয় লিখিয়া প্রভাকরের প্রভা উজ্জ্বল করিয়াছেন অতএব আমরা তাঁহার প্রস্তাবই সর্ব্বাগ্রে প্রকটন করিলাম বিদ্যালয়ে ছাত্রীয়বৃত্তি প্রদানার্থ মূলধনের সংস্থান করান আমার আমারদিগের মতে উত্তম বিবেচনা হইতেছে, এবিষয়ে প্রভাকরের অন্যান্য বান্ধবদিগের কি অভিপ্রায় তাহা লিখিয়া বাধিত করিবেন।

চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত। ১৩. ১১. ১২৬৫। ২৭. ২. ১৮৫৯

ত্রিপদী।

হায় রে দারুণ বিধি এই কি তোমার বিধি
ধিক্ ধিক্ বিধান তোমার।
বেছে বেছে নিলে হরে, ধরা খ্যাত প্রভাকরে
মর্ম্মে ব্যথা দিলে সবাকার॥

এত কি আছিল বাদ, সাধিলে এ বিসম্বাদ
একেবারে করি সর্ব্বনাশ।
তাঁর নামে তব নাম, তাই বুঝি হয়ে বাম,
দ্বেষভাব করিলে প্রকাশ॥
হরিয়া তাঁহার প্রাণ, হৃদে হানি শোকবাণ,
জর জর করিলে এ কায়।
গুণের সাগর গুপ্ত, তাঁহারে করিয়া লুপ্ত,
গুপ্তভাবে রাখিলে কোথায়॥
হায় হায় মরি মরি, ধরণী আঁধার করি,
কোথায় রহিলে গুণাকর।
অধৈর্য্য তোমার শোকে, হাহাকার করে লোকে,
সকলেই হয়েছে কাতর॥
সম্পাদক মহাশয়, এ তব উচিত নয়,
শূন্যময় করিতে ভুবন।
কিসে বল হোলো দোষ প্রকাশি বিষম রোষ,
স্থানান্তরে করিলে গমন॥
একবার দেখ আসি, যত সব ধরাবাসি,
দিবানিশি করে হাহাকার।
ভ্রমিছে চিন্তার পথে, স্থির নহে কোনোমতে,
আশাপথ নিরখি তোমার॥
হইয়া তোমায় হারা, ভাবিয়া হতেছি সারা,
অশ্রুধারা করিতেছি পাত।
আর কি তোমার বাণী, শুনিতে পাইবে প্রাণি,
…হেন বজ্রাঘাত॥
আর কে তেমন করে, বুঝাবেন ধোরে ধোরে,
যত ভাব অর্থ সমুদায়।
আর কি লেখনী ধরি, লিখিবেন যত্ন করি,
বার্ষিক মাসিক পত্রচয়॥
আর কি তেমন করি, …
মর্ত্যলোকে করিবে গমন।
আর কি ঘুচিবে দুঃখ, শুনিয়া বিচার সূক্ষ্ম
আনন্দিত হবে সর্ব্বজন॥

কোথা গেল গুণধাম, খ্যাত করি নিজ নাম,
মায়া ত্যাজি রহিলে কোথায়।
... পরিত্রাণ, দেহ দেহে প্রাণদান,
আর দুঃখ সহ্য নাহি যায়॥
যত কর্ম্মচারিগণ, না দেখিয়ে সে বেদন,
কেমনে আছেন যন্ত্রালয়।
সেই প্রভাকর নাম, সেই ছাপাখানাধাম,
হইয়াছে অন্ধকারময়॥
তোমার যতেক বন্ধু, হারায়ে পরম বন্ধু,
শোকসিন্ধু করেছেন সার।
জ্ঞানরূপ ... অশার বহিত্রধরি
তা সবারে করগো উদ্ধার॥
যত তব ছাত্রগণ, হারা হয়ে গুণধন,
কাঁদিতেছে তোমার কারণ।
দয়া করি আসি ধীর, মুছাও নয়ন নীর,
সুধাভাষে করগো বারণ॥
গিয়াছ কাহার বাসে, বুঝি কোনো অভিলাষে,
আসিবে আসিবে মনে লয়।
কত যে হতেছে মনে, উপস্থিত ক্ষণে ক্ষণে,
প্রকাশ্যে প্রকাশ নাহি হয়॥
বর্ণিতে দারুণ দুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
তাহে চিত্ত হইল চঞ্চল।
লেখনী না চলে আর, মনে এক লিখি আর,
ভুলমাত্র হইল প্রবল॥

শ্রীমতী থাকমণি দাসী।

সম্পাদকীয়। ২৩. ১২. ১২৬৫। ১. ৪. ১৮৫৯

উর্দ্দু গাইড।

"উর্দ্দু গাইড" নামক নবীন পত্র সম্পাদকেরা এইক্ষণে দেশহিতজনক অনেক উত্তমোত্তম বিষয় লিখিতেছেন কিন্তু স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রসঙ্গক্রমে সময় সময় কিঞ্চিৎ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ হওয়াতে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কারণ সংবাদপত্র সম্পাদকদিগের পক্ষে সর্ব্ববিষয়ে নিরপেক্ষ হওয়া ও অভিপ্রায় প্রকাশ করা কর্ত্তব্য হয়। সহযোগি মহাশয়েরা

লিখিয়াছেন, যে, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর তথা শ্রীযুক্ত বাবু রমাপ্রসাদ রায় প্রভৃতি কতিপয় প্রধান পদস্থ ব্যক্তি এরূপ অভিপ্রায় করিয়াছেন, যে, ইংরেজদিগের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্লব অর্থাৎ একত্র বহু ব্যক্তি উপবেশন পূর্ব্বক নানা প্রকার উত্তম বিষয়ের আন্দোলন ও অন্য সময়ে আহারাদি করিবার স্থান নিরূপিত আছে, তাহারা গোল দীঘির নিকটে এক বাটীতে ঐরূপ ক্লব স্থাপন করিবেন। তাহার মাসিক ব্যয় এক সহস্র টাকা নিরূপিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ক্লব আলোকের মুখ দেখিতে পাইবেক না, অর্থাৎ তাহা সংস্থাপিত হইবেক না।"

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি মান্য মহোদয়েরা ঐ মানস করিয়াছেন কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু সহযোগি মহাশয়দিগের ঐ শ্লেষ বাক্য বিন্যাস করা নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি মান্যতম মহাশয়েরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যে বিষয়ে হস্ত বিস্তার করেন সেই সমস্ত বিষয়ই যখন সিদ্ধ হয়, তখন উক্ত ক্লব হইবেক না, সহযোগি মহাশয়েরা কি প্রকারে তাহা লিখিলেন ?

এই রাজধানীতে সাধারণের মঙ্গলকার্য্য বিধানার্থ যে সমস্ত সদনুষ্ঠান হইয়াছে, তত্তাবতেই যখন এতদ্দেশীয় ধনবান ও আঢ্য মহাশয়দিগের সহিত বিহিত সাহায্য দৃষ্টি করা যাইতেছে তখন দেশ মঙ্গল জনক বিষয়ে এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের অনুরাগ নাই একথা আমরা কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারি ? হিন্দু কালেজ, টৌউন হল, ফিবর হসপিটল প্রভৃতি এই নগর মধ্যে যে যে গৃহাদি নির্ম্মিত আছে তত্তাবতেই এতদ্দেশীয় ব্যক্তিরা বিশেষরূপেই সাহায্য করিয়াছেন, অতএব শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি মহাশয়েরা যদ্যপি প্রাগুক্ত ক্লব স্থাপনের মানস করিয়া থাকেন তবে তাহা অবশ্যই সুসিদ্ধ হইতে পারিবেক।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ২৮. ২. ১২৬৬। ১০. ৬. ১৮৫৯

কলিকাতা এবং ইহার নিকটস্থ গ্রামনিবাসি গোপ এবং মদকেরা পরস্পর বিবাদ উপস্থিত করিয়া যে প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহাতে মণ্ডালোভি বাবু ও বিপ্রবর্গের বিলক্ষণ ক্লেশ বোধ হইয়াছে, দেশীয় ছানার উত্তম সন্দেশ আর কেহ দেখিতে পান না, বড়বাজারের রাতাবি আর প্রস্তুত হয় না, এই বিবাদের মূল কারণ মদকেরা পূর্ব্বে গোপদিগের নিকট হইতে গামছা বদ্ধ ছানা ওজন করিয়া লইত তাহার জলাংশ বাদ দিত না, পরে তাহারা ছানার বন্ধন খুলিয়া তাহার মধ্যে ভাগ কাটিয়া জল বাদ দিয়া ওজন করণের নিয়ম করাতে গোপগণ বিলক্ষণ ক্ষতিবোধ করিয়া একেবারে পরস্পর ঐক্য হইয়া ধর্ম্মঘট করিয়াছে, যে মদকদিগকে ঐরূপ ছানা বিক্রয় করিবেক না, এবং মদকেরাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, জল বাদ না দিলে গোপদিগের ছানা ক্রয় করিবেক না, এই ক্ষণে আনরপুরের ছানা যাহা......বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহাই ক্রয় করিতেছে, গোপ-মদকের এই প্রতিজ্ঞা কত দিবস থাকে তাহা বলা যায় না, আপাততঃ এতদ্দ্বারা কলিকাতার বাজারে উত্তম সন্দেশ অদৃশ্য হইয়াছে, শ্রাদ্ধ ও বিবাহ সময়ে যাহারা আহারের সময়ে উৎকৃষ্ট মণ্ডার প্রতি অধিক

লালসা প্রকাশ করেন, অধুনা তাহারদিগের সেই লালসা পূর্ণ হয় না, গোপেরা অধিক পরিমাণে ছানা প্রস্তুত না করাতে কলিকাতা এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তি স্থানাদিতে দুগ্ধ বিলক্ষণ সস্তা হইয়াছে, সকল রাজপথে গোপেরা ভারে ভারে তাহা বহন করিয়া প্রত্যেক সের দুই তিন পয়সা মূল্য বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে, দুগ্ধ হইতে ক্ষীর, মাখন, ননী, স্বর মালাই দধি অনেক প্রস্তুত হইতেছে, যে সকল দুঃখি লোক ঐ উপাদেয় দ্রব্যাদির আস্বাদ প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা তাহা আহার করিয়া আহার করিয়া কৃতার্থ মানিতেছে।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, যে হিন্দুজাতির একতা ও প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা নাই, কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে সামান্যরূপে গণ্য গোপ ও মদকেরা যে প্রকার একতাস্থাপন ও প্রতিজ্ঞা-বন্ধন করিয়াছে ইহার বিবেচনা করিলেই মহাশয়দিগের ভ্রম নিবারণ হইবেক, ইহাতে ঐ বিবাদকারিদিগের পরস্পর বিলক্ষণ ক্ষতি হইতেছে, তথাচ তাহারা প্রতিজ্ঞা অবহেলনে ইচ্ছুক নহে, প্রায় এক পক্ষের অধিক হইল, তাহারদিগের এই বিবাদ চলিতেছে, আরো কতদিন থাকে, বলা যায় না।

আমরা আরো অবগত হইলাম ; যে গোপেরা আনরপুরের গোপদিগকেও অনুরোধ করিতেছে, যে তাহারা মদকদিগকে ছানা বিক্রয় না করে, কিন্তু আনরপুরের গোপেরা তাহারদিগকে বলিয়াছে, যে, তোমরা যদ্যপি কসাইকে গো ও বৎস বিক্রয় না কর তবে তোমারদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি, অতএব তাহারদিগের যদ্যপি পরস্পর একতা স্থাপন হয় তবে এই রাজধানীতে কসাইয়ের নিকট গো বিক্রয় নিবারণ হইবেক, এবং হিন্দুদিগের বিশেষ প্রিয় আহার মণ্ডা একেবারে অদৃশ্য হইবেক।

সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত। ২৬ ১০. ১২৬৬। ৭. ২. ১৮৬০

মনুষ্যের মন কোন্ সময়ে কোন্ কার্য্যে ধাবিত হয়, তাহা কিছুই বলা যায় না। সকলেই স্বার্থলাভে ব্যাকুলচিত্ত, একবার এই কলিকাতা রাজধানী মধ্যে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সংবাদ পত্র ও নীতি প্রবন্ধ এবং কবিতাদি পূরিত মাসিক এবং সাপ্তাহিক ও পাক্ষিকি পত্র প্রকাশে সাতিশয় অনুরাগি হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সেই অনুরাগের স্রোত অধিক দিবস প্রবাহিত হয় নাই। তাঁহারা যে কঠিনতর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগের তন্নির্ব্বাহ করণের সম্যক্ ক্ষমতা না থাকাতে বিশেষতঃ জাতীয় ভাষায় পত্রাদির প্রতি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ তাদৃশ অনুরাগ প্রকাশ না করাতে তাহার অধিকাংশই বিনাশের গ্রাসে পতিত হইয়াছে। মাসিক পত্রিকার মধ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সমাদৃতা হইয়া জীবিতা আছে। বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক পত্রের সম্ভ্রম বড়, তাহার গ্রাহক সংখ্যা অল্প নহে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে তাহারা নিয়মিত সময়ে প্রকাশ হয় না।···

পরন্তু অরুণোদয় নামে মিসনরিদিগের যে একখানি পাক্ষিকী পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে তাহার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র এতদ্দেশীয় লোকেরা ঐ পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করেন তাহাই

...ক মহাশয়দিগের উদ্দেশ্য। এডুকেশন গেজেট পত্র উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে, বিশেষ ...মেণ্ট তাহার বিশেষ সাহায্যকারী, কিন্তু তাহার গ্রাহক সংখ্যা কত হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারিলাম না।

আমরা যে কয়েকখানি পত্রের কথা উল্লেখ করিলাম। ইহা ব্যতীত আরো কয়েক-খানি পত্র সংপ্রতি প্রকাশারম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাহারদিগের অবস্থা কিরূপ তাহা আমরা ...তে পারি নাই, সুতরাং এইস্থলে লিখিতে পারিলাম না।

সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন অথবা সুখ্যাতি লাভ করা অতি কঠিন, এ কারণ এইক্ষণে অনেকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পুস্তক রচনায় চিত্ত নিবেশ করিয়াছেন, কলিকাতা, ও ইহার নিকটস্থ কতিপয় স্থান নিবাসি কতিপয় অতি বিচক্ষণ প্রভৃত ধনশালী ব্যক্তি বঙ্গভাষায় নাটক পাঠ ও রঙ্গভূমিতে তাহার অভিনয় দর্শন বিষয়ে বিশেষ আমোদ প্রকাশ করাতে প্রাগুক্ত লেখকদিগের মধ্যে অনেকেই এক একখানি নাটক রচনা অথবা সংস্কৃত হইতে অনুবাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক নাটক পাঠকদিগের পাঠোপযোগি হইয়াছে, এবং তাহার লেখক বা অনুবাদকগণ সাধারণ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। এইক্ষণে নাটক রচনা বিষয়ে লেখকদিগের বড় অনুরাগ দেখা যায়। এইক্ষণে কাব্য লেখকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই ...লক তাহারা শত ছত্র কবিতা লিখিতে না শিখিয়াই একেবারে গ্রন্থ বিরচক হইতেছেন। এত দিন নাই যে আমরা দুই একখানি নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হই না ; যদিও উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ আমরা সময়ে সময়ে নবীন লেখকদিগের প্রশংসা প্রকাশ করিয়া থাকি কিন্তু আমারদিগের চিত্তে তাদৃশ আমোদের উদয় হয় না।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত)। ২৭. ১২. ১২৬৬। ৯. ৩. ১৮৬০

কয়েক বৎসর অতীত হইল, কলিকাতা রাজধানীতে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি উক্ত সমাজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাউয়েল সাহেব তাহার একখানি অষ্টাদশ মাসিক বিবরণ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। সে বিবরণ আমাদের নিকটে একখানি পাঠাইয়াছেন। আমরা সে বিবরণের আদ্যন্ত পাঠ করিলাম।

বঙ্গভাষার উন্নতি ও মূল গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধিই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউয়েল ঐ বিবরণের প্রথমেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সমাজের এ উদ্দেশ্য অতি উত্তম। বাঙ্গলা ভাষার গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেই যদি বাঙ্গলা দেশের মঙ্গল হইত, তাহা হইলে আর আমাদের কিছুই ভাবনা ছিল না। বাঙ্গলাভাষার যথেষ্ট গ্রন্থ রচিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু সে সকল গ্রন্থ ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে। অতএব বোধ হইতেছে, ভদ্রলোকের ও বালকবালিকাদের পাঠোপযোগী সুপ্রণালীসিদ্ধ গ্রন্থ প্রচারই বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য। যদি এরূপ

উদ্দেশ্যই হয় তবে সমাজিকদের এতদ্বিষয়ে গুটিকত উপদেশ লওয়া কর্ত্তব্য। সমাজ সংস্থাপনাবধি সামাজিকেরা যতগুলি গ্রন্থ ও পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নিষ্প্রয়োজন ও অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে। আপনার দোষগুণ আপনার হৃদয়ঙ্গম হয় না। এনিমিত্তে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সমাজের প্রকাশিত অধিকাংশ পুস্তকেরই রচনার প্রণালী ও রীতি এক স্বতন্ত্রপ্রকার। তাহা পাঠ করিলে বালকবালিকারা সহজে পাঠ করিতে ও বুঝিতে পারে বটে, কিন্তু বালকবালিকাদের সুরীতি শুদ্ধ রচনা পাঠ জন্য বিশেষ ফল লাভ হয় না।

আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি অনুবাদক সমাজের প্রকাশিত কয়েকখানি পুস্তকে সন্তাকে ক্রোড়ে "লওতঃ" ভাত্ "খাওতঃ" এরূপ অসমাপিকা ক্রিয়ার ভুরি ভুরি প্রয়োগ আছে। এ কি সুপ্রণালীসিদ্ধ ও রীতিবিশুদ্ধ রচনার নিদর্শন, না সুকুমারবুদ্ধি বালকবালিকাদের ভাষা শিক্ষার সদুপায় অবশ্যই বলিতে হইবে, বালকবালিকাদের ইহা পাঠ করিলে কুসংস্কার বৃদ্ধি হইবে। অতএব উক্ত সমাজের সামাজিকদের গ্রন্থ ও পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে আর মনোযোগ দিবার প্রয়োজন নাই, যাহাতে বিশুদ্ধরচনার উত্তম উত্তম পুস্তক সকল প্রকাশ হয় এরূপ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক!...

বাঙ্গালিদিগকে অধিক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিলেই তাহারা সুশিক্ষিত হইবে। ফলতঃ তাহা নহে, উক্ত সমাজ যদি প্রতি বৎসর দুর্ভাগ্যদেশীয়দের জন্য দুই তিন খানি করিয়া গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাদের ভাষানুশীলন জন্য যথেষ্ট ফল লাভ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ হইতে রীতিবিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না, ইহার কারণ কি? বোধ হয়, সামাজিকদের অমনোযোগিতাই ইহার প্রধান কারণ। সমাজিকেরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, গ্রন্থ সমাজের মনোনীত হইলে গ্রন্থকর্ত্তাকে ২০০ টাকা পারিশ্রমিক দিব। সামাজিকদের এ নিয়ম অন্যায় নিয়ম। এ নিয়মানুসারে কোন সং-লেখক এই অসাধারণ পরিশ্রমে অগ্রসর হইবেন? তবে যাঁহারা নূতন লেখক, বাঙ্গলা-ভাষার তাদৃশ অধিকারী নহেন, তাহারাই রচনা শিক্ষার্থে ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অর্থো-পার্জ্জন লালসায় এই দুরূহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। যথাসাধ্য রচনা করিয়া সমাজে প্রেরণ করেন। সমাজও তাহা অনায়াসে গ্রাহ্য করেন। সমাজে বাঙ্গলা ভাষার রসজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ লোক প্রায় নাই। যাহারা গ্রন্থের বিবেচকরূপে নির্দ্দিষ্ট আছেন, তাঁহারা ইঙ্গরেজী বিষয়ে এক একজন অতি প্রধান বটেন, কিন্তু বাঙ্গলাভাষায় সেরূপ নহেন। সুতরাং সমাজের মধ্যে কেহই প্রচারণীয় গ্রন্থের দোষগুণ বুঝিতে পারেন না। গ্রন্থ ইঙ্গরেজী মতের অনুসারী হইলেই তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। সমাজের প্রচারিত সকল গ্রন্থই যে এইরূপ হইতেছে, এমন নহে, কয়েকখানি গ্রন্থ উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তথাপি যে সকল গ্রন্থ পাঠশালা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী হয় নাই।

সমাজের আয় বুঝিয়া ব্যয় করা উচিত। অতএব সামাজিকেরা বলিতে পারেন, সমাজের অধিক আয় না থাকিলে গ্রন্থকর্ত্তাদিগকে কিরূপে অধিক পারিতোষিক দেওয়া যায়? বস্তুতঃ একথাও প্রমাণ বটে, কিন্তু আমরা বলি, উক্ত সমাজের অধ্যক্ষেরা পাঁচখানি সামান্য গ্রন্থের ব্যয় যদি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের উপর স্বীকার করেন, তাহা হইলে আর সেরূপ হয় না। তাহা হইলে অবশ্যই সৎ লেখকেরা ভাল ভাল গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। অতএব অনুবাদক সমাজের যদি বাঙ্গালা দেশের হিতসাধনে ইচ্ছা থাকে, তবে অবিলম্বে সমাজের প্রাচীন নিয়মাবলি পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন নিয়মাবলি প্রবর্ত্তিত করুন।

ফ্রেণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া সম্পাদক লিখিয়াছেন, বাঙ্গালিরা মূলগ্রন্থ রচনায় বারম্বার বিফল-প্রযত্ন হইতেছে তথাপি বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ তাহাদের উৎসাহ দানের নিমিত্তে বারম্বার চেষ্টা করিতেছে। হে পাঠকবর্গ! ফ্রেণ্ড সম্পাদকের কি নির্ম্মল বুদ্ধি? কি যথার্থেরই অনুমান করিয়া তুলিয়াছেন! তিনি মনে করিয়াছেন, বাঙ্গালিরা কেবল ইঙ্গরেজী গ্রন্থের অনুবাদেই পটু, তাহাদের আর মূল গ্রন্থ রচনার শক্তি নাই। বোধ হয় তিনি অনুবাদক সমাজের এই সকল মূলগ্রন্থ দৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালিদিগকে মূল গ্রন্থ রচনায় অক্ষম নিশ্চয় করিয়াছেন। সে যাহা হউক, তাঁহার এ অনুমান নিতান্ত অমূলক তিনি যদি ইঙ্গলণ্ডীয় দরিদ্র গ্রন্থ কর্ত্তৃগণের গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় ও ধনোপার্জ্জনের বিষয়গুলি কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকার করিয়া একবার স্মরণ করিতেন, তাহা হইলে আর এরূপ অযৌক্তিক বচনবিন্যাস করিতেন না।

আমরা প্রার্থনা করি, এই অনুবাদক সমাজ চিরস্থায়ী হউক। সমাজ হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচারিত হয় ইহাই আমাদের ইচ্ছা। অতএব উক্ত সমাজের বাঙ্গালি সভ্যমহাশয়েরা তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবেন।…

পুস্তক আলোচনা। ৩০. ১০. ১২৭০। ১১. ২. ১৮৬৪

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের প্রকাশিত পুরাণ সংগ্রের অন্তর্গত মহাভারতের একাদশ খণ্ড যাহাতে শল্য পর্ব্ব এবং দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ নিবেশিত হইয়াছে, আমরা তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রাপ্ত হইয়া পাঠ করত অতিশয় পুলকিত হইলাম, কালীপ্রসন্ন বাবু প্রথমাবধি মূলের সহিত ঐক্য রাখিয়া অতি সুললিত অথচ সুসাধু বঙ্গ ভাষায় এই মহাভারত অনুবাদ করাতে ইহা বিদ্যামোদী ব্যক্তিদিগের কীদৃশ পরম আদরণীয় হইতেছে, তাহা আমরা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না, এই মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ এই রাজ্য মধ্যে সুপ্রসন্নচিত্ত শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের এক অক্ষয় কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

কালী বাবু একাদশ পর্ব্বধ্যায়ে শল্য পর্ব্ব ও দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ এবং প্রাণনাশ বর্ণনার যখন বাঙ্গালা অনুবাদ শেষ করিয়াছেন তখন অধিকাংশ মহাভারতের অনুবাদ সম্পন্ন

হইয়াছে, এইক্ষণে যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অনুবাদিত হইয়া প্রকাশ হইতে বড় কাল বিলম্ব হইবেক না। সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ পুরাণ সার মহাভারতের অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ এত শীঘ্র সম্পাদিত হইবেক, আমরা কোন ক্রমেই এরূপ প্রত্যাশা করি নাই, ইহা কেবল কালীপ্রসন্ন বাবুর অবিচলিত প্রতিজ্ঞা ও উৎসাহ এবং পরিশ্রমের ফল বলিতে হইবেক। শল্য পর্ব্বে যে ভূমিকা লিখিত হইয়াছে, আমরা পাঠক মহাশয়দিগের পাঠার্থ নিম্ন ভাগে উদ্ধৃত করিলাম।...

ন্যাসনাল থিয়েটর। ৯. ১০. ১২৮৫। ২১. ১. ১৮৭৯

বিগত শনিবার রজনীতে উক্ত জাতীয় নাট্যশালায় আমরা বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি। অধ্যক্ষগণ গীতাভিনয় (অপেরা) সংসারের এবং তৎসহ সাধারণ দর্শকমণ্ডলীর রুচি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। গত কয় বর্ষ ধরিয়া জাতীয় নাট্যশালায় "সংস্কৃত যাত্রা" যাহা অপেরা নামে অভিনীত হইয়া আসিয়াছে, অধ্যক্ষগণ এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। পেসাদার যাত্রায় যেমন দুই একটী কথা এবং তৎপরেই গান থাকে, এতদিন সেই প্রণালীর অপেরা বা যাত্রা অভিনীত হইতে ছিল; অধ্যক্ষ সমাজ এক্ষণে ইটালিয়ান অপেরার ন্যায় আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্তই সংগীত দ্বারা উত্তর প্রত্যুত্তর, স্বাগত বিলাপযুক্ত প্রকৃত গীতাভিনয় প্রদর্শন করিতেছেন। বলা বাহুল্য যে এরূপ প্রথা বঙ্গীয় নাট্যসমাজে সম্পূর্ণ নূতন এবং সেই কারণে অভিনয় পক্ষে কঠিনও হইয়াছে। কঠিন হইলেও ইহা যে, বিশেষ আনন্দপ্রদ এবং দর্শকবৃন্দের প্রার্থনীয় তাহা আমাদিগকে বলিতে হইবে না। ন্যাসনাল থিয়েটরের অধ্যক্ষ-সমাজ যে তজ্জন্য সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তাহা সকলই স্বীকার করিবেন।

অধ্যক্ষসমাজ গত শনিবার রজনীতে "কামিনী কুঞ্জ" নামক উক্ত বিধ নূতন গীতিকাব্যের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এরূপ প্রকারের অভিনয় এই প্রথম হওয়ায়, শত শত দর্শকে নাট্যশালা পূর্ণ হইয়াছিল। বিশেষতঃ নিম্ন শ্রেণীর আসনগুলি এত জনপূর্ণ হইয়াছিল যে, অনেক কষ্টের সহিত তথায় উপবিষ্ট থাকিয়া বিশুদ্ধ আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরম পরিতোষের বিষয় যে, অধ্যক্ষ সমাজের সুবন্দোবস্তের গুণে এবং অভিনয়ের উৎকৃষ্টতার কারণ এত জনতাতেও বিন্দুমাত্র গোলযোগ হয় নাই।

এক্ষণে অভিনয় সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। সর্ব্ব প্রথমে মঙ্গলাচরণ। বারিধি-বক্ষে কমলা সনে প্রকৃতি ও পুরুষ উপবিষ্ট, বিস্তৃত উত্তাল তরঙ্গমালাময়ী বারিধি মধ্যে ছয়টী স্বর্ণ কমল কলি ভাসিতেছে, ক্রমে ক্রমে এক একটী প্রস্ফুটিত হইতেছে, আর সচী, পার্ব্বতী, ব্রাহ্মণী, মহাদেব, ইন্দ্র, এবং ব্রহ্মা সেই কমল হইতে উদ্ভূত হইয়া বসন্ত বাহারে মধুর স্বরে প্রকৃতি পুরুষের গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। এরূপ মনোরম, অভূতপূর্ব্ব

দৃশ্য দেশীয় কোন নাট্যশালায় কখনও দৃষ্ট হয় নাই। দর্শকগণ এই রমণীয় দৃশ্য দর্শনে এরূপ প্রীত এবং সংগীত শ্রবণে এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে বারম্বার যবনিকা নিক্ষেপ করিতে নিষেধ ও সংগীত করিতে অনুরোধ করেন। বাস্তবিক এ দৃশ্যটী অতীব রমণীয় হইয়াছিল।

অভিনেত্রীগণের মধ্যে নায়িকা শ্রীমতী বনবিহারিণী যথার্থ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার অভিনয় আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত করুণরস পূর্ণ। তাঁহার শোকসূচক রোদনসহ গীত শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ এবং প্রত্যেক গীত বারম্বার গাহিবার জন্য অনুরোধ করেন। নাট্যসংসারে সুপরিচিতা শ্রীমতী কাদম্বিনী উপনায়িকা এবং একটী প্রধানা সখির অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্বর যেরূপ উচ্চ, সুন্দর, সেইমত মুগ্ধকর। ইনি নৃত্য এবং গীত দ্বারা দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করিয়াছিলেন, এবং দর্শকগণ পুরস্কার স্বরূপ বারম্বার ধন্যবাদ দান করিয়াছেন। ন্যাসনাল থিয়েটরের সঙ্গীতাধ্যাপক বাবু রামতারণ সান্যাল নায়কের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমরা আবশ্যক বোধ করি না। যিনি অধ্যাপক, তিনিই যখন নায়ক, তখন যোগ্যতার সহিত অভিনীত হইয়াছিল, তাহা পাঠকমাত্রে সহজেই অনুভব করিতে সমর্থ। অন্যান্য অভিনেত্রী-দিগের অভিনয় অপ্রশংসনীয় হয় নাই। তবে দুই একটী সখী সংগীত ধরিতে কিছু বিলম্ব এবং প্রধানা সখী কিছু অমনোযোগিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তবে প্রথম বারে এরূপ সামান্য দোষ কখনই ধর্ত্তব্য নহে। দ্বিতীয় রজনীতে অবশ্যই এই যৎসামান্য দোষ সংস্কৃত হইতে পারিবে। সাধারণ্যে কামিনী কুঞ্জের অভিনয় যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। নাট্যামোদী ব্যক্তিগণ এই বিশুদ্ধ অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যানন্দ-সম্ভোগ-সুযোগ ত্যাগ না করেন, আমরা এরূপ অনুরোধ করিতে পারি।

ন্যাশনাল থিয়েটার (চিঠি-পত্র স্তম্ভে প্রকাশিত)। ১১. ১০. ১২৮৫। ২৩. ১. ১৮৭৯

মান্যবর শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

...আমরা সেদিন কি দেখিলাম, এখন পর্য্যন্ত তাহার কিছুই পরিচয় দিলাম না। এক্ষণে আমরা তদ্বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলাম। "কামিনী কুঞ্জ" নামে একখানি অপেরা বা নাট্যরাসক অভিনীত হইয়াছিল। কামিনী কুঞ্জ যে মান ভঞ্জনের ছায়া মাত্র তাহা কেমন করিয়া জানিব? যাহা হউক সে দিন আমরা মান ভঞ্জনের নূতন কাণ্ডকারখানা দেখিয়া যারপর নাই প্রীত হইয়াছি। প্রস্তাবনার দৃশ্য অতি প্রীতিপদ তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা অনেক নাট্যরাসকের অভিনয়ে নাট্যশালায় উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু এপ্রকার নূতন কাণ্ড কখনই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তৎপরেও যাহা কিছু দেখিলাম, তাহাও মনোহর। কৃষ্ণ, রাধিকা, চন্দ্রাবলী ও সখীগণ সকলেই স্ব স্ব অংশ অতি সুন্দর রূপে অভিনয় করিয়াছিলেন। আমরা ভরসা করি, এই জাতীয় নাট্যশালার অধ্যক্ষ

মহাশয়েরা এইরূপ রুচিকর উত্তম উত্তম বিষয়ের অবতারণা দ্বারা সাধারণের মনোহরণ করুন।

পরিশেষে এক বিষয়ে তাঁহাদিগকে একটি সৎপরামর্শ দিতেছি। অধ্যক্ষ মহাশয়েরা পুস্তক নির্ব্বাচন বিষয়ে একটু সাবধান হইলে নাট্যশালা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয়। যদি "কামিনী কুঞ্জ" নাট্যরাসক-মধ্যে প্রত্যেক গীতের অবসর স্থানে বাকচাতুর্য্য থাকিত তাহা হইলে সে দিন নাটকাভিনয় সম্বন্ধে একটি যুগান্তর উপস্থিত হইত।* আমি অনুরোধ করি ভবিষ্যতে যেন সেই প্রকার রসভার সমন্বিত বাক্যবিন্যাস দ্বারা অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ইহার উন্নতি সাধন করেন। অলমতিবিস্তরেণ

কেনচিৎ দর্শকেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

* দর্শক মহাশয়ের রুচি বিভিন্ন দেখিতেছি। গীতের অবসর স্থানে "বাকচাতুর্য্য" থাকিলে তাহাকে প্রকৃত গীতাভিনয় বলা যায় না। তাহা সংস্কৃত যাত্রা মাত্র। নাট্যশালায় অধ্যক্ষগণ বিজ্ঞাপন দেন যে "কামিনী কুঞ্জ" ইটালিয়ান অপেরা অনুসারে রচিত, বাস্তবিক তাহাই যথার্থ।

সম্পাদক।

হিন্দুমেলা। ১০. ১১. ১২৮৫। ২১. ২. ১৮৭৯

বিগত মাঘসংক্রান্তির দিবস উক্ত জাতীয় মেলা টালার রাজা বদনচাঁদের উদ্যানে আরম্ভ হইয়া গত সোমবারে সমাপ্ত হইয়াছে। মেলার প্রথম দিন অর্থাৎ সংক্রান্তির দিবস ১নং শঙ্কর ঘোষের লেনে নূতন কলেজিয়েট স্কুল বাটীতে মেলা সংক্রান্ত সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু চন্দ্রশিখর বসু হিন্দু ধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে এবং বাবু পদ্মনাভ ঘোষাল ভারতবর্ষের ইতিহাস নবীনরূপে লেখা আবশ্যক সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। বসুজ মহাশয়ের বক্তৃতা অনেকগুলি শাস্ত্রীয় প্রমাণযুক্ত। পদ্মনাভ বাবুর বক্তৃতা সারগর্ভ এবং মনোহর হইয়াছিল।

মেলার দ্বিতীয় দিবস ১২ই ফেব্রুয়ারি বুধবার বৈকালে ন্যাসনাল স্কুলে নর্ম্মাল স্কুল, চাঁপাতলা স্কুল এবং ন্যাসনাল স্কুলের ছাত্রগণ নানাবিধ ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। দর্শকবৃন্দ এই ব্যায়ামাভিনয় দর্শনে পরমানন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

তৃতীয় দিবস বৃহস্পতিবারে এক সভা হয়, এবং বাবু রাজনারায়ণ বসু সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। মেলার সুযোগ্য সহসম্পাদক বাবু নবগোপাল মিত্র ছাত্রবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া অনেকগুলি সারযুক্ত উক্তিদ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ দান করেন। পিতৃভক্তি,

মনুষ্যত্ব এবং সাহস প্রকাশের উপায়, এবং রাজনীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবাদ করা ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য নহে, এই কয়টী বিষয় তিনি বিশেষরূপে বিবৃত করেন।

চতুর্থ দিবস শুক্রবারে ১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে নবগোপাল বাবুর আবাসে জাতীয় সংগীত সমিতি হয়।

শনিবার দিবসে কাশীপুরে কামানের কারখানার ঘাটের নিকট গঙ্গাবক্ষে ছাত্রদিগের বাচ খেলা হয়। ন্যাসনাল স্কুলের ছাত্রগণ তাহাতে জয়ী হন।

মেলার প্রধান দিবস রবিবারে উপরোক্ত উদ্যানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় নানাবিধ প্রদর্শনী, ক্রীড়া, গীত, বাদ্য, এবং অগ্নি, ক্রীড়া হইয়াছিল। সর্ব্ব প্রথমে বেলা সার্দ্ধ নবম ঘটিকার সময় ২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে মহা সমারোহে মেলাস্থলে যাত্রারম্ভ হয়। পতাকা, আশা, সোঁটা, এবং জাতীয় কীর্ত্তন করিতে করিতে মেলার অনুষ্ঠাতা এবং হিতসাধকগণ বরাবর মেলাস্থলে গমন করেন। এতদ্দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক রাজপথে সমবেত এবং অসংখ্য নরনারী নিজ নিজ বাটীর গবাক্ষাদি হইতে দেখিতে থাকেন। এ দৃশ্যটী পরম রমণীয় হইয়াছিল। মেলাস্থল নানাবিধ পতাকা, পত্র এবং পুষ্পাদিতে পরম রমণীয়রূপে শোভিত হইয়াছিল। দ্বারদেশে হিন্দু প্রথামত কদলী বৃক্ষাবলী রোপিত হইয়াছিল। মেলা স্থলে নানা প্রকার ক্রীড়া এবং ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়াছিল। এক জন বাঙ্গালীর সহিত একজন পঞ্জাবী পালোয়ানের কুস্তী হইয়াছিল, বাঙ্গালী জয়লাভ জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও শেষে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, গত বর্ষে বাঙ্গালী পঞ্জাবীকে হারাইয়াছিল, এবার বাঙ্গালী হারিল, তাহাতে দুঃখ কি? চেষ্টা করা হউক, আগামী বর্ষে আবার পঞ্জাবী হারিতে পারে। ইতিহাস যে বাঙ্গালী ও পঞ্জাবীকে শৃগাল এবং সিংহরূপে প্রভেদ করিতে, সেই বাঙ্গালী যে এখন পঞ্জাবীর সহিত কুস্তী করিতে সমর্থ হইল, ইহাই প্রশংসার বিষয়। উক্ত কুস্তীর পর দেবী সিংহ এবং পালোয়ান সিংহ পরস্পরে অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ধরিয়া কুস্তী করে, কিন্তু শেষ জয়পরাজয় ধার্য্য হয় না। কয়েকজন কর্ণাটী বিচিত্র ক্রীড়া করিয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় বাঙ্গালী লাঠিয়ালগণও বিচিত্র শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছে।

মেলাস্থলে নানাবিধ দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। কৃষি বিভাগে নানাবিধ ফল, মূল, পুষ্প এবং বৃক্ষাদি বহুল পরিমাণে আনীত হইয়াছিল। সূচি কার্য্য, কারু কার্য্য, এবং নানা স্থানের বহুবিধ প্রস্তর ও মৃত্তিকার দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। বিখ্যাতা বিদুষি রমাবাই ভারতীয় ভাষা শিক্ষা আবশ্যক, হিন্দু ললনাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, এবং পুরাকালে আর্য্য নারীদিগের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাহার বক্তৃতা শ্রবণে দর্শকমাত্রেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করেন। রজনীতে অগ্নি ক্রীড়ার পর মেলা ভঙ্গ হয়। দিবা ভাগে বৃষ্টি হওয়ায় আশামত লোক সমবেত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে মেলার সুযোগ্য সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারি

সম্পাদক বাবু রাম নবগোপাল মিত্রের যত্নে, শ্রমে, এবং অধ্যবসায়ে এই মেলা জাতীয় মান রক্ষা করিতেছে।

হিন্দু পেটরিয়ট (সম্পাদকীয়) ১১. ১২. ১২৯৮ । ২৩. ৩. ১৮৯২

আমরা হিন্দু পেটরিয়টকে সপ্তাহিকের পরিবর্ত্তে প্রাত্যহিক দেখিয়া অপরিসীম আনন্দ লাভ করিলাম। আমরা জগদীশ্বরের নিকট কায়মনো বাক্যে ইহার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

এই হিন্দু পেটরিয়ট পত্রিকা আজকের নয়। ৩৭ বৎসর হইল ইহা অবিবাদে অতি যোগ্যতার সহিত চালিত হইয়া আসিতেছে। ইহার জন্মদাতা ৺হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে কেমত দক্ষতার সহিত ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

তৎপরে ৺রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর কিরূপ সুখ্যাতির সহিত ইহার সম্পাদকীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহাও সকলে বিশিষ্টরূপে অবগত আছেন। এই পত্রিকা সম্পাদন করিয়া তিনি রাজদ্বারে কিরূপ যশ এবং প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও কাহার অবিদিত নাই।

এইক্ষণে শ্রীযুক্ত রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর যেরূপ দক্ষতার সহিত এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, তাহা সকলেই দেখিতেছেন, অতএব ইঁহার দ্বারা এই পত্রিকা প্রাত্যহিকরূপে অতি যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইবে, তদ্বিষয়ে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখন হইতে সহযোগীকে আমরা রবিবার ব্যতীত প্রত্যহ দেখিতে পাইব, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে।

বিজ্ঞাপন

২৬ চৈত্র ১২৫৫ । ৭ আপ্রিল ১৮৪৯

গবর্ণমেণ্টের বাষ্পীয় জাহাজের বিজ্ঞাপন।

ঢাকা এবং বরিসালের মধ্যে বাষ্পীয় জাহাজ ঘটিত বোঝাই এবং আরোহীদিগের ভাড়ার বিষয়।

"জমুনা" নামক বাষ্পীয় জাহাজ "লক্ষিয়া" নামক নৌকাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক বর্ত্তমান আপ্রিল মাসের ১০ তারিখে উপরি উক্ত স্থানাদিতে গমন করিবেক।

উক্ত বাষ্পীয় জাহাজে আরোহিদিগের স্বচ্ছন্দতা নিমিত্ত আটটা এবং বোঝায়ের নৌকাতে একটা অতি উত্তম কেবিন অর্থাৎ ঘর আছে।

ফ্রেট অর্থাৎ স্থান, পেসেঞ্জ অর্থাৎ আরোহিদিগের নিমিত্ত ভাড়া লইতে হইলে কণ্ট্রোলার সাহেবের আফিসে রীতিমত দরখাস্থ সকল অর্পণ করিতে হইবেক। ইতি

মেরিন স্থপ্রেণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের আজ্ঞানুসারে।

ষ্টিম ডিপার্টমেণ্ট
৫ আপ্রিল, ১৮৪৯।

J. H. Johnston
জে, এচ, জানিষ্টন।
গবর্ণমেণ্টের ষ্টিমবেসেলের কর্ম্মচারী।

৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৫৬ । ১৭ মে ১৮৪৯

বিজ্ঞাপন।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা আমরা সর্ব্ব সাধারণকে অগ্রে জ্ঞাপন করিতেছি যে মে মাসের প্রথম দিবসে কলিকাতা নগরীয় শোভাবাজারের বটতলার রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ৺চন্দ্র মিত্রের বাটীতে মেটরপলিটন নামক এক নূতন বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং ঐ বিদ্যালয়ে উক্ত দিবসাবধি অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় শত সংখ্যক বালক পাঠার্থে নিযুক্ত হইয়াছে, যাহারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই উভয় বিদ্যা অধ্যয়ন করিবেন তাহারা মাসিক এক টাকা বেতন দিবেন, যাঁহারা কবিতা, ব্যাকরণ ও বিবিধ বিধান প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন তাহারদিগের আট আনা দিতে হইবেক, তদ্ব্যতিরেক যে সকল বালকেরা কথ, ফলা,

বানান ইত্যাদি শিক্ষা করিবেক তাহারদিগের মাসিক চারি আনা বেতন নির্দ্ধার্য্য হইয়াছে।

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দে।
সম্পাদক।

১ আশ্বিন ১২৬০। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৫৩

বিজ্ঞাপন

সম্বাদ দেওয়া হইতেছে যে কলিকাতা নগরের শোভাবৃদ্ধিকারক কমিস্যনরেরা ১৮৫৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের আফিস চৌরঙ্গী রাস্তার ৩নং বাটীতে নিম্নে লিখিত কয়েকদিবসের কাণ্ট্রাক্ট দেওন জন্য টেণ্ডর গ্রহণ করিবেন।

১। ১৮৫৪ সালের প্রথম জানুআরি মাহা অবধি ১৮৫৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত কলিকাতা নগরের আলো দিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে নিয়ম এই যে যদ্যপি আলো দিবার জন্যে অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় আনীত হয় তবে ছয় মাস অগ্রিম সম্বাদ দিলে সেই কণ্ট্রাক্ট রহিত হইবে।

২। ১৮৫৪ সালের নিমিত্তে গৌখানাতে দানা যোগাইতে হইবে।

৩। ১৮৫৪ সালের নিমিত্তে গৌখানাতে বিচালি যোগাইতে হইবে।

৪। ১৮৫৪ সালের নিমিত্তে যে সকল জাহাজ ঘাটে আইসে তাহা হইতে কমিস্যনরদিগের ভিন্ন ভিন্ন আড়তে প্রস্তর নামাইতে হইবে।

৫। ১৮৫৪ সালের নিমিত্তে নিমতলা ঘাটের চামড়ার জন্যে খাজনা লইতে হইবে।

৬। ১৮৫৪ সালের নিমিত্তে, কমিস্যনরদিগের অধীনে যে সমস্ত পুষ্করিণী আছে, সেই সকলের ঘাস খাজনা লইতে হইবে।

কমিস্যনরেরা যে কমদর যুক্ত টেণ্ডর হইলেই গ্রাহ্য করিবেন কিম্বা কোন টেণ্ডর অগ্রাহ্য করণের কারণ দর্শাইবেন, এমত কোন অঙ্গীকার করেন না।

আর অন্য অন্য বিশেষ বিবরণ কমিস্যনরদিগের আফিসের সেক্রেটারি সাহেবের নিকট —অবগত হইতে পারিবে।

কমিস্যনরদিগের আদেশানুক্রমে
J. O. Beckett
জে, ও, বেকেট।
কমিস্যনরদিগের সেক্রেটারি।

১২ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৩

SUNGBAD PROBHAKUR

Calcutta, 12 April 1852.

৯ টাকা মূল্যের ওয়াচ।

সংবাদ প্রভাকরের নিয়মাবলী।

বিজ্ঞাপন

সংবাদ প্রভাকর মহাশয়।

পুস্তক,

১ চৈত্র ১২৬০। ১৩ মার্চ ১৮৫৪

বিজ্ঞাপন

খ্রীষ্টিয়ান বিরোধি মাসিক পুস্তক

বহুল কারণ বশতঃ উক্ত মাসিক পুস্তক ষষ্ঠ সংখ্যা পর্য্যন্ত রহিত হইয়াছিল, এক্ষণে পুনরায় আগামি মাস অবধি প্রকাশিত হইবে, অতএব দেশহিতৈষী হিন্দু মহাশয়দিগের প্রতি প্রকাশকের নিবেদন এই যে তাহারা স্বধর্ম্ম রক্ষার্থে এ বিষয়ে উৎসাহ প্রদানে কিছুমাত্র কৃপণতা না করেন। এই পুস্তক প্রকাশকের নিকট চিপ লাইব্রেরীতে কিম্বা ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীতে অথবা তত্ত্ববোধিনী সভায় কিম্বা প্রভাকর যন্ত্রালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত

১৬ আষাঢ় ১২৬১। ২৯ জুন ১৮৫৪

বিজ্ঞাপন

প্রায় পাঁচ মাস অতীত হইল অতি আশ্চর্য্য এক গোবৎস জন্মিয়াছে, তাহার সপ্ত পাদ, একত্র যোড়া দুই দেহ কিন্তু এক মস্তক, এক্ষণে এ বৎস ধর্ম্মতলার শ্রীযুক্ত হণ্টর কোম্পানির আড়গড়ার সম্মুখে ১১৩নং ভবনে রহিয়াছে যাঁহারা দর্শনেচ্ছা করেন তাঁহারা উক্ত বাটিতে গমন করিলে দেখিতে পাইবেন, দর্শক যদ্যপি একাকী হয়েন তবে অর্দ্ধমুদ্রা আর সপরিবার অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র সহিত দেখিতে ইচ্ছা করিলে ১ মুদ্রা দিয়া ডি উইলসন কোং বাটিতে কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ভবনে দ্বারের নিকটে টিকিট ক্রয় করিয়া প্রত্যহ দেখিতে পাইবেন ইতি।

২৯ শ্রাবণ ১২৬১। ১২ আগস্ট ১৮৫৪

বিজ্ঞাপন।

শিল্প বিদ্যালয়।

বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে ৺লালাবাবুর নূতন বাজারের বাটীতে আগামী ৩১শে শ্রাবণ সোমবারে বেলা ৪ ঘণ্টা সময়ে উপরোক্ত বিদ্যালয়ের সংস্থাপন হইবেক। তাহাতে অধুনা চিত্রকরণ এবং পুত্তলিকাদি গঠনোপযোগি বিদ্যার উপদেশ প্রদত্ত হইবেক।

সোমবার, বুধবার এবং শুক্রবার দিবসে চিত্রকর শ্রেণীর শিক্ষা হইবেক এবং মূর্ত্তি নির্ম্মাতৃ শ্রেণীর শিক্ষা মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবারে হইবেক।

এক শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১ টাকা।

উভয় শ্রেণীতে উপদেশ প্রাপ্তির মাসিক বৃত্তি ১॥০ টাকা।

উক্ত বৃত্তি প্রতি মাসের শেষ দিবসে দিতে হইবেক।

বিদ্যার্থিরা বিদ্যালয়ের ছাত্র নির্দ্দেশে পুস্তকে আপন আপন নাম নির্দ্দিষ্ট করাইলে এক একখানি ছাত্রীয় পত্র (টিকিট) প্রাপ্ত হইবেন, ঐ পত্র বিদ্যার্থি কর্ত্তৃক প্রত্যহ শিক্ষকদিগকে দেখাইতে হইবেক। উক্ত পত্র ছাত্রেরা এক মাসের নিমিত্ত প্রাপ্ত হইবেন। মাস ... দিবসে ছাত্রীয়বৃত্তি আদায় হইলে আগামি মাসের নিমিত্ত পুনঃ নূতন পত্র প্রদত্ত হইবেক।

বৃত্তি গ্রহণ ও বিদ্যার্থিদিগের নাম নির্দ্দেশ করণার্থে এক ব্যক্তি প্রত্যহ বিদ্যালয়ে অপরাহ্ণে দুই ঘণ্টা অবধি চারি ঘণ্টা পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে। অদ্যাবধি এক সপ্তাহ সে ব্যক্তি পূর্ব্বাহ্নে ৭ ঘণ্টা অবধি ১০ ঘণ্টা পর্য্যন্ত তদর্থে তথায় উপস্থিত থাকিবেক।

চিত্র শিক্ষার্থিদিগকে এক একখানি প্রস্তর ফলক লেখনী শ্লেট ও পেন্‌শিল আনিতে হইবেক।

চিত্রকর শ্রেণীস্থ বালকেরা চিত্র করণে কিঞ্চিৎ সক্ষম হইলেই তক্ষণ বিদ্যাপদেশার্থে অপর এক শ্রেণীতে সংস্থাপিত হইবেক।

হজ্‌সন্ প্রাট
শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র
শিল্পবিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক

কলিকাতা।
ইং ৯ আগষ্ট, ১৮৫৪

১৫ ফাল্গুন ১২৬১। ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৫

বিজ্ঞাপন

ওরিয়েণ্টল সেমিনারি বিদ্যালয়ের শিক্ষিত বালকদিগের পঞ্চবিংশতি বার্ষিক পরীক্ষা আগামি ২৭ ফিব্রুআরি মঙ্গলবার দিবসে পূর্ব্বাহ্ন বেলা ১০ ঘটিকা কালে টৌনহালে হইবেক। প্রার্থনীয় যে এতদ্দেশীয় যুবাদিগের শিক্ষা বিষয়ে উৎসুক মহাশয়েরা তৎকালে তথায় উপস্থিত হইয়া বাধিত করিবেন।

কলিকাতা।
২৫ ফিব্রুআরি, ১৮৫৫

হরেকৃষ্ণ আঢ্য।
বিদ্যালয়াধ্যক্ষ

১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৬৪। ২৩ মে ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

অদ্য শনিবার যামিনী ৭ ঘটিকার সময় বিদ্যোৎসাহিনী সভায় "বেশ্যাগণের বাস করিবার নিমিত্ত এক নির্দ্দিষ্ট পল্লী নিরূপিত হয়" তন্নিমিত্ত লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন অর্পণ হইবেক, তাহার বিচার ও সেই বিষয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ হইবেক, দর্শক ও সভ্য মহোদয়গণ সভারোহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।
বিদ্যোৎসাহিনী-সভা সম্পাদক।

১ আশ্বিন ১২৬৪

বিজ্ঞাপন

শকুন্তলা মাসে মাসে প্রচার করিতে যেরূপ সংকল্প করা গিয়াছিল, তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে ক্ষুব্ধ আছি, কিন্তু যে যে কারণবশতঃ ইহাতে কৃতকার্য্য হই নাই, পাঠকবর্গের বিদিত কারণ তাহা লিখিতেছি। আদৌ সাংসারিক ব্যাপারেতে ব্যস্ত থাকাতে অবকাশ-প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই রচনা সকল সন্তোষজনক হইবে কিনা তাহাতেও মনে সংশয় ছিল, কিন্তু অধুনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং কাব্যপ্রিয় কবি অথচ আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ রায় প্রভৃতি এবং অপরাপর অনেকে ইহার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা কবি কুল তিলক শ্রীযুক্ত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় স্বকরকমলাঙ্কিত পত্রে এই কাব্যের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন, বোধহয় প্রভাকর পাঠকবর্গের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে, এই সমস্ত কারণ প্রযুক্ত দ্বিতীয় অঙ্ক প্রচার করিতে সাহসী হইয়াছি। যোড়াসাঁকো-নিবাসী বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ উৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় একখানি বিলাতের মুদ্রিত শকুন্তলা আমাকে দান করিয়াছেন, একারণ তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি, পুস্তক প্রকটন বিষয়ে বোধ করি তিনি সহায়তা করিবেন। এই পুস্তক হার্টফোর্ড নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মুদ্রাকারক ষ্টিফেন অষ্টিন কর্ত্তৃক অতি পরিপাটি রূপে মুদ্রিত হয়, ইহাতে মূল গ্রন্থ এবং তন্মধ্যস্থ কবিতার ইংরাজী অনুবাদ আছে, গদ্য এবং প্রাকৃত ভাষার অর্থ নাই। হেলবরি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনিয়র উইলিএমস্ সাহেব ইহা প্রণয়ন করেন, পূর্ব্বে ইনি আকশ্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সংস্কৃত ছাত্র ছিলেন, অধুনা ইংলণ্ডে বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় তিনখানা শকুন্তলা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু রামলাল মিত্র মহাশয় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ইতিহাস অর্থ্যাৎ শকুন্তলার উপাখ্যান নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক কদর্য্য কাগজ ও কদর্য্য অক্ষরে এঙ্গোলো ইণ্ডিয়ান যন্ত্রে বটতলার সান্নিধ্য হইতে প্রচার করা হয়, রচনা মন্দ নহে, কিন্তু ইহা নামমাত্র শকুন্তলা, অর্থাৎ নাট্যোক্ত ইতিহাসের সহিত অল্প সম্বন্ধ দেখা যায়। দ্বিতীয় শকুন্তলা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় উপাখ্যান ভাগ বলিয়া প্রচার করেন, ইনি অদ্বিতীয় গদ্য লেখক বলিয়া লোক সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রণীত গ্রন্থে কালিদাসের কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় নাই, ইহা কেবল আখ্যায়িকা মাত্র, বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বপ্রণীত বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন, বস্তুতঃ বাঙ্গালায় এই উপাখ্যান সঙ্কলন করিয়া আমি কালিদাসের ও শকুন্তলার অপমান করিয়াছি। তৃতীয় শকুন্তলা বৈদ্য শ্রীযুক্তবাবু নন্দকুমার রায় মহাশয় কর্ত্তৃক নাটকের আকারে অবিকল অনুবাদ হয়। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয় যে শকুন্তলা বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত করেন, ইহা হইতে পণ্ডিতের সাহায্যে ভাষান্তর হইয়াছে, কিন্তু মনিয়র উইলিএম্‌স সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শকুন্তলার সহিত তর্কবাগীশ মহাশয়ের মুদ্রিত পুস্তকের ঐক্য করিলে স্থানে স্থানে ভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়, সুপণ্ডিত সাহেব তজ্জন্য বহু পরিশ্রমে সে সকল ধৃত করিয়া ইটালি অক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছেন। রায় মহাশয় প্রণীত শকুন্তলা হইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্তির আশা ছিল, কিন্তু স্থানে স্থানে বিশেষ গদ্য রচনার কোন কোন অংশ এমত অপ্রাঞ্জল যে সহজে অর্থ সঙ্গতি হয় না। স্যার উইলেম জোন্স ও মনিয়র উইলিএম্‌স সাহেব প্রণীত অবিকল অনুবাদ নাটক যাহা ফোর্ট উইলেম কলেজের পুস্তকালয়ে দেখিতে পাই তাহাতে বিস্তর উপকার বোধ হইয়াছে, বিশেষতঃ শেষোক্ত গ্রন্থ যেরূপ সুমধুর ভাষায় রচিত ও পরিপাটীরূপে মুদ্রিত, তদ্দৃষ্টে পুলকিত হইতে হয়, বিলাতে যে এগজিবিশন হয়, উইলিএম্‌স সাহেব তাহাতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়েন। এই সমস্ত গ্রন্থ আলোচনা করিয়া আমি শকুন্তলা লিখিতেছি, ইহা পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে, কোন কোন স্থান মূল শকুন্তলা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু এরূপ অতি অল্প এবং স্থানে স্থানে বাহুল্য আছে, কাব্যের প্রধান অলঙ্কার উপমা, তাহা যত রক্ষা করিতে পারা যায় তদ্বিষয়ে ক্রটী করি নাই, উপমার জন্যই কালিদাসের এত আদর, সংস্কৃত কবিদিগের মধ্যে স্বভাবোক্ত বর্ণন ও উপমা কালিদাসের সদৃশ কাহারো নহে, এ নিমিত্তে প্রায় সমস্ত উপমা গ্রহণ করা গিয়াছে, অধুনা রচনার বিশেষ পাঠকেরা বিবেচনা করিবেন।

কলিকাতা।
প্রভাকর যন্ত্রালয়।
তারিখ ২ ভাদ্র।
শকাব্দাঃ ১৭৭৯

শ্রীহরিমোহন গুপ্ত

৬ পৌষ ১২৬৫। ২০ ডিসেম্বর ১৮৫৮

বিজ্ঞাপন

গঙ্গাসাগর সঙ্গম।

এই বিজ্ঞাপন পত্র দ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে, যে সকল ব্যক্তি সাগরে স্নান করিতে যাইবার নিমিত্ত ষ্টিমার অর্থাৎ বাষ্পীয় তরি যোগে যাত্রা করিতে বাঞ্ছিত হয়েন, এবং সেইজন্য অগ্রে টিকিট লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মাষ্টার ডবলিউ উইলিয়মস্‌ সাহেবের মিলিটারি ডিপার্টমেণ্ট অফিস চৌরঙ্গির ১৪ নম্বর ভবনে অথবা তাঁহার নিজালয়ে, ফ্রি স্কুলের উত্তর গেটের ১৮ নম্বর বাড়ীতে আপনাপন আবেদন পত্র অর্পণ করিবেন।

প্রত্যেক টিকিটের মূল্য ৮ অষ্ট মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক টিকিটে মাষ্টার ডবলিউ উইলিয়মস্‌ সাহেবের সিল মোহর এবং নাম স্বাক্ষর থাকিবেক।

২৬ পৌষ ১২৯৮। ৯ জানুয়ারি ১৮৯২

বিজ্ঞাপন।

"বিদ্যাসাগর ঔষধালয়"

হোমিওপ্যাথি।

যে মহাত্মা দানই মহদ্ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া এই মরসংসারে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, আমরা সেই স্বর্গীয় দেব বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পবিত্র নাম আমাদের ক্ষুদ্র ঔষধালয়ের শিরোপরে স্থাপন করিয়া দরিদ্র রোগীদিগকে আমাদের সাধ্যমত ঔষধ বিতরণ করিয়া থাকি।

বহুবাজার
হিদুরাম বানুর্জীর লেন

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র শর্ম্মা।
ম্যানেজার।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক। ৬৬

১৮২৯ সালে আগস্ট মাসে কলকাতা শহরে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। 'বঙ্গদূত' পত্রিকা থেকে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকা ২২ আগস্ট ১৮২৯ এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশ করেন :

"ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক।—আগামি ১৭ আগষ্ট অবধি এই নূতন ব্যাঙ্কের কর্ম্মারম্ভ হইবেক এবং তাহার যে নিয়মপত্র প্রস্তুত হইয়াছে তাহা বাঙ্গলা ভাষায় তর্জমা করিয়া একখানি কেতাব হইবেক যেহেতুক এতদ্দেশীয় অনেক লোক ঐ ব্যাঙ্কের অংশী হইয়াছেন, তাহারদিগের তাহাতে ব্যাঙ্কের রীতি ও ধারা অনায়াসে বোধ হইবেক।"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' প্রথম ভাগ, ১৬৮

প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যাঙ্কের কাজ আরম্ভ হয় ১৭ আগস্ট ১৮২৯। পরে মধ্যে মধ্যে ব্যাঙ্কের সংকটকালে দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রচুর অর্থ দান করেন। ১৮৪৭ সালের বাণিজ্য-সংকটে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক উঠে যায়। ভোলানাথ চন্দ লিখেছেন :

"...in 1847, a great commercial crisis overtook the world. Several hundred bankruptcies occurred in England. In Calcutta, there were failures with the exception of one single firm. The fall of the Union Bank was the heaviest in the crash. Nearly all its stock was lent out and buried in Indigo concerns. And in a state of general collapse, the out-turn of the season mostly sold for a song—for Rupees 50 a maund. Three-fourths of its capital became a dead loss. Numbers lost their deposits. Public credit sustained a terrible shock."—Bholanauth Chunder : *Raja Digambar Mitra, C. S. I., His Life and Career,* Calcutta 1893, 30.

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হবার পর কাশীপ্রসাদ ঘোষ সম্পাদিত ইংরেজী 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সার' পত্রিকায় একটি বাংলা গানটি প্রকাশিত হয়েছিল। সমাজের বড় বড় ঘটনা ও দুর্ঘটনা নিয়ে তখন আমাদের দেশে এই ধরনের ছড়া ও গান লোকে মুখে মুখে রচনা করত। গানটি এই :

বিলাতে সিটন সাহেব যাইয়ে,
কুইনের প্রতি খেদে কয়।
টৌনে এক্ষণে, হয়েছে ক্লইন সমুদয়॥
শুন ওগো মহারাণী।
ইণ্ডিয়ার যে নিউস জানি।
লেটরখানি করে এনেছি॥
চেতালার হাট, কেল্লার মাঠ।
চাণকের মাঠ, চাঁদপালের ঘাট।
ওয়াক করেছি॥
যত কলিকাতার ধনিগণ।
কাহার নাহিক ধন।
প্রায় সকলে ইন্সালবেণ্ট নিতেছে॥
কুইন ভিক্‌টোরিয়া।
তোমার ইণ্ডিয়া।
কেবল নাম আছে॥
সেতা ইউনিয়ান ব্যাঙ্ক নাই।
কাকরেল নাই, টালা নাই।
জলে জাহাজ নাই।
কেবল ছাতু নাটু ধুলায় পড়ে কাঁদতেছে।
নরসিংহ রাজা মাধব বাবু হাপু গণতেছে।
ইনসালবেণ্ট আদালতে।
পিল সাহেবের বিচারমতে।
সবাই তাতে ভর্ত্তি হতেছে॥
সুপ্রিম কোর্ট ব্যাঙ্ক নোট।
কেবল লোট লেগেছে চোট।
ওলট পালোট সহর হতেছে॥
যাদের আছে কিছু বিষয়।
তারা সব পেয়ে ভয়।
দেখে ডামাডোল, বেনামা করতেছে॥
কুইন ভিক্‌টোরিয়া
তোমার ইণ্ডিয়া
কেবল নাম আছে॥

'কাকরেল', 'টালা' (টুলো) প্রভৃতি বিদেশী এজেন্সি হাউসের নাম। 'ছাতু নাটু' হলেন সাতুবাবু লাটুবাবু, বিখ্যাত ধনকুবের রামদুলার দে'র পুত্র।

দ্রষ্টব্য : H. Tucker : *Papers relative to the establishment of first Public Bank in Calcutta* (1860) ; *Cockerell and Co. of Calcutta and Union Bank*, Cal. 1848 ; J. C. Stewart : *Facts and Documents relatiug to the Affairs of Union Bank of Calcutta, etc.* ; Cal. 1848.

নীলকর সাহেব ও নীলচাষ। ৭৩, ৭৪, ৮১, ৯৮, ১০২-৪, ১০৬, ১০৯-১৩ :

১৮৩৫ সালে প্রকাশিত John Phipps রচিত নীলচাষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে মঁশিয়ে ল্যুই বোনার্দ নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক ভারতবর্ষে প্রথম নীলচাষ আরম্ভ করেন। ১৭৭৭ সালে তিনি বাংলাদেশে আসেন এবং হুগলি জেলার তালডাঙ্গায় একটি ছোট নীলকুঠি স্থাপন করেন। স্থানটি নীলচাষের পক্ষে সুবিধাজনক নয় বলে তিনি পরে চন্দননগরের কাছে গোঁদলপাড়ায় নীলকুঠি স্থানান্তরিত করেন। (Watt, *A Dictionary of the Economic Products of India IV*, 393, Minden Wilson, *History of Behar*, (1880), 69, 72.

প্রিন্সেট নামে একজন নীলকর সাহেবের সঙ্গে ১৭৭৯ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম নীল সরবরাহের চুক্তি করেন। আঠার শতকের শেষ পর্বে নীলচাষ যে বাংলাদেশে বেশ প্রচলিত হয়েছিল তা ১৭৮৮, ১ নবেম্বর তারিখে কর্ণওয়ালিসের এই 'মিনিট' পাঠে বোঝা যায় : "Indigo which is but recently exported from Bengal as an article of foreign commerce, absolutely creates a new source of wealth to it, capable perhaps of being in time rendered equal to the demands of the greatest part of Europe." *Bengal Board of Trade (Indigo) Proceedings*, December 6, 1811.

উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নীলকরদের দাদন দিয়ে নীল ক্রয় করতেন, কিন্তু তার পর থেকে দাদন দেওয়া প্রায় বন্ধ করে দিয়ে তাঁরা নগদ মূল্যে কেনা আরম্ভ করেন। তার জন্য কলকাতায় ১৮০৬ সালে একটি বড় নীলগুদামও স্থাপন করা হয়। ইয়োরোপীয় নীলকরেরা মূলধন সংগ্রহ করতে থাকেন প্রধানত বিদেশী এজেন্সী হাউসগুলি থেকে এবং নূতন প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্ক থেকেও ('ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' দ্রষ্টব্য)। জমিদখল ও নীলকুঠি স্থাপনের জন্য নীলকরদের অনুমতি নিতে হত কোম্পানির কাছ থেকে। উনিশ শতকের বাংলার Board of Revenue-এর নথিপত্রে নীলকরদের এই আবেদনপত্র প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। প্রথমদিকে ৫০ থেকে ৭৫ বিঘার বেশি জমি নীলচাষের জন্য সাহেবদের দেওয়া হত না (W. W. Hunter, *Bengal M. S. Records I*, 272)। এই জমি

চাষের পক্ষে অল্প হত বলে নীলকররা কুঠির সংলগ্ন চাষের ক্ষেত দখল করার এবং চাষীদের প্রলোভন দেখিয়ে অথবা জুলুম করে নীলচাষ করানোর চেষ্টা করতেন। আবাদী জমি নষ্ট হয়ে যায় বলে স্থানীয় জমিদাররা চাষীদের নীলচাষ করতে নিষেধ করতেন ও বাধা দিতেন। তার ফলে নীলকর সাহেব, স্থানীয় জমিদার ও চাষীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ বাধত এবং প্রায়ই লাঠালাঠি মারামারি হত। ক্রমে জমিদারদের কাছ থেকে জমি লীজ নিয়ে নীলকররা নীলচাষ করতে আরম্ভ করেন, জমিদাররাও প্রজাদের খাজনা আদায়ের দায় থেকে মুক্তি পান। অতঃপর অবশ্য এদেশের জমিদাররা মুনাফার লোভে নিজেরাই নীলচাষের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিদেশীদের তুলনায় এদেশী জমিদার-নীলকরেরাও কম অত্যাচারী ছিলেন না।

দ্রষ্টব্য: Buchanan: *Patna Goya Report: Purnea Report; Shahabad Report*.

Minutes of Evidence taken before Select Committee on the Affairs of the E. I. Co. (1832).

Bengal Secretariat Records: *Board of Trade (Indigo) Proceedings, 1811-12; Board of Trade (Commercial) Proceedings, 1793-1833.*

Selections from the Records of the Government of Bengal—No. XXXIII, Parts I, II, III—Papers relating to Indigo Cultivation in Bengal.

Report of the Indigo Commission.

Hindoo Patriot, 1861 and 1862; *Bengal Hurkaru*, 1861.

দীনবন্ধু মিত্র: নীলদর্পণ।

Lalit Chandra Mitra (দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র): *Indigo Disturbance in Bengal*, Calcutta 1906.

এজেন্সী হাউস (হৌস)। ৭৩

১৮৩৩ সালে *Select Committee of the House of Commons*-এর সামনে Alexander and Co.-র অন্যতম অংশীদার টমাস ব্র্যাকেন এজেন্সী হাউসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন:

"The Agency Houses were chiefly formed of gentlemen who had been in the civil and military services, who finding their habits better adapted for commercial pursuits, obtained permission to resign their situations and engage in agency and mercantile business. They received the accumulation of their friends in the Company's service. They lent

them to others or employed them themselves for purposes of commerce, they were in fact the distributors of capital rather than the possessors of it. They made their profits in the usual course of trade and by difference of interst in lending and borrowing money and by commission. In course of time carrying on successful commerce many became possessors of large capital and returned to England having most part of it there. The Agency Houses became the usual depository of a great portion of the savings and accumulations of the civil and military services of India."

কোম্পানির সিবিল ও মিলিটারী কর্মচারীরা চাকুরির অর্থে সন্তুষ্ট না হয়ে ক্রমে ব্যবসাবাণিজ্য ও দালালিকর্মের প্রতি অনুরাগী হয়ে ওঠেন। চাকুরি থেকে পদত্যাগ করে তাঁরা অনেকে নিজেদের ও বন্ধুবান্ধবদের সঞ্চিত অর্থ মূলধন করে এদেশে 'এজেন্সী হাউস' স্থাপন করেন। ১৭৭০ সালের মধ্যেই বেশ বড় বড় কয়েকটি এজেন্সী হাউস কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৯০ সালের মধ্যে প্রায় চোদ্দ-পনেরটি এজেন্সী হাউস কলকাতায় মূলধনের ব্যবসা আরম্ভ করেন। এই সব হাউসের মধ্যে প্রধান হল—

Palmer & Co., Alexander & Co., Colvins Bazett & Co., Fergusson & Co., Mackintosh & Co., Cruttendon & Co., Barretto & Co., Cockerell & Delisle, Lambert & Ross, Paxton ইত্যাদি—*The Bengal Calender and Register* (1790).

১৮২৫ সালের মধ্যে দেখা যায় বাংলাদেশে ৩৪টি এজেন্সী হাউস স্থাপিত হয়েছিল (*East India Register and Directory,* 1825)। আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হবার আগে এইসব এজেন্সী হাউসই অনেকটা ব্যাঙ্কের কাজ করত। বাংলার বহির্বাণিজ্য (বৈদেশিক) ও অন্তর্বাণিজ্য অধিকাংশ এদের দ্বারাই পরিচালিত হত। গৃহনির্মাণ, জাহাজ-নির্মাণ ও অন্যান্য ব্যবসায়েও এদের যথেষ্ট মূলধন খাটত। কিন্তু এজেন্সী হাউসের সবচেয়ে বেশি মূলধন বোধ হয় বাংলাদেশে নীলচাষে নিযুক্ত ছিল। ১৮২৬-৩৩ সালের ব্যাপক বাণিজ্য-সংকটে এজেন্সী হাউসগুলির যখন দ্রুত পতন হতে থাকে তখন দেখা যায় যে বাংলাদেশে নীলচাষে ব্যবহৃত বাৎসরিক প্রায় দুইকোটী টাকা মূলধনের মধ্যে কমবেশি ১৬০ লক্ষ টাকা এই হাউসগুলির। ১৮২৬-২৭ সালে ডেভিডসন, মার্শাল, বার্নেট, মেণ্ডিটা, ব্যারেটো প্রভৃতি বিদেশী হাউস, এবং আনন্দমোহন ও সুবলচন্দ্র পাল, রাধামোহন ও কিষণমোহন পাল, গঙ্গাগোবিন্দ ও হরগোবিন্দ শীল, বিশ্বম্ভর ও চন্দ্রকুমার পাইন, রামনারায়ণ ও মাধবচরণ দে, মথুরামোহন সেন, সুবলচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি এদেশী এজেন্সী হাউসের পতন হয়। ১৮৩০-৩৩ সালের মধ্যে পামার কোং, আলেকজাণ্ডার কোং, স্কট কোং প্রভৃতি অন্যান্য

আরও বড় বড় হাউসের দ্রুত পতন হয়। এজেন্সী হাউসের এই পতনের ফলে ব্রিটিশ আমলের বাংলাদেশের ধনিকশ্রেণীর একটা বড় অংশের সঞ্চিত অর্থ, ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং বাঙালীর আর্থিক জীবনে ঘোর বিপর্যয় দেখা দেয়।

দ্রষ্টব্য : এজেন্সী হাউসের উত্থান-পতনের বিস্তারিত ইতিহাস ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠি তাঁর *Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793-1833* (Calcutta 1956) গ্রন্থে (প্রথম ও পঞ্চম অধ্যায়) লিপিবদ্ধ করেছেন।

মেকানিক্স ইনষ্টিটিউট। ৬৭

ইংলণ্ডে 'মেকানিক্স ইনষ্টিটিউট' (Mechanics Institute) স্থাপিত হতে থাকে ১৮২০ সালের পর থেকে। ট্রেভেলিয়ান লিখেছেন : "From 1823 onwards Mechanics' Institutes, begun in Scotland by Dr. Birbeck, spread through industrial England. The flame was fanned by the bellows of Henry Brougham's, organizing and advertising genius, in the period of his greatest public service... The success of these Mechanics' Institutes, with an annual subscription of a guinea, showed that whatever was happening to other classes of workers, prosperity was coming to the engineers and mechanics from the Industrial Revolution which had called them into being. Francis Place, the Radical tailor, had seen the first efforts of the working classes at self-education crushed in the anti-Jacobin panic a generation before ; but in 1824 he described his pleasure at seeing 'from 800 to 900 clean respectable-looking mechanics paying most marked attention to a lecture on chemistry. That year the *Mechanics' Magazine* sold 16,000 copies ; and 1500 workmen subscribed a guinea apiece to the London Institute."—G. M. Trevelyan : *English Social History*, London (1948), 479-80.

'মেকানিক্স ইনষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা একটা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে ইংলণ্ডের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গড়ে উঠতে থাকে শিল্পবিপ্লবের পর থেকে। শিল্পবিদ্যার বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, অর্থনীতি রসায়ন বলবিদ্যা ইত্যাদি, শ্রমিকদের বুনিয়াদী শিক্ষাদান করাই এই সব ইনষ্টিটিউটের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ট্রেভেলিয়ানের বিবরণ থেকে বোঝা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয় প্রহর থেকে ইংলণ্ডের শ্রমিকদের এই আত্মশিক্ষার আন্দোলন বেশ জোরালো হয়ে উঠে। ১৮২৪ সালে 'মেকানিক্স ম্যাগাজিন' ১৬,০০০ কপি শ্রমিকদের মধ্যে বিক্রী হওয়া তার প্রমাণ।

আমাদের দেশে শিল্পবিপ্লব হয়নি বটে, কিন্তু ইংরেজের সংস্পর্শে আসার দরুন ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনের অনেক উপাদান আমরাও লাভ করেছিলাম। তার মধ্যে এই 'মেকানিক্স ইনস্টিটিউট' একটি। ১৮৩৯ সালে (ইংলণ্ডের খুব বেশি দিন পরে নয়) কলকাতায় 'মেকানিক্স ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয় একই উদ্দেশ্যে, কিন্তু স্বভাবতঃই সে-উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ১৮৪৩ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক জর্জ টমসন কলকাতায় আসেন এবং এই ইনস্টিটিউটে বক্তৃতাও দেন (টাউন হলে, ১৮৪৩, ৭ মার্চ)। তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠা অবধি এই ইনস্টিটিউটের কার্যকরী সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন।

দ্রষ্টব্য : George Thomson : *Addresses delivered at Meetings of the Native Community of Calcutta and on other occasions*, Calcutta 1843.

Friend of India, 7 March 1839.

Bengal Hurkaru, 9 March 1843.

টাকার সুদ। ৭৯

সংবাদ প্রভাকর লিখেছে : "পূর্ব্বকালে কর্জ্জের টাকার অধিক সুদ অর্থাৎ বৃদ্ধি গ্রহণের নিয়ম এদেশে চলিত ছিল না" ইত্যাদি এবং ইংরেজ কোম্পানির আমলে সুদের হার অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ধর্মসূত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, মনুস্মৃতি প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে দেখা যায়, এদেশে ইংরেজপূর্ব যুগেও সুদখোরশ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল সমাজে, এবং সুদগ্রহণের নানাবিধ বিধিনিষেধ থাকলেও প্রাচীন ভারতে সুদের দৌরাত্ম্য কম ছিল বলে মনে হয় না। বিধিনিষেধগুলি প্রধানত ছিল ব্রাহ্মণাদি উচ্চজাতির স্বার্থানুকূল্যে, বাণিজ্যের বা বণিকশ্রেণীর স্বার্থে কদাচ নয়। অন্তর্বাণিজ্য বা বহির্বাণিজ্যের ভৌগোলিক বা সামাজিক শ্রেণীগত বিস্তারও প্রাচীন ও মধ্যযুগে আদৌ ছিল না বলা চলে, তার ফলে টাকার প্রচলনও (circulation of money) সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল, ঋণের লেনদেন বাণিজ্যসূত্রে বিশেষ হত না। টাকার চাহিদা ছিল না বলে সুদের হারেরও ওঠানামা নির্দিষ্ট গণ্ডীবদ্ধ ছিল। ব্রিটিশ যুগে বাণিজ্যের মধ্যযুগীয় বর্ণগত বন্ধন শিথিল হতে থাকে, দেশে-বিদেশে বাণিজ্যের বিস্তার হয়, টাকার লেনদেন, চাহিদা, ঋণের আবশ্যকতা অনেক বৃদ্ধি পায়। তারই ফলে এদেশের মহাজন, সৌকর ও স্রফ প্রভৃতি 'indigenous banker'-রা টাকার ব্যবসায়ে সুদ-রূপ মুনাফা উপার্জনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন।

দ্রষ্টব্য : P. Banerjea : *Public Administration in Ancient India ;* R. Mukherjee : *Local Government in Ancient India ;* B. Ramchandra Rau : *Present-day Banking in India ;* J. C. Sinha : *Economic Annals of Bengal ;*

P. Banerjee : *Public Finance in the Days of the Company ;* Dr. N. K. Sinha : *Economic History of Bengal,* Vol. I.

এদেশীয় যোগ্য ব্যক্তিদের রাজকর্মে নিয়োগ । ৮১

১৬৯৮ সালে কলকাতার তিনটি গ্রামের জমিদারীস্বত্ব কিনে এদেশে ইংরেজ কোম্পানির সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের সময় থেকে প্রায় আঠার শতকের শেষ কর্ণওয়ালিশের সময় পর্যন্ত ইংরেজরা সর্ববিধ রাজকার্যে এদেশের লোকদের নিয়োগ করেছেন। জমিদারী-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিচার প্রভৃতি সকল বিভাগেই বাঙালী কর্মচারীর বেশ আধিপত্য ছিল। মনে হয় গোড়ার দিকে এদেশের রীতিপদ্ধতি, আচারবিচার ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না বলে এদেশীয় লোকের সহযোগিতা পদে পদে গ্রহণ করতে খানিকটা বাধ্য হয়েছেন। অতঃপর ক্রমে যত তাঁরা এদেশের ব্যাপার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আরম্ভ করেছেন তত তাঁদের এই কর্মনিয়োগনীতি পরিবর্তিত হয়েছে। ধীরে ধীরে এদেশীয় কর্মচারীর বদলে তাঁরা ইয়োরোপীয় কর্মচারী নিয়োগের দিকে নজর দিয়েছেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের পরে ম্যাকফার্সনের (১৭৮৫) সময় থেকে এই পরিবর্তন কার্যক্ষেত্রে স্পষ্ট দেখা যেতে থাকে। কর্ণওয়ালিশের সময় এই ইয়োরোপীয়-নিয়োগনীতি স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। ওয়েলেসলির সময়ে এই নীতি আরও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষিত হয়। তিনি বলেন :

"The duty and policy of the Government in India...require that the system of confiding the immediate exercise of every branch and department of the government to Europeans educated in its own service, and subject to its own direct control, should be diffused as widely as possible, as well with a view to the stability of our own resources as to the happiness and welfare of our own subjects." (*Despatches,* quoted in Appendix C to the Minutes of Evidence taken before the Select Committee, 1852-53).

ওয়েলেসলির এই নীতি স্বভাবতঃই এদেশের লোকের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করেছিল। তা সত্ত্বেও এই নীতি উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের সময় পর্যন্ত ইংরেজ কর্মকর্তারা নির্বিবাদে অনুসরণ করে চলেছেন। মোটা বেতনের উচ্চপদগুলি ইয়োরোপীয়দের প্রায় একচেটিয়া ছিল বলা চলে, এবং স্বল্প বেতনের নিম্নতম পদগুলি পূর্ণ করতেন বাঙালীরা তথা ভারতীয়রা (Kaye, *History of the Administration of the East India Company,* 420-21)। এর ফলে রাজকার্য পরিচালনার ব্যয় অত্যধিক বেড়ে যায় এবং ক্রমেই ব্যয়বাহুল্য জটিল সমস্যাকারে দেখা দিতে থাকে। ১৮৩২-৩৩ সালে এই বিষয়ে পার্লামেণ্টারী

জন্য কমিটি নিয়োগ করে অনুসন্ধান করা হয়। কমিটি হোল্ট ম্যাকেঞ্জিকে (Holt Mackenzie) প্রশ্ন করেন : "The result of your opinion is that the finances of India would be much improved by the employment of natives ?" এর উত্তরে ম্যাকেঞ্জি বলেন : "I think so ; I think the natives are quite equal to Europeans in intellect." (Minutes of Evidence before the Select Committe, 1832-33.)

১৮৩৩ সালের Charter Act-এ এদেশীয় লোকদের সরকারী কর্মে নিয়োগের অন্তরায়গুলি অপসারণ করা হয়। অ্যাক্টের ৮৭নং ধারায় বলা হয় : "And be it enacted that no native of the said territories, nor any native-born subject of His Majesty resident therein, shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under the said Company." কোম্পানির ডিরেকটররা এই ধারাটি ব্যাখ্যা করে লেখেন : "The meaning of the enactment we take to be that there shall be no governing caste in British India ; that whatever other tests of qualification may be adopted, distinctions of race or religion shall not be of the number ; and that no subject of the King, whether of Indian or British or mixed descent, shall be excluded either from the posts already conferred on our uncovenanted servants in India, or from the covenanted service itself, provided he be otherwise eligible." (*Despatch from the Court*, dated the 10th December, 1834.)

কোম্পানির এই সদিচ্ছা দীর্ঘকাল চার্টারের ধারাবন্দী থাকে, কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। তবু এই সময় থেকে এদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা সরকারী কাজকর্মে ক্রমে নিযুক্ত হতে থাকেন, এবং শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও সর্বক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। ১৮৪৪ সালে হার্ডিঞ্জ তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি ঘোষণাকালে বলেন যে রাজকার্যে শিক্ষাই হবে যোগ্যতার অন্যতম মাপকাঠি, জাতি নয়। শিক্ষিত বাঙালীরা এই ঘোষণায় আনন্দিত হয়ে ২৫ নবেম্বর ১৮৪৪ কলকাতার ফ্রি চার্চ ইনষ্টিটিউশনে একটি বিরাট সভার আয়োজন করেন। ১৮৪৪, ২৮ নবেম্বর 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে এই সভার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। রামগোপাল ঘোষ সভায় সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এক প্রস্তাব পেশ করলে কিশোরীচাঁদ মিত্র তা সমর্থন করে বলেন : "Among the formidable obstacles which oppose themselves to the progress of education in our country, the absence of all connection

between education and pecuniary success in the world is one of the principal... I hail therefore this resolution as, by recognising the claims of educated above those of uneducated natives to Government employ, it cannot but further the mighty work of moral and intellectual eneightenment of our countrymen."

লবণ ব্যবসা । ৮১

বহুকাল থেকে বাংলাদেশে অন্তর্বাণিজ্যের প্রধান পণ্য ছিল লবণ। পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানির কর্মচারীদের লবণ ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যক্তিগত ব্যবসা নিয়ে বাংলার নবাবের সঙ্গে বিরোধ ঘটতে থাকে। অবশেষে মীরজাফরের সঙ্গে এক চুক্তিতে (১০ জুলাই ১৭৬৩) স্থির হয় যে কেবল লবণের উপর সামান্য শতকরা ২½ ভাগ শুল্ক নির্ধারিত থাকবে, বাকী সব দ্রব্য শুল্ক থেকে রেহাই পাবে। ১৭৬৪, ৮ ফেব্রুয়ারি কোম্পানির ডিরেক্টররা কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দেন। তা সত্ত্বেও ক্লাইভ একটি 'সোসাইটি' স্থাপন করে লবণ ব্যবসা চালাবার ব্যবস্থা করেন। কোর্টের আদেশে ১৭৬৮ সালে এই সোসাইটি উঠে যায় এবং লবণ তৈরির ও সরবরাহের ব্যবসা এদেশের জমিদার ও বণিকদের হস্তগত হয়। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস এই অধিকার কেড়ে নিয়ে লবণ-ব্যবসা কোম্পানির কুক্ষিগত করেন। এই সময় খালারীগুলি (যেখানে লবণ তৈরি হত তাকে 'খালারী' বলত) ইজারা দেবার ব্যবস্থা হয় এই শর্তে যে ইজারাদাররা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ তৈরি করে সরকারকে দেবেন এবং সরকার সেই লবণ এদেশীয় ব্যবসায়ীদের সরবরাহ করবেন। এই ব্যবস্থার ফলে লবণের বাজার সরকারের পক্ষে দখল করা সম্ভব হয় নি। ১৭৭৬ সালে তাই হেস্টিংস ব্যবস্থা করেন যে লবণ তৈরি ও লবণ বিক্রী দুইই ইজারা দেওয়া হবে, কিন্তু তাতে ইজারাদাররা বিশেষ লাভবান হননি। ১৭৮০ সাল থেকে তাই আবার এক নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। কোম্পানি বাংলাদেশে নিজেরই তত্ত্বাবধানে ইয়োরোপীয় এজেণ্ট নিযুক্ত করে লবণ তৈরির ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে হিজলি, তমলুক, সালকিয়া (হাওড়া), ভুলুয়া (নোয়াখালি), চট্টগ্রাম, যশোহর ও রায়মঙ্গলে (চব্বিশ-পরগণা) কোম্পানির লবণ তৈরির কেন্দ্র (Agency) ছিল।

১৭৮৬-৮৭ সাল পর্যন্ত হেস্টিংসের এই ব্যবস্থা মোটামুটি প্রচলিত থাকে। কর্ণওয়ালিশ এর সামান্য একটু পরিবর্তন করেন এইভাবে যে উৎপন্ন লবণ নিলামে বিক্রী করা হবে ব্যবসায়ীদের কাছে। মলাঙ্গীরা (যারা লবণ তৈরি করত তাদের 'মলাঙ্গী' বলত ; কলকাতা শহরে লবণ তৈরির অনেক খালারী ছিল, বৌবাজারের কাছে 'মলাঙ্গা লেন' নামে রাস্তা তার একটিমাত্র সাক্ষী হিসেবে এখনও আছে) যাতে উৎপীড়িত না হন সেজন্য কর্ণওয়ালিস 'বোর্ড অফ রেভিনিউ' থেকে লবণ-বিভাগ 'বোর্ড অফ ট্রেড'-এর অধীন

করেন। লবণ উৎপাদন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি তদন্তও করা হয় এই সময়। তদন্ত করে দেখা যায় যে দুটি উপায়ে কোম্পানি লবণ উৎপাদনের ব্যবস্থা করতেন, একটি 'ঠিকা' মলাঙ্গীদের দ্বারা, আর একটি 'বাধ্য' মলাঙ্গীদের দ্বারা। বাধ্য যাঁরা তাঁদের ওপরই পীড়ন করা হত বেশি। ১৭৯৪ সালে মলাঙ্গীদের মধ্যে এই বিভেদ দূর করা হয়।

কোম্পানির এই একচেটিয়া লবণ-ব্যবসায়ের ফলে জমিদাররা লবণের ইজারাদারী থেকে বঞ্চিত হন বলে তাঁদের বাৎসরিক খাজনা থেকে খালারী-খাজনা মকুব করা হত, কাউকে বা কিছু মাসহারা দেওয়া হত। মাসহারা প্রধানত তাঁদেরই দেওয়া হত যাঁরা লবণ উৎপাদনের জন্য কোম্পানির কাছে তাঁদের জমিদারী হস্তান্তরিত করতে বাধ্য হতেন, এবং কোম্পানি 'কলেক্টর' ও 'সল্ট-এজেন্ট' মারফৎ সেই জমিদারী তত্ত্বাবধান করতেন। ১৮১৭ সাল থেকে বাংলাদেশে বিদেশী লবণ আমদানী হতে থাকে, ১৮৩৫ সাল থেকে খুব বেশি পরিমাণে হয়। আমদানী-শুল্ক মণ প্রতি তিন টাকা চার আনা থেকে ১৮৪৯ সালে আড়াই টাকা পর্যন্ত হয়।

১৮৩৬ সালে সিলেক্ট কমিটি তাঁদের রিপোর্টে লবণ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: "The evils usually incident to a government monopoly in a great article of consumption are not wanting in the salt monopoly in India ; and they are not convinced that the same amount of revenue which has been hitherto derived from the monopoly might not be collected with equal security to the revenue and great advantage to the consumer and commerce under a combined system of customs and excise." ১৮৩২-৩৩ সালে রামমোহন রায় সিলেক্ট কমিটির কাছে বলেন: "As salt has by long habit become an absolute necessity of life, the poorest peasants are ready to surrender everything else in order to procure a small proportion of this article...if salt were rendered cheaper and better, it must greatly promote the common comforts of the people." ১৮৫২-৫৩ সালে সিলেক্ট কমিটির কাছে লবণ-শুল্ক রহিত করার জন্য বহু আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। ১৮৫৩ সালে বিলেতের কমন্স-সভায় লবণ-শুল্ক রহিত করার জন্য একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়, কিন্তু ভারত-সরকার তা গ্রহণ করা সঙ্গত বিবেচনা করেননি। ১৮৫৬-৫৭ এবং ১৮৫৭-৫৮ সালে, কাস্টমস শুল্ক বাদে, লবণ খাতে রাজস্ব আদায় হয়েছিল যথাক্রমে ২৫০১৮৮১ পাউণ্ড ও ২১৩১৩৪৬ পাউণ্ড; কাস্টমস শুল্কসহ ৩৮১২২১৭ পাউণ্ড ও ৩২৪৯৯৭৮ পাউণ্ড। অর্থাৎ কোম্পানির রাজত্বের অবসানকালে ভারতের মোট রাজস্বের প্রায় দশভাগের একভাগ লবণ খাতে আদায় হত (P. N. Banerjea, *Indian Finance in the Days of the Company*, 1928, Chapter V)।

দ্রষ্টব্য : W. K. Firminger : *The Fifth Report*, Cambray ed., Calcutta 1917, 3 Volumes.

N. K. Sinha (ed.) : *Midnapur Salt Papers, 1781—1807* (Selections from District Records), 1954.

H. R. Ghosal : *Economic Transition in the Bengal Presidency, 1793-1833*, Patna 1950, Chapter V.

এদেশীয় ধনিকরা ব্যবসায়ী নন (কেন ?) । ৯২

সন্ধানী পাঠকরা লক্ষ্য করলে দেখবেন, প্রভাকর-সম্পাদক একাধিকবার এই প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন, এবং তাঁর অন্যতম সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বহুবার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ('সম্পাদকের কথা' দ্রষ্টব্য)। আঠার শতকে যে সব বাঙালী দেওয়ানি-বেনিয়ানি-মুৎসদ্দিগিরি, দালালি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন, তাঁদের অনেকের সঞ্চিত অর্থ উনিশ শতকের মাঝামাঝির মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। ১২৫৮ সনে প্রভাকর-সম্পাদক লিখছেন, "যে সকল পরিবার পূর্ব্বে বিলক্ষণ ধনবান ছিলেন···অধুনা তাঁহারদিগের বংশধরগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছেন, অপিচ যে সকল ব্যক্তি ধনসঞ্চয় করণে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারদিগের মধ্যেও কোন ব্যক্তি এমত সৌভাগ্যশালী হয়েন নাই, যে আমরা এস্থলে তাহার দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিতে পারি" (৯১ পৃ)। এর কারণ কি ?

প্রভাকর-সম্পাদকের মতে এর কারণ হল, আমাদের দেশের ধনিকরা ইংরেজদের মতন স্বাধীন বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হতে সাহস পান না, তার পরিবর্তে তাঁরা "লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া সাহেব বিশেষের মুচ্ছদ্দিগিরি কর্ম্ম করিতে পারেন"। কোম্পানির কাগজের সুদ খুব অল্প, "তথাচ সকলে কাগজ রাখিবার ইচ্ছা করিতেছেন"।

স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করে যাঁরা প্রচুর ধনোপার্জন করেছিলেন আঠার শতকে, তাঁদের মধ্যে মদন দত্ত, রামদুলাল দে-সরকার অন্যতম। কিন্তু এই বাণিজ্যের মুনাফা ছাড়াও ইজারাদারী করে অনেক বাঙালী আঠার শতকে প্রচুর ধনসঞ্চয় করেছিলেন। এই সঞ্চিত অর্থের অনেকটা অংশ 'এজেন্সী হাউস' ও 'ব্যাঙ্কে'র পতনের ফলে (১৮২৬-৩৩ সাল), লবণ ও আফিমের বেহিসেবী দালালি-ইজারাতে এবং ভূসম্পত্তি, অট্টালিকাদি স্থাবর সম্পত্তিতে, হয় নষ্ট হয়ে যায়, না হয় আটক হয়ে যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব থেকেই মনে হয়, বাঙালীদের মনে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে একটা ভীতির সঞ্চার হয়। বিলাসিতায়, মামলা-মোকদ্দমায়, দানধ্যানে, বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি কর্মে, পূজাপার্বণে ও ধর্মাকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তিতে বিপুল বিত্তের অপব্যয় হওয়া সত্ত্বেও ধনিক বাঙালীদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার মতন সঙ্গতি ছিল। কিন্তু প্রভাকর-সম্পাদক ঠিক ইঙ্গিতই করেছেন যে "কতিপয় ধনি ব্যক্তি আফিম নীল প্রভৃতি বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অতুল সম্পদের পদ

হইতে দুরাবস্থায় পতিত হওয়াতে আর কোন ব্যক্তি বাণিজ্য করিতে ইচ্ছা করেন না” ৯: পৃ)।

‘জ্ঞানান্বেষণ’, ‘বেঙ্গল স্পেক্টেটর’ প্রভৃতি পত্রিকায় দেখতে পাই, ‘ইয়ং বেঙ্গল’ দলও নিক বাঙালীর এই বাণিজ্যবিমুখতার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

বেঙ্গল ব্যাঙ্ক। ৯৭

‘Bengal Bank’ ও ‘Bank of Bengal’ দুটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান, বাংলায় দুটিকেই বেঙ্গল ব্যাঙ্ক’ বললে ভুল হয় না। কিন্তু প্রভাকর-পত্রে যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উল্লেখ আছে তা দ্বিতীয় ‘Bank of Bengal’, প্রথমটি নয়।

প্রথম ‘Bengal Bank’ আনুমানিক ১৭৮৫-৮৬ সালে কলকাতায় স্থাপিত হয় এবং ১৭৯১ সালে আর্থিক সংকটের ফলে উঠে যায় (J. C. Sinha : *Economic Annals of Bengal, 1757-1793*, 239-242)। দ্বিতীয় ‘Bank of Bengal’, অর্থাৎ আলোচ্য বেঙ্গল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় ১৮০৯ সালে। ১৮০৬ সালে বাংলা সরকার বিলেতের ডিরেক্টরদের কাছে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার অনুমতি চেয়ে পত্র লেখেন। পত্রের উত্তর আসার আগেই ১৮০৬ সালে ‘Bank of Calcutta’ নাম দিয়ে কলকাতায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে (১০ হাজার টাকা করে ৫০০ শেয়ারে বিভক্ত)। এই ব্যাঙ্কের আদি-পরিকল্পক অবশ্য হলেন তদনীন্তন অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারল হেনরি সেণ্ট জর্জ টাকার, এবং তিনিই প্রথম বেঙ্গল ব্যাঙ্কের পরিচালক-সভার সভাপতি হন। মূলধন পাঁচভাগের একভাগ গবর্ণমেণ্ট দেন। ১৮০৯, ২ জানুয়ারি সনদ অনুযায়ী ‘ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা’ নাম বদলে নতুন ‘ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল’ (বেঙ্গল ব্যাঙ্ক) প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৯-৩৩ সালে এজেন্সী হাউস ও ব্যাঙ্কের পতনের সময়, ১৮৫৬-৫৮ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময়, ১৮৬৩-৬৬ সালের আর্থিক বিপর্যয়ের সময় ‘বেঙ্গল ব্যাঙ্ক’ প্রচণ্ড আঘাত সহ করে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়। তারপর উনিশ শতকের আর্থনীতিক তরঙ্গবিক্ষোভ অতিক্রম করে, বিশ শতকে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর, বোম্বাই ও মাদ্রাজের আরও দুটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের সঙ্গে মিলিত হয়ে, বেঙ্গল ব্যাঙ্ক ‘ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া’-তে (বর্তমানে ‘স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া’) রূপান্তরিত হয়। ১৯২০, সেপ্টেম্বর মাসে Imperial Bank Act বিধিবদ্ধ হলেও, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কার্যারম্ভ হয় ১৯২১, ২৭ জানুয়ারি থেকে।

দ্রষ্টব্য : P. Banerjea : *Indian Finance in the Days of John Company*, 70-73.

B. R. Rau : *Present-day Banking in India*, 2nd ed., Chapter II, Appendix I.

আফিম বাণিজ্য। ৮৯

লবণের মতন আফিমও কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য ছিল। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত কেবল বিহার ও বারাণসীতেই আফিমের চাষ হত, পরে উত্তরবঙ্গে কিছু কিছু হয়। কোম্পানির রাজস্বের তৃতীয় বৃহত্তম উৎস ছিল আফিং, বাৎসরিক মুনাফা মধ্যে মধ্যে এক কোটীরও উপরে উঠত। পরিমাণের তুলনায় আফিমের দাম ছিল খুব বেশি। ১৮১৪-১৫ থেকে ১৮২২-২৩ সালের মধ্যে কলকাতার আড়তে ও নিলামে আফিমের দু'মণ বাক্স ১৭৮৫৲ টাকা থেকে ৪০০০৲ টাকা পর্যন্ত বিক্রী হয়েছে। আফিমের ব্যবসা চলত প্রধানত চীনের সঙ্গে, এবং চীনদেশের রাজাজ্ঞায় আফিম আমদানি একাধিকবার নিষিদ্ধ হলেও, গোপনে অবৈধ আফিম চালান দিয়ে কোম্পানি প্রচুর মুনাফা করেছেন। চীন থেকে বিলেতে চা আমদানী করার জন্য ইংরেজরা যে ঋণগ্রস্ত হতেন, তা তাঁরা প্রায় শোধ করে দিতেন আমাদের দেশের আফিম বেচে।

দ্রষ্টব্য : *Bengal Secretariat Records*—Board of Trade (Opium), Letters Issued, 1800-1806 ; Board of Trade (Opium) Proceedings, 1810-1819 ; Board of Customs, Salt and Opium (Opium) Proceedings, 1823-1832.

H. R. Ghoshal, *Op. Cit.* Ch. 6

Dr. N. K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol. I, Ch. 9.

হপ্তম পঞ্চম। ৯৫

প্রভাকর-সম্পাদক লিখেছেন "ভূম্যধিকারিগণের মধ্যে যাঁহারা দুর্দ্দান্ত হয়েন তাঁহার প্রজার বক্ষের উপর বাঁশ দিয়া টাকা সংগ্রহ করেন, হপ্তম পঞ্চমের অনেক মোকদ্দমা কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত হয় কোন প্রজা দুষ্ট হইলে নায়েবেরা তাহার দমনার্থ কালেক্টর সাহেবের সমীপে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করেন, কালেক্টর সাহেব তাহার কিছুই বুঝিতে পারেন না…" (৯৫ পৃষ্ঠা)।

এই 'হপ্তম পঞ্চম' কি? চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবার পর প্রজারা যখন খাজনার দায়ে ভিটেমাটি ও ক্ষেতজমি ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল, এবং জমিদাররা সূর্যাস্ত আইন অনুযায়ী এই অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব যোগান দিতে পারবেন না বলে যখন গবর্ণমেণ্টের কাছে অভিযোগ করতে আরম্ভ করলেন, তখন গবর্ণমেণ্ট নতুন আইন পাশ করে জোর-জুলুম করে খাজনা আদায়ের অধিকার দিলেন জমিদারদের। এই আইন (Regulation VII of 1799) কুখ্যাত 'হপ্তম' নামে পরিচিত। আইনটি অত্যধিক কঠোর হয়েছে বিবেচনা করে পরে ১৮১২ সালে তাঁরা এটিকে কিঞ্চিৎ সংশোধন করেন। এই সংশোধিত আইন (Regulation V of 1812) পঞ্চম নামে বিদিত। ফ্লাউড কমিশন এই আইন দুটি সম্বন্ধে লিখেছেন :

The "Haptam" and "Panjam."—the situation that developed led to the passing of the notorious "Haptam" (Regulation VII of 1799) by which the zamindars were vested with wide and arbitrary powers of distraint. To the Government of that time, it was an administrative necessity to have a stringent law of distraint in order to safeguard their revenue; but it is generally agreed that it was a mistake to arm the zamindars with such drastic powers without first enquiring into the root cause of the trouble, which was, that the rights of the Khudkasht Raiyats had been left undefined. The "Panjam" (Regulation V of 1812) mitigated to some extent the harshness of "Haptam's" provisions for distraint, without remedying the real defects.

—*Report of the Land Revenue Commission, Bengal,* Volume I, Para. 51, pp. 21-2.

স্বর্ণমুদ্রা। ৯৭

কোম্পানির আমলে স্বর্ণমুদ্রা ও অন্যান্য নানারকমের মুদ্রার কতদূর প্রচলন ছিল এবং ক্রমে একটি স্ট্যাণ্ডার্ড মুদ্রার নাগপাশে সমস্ত আর্থিক লেনদেন দৃঢ়বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য কোম্পানি কত প্রকারে চেষ্টা করেছিলেন, তার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া সম্ভব নয়। মোটামুটি বলা যায়, ১৭৫৩ থেকে ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত মুদ্রাসংক্রান্ত বিচিত্র পরীক্ষার পরে ১৮৩৫ সালে (Acts XVII and XXII of 1835) সারা ব্রিটিশ ভারতে এক মুদ্রার (স্বর্ণমুদ্রা নয়, রৌপ্যমুদ্রা) প্রচলন হয়।

দ্রষ্টব্য : Edgar Thurston : *Note on the History of the East India Company's Coinage from 1753-1835* (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1893).

J. C. Sinha : *Economic Annals of Bengal,* 110-153.

N. K. Sinha : *Economic History of Bengal,* Ch. VII.

মিশনারীদের ধর্মপ্রচার। ১৬২

খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাংলাদেশে আঠার শতকের শেষপর্ব থেকেই ধর্মপ্রচারে রীতিমত প্রবৃত্ত হন বলা চলে। ১৭৮৬ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারী জন টমাসের দ্বিতীয়বার বাংলাদেশে আসার পর থেকে, এবং কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ মিশনারীরা তাঁর অনুগামী হওয়াতে ক্রমে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার আন্দোলন প্রবল হতে থাকে। ১৭৮৮ সালে টমাসের বাঙালী মুন্শী রামরাম বসু একটি খ্রীষ্ট-স্তব রচনা করেন :

কে আর তারিতে পারে।
ঈশ্বর যিশু খ্রীষ্ট বিনা গো।
সাগর ও ঘোরে ঈশ্বর।
যিশু খ্রীষ্ট বিনা গো।

কিন্তু প্রথম দিকে পাদরিদের ধর্মপ্রচার প্রধানত অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। স্কটিশ মিশনারী আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় আসার পর উনিশ শতকের তিরিশ থেকে নব্যশিক্ষিত হিন্দু তরুণদের মধ্যে পূর্ণোদ্যমে খ্রীষ্টধর্মমাহাত্ম্য প্রচারের কাজ আরম্ভ হয়। ডাফ ও তাঁর অনুচরদের প্রচারের সুর কতখানি হিন্দুধর্মবিদ্বেষী ছিল তা ডাফের *India and India Missions* (Edin. 1840) গ্রন্থে হিন্দুধর্মের জঘন্য হাস্যকর ব্যাখ্যান থেকে বোঝা যায়। নমুনা হিসেবে আমরা উক্ত গ্রন্থ থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করছি (২১২ পৃষ্ঠা):

"What horrid and monstrous practices does it inculcate? Hinduism has its *public temples* too. But what are they? Black, and sullen, and stupendous piles reared in the fabled recesses of a past eternity, and covering the whole land with their deadly shade. Who are worshipped therein? Not, as may readily be supposed, not the high and the holy One that inhabiteth eternity, but *three hundred and thirty millions of deities instead*;—thus realizing one of Satan's mightiest triumphs, when as if in cruel derision of heaven's economy, with its one Lord of uncontrolled dominion, and myriads of adoring worshippers, he has succeeded in implanting the vile delusion that the number of the worshipped may be treble that of the worshippers! Who and whence are these? Practically we are still directed to the clay, and the wood, and the stone; and are told that the infatuated people ransack heaven above, and earth below, and the waters under the earth, for vital forms after which to shape and fashion their lifeless divinities. And, when all vital forms have been exhausted, they next task their ingenuity and rack their imagination in combining these into an endless variety of unnatural compounds, to which may emphatically be applied the language of the Christian poet,—

All monstrous, all prodigious things;
Abominable, unutterable, and worse

Than fables yet have feigned, or fear conceived,
Gorgons, and hydras, and chimeras dire.

ডাফ সাহেব শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং এদেশে ইংরেজীশিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক শ্রম স্বীকার করেছেন। কিন্তু তিনি নিজে যে খুব সুশিক্ষিত ছিলেন তা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তার পূর্বোক্ত উক্তি থেকে মনে হয় না। ঠিক কথা, পাদরি হিসেবে ধর্মপ্রচারই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল। কিন্তু সেই ব্রত যে এদেশের অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের মতন পালন করতে হবে, এমন কোন কথা ছিল না। দুঃখের বিষয় ডাফ এবং তাঁর অনুচর ও অনুগামীদের মধ্যে অনেকে এই হিন্দুবিদ্বেষ প্রচারের পথেই পা বাড়িয়েছিলেন। পাদরিদের এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে স্বভাবতঃই 'সংবাদ প্রভাকর' লেখনী ধারণ করেছিলেন। তা ছাড়া, পাদরিদের এই উগ্র ধর্মপ্রচার ব্রাহ্মধর্মান্দোলনকে পর্যন্ত উনিশ শতকের ষাট থেকে ক্রমে হিন্দুধর্মমুখী করে তোলার জন্য কতখানি দায়ী ছিল তাও অনুসন্ধানযোগ্য।

দ্রষ্টব্য: C. B. Lewis: *The Life of John Thomas, etc.* (1873); J. C. Marshman: *The Life and Times of Carey, Marshman and Ward*; Alexander Duff: *India and Indian Missions*; Buchanan: *Christian Researches in India*, etc., London, 1840.

ঘোষপাড়ার মেলা। ১৬৫

কাঁচড়াপাড়া থেকে পাঁচ মাইল দূরে বিখ্যাত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র ঘোষপাড়া গ্রাম অবস্থিত। আউলচাঁদ নামে একজন সাধক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। কর্তাভজাদের মধ্যে কথিত আছে যে শ্রীচৈতন্য পুরীধামে অন্তর্ধান করবার পর দীর্ঘকাল পরে আউলচাঁদের রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করেন এবং 'গুরু সত্য' মহামন্ত্র প্রচার করেন। জনশ্রুতি এই যে উলা (বীরনগর) নিবাসী মহাদেব নামে কোন বারুজীবী ১৬১৬ শকাব্দে (১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে) ফাল্গুন মাসের প্রথম শুক্রবারে তাঁর পানের বরজের মধ্যে একটি অজ্ঞাত-কুলশীল সুদর্শন বালককে দেখতে পান। তাঁকে সাদরে গৃহে নিয়ে এসে তিনি পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন এবং নাম রাখেন 'পূর্ণচন্দ্র। মহাদেবের যত্নে পূর্ণচন্দ্র হরিহর নামে একজন বৈষ্ণবের কাছে সংস্কৃতভাষা ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। বয়স যখন তাঁর প্রায় কুড়ি বছর তখন তিনি শান্তিপুরের কাছে ফুলিয়া গ্রামে বলরাম দাসের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। তখন থেকে তাঁর নাম হয় 'আউলচাঁদ'।

জনশ্রুতি থেকে বোঝা যায় যে ঘোষপাড়ার কর্তাভজার দল বৈষ্ণব আউল-বাউল সম্প্রদায়ের একজন গুরুকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। পরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরই একটি প্রশাখা বলে এঁরা জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। নিজেদের আচরিত ধর্মকে সাধারণত এঁরা সহজধর্ম বা সত্যধর্ম বলে থাকেন। এঁদের মতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্তা বা ঈশ্বর একজন,

তিনি জগতের স্রষ্টা এবং জীবের ত্রাতা। গুরু হলেন এই মর্ত্যলোকে জগদীশ্বরের একমাত্র প্রতিনিধি, অতএব গুরুসেবাই কর্তাসেবা বা কর্তাভজা। এই সম্প্রদায়ের যাঁরা গুরু তাঁরা 'মহাশয়' এবং যাঁরা শিষ্য তাঁরা 'বরাতি' নামে অভিহিত হন। গুরুভজন ঈশ্বর বা কর্তাভজন বলে এঁরা কর্তাভজার দল বা সম্প্রদায় বলে পরিচিত। বাউলদের মতন এঁদের ধর্মসাধনব্যাপারে কতকগুলি গোপন রহস্য আছে, দলভুক্ত ব্যক্তি ছাড়া অপরের তা জানবার অধিকার নেই। দিনে পাঁচবার এঁদের মন্ত্র জপ করতে হয়। শুক্রবারকে পবিত্র জ্ঞান করে এঁরা সেদিন উপবাস ও ধর্মকর্মে অতিবাহিত করেন। শোনা যায় মদ্যমাংস এঁদের কাছে নিষিদ্ধ। বৈষ্ণবদের মতন ধর্মাদর্শের দিক থেকে জাতিভেদ এঁরা মানেন না বটে, তবে প্রাত্যহিক জীবনে একেবারে অস্বীকার করতে সাহস পান না।

কথিত আছে যে এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক আউলচাঁদের ২২ জন শিষ্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে আউলচাঁদের তিরোধানের পর স্থানীয় সদ্‌গোপবংশীয় রামশরণ পাল গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই রামশরণের বংশধররাই ঘোষপাড়ায় থেকে এই সম্প্রদায়ের পরিচালনা করেন। তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা ছিলেন বলে শিষ্যরা তাঁকে 'সতী মা' বলে ডাকত। এই সতী মা'র সমাধিস্থান ডালিমতলা ঘোষপাড়ার একটি বিশেষ দেখার জায়গা। কিংবদন্তী আছে যে একবার রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত পীড়িত হয়ে মরণাপন্ন হলে আউলচাঁদ কাছের পুকুর থেকে কিছু মাটি নিয়ে এসে তাঁর গায়ে মাখিয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে রোগমুক্ত ও সুস্থ করে তোলেন, এবং তাঁর সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করবেন বলে আউলচাঁদ আশ্চর্যভাবে অন্তর্ধান করেন। লোকের বিশ্বাস যে তিনিই রামশরণের পুত্র রামদুলালের রূপধারণ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

রথযাত্রা ও দোলের সময় ঘোষপাড়ায় বিশেষ সমারোহ হয় এবং মেলা বসে। দোলের মেলাই খুব প্রসিদ্ধ। প্রায় সপ্তাহকাল মেলা চলে এবং আশপাশের নানাস্থান থেকে হাজার হাজার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও দর্শকদের সমাগম হয়। কাঁচড়াপাড়া স্টেশন থেকে গাড়ী করে ঘোষপাড়া যাওয়া যায়।

সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত ঘোষপাড়ার মেলার বিবরণ বোধ হয় সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ (৩০ মার্চ ১৮৪৮)। এই সময় অর্থাৎ ১৮৪৮ সালে রামশরণ পালের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল সম্প্রদায়ের 'কর্তা' ছিলেন। তাই থেকে মনে হয় রামশরণ উনিশ শতকের গোড়ার দিকের লোক। ঘোষপাড়ায় এই সময় থেকেই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বৈষ্ণবধর্মের সহজ-সাধনার পথে কত সহজে যে কতদূর পর্যন্ত ব্যভিচার ও অনাচার প্রবেশ করতে পারে, মেলার এই বিবরণপাঠে তা বোঝা যায়।

কবি নবীনচন্দ্র সেন 'ঘোষপাড়ার মেলা' সম্বন্ধে তাঁর 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন: "আউলচাঁদের তিরোধানের পর রামশরণ পাল 'কর্তা' বলিয়া আউলচাঁদের সম্প্রদায়ের

দ্বারা গৃহীত হন। ঘোষপাড়ায় তাঁহার ও তাঁহার পত্নী 'সতী মাই'-র সমাধি আছে। তাই ঘোষপাড়া কর্ত্তাভজাদের তীর্থস্থান।...এখন রামশরণ পালের দুই বংশধর আছেন, দুইটিই মহামূর্খ। তথাপি ইহারা উভয়ের বর্ত্তমান কর্ত্তা। তাঁহারা সেই সমাধি-বাড়ীতেই বাস করেন। বাড়ীর সম্মুখে একটি সুন্দর বিস্তৃত আম্রকানন। তাহারই পার্শ্বে তদপেক্ষা আধুনিক একটি লিচুবন। এই আম্রকাননে দোল-পূর্ণিমার সময় তিনদিন-ব্যাপী মেলা মিলিয়া থাকে। আম্রকাননের অপর দিকে একটি সামান্য পুষ্করিণী। নাম 'হিমসাগর'। উহা কর্ত্তাভজাদের গঙ্গা। তাহাতে মেলার সময়ে অনুমান দুই তিন হাত পরিমাণ জল মাত্র থাকে। এই জলে ত্রিশ চল্লিশ সহস্র যাত্রী অবগাহন করে এবং সেই জলই পান করে। অতএব ঘোষপাড়ার মেলাও ওলাদেবীর একটি লীলাভূমি।"

ধর্মসভা তথা চন্দ্রিকা সম্পাদক। ১৬৮

১৮২৯, ৪ ডিসেম্বর বেণ্টিঙ্ক সতীদাহপ্রথা আইনবিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করার পর কয়েক-দিনের মধ্যে ১৮৩০, ১৭ জানুয়ারি গোঁড়া হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হয়ে 'ধর্মসভা' নামে এক সভা স্থাপন করেন। ধর্মসভা সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার রচনা-সংকলন 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এছাড়া সমসাময়িক আরও অনেক পত্রিকায় ধর্মসভার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকেই ধর্মসভা স্থাপনে অগ্রণী ও উৎসাহী ছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকও তিনি ছিলেন। কিন্তু চন্দ্রিকা ধর্মসভা স্থাপিত হওয়ার অনেক আগে ৫ মার্চ ১৮২২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা-কাল থেকে ভবানীচরণ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সম্পাদক নিযুক্ত ছিলেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' রক্ষণশীল মতাবলম্বী হলেও হিন্দুধর্মপন্থী পত্রিকা ছিল। ধর্মসভার সঙ্গে ভবানীচরণ প্রত্যক্ষ-ভাবে যুক্ত হবার পরে চন্দ্রিকা স্বভাবতঃই ধর্মসভার মুখপত্রস্বরূপ হয়ে ওঠে। ভবানীচরণের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দ্রিকার ও ধর্মসভার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৮ সালে ভবানীচরণের মৃত্যু হয়।

ধর্মসভার অনেক বিবরণের মধ্যে অ্যাডভোকেট জর্জ জনসনের সমসাময়িক একটি বিবরণ উদ্‌ধৃত করছি :

"...that Subha—that black *tribunal,* continued its exertions and applied to the English authorities for a repeal of the abolition of female cremation. Though that appeal failed, yet that association still exists, has among its members some of the most influential of the members of Hindoo society...it is a most injurious society and, to my

certain knowledge, occasions much distress and dissention among those against whom it directs its exertions."

—George W. Johnson : *The Stranger in India, or Three Years in Calcutta*, 2 Vols. London 1843 (Vol. II, 152-53)

জনসন বিদেশী হলেও তাঁর কথা যে অনেকটা সত্য তা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতন একজন চিন্তাশীল হিন্দুভাবাপন্ন ও তাৎকালিক সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তির ধর্মসভার প্রতি অপ্রসন্ন মনোভাব থেকেই বোঝা যায়।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। ১৭৬

জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর হলেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। এই পরিবারের আদি পুরুষ দর্পনারায়ণের প্রধান বংশধরগণ :

দর্পনারায়ণ ঠাকুর

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে (জুলাই ১৮৫১) জ্ঞানেন্দ্রমোহন তাঁর কন্যা কমলমণিকে বিবাহ করেন। এই উপলক্ষে চন্দ্রকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র তারাবল্লভ চট্টোপাধ্যায় একটি হেঁয়ালি-কবিতা রচনা করেন :

ভুতির মা বলে দিদি রয়েছিস কি সুখে।
বড় হলো মিসি বাবা…উঠলো বুকে ॥
বিবি বলে সাহেব কি মোর রয়েছে চুপ করে।
জ্ঞানের অজ্ঞান করে আনিয়াছে হরে ॥
এই মার্চে লাল চর্চ্চে মিসির হবে ম্যারেজ।
দেখবে ঘটা, বলব কথা, লাগবে এসে ক্যারেজ ॥

—(মন্মথনাথ ঘোষ ; মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র, ৭৪)

খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য প্রসন্নকুমার এঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন এবং উইল করে সমস্ত বিষয়সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে দত্তকরূপে গ্রহণ করে দান করে যান।

বিখ্যাত মেরী কার্পেণ্টার যখন এদেশে আসেন তখন তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য কলকাতার আদি-ব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রাহ্মদের এক সভা হয়। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন : "এই সভাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমার কলেজের সমাধ্যায়ী খ্রীষ্টীয়ধর্মাবলম্বী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে যে তাহার সহিত আমার অনেকবার বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন ভালবাসা কোথায় যায়? তিনি আমাকে সভাতে দেখিয়াই বলিলেন, 'I did not expect that I would see my beloved Rajnarain here'. এই সময়ে আমার বায়ুরোগের অত্যন্ত প্রবলতা। বায়ুরোগের ইংরাজী নাম Dyspepsia অথবা Nervous debility। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর আমার সম্বন্ধে কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, 'Rajnarain is dying of religious dyspepsia'। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর খ্রীষ্টীয়ান হইয়াও জাত্যভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি কোন সভায় বক্তৃতাকালীন বলিয়াছিলেন, 'I am a Brahmin Christian'" (আত্মচরিত, ১৩১৫ সন, ১১২-১৩)।

"জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর বারিষ্টর, তিনি খ্রীষ্টিয়ান হইয়া বিলাত যান। ইনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু আইনের অধ্যাপক পদে দিনকতক নিযুক্ত ছিলেন। লিভিতে (Levee) ইহার কন্যার ভারতীয় পরিচ্ছদ দেখিয়া ভারতসাম্রাজ্যেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বড় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন" (রাজনারায়ণ বসু : আত্মচরিত, ২৭)।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ঠাকুরগোষ্ঠীতে রীতিমত সামাজিক দলাদলির সৃষ্টি হয়েছিল, এবং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশের একমাত্র প্রসন্নকুমার ছাড়া বাকী সকলে দেবেন্দ্রনাথকে ত্যাগ করেছিলেন। এই সময় প্রসন্নকুমারের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন (তখনও তিনি খ্রীষ্টান হননি) 'Justicia' ছদ্মনামে *Englishman* পত্রিকায় (২২ অক্টোবর ১৮৪৬) দেবেন্দ্রনাথকে তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতি বলে সম্বোধন করে এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেন যে শ্রাদ্ধ একটি পৌত্তলিক অনুষ্ঠান ; এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, 'idolatrous feast' হতে দিয়ে, ব্রাহ্মণদের অর্থ দান করে দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতাপন্থী হয়েছেন। রামমোহন রায় তো মাতৃশ্রাদ্ধ করতে সম্মত হননি, তবে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পথ অনুসরণ করলেন না কেন? ২৮ অক্টোবর ১৮৪৬ *Englishman* পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ এই পত্রের উত্তর দেন, ৫ নবেম্বর 'Justicia' জ্ঞানেন্দ্রমোহনের প্রত্যুত্তর প্রকাশিত হয়। জ্ঞাতিভ্রাতার সঙ্গে এই বাদানুবাদের ফলে দেবেন্দ্রনাথকে, পিণ্ডদান মূর্তিপূজা ইত্যাদি বর্জন করে, ব্রাহ্মসমাজের পালনীয় শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের একটি ব্যবস্থা রচনা করতে হয় (সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ৩য় সংস্করণ ১৯২৭, পরিশিষ্ট ৩৯ ও ৪৫ নং)।

খ্রীষ্টধর্ম ও কৃষ্ণমোহন। ১৭৬

১৮১৩ সালে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার এক মধ্যবিত্ত কুলীন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২৪ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে আসেন। ১৮৩০ সালে আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় এসে যখন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে অসীম উৎসাহে ব্রতী হন, তখন কৃষ্ণমোহন তার প্রভাবে ক্রমেই হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। ১৮৩১, ১৭ মে তিনি *The Enquirer* নামে একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন তিনি ১৮ বছরের যুবক। হিন্দু কলেজের ছাত্র তরুণ নব্যবঙ্গের মুখপত্র হয়ে ওঠে তাঁর পত্রিকা। কলকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দুসমাজের ধর্মগোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি প্রায় জেহাদ ঘোষণা করেন। Enquirer পত্রিকা ক্রমেই হিন্দুধর্মের কঠোর সমালোচনা এবং খ্রীষ্টধর্মের গুণাবলীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে থাকে। ১৮৩১, ২৩ আগস্ট তিনি তাঁর তরুণ বন্ধুবান্ধবদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের জন্য পৈতৃক গৃহ থেকে বিতাড়িত হন। আত্মীয়স্বজনদের স্নেহবন্ধন থেকে ছিন্ন হয়ে তিনি কলকাতা শহরে অসহায় আশ্রয়হীনের মতন ঘুরে বেড়াতে থাকেন। এই সময় ডাফ ও তাঁর খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব আরও গভীরভাবে তাঁর উপর পড়তে থাকে। এই সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখেছেন :

"One afternoon a friend of mine asked me to accompany him to the Rev. Mr. D., who never lost sight of us in all our wanderings. I complied with his request and went to this gentleman's house with him. Mr. D. received me with Christian kindness and inquired of the state in which we all were. He openly expressed his sentiments on what we were about ; and while he approved of *one half* of our exertions, he lamented the other. He was glad of our proceedings against error, but sincerely sorry at our neglecting *the truth.* I told him it was not our fault that we were not Christians ; we did not believe in Christianity, and could not therefore consistently profess it. The Reverend gentleman, with great calmness and composure said, that it was true that I could not be blamed for my *not believing* in Christianity, so long as I was *ignorant* of it ; but that I was certainly guilty of serious neglect for *not enquiring* into its evidences and doctrines. This word '*inquiring*' was so uttered as to produce an impression upon me which I cannot sufficiently well describe. *I considered upon my lonely condition— cut off from men to whom I was bound by natural ties, and thought that nothing*

but a determination on the subject of religion could give me peace and comfort (emphasis added). And I was so struck with Mr. D.'s words, that we instantly resolved to hold weekly meetings at his house for religious instruction and discussion'.—Duff, *India and India Missions*, Edin 1849 (Appendix 651).

হিন্দু কলেজের ছাত্র মহেশচন্দ্র ঘোষ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর ১৮৩২, ২৮ আগস্ট তারিখে কৃষ্ণমোহন *Enquirer* পত্রিকায় লেখেন, "We hope ere long to be able to witness more and more such happy results in this country." ডাফ সাহেব লিখেছেন, "The editor of the *Enquirer*, in giving an account of the baptism of M. C. Ghose, expressed a hope that he should be able, ere long, to 'witness more such happy results'. He himself was the next candidate for baptism" (*op. cit*, 676). ১৮৩২, ১৬ অক্টোবর কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ধর্মান্তর প্রসঙ্গে কলকাতার পত্রিকায় লেখা হয় (ডাফ উদ্ধৃত): "This sacred ordinance was administered in the presence of a numerous and highly respectable company of ladies and gentlemen, and of upwards of forty natives, the majority of whom are *quondam* pupils of the Hindoo College, and were some of its brightest ornaments."

খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়ার সময় ডাফ তাঁকে প্রশ্ন করেন, "Do you renounce all idolatry, superstition, and all the frivolous rites and practices of the Hindoo religion?" প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণমোহন বলেন, "I do, and I pray God that He may incline my countrymen to do so likewise."

কৃষ্ণমোহন খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর কলকাতার সমাজে কি প্রবল আলোড়ন ও আলোচনা হয়েছিল, তাঁর দীক্ষাগুরু ডাফের এই স্বীকারোক্তি থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়: "What man, woman, or child, in Calcutta, had not heard of the name, and some of the doings of Krishna Mohana Banerji? Hence his baptism, in particular, became the theme of conversation and discussion which every group that met on the street or in the bazaar; in every snug coterie reposing under shade from the mid-day sun; in every school; and in every family circle. Hundreds, or even thousands of baptism among the low caste, or no caste, or illiterate grades, generally would not have excited a tithe of the mental stir and inquiry then exhibited among all classes; and among the higher order, probably none at all" (*op. cit*, 679-80).

কৃষ্ণমোহনের তেজস্বিতা কেবল যৌবনেরই গুণ ছিল যে তা নয়, বার্ধক্যেও তা ম্লান হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর আত্মজীবনীতে সেকথা উল্লেখ করেছেন : "The Rev. Krishna Mohan Banerjee (better known as K. M. Banerjee) was among the earliest Indian converts to Christianity. A scholar and a man of letters, it was not till late in life that he began to take an active part in politics. He was associated with the Indian League and subsequently became President of the Indian Association......He was then past sixty; and though growing years had deprived him of the alertness of youth, yet in the keenness of his interest, and in the vigour and outspokenness of his utterances, he exhibited the ardour of the youngest recruits to our ranks. Never was there a man more uncompromising in what he believed to be the truth, and hardly was there such amiability combined with such strength and firmness......It is this type of character that I am afraid is fast disappearing from our midst." (*A Nation in Making*, 1925, 61.)

হিন্দুপর্বে সাহেবদের নিমন্ত্রণ। ১৭৭ কলকাতার দুর্গোৎসব। ৪৩৪

১৮৫১ সালে বৌবাজার-নিবাসী দুর্গাচরণ দত্তের বাড়িতে রাসযাত্রার সময় ইংরেজরা নিমন্ত্রিত না হওয়াতে 'সংবাদ প্রভাকর' তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল। প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙালী ধনিক বাবুদের হিন্দুপর্ব উপলক্ষে সাহেবদের এই নিমন্ত্রণ করার রীতি আদৌ রুচিসম্মত নয় বলে মনে করতেন।

বাস্তবিকই কলকাতা শহরে ইংরেজদের পক্ষপুটে নতুন যে-সব বাঙালী হঠাৎ-ধনিক ব্যক্তিদের অভ্যুদয় হয়েছিল, তাঁরা হিন্দু উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করে, নাচ-গান-পানভোজনে তাঁদের পরিতৃপ্ত করার জন্য এতদূর অশোভনভাবে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন যে তাতে যে উৎসবের গাম্ভীর্য কলুষিত হত সে-সম্বন্ধে তাঁদের চৈতন্য পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। হলওয়েল সাহেব ১৭৬৬ সালে, অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমালোচনার প্রায় একশ বছর আগে, তাঁর *Interesting Historical Events* গ্রন্থে এই দৈবাৎ-অভিজাতদের দুর্গোৎসব সম্বন্ধে লিখেছেন : "Doorga Pujah···is the grand general feast of the Gentoos, usually visited by all Europeans (by invitation) who are treated by the Proprietor of the feast with the fruits and flowers in seasons, and are entertained every evening whilst the feast lasts, with bands of singers and dancers." ধনিক বাবুরা এইভাবে

বাংলার দুর্গোৎসবকে রীতিমত পানভোজনোৎসবে পরিণত করেছিলেন। মহারাজা সুখময় রায়ের গৃহে দুর্গোৎসব উপলক্ষে কি প্রকার নাচ-গান হত তার বিবরণ ১৭৯২, ১৮ সেপ্টেম্বর তারিখের *The Calcutta Chronicle* পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করছি : "Of the nautches at the different great houses, those at Sookmoy Ray's afforded by much the most satisfaction, not only on account of the superior number of singers and dancers, but of the coolness of the place; no low crowds being admitted, and two large swing punkas being kept constantly in motion. The only novelty that rendered the entertainment different from those of last year, was the introduction, or rather the attempt to introduce, some English tunes among the Hindoostanee music." সাম্প্রতিক বঙ্গসঙ্গীতে আমরা সকল মহাদেশের সকল জাতি-উপজাতির সুরের বিচিত্র সংমিশ্রণ দেখে বিস্মিত হয়ে যাই, কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রায় দু'শ বছর আগে এই কিমাকার ঐকতান রচনার পথ দেখিয়ে গেছেন।

হিন্দুপর্ব উপলক্ষে সাহেবদের নিমন্ত্রণ ও উৎসবের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে উইলিয়ম হিকি তার *Memoirs*-এ, ফ্যানি পার্কস তাঁর *Wanderings of A Pilgrim, etc.* গ্রন্থে, এবং আরও অনেক বিদেশী পর্যটক তাঁদের স্মৃতিকথায় আলোচনা করেছেন। আঠার ও উনিশ শতকের বহু ইংরেজী ও বাংলা পত্রিকায় এ-বিষয়ের চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়।

দ্রষ্টব্য : J. Z. Holwell : *Interesting Historical Events*, London 1766; W. H. Carey : *Good Old Days of Honorable John Company* (1600 -1858), 2 Volumes, Calcutta 1906 ; বিনয় ঘোষ : কলকাতা কালচার।

ভারতবর্ষীয় সভা ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৭৮

যদিও Bengal British Indian Society-কে বাংলায় 'ভারতবর্ষীয় সভা' বলা হত তাহলেও এই সভা বলতে এখানে British Indian Association বোঝাচ্ছে। ১৮৩৮ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর Bengal Landholders' Association (বাংলায় 'ভূম্যধিকারী সভা' বলে অভিহিত), এবং ১৮৪৩ সালে তার বন্ধু জর্জ টমসন Bengal British Indian Society স্থাপন করেন। এই দুই সভাকে যুক্ত করে ১৮৫১, ৩১ অক্টোবর 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি নতুন সভা স্থাপন করা হয়। ভোলানাথ চন্দ্র তাঁর রাজা দিগম্বর মিত্রের ইংরেজী চরিতগ্রন্থে এই সভা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

"There was the Landholders' Society, started by Babu Dwarkanath Tagore, with the object of protecting Zamindari rights and interests. Then there was the Bengal British India Society, which,

in response to a Society of similar designation in England, had, on Thursday, tbe 20th April, 1843, been ushered into existence by the joint efforts of Mr. George Thompson, and of that small but determined band of rising-men, called Young Bengal—the Society which marked an era in native history by its being the earliest pioneer in the path of our political life. The one represented the aristocracy of wealth, the other the aristocracy of intelligence. The two bodies existed under different names, though many of their members were the same men, and who agreed on many points in their common purpose of political amelioration. Happily for the country, the hour of awakening had arrived and they who languished mutually came to be of the opinion that disintegration was weakness, and union strength. So they turned their attention to the convergence of their efforts, and the reciprocated overtures for an alliance and amalgamation met with welcome from all concerned. The preliminaries being settled, the two bodies, dropping their different names, and bringing each to the other a reinforcement of strength, coalesced and merged themselves into one, under the common designation of the British Indian Association. This famous native political institution, the parent of all political institutions in India, was founded on the 31st of October, 1851......The amalgamation was a wise step, that invested the body with weight and authority in the public eye. No more could Government urge that there was a split between orthodoxy and enlightenment—between conservatism and liberalism, the two distinguished elements of native society."—Bholanauth Chunder: *Raja Digambar Mitra, His Life and Career,* Calcutta 1893, 35-37.

এই ভারতবর্ষীয় সভার প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন রাধাকান্ত দেব, সহঃ সভাপতি কালীকৃষ্ণ দেব, সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং সহকারী সম্পাদক দিগম্বর মিত্র। প্রথম কমিটির সভ্য ছিলেন, এঁরা ছাড়া, সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারিচাঁদ মিত্র ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত। ১৮৫৪, ১৩ জানুয়ারি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষীয় সভার সম্পাদকের পদত্যাগ করেন।

দ্রষ্টব্য: British Indian Association: *Petition to Parliament for Redress of certain grievances*, Cal. 1851; *Public Correspondence and Petitions*, Cal. 1858; *Selections from Correspondence, Memorials and Petitions*, Cal. 1858.

দিগম্বর মিত্র ও ভারতবর্ষীয় সভা। ১৭৮

কলকাতার অনতিদূরে কোন্নগর গ্রামে বিখ্যাত মিত্র-পরিবারে ১৮১৭ সালে দিগম্বর মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। নবযুগের কলকাতার তথা বাংলার ইতিহাসে কয়েকজন বিখ্যাত 'মিত্র' অমর হয়ে আছেন—গোবিন্দরাম মিত্র, অভয়চরণ মিত্র, গোকুল মিত্র ও পীতাম্বর মিত্র, রামচন্দ্র মিত্র, প্যারিচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্র, দ্বারকানাথ মিত্র ও রমেশচন্দ্র মিত্র, তাঁদের অন্যতম। রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর *Sena Rajas of Bengal*-এর বিবরণে বাংলার কুলীন কায়স্থ ঘোষ-বসু-মিত্রদের 'hereditary nobility' আখ্যা দিয়েছেন।

দিগম্বর মিত্র প্রথমে হেয়ার সাহেবের স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ভারতবর্ষীয় সভার সঙ্গে তিনি গোড়া থেকেই সহকারী সম্পাদক হিসেবে যুক্ত ছিলেন। এই সভার নানাবিধ রাজনৈতিক আন্দোলনে দিগম্বর মিত্রের কতখানি দান ছিল সে সম্বন্ধে ভোলানাথ চন্দ্র পূর্বোক্ত চরিতগ্রন্থে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

বিধবা বিবাহ। ১৮৪

উনিশ শতকের মধ্যভাগে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হঠাৎ এক শুভ প্রাতঃকালে যে বিধবাবিবাহ আন্দোলন আরম্ভ করেননি, তা ১২৫৮ সনে প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার এই সংবাদটি থেকে বোঝা যায়। ঘটনাক্রম লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র আলোচনা থেকেই বালবৈধব্য সমস্যা সমাধানের চেতনা এদেশের অগ্রগামীশ্রেণীর মনে জেগেছে। তারপর ডিরোজিওর ছাত্র ইয়ং বেঙ্গল-গোষ্ঠীও এবিষয়ে বেশ বাদানুবাদ করে সমাজে খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন মনে হয়। তিরিশে দেখা যায়, ভারতীয় 'ল' কমিশন বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইন প্রণয়নের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদালতের পরামর্শ চাইছেন। চল্লিশে যে ইয়ং বেঙ্গল দল সমস্যাটিকে লোকচক্ষুর সামনে আরও পরিষ্কার করে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, তা 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকার রচনা থেকে (১৮৪২ এপ্রিল ও জুলাই) বোঝা যায়। কিন্তু এ-সম্বন্ধে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন অ্যাডভোকেট জর্জ জনসনের এই উক্তি (ইয়ং বেঙ্গল সম্বন্ধে) বিশেষ লক্ষণীয় (১৮৪২-৪৩ সালে):

"Thus I am happy to know that the prejudice against the

second marriage of widows—which is beyond doubt a very principal source of licentiousness in almost every Hindoo family—is beginning to give way before the light of better knowledge; yet it is far from being dispelled. The prejudice has been so universally and so long inculcated that the very women themselves look upon the proposition that 'widows may remarry' as an attempt to degrade them .....

"I have had many opportunities of conversing with the students of the Hindoo College upon this point; and *though generally liberal in sentiment, yet on this they invariably expressed a very strong opinion in fovour of the prohibitory prejudice* (emphasis added). They thought that an infant widow, perhaps, might be permitted to contract with a second husband, but they were inflexible with regard to those marriages which had been consummated. However, the feeling is not so strong on all Hindoo minds, for Baboo Muttyloll Seal has offered to give 10,000 rupees as a dowry with the first widow that shall break through the pernicious custom; a very learned Brahmin, lately a minister of the Nagpore Rajah, has written within these few months, a very excellent treatise, condemning the practice, and demonstrating that from it the Shastras, as well as reasons, sanction a departure. To this essay the late and lamented Mr. Wilkinson prefixed an introduction, ably enforcing the same doctrines and giving irrefutable instances of its evil consequences."—George W. Johnson, *Stranger in India, or Three Years in Calcutta,* 2 Vols. London 1843.

দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (তিনখণ্ড)।

রাধাকান্ত দেবের সম্মানলাভ। ২০৪

সংস্কৃতবিদ্যায় রাধাকান্ত দেবের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ১৮১৫ সালে তিনি 'শব্দ-কল্পদ্রুম' নামে সুবৃহৎ সংস্কৃত অভিধান সংকলন ও বাংলা অক্ষরে মুদ্রণের কাজ আরম্ভ করেন। এই কাজ শেষ করতে তাঁর চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় লেগেছিল। পণ্ডিত ম্যাক্সমুলরকে একখানি পত্রে তিনি এই অভিধান সংকলনের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে লেখেন, "When I ventured to assume the character of a Lexicographer my most ambitious wish was but to revive the study of Sanskrit in my

own country where it has been on the decline." প্রভাকর-সম্পাদক লিখেছেন, "অপার জলধী তুল্য সংস্কৃত বিদ্যায় তাঁহার ন্যায় পারদর্শি ব্যক্তি ধনাঢ্য পরিবারগুলির মধ্যে কেহই নাই।" বহু বিদেশী পণ্ডিত ও রাজা-মহারাজার কাছ থেকে তিনি পুরস্কার ও পদক লাভ করেন। বিদেশী রাজাদের মধ্যে ডেনমার্কের রাজা একজন। ১৮৫৯, ২৫ নবেম্বর কলকাতার এদেশী ও বিদেশী শিক্ষিত ব্যক্তিরা মিলিত হয়ে তাঁকে যে মানপত্র দান করেন তাতে 'শব্দকল্পদ্রুম' সম্বন্ধে তাঁরা বলেন : "The *Sabdakalpadruma* is, indeed, a noble work. In other countries, the energies and means of many men were combined to produce works of analogous import and character, and we can scarcely do adequate justice to a production which evinces such depth of erudition and extent of research as this encyclopædia of Sanskrit history and literature. It has spread your name and reputation wherever knowledge is cultivated and scholarship appreciated." 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রসঙ্গে প্রভাকর লিখেছে যে তার সুখ্যাতি "শরৎকালের নির্ম্মল কলানিধির ন্যায় সর্ব্বত্র প্রকাশ আছে।"

দ্রষ্টব্য : *Rapid Sketch of Radhakanta Deb,* Calcutta 1859.

Full Report of Public Meeting in Memory of Radhakanta Deb: Calcutta, 1867

কলিকাতা প্রসঙ্গে

৭২। ৭৬। ৭৮। ৮২। ১২১। ১৭২। ১৭৫। ১৮৫। ১৮৭। ১৮৯। ১৯১। ১৯৭। ২১০

কলিকাতা শহর ও মিউনিসিপ্যালিটির নানা বিষয় নিয়ে 'সংবাদ প্রভাকরে' আলোচনা করা হয়েছে। ১৬৯০, ২৪ আগস্ট কলিকাতার প্রতিষ্ঠা ও ১৬৯৮ সালে কলিকাতা-গোবিন্দপুর-সুতানুটি নামে তিনটি গ্রামের জমিদারীস্বত্ব ইংরেজরা পাবার পর থেকে, ধীরে ধীরে আঠার ও উনিশ শতকে কয়েকটি গ্রামসমষ্টি থেকে কলিকাতা আধুনিক মহানগরের রূপ ধারণ করে। ১৭৭৯ সালে কলকাতা শহরের সীমানা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তার নির্দেশ পাওয়া যায় জাস্টিস হাইডের এই বছরের ১০ সেপ্টেম্বর তারিখের একটি রায় থেকে :

"Kidderpore is a village about two miles from Court House, lying close to a small river commonly called by the English, Kidderpore Nulla. This river is the boundary southward of the town of Calcutta, of which the river, commonly called the Hooghly River, is the boundary north-westward, and the Mahratta Ditch, which exists in many parts and the line where it once was, in other places, are the boun-

daries north-eastward, eastward, and south-eastward, to the place where that ditch is lying, where it existed, meets the Kidderpore Nulla, and from that place rivulet is the boundary. This rivulet was a little westward to the new Fort, which is considered as within the town of Calcutta, and I consider Fort William to be the English name of the town. Calcutta is the Bengali name of one of many villages, of which the town of Calcutta consists."—*Bengal Past and Present,* Vol. III, 37.

পরবর্তী ষাট বছরের মধ্যে এই সীমানার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৮৪৭ সালে (Act XVI) ফোর্ট উইলিয়ম, এসপ্লানেড ও হেস্টিংস নগরের বহির্ভূত করা হয়, দক্ষিণ সীমানা হয় লোয়ার সার্কুলার রোড, দক্ষিণ-পশ্চিম সীমানা চৌরঙ্গী রোড। ১৮৬৮ সালে (Act V) হেস্টিংসকে আবার নগরসীমাভুক্ত করা হয়। ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত এই সীমানার বিশেষ অদলবদল হয় না। এই সময় চারটি সুবরবন মিউনিসিপালিটি হয়—উত্তরে কাশীপুর-চিৎপুর, পুবে মাণিকতলা, গার্ডেনরীচ, এবং দক্ষিণে টালিগঞ্জ। শেষের দু'টি মিউনিসিপালিটিতে চব্বিশ পরগণার কিয়দংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং পঞ্চান্নগ্রামের কয়েকটি মৌজা, এণ্টালি, বেনিয়াপুকুর, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, ভবানীপুর থানার অন্তর্গত, যা মিউনিসিপালিটিভুক্ত হয়নি, কলিকাতা নগরের সীমানাভুক্ত করা হয়।

কলকাতার নাগরিক শাসনের ভার ছিল গোড়াতে একজন কোম্পানির কর্মচারীর উপর, তাঁকে কলকাতার 'জমিদার' বলা হত। এই জমিদারই কলকাতার বর্তমান কলেক্টরের (Collector) আদিপুরুষ। ১৭২৭ সালে রয়াল চার্টার অনুযায়ী সর্বপ্রথম একজন মেয়র ও ন'জন অল্ডারম্যান নিয়ে একটি 'কর্পোরেশন' গঠিত হয়, এবং তার সঙ্গে একটি 'Mayor's Court' স্থাপিত হয়। নগরবাসীদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করা হয় একটি টাউন-হল অথবা কোর্ট-হাউস নির্মাণ করার জন্য। ১৭২৯ সালে, বর্তমান সেণ্ট অ্যান্ড্রুজ চার্চের স্থানে এই গৃহ নির্মাণ করা হয়। ১৭৫৩ সালে নতুন রয়েল চার্টার অনুযায়ী আবার একটি Mayor's Court পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁরা নগরবাসীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নগরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করেন, কিন্তু বিশেষ সফল হন না। তখনও পুরাতন ফোর্টের (Old Fort)-এর পুবদিকে (অর্থাৎ বর্তমান কাস্টমস হাউস ও জি. পি. ও.-র পুবে) গভীর খাল ছিল, আর 'মারাঠা খাল' তো ছিলই, এবং নগরের সমস্ত আবর্জনা এইসব খালে ও শত শত খানাডোবা পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত হত। নগরকর্তারা তখন অনেক চেষ্টা করেছেন 'to make the drains sweet and wholesome', কিন্তু তাঁদের সহায় ও সম্বল ছিল মাত্র একদল 'undisciplined battalion of thanadars and peons," তাই তাঁরা কিছুই করে উঠতে পারেনি। ১৭৯৪ সালে কলেক্টরকে নাগরিক শাসনের

দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে গবর্ণর-জেনারেল Justices of the Peace নিযুক্ত করেন মিউনিসিপাল শাসন পরিচালনার জন্য। কলিকাতা শহরের মিউনিসিপাল শাসনে এক নবযুগের সূচনা হয় এই সময় থেকে। ১৭৯৯ সালে সার্কুলার রোড পাকা রাজপথ করা হয়। ১৮০৩ সালে ওয়েলেসলি কলিকাতার একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে Improvement Committee, পরে Lottery Committee (১৮১৭) নিয়োগ করেন। পরিকল্পনাটিকে কার্যে পরিণত করার ভার দেওয়া হয় এই কমিটির উপর। নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করা, ভাল ভাল ট্যাঙ্ক খনন করা, পুরাতন জলা ডোবা পুকুর বুজিয়ে ফেলা, এইসব ছিল লটারী কমিটির কাজ। লটারী কমিটির এই উন্নয়নকর্মের ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা শহর সুস্পষ্টরূপে আধুনিক মহানগরের রূপ ধারণ করতে থাকে।

নগরের জাস্টিসদের ক্ষমতা অবশ্য ক্রমেই চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের করতলগত হয়। ১৮৩৭ সালে Fever Hospital Committee তদন্ত করে দেখেন যে কলকাতার চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতেই নগর-পরিষ্কার, কর-নির্ধারণ এবং পুলিশ-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া আছে। কলকাতার পুলিশ-সুপার তাঁরই অধীন ছিলেন। যেমন এখন জিলার পুলিশ-সুপার জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অধীন। 'Roads and Conservancy' বিভাগের একজন সুপারিণ্টেডেণ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য ২৫৲ টাকার বেশি খরচ করতে হলে তাঁকে চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিতে হত।

ফিভার হসপিট্যাল কমিটির রিপোর্ট শেষ হয় ১৮৪৭ সালে। ১৮৪৭ সালের নতুন একটি অ্যাক্ট অনুযায়ী (Act XVI) নাগরিক জীবনের উন্নয়নের ভার সাতজন কমিশনরের উপর দেওয়া হয়। এই সাতজন কমিশনর হলেন—জে. এইচ. প্যাটন, এফ. ডব্লু. সিমস (পরে ১৮৪৯ সালে লাসিংটন নিযুক্ত হন), জে. টি. পিয়ার্সন, চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৯-এ ভুবনমোহন মিত্র), তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু দে ও এইচ. ই. ওয়াটস। ১৮৫২ সালের অ্যাক্ট অনুযায়ী (Act X) কলিকাতাকে উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগ এবং কমিশনরের সংখ্যা কমিয়ে চারজন করা হয়। কমিশনররা মাসিক ২৫০৲ টাকা বেতন পেতেন। এই সময় গাড়ীঘোড়ার উপর ট্যাক্স তুলে দিয়ে ঘরবাড়ির ট্যাক্স ৬½% বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৫৬ সালে নতুন অ্যাক্ট করে (Acts XIV, XXIV) এই ব্যবস্থার আরও উন্নতি করা হয়। ১৮৬১, ৩১ আগস্ট সিটন-কার কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেন যে কলিকাতার উন্নতির জন্য ২½% জলকর ধার্য করতে হবে, প্রত্যেক গরু-ঘোড়াগাড়ীর রেজিস্ট্রেশন ফি বছরে ৬৲ এবং গাড়ী ও ঘোড়ার ট্যাক্স দ্বিগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। ১৮৬৩ সালের অ্যাক্টের (Act VI of 1863) অ্যাসলি ইডেন বলেন যে করদাতাদের মধ্য থেকে বুদ্ধিমান লোক নির্বাচন করে তাঁদের হাতে নাগরিক শাসনের দায়িত্ব দেওয়াই অ্যাক্টের উদ্দেশ্য। এর পর নাগরিক শাসনব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন হয় ১৮৮৮ সালে (Act II of 1888)।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটির এই ঐতিহাসিক পটভূমির কথা মনে রাখলে প্রভাকর পত্রিকায় এ-বিষয়ের রচনাগুলি পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য হবে।

দ্রষ্টব্য : W. K. Firminger : *Historical Introduction to the Bengal Portion of 'The Fifth Report,'* Calcutta 1917.

C. R. Wilson : *The Early Annals of the English in Bengal,* Vols. 1 and 2, Calcutta 1895.

A. K. Roy : *A Short History of Calcutta (Census 1901).*

Fever Hospital Committee's Report ; Lottery Committee's Reports (unpublished M. S.).

S. W. Goode : *Municipal Calcutta,* 1916.

Metcalfe : *Official Papers by C. T. Metcalfe on Calcutta Municipal Affairs during his tenure of office of Chairman,* 1878, 1882.

মেলার ধূম, কৃষিমেলা। ১১৫

১৮৬৫ সালে, বাংলা ১২৭০ সনে আলিপুরে বাংলা-সরকারের উদ্‌যোগে কৃষিমেলার উদ্‌বোধন হয়। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫)—নামক হুতুমানুকারী রচনার লেখকরূপে এই গ্রন্থের প্রথম 'দর্পণ' "আলীপুরের কৃষিপ্রদর্শন" শীর্ষক রঙ্গ-রচনায় এই মেলার চমৎকার একটি বর্ণনা দিয়েছেন। তার কিয়দংশ এখানে উদ্‌ধৃত করছি :

"আজ ১২৭০ সালের ৬ই মাঘ সোমবার বাঙ্গালা দেশের ছোট কর্ত্তা সর্ব্বমনোরঞ্জন বীডন সাহেবের প্রধান কার্য্যের আরম্ভ। আজ বেলবিডিয়ারের চিত্তচমৎকারিণী ও মনোহারিণী শোভা। নানা দেশের কল, ফল, শস্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি উপস্থিত করা হয়েচে। বিস্তর ভদ্রলোক উহা দর্শন কত্তে আগমন করেচেন। রাজা রাজড়া, নবাব ও জমিদারেরা যেন গন্ধর্ব্ব সভার ন্যায় সভা করে বসেচেন। দেশ বিদেশীয় ভাষায় দীর্ঘ দীর্ঘ স্পিচ্ হচ্চে। আলবোলার শব্দ, নকিবের ফুৎকার ও রেসালার কলরবে প্রদর্শনস্থল যেন মেতে উঠেচে। বলতে কি, আলীপুর যেন রসাতল যাবার ভয়েই কেঁপে কেঁপে উঠচে। কোলফাঁপ আশাসোঁটারা লালপাগড়ী-বাঁধা ছোঁড়াদের হাতে এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে ছিল, বেতর সমারোহ দেখে প্রভাকর প্রভাতে যেন বিদ্যুল্লতার মত চম্‌কে চম্‌কে উঠচে। দর্শকের ভিড় যেন মৌমাছির ঝাঁক ও আগুন দেওয়া চরকিবাজীর চোঙের ন্যায় এক থাকের কাটগড়া থেকে আর এক থাকে গিয়ে জমচেন, রকমসই সৌন্দর্য্যের গায়ে ঠেস মাচ্চেন আর আড়ে আড়ে তাকাচ্চেন।

"দর্শকেরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন। প্রথম দল গুণগ্রাহী হলেন। কিরূপে কোন্ কল প্রস্তুত করা হয়েচে, তারি সন্ধান নিয়ে শিক্ষা করার কৌশল দেখতে

লাগলেন। কোন্ কলে, কোন্ জিনিষে কি কাজ হয়, তারি ডিপোজিসন দিতে লাগলেন। কোন্ জিনিষের কি কোয়ালিটী, তারি তর্ক আরম্ভ কল্লেন। দ্বিতীয় দল গোষ্ঠ ও রাস-যাত্রার সঙের ন্যায় কল ও জন্তুগুলি দেখে বেড়াতে লাগলেন। তৃতীয় দল বাঙ্গালা দেশের মুখে চূণকালি দিয়ে, বীডন সাহেবের শুভ অনুষ্ঠান মহাপ্রদর্শনের শুভ ফল মাথায় তুলে, বংশ-গৌরব পায়ের নীচে রেখে, আপনাপন দুষ্প্রবৃত্তির ভোজ্যদ্রব্য খুঁজে নিতে বিব্রত হলেন !!...

"আজ মঙ্গলবার। অনেক প্রকার দর্শক নয়নগোচর হতে লাগলেন। রাস্তায় ভারি ভিড়। আজ এক টাকা করে টিকিট বিক্রি হচ্চে। কাল পাঁচ টাকা ছিল। টিকিট ব্যবসায়ীরা কাল ২৬০০০ টাকা লাভ করেচেন। আজ টিকিট সস্তা দেখে অনেক মাঝারি কেতার ভদ্রলোক আগমন করেচেন। পুলিসের বন্দোবস্তের গুণে পশ্চিম দ্বারে অসঙ্গত গাড়ির ভিড় হলেও কোন গোলযোগ হতে পাচ্চে না। টিকিট বিক্রয়ের বন্দোবস্ত মন্দ হয় নাই। দর্শক-দলে মেলাস্থল পূরে গ্যাচে। কলের নিকটে অসঙ্গত ভিড়। পশুশালা ও পক্ষীশালার কাটগড়ার বাইরেও ঠেলে সেঁধোনো ভার। মাঝে মাঝে তাঁবু টাঙানো উইলসন ও স্পেন্স হোটেলের ব্র্যাঞ্চ হোটেল বসে গ্যাচে। জিব, ক্ষুর, হ্যাম, ফাউল, মটন, সেরি, শ্যাম্পিন, কগনেগ ও ব্রাণ্ডী বেধড়ক বিক্রি হচ্চে। ছিপি আঁটা সোডা ওয়াটার ও লিমোনেডের বোতলেরা জ্যেষ্ঠতাতদিগের প্রিয় শিষ্যগণের অনবরত উমেদারী কচ্চে। পুকুরধারে ও ঘাসের উপর ভাঙা চেঙারি ও তেকাটা চড়া খোট্টা হোটেল থাপ খুলে সর্ব্বদাই হাজির। টকো ও ছাতা-পড়া কমলালেবু, শেষ বাজারের ফেরত পক্কান্ন, কচুরি ফুলুরিরা লঙ্কা ও প্যাঁজভাজা মাথায় করে হিন্দুকুল উদ্ধার কচ্চে। টোল খাওয়া পিতলের গেলাস, বিড়ে বাঁধা ফাঁপা পানের খিলি ও আঁবের আটার রিপু করা খেলো হুঁকোদের আজ একাধিপত্য। তাহাদের সৌভাগ্য দেখে উড়িষ্যার জগন্নাথক্ষেত্র আপনার একচেটে প্রভুত্বের হানি হলো ভেবে, দুঃখে ম্রিয়মানা হচ্চেন। দিবাকাল এইরূপে বিদায় হলেন, চৌরঙ্গীর গির্জ্জের ঘড়িতে অরগ্যান কোয়াটার ও ৫টা বাজা শব্দ শুনা গ্যালো। সূর্য্যদেব আর ঘৃণায় মুখ দেখাতে পারবেন না বলেই যেন, আস্তে আস্তে পশ্চিমাচলের রাঙা মেঘের আড়াল দিয়ে স্বস্থানে প্রস্থান কল্লেন।..."

দ্রষ্টব্য : The Evils of Our Society. *In Bengal. For Drawing attention of the Young Bengals over their mother country.* By a Midnight-Traveller. Published by B. Mook, *Pen and Co.*

Bengal Agricultural Exhibition of 1864, a series of photographs, by Lt. William Lynd Noverre, Calcutta 1864.

নগরের বারাঙ্গনা সমস্যা। ২১১

বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৮৫৬ সালে, নগরের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বারাঙ্গনাদের বসতি সীমাবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন করেন। ১৮৫৬, ১৯ নভেম্বর

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত এ বিষয়ে তাঁর একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়। পত্রটি এই :

"মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

"নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসীদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় বঙ্গদেশবাসিগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তিরক্ষা ও কুরীতি নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাহাদিগের পরম ধর্ম্ম। এক্ষণে পুলিস কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে তাহা বর্ণন বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, নগরির যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ক্রটি হয়, কারণ বারঘোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীত-বাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগকরণে বাধ্য হন, চৌর্য্য কার্য্যদ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক শান্তিভঙ্গ তাহা কেবল বারঘোষাগণের নিমিত্তে হয়, কলহ, মদ্যপান দ্বারা জীবন সংহার, ব্যসন দ্যূতক্রীড়া ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃ-কালে কি সায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উক্ত নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে, কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবায় এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবান-গণ স্বীয় স্বীয় বসতবাটীতে অধিক ভট্টালোভী হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থান দান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদ্দ্বারা এক ঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে, অতি নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মান্য বংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যানিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগী হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্র নগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোন কালেই পতাকারূপে উড্ডীন হইতে পারে না।..."

মহোদয়গণ

আমরা আপনাদিগের নিতান্ত অনুগত ভৃত্য

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ

বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।

সিপাহী বিদ্রোহ। ২২৩

সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে এই সংকলনে উদ্ধৃত হয়েছে। প্রভাকর-সম্পাদক বিদ্রোহকে আদৌ সুনজরে দেখেন নি, বরং বিদ্রোহীদের বিশৃংখলার আতংকে অত্যন্ত বিসদৃশভাবে প্রভাকরের রাজভক্তির আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এ দোষ প্রভাকর বা তার সম্পাদকের একা নয়, প্রায় সমগ্র বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর। সিপাহী বিদ্রোহকালে ১৮৫৬-৫৭ সালে বাংলাদেশে বেশ বড় একটা নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল। এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের নব-জাতীয়তাবোধের সঙ্গে সিপাহী বা তাদের অনুগামী সাধারণের একাংশের বিদ্রোহের কোন উদ্দেশ্যগত বা স্বার্থগত সামঞ্জস্য ছিল না। জাতীয়তার প্রথম উদ্‌বোধনপর্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্তরা ইংরেজের আশ্রয়েই ধীরে ধীরে নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার বিস্তার করতে চেয়েছিলেন, হঠাৎ গণবিপ্লব বা রাজবিদ্রোহের রণঝংকারে দিল্লীর মসনদ দখল করতে চাননি। তা ছাড়া, কেবল বাংলার বা ভারতের নয়, সমগ্র পৃথিবীর সর্বদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণীর মনোভাব চিরকালই বিদ্রোহবিমুখ এবং ক্রমসংস্কারপন্থী। বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিদ্রোহ-বিমুখতার এইটাই প্রধান কারণ ছিল বলে মনে হয়। অন্ততঃ এই সংকলনগ্রন্থের সম্পাদকের তাই ধারণা (Benoy Ghose: "The Bengali Intelligentsia and the Revolt" in *Rebellion 1857*, New Delhi, 1957)।

দ্রষ্টব্য: এ বিষয়ে অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ, শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার কৃত *The Sepoy Mutiny and The Revolt of 1857*, Calcutta 1957; ভারত-সরকার প্রকাশিত শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন কৃত *Eighteen Fifty-seven*, New Delhi 1957. সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রামাণ্য গ্রন্থ আছে। উক্ত বই দু'খানিতে পাঠকরা তার পূর্ণ তালিকা পাবেন।

হিন্দুমেলা। ২৫৯

হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন: "শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার' অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দুমেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় 'জাতীয় সভা' সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার' আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। প্রথম যে বৎসর (১৮৬৭ সাল) হিন্দুমেলা হয় আমি মস্তকের পীড়া জন্য মেদিনীপুর হইতে ছুটী লইয়া বোড়ালে অবস্থিতি করিতেছিলাম। আমি এবং আমার বোড়ালবাসী কতকগুলি বন্ধু একত্রিত হইয়া বঙ্গের পূর্ব্বমহিমা বিষয়ে

এক কবিতা রচনা করিয়া মেলায় পাঠার্থ প্রেরণ করি" (আত্মচরিত, কলিকাতা ১৩১২, ২০৮ পৃষ্ঠা)। কবিতার প্রথম কয়েকটি লাইন এই :

"দেখিয়া উৎসব-সভা পুলকিত প্রাণ।
জাতীয় উন্নতি চিহ্ন যা'তে বিদ্যমান॥
বঙ্গের দুঃখের নিশা বুঝি পোহাইল।
ভ্রাতৃভাবে পুত্র তাঁ'র সকলে মিলিল॥
এই উপলক্ষে মন চাহে বলিবারে।
বঙ্গের মহিমা পূর্ব্ব বঙ্গীয় মাঝারে॥"

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আমার বাল্যকথা'য় লিখেছেন : "আমি বোম্বায়ে কার্য্যারম্ভ করবার কিছু পরে কলিকাতায় এক 'স্বদেশী মেলা' প্রবর্ত্তিত হয়। বড়দাদা (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নবগোপাল মিত্রের সাহায্যে মেলার সূত্রপাত করেন, পরে মেজদাদা (গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাহাতে যোগদান করায় প্রকৃতপক্ষে তার শ্রীবৃদ্ধি সাধন হ'ল। কলিকাতার প্রান্তবর্ত্তী কোন একটি উদ্যানে বৎসর বৎসর তিন চারিদিন ধরে এই মেলা চলতো। সেখানে দেশী জিনিসের প্রদর্শনী, জাতীয় সঙ্গীত, বক্তৃতাদি বিবিধ উপায়ে লোকের দেশানুরাগ উদ্দীপ্ত করবার চেষ্টা করা হ'ত। এই মেলা উপলক্ষে মেজদাদা কতকগুলি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করেন, আর সেই মেলাই ভারত-সঙ্গীতের জন্মদাতা—

মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনঃ প্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন : "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সব ভারত-সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।"

দ্রষ্টব্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি (পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৩ মাঘ), গ্রন্থপরিচয় ১৯১-পৃষ্ঠা।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ : কংগ্রেস ও বাঙ্গালা, কলিকাতা ১৩৪২, ৬৯-৮৭ পৃষ্ঠা। হিন্দুমেলার দুষ্প্রাপ্য কার্যবিবরণ থেকে বিস্তারিত তথ্য ও মেলার বর্ণনা এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তত্ত্ববোধিনী সভা। ৩০৩

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'আত্মজীবনী'তে লিখেছেন :

"১৭৬১ শকের ২১শে আশ্বিনে তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য, আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার। উপনিষদকেই আমরা বেদান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতাম; 'বেদান্তদর্শনে'র সিদ্ধান্তে আমাদের আস্থা ছিল না।

"প্রথম দিনে ইহার সভ্য দশ জন মাত্র ছিল। ক্রমশঃ ইহার সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অগ্রে ইহার অধিবেশন আমার বাড়ীর নীচেকার একতালার একটি প্রশস্ত ঘরে হইত; কিন্তু পরে ইহার জন্য সুকিয়া ষ্ট্রীটেতে একটি বাড়ী ভাড়া করি; সেই বাড়ী বর্তমানে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের অধিকারে আছে।

"এই সময় অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত আমার সংযোগ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইহাকে আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করিয়া দেন। অক্ষয়বাবু তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হন" (আত্মজীবনী, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

শুধু ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তত্ত্ববোধিনী সভার দান সমসাময়িক যে কোন প্রগতিশীল সভার সঙ্গে তুলনীয়। ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রেও সনাতন হিন্দুদের 'ধর্মসভা' ও তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যে মূলগত পার্থক্য ছিল। দেবেন্দ্রনাথ লিখেছেন, প্রথমে দশজন মাত্র সভ্য নিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে দেখা যায়, সভ্যসংখ্যা ১০৫ হয়েছিল। সভার কার্যধারা ও প্রভাব সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : "The *Tattwabodhini Sabha* used to hold weekly and monthly meetings. Papers were read and discussed at the weekly meetings and divine service used to be held once a month. The *Sabha* commenced its career with only ten young men as its members. But so great were the energy and enthusiasm with which its proceedings were conducted that in the course of two years the number of members rose to 500..."—Sivanath Sastri : *History of the Brahmo Samaj,* Calcutta 1919, I, 86-8.

আরও কয়েক বছরের মধ্যে সভার সভ্যসংখ্যা ৮০০ পর্যন্ত হয়। সভার ক্রমোন্নতির কথা উল্লেখ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮৪৫ সালে লেখেন : "তত্ত্ববোধিনী সভার জন্মাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা দ্বারা তাহার উন্নতি আলোচনা করিলে অবশ্য অত্যন্ত আহ্লাদে মগ্ন হইতে হয়। প্রথম কালে দশজন মাত্র সভ্য দ্বারা উহার সংস্থাপন হয়। এইক্ষণে পাঁচশত অপেক্ষা অধিক সভ্য ইহাকে আশ্রয় দিতেছেন; তৎকালে মাসে দশ-মুদ্রা একত্র হওয়া দুষ্কর ছিল। এইক্ষণে প্রতি মাসে প্রায় চারিশত টাকা সংগৃহীত

হইতেছে এবং আয়ের ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে ; তৎকালে সভার অভিপ্রেত ব্রহ্মোপাসনার প্রচার জন্য প্রধান প্রধান সমুদায় উপায়ের অভাব ছিল, এইক্ষণে তজ্জন্য জ্ঞানজনক নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ এই পত্রিকা মাসে মাসে প্রকাশ হইতেছে।" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১ ফাল্গুন ১৭৬৭ শক)।

ভারত-সভা। ২৬০

১৮৭৬, ২৬ জুলাই ভারত-সভা (The Indian Association) প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-সভা স্থাপনের কারণ ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেছেন :

"After my return from England in June 1875, and along with the work of organizing the students and infusing into them a new life and spirit, I began seriously to consider the advisability of forming an Association to represent the views of the educated middle-class community and inspire them with a living interest in public affairs. There was indeed the British Indian Association, which, under the guidance of the great Kristo Das Pal, who was then secretary, valiantly upheld the popular interests when necessary ; but it was essentially and by its creed an Association of land-holders. Nor did an active political agitation, or the creation of public opinion by direct appeals to the people, form a part of its recognized programme. There was thus the clear need for another political Association on a more democratic basis, and the fact was indeed recognized by the leaders of the British Indian Association. For some of its most distinguished members, such as the Maharaja Narendra Krishna, Babu Kristo Das Pal, and others, attended the inaugural meeting of the new Association, and encouraged its formation by their presence. And let me gratefully add here that, throughout, the relations between the new Association and the British Indian were of the most cordial character, and this was due largely to the influence and example of Kristo Das Pal, one of the greatest political leaders that Bengal, or India, has ever produced. Mr. Ananda Mohan Basu and myself joined hands in this matter. I had more leisure than he, but we were in frequent consultation.

"Associated with us in our efforts to organize a new Association

upon populur lines was a devoted worker, comparatively unknown then, and, I fear, even now, whose memory deserves to be rescued from oblivion. Dwarkanath Ganguli began life as a teacher, and while yet young embraced Brahmoism.... His cooperation in the organization of the new Association was of great value to us..."—Surendranath Banerjea, *A Nation in Making*, 1925, Ch. V.

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মচরিতে' লিখেছেন : "আনন্দমোহন বাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আমরা একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, বঙ্গদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন ধনীদের সভা, তাহার সভ্য হওয়া মধ্যবিত্ত মানুষদের কর্ম নয়, অথচ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা আবশ্যক। আমরা তিন জনে কথাবার্ত্তার পর স্থির হইল যে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করা কর্ত্তব্য। অমৃতবাজারের শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিয়বন্ধু ছিলেন। প্রথমে তাঁহাকে পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ মহাশয়কেও লওয়া হইল। মনমোহন ঘোষের বাড়ীতে এই পরামর্শ চলিল। তাহার সকল পরামর্শে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কার্য্যান্তরে অন্যত্র ছিলাম। কি পরামর্শ হইতেছে তাহা আনন্দমোহন বাবু ও সুরেন্দ্র বাবুর মুখে শুনিতাম। যখন একটা সভা স্থাপন একপ্রকার স্থির হইল, তখন একদিন আনন্দমোহন বাবু ও আমি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এরূপ প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, এতৎদ্বারা দেশের একটা মহৎ অভাব দূর হইবে। আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রথম সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি শারীরিক অসুস্থতার দোহাই দিয়া সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন।"—শিবনাথ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, কলিকাতা ১৩২৫, ২১৭-৮।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ভারত-সভার ব্যাপার সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে লিখেছেন : "The name was the subject of anxious consideration among our friends. Pundit Iswar Chunder Vidyasagar and Mr. Justice Dwarkanath Mitter, while still a member of the Bar, had formed the idea of organizing a similar Association which was to be the voice and the organ of the middle classes. The idea had to be given up as it did not at the time meet with much support, but the name they had chosen for their proposed organization was the Bengal Association. We thought that such a name, or anything like it, would restrict the scope

of our work... We accordingly resolved to call the new political body the Indian Association." শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর রাজনৈতিক সচেতনতার প্রথম সংঘবদ্ধ রূপ যে ভারত-সভা, একথা সুরেন্দ্রনাথ বারংবার বলেছেন : "The Indian Association supplied a real need. It soon focussed the public spirit of the middle class, and became the centre of the leading representatives of the educated community of Bengal" (*op. cit*, 41, 42).

হুগলী মহম্মদ মহসীন কলেজ। ২৮৯

হুগলী কলেজের দীর্ঘ বিবরণ প্রভাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রামাণ্য ইতিহাস K. Zachariah কৃত *History of Hooghly College, 1836-1936* (Bengal Government, 1936) গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

হিন্দু কলেজ। ২৯৪

প্রেসিডেন্সী কলেজ। ৩৫২

১৮১৭, ২০ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়; ১৮৫৪, ১১ জানুয়ারি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির শেষ বৈঠক বসে; ১৮৫৪, ১৯ সেপ্টেম্বর কোম্পানির ডিরেক্টররা তাঁদের নির্দেশপত্রে কলেজের নীতি ও নাম পরিবর্তনের প্রস্তাবে সম্মতি জানান; ১৮৫৫, ১৫ এপ্রিল হিন্দু কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং তার একমাস পর ১৫ জুন থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজের কার্যারম্ভ হয়।

হিন্দু কলেজের তথ্যনির্ভর ইতিবৃত্ত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিতে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে এবং তার আদিকল্পক কে, রামমোহন রায় না ডেভিড হেয়ার, তার উত্তরও এই আলোচনার মধ্যে পাওয়া যাবে :

J. Kerr : *A Review of Public Instruction in the Bengal Presidency, 1835 to 1851* (Calcutta 1853), Part II, Chapter I (Hindu College).

Syed Mahmood : *A History of English Education in India, 1781 to 1893* (Aligarh 1895), Chapter VI.

হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও আদিকল্পনা প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থের (দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৪৮) 'সম্পাদকীয়' অংশে *The Calcutta Christian Observer* পত্রিকার ১৮৩২ সালের জুন, জুলাই ও আগস্ট সংখ্যা থেকে "A Sketch of the Origin, Rise and Progress of the Hindoo College" রচনা অনেকাংশ উদ্ধৃত করেছেন। এখানে তার পুনরুদ্ধৃতি অনাবশ্যক। আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৫৩, ৩ জুন লর্ডস্ সভার সিলেক্ট কমিটির কাছে এদেশে ইংরেজী-

শিক্ষার সূচনা সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা সৈয়দ মামুদের পূর্বোক্ত গ্রন্থে (২৫-৭ পৃষ্ঠা) এবং A. P. Howell-এর *Education in British India, prior to 1854 and in 1870-71* (Calcutta 1872) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১০) উদ্ধৃত হয়েছে। এটি সহজলভ্য নয় বলে, এবং হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা তথা ইংরেজীশিক্ষার সূচনা প্রসঙ্গে ডাফ সাহেবের এই বক্তব্যের বিশেষ গুরুত্ব আছে মনে করে, আমরা তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি :

"English education was in a manner forced upon the British Government ; it did not itself spontaneously originate it. The system of English education commenced in the following very simple way in Bengal. There were two persons who had to do with it, one was Mr. David Hare, and the other was a Native, Ram Mohun Roy. In the year 1815, they were in consultation one evening with a few friends, as to what should be done with a view to the elevation of the native mind and character. Ram Mohun Roy's proposition was that they should establish an Assembly, or Convocation in which, what are called the higher or purer dogmas of Vedantism or ancient Hinduism, might be taught ; in short, the Pantheism of the Vedas, or their Upanishads, but what Ram Mohun Roy delighted to call by the more genial title of Monotheism. Mr. David Hare was a watch-maker in Calcutta, an ordinary illiterate man himself, but being a man of great energy and strong practical sense, he said, the plan should be to institute an English School, or College, for the instruction of native youth. Accordingly, he soon drew up, and issued a circular on the subject, which gradually attracted the attention of the leading Europeans, and among others, of the Chief justice Sir Hyde East. Being led to consider the proposed measure, he entered heartily into it, and got a meeting of the European gentlemen assembled in May 1816. He invited also some of the influential Natives to attend. Then it was unanimously agreed that they should commence an institution for the teaching to the children of the higher classes, to be designated 'The Hindu College of Calcutta.' A large joint Committee of Europeans and Natives was appointed to carry the design into effect. In the beginning of 1817 the College or rather School, was opened ; and it was the very first English Seminary in Bengal, or even in India, as far as I know"—

Second Report of the Select Committee of the House of Lords, 1852-53, Minutes of Evidence, p. 48, No 6098f.

হিন্দু কলেজে, নাম থেকে যা মনে হয়, কেবল হিন্দু ছেলেদের শিক্ষার অধিকার ছিল, অন্যান্য জাতির প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৮৫১ সালের পর থেকে শিক্ষা-সংসদের সঙ্গে কলেজের ম্যানেজিং কমিটির এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা চলতে থাকে। সংসদ দাবী করেন যে গবর্ণমেণ্ট দায়িত্ব গ্রহণ করলে কলেজের দ্বার সর্বজাতির জন্য উন্মুক্ত থাকবে। বলাই বাহুল্য, ম্যানেজিং কমিটির সকলে এবিষয়ে একমত হন না। আশুতোষ দেব ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ হিন্দু কলেজকে সর্বজাতির বিদ্যালয়ে পরিণত করার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন মতামত প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেননি, এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর যদিও বিদ্যালয়টিকে ঠিক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাহলেও সাহস করে তিনি সরকারী প্রস্তাব প্রকাশ্যে সমর্থন করতে পারেননি। বর্ধমানের মহারাজাও প্রসন্নকুমারের অনুগামী হয়েছিলেন। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করেননি। অবশেষে তাঁরা জাতিসমস্যার সমাধান করেন 'হিন্দু কলেজে'র নাম বদলে 'প্রেসিডেন্সী কলেজ' করে। এই প্রসঙ্গে 'প্রভাকরে'র একাধিক রচনা সংকলিত হয়েছে (৩৩৫-৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত *Presidency College, Calcutta, Centenary Volume* (W. B. Government, 1956)-এ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

সমসাময়িক পত্রিকা থেকে আমরা ১৮১৭, ২০ জানুয়ারি সোমবার, হিন্দু কলেজের উদ্‌বোধনদিনের একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করছি :

HINDOO COLLEGE

On Monday the 20th instant, the school of this Institution was opened at 10 o'clock. Before 11, all the scholars were assembled to the number of 20, which is 7 more than were expected...They were dismissed at half past one.

During the whole, or part of this time, were present the following Managers of the College, viz. Gopeemohun Takoor, a Governor of the Hindoo College, Baboos Radhamadhab Banerjee, Joykishun Sing, Gopeemohun Deb, and Hureemohun Thakoor :—Many opulent Natives, who were in general the parents or patrons of the scholars, —Rugoomonee Bidyabhosun, Chutoorbhooj Nyaeerrutun, Sooba Sastree, Ramdulal Turkoochooramonee Bhuttacharuj, Mritronjoy Bidyalankur,

Tarapursad Nyaeebhosun, Subhanund Bidyabagis and other Pundits; besides Mohunpursad Thakoor, Baboo Radhakant Deb, and other Literary Natives. The Levee at the Government House, which began at 11 o'clock, and the great distance of the School house, (No. 304 Chitpore Road,) from the European part of the town, prevented the attendance of many English Gentlemen. Among those who came, were the Honorable the Chief Justice, Mr. Harington, Mr. Loring and Mr. Barnes.

Teaching commenced, and was carried on under various disadvantages. Although everything had been avoided, which might assemble numerous spectators, their number and curiosity were sufficient to cause incovenience. The scholars not having been previously sent to the Teacher for examination, their proficiency, on which depended their distribution into classes, remained to be ascertained on the spur of the occasion. Those present however expressed themselves to be much pleased with the economy of the school, and the exertions of the teachers. Some of the natives were much struck with several of the practices of the new method of instruction :—the Monitors pointing with rods, the use of one large card for a whole class, and the sand-writing. They observed that this method was quite unknown when they were scholars ; and they doubted not that it would cause their children to make a much more rapid progress than they had done.

Most of the scholars having previously been in other seminaries, or received instruction at home, were found to possess some knowledge of English reading and writing. Their parents and friends observed, that they had taken them from under other teachers, in the confidence that in this Institution, expressly intended for the liberal education of the Hindoo children, their progress would be more rapid, and their ultimate proficiency greater. The Pundits testified great satisfaction on this interesting occasion ; and said that that day had witnessed the beginning of what they hoped would issue in a great diffusion of knowledge. A learned Native expressed his hopes that

the Hindoo College would resemble the Bur, the largest of trees, which yet is at first but a small seedling.

On Tuesday the 21st teaching began at 10 and ended at 3. The number of scholars was 21.—The first lesson in Persian was given that day. The 22nd and 23rd were holidays. On the 24th there was an accession of three new scholars". *(Calcutta Monthly Journal*, Vol. XXX, January 27, 1817*)*.

বাংলা শিক্ষা। ২৯৪

বাংলা শিক্ষা ও বাংলাভাষার অনুশীলনের পক্ষে সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় বহু রচনা সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছে (২৯৭, ৩০১)। হিন্দু কলেজে বাংলা শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাতে বিশেষ সুফল ফলেনি। ১৮৪৩ সালে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা লেখেন : "আমরা খেদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে উক্ত বিদ্যালয়ের সিনিয়র ডিপার্টমেণ্টের পণ্ডিত মহাশয়েরা এ পর্য্যন্ত তত্রস্থ ছাত্রগণের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই, ঐ ডিপার্টমেণ্টের নিম্ন চারি শ্রেণীতে কেবল গৌড়ীয় ব্যাকরণের পাঠ ও অনুবাদ করণ দ্বারা বাঙ্গালা শিক্ষা হয়·· এদেশের লোকদিগকে সভ্য করিতে হইলে এদেশের ভাষার আলোচনা করা অতি কর্ত্তব্য আর এই ব্যাপার প্রয়োজনীয় ও উপকারক অতএব ইহাকে সফল করিবার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগ করা আবশ্যক" (আগস্ট ১, ১৮৪৩)।

১৮৪৮ ও ১৮৫৬ সালে রাজনারায়ণ বসু বাংলাভাষার অনুশীলন সম্পর্কে মেদিনীপুরে দুটি বক্তৃতা দেন। আটবছর পরে হলেও, দ্বিতীয় বক্তৃতাতে তিনি প্রথম বক্তৃতার উল্লেখ করেন এবং প্রসঙ্গত এদেশে বাংলাশিক্ষা প্রচলনের ইতিহাসও সংক্ষেপে আলোচনা করেন। উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫, ৭ মার্চ রাজাজ্ঞা দ্বারা এই নিয়ম প্রবর্তন করেন যে সাধারণ শিক্ষা-কর্ম ইংরেজীভাষায় সম্পাদিত হবে, এবং পূর্বে যে টাকা আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হত তা কেবল ইংরেজীর জন্য ব্যয় করা হবে। রাজনারায়ণ বসু বলেছেন, "উক্ত বিজ্ঞাপনী এদেশের সম্বন্ধে অত্যন্ত উপকারিণী হইয়াছে বলিতে হইবেক কিন্তু তাহার দোষ এই যে তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা প্রদানের কথা কিছুমাত্র উল্লেখ নাই।···১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিমপ্রদেশোজ্জ্বলকর ও তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত টমাসন সাহেব দেশে প্রচলিত ভাষাতে অল্প ব্যয়ে অল্প সময়ে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ লোকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে ইহা স্থির করিয়া গ্রামে গ্রামে হিন্দি ভাষার পাঠশালা স্থাপন পূর্ব্বক ঐ দেশের প্রচুর হিত-সাধনের উপায় করেন। মহানুভব টমাসন সাহেবের দ্বারা অনুষ্ঠিত সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী এত দিবস পরে বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে। রাজপুরুষদিগের যত্ন দ্বারা এতদ্দেশে স্থানে

স্থানে উৎকৃষ্টতর প্রণালীতে নূতন বাঙ্গলা পাঠশালাসকল স্থাপিত হইবার সূচনা হইতেছে, এতদ্দেশীয় গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালা সকলেরও উন্নতি সাধন জন্য চেষ্টা হইতেছে এবং এই সমস্ত পাঠশালার তত্ত্বাবধারণ জন্য উপযুক্ত পরিদর্শকসকল নিযুক্ত হইয়াছে। এত দিবস পরে এতদ্দেশে দেশীয় প্রচলিত ভাষার দ্বারা সাধারণ জনগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার অনুষ্ঠান হইতেছে" (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ ১৫৩ সংখ্যা, বৈশাখ ১৭৭৮ শক)।

১৮৩৫ সালে বেণ্টিঙ্ক পাদ্রি অ্যাডামকে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে গবর্ণমেণ্টকে একটি রিপোর্ট দাখিল করার জন্য কমিশনার নিযুক্ত করেন। অ্যাডাম সাহেব ১৮৩৫, ১ জুলাই, ২৩ ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮, ২৮ এপ্রিল যথাক্রমে তাঁর রিপোর্টের তিনটি খণ্ড সরকারের কাছে পেশ করেন। কিন্তু অ্যাডামের অনুসন্ধানের ফলাফল ও শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জানবার আগেই বেণ্টিঙ্ক, শিক্ষা-কমিটির সভাপতি মেকলের পরামর্শে, ইংরেজীশিক্ষার সমর্থনে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কিন্তু শিক্ষাকমিটি তাঁদের প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করে যা বলেন তার মর্ম এই : "আমরা বিবেচনা করে দেখেছি যে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এদেশে ক্লাসিকাল ভাষা সংস্কৃত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া অনেক ভাল। সংস্কৃত বা আরবী এদেশের কারও মাতৃভাষা নয়। অতএব পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করে নিয়ে আমরা কেবল এই সিদ্ধান্ত করেছি যে সংস্কৃত-আরবী অপেক্ষা আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের বাহনরূপে ইংরেজী ভাষা অনেক উন্নত। মাতৃভাষার গুরুত্বকে আমরা অস্বীকার করিনি। ভবিষ্যতে যাতে সমস্ত শিক্ষাই মাতৃভাষাতে হতে পারে, সেদিকে আমাদের বরাবরই লক্ষ্য ছিল" (C. E. Trevelyan : *On the Education of the People of India,* London 1838, 20-4)।

সুতরাং বিতর্কটা মাতৃভাষা নিয়ে হয়নি, হতেও পারে না, কারণ কোন মাতৃভাষাই তখনও পাশ্চাত্ত্যবিদ্যার বাহন হবার মতন উন্নত হয়নি। তাছাড়া পাঠ্য-পুস্তকও মাতৃভাষায় রচনার বিরাট সমস্যা ছিল। একশ বছর পরে আজও সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে মনে হয় না। বিতর্কটা তখন হয়েছিল একদিকে সংস্কৃত-আরবীপন্থী ওরিয়েণ্টালিস্ট ও ইংরেজীপন্থী অ্যাংলিসিস্টদের মধ্যে, এবং তাতে ইংরেজীর পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সবদিক থেকেই সঙ্গত হয়েছিল মনে হয়।

দ্রষ্টব্য : William Adam : *Reports on the State of Education in Bengal,* 1835, 1838 (Calcutta University).

Selections from the Records of the Bengal Government, No. XXII, Correspondence relating to Vernacular Education, 1855.

J. Thomason : *Despatches, Selections from the Records of the Government of N. W. Provinces,* 1856-58, 2 vols.

H. A. Stark : *Vernacular Education in Bengal*, from 1813 to 1912 (1916).

স্ত্রীশিক্ষা । ৩০৪

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে একাধিক রচনা (৩০৪-১২ পৃষ্ঠা) এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। প্রভাকর-সম্পাদক কেন বেথুন বিদ্যালয়কে ভিক্টোরিয়া বালিকা বিদ্যালয় বলে উল্লেখ করেছেন, এবং কেন শেষ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি ভিক্টোরিয়ার নামে না হয়ে বেথুনের নামে হল, শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ সে বিষয়ে এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় আলোচনা করেছেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসারের বিস্তারিত ইতিহাস নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যাবে :

Priscilla Chapman : *Hindoo Female Education*, London 1839.

J. A. Richey : *Selections from Educational Records*, Part II, 1840-1859 (Calcutta 1922), Ch. II—"The Beginnings of Female Eeucation."

Harachandra Dutta : Address on Native Female Education, Calcutta 1856.

The Friend of India, 1818-23 (Monthly Series)

Female Education in India, Vol. V, 1822 ; Native Female Education, Vol. VI, 1823.

The Friend of India, 1820-26 (Quarterly Series)

On Female Education in India, Vol. II, 1822.

ডিরোজিও হাঙ্গামা । ৩৩৮

১৮৫৩ সালে সংবাদ প্রভাকর লিখছেন, "আমারদিগের এই প্রভাকরের জন্মকালীন 'ড্রোজু সাহেবি' হেঙ্গামায় একবার হিন্দু কলেজের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল" (৩৩৮ পৃষ্ঠা)। হিন্দু কলেজের পুরাতন অপ্রকাশিত নথিপত্রের মধ্যে এই ঘটনাটির উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৩১ সালে 'সংবাদ প্রভাকর' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের শিক্ষাদীক্ষা ও আচারব্যবহার নিয়ে বাইরের সমাজে প্রচণ্ড আলোড়ন চলছিল। এই সময় হিন্দু কলেজের পরিচালক, শিক্ষক ও শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনা করে প্রভাকরে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সমালোচনায় কলেজের পরিচালকমণ্ডলী রীতিমত ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হন। ১৮৩১, ২৩ এপ্রিল কলেজ-কমিটির সভায় (যে-সভায় ডিরোজিওকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল) প্রভাকর সম্পাদককে এ বিষয়ে সাবধান করার সিদ্ধান্ত করা হয়। কলেজের সেক্রেটারী 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর কাছে এই প্রতিবাদপত্র পাঠান :

To

The Proprietor of Sumbad Probhakar

Sir,

Having observed a letter in your paper of the 13th April No. 12, reflecting in very unbecoming language upon the characters of the teachers of the Hindoo College, I have to request your informing me of the writer's name that legal measures may be adopted for his punishment.

Hindoo College
The 19th April, 1831.

I am .....
Luckynarain Mookerjee
Secretary, Hindoo College

এই পত্রের উত্তরে 'সংবাদ প্রভাকরে'র সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাকরের পক্ষ থেকে লেখেন :

Sir,

In acknowledging the receipt of your letter dated 19 instant requesting me to furnish you with the name of the author of a certain article appeared in the 12 No. of the Probhakar, I am authorized in the name of the writer to inform you that he neither had the least intention nor did he mean by the language of his letter to bring the College institution or the characters of its teachers and Members as a body into hatred and contempt or ridicule. You will under this consideration see how far I should be justified as an Editor of a public journal to meet your calls as Secretary of the College, when the writer positively denys any intention to have offered any unbecoming language either towards the institution or its members as a body which assertion he denys will be manifested by referring to the article in question.

23rd April, 1831

I am
(Signing) Isher Chander Gupto
Editor Proprietor of Probhakor

প্রভাকর-সম্পাদকের এই উত্তরে কলেজের কর্তৃপক্ষ খুশি হননি। সেকথা গুপ্তকবিকে জানিয়ে তাঁরা প্রকাশ্যে তাঁকে পত্রিকা মারফত লিখিতভাবে দুঃখপ্রকাশ করতে বলেন। সেক্রেটারী লেখেন :

To

The Editor of the Sumbad Probhakor.

Sir,

I am desired by the Managing Committee of the Hindoo College to inform you that having laid before them your letter of the 23rd Instt. it has not been considered as altogether satisfactory. They expect therefore that in your next number you will express your regret for having admitted into your paper a letter containing such improper and unfounded imputations against the teachers of the Hindoo College.

প্রভাকর পত্রিকার এই সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়নি। সুতরাং গুপ্তকবি দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন কিনা, অথবা কি ভাষায় করেছিলেন, তা জানবার উপায় নেই। যে চিঠিপত্রগুলি এখানে উদ্ধৃত করা হল সেগুলি প্রেসিডেন্সি কলেজে রক্ষিত হিন্দু কলেজের পুরাতন নথিপত্রের মধ্যে আছে।

লক্ষণীয় হল, গুপ্তকবি এই ঘটনাটির কথা দীর্ঘ বাইশ বছর পরেও ভুলতে পারেননি। তাই হিন্দু কলেজে যখন অহিন্দুদেরও পাঠাধিকার স্বীকার করা হয় তখন তার সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রভাকর-সম্পাদক পত্রিকার জন্মকালীন ডিরোজিও হাঙ্গামার কথা স্মরণ করে লিখেছেন, "এইক্ষণে ২২ বৎসরের পর পুনরায় 'মুসলমানি' 'খ্রীষ্টানি' এবং 'জারজী' এই এই ত্রিদোষ জন্য সেই লেখনীকে আবার কর সদনে নৃত্য করাইতে হইল।"

হার্ডিঞ্জ স্কুল। ৩৪৯

রাজনারায়ণ বসু বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোদ্ধৃত বক্তৃতায় বলেছেন, "কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেক যে ইহার পূর্ব্বে রাজপুরুষেরা বাঙ্গলা ভাষার অনুশীলন বিষয়ে যে কোন উৎসাহ প্রদান করেন নাই এমত নহে। গবর্ণর জেনরেল হার্ডিঞ্জ সাহেব ১০১ পাঠশালা এতদ্দেশে স্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মধ্যে অনেক পাঠশালা উপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ অভাবে ও অন্যান্য কারণে ভঙ্গদশাপ্রাপ্ত হইয়াছে।"

জনশিক্ষাকল্পে সরকারের তরফ থেকে হার্ডিঞ্জের এই চেষ্টাই প্রথম উল্লেখযোগ্য চেষ্টা। ১৮৪৪, ১৮ ডিসেম্বর বাংলা প্রদেশে (বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা) হার্ডিঞ্জ এই বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার আদেশ দেন। এই বিদ্যালয়গুলি 'হার্ডিঞ্জ স্কুল' নামে পরিচিত।

শিল্প বিদ্যালয়। ৩৫১

১৮৫৪ সালে বেথুন সোসাইটিতে গুডউইন সাহেব 'Union of Science, Industry and Art' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এদেশে একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাঁরই উদ্‌যোগে ১৮৫৪, মার্চ মাসে হজসন প্র্যাটের বাড়িতে ভারত-সরকারের রাজস্ব-বিভাগের তদানীন্তন সেক্রেটারি অ্যালেনের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক হয় এবং "Society for the Promotion of Industrial Art" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়। সিসিল বীডন সভাপতি এবং রেভারেণ্ড লঙ্, উইলিয়ম মনি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হন (শিল্পপুষ্পাঞ্জলি, প্রথম বর্ষ ১৮৮৬)। এই সমিতির চেষ্টায় The Calcutta School of Industrial Arts নামে শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয়ে কাঠের কাজ, মাটির কাজ, চিত্রাংকন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, লিথোগ্রাফি ও ফটোগ্রাফি প্রভৃতি শিল্পকর্ম শিক্ষা দেওয়া হত। কিশোরীচাঁদ মিত্র তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন :

"২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৫৫। প্রাতে গাড়ী করিয়া Industrial School-এর কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত হইলাম। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম সাম্বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে টাউনহলে একটি প্রদর্শনী খোলা উচিত কিনা সেই বিষয়ে বিবেচনা করিবার জন্য উক্ত সভা আহূত হয়। আমি কর্ণেল গুডউইনের উক্ত প্রস্তাবের প্রবল প্রতিবাদ করি এবং বলি যে বিদ্যালয়ের বাটীতেই একটি ক্ষুদ্র আকারের প্রদর্শনী খোলা হউক। আমার প্রস্তাবই গৃহীত হইল। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট উক্ত বিদ্যালয়ে মাসিক ২০০৲ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রচুর নহে, সুতরাং খরচ কমান প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের নূতন সম্পাদক রেভারেণ্ড সি. এচ. এ ডল উহার কার্য্যে সোৎসাহ মনোনিবেশ করিতেছেন এবং যদিও তিনি সম্প্রতিমাত্র বষ্টন নগর হইতে আসিয়াছেন, এবং কলিকাতার বিষয় অনভিজ্ঞ, তথাপি তিনি শীঘ্রই খুব নিপুণ সম্পাদক হইবেন" (মন্মথনাথ ঘোষ : কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র, কলিকাতা ১৩৩৩, ৯৪ পৃষ্ঠা)।

বুলবুলি পাখীর লড়াই। ৪২৪

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গে' (প্রথম পর্যায়, ১৩২০, বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখিত) সেকালের ধনিক বাঙালী বাবুদের সখের ও বিলাসিতার নানারকম কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালী বাবুরাও তখন আলাদা রেসকোর্স করেছিলেন। এই ঘোড়দৌড় হত কলকাতার উত্তরে পোস্তার রাজা নরসিংহের বাগানে। তাতে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী ছিল না। স্টার্টার ছিল, জকি ছিল, বুকি ছিল, বেটিং তো ছিলই। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎবাবু, লাটুবাবুর পোষ্যপুত্র মন্মথবাবু, হাটখোলার দত্ত-বাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন মাঠে। প্রত্যেক বছর শীতকালে রেস হত।

সখের ঘোড়দৌড়ের মতন সখের থিয়েটারও হত। তা ছাড়া বাবুদের আরও একটি সখের খেলা হত, তার নাম বুলবুলির লড়াই। প্রত্যেক বছর শীতকালে ছাতুবাবুর মাঠে যে বুলবুলির লড়াই হত, শোনা যায় তার সূত্রপাত নাকি নবাবী আমল থেকে। এখন যেখানে অনাথবাবুর বাজার (ছাতুবাবুর বাজারও বলে), মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতি অবস্থিত, এককালে সেখানে বিরাট একটি মাঠ ছিল। শীতকালে সেই মাঠে খুব ধূমধাম করে বুলবুলির লড়াই হত। অনেক তাঁবু পড়ত মাঠে। পোস্তার রাজা নরসিংহ ১৫০ trained বুলবুলি নিয়ে আসতেন, ছাতুবাবুও শ'দেড়েক আনতেন। দুই দলের বুলবুলির মধ্যে কিছু খাদ্যদ্রব্য ছড়িয়ে দেওয়া হত। বুলবুলিদের মধ্যে লড়াই বেঁধে যেত সেই খাদ্য নিয়ে। লড়াইয়ে পরাজিত হলে বুলবুলিরা যখন উড়ে যেত তখন অন্যদলের লোকেরা উল্লাসে 'ব্যো মারা' বলে চেঁচিয়ে উঠত। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বুলবুলির লড়াই হত।

কবিগান সংগ্রহের আবেদন। ৪৩৩

বাংলাদেশের প্রাচীন কবি ও কবিয়ালদের জীবনী ও সংগীত সংগ্রহের জন্য প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যে আবেদন করেন (৪৩৩-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) তা তাঁর আন্তরিক বঙ্গসাহিত্যপ্রীতির দলিলরূপে বাঙালীর কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে চিরস্মরণীয়। তাঁর এই প্রচেষ্টা, সম্পূর্ণ না হলেও, অনেকটা সফল হয়েছিল। তাঁর সংগৃহীত কবিজীবনী ও কবিগান সম্প্রতি গ্রন্থাকারে সংকলিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, সেইজন্য এই সংকলনে সেগুলি সন্নিবেশিত হয়নি।

দ্রষ্টব্য: শ্রীভবতোষ দত্ত সম্পাদিত: ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজীবনী (কলিকাতা ১৯৫৮)।

রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, হেনরী ডিরোজিও, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারিচাঁদ মিত্র, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, চন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, মদনমোহন তর্কালংকার, রাজা কমলকৃষ্ণ দেব, মতিলাল শীল, আশুতোষ দেব, দুর্গাচরণ দত্ত, রাজেন্দ্র দত্ত, রামতনু লাহিড়ী, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার, রেভারেণ্ড ডাফ, রেভারেণ্ড লং প্রভৃতি যে-সব খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের জীবনকথা নিম্নোক্ত বইগুলিতে পাওয়া যাবে:

Lokenath Ghose: *The Modern History of Indian Chiefs, etc.*, Part II —*The Native Aristocracy and Gentry*, Calcutta 1881.

C. E. Buckland : *Bengal under the Lieutenant-Governors*, 1854-98, Calcutta 1901.

C. E. Buckland : *Dictionary of Indian Biography*, London 1906.

Ramgopal Sanyal : *A General Biography of Bengal Celebrities*, Calcutta 1889.

Ramgopal Sanyal : *Reminiscences and Anecdotes of Great Men of India*, Calcutta 1894.

F. B. Bradley-Birt : *Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century*, Calcutta 1910.

Bengal Past and Present.

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় : বঙ্গভাষার লেখক, কলিকাতা ১৩১১ সন।

শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, কলিকাতা ১৯০৯।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ : সাহিত্য সাধক চরিতমালা।

সেকালের পত্রপত্রিকা

হিন্দু প্যাট্রিয়ট, হিন্দু ইনটেলিজেন্সার, ইণ্ডিয়ান ফিল্ড, ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া, সমাচার চন্দ্রিকা, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সেকালের যেসব পত্রপত্রিকার কথা গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, তার অধিকাংশের বিস্তারিত বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত "বাংলা সাময়িক পত্র, ১৮১৮-১৮৬৭" গ্রন্থে পাওয়া যাবে।

'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকার বিবরণ মন্মথনাথ ঘোষ লিখিত "কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র" গ্রন্থের ১৫১-৩ পৃষ্ঠায় আছে।

অন্যান্য ইংরেজী পত্রপত্রিকার জন্য দ্রষ্টব্য : *Catalogue of Periodicals, Newspapers & Gazettes* : Published by National Library, Calcutta 1956.

সংশোধন

মুদ্রণের পর পুনরায় বইখানি আগাগোড়া পড়ার সময় যে ভুলগুলি আমাদের নজরে পড়েছে সেগুলি এই :

পৃষ্ঠা	ভুল	সংশোধন
১২২	কলিকাতা ট্রামওয়ে ২২।১১।১৮৮৫	২২।১১।১২৮৫
১৬৩	বন্ধু হইতে প্রাপ্ত ৭।৪।১৩৫৪	৭।৪।১২৫৪
২০৯	চিঠি ১৬।৩।১২৬৪	১৬।৩।১২৬৫
৩৩৬	সংবাদ ৮।৯।১২৫২	৮।৯।১২৫৯
৩৩৬	র্ব্বক নির্ব্বাহ (শেষ লাইন)	পূর্ব্বক নির্ব্বাহ

এ ছাড়া তারিখ-সংক্রান্ত কোন ভুল (ছাপার) চোখে পড়লে, তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়ের সন-তারিখ মিলিয়ে দেখলে পাঠকরা তৎক্ষণাৎ তার অসঙ্গতি লক্ষ্য করবেন এবং নিজেরাই ভুল সংশোধন করে নিতে পারবেন।

নির্ঘণ্ট